ষষ্ঠ অধ্যায়—৪র্থ পাদ

বিষয় পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায়—৪র্থ পাদ

ষষ্ঠ অধ্যায়—৬ষ্ঠ পাদ

বিষয় পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায়—৭ম পাদ

৬ষ্ঠ অধ্যায়—৮ম পাদ

ইতি পূর্ব্বষট্‌ক।

সপ্তম অধ্যায় (সামান্যতঃ অতিদেশলক্ষণ)—১ম পাদ

সপ্তম অধ্যায়—২য় পাদ

সপ্তম অধ্যায়—৩য় পাদ

বিষয় পৃষ্ঠা

সপ্তম অধ্যায়—৪র্থ পাদ

অষ্টম অধ্যায় (বিশেষতঃ অতিদেশলক্ষণ) —১ম পাদ

বিষয় | পৃষ্ঠা

অষ্টম অধ্যায়—২ পাদ

বিষয় পৃষ্ঠা

নবম অধ্যায়—২য় পাদ

বিষয় পৃষ্ঠা

নবম অধ্যায়—৩য় পাদ

বিষয় পৃষ্ঠা

নবম অধ্যায়—৪র্থ পাদ

দশম অধ্যায় (বাধলক্ষণ)—১ম পাদ

দশম অধ্যায়—২য় পাদ

দশম অধ্যায়—৩য় পাদ

দশম অধ্যায়—৪র্থ পাদ

দশম অধ্যায়—৩য় পাদ

দশম অধ্যায়—৬ষ্ঠ পাদ

দশম অধ্যায়—৭ম পাদ

দশম অধ্যায়—৮ম পাদ

বিষয় পৃষ্ঠা

একাদশ অধ্যায় (তন্ত্রলক্ষণ)—১ম পাদ

একাদশ অধ্যায়—২য় পাদ

একাদশ অধ্যায়—৩য় পাদ

একাদশ অধ্যায়—৪র্থ পাদ

দ্বাদশ অধ্যায়—১ম পাদ

বিষয়		পৃষ্ঠা
৭। হবির্ধানশকটে নির্ব্বাপাধিকরণ	(সূঃ ১৪-১৬)	৮৭৯—৮১
৮। দীক্ষাগারভেদাধিকরণ	(" ১৭)	৮৮১
৯। বিহারভেদে মন্ত্রভেদাধিকরণ	(" ১৮)	৮৮২
১০। সোমে দীক্ষণীয়াদিতে অগ্ন্যাধানাধিকরণ	(" ১৯)	৮৮২
১১। দীক্ষণীয়াদিতে ব্রতগ্রহণাভাবাধিকরণ	(" ২০-২৩)	৮৮৩—৮৪
১২। দেবতাপরিগ্রহাধিকরণ	(" ২০-২৭)	৮৮৪—৮৬
১৩। পত্নীসন্নহনাধিকরণ	(" ২৮)	৮৮৬
১৪। আরণ্যভোজনাধিকরণ	(" ২৯)	৮৮৬—৮৭
১৫। শেষভক্ষাধিকরণ	(" ৩০)	৮৮৭
১৬। পরিক্রয়াধিকরণ	(" ৩১-৩৩)	৮৮৭—৮৮
১৭। হোতৃবরণাধিকরণ	(" ৩৪-৪০)	৮৮৮—৯১
১৮। বর্হিঃপ্রোক্ষণাধিকরণ	(" ৪১-৪২)	৮৯১—৯২
১৯। স্তরণমন্ত্রের অপ্রসঙ্গাধিকরণ	(" ৪৩)	৮৯২
২০। সন্নহনহরণমন্ত্রাধিকরণ	(" ৪৪-৪৫)	৮৯৩

দ্বাদশ অধ্যায়—২য় পাদ

১। বিহারে লৌকিক কার্য্যপ্রতিষেধাধিকরণ	(সূঃ ১-৭)	৮৯৪—৯৬
২। পশুপুরোডাশাধিকরণ	(" ৮-১০)	৮৯৭—৯৮
৩। সবনীয় পুরোডাশে হবিষ্কৃদাহ্বানাভাবাধিকরণ	(" ১১)	৮৯৮—৯৯
৪। তৃতীয় সবনে হবিষ্কৃদাহ্বানের অপুনরাবৃত্ত্যধিকরণ	(" ১২-১৩)	৮৯৯—৯০০
৫। নিশিযজ্ঞে অমাবস্যাতন্ত্রপ্রয়োগাধিকরণ	(" ১৪-১৮)	৯০০—৯০২
৬। বিকৃতিযাগসকলেও আরম্ভণীয়ার অনুষ্ঠানাধিকরণ	(" ১৯-২২)	৯০২—৯০৩
৭। অনেকগুলি প্রধানের ধর্ম্মের সহিত একটি প্রধানের ধর্ম্মের বিরোধ হইলে বহুর ধর্ম্মের অনুষ্ঠেয়তাধিকরণ	(" ২৩)	৯০৪
৮। তুল্যসংখ্যকের বিরোধস্থলে মুখ্যধর্ম্মের গ্রাহ্যতাধিকরণ	(" ২৪-২৫)	৯০৫
৯। অঙ্গগুণবিরোধে প্রধানের প্রাবল্যাধিকরণ	(" ২৬)	৯০৬

দ্বাদশ অধ্যায়—৩য় পাদ

বিষয় — পৃষ্ঠা

দ্বাদশ অধ্যায়—৪র্থ পাদ

মীমাংসাদর্শনের সূচীপত্র সমাপ্ত

মীমাংসা-দর্শনম্

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ

দ্রব্যাণাং কর্ম্মসংযোগে গুণত্বেনাভিসম্বন্ধঃ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্রব্যাণাং"—স্বর্গাদি দ্রব্যসকলের, "কর্ম্মসংযোগে" —যাগকর্ম্মের সহিত সংযোগ আছে বলিয়া, "গুণত্বেন অভিসম্বন্ধঃ"—গুণ-রূপেই সম্বন্ধ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। এই অধ্যায়ে অধিকার-বিধি সম্বন্ধে আলোচনা হইবে; এই অধিকরণটি তাহারই উপোদ্ঘাতস্বরূপ। ফলভোক্তৃস্বরূপে যে স্বামিত্ব, তাহারই নাম অধিকার। প্রকৃতপক্ষে এই অধিকরণটি সমগ্র শাস্ত্রেরই উপোদ্ঘাতস্বরূপ। কারণ, এই অধিকরণের সিদ্ধান্তিপক্ষের যুক্তি অনুসারে যদি ফল ও যাগের সাধ্যসাধনতা সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাবার্থাধিকরণ লোপ পাইবে। আর ভাবার্থাধিকরণ অসিদ্ধ হইলে ফল সিদ্ধ হয় না বলিয়া, ভাবশব্দই কি ফলসম্বন্ধী অথবা দ্রব্যগুণশব্দ ফলসম্বন্ধী, এই প্রকার সংশয়ও উদিত হইতে পারিবে না। আর তাহা না হইলে ক্ষণিক যাগ কালান্তরভাবী ফলের কারণ হইতে পারে না বলিয়া যে 'অপূর্ব্ব' সাধন করা হইতেছিল, তাহাও সঙ্গত হইবে না। আর অপূর্ব্ব সিদ্ধ না হইলে অপূর্ব্বপ্রযুক্ত যে কর্ম্মভেদ, যাহা শব্দান্তর, অভ্যাস

প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হইতেছিল, তাহাও সিদ্ধ হয় না। আর কর্ম্ম-ভেদ সিদ্ধ না হইলে সকল কর্ম্ম অভিন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া তাহাদের অঙ্গাঙ্গিতাও বিচারের বিষয় হইতে পারে না। এইরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় নির্ব্বিষয় হইয়া পড়ে। আবার কর্ম্মসকলের অঙ্গাঙ্গিতা সিদ্ধ না হইলে চতুর্থ অধ্যায়ের প্রযুক্তিবিচার এবং পঞ্চম অধ্যায়ের ক্রমবিচারও নির্ব্বিষয় হইয়া পড়ে ; যে হেতু উহা কর্ম্মসকলের অঙ্গাঙ্গিতাসিদ্ধিসাপেক্ষ। এইরূপ অঙ্গাঙ্গিতা সিদ্ধ না হইলে সপ্তম ও ও অষ্টম অধ্যায়ের অতিদেশবিচার, নবমাদি অধ্যায়ের উহাদিবিচারও বিষয়বিহীন হইয়া পড়ে। এই সমস্ত কারণে এই সূত্রটি সমগ্র শাস্ত্রেরই উপোদ্ঘাতস্বরূপ। এ কারণে এই অধিকরণে স্বর্গাদি ফলের সাধ্যতা এবং যাগাদি কর্ম্মের সাধনতা প্রতিপাদিত হইবে। অধিকারবিচার ক্রমনিরূপণাদির পূর্ব্বে না হইয়া পরে কেন হইল, সে সম্বন্ধে আলোচনা শাস্ত্রদীপিকার টীকায় ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে দ্রষ্টব্য।

শ্রুতিমধ্যে "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বাক্যে কামনার বিষয় স্বর্গাদি এবং বিধেয় যাগ বোধিত হইতেছে। এ স্থলে কি স্বর্গ গুণ এবং কর্ম্ম প্রধান অথবা কর্ম্ম গুণ এবং স্বর্গই প্রধান হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—"দ্রব্যাণাং কর্ম্মসংযোগে গুণত্বেনাভিসম্বন্ধঃ"—যাগাদি কর্ম্মের সহিত স্বর্গাদি দ্রব্যের সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ যখন শ্রুতিমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে, তখন স্বর্গাদিদ্রব্য গুণরূপেই যাগাদি কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে। কারণ, স্বর্গ বলিতে প্রীতিমৎ দ্রব্যই অভিহিত হয় অর্থাৎ যে দ্রব্যের দ্বারা নিরতিশয় সুখ হয়, তাহাই স্বর্গ। আর দ্রব্য যে ক্রিয়ার সাধন, তাহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। পক্ষান্তরে সাধ্য অর্থাৎ অসিদ্ধ কর্ম্ম সিদ্ধ বস্তুর সাধন হইতে পারে না। এ কারণে যাগাদি কর্ম্ম স্বর্গাদিফলের সাধন নহে। কিন্তু সিদ্ধস্বরূপ স্বর্গাদি সাধ্যস্বরূপ যাগাদি কর্ম্মের সাধন। সুতরাং "স্বর্গকামো যজেত" ইহার অর্থ স্বর্গেচ্ছাবান্ পুরুষ এইরূপ ইচ্ছা করিবে যে, 'স্বর্গের দ্বারা আমার যাগ হউক'। আরও পদান্তরোপাত্ত স্বর্গাদি অপেক্ষা একপদোপাত্ত যাগাদি ধাত্বর্থই ভাবনার ভাব্য হইবে, ইহা বলাই ন্যায়সঙ্গত। কারণ, স্বর্গাদি ফল পদান্তরোপাত্ত বলিয়া বাক্যবলে ভাবনার সহিত অন্বিত হয় ; কিন্তু যাগ এক-পদোপাত্ত বলিয়া শ্রুতি অনুসারেই অন্বিত হইয়া থাকে। আর শ্রুতির দ্বারা বাক্যের বাধই হইয়া থাকে। এজন্য ভিন্নপদবর্ণিত স্বর্গ ভাব্য না হইয়া সমান-পদবোধিত যাগই ভাবনার সাধ্য হইবে। আর তাহা হইলে এস্থলে ফলনির্দ্দেশ না থাকায় ফলভোগ কল্পনা করা যায় না বলিয়া কর্ত্তার যাগে কর্ত্তৃত্বমাত্রই থাকে কিন্তু ফলভোক্তৃতারূপ অধিকার থাকে না। অতএব এই অধিকারলক্ষণ ষষ্ঠ

অধ্যায় আরম্ভ করা উচিত নহে। আর ইহা আরম্ভণীয় না হইলে ফল কি হয়, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অসাধকং তু তাদর্থ্যাৎ ॥২॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অসাধকং"—কর্ম্ম অসাধক হইয়া পড়ে অর্থাৎ যাগরূপ কর্ম্ম ফলসাধক হয় না, অথবা অসাধক অর্থাৎ সাধকবিহীন হয় অর্থাৎ সাধয়িতা থাকে না, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "তাদর্থ্যাৎ"—তদর্থতা হেতু অর্থাৎ প্রীত্যর্থতাহেতু পুরুষের প্রবৃত্তি হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্ত প্রকার আপত্তি শুনিয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "অসাধকং তু"—স্বর্গাদি দ্রব্যের দ্বারা যাগাদি করিবে, ইহাই যদি "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অর্থ হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের সাধয়িতা মেলা অসম্ভব হওয়ায় যাগাদি অনুষ্ঠাতা না থাকায় কদাপি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ, কর্ম্ম ক্লেশাত্মক বলিয়া তাহা পুরুষের ইষ্ট না হওয়ায় তাহাতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ফলবিষয়িণী ইচ্ছাই উপায়বিষয়িণী ইচ্ছার হেতু হইয়া থাকে। ফলের সৌন্দর্য্যবোধে পুরুষ তাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করে। আর তখন সে কি উপায়ে সেই ফলটি লাভ করা যায়, তাহা অন্বেষণ করিতে থাকে। তাহার পর যখন আপ্তোপদেশাদি হইতে জানিতে পারে যে—'এই উপায় দ্বারা এই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়', তখন ফললাভের সেই উপায়টি অল্পই হউক অথবা অধিকই হউক, আয়াসাত্মক বলিয়া অনিষ্ট অর্থাৎ অনভিপ্রেত হওয়ায় তাহাতে প্রবৃত্তি না হওয়াই স্বাভাবিক হইলেও তত্তুলনায় অধিক প্রীতিপ্রদ যে ফল, তাহার লোভে সেই আয়াসাত্মক উপায়ে পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এইজন্য অভিযুক্তগণ বলিয়া থাকেন—

"ইচ্ছা তু তদুপায়ে স্যাদিষ্টোপায়ত্বধীর্যদি"

অর্থাৎ যদি ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হয় অর্থাৎ 'এই উপায়টির দ্বারা আমার ইষ্ট (অভিপ্রেত) ফল লাভ করা যাইবে' ইত্যাকার বোধ যদি হয়, তাহা হইলে সেই ফলের যাহা উপায় (সাধন), তাহাতে পুরুষের ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছার ফলে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর মত যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে স্বর্গাদি দ্রব্যের দ্বারা যাগাদি কর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত হয়। আবার যাগাদি কর্ম্ম ফলশূন্য।

এ কারণে তাহাতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আর তাহা হইলে বেদের বিধিই মিথ্যা—বিফল হইয়া পড়ে। কিন্তু অভিযুক্তগণ বলিয়া থাকেন—"স্বাধ্যায়বিধিপরিগৃহীতানাং নৈকেনাপি বর্ণেনানর্থকেন ভবিতব্যং কিং পুনরিয়তা পদসমুদায়েন" অর্থাৎ "স্বাধ্যায়বিধিপরিগৃহীত বেদ সকলের একটি বর্ণও অনর্থক হইবে না, এতগুলি পদসমষ্টির ত কথাই নাই!" অপিচ কবি-তার্কিকচক্রবর্তী পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীহর্ষও তদীয় নৈষধচরিতে দূতরূপী নলের মুখ দিয়া সার্ব্বকামিক যজ্ঞের অমোঘতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত বলাইয়াছেন, "কথং স মিথ্যাস্তু বিধিস্তু বৈদিকঃ" অর্থাৎ সেই বেদবিধি কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে? অতএব বেদবিধির আনর্থক্য পরিহার করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, স্বর্গাদি দ্রব্য যাগাদি কর্ম্মের গুণ নহে কিন্তু যাগাদি কর্ম্মই স্বর্গাদি ফলের উপায় বা সাধন বলিয়া তাহার গুণস্বরূপ হইতেছে। আর স্বর্গ প্রীতিমৎ দ্রব্য নহে—কিন্তু প্রীতিস্বরূপ।* এই কারণে অভিযুক্তগণ বলিয়া

---

* স্বর্গ শব্দের অভিধেয় অর্থ প্রীতি। ইহা বার্ত্তিককারও অত্রত্য টীকায় বলিয়াছেন। প্রীতি নানাপ্রকার হইতে পারে। সবই কি স্বর্গ? "যন্ন দুঃখেন সংভিন্নম্" ইত্যাদি প্রাচীন উক্তি অনুসারে দুঃখসংস্পর্শবর্জ্জিত অভিলাষোপনীত সুখই স্বর্গ। তবে কি স্বর্গ বলিয়া কোনও স্থান নাই? মীমাংসকগণের এ সম্বন্ধে যথাযথ মত কি, তাহা নিরূপণ করা দুরূহ। ভাষ্যের আপাতলভ্য অর্থে বুঝা যায়, স্বর্গ বা নরকভোগের জন্য স্বতন্ত্র স্থানবিশেষ অনাবশ্যক। কিন্তু অত্রত্য ভাষ্যের টীকায় বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—"যা প্রীতিনিরতিশয়া অনুভবিতব্যা, সা চ উষ্ণ-শীতাদিদ্বন্দ্ব-রহিতে দেশে শক্যা অনুভবিতুম্। অস্মিংস্ত দেশে মুহূর্ত্তশতভাগঃ অপি দ্বন্দ্বৈঃ ন মুচ্যতে। তস্মাৎ নিরতিশয়প্রীত্যনুভবায় কল্প্যঃ বিশিষ্টো দেশঃ" অর্থাৎ নিরতিশয়া যে প্রীতি অনুভব করিতে হইবে, তাহা শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বরহিত স্থানেই ভোগ করা সম্ভব। কিন্তু এই মর্ত্ত্যলোকে মুহূর্ত্তের শতভাগ সময়ও দ্বন্দ্বরহিত নহে বলিয়া কেহ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব হইতে অত্যল্পকালও অব্যাহতি পায় না। অতএব তাদৃশ দুঃখসংস্পর্শবর্জ্জিত নিরতিশয় প্রীতিরূপ সুখ অনুভব করিতে হইলে বিশিষ্ট স্থান কল্পনা করা আবশ্যক—এই উক্তি অনুসারে মনে হয়, মনুষ্যলোকাতিরিক্ত দেবলোকেই তাদৃশ সুখ অনুভাব্য। আর তাদৃশ স্বর্গনামক সুখের স্থান বলিয়া তাহাও স্বর্গ নামে অভিহিত হয়। কিন্তু বার্ত্তিককার ইহা পূর্ব্বপক্ষপরিবৃংহণের নিমিত্ত বলিয়াছেন। ভগবান্ ভাষ্যকার এস্থলে "যদ্যপি কেবলসুখশ্রবণার্থাপত্ত্যা তাদৃশো দেশঃ স্যাৎ—তথাপি অস্মৎপক্ষস্য অবিরোধঃ" অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত স্বর্গ শব্দের দ্বারা যে নিরতিশয় সুখ অভিহিত হয়, তাহা মর্ত্ত্যলোকে সম্ভব নহে বলিয়া শ্রুতার্থাপত্তিবলে যদি তাদৃশ সুখের উপযোগী কোন বিশেষ স্থান (দেবলোক) কল্পিত হয়, তবুও 'নিরতিশয় প্রীতিই স্বর্গ' এই যে আমাদের (মীমাংসকগণের) পক্ষ অর্থাৎ সিদ্ধান্ত, তাহার সহিত বিরোধ

থাকেন, "যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্। অভিলাষোপনীতং চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্।" এস্থলে সুখকেই অর্থাৎ প্রীতিকেই স্বর্গ বলা হইয়াছে। আর নিরতিশয় প্রীতিস্বরূপ যে স্বর্গ অথবা অপরাপর প্রীতিপ্রদ যে সমস্ত দ্রব্য, তাহাই পুরুষের ইচ্ছার বিষয়—ইষ্ট অর্থাৎ অভিপ্রেত বলিয়া তল্লাভেচ্ছায় তাহার

হয় না। বার্ত্তিককার ইহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, ইহা 'অভ্যুপেতাবাদ'। ভাষ্যের পূর্ব্বাপর সন্দর্ভ আলোচনা করিলে বার্ত্তিককারের উক্তির যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বেদান্তের বিবরণপ্রস্থানের 'তত্ত্বদীপন' টীকায় মীমাংসকমতে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে, "কিং লোকবিশেষঃ স্বর্গঃ, উত সুখমাত্রম্? নাদ্যঃ, তত্র মানাভাবাৎ" ফলিতার্থ এই যে, লোকবিশেষকে স্বর্গ বলা যায় না, কারণ, তাহাতে কোন প্রমাণ নাই। 'বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ'মধ্যেও ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষে "অত্রৈব নরকস্বর্গাবিতি নাস্তিকাঃ প্রচক্ষতে। মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।" অর্থাৎ স্বর্গ নরক ইহলোকেই ভোগ্য (ইহজন্মে নাও হইতে পারে); আর নিরতিশয় যে প্রীতি তাহাই স্বর্গ, এবং তদ্বিরুদ্ধ যে দুঃখ তাহাই নরক।

বেদান্তিগণের মতে বেদের মন্ত্রে, এবং ছান্দোগ্যাদি উপনিষদের মধ্যে ও ইতিহাস পুরাণাদিতে যখন স্বর্গলোক (দেবলোক) পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে, তখন তাহা অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই। বিশেষতঃ দেবলোকের দেবদেহ ভিন্ন তাদৃশ নিরতিশয় প্রীত্যনুভবরূপ স্বর্গসুখভোগ হইতে পারে না। এই জন্য নিত্য কর্ম্মসকলের চিত্তশুদ্ধিফলকতাবর্ণনপ্রসঙ্গে বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকমধ্যে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন—"কাম্যেঽপি শুদ্ধিরস্ত্যেব ভোগসিদ্ধ্যর্থমেব সঃ। বিড়্বরাহাদিদেহেন ন হৈন্দ্রং ভুজ্যতে ফলম্।" (সম্বন্ধবার্ত্তিক ১১৩০)—ফলিতার্থ এই যে, দিব্য ভোগের জন্য পবিত্র দিব্য দেহ আবশ্যক; আর তাহা তদ্‌ভোগপ্রদ কর্ম্মের ফলেই হয়। এইরূপ নরকভোগের জন্য তাদৃশ দেহও আবশ্যক। তাই পাতঞ্জলদর্শনের "ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ" (২।১২) এই সূত্রের টীকায় পরম পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্র তত্রত্য ব্যাসকৃত ভাষ্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "এই দেহে বহুবর্ষব্যাপী অত্যধিক যাতনাময় নরকভোগ সম্ভব নহে বলিয়া তদর্থে তাদৃশ দেহ আবশ্যক।" বেদান্তদর্শনের "সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ" (বেঃ দঃ ৩।১।১৩) এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, যমালয়ে সাধারণ প্রাণিগণকে পাপের ফলভোগ করিতে হয়। "অপি চ সপ্ত, তত্রাপি তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ" (বেঃ দঃ ৩।১।১৬) ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে যে, যমরাজপরিচালিত চিত্রগুপ্তপরিদৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন নরকেও পাপিগণের পাপকর্ম্মের ফলভোগ হয়। কঠোপনিষদের যমনচিকেতার উপাখ্যান, ঋগ্বেদের "বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং যমং রাজানমিহ তর্পয়ধ্বম্" ইত্যাদি মন্ত্রেও ইহা সুপরিস্ফুট। কাজেই মন্ত্রার্থবাদ, ইতিহাস, উপনিষৎপুরাণাদির যে যে অংশ বিধায়ক অর্থাৎ বিধিপ্রতিপাদনপর নহে, সেগুলিকে মীমাংসকগণের প্রৌঢ়িবাদ

উপায়স্বরূপ যে যাগাদি, তাহা আয়াসাত্মক কর্ম্ম হইলেও ফলের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াই সেই আয়াসকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তাহাতে পুরুষ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আর যাগাদিই যে স্বর্গাদি ফল লাভের উপায়, তাহা শাস্ত্র হইতেই জ্ঞাতব্য—লোক-হিতৈষিণী শ্রুতিই স্বয়ং জননীর স্থায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। এই কারণে ক্লেশাত্মক যাগাদি কর্ম্মে পুরুষের স্বতঃপ্রবৃত্তি হয় না বলিয়া শ্রুতিই তাহাতে প্রবৃত্তি বিধান করিতেছেন। এইজন্য যাগাদিই বিধেয়। আর তৃপ্তি-অভিলাষী ভোজন করিবে ইত্যাদি বাক্যে ভোজন সাধ্যস্বরূপ হইলেও যেমন তৃপ্তির সাধন হয়, সেইরূপ সাধ্যস্বরূপ যাগাদি কর্ম্মও স্বর্গাদি ফলের সাধন হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রত্যর্থং চাভিসংযোগাৎ কর্ম্মতো হ্যভিসম্বন্ধস্তস্মাৎ কর্ম্মোপদেশঃ স্যাৎ ॥৩॥

অক্ষরার্থ। "প্রত্যর্থং"—স্বর্গরূপ অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন বা ফলের, "অভিসংযোগাৎ"—অভিসংযোগ অর্থাৎ সাধ্যতারূপ সম্বন্ধ (কল্পনীয়) বলিয়া, "হি"—যেহেতু, "কর্ম্মতঃ অভিসম্বন্ধঃ"—(যাগাদিরূপ) কর্ম্মের সহিত কাহারও অর্থাৎ কোনও ফলের সম্বন্ধ (আবশ্যক), "তস্মাৎ"—সেই হেতু, "কর্ম্মোপদেশঃ স্যাৎ"—কর্ম্মের উপদেশ হয় অর্থাৎ স্বর্গাদিরূপ ফলের উদ্দেশ্যে যাগাদিরূপ কর্ম্মের বিধি হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বসূত্রে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে যে, বিধির আনর্থক্য প্রসঙ্গ হয় বলিয়া—কর্ম্ম প্রধান এবং স্বর্গ তাহার গুণ হইতে পারে না। কিন্তু যাগাদি ধাত্বর্থ সমানপদোপাত্ত হওয়ায় যখন অন্তরঙ্গ, তখন তাহার সহিতই বিধির ভাব্যতাসম্বন্ধ হওয়া উচিত; এই আপত্তির পরিহার বলা হয় নাই—এই সূত্রে সেই পরিহার বলিতেছেন। সত্য বটে, ধাত্বর্থের ভাব্যত্ব সমানপদবর্ণিত—

অনুসারে স্বার্থে অপ্রমাণ বলিয়া কিংবা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার চাপে রূপকল্পনার অন্ধকারময় কুহরে ফেলিয়া ইহাদের বাস্তবতা বিলীন করিবার উপায় নাই। এই স্বর্গভোগ বা নরকভোগ কীদৃশ—ইহা কি বাসনাময় অথবা অন্যাদৃশ, সে বিচার স্বতন্ত্র। তবে সূক্ষ্মভোগ সূক্ষ্মদেহসাপেক্ষ বলিয়া স্বর্গ এবং নরকের উপযুক্ত সূক্ষ্মদেহে তত্রত্য সূক্ষ্ম সুখদুঃখ-ভোগ বাসনাময় হইলেও তাহাতে ভোগ হয় না যে তাহা নহে। স্বপ্নে অপ্রিয়ভোগ বা অপ্রিয় দর্শনে যাবৎস্বপ্ন অধিক কি জাগ্রৎকালপর্য্যন্তও বড় কম যন্ত্রণা পাইতে হয় না।

যে পদের দ্বারা বিধি বোধিত হইতেছে, সেই পদের দ্বারাই ধাত্বর্থের ভাব্যত্বও বোধিত হইয়া থাকে। তথাপি উহার ভাব্যত্ব প্রত্যয়াংশের দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয় না কিন্তু প্রকৃত্যংশের দ্বারাই বোধিত হয়। আর আখ্যাতরূপ প্রত্যয়াংশের দ্বারা ক্রিয়াত্মিকা ভাবনা এবং প্রবর্ত্তনাত্মক বিধি প্রতীত হইয়া থাকে। আর প্রবর্ত্তনা অর্থে কোনও ক্রিয়াবিশেষে প্রবৃত্তি উৎপাদন করা। কিন্তু নিষ্ফল কর্ম্মে পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় না বলিয়া শত সহস্র বিধিও তাদৃশ কোনও কর্ম্মে পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপাদন করিতে পারে না। এ কারণে পুরুষের অভিপ্রেত কোনও ফলনির্দ্দেশ করিয়া দিতে হয়—এই কর্ম্ম করিলে এই মনোরম ফল পাওয়া যাইবে। তখন সেই ফলের উপায় বা সাধনরূপ যে ক্রিয়া, তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। এ কারণে ফল পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপাদন করিয়া বিধির প্রবর্ত্তনা উদ্বুদ্ধ করিয়া দেয় বলিয়া তাহা বাক্যলভ্য—পদান্তরবোধিত হইলেও আখ্যাতলভ্য অর্থাৎ প্রত্যয়াংশের জ্ঞাপ্য বলিয়া বিধির অন্তরঙ্গ বা আত্মীয়। পক্ষান্তরে কর্ম্ম ক্লেশাত্মক হওয়ায় পুরুষের প্রবৃত্তিকে প্রতিহত করিয়া দেয় বলিয়া বিধিশক্তিকে কুণ্ঠিত করিয়া থাকে। এ জন্য ধাত্বর্থ একপদোপাত্ত হইলেও বিধির অনুকূল না হওয়ায় তাহার আত্মীয় বা অন্তরঙ্গ হইতে পারে না। এ কারণে ধাত্বর্থ ভাব্য না হইয়া স্বর্গাদি ফলই সাধ্য হইয়া থাকে। আর যাগাদি কর্ম্ম তাহার করণ হয়। এ জন্য উপসংহারে বলিতেছেন, "তস্মাৎ কর্ম্মোপদেশঃ স্যাৎ"—অতএব উক্ত কারণসমূহ বশতঃ স্বর্গাদি ফলের উদ্দেশ্যে যাগাদি কর্ম্মই বিহিত হইয়া থাকে। অতএব স্বর্গাদি ফলই প্রধান আর যাগাদি কর্ম্ম তাহার গুণস্বরূপ। ইতি ১ম স্বর্গকামাধিকরণ।

ফলার্থত্বাৎ কর্ম্মণঃ শাস্ত্রং সর্ব্বাধিকারং স্যাৎ ॥৪॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "কর্ম্মণঃ ফলার্থত্বাৎ"—যেহেতু যাগাদি কর্ম্ম ফল-লাভের জন্য (অনুষ্ঠিত হয় সেই কারণে), "শাস্ত্রং"—বিধিশাস্ত্র অর্থাৎ বিধিবিহিত কর্ম্ম, "সর্ব্বাধিকারং স্যাৎ"—সকলের অধিকারে হইবে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় কর্ম্মে সকলেই অধিকারী হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণে স্বর্গ ও যাগের সাধ্য-সাধনতা প্রতিপাদন করিয়া অধিকার স্থাপন করা হইয়াছে। এক্ষণে, সেই অধিকার কাহার অর্থাৎ যাগাদিনিষ্পাদ্য স্বর্গাদি ফলের অধিকারী কে, তাহা বিচারিত হইবে। অন্ধ, পঙ্গু, বধির, মূক, গবাশ্বাদি তির্য্যগ্‌জাতি প্রভৃতিরা যাগাদি কর্ম্মের অধিকারী কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "শাস্ত্রং

সর্ব্বাধিকারঃ স্যাৎ"—শাস্ত্রবিহিত যাগাদি কর্ম্মে সকলেরই অধিকার আছে। কারণ, "ফলার্থত্বাৎ"—ঐ যাগাদি কর্ম্মসকল স্বর্গাদি ফলের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। আর স্বর্গাদি ফল অবিশেষে সকল মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রাণী সকলেরই কাম্য হইতেছে। অতএব অন্ধ, পঙ্গু, বধির, মূকাদি বিকলাঙ্গ মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রাণী সকলেই স্বর্গাভিলাষী হইতে পারে বলিয়া তাহারা সকলেই যাগাদি কর্ম্মের অধিকারী। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

কর্ত্তুর্বা শ্রুতিসংযোগাদ্ বিধিঃ কার্ৎস্ন্যেন গম্যতে ॥৫॥ সিঃ

অন্বয়ার্থ। "কার্ৎস্ন্যেন কর্ত্তুঃ"—যে কর্ত্তা সমগ্রভাবে তদীয় অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ তাহার পক্ষেই, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বিধিঃ" —অধিকার বিধি, "গম্যতে"—প্রতীত হয়, "শ্রুতিসংযোগাৎ"—যে হেতু শ্রুতিসংযোগ রহিয়াছে অর্থাৎ উক্ত অর্থেই শ্রুতির তাৎপর্য্য রহিয়াছে। (ইতি সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—অন্ধ-মূকাদি মনুষ্য এবং গবাদি তির্য্যগ্‌যোনির কর্ম্মে অধিকার হইতে পারে না। কারণ, "কার্ৎস্ন্যেন কর্ত্তুঃ বিধিঃ" —প্রত্যেক যাগাদি কর্ম্মে এমন কতকগুলি অনুষ্ঠান আছে, যাহা কর্ত্তা অর্থাৎ ফলার্থী যে যজমান তাহাকে স্বয়ং করিতে হইবে, অপরে করিলে চলিবে না। আজ্যাবেক্ষণ, বিষ্ণুক্রমণ প্রভৃতি কর্ম্মগুলি সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অন্ধ ব্যক্তি আজ্যাবেক্ষণ করিতে পারিবে না, পঙ্গু বিষ্ণুক্রমণে সমর্থ নহে, বধির অধ্বর্য্যুপ্রোক্ত নিয়োগাদি শুনিতে পারে না এবং মূক অনুমন্ত্রণ কর্ম্মে সমর্থ নহে। এইরূপ তির্য্যগ্‌জাতি বহু কর্ম্মেই অসমর্থ। অথচ এই সমস্ত কর্ম্মগুলিকে যে বাদ দেওয়া যাইবে, তাহাও সম্ভব নহে, কারণ, এগুলি পুরুষার্থ নহে কিন্তু ক্রত্বর্থ। আর সাঙ্গ প্রধান হইতেই ফলপ্রাপ্তি হয় বলিয়া—প্রধান কর্ম্ম সাঙ্গোপাঙ্গে অনুষ্ঠিত হইলে তবেই ফলজনক হয় বলিয়া, উক্ত অনুষ্ঠানগুলি যজমানেরই কর্ত্তব্য হওয়ায় যজমান সেগুলি অন্যের দ্বারা করাইলেও চলিবে না কিংবা সেগুলি বাদ দিলেও হইবে না। এই কারণে অন্ধ পঙ্গু প্রভৃতি অসমর্থ ব্যক্তি এবং গবাশ্বাদি তির্য্যগ্‌জাতি যাগাদি কর্ম্মের অধিকারী নহে। ইতি ২য় তির্য্যগধিকরণ।*

---

* ভগবান্ ভাষ্যকার এস্থলে দেবতা এবং ঋষিগণেরও যাগাদি কর্ম্মে অধিকারাভাব প্রতিপাদন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন—"ন দেবানাং দেবতান্তরাভাবাৎ" অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মে দেবগণের অধিকার নাই, যে হেতু তাঁহাদের অন্য দেবতা নাই এবং "ন

লিঙ্গবিশেষনির্দ্দেশাৎ পুংযুক্তমৈতিশায়নঃ ॥ ৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গবিশেষনির্দ্দেশাৎ"—লিঙ্গবিশেষের নির্দ্দেশ আছে বলিয়া, "পুংযুক্তম্"—(অধিকারত্ব) পুংযুক্ত হইবে অর্থাৎ যাগাদি কর্ম্মে কেবল পুরুষেরই অধিকার হইবে, "ঐতিশায়নঃ"—(ইহা) ঐতিশায়ন (নামক আচার্য্য বলেন)।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি প্রকার বাক্যে যে কর্ম্মাধিকার উপদিষ্ট হইয়াছে, স্ত্রীজাতিরও সেই অধিকার আছে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বমতকে দৃঢ় করিবার জন্য ঐতিশায়ন নামক আচার্য্যের মত উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "লিঙ্গবিশেষনির্দ্দেশাৎ পুংযুক্তম্" —ঐ যে অধিকারিত্ব উহা পুংযুক্ত হইবে, অর্থাৎ যাগাদি কর্ম্মে কেবল মাত্র পুরুষেরই অধিকার কিন্তু স্ত্রীজাতির অধিকার নাই। কারণ, "স্বর্গকামঃ" এস্থলে পুংলিঙ্গের প্রয়োগ থাকায় ইহাই অবধারিত হয়। যেহেতু, এ স্থলে লিঙ্গ উদ্দেশ্য-গত হইলেও প্রত্যয়ার্থ না হইয়া প্রকৃত্যর্থ হইয়াছে বলিয়া, প্রত্যয়ার্থ হওয়ায় গ্রহের একত্ব বিবক্ষিত না হইলেও গ্রহত্ব যেমন প্রকৃত্যর্থ হওয়ায় বিবক্ষিত, ইহাও সেইরূপ প্রকৃত্যর্থ হওয়ায় বিবক্ষিত হইতেছে। সুতরাং গ্রহৈকত্বাধিকরণের সহিত যে বিরোধ হইবে, তাহাও নহে, কারণ, "গ্রহং সম্মার্ষ্টি" এ স্থলে একত্ব প্রত্যয়ার্থ বলিয়া বিবক্ষিত নহে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ঋষীণাম্ আর্ষেয়াভাবাৎ" অর্থাৎ ঋষিগণেরও অধিকার নাই, যে হেতু বরণাদি কর্ম্মে আবশ্যক অপর স্বতন্ত্র আর্ষেয় তাঁহাদের নাই—এই সূত্রে স্বয়ং সূত্রকারই তাঁহাদের অধিকার রহিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু অত্রত্য বার্ত্তিকগ্রন্থ অনুসারে জানা যায় যে, উক্ত বাক্যদ্বয় সূত্র নহে, কিন্তু উহা এই পঞ্চমসূত্রেরই ভাষ্যাংশ। আর বার্ত্তিককার এই ভাষ্যাংশটির ন্যূনতা এবং অনৈকান্তিকতা দেখাইয়া বলিয়াছেন—"যেষাং শব্দ এব দেবতা তেষামপ্যযুক্তো গ্রন্থঃ" অর্থাৎ যাঁহাদের মতে (চতুর্থ্যন্ত) শব্দই দেবতা, তাঁহাদের পক্ষে (ন দেবানাং দেবতান্তরাভাবাৎ) এই সন্দর্ভটি অসঙ্গত। (কারণ, তন্মতে দেবতা বিগ্রহবতী নহে)। সুতরাং দেবতা মীমাংসকমতে মন্ত্রময়ী হইলে তাহার অধিকার-নিষেধ বাহুল্য মাত্র। এইরূপ কাল অনাদি বলিয়া ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণেরও সগোত্র ঋষি পূর্ব্বে ছিলেন। কাজেই তাঁহাদের আর্ষেয় থাকিতে বাধা নাই বলিয়া আর্ষেয়বরণ লোপ পায় না। সুতরাং ঋষিগণেরও যে অধিকার নাই তাহা নহে।

তদুক্তিত্বাচ্চ দোষশ্রুতিরবিজ্ঞাতে ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। "তদুক্তিত্বাৎ চ"—আরও, লিঙ্গ বিবক্ষিত বলিয়া, "অবিজ্ঞাতে দোষশ্রুতিঃ"—অবিজ্ঞাত স্থলে দোষশ্রুতি অর্থাৎ শাস্ত্রমধ্যে দোষের উল্লেখ আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বমত পোষণের জন্য আরও বলিতেছেন—শ্রুতিমধ্যে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার ভাবার্থ এই যে, "অবিজ্ঞাত নিহত হইলে ভ্রূণহত্যা হয়। আর ভ্রূণহা পাপকৃত্তম। কারণ, সেই গর্ভ যদি পুংসন্তান হয়, তাহা হইলে ভ্রূণহা ইহলোকের এবং পরলোকের সাধন বা উপকারী যে সন্তান তাহার বধকর্ত্তা হওয়ায় উভয় লোকেরই অনিষ্ট করিয়া থাকে। কারণ, সে সেই ভ্রূণ-হত্যায় যজ্ঞবধকারী হইয়া থাকে। আর গর্ভে পুরুষ আছে কি স্ত্রী সন্তান আছে, এরূপ সংশয়ে পুরুষপক্ষই প্রবল। এখানে শ্রুতিমধ্যে পুরুষকেই যজ্ঞকারী ধরিয়া ভ্রূণহত্যাকারীর পাপের আধিক্য বর্ণিত হওয়ায় পুরুষই যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিকারী বলিয়া সূচিত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

জাতিং তু বাদরায়ণোঽবিশেষাত্তস্মাৎ স্ত্র্যপি প্রতীয়েত জাত্যর্থস্যাবিশিষ্টত্বাৎ ॥ ৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "জাতিং"—জাতিকে অর্থাৎ অধিকারিতাবচ্ছেদকতাকে অর্থাৎ তদাশ্রয় স্ত্রীজাতি এবং পুংজাতিকে (অধিকারী বলেন), "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বাদরায়ণঃ"—বাদরায়ণ আচার্য্য, "অবিশেষাৎ"—যে হেতু (পুংস্ত্ব) বিশেষণ নহে অর্থাৎ অধিকারীর বিশেষণ নহে বলিয়া বিবক্ষিত নহে, "তস্মাৎ"—অতএব, "স্ত্রী অপি"—স্ত্রীলোকও, "প্রতীয়েত"—(যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিকারযুক্ত রূপে) প্রতীত হইবে, "জাত্যর্থস্য অবিশিষ্টত্বাৎ"—যে হেতু জাত্যর্থতা অবিশিষ্টই রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তীও স্বমতের দৃঢ়তা দেখাইবার নিমিত্ত পূর্ব্বাচার্য্য ভগবান্ বাদরায়ণের মত উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—"জাতিং তু বাদরায়ণঃ অবিশেষাৎ"—ভগবান্ বাদরায়ণ বলেন, পুংস্ত্ব এবং স্ত্রীত্ব অধিকারের হেতু নহে,

কিন্তু স্বর্গবিষয়িণী যে ইচ্ছা তাহাই অধিকারিতাবচ্ছেদক। আর তাহা পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ের মধ্যেই অবিশিষ্টভাবে বিদ্যমান থাকিতে পারে। "তস্মাৎ স্ত্র্যপি প্রতীয়েত"—অতএব স্ত্রীলোকও অধিকারিণী বুঝিতে হইবে। এ কারণে উভয়েরই অধিকার। এস্থলে সূত্রের "জাতিম্" এই অংশের দ্বারা অধিকারিতাবচ্ছেদকতাই উক্ত হইয়াছে। আরও "স্বর্গকামঃ" ইহা লক্ষণার্থ অর্থাৎ অধিকারিতার পরিচায়ক মাত্র। সুতরাং স্ত্রী অথবা পুরুষ যেই স্বর্গকামী হইবে, সেই তদ্‌যাগের অধিকারী হইবে। সুতরাং এই পরিচায়কত্ব স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই অবিশিষ্টভাবে থাকে বলিয়া ইহার দ্বারা স্ত্রীজাতির ব্যাবৃত্তি বোধিত হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে বিনা কারণে ত্রিদোষদুষ্ট পরিসংখ্যা স্বীকার করিতে হয়। আরও গ্রহের একত্বের ন্যায় এস্থলেও লিঙ্গকে বিবক্ষিত বলিলে বাক্যভেদ হয়। আর গ্রহের একত্ব প্রত্যয়ার্থ বলিয়াই যে অবিবক্ষিত, তাহা নহে, কিন্তু উদ্দেশ্যগতত্বই তাহার অবিবক্ষিতত্বের হেতু। আর এস্থলেও লিঙ্গ উদ্দেশ্যগতই হইতেছে। আর উক্ত স্থলে গ্রহত্ব যেমন বিবক্ষিত, এস্থলেও তদ্রূপ লিঙ্গও বিবক্ষিত হইবে ইহা বলাও সমীচীন হইবে না। কারণ, গ্রহত্ব প্রকৃত্যর্থ বলিয়াই বিবক্ষিত। কিন্তু লিঙ্গ প্রকৃত্যর্থ নহে; যেহেতু টাপ্, ঙীপ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের দ্বারা স্ত্রীত্ব এবং বিভক্তি-বিকারের দ্বারা পুংলিঙ্গাদির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃত্যর্থ না হওয়ায় লিঙ্গ বিবক্ষিত নহে। অতএব স্ত্রীলোকেরও অধিকার আছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

চোদিতত্বাদ্ যথাশ্রুতি ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। "চোদিতত্বাৎ"—চোদিত অর্থাৎ উপাদেয় (বিধেয়) রূপে বিহিত বলিয়া, "যথাশ্রুতি"—শব্দমধ্যে যে ভাবে নির্দ্দেশ আছে সেই ভাবেই (প্রয়োগ করিতে হইবে)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন, "পশুনা যজেত" এস্থলের পশুর পুংস্ত্ব এবং একত্বের ন্যায় "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি স্থলের লিঙ্গ বিবক্ষিত হইবে না কেন ? তাহা হইলে বলিব, "চোদিতত্বাৎ যথাশ্রুতি"—পশুর স্থলে পশুটি বিধেয় বলিয়া যাগসম্বন্ধ হওয়ায় "পশুনা" এই পদের শব্দবোধ্য যে একত্ব এবং পুংস্ত্ব তদ্‌যুক্ত হইয়া অনেকগুণবিশিষ্টরূপে বিহিত হইতে পারে, যেহেতু তাহাতে বাক্যভেদ হয় না। কিন্তু "স্বর্গকামঃ" ইহা উদ্দেশ্য বলিয়া এতদ্‌গত লিঙ্গ বিবক্ষিত হইলে বাক্যভেদ দোষ হইয়া পড়ে। এ কারণে এস্থলে লিঙ্গ বিবক্ষিত হইতে পারে না। আর যে ভ্রূণহার বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা অর্থবাদ মাত্র।

দ্রব্যবত্ত্বাত্তু পুংসাং স্যাদ্দ্রব্যসংযুক্তং ক্রয়বিক্রয়াভ্যামদ্রব্যত্বং
স্ত্রীণাং দ্রব্যৈঃ সমানযোগিত্বাৎ ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ। "দ্রব্যবত্ত্বাৎ"—দ্রব্যবত্ত্ব আছে বলিয়া, "তু"—পক্ষ-পরিবর্ত্তন সূচক, "পুংসাং স্যাৎ"—পুরুষেরই অধিকার হইবে, "দ্রব্যসংযুক্তং"—(যেহেতু কর্ম্ম) দ্রব্যসংযুক্ত অর্থাৎ দ্রব্যসাধ্য, "ক্রয়বিক্রয়াভ্যাম্"—ক্রয় এবং বিক্রয় আছে বলিয়া, "স্ত্রীণাম্ অদ্রব্যত্বম্"—স্ত্রীলোকের দ্রব্য অর্থাৎ ধন নাই, "দ্রব্যৈঃ সমানযোগিত্বাৎ"—যেহেতু (স্ত্রীলোক ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা স্বয়ং) দ্রব্যজাতীয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী প্রকারান্তরে স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য বলিতেছেন—যজ্ঞাদি কর্ম্ম অর্থাদিদ্রব্যসাপেক্ষ। কিন্তু স্ত্রীলোক স্বয়ং দ্রব্যজাতীয় বলিয়া অর্থাদিদ্রব্যবিহীন। আর "শতমতিরথং দুহিতৃমতে দদ্যাৎ" ইত্যাদি শাস্ত্র অনুসারে স্বামী তাহাকে ক্রয় করে এবং পিতা বিক্রয় করে বলিয়া সে পিতার এবং স্বামীর দ্রব্যস্বরূপ। কিন্তু তাহার নিজের কোন দ্রব্য নাই। অতএব কর্ম্ম সম্পাদনের দ্রব্য না থাকায় তাহার কর্ম্মাধিকার হইতে পারে না।

তথা চান্যার্থদর্শনম্ ॥ ১১ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "অন্যার্থদর্শনম্ চ"—অন্যার্থ দর্শনও আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইয়া বলিতেছেন, "যা পত্যা ক্রীতা সতী অথ অন্যৈশ্চরতি" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যবোধিত অন্যার্থদর্শন হইতে তাহার ক্রয়-বিক্রয় বোধিত হয়।

তাদর্থ্যাৎ কর্ম্মতাদর্থ্যম্ ॥ ১২ ॥

অক্ষরার্থ। "তাদর্থ্যাৎ"—তদর্থতা হেতু অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর প্রয়োজনসাধিকা বলিয়া, "কর্ম্মতাদর্থ্যম্"—তাহার কর্ম্মের তদর্থতা (স্বাম্যর্থতা) থাকিবে অর্থাৎ তাহার সমস্ত কর্ম্ম স্বামীর জন্য হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি কেহ বলেন যে, পিত্রাদির নিকট হইতে উপহার পাওয়ায় অথবা অন্ত কারণেও স্ত্রীলোকের যখন ধনসম্ভাবনা আছে, তখন সে যাগযজ্ঞ করিবে না কেন? এই জন্য পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "ভার্য্যা দাসশ্চ পুত্রশ্চ নির্ধনাঃ সর্ব্ব এব তে" ইত্যাদি শাস্ত্র অনুসারে স্ত্রীলোক ধনলাভ করিলেও তাহাতে তাহার অধিকার নাই, কিন্তু তৎসমুদয়ই তাহার পতির অধিকারে। এ কারণে স্ত্রীজাতির কর্ম্মে অধিকার নাই। ইতি আশঙ্কা।

ফলোৎসাহাবিশেষাত্তু ॥১৩॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ফলোৎসাহাবিশেষাৎ"—(পুরুষের ন্যায় স্ত্রী-লোকেরও) অবিশেষভাবে অর্থাৎ সমানভাবে ফলোৎসাহ অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে বলিয়া (স্ত্রীলোকেরও কর্ম্মাধিকার আছে), "তু"—পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থক।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকও যখন সমান ভাবে স্বর্গাদি ফলের অভিলাষিণী হইতে পারে, আর যাগাদি কর্ম্মই যখন স্বর্গাদি ফললাভের উপায়, তখন তাহাকে কিরূপে অধিকারচ্যুত করা যাইতে পারে? অতএব স্ত্রীজাতিরও কর্ম্মে অধিকার আছে। ইতি আশঙ্কানিরাস।

অর্থেন চ সমবেতত্বাৎ ॥১৪॥

অক্ষরার্থ। "অর্থেন"—ধনের সহিত, "সমবেতত্বাৎ চ"—সম্বন্ধ আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি বলা হয়—অর্থ না থাকায় স্ত্রী কর্ম্ম করিবে কিরূপে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, স্ত্রীলোকও পিত্রাদির নিকট হইতে যৌতুকাদিরূপে ধন পাইয়া ধনবতী হইয়া যজ্ঞাদি করিতে পারে। আর যে নির্ধনত্ববিষয়ক শাস্ত্র-বাক্য, উহা অর্থবাদমাত্র—উহার দ্বারা পিতার প্রতি পুত্রের, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের, এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কি ভাবে আনুগত্য করিতে হয়, তাহার প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছে যে, উহারা এ ভাবে অনুগত হইবে যে, ধন থাকিলেও তাহাতে স্বামিত্বাভিমান রাখিবে না। অতএব শাস্ত্রবচনের সহিত কোনও বিরোধ নাই।

ক্রয়স্তু ধর্ম্মমাত্রত্বম্ ॥১৫॥

অক্ষরার্থ। "ক্রয়স্তু ধর্ম্মমাত্রত্বম্"—ক্রয়টি ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছু নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। শাস্ত্রে যে বিবাহকালে স্ত্রীজাতির ক্রয়-বিক্রয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার গতি কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, "ধর্ম্মমাত্রত্বম্"—ইহা ধর্ম্মস্বরূপ। বিশেষ রকমের বিবাহে একটি নিয়ত রকমের দেয় আছে। যেমন আর্ষবিবাহে তুইটি গোরু লইয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে হয় ইত্যাদি। আরও ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্যের তারতম্য আছে। কিন্তু এ স্থলে কোনরূপ তারতম্য নাই—যাহা নির্দ্দেশ আছে, তাহাই দিতে হইবে। এই কারণে ইহা ক্রয় নহে; কিন্তু ইহা একটি ধর্ম্মানুষ্ঠান।

স্ববত্তামপি দর্শয়তি ॥১৬॥

অক্ষরার্থ। "স্ববত্তাম্ অপি"—(স্ত্রীলোকের) অর্থবত্তাও, "দর্শয়তি"—শাস্ত্র দেখাইয়া দিতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী আরও বলিতেছেন—"ভসদ্‌বীর্য্যা হি পত্ন্যঃ। ভসদা বা এতাঃ পরগৃহাণামৈশ্বর্য্যমবরুন্ধতে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যখন স্ত্রীলোকের ধনবত্তা বিজ্ঞাপিত করিয়া দিতেছে, তখন তাহারা ধনাধিকারিণী নহে কিসে? অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্মে স্ত্রীজাতিরও অধিকার আছে।

স্ববতোস্তু বচনাদৈককর্ম্ম্যং স্যাৎ ॥১৭॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্ববতোঃ"—অর্থবান্ পুরুষ ও স্ত্রীর, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "বচনাৎ"—শাস্ত্রবচনানুসারে; "ঐককর্ম্ম্যং স্যাৎ" ঐককর্ম্ম্য অর্থাৎ এক সঙ্গে কর্ম্মানুষ্ঠান হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। অসমাপ্ত পূর্ব্বাধিকরণে ধনবত্তাপ্রতিপাদনমূলক স্ত্রীজাতিরও অধিকার স্থাপিত হইলে পুনরায় এইরূপ সংশয় হয়, স্ত্রী এবং পুরুষ অর্থাৎ পতি এবং পত্নী কি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে

অথবা উভয়ে মিলিয়া একটি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—"স্বর্গকামো যজেত" এ স্থলে স্বর্গকামঃ এই পদটি উদ্দেশ্য হওয়ায় এতদ্গত একত্ব বিবক্ষিত না হইলেও "যজেত" এই অংশের যে একত্ব সংখ্যা আছে, তাহা সমানাভিধানশ্রুতি অনুসারে কর্ত্তার বিশেষণ। আর কর্ত্তা এস্থলে উদ্দেশ্য না হওয়ায় গুণভূত বলিয়া একত্ব সংখ্যা বিবক্ষিত হইয়া কর্ত্তার বিশেষণ হইলে কোনও দোষ হয় না। সুতরাং "যজেত" এই স্থলের আখ্যাতগত একত্বসংখ্যাবলে সমানাভিধানশ্রুতি অনুসারে যাগের এককর্তৃকত্ব প্রতিপাদিত হয় বলিয়া স্ত্রী এবং পুরুষ যে মিলিতভাবে একটি যাগ সম্পন্ন করিবে, তাহা চলিবে না। অতএব উভয়ের অনুষ্ঠান পৃথক্ পৃথক্ হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে" এই পাণিনিস্মৃতি অনুসারে 'পত্নী'শব্দের প্রয়োগে এখানে স্ত্রী ও পুরুষ বলিতে পতি ও পত্নীই অভিহিত হয়। সুতরাং অন্য যে কোন স্ত্রী-পুরুষ হইলে চলিবে না। আর ইহারা যদি পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে ক্রিয়াটি পণ্ড হইবে। কারণ, "পত্নী আজ্যানি অবেক্ষতে" এই বাক্যে পত্নীকে আজ্য অবেক্ষণ করিতে বলা হইয়াছে। এই অবেক্ষণের ফলে আজ্যের সংস্কার সাধিত হয়। আর সেই আজ্য দ্বারা কর্ম্মটি কৃত হইলে তবেই তাহা সফল হয়। কিন্তু যদি কোনও পুরুষ পত্নীনিরপেক্ষভাবে দর্শপূর্ণমাস করে, তাহা হইলে তাহার যজ্ঞীয় আজ্যটি পত্নী কর্তৃক অবেক্ষিত না হওয়ায় সেই অসংস্কৃত আজ্যের দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞটি পণ্ড হইবে। এইরূপ পুরুষ-নিরপেক্ষ স্ত্রী যদি স্বতন্ত্রভাবে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে যায়, তাহা হইলে তাহারও ক্রিয়াটি ঐ প্রকার অঙ্গবৈগুণ্যযুক্ত হওয়ায় বিফল হইবে। এই প্রকার কোন কর্ম্মে পত্নীর অন্বারম্ভ এবং কোন কর্ম্মে পতির অন্বারম্ভ আছে। এক এক জন স্বতন্ত্রভাবে অনুষ্ঠান করিলে তাহা লোপ পাইবে। এই প্রকার আরও বহু অঙ্গ-কর্ম্মের লোপাপত্তি হয় বলিয়া উভয়ের মিলিতভাবেই অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। বার্ত্তিককার বলেন, যজ্ঞে ত্যাগই হইতেছে প্রধান। সেই ত্যাগ একজনের অনুষ্ঠানে হইতে পারে না। যেহেতু "ধর্ম্মে চ অর্থে চ কামে চ নাতিচরিতব্যা" ইত্যাদি শাস্ত্রমতে পতি এবং পত্নীর সমস্ত দ্রব্যই উভয়সংসৃষ্ট বলিয়া, যে কেহ একজন স্বতন্ত্রভাবে কর্ম্ম করিতে পারে না, কিন্তু উভয়ে মিলিত হইয়াই কর্ম্ম করিবে। আর স্বামীর সহিত যে ধনবিভাগ হইবে তাহাও শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যে ধনাধিকারিণী না হওয়ায় পৃথক্ভাবে যজ্ঞে অধিকৃতা হইতে পারে না। অতএব এস্থলে কর্তৃত্ব ব্যাসক্ত—ব্যাসজ্যবৃত্তি বা উভয়নিষ্ঠ। এই কারণে কেবল মাত্র পতির অথবা কেবলমাত্র পত্নীর ত্যাগে অপরের স্বত্ব নিবৃত্ত হয় না বলিয়া অগ্নীষোম

দেবতা স্থলে যেমন উভয়ের মিলিত ভাবে একদেবত্ব, এ স্থলেও সেইরূপ পতি ও পত্নী উভয়ের মিলিতভাবে এককর্তৃত্ব। সুতরাং এ পক্ষেও আখ্যাতগত-একত্ববোধিত কর্ত্তার একত্ব অব্যাহত থাকে বলিয়া উল্লিখিত যুক্তিনিচয় অনুসারে পতি এবং পত্নীর পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োগ হইবে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাৎ চ ॥ ১৮ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন্দ দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন—"লিঙ্গদর্শনাৎ চ"। শ্রুতিমধ্যে "যোক্ত্রেণ পত্নীং সন্নহ্যতি মেখলয়া যজমানং মিথুনত্বায়" ইত্যাদি বচনে যজ্ঞমধ্যে স্ত্রী পুংসাত্মক মিথুনের কার্য্যাদি নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আছে বলিয়াও যজ্ঞাদি কর্ম্মে উভয়ের মিলিতভাবেই কর্ত্তৃত্ব হইবে।

ক্রীতত্বাত্তু ভক্ত্যা স্বামিত্বমুচ্যতে ॥ ১৯ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "ক্রীতত্বাৎ"—ক্রীত হইয়াছে বলিয়া, "তু"—পক্ষান্তর-সূচক, "স্বামিত্বং"—স্বামিত্ব অর্থাৎ স্ত্রীলোকের ধনাধিকারিত্ব, "ভক্ত্যা উচ্যতে"—ভক্তি অর্থাৎ লক্ষণাবলে বা গৌণভাবে কথিত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বে ষোড়শ সূত্রে স্ত্রীলোকের ধনাধিকারিত্ব স্থাপনের যে শ্রৌত যুক্তি দেখান হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—বিবাহকালে ক্রীত হইয়া থাকে বলিয়া বস্তুগত্যা স্ত্রীলোকের কোনও দ্রব্যে অধিকার নাই। তবে যে তাহাদের স্বত্ব বিষয়ক শাস্ত্রীয় বচন দেখা যায়, তাহা গৌণার্থক বুঝিতে হইবে। যেমন গৃহস্থ কোনও ভৃত্যের উপর কতকগুলি পশু-পালন করিবার ভার দিয়া সময়ে সময়ে আবশ্যক মতে বলিয়া থাকে—এই ব্যক্তি পশুগুলির অধিপতি, এ স্থলে স্ত্রীলোকের ধনস্বামিত্ববচনও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ইতি আশঙ্কা।

ফলার্থিত্বাত্তু স্বামিত্বেনাভিসম্বন্ধঃ ॥ ২০ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ফলার্থিত্বাৎ"—ফলার্থিতা আছে বলিয়া, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "স্বামিত্বেন অভিসম্বন্ধঃ"—ধনস্বামিরূপেই সম্বন্ধ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—পূর্ব্বপক্ষবাদী যে স্ত্রীলোককে অদ্রব্য (অধন) বলিতেছেন, তাহার মূলে আছে "ভার্য্যা দাসশ্চ ভৃত্যশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ" এই স্মৃতিবচন। কিন্তু শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, সেও স্বর্গাদিফলাভিলাষিণী এবং ধনস্বামিনী হইতে পারে। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে নিষ্ক্রয়ের ন্যূনাতিরেক করা যায় না বলিয়া সর্ব্বদা নিয়ত যে ক্রয়বাক্য, তাহাকে অদৃষ্টার্থক বা ধর্ম্মার্থ না বলিয়া দৃষ্টার্থক বলিবার এত দুরাগ্রহ কেন? অতএব স্ত্রীলোকেরও ধনে এবং যজ্ঞে অধিকার আছে। ইতি আশঙ্কানিরাস।

ফলবত্তাং চ দর্শয়তি ॥ ২১ ॥

অক্ষরার্থ। "ফলবত্তাং দর্শয়তি চ"—স্বয়ং শ্রুতিই ফলবত্তাও দেখাইতেছেন।

ভাষ্যভাবার্থ। স্ত্রীলোকও যে যজ্ঞাদি করিয়া তাহার ফললাভ করিতে পারে, তাহা "সং পত্নী পত্যা সুকৃতেন গচ্ছতাং যজ্ঞস্য ধুর্য্যা যুক্তাবভূতাম্। সং জানানৌ বিজহীতা মরাতী র্দিবি জ্যোতিরজরমারভেতাম্" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব স্ত্রীজাতিও স্বর্গাদিফলাভিলাষিণী হইতে পারে বলিয়া তাহাদেরও যজ্ঞাদি কর্ম্মে অধিকার আছে, আর, সেই অধিকার অনুসারে স্বামি-স্ত্রীর মিলিতভাবেই অনুষ্ঠান হইবে। ইতি ৪র্থ দম্পতির সহাধিকারাধিকরণ।

দ্ব্যাধানং চ দ্বিযজ্ঞবৎ ॥ ২২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্ব্যাধানং চ"—আধানও পুংদ্বয় কর্ত্তৃক (হইবে), "দ্বিযজ্ঞবৎ"—দ্বিযজ্ঞের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে আধানপ্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "ক্ষৌমে বসানৌ অগ্নিম্ আদধীয়াতাম্" অর্থাৎ দুই জনে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়া অগ্নি আধান করিবে। এস্থলে পূর্ব্বাধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে কি সস্ত্রীক দুইজন পুরুষের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, অথবা একজন পুরুষেরই কর্ত্তব্যতা উক্ত

হইয়াছে অর্থাৎ আধানের উদ্দেশে কি পুরুষদ্বয় বিহিত হইয়াছে, অথবা ক্ষৌমবস্ত্র বিহিত হইয়াছে ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—"রাজ-পুরোহিতৌ যজেয়াতাম্" এই বাক্যে যেমন দ্বিত্ব বিহিত হইয়াছে, ইহা তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের চতুর্দ্দশ অধিকরণে বর্ণিত হইয়াছে, এস্থলেও সেইরূপ "বসানৌ" এই পদের পুংলিঙ্গ এবং দ্বিবচন "আদধীয়াতাম্" এই আখ্যাতবলে বিহিত হইয়াছে। আর "ক্ষৌমে" এই অংশটি অনুবাদমাত্র। অতএব দুইজন পুরুষ মিলিত হইয়া সস্ত্রীক অগ্ন্যাধান করিবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

গুণস্য তু বিধানত্বাৎ পত্ন্যা দ্বিতীয়শব্দঃ স্যাৎ ॥২৩॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "গুণস্য বিধানত্বাৎ"—গুণ বিহিত হইয়াছে বলিয়া, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "পত্ন্যা"—পত্নী আছে বলিয়া, "দ্বিতীয়শব্দঃ স্যাৎ"—দ্বিতীয়শব্দ হইবে অর্থাৎ দ্বিবচন হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—এস্থলে "ক্ষৌমে" ইহা অপ্রাপ্ত বলিয়া ইহাকে অনুবাদ বলা সঙ্গত হইবে না, কিন্তু বিধেয় বলিতে হইবে। আর ক্ষৌম বিধেয় হইলে দ্বিত্ব বিধেয় হইতে পারে না, যেহেতু, ইহা উৎপত্তিবাক্য নহে বলিয়া এরূপ করিলে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। এ কারণে "অগ্নিম্ আদধীত" এই আধানবিধিবাক্যে বিহিত আধানের যে কর্ত্তৃত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহাতে স্বামী এবং স্ত্রীর মিলিতভাবেই একটি কর্ত্তৃত্ব। কিন্তু সেই কর্ত্তৃত্বের অধিষ্ঠান বা আধার অগ্নীষোমের ন্যায় দুইজন পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিই হইতেছে। এ কারণে অগ্নীষোম দেবতাকে যেমন দ্বিবচনে নির্দ্দেশ করা হয়, এস্থলেও সেইরূপ সেই প্রাপ্ত কর্ত্তৃত্বেরই ব্যস্ত (পৃথক্ বা আংশিক) ভাব লইয়া উল্লেখপূর্ব্বক তদুদ্দেশে ক্ষৌমত্ব (পট্টবস্ত্র) বিহিত হইয়াছে। আর "পুমান্ স্ত্রিয়া" এই পাণিনীয় অনুশাসন অনুসারে এখানে "বসানশ্চ বসানা চ" এই প্রকার অর্থে একশেষ অনুসারে "বসানৌ" এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব সস্ত্রীক একজন পুরুষেরই আধান কর্ত্তব্য। ইতি ৫ম আধানে পুরুষদ্বয়কর্ত্তৃত্বনিরাকরণাধিকরণ।

তস্যা যাবদুক্তমাশীর্ব্রহ্মচর্য্যমতুল্যত্বাৎ ॥২৪॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তস্যাঃ"—সেই স্ত্রীলোকের, "যাবদুক্তং"—শাস্ত্র-মধ্যে যেটুকু কর্ম্ম শব্দতঃ উক্ত হইয়াছে তাবন্মাত্র (কর্ম্ম কর্ত্তব্য),

"আশীর্ব্রহ্মচর্য্যম্"—আশীঃ অর্থাৎ সংস্কার এবং ব্রহ্মচর্য্য (কামনা), "অতুল্যত্বাৎ"—যেহেতু তুল্যতা নাই অর্থাৎ উভয়ের তুল্যতা নাই। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বাধিকরণে বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকেরও যজ্ঞাধিকার আছে, আর তাহার কর্ত্তৃত্ব স্বতন্ত্রভাবে নহে কিন্তু উভয়ের মিলিতভাবে। কোন্ কোন্ কর্ম্ম স্ত্রীর কর্ত্তব্য আর কোন্গুলিই বা স্বামীর অনুষ্ঠেয়, এই প্রকার সংশয় স্থলে, সমস্ত যাজমান কর্ম্ম পুরুষের ন্যায় স্ত্রীরও কর্ত্তব্য এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ হইলে, সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "তস্যা যাবদুক্তম্"—আজ্যাবেক্ষণ, অন্বারম্ভ প্রভৃতি যে যে কর্ম্ম স্ত্রীর কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে বাচনিকভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই স্ত্রীর কর্ত্তব্য। আর, "আশীর্ব্রহ্মচর্য্যম্"—আশীঃ অর্থাৎ কেশাদিবপনরূপ সংস্কার এবং ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ কামনা এইগুলিতেও স্ত্রীলোকের অধিকার আছে। এতদতিরিক্ত যে সমস্ত কর্ম্ম, যেমন "অগন্ম সুবর্", "উত্তমন্ত মিত্রমহঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আদিত্যোপস্থান এবং "বসন্তমৃতূনাং প্রীণামি" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠরূপ অনুমন্ত্রণাদি কর্ম্ম এবং "যাজমান" এই সমাখ্যা বলে সামান্যতঃপ্রাপ্ত যজমান কর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয় কর্ম্মাদিতে স্ত্রীলোকের অধিকার নাই। কারণ, "অতুল্যত্বাৎ"—স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের তুল্যতা নাই। যেহেতু স্ত্রীলোকের বেদবিদ্যায় অধিকার নাই। যদি বলা হয়, এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানের উপপত্তির জন্য অর্থাপত্তি বলে স্ত্রীলোকেরও বেদবিদ্যায় অধিকার হইবে, তাহা হইলে বলিব—যেখানে অন্যথা উপপত্তি হয় না, সেইখানেই অর্থাপত্তি কল্পনা। এখানে যখন অন্যথা উপপত্তি হইতে পারে, তখন অর্থাপত্তি নির্ব্বিষয় হইয়া পড়ে বলিয়া অপ্রমাণ হইবে। কারণ, যজমান বলিতে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কে বুঝায় বটে। কিন্তু সমস্ত যাজমান-কর্ম্মই যদি উভয়ের কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে হয় আবৃত্তি না হয় বিকল্পপ্রসঙ্গ হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ে একই কর্ম্ম করিলে কর্ম্মটির আবৃত্তি অর্থাৎ একাধিকবার অনুষ্ঠান হইয়া পড়ে। আর ইহা পরিত্যাগ করিতে হইলে সেই কর্ম্মটি স্ত্রী এবং পুরুষ যে কেহ এক জন করিতে পারে এই ভাবে বিকল্প স্বীকার করিতে হয়। আর আবৃত্তি স্থলে দ্বিতীয় বারের অনুষ্ঠানটি অনুপদিষ্ট সুতরাং অশাস্ত্রীয় বলিয়া নিরর্থক। এবং বিকল্প অষ্টদোষগ্রস্ত, বিশেষতঃ শাস্ত্রের পাক্ষিকবাধপ্রসঙ্গ হয় বলিয়া গত্যন্তর সম্ভব হইলে তাহা পরিত্যাগ করাই শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদ্গণের সিদ্ধান্ত। এইজন্য প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে দ্বিতীয় অধিকরণে বর্ত্তিককার বলিতেছেন, "এবমেবোঽষ্টদোষোঽপি যদ্ব্রীহিযববাক্যয়োঃ। বিকল্প আশ্রিতস্তত্র গতিরন্যা ন বিদ্যতে॥" অর্থাৎ "এই যে

বিকল্প ইহা এই প্রকারে অষ্টদোষগ্রস্ত হইলেও 'ব্রীহিযববাক্যে' যে ইহা (বিকল্প) আশ্রয় (গ্রহণ) করা হইল তাহার কারণ এস্থলে গত্যন্তর নাই।" সুতরাং গত্যন্তর থাকিলে বিকল্প আশ্রয় করা সঙ্গত নহে। আর বিদ্বান্—বিদ্যাধিকারী পুরুষের অনুষ্ঠানের দ্বারাই সেই সমস্ত বিষয় চরিতার্থ হইয়া যায় বলিয়া স্ত্রীজাতির অধ্যয়ন অর্থাৎ বেদবিদ্যাধিকার প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস ব্যর্থ।

যদি বলা হয়, অধ্যয়ন ক্রত্বর্থ—অধ্যয়নে নিয়মবিধি স্বীকৃত হওয়ায় তাহা যখন নিয়মাপূর্ব্ব দ্বারা অশেষক্রতুজন্য অপূর্ব্বের পরিপোষক, তখন স্ত্রী যজ্ঞাধিকারিণী হইয়াও যদি বেদাধ্যয়ন-বিরহিত হয়, তাহা হইলে অধ্যয়নাভাব হেতু নিয়মাপূর্ব্ব জন্মিতে পারে না বলিয়া তদ্‌বিহীন হওয়ায় ক্রত্ব-পূর্ব্বেরও হানি হইবে, এই কারণে অর্থাপত্তি বলে স্ত্রীজাতিরও বেদবিদ্যায় অধিকার হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এস্থলে অন্যথাও উপপত্তি হয় বলিয়া অর্থাপত্তি নির্ব্বিষয় হওয়ায় অপ্রমাণ। কারণ, যাহা ক্রত্বর্থ, তাহা ক্রত্বধিকারীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেই চলিবে। আর স্ত্রীর ন্যায় স্বামীও যখন অধিকারী আর স্বামী পুরুষ বলিয়া তাহার যখন বেদাধ্যয়নে অধিকার রহিয়াছে, তখন তাহার অধ্যয়নের ফলে যে নিয়মাপূর্ব্ব জন্মে—তাহাই ক্রত্বপূর্ব্বের পরিপোষক হয় বলিয়া কোনও হানি হইতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে "ন বেদে পত্নীং বাচয়ন্তি" (শাখায়ন ব্রাহ্মণ—৭।৩) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এবং বহু স্মৃতিবচনে স্ত্রীলোকের বেদাধ্যয়ন ও মন্ত্রপাঠ কণ্ঠতঃ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বেদাধ্যয়নে স্ত্রীলোকের অধিকার নাই এবং প্রত্যক্ষবচনবিহিতস্থলাতিরিক্ত কোন স্থলেই তাহাদের মন্ত্র-পাঠেরও অধিকার নাই। এই কারণে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক উপস্থানাদি কর্ম্ম এবং 'যাজমান' এই সমাখ্যাবলে সামান্যতঃপ্রাপ্ত যজমানানুষ্ঠেয় কর্ম্ম প্রভৃতি গুলি স্ত্রীর কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু বাচনিক কর্ম্মকলাপই তাঁহার অনুষ্ঠেয়। ইতি ৬ষ্ঠ 'যাজমান' ইতি সমাখ্যাত কর্ম্মকলাপের পত্নীকর্ত্তৃকত্বাভাব অধিকরণ।

চাতুর্ব্বর্ণ্যমবিশেষাৎ ॥২৫॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "চাতুর্ব্বর্ণ্যম্"—চারিবর্ণই (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অধিকারী), "অবিশেষাৎ"—যে হেতু (সকলেরই ফলার্থিত্বরূপ অধিকার) অবিশেষ ভাবে রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকের যজ্ঞে অধিকার থাকিলেও বেদবিদ্যা না থাকায় নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি কর্ম্ম ছাড়া অন্য কিছু

কর্ত্তব্য নাই। আর যজ্ঞবিধিবলে যে অধ্যয়ন প্রাপ্ত হইবে, তাহাও সম্ভব নহে। যেহেতু স্ত্রীপুরুষের মিলিত ভাবে কর্ত্তৃত্ব বলিয়া পুরুষের অধ্যয়নের দ্বারা অনুপপত্তি ক্ষীণ হইয়া যায় বলিয়া তদ্দ্বারা স্ত্রীলোকের বেদবিদ্যা প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে কেহ হয় ত বলিতে পারেন, স্ত্রীলোকের বেদবিদ্যা অর্থাপত্তি বলে প্রাপ্ত না হইলেও শূদ্রের বেদাধ্যয়ন তদ্বলে প্রাপ্ত হইবে। আর যজ্ঞাদি বিধিই অর্থাপত্তি বলে শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার প্রাপিত করাইবে। এই জন্য এস্থলে, বিচার্য্য হইতেছে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে শূদ্রের অধিকার আছে কি না। ইহার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যম্ অবিশেষাৎ"—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণেরই অধিকার আছে। কারণ, বিধিবাক্যের "স্বর্গকামঃ" এই পদে স্বর্গকে সাধারণ ফলরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের ন্যায় শূদ্রেরও স্বর্গাদি ফলে সমানভাবে অভিলাষ হইয়া থাকে বলিয়া, সেই অভিলাষ বিষয়ে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের কোনও বিশেষত্ব নাই এবং শাস্ত্রমধ্যেও তাহা উল্লিখিত হয় নাই বলিয়া ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকের ন্যায় শূদ্রও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অধিকারী। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

নির্দ্দেশাদ্ বা ত্রয়াণাং স্যাদগ্ন্যাধেয়ে হ্যসম্বন্ধঃ ক্রতুষু ব্রাহ্মণশ্রুতিরিত্যাত্রেয়ঃ ॥ ২৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "ত্রয়াণাং স্যাৎ"—ত্রৈবর্ণিকেরই অধিকার হইবে, "অগ্ন্যাধেয়ে নির্দ্দেশাৎ"—যেহেতু অগ্ন্যাধান কর্ম্মে মাত্র বর্ণত্রয়েরই উল্লেখ আছে, "হি"—সেই কারণে, "ক্রতুষু অসম্বন্ধঃ"—যজ্ঞাদি কর্ম্মে (শূদ্রের) সম্বন্ধ অর্থাৎ অধিকার নাই, "ব্রাহ্মণশ্রুতিঃ"—(অতএব) ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকেরই কামশ্রুতি, "ইতি আত্রেয়ঃ"—ইহা আত্রেয় নামক আচার্য্যের মত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী প্রমাণার্থে আত্রেয় আচার্য্যের নাম উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্ত বলিতেছেন, "অগ্ন্যাধেয়ে নির্দ্দেশাৎ ত্রয়াণাং স্যাৎ"—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করিতে গেলে আহবনীয় অগ্নি আবশ্যক। আর যে কোন অগ্নিকে আহবনীয় বলে না; কিন্তু আধান দ্বারা বিধিপূর্ব্বক সংস্কার করা হইলে তবেই আহবনীয় অগ্নি প্রাপ্ত পাওয়া যায়, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। শূদ্রের আধানবিধি

না থাকায় তাহার আহবনীয় অগ্নি নাই। যেহেতু "বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নীনাদধীত গ্রীষ্মে রাজন্যঃ শরদি বৈশ্যঃ" এই শ্রুতিবাক্যে ত্রৈবর্ণিকেরই আধান বিহিত হইয়াছে; কিন্তু চতুর্থ বর্ণের আধান উপদিষ্ট হয় নাই। আর শূদ্র যে নিক্রয়াদি দিয়া কোন আহিতাগ্নির নিকট হইতে আহবনীয় অগ্নি ক্রয় করিয়া স্বীয় করিয়া লইবে, তাহাও সম্ভব হইবে না, কারণ, আধানবাক্যে "আদধীত" এই পদে আত্মনেপদ থাকায়, যে অগ্ন্যাধান করিবে তাহারই পক্ষে তাহা ফলসাধক হইবে, ইহাই বোধিত হইয়াছে—ইহাও পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আর লৌকিক অগ্নিতে যে যজ্ঞ করিবে, তাহাও অবৈধ বলিয়া শূদ্রের পক্ষে সেই অনুষ্ঠান বিফল হইবে—তাহাতে আজ্যাদি আহুতি দিলে 'ভস্মে ঘি ঢালা' হইবে। সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্মে শূদ্রের প্রাপ্তি হয় না বলিয়া কামশ্রুতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকের জন্যই বুঝিতে হইবে। অতএব "অসম্বন্ধঃ ক্রতুষু"—যজ্ঞকর্ম্মে শূদ্রের অধিকার নাই। ইতি সিদ্ধান্ত।

নিমিত্তার্থেন বাদরিস্তস্মাৎ সর্ব্বাধিকারং স্যাৎ ॥ ২৭ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "নিমিত্তার্থেন"—(বসন্তাদিশ্রুতি) নিমিত্তার্থ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদিনিমিত্তক, "বাদরিঃ"—বাদরিনামক আচার্য্য (বলেন), "তস্মাৎ"—অতএব, "সর্ব্বাধিকারং স্যাৎ"—যজ্ঞাদি কর্ম্ম বিষয়ক শাস্ত্র সকলের অধিকারে হইবে অর্থাৎ চাতুর্বণ্যই ইহার অধিকারী হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তীর যুক্তি শুনিয়া স্বমতকে দৃঢ় করিবার জন্য পূর্ব্বপক্ষবাদী বাদরি নামক আচার্য্যের মত উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—আধান বাক্য এবং অগ্নিহোত্রাদি বাক্য পরস্পরসাপেক্ষ নহে; যে হেতু, অগ্নি বিনা অগ্নিহোত্র এবং যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে না বলিয়া অগ্নি কামশ্রুতিবলে অর্থাপত্তিসিদ্ধ। আর যাহা অর্থপত্তিবলেও প্রাপ্ত, তাহার বিধি হইতে পারে না। সুতরাং "নিমিত্তার্থেন"—ঐ যে বসন্তাদিবাক্য উহা নিমিত্তবোধক; উহার দ্বারা অর্থতঃ প্রাপ্ত যে অগ্ন্যাধান, তাহাতে ব্রাহ্মণাদিরূপ নিমিত্তসমবধান হইলে বসন্তকালাদিরূপ গুণ বিহিত হইয়াছে—যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিকারী যদি ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে যজ্ঞবিধিবলে প্রাপ্ত যে অগ্নি তাহা বসন্তেই আধান করিতে হইবে, ক্ষত্রিয় হইলে গ্রীষ্মে এবং বৈশ্য হইলে শরৎকালে। কিন্তু শূদ্রনিমিত্তক কোনও বিধি না থাকায় এবং ব্রাহ্মণাদির ন্যায় শূদ্রেরও অবিশেষে স্বর্গাদি কামনা হইতে পারে বলিয়া তাহার পক্ষে কামশ্রুতিপরিগৃহীত যে অগ্নি তাহার আধান সার্ব্বকালিক

বুঝিতে হইবে অর্থাৎ—শূদ্রের পক্ষে যে কোনও সময়ে আধান করিলে চলিবে। "তস্মাৎ সর্ব্বাধিকারং স্যাৎ"—অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্মে সকলেরই অধিকার আছে—ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকের ন্যায় শূদ্রও তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। ইতি আশঙ্কা।

অপি বান্যার্থদর্শনাদ্ যথাশ্রুতি প্রতীয়েত ॥২৮॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অন্যার্থদর্শনাৎ"—অন্যার্থদর্শন আছে বলিয়া, "যথাশ্রুতি প্রতীয়েত"—যথাশ্রুতি অর্থাৎ যথাবচন (অর্থ) প্রতীত (বিহিত) হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কার পরিহার বলিতেছেন "অপি বা" ইত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন ব্রাহ্মণাদি গুণরূপে বধের কালের নিমিত্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, বচনান্তরের দ্বারা যদি আধান প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদি বাক্যকে গুণবিধি বলা চলিত। কিন্তু বচনান্তরের দ্বারা আধান প্রাপ্ত নহে বলিয়া উহাকে গুণবাক্য বলা চলে না, কিন্তু উহা উৎপত্তিবাক্য। এই কারণে বিশিষ্টকাল এবং বিশিষ্ট কর্ত্তা এইগুলির সহিত আধানরূপ কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। এ কারণে শূদ্রের আধান নাই বলিয়া আহবনীয় অগ্নির অভাবে তত্রকর্ত্তব্য অগ্নিহোত্রাদিও অধিকার বহির্ভূত। আর আধান যে অর্থতঃপ্রাপ্ত—অর্থাপত্তিলভ্য তাহাও বলা চলিবে না; কারণ, কামশ্রুতিবলে অগ্নি বিনা অগ্নিসাধ্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুপপন্ন হয় বলিয়া অগ্নিসামান্যের প্রাপ্তি হয় বটে; কিন্তু আহবনীয়রূপ যে বিশেষ অগ্নি, তাহা অর্থাপত্তিবলে প্রমিত হয় না; যে হেতু বিধিপূর্ব্বক আধান করিলে তবে তদ্দ্বারা যে সংস্কারবিশেষ জন্মে, তাহাতেই অগ্নির আহবনীয়ত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর "বসন্তে ব্রাহ্মণঃ অগ্নীন্ আদধীত" ইত্যাদি বাক্যে বিশিষ্ট কর্ত্তৃকালাদিযুক্ত অপূর্ব্ব কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে বলিয়া তত্রানুপদিষ্ট শূদ্রের তাহাতে অধিকার নাই। একারণে আহবনীয় অগ্নি না থাকায় তৎসাধ্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে শূদ্র অনধিকৃত। আরও, অগ্নিকে যে অর্থাপত্তিসিদ্ধ বলা যায় না তাহার কারণ অগ্নি কামশ্রুতিলভ্য নহে; কিন্তু বসন্তাদিবিধিপ্রযুক্ত যে অগ্নি সেই অগ্নি যাহার আছে, তাদৃশ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়াই কামশ্রুতি সকলের প্রবৃত্তি। এ কারণে কামশ্রুতি সকল অগ্নির পরবর্ত্তী বলিয়া তাহার দ্বারা অগ্নির প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব বসন্তাদি বাক্যে ব্রাহ্মণাদির নিমিত্তত্ব হইতে পারে না। আরও, "বার্হদ্গিরং ব্রাহ্মণস্য সাম কুর্য্যাৎ। পার্থুরশ্মং রাজন্যস্য।

রায়োবাজীয়ং বৈশ্যস্য" এই শ্রুতিবাক্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পক্ষে যথাক্রমে 'বার্হদ্গির', 'পার্থুরশ্ম' এবং 'রায়োবাজীয়' নামক সাম বিহিত হইয়াছে কিন্তু শূদ্রের পক্ষে কোনও সামের উল্লেখ নাই। এইরূপ "পয়োব্রতং ব্রাহ্মণস্য, যবাগূ রাজন্যস্য, আমিক্ষা বৈশ্যস্য" এই আম্নায় বচনে ত্রৈবর্ণিকের পক্ষেই যথাক্রমে পয়ঃ, যবাগূ এবং আমিক্ষা ব্রতরূপে অর্থাৎ তদ্‌ভক্ষণরূপ নিয়ম বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু শূদ্রের পক্ষে কোনও ব্রতের নির্দ্দেশ নাই। এইরূপ ব্রাহ্মণের পক্ষে অষ্টাদশ প্রক্রম, ক্ষত্রিয়ের একাদশ এবং বৈশ্যের দ্বাদশ উপদিষ্ট। কিন্তু শূদ্রের কোন উল্লেখ নাই। এই সমস্ত 'অন্যার্থদর্শন' হইতেও ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, বসন্তাদি বাক্যে ব্রাহ্মণাদি নিমিত্তরূপে উল্লিখিত হয় নাই। এই সমস্ত সাম, ব্রত এবং প্রক্রম উপদিষ্ট না থাকিলেও যদি শূদ্র বিনা সামে, বিনা ব্রতে এবং বিনা প্রক্রমে কর্ম্ম করে, তাহা হইলে তাহা না করারই সামিল হইবে—তাহার কোনও ফল হইবে না, প্রত্যুত অনধিকৃত কর্ম্ম করায় প্রত্যবায়ই হইবে। অতএব "যথাশ্রুতি প্রতীয়তে"—যথানির্দ্দেশ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকেরই শ্রৌতকর্ম্মে অধিকার হইবে। ইতি আশঙ্কানিরাস।

নির্দ্দেশাত্তু পক্ষে স্যাৎ ॥ ২৯ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "নির্দ্দেশাৎ"—নির্দ্দেশ অর্থাৎ সামান্যতঃ উল্লেখ আছে বলিয়া, "তু"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "পক্ষে"—পূর্ব্বোক্ত নিমিত্তপক্ষে, "স্যাৎ"—(বসন্তাদিশ্রুতি) হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, "য এবং বিদ্বানগ্নিমাধত্তে" অর্থাৎ "যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নি আধান করে," এই শ্রুতিবাক্যে যখন সামান্যতঃ অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণভাবে আধান বিহিত হইয়াছে, তখন ইহা হইতে অগ্ন্যাধান কর্ম্মে ত্রৈবর্ণিকের ন্যায় শূদ্রেরও যে অধিকার আছে তাহা প্রতীত হয়। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বসন্তাদি বাক্য নিমিত্তপক্ষেই ব্যাখ্যেয় অর্থাৎ বসন্তাদিবাক্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের বসন্তাদি কাল রূপ গুণের নিমিত্তরূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইতি আশঙ্কা।

বৈগুণ্যান্নেতি চেৎ ॥ ৩০ ॥

অক্ষরার্থ। "বৈগুণ্যাৎ"—(ক্রতুর) বৈগুণ্য হয় বলিয়া, "ন" —শূদ্রের অধিকার নাই, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষী অন্য প্রকার আশঙ্কা উল্লেখ করিয়া তৎ খণ্ডনপূর্ব্বক স্বপক্ষ দৃঢ় করিবার জন্য পরের আশঙ্কা দেখাইতেছেন "বৈগুণ্যাৎ ন ইতি চেৎ"—ব্রাহ্মণাদিকে বিধেয় বসন্তাদি কালরূপ গুণের নিমিত্ত বলিলে শূদ্রেরও আধান এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অধিকার স্বীকার করিলে তাহার পক্ষে কোনও সাম, কোনও ব্রত এবং কোনও প্রক্রম উল্লিখিত না থাকায় ঐ সমস্ত অঙ্গবৈগুণ্য হওয়ায় তদনুষ্ঠিত ক্রিয়া পণ্ড হইয়া যাইবে। এ কারণে যজ্ঞাদি কর্ম্মে শূদ্রের অধিকার নাই,—কেহ হয় ত এই প্রকার আশঙ্কা করিতে পারেন।

ন কাম্যত্বাৎ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা সঙ্গত নহে, "কাম্যত্বাৎ"—যে হেতু (তাহারও) কামনা হইতে পারে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষী স্বপক্ষের বিরুদ্ধ আশঙ্কার খণ্ডনকল্পে বলিতেছেন—শূদ্রেরও যখন স্বর্গাদিবিষয়ক কামনা হইতে পারে, তখন তাহার অধিকার সামান্যতঃ প্রাপ্ত। তার 'অভীবর্ত্ত' নামক যে সাম আছে তাহা অনারভ্যপঠিত বলিয়া শূদ্রের ক্রতুতে তাহাই প্রয়োক্তব্য। আর "মস্ত শূদ্রস্য" এই বাক্যে শূদ্রের পক্ষে মস্ত বিহিত হইয়াছে বলিয়া তাহাতেই শূদ্রের ব্রত হইবে। আর প্রক্রম উপদিষ্ট না হওয়ায় বিনা প্রক্রমেই শূদ্রের ক্রিয়া হইবে। সুতরাং শূদ্রেরও যজ্ঞে অধিকার আছে। অতএব "চাতুর্ব্বর্ণ্যম্ অবিশেষাৎ" এই উক্তিই সমীচীন।

সংস্কারে চ তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ৩২ ॥

অক্ষরার্থ। "সংস্কারে"—সংস্কার বিষয়ে, "চ"—অপিচ, "তৎ-প্রধানত্বাৎ"—তাহার অর্থাৎ সংস্কার্য্য পুরুষের প্রাধান্য বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। শূদ্রেরও যে ব্রত উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখাইয়া পূর্ব্বপক্ষবাদী প্রৌঢ়িবাদে প্রকারান্তরে পরিহার বলিতেছেন "সংস্কারে চ তৎপ্রধানত্বাৎ"। ঐ যে ব্রত উহা পুরুষের সামর্থ্যজনক অর্থাৎ কর্ম্মের যোগ্যতাসম্পাদক সংস্কারস্বরূপ বলিয়া উহাতে পুরুষেরই প্রাধান্য অর্থাৎ যাহার উদ্দেশ্যে ঐ পয়োব্রতাদিরূপ সংস্কার বিহিত হইয়াছে, সে যদি তাহা না করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই কর্ম্মে যোগ্য হইবে না। কিন্তু যাহার পক্ষে উহা বিহিত হয় নাই, সে যদি তাহা না করে, তাহাতে তাহার কোনও হানিই হইবে না। আর কামশ্রুতিবলে

ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকের ন্যায় শূদ্রেরও যখন অধিকার প্রাপ্ত হয়, তখন ব্রাহ্মণাদির উদ্দেশ্যে বিহিত যে পয়োব্রতাদি তাহার অননুষ্ঠানে ব্রাহ্মণাদিরাই তত্তৎ কর্ম্মে অযোগ্য হইবে। কিন্তু ভবন্মতে শূদ্রের পক্ষে যখন কোনও ব্রত বিহিত হয় নাই, তখন তাহার অনুষ্ঠান না করিয়াই শূদ্র ক্রতু সম্পাদন করিবে, ইহাতে তাহার কোনই হানি হইবে না। অতএব শূদ্রেরও অধিকার অনিবার্য্য। ইতি আশঙ্কা সমাপ্ত।

অপি বা বেদনির্দ্দেশাদপশূদ্রাণাং প্রতীয়েত ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বেদনির্দ্দেশাৎ"—বেদ বিষয়ে নির্দ্দেশ অর্থাৎ উল্লেখ আছে বলিয়া, "অপশূদ্রাণাং"—অপশূদ্র অর্থাৎ শূদ্রকে বাদ দিয়া অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকের, "প্রতীয়েত"—(অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অধিকার) প্রতীত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। বসন্তাদিবাক্যের দ্বারা শূদ্রের অধিকার পর্য্যুদস্ত হইতে পারে না, যে হেতু, ঐ বাক্য অন্যার্থ, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ হইলে, বসন্তাদি-বাক্যে অপূর্ব্ব কর্ম্মান্তরই বিহিত হইয়াছে ইহা পূর্ব্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের তৃতীয় অধিকরণে ৪র্থ সূত্রে) প্রতিপাদিত হইলেও "তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ" এই ন্যায় অনুসারে পূর্ব্বপক্ষীর সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়া সিদ্ধান্তবাদী প্রকারান্তরে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন "অপশূদ্রাণাং প্রতীয়েত"—শূদ্রাতিরিক্ত ত্রৈবর্ণিকেরই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অধিকার হইবে। কারণ, "বেদনির্দ্দেশাৎ"—ত্রৈবর্ণিকেরই বেদবিদ্যায় অধিকার কিন্তু চতুর্থ বর্ণের তাহাতে অধিকার নাই। যে হেতু "বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, গ্রীষ্মে রাজন্যং, শরদি বৈশ্যম্" এই শ্রুতিবাক্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকেরই উপনয়ন উপদিষ্ট হইয়াছে। আর উপনয়ন বেদাধ্যয়নেরই অঙ্গ বলিয়া উপনয়না-ধিকারবিহীন শূদ্রের বেদাধ্যয়ন হইতে পারে না। আর বেদাধ্যয়ন না হইলে বেদবিহিত অনুষ্ঠেয় কর্ম্মকলাপের জ্ঞান না থাকায় তাহা সম্পাদন করিতে অসমর্থ হয় বলিয়া শূদ্র অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অনধিকারী। ইতি আশঙ্কানিরাস।

গুণার্থিত্বান্নেতি চেৎ ॥ ৩৪ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "গুণার্থিত্বাৎ"—গুণভূত যে অধ্যয়ন তাহার প্রার্থী বলিয়া, "ন"—শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার নাই যে তাহা নহে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তবাদীর যুক্তি শুনিয়া পূর্ব্বপক্ষী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন—কামশ্রুতিবলেই শূদ্রেরও কর্ম্মাধিকার প্রাপ্ত বলিয়া এবং বেদাধ্যয়ন বিনা অনুষ্ঠেয় কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান না থাকায় কর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হইতে পারে না বলিয়া শূদ্রও জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মের গুণ অর্থাৎ অঙ্গস্বরূপ যে বেদাধ্যয়ন তাহার অধিকারী হইবে—তাহার পক্ষে উপনয়নবিধি না থাকিলেও উপনয়ন ব্যতীতই সে স্বয়ং গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে। সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্মে শূদ্রের অসামর্থ্য কিসে ? ইতি আশঙ্কা।

সংস্কারস্ত তদর্থত্বাদ্ বিদ্যায়াং পুরুষশ্রুতিঃ ॥৩৫॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "সংস্কারস্ত তদর্থত্বাৎ"—সংস্কার অর্থাৎ উপনয়নরূপ সংস্কার তদর্থ অর্থাৎ অধ্যয়নার্থ বা অধ্যয়নের জন্য বলিয়া, "পুরুষশ্রুতিঃ" —পুরুষশ্রুতি শ্রুতিমধ্যে যে পুরুষের উল্লেখ আছে তাহা, "বিদ্যায়াম্"— বিদ্যায় অর্থাৎ বেদবিদ্যায় অধিকার সম্বন্ধে (বুঝিতে হইবে)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন "পুরুষশ্রুতিঃ বিদ্যায়াং"—শ্রুতিমধ্যে ঐ যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের উল্লেখ, উহার দ্বারা ঐ ত্রৈবর্ণিক পুরুষই যে বেদবিদ্যার অধিকারী, ইহাই বোধিত হইয়াছে। কারণ, "সংস্কারস্ত তদর্থত্বাৎ"—বসন্তাদিকালবিশিষ্ট ঐ যে উপনয়নরূপ সংস্কার কর্ম্ম, উহা মাণবকসংস্কার দ্বারা অধ্যয়নেরই অঙ্গ। আর "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি" এই বাক্যের দ্বারা বিহিত যে প্রোক্ষণরূপ সংস্কার কর্ম্ম, তদ্দ্বারা সংস্কৃত যে ব্রীহি তাহা যদি কোনও কর্ম্মে ব্যবহৃত না হয়, তাহা হইলে তাহার সংস্কার যেমন বিফল হইয়া পড়ে কিংবা অত্যন্ত অদৃষ্টার্থক হয়, সেইরূপ ঐ যে উপনয়নসংস্কৃত ত্রৈবর্ণিক মাণবক— সে সংস্কৃত হইলেও যদি কুত্রাপি বিনিযুক্ত না হয়, তবে তাহার সে সংস্কারও বিফল হইয়া যায়। এ কারণে তাহাদের কোনও কর্ম্মে বিনিয়োগ আবশ্যক হইয়া থাকে। আর স্বাধ্যায়বিধির দ্বারা যে বেদাধ্যয়ন বিহিত, তাহার কর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট না থাকায় তাহাও কর্ত্তৃসাপেক্ষ হইয়া রহিয়াছে। একারণে অপেক্ষা, সন্নিধি এবং যোগ্যতা অনুসারে উপনয়নসংস্কৃত মাণবকই স্বাধ্যায়বিধিবিহিত বেদাধ্যয়নের অধিকারী। আর বসন্তাদি বাক্যবিহিত উপনয়নের দ্বারা সংস্কৃত ত্রৈবর্ণিক মাণবককে কর্ত্তৃরূপে পাওয়ায় স্বাধ্যায়বিধিবিহিত অধ্যয়নরূপ কর্ম্মের কর্ত্রপেক্ষা (কর্ত্তৃ-আকাঙ্ক্ষা) চরিতার্থ হইয়া যায় বলিয়া তদতিরিক্ত অন্য কেহ যদি বেদাধ্যয়ন করিতে যায়,

তাহা হইলে তাহার সে বেদাধ্যয়ন বৈধ হইবে না। আর এই যে উপনয়নবিধি-বিহিত উপনয়ন এবং স্বাধ্যায়বিধিবিহিত বেদাধ্যয়ন, ইহাদের এই প্রকার অঙ্গাঙ্গিতা রহিয়াছে বলিয়া, ব্রীহি যদি প্রোক্ষণরূপ সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হয় এবং তাহাতে যদি অবঘাত করা যায়, তবেই যেমন তন্নিষ্পন্ন তণ্ডুল হইতে পুরোডাশ করিয়া যজ্ঞ করিলে যজ্ঞটি যথাবিধি সম্পাদিত হওয়ায় ফলজনক হয়, নচেৎ নহে, সেইরূপ উপনয়নসংস্কৃত ত্রৈবর্ণিক মাণবক যদি গুরুর নিকট বেদাধ্যয়ন করে, তবেই তন্নিষ্পন্ন জ্ঞানে তাহার অনুষ্ঠেয় ক্রতুর সাঙ্গতা হয়। উপনয়ন-সংস্কারবিহীন চতুর্থ বর্ণ স্বয়ং বেদাধ্যয়ন করিলে কিংবা অর্থবশীকৃত কোনও লোভী গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিলেও তাহা অবৈধ বলিয়া তাহার সেই অধ্যয়ন-জনিত জ্ঞান ক্রতুর উপকারক হইবে না। অতএব বেদবিহীন বলিয়া শূদ্রের যজ্ঞকর্ম্মে অধিকার নাই। ইতি আশঙ্কা নিরাস।

বিদ্যানির্দ্দেশান্নেতি চেৎ ॥ ৩৬ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "বিদ্যানির্দ্দেশাৎ"—বিদ্যার নির্দ্দেশ অর্থাৎ প্রাপ্তি হইবে বলিয়া, "ন"—শূদ্রের যে অধিকার নাই তাহা নহে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়। (আশঙ্কা)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন,—শূদ্রের বেদাধ্যয়নকে যে অবৈধ বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, তাহা যদি তাহার কামচার-প্রাপ্ত স্বেচ্ছাকৃত হইত, তাহা হইলে ঐরূপ বলা সমীচীন হইত। কিন্তু "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি কামশ্রুতিই শূদ্রের বিদ্যা নির্দ্দেশ করিবে। অতএব কাম-শ্রুতিবলে বিদ্যা প্রাপ্ত বলিয়া শূদ্রের বেদাধ্যয়নও অর্থাপত্তিলব্ধ অর্থাৎ আনুমানিক বিধির দ্বারা বিহিত বলিয়া তাহা অবৈধ হইতে পারে না। সুতরাং উপনয়নবিধি না থাকায় উপনয়নসংস্কাররহিত হইলেও শূদ্র যজ্ঞাদি কর্ম্মের জন্য বেদাধ্যয়ন করিতে পারে, ইহা কামশ্রুতিবলেই প্রাপ্ত হয়। ইতি আশঙ্কা।

অবৈদ্যত্বাদভাবঃ কর্ম্মণি স্যাৎ ॥ ৩৭ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "অবৈদ্যত্বাৎ"—বৈদ্য অর্থাৎ বিদ্যাযুক্ত নহে বলিয়া "কর্ম্মণি অভাবঃ স্যাৎ"—কর্ম্মে অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মে অভাব অর্থাৎ অন-ধিকার হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তবাদী উত্তর দিতেছেন,—কামশ্রুতিবলে যে শূদ্রেরও বেদাধ্যয়ন প্রাপ্ত হইবে, তাহা বলা চলে না। কামশ্রুতিবলে যে সামান্ততঃ প্রাপ্তি হয় তাহা স্বাধ্যায়বিধিবলে বিশেষে ব্যবস্থাপিত হয় বলিয়া গো-দোহন পাত্র কাম্য স্থলে অপ্‌প্রণয়নের জন্ত চমসের বদলে প্রযোজ্য হইলেও তদ্দ্বারা যেমন নিত্য অপ্‌প্রণয়নও সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহাতে আর স্বতন্ত্র চমস অপেক্ষিত হয় না, সেইরূপ এ স্থলেও স্বাধ্যায় বিধির দ্বারা ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকেরই বেদাধ্যয়ন প্রাপ্ত হয় বলিয়া চতুর্থ বর্ণের যে বেদাধ্যয়ন তাহা ঐ চমসের ন্তায় বিধ্যনাকাঙ্ক্ষিত বলিয়া অবৈধ। আরও কামশ্রুতি অনুসারে অর্থাপত্তিবলে অধ্যয়ন প্রাপ্ত হয়। আর তাহা আনুমানিক বিধিবোধিত। কিন্তু স্বাধ্যায়বিধি প্রত্যক্ষপঠিত। এ কারণে প্রত্যক্ষবিধির দ্বারা আনুমানিক বিধির বিষয়াপহার হওয়ায় বাধই হইবে। আরও কামশ্রুতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিদ্যার প্রয়োজক নহে। কিন্তু ক্রতুবিধিসকলই বিদ্যা বিনা ক্রতু সম্পাদন করিতে পারা যায় না বলিয়া অন্তথা উপপন্ন হয় না বলিয়া—বেদবিদ্যার প্রয়োজক। আর স্বাধ্যায়বিধিপ্রসাদলব্ধবিদ্যাবান্ যে ত্রৈবর্ণিক তাহাদিগকে কর্ত্তৃরূপে পাইলেই ক্রতুবিধির উপপত্তি হইয়া যায় বলিয়া অন্তথাপি, উপপত্তি হয় বলিয়া এ স্থলে অর্থাপত্তি ক্ষীণ। সুতরাং অর্থাপত্তিবলে যে শূদ্রের বেদাধ্যয়ন প্রাপ্ত হইবে, তাহা বলাও মোটেই সঙ্গত নহে। এই নিমিত্ত শূদ্রের অধ্যয়ন অবৈধ। আর স্মৃতিবচনে শূদ্রের বেদাধ্যয়ন কণ্ঠতই নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে শূদ্রের অধ্যয়ন নাই। সুতরাং "অবৈদ্যত্বাদভাবঃ কর্ম্মণি স্যাৎ" —বেদবিদ্যাবিহীন হওয়ায় শূদ্র যজ্ঞাদি কর্ম্মে অনধিকারী। ইতি আশঙ্কানিরাস।

তথা চান্যার্থদর্শনম্ ॥ ৩৮ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা চ"—সেইরূপ, "অন্যার্থদর্শনম্"—অন্যার্থ-দর্শনও আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি বলা হয় বেদে কি শূদ্রের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে? তদুত্তরে বক্তব্য "যদ্যু বা এতচ্ছ্মশানং যচ্ছূদ্রঃ তস্মাচ্ছূদ্রসমীপে নাধ্যেয়ম্" এই শ্রুতিবাক্যে শূদ্রকে শ্মশানতুল্য বলিয়া তাহার সমীপে অপরের অধ্যয়ন নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং শূদ্রের সমীপে যখন অপরের অধ্যয়নই নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহার স্বয়ং অধ্যয়ন ত সুদূরপরাহত। এই জন্ত বেদান্ত-দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৩৮শ সূত্রের ভাষ্যে ভগবৎপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"যস্য হি সমীপেঽপি নাধ্যেতব্যং ভবতি স কথম্ অশ্রুতম্

"অধীয়ীত" অর্থাৎ "যাহার সমীপেই অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে, সে কিরূপে না শুনিয়া অধ্যয়ন করিতে পারে ?" কারণ, বেদ অধ্যয়ন অর্থ স্বয়ং পাঠ নহে, কিন্তু গুরু যেরূপ উচ্চারণ করিবেন তাহা শুনিয়া সেইভাবে সেই সেই অক্ষর আয়ত্ত করা। আর গুরু ব্রাহ্মণই হইয়া থাকেন—অগতিক স্থলে ক্ষত্রিয়ও হয়। কিন্তু শূদ্রের সমীপে গুরুর অধ্যয়ন যখন প্রতিষিদ্ধ, তখন অশ্রুত অধ্যয়ন হইতে পারে না বলিয়া শূদ্রের অধ্যয়নপ্রতিষেধ কৈমুতিক ন্যায়ে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অতএব এই অন্যার্থদর্শন হইতে শূদ্রের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইতেছে। * আর শূদ্রের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ বলিয়া তাহার শ্রৌত যজ্ঞাদি কর্ম্মে অধিকার হইতে পারে না।

বস্তুতঃপক্ষে যজ্ঞাদি কর্ম্ম অগ্নিসাধ্য; আর শূদ্রের অগ্নি বিহিত হয় নাই। এ কারণে তাহার যজ্ঞাদি কর্ম্মে অধিকার হইতে পারে না। "য এবং বিদ্বান্ অগ্নিম্ আধত্তে" এই বাক্যে সামান্যতঃ অগ্নি বিহিত হইয়াছে বলিয়া বসন্তাদি বাক্যে ব্রাহ্মণাদির উল্লেখ নিমিত্তরূপে হওয়ায় শূদ্রেরও অগ্নি বৈধ হইতেছে একথা বলা সঙ্গত হইবে না, কারণ উক্ত বাক্যটি অগ্ন্যাধানের স্তাবক বলিয়া অর্থবাদ হইতেছে। পক্ষান্তরে বসন্তাদিবাক্য বিধিস্বরূপ। সুতরাং সাক্ষাৎ বিধি-বাক্যের দ্বারা যাহা বিহিত তাহা, অর্থবাদের দ্বারা উন্নেয় যে শ্রুতি তাহা আনুমানিক হওয়ায় দুর্ব্বল বলিয়া, তদ্দারা অন্যথাকৃত হইতে পারে না; অধিক কি, বিধিবাক্য থাকিলে অর্থবাদ বাক্য হইতে বিধির উহই হইতে পারে না। এ কারণে শাস্ত্রীয় অগ্নি না থাকায় শূদ্রের যজ্ঞ-কর্ম্মে অধিকার নাই। আর লৌকিক অগ্নিতে করিলে তাহা ফলপ্রদ হইবে না। ইতি ৭ম অপশূদ্রাধিকরণ (শূদ্রের অনধিকারাধিকরণ)।

---

* এ স্থলে যেমন শূদ্রের যজ্ঞাধিকার নাই ইহাই বিচারিত হইয়াছে, বেদান্তদর্শনেও সেইরূপ প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে অপশূদ্রাধিকরণে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ স্থলে প্রধানতঃ বেদবিদ্যানধিকারিস্বরূপ যুক্তির দ্বারাই শূদ্রের যজ্ঞাধিকারাভাব দেখান হইয়াছে বলিয়া শ্রৌত নিষেধ বচন উদাহৃত হয় নাই, কারণ, যাহা বচনান্তর পর্য্যালোচনায় যুক্তিবলে সিদ্ধ হইতে পারে, তথায় নিষেধশ্রুতি অনুবাদী হইয়া থাকে বলিয়া তাহা অনাবশ্যক বোধে উদাহৃত হয় না। বস্তুতঃ "তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞে অনবক্লৃপ্তঃ" (তৈঃ সং—৭।১।১।৬) এই শ্রুতিবচনে যজ্ঞকর্ম্মে শূদ্রের অধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে। স্মার্ত্ত নিষেধ সকলও এতন্মূলক বুঝিতে হইবে। আর ইহা যে কর্ম্মশূদ্রের পক্ষে নিষেধ তাহা নহে, যে হেতু মূলে প্রদর্শিত যুক্তিনিচয় হইতে চতুর্থ বর্ণেরই অধিকার সিদ্ধ হয় না। এই জন্য বেদান্ত-দর্শনের অপশূদ্রাধিকরণে ভগবৎপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"জাতিশূদ্রস্য অনধিকারাৎ" অর্থাৎ শূদ্রত্বাদি জন্ম-নিমিত্তক; আর সেই জন্মনিমিত্ত যে শূদ্র তাহারই যজ্ঞাদি কর্ম্মে অধিকার নাই।

ত্রয়াণাং দ্রব্যসম্পন্নঃ কর্ম্মণো দ্রব্যসিদ্ধিত্বাৎ ॥৩৯॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ত্রয়াণাং"—বর্ণত্রয়ের মধ্যে, "দ্রব্যসম্পন্নঃ"—দ্রব্য-সম্পন্ন ব্যক্তি (যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিকারী), "কর্ম্মণঃ দ্রব্যসিদ্ধিত্বাৎ"—যেহেতু কর্ম্ম দ্রব্যের দ্বারাই সিদ্ধ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। অপশূদ্রগণের অধিকার স্থাপন হইলে পুনরায় সংশয় হয় তাহাদের সকলেই কি অধিকারী অথবা অর্থশালী ব্যক্তিই অধিকারী। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, অর্থ বিনা যখন যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে না, তখন ত্রৈবর্ণিকের মধ্যে ধনবান্ ব্যক্তিরাই যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিকারী। অতএব নির্ধনের অধিকার নাই। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অনিত্যত্বাৎ তু নৈবং স্যাদর্থাদ্ধি দ্রব্যসংযোগঃ ॥৪০॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অনিত্যত্বাৎ"—(অধনত্ব) অনিত্য বলিয়া, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "এবং ন স্যাৎ"—এরূপ হইবে না, "হি"—যেহেতু, "অর্থাৎ"—অর্থাপত্তিবলে, "দ্রব্যসংযোগঃ"—দ্রব্যবত্ত্ব (সিদ্ধ হয়)। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয় জন্মনিমিত্তক বলিয়া উহা যেমন নিত্য অর্থাৎ সার্ব্বকালিক বা অপরি-বর্ত্তনীয়, নির্ধনত্ব বলিয়া সেরূপ কোনও অপরিবর্ত্তনীয় জাতি নাই যাহার জন্য অধিকার রহিত হইতে পারে। কারণ, আজ যে ধনহীন আছে, কয়েকদিন পরে সে ধনবান্ হইতে পারে। আরও যাহার দ্রব্যাদি না থাকায় যাগ করিবার সামর্থ্য নাই, সে স্বতই নিবৃত্ত হইয়া যাইবে বলিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে যাওয়া শাস্ত্রের আধিক্য ছাড়া আর কিছুই নহে। অপিচ নির্ধন ব্যক্তিও যাচ্ঞাদি করিয়া ধনবান্ হইতে পারে বলিয়া তাহার অধিকার পর্য্যুদস্ত করা যায় না। বস্তুতঃ বাঁচিয়া থাকিতে গেলে কিছু না কিছু অর্থের প্রয়োজন বলিয়া কেহ একেবারে দ্রব্যহীন নহে। এ কারণে ধনার্জ্জনাদি অর্থাপত্তিসিদ্ধ বলিয়া তাহাও শাস্ত্রের বিষয় নহে। এইজন্য সূত্রে বলা হইয়াছে "অর্থাদ্ধি দ্রব্যসংযোগঃ"। তবে যে ব্রাহ্মণের পক্ষে যাজন, অধ্যাপন এবং প্রতিগ্রহ বিহিত হইয়াছে, উহা নিয়মার্থ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে যাজ্য ব্যক্তির যাজন, অধিকারীকে অধ্যাপন এবং পর্য্যুদস্তেতর ব্যক্তির দানগ্রহণ এই তিনটিই ধনার্জ্জনের উপায়। অতএব "অনিত্যত্বাৎ এবং ন স্যাৎ"—নির্ধনত্ব

অনিত্য বলিয়া—ধনহীনের অধিকার নিষিদ্ধ হইতে পারে না। ইতি ৮ম অদ্রব্যের (নির্ধনেরও) অধিকার স্থাপনাধিকরণ।

অঙ্গহীনশ্চ তদ্ধর্ম্মা ॥ ৪১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অঙ্গহীনঃ চ"—অঙ্গহীন ব্যক্তিও, "তদ্ধর্ম্মা"—নির্ধনের ধর্ম্মবিশিষ্ট। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। অঙ্গহীন ব্যক্তির অধিকার আছে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, তৈমিরক অর্থাৎ যাহার চক্ষুতে ছানি পড়িয়াছে, সে আজ্যাবেক্ষণ করিতে পারিবে না, এবং বাতরোগী বিক্রমণ করিতে সমর্থ নহে বলিয়া অঙ্গহীন ব্যক্তি যজ্ঞে অনধিকারী। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, নির্ধন ব্যক্তির অধনতার ন্যায় অঙ্গহীনতাও প্রতিসমাধেয়; সুতরাং অনিত্য বলিয়া অঙ্গহীনেরও অধিকার আছে। যেহেতু সদ্বৈদ্যের চিকিৎসায় তাহাদের সেই অঙ্গ-বৈকল্য সারিতে পারে বলিয়া নীরোগ অবস্থায় তাহারাও অধিকারী। ইতি ৯ম প্রতিসমাধেয় অঙ্গবৈকল্যযুক্ত ব্যক্তির অধিকারাধিকরণ।

উৎপত্তৌ নিত্যসংযোগাৎ ॥ ৪২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "উৎপত্তৌ"—উৎপত্তি অর্থাৎ জন্ম হইতেই যাহাদের অঙ্গবৈকল্য সেই সমস্ত অপ্রতিসমাধেয়ব্যাধি জন্মান্ধ প্রভৃতির অধিকার নাই, "নিত্যসংযোগাৎ"—যেহেতু (আজ্যাবেক্ষণাদির সহিত ক্রতুর) সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ নিত্য হইতেছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। যাহাদের এমন সমস্ত ব্যাধি আছে যাহা চিকিৎসাদি দ্বারা অপনীত হয় না, সেই সমস্ত অপ্রতিসমাধেয় ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তির যজ্ঞ কর্ম্মে অধিকার আছে কি না, এই প্রকার সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন যে, তাহাদের বৈকল্যের সমাধান করা মোটেই সম্ভব নহে বলিয়া তাহাদের অধিকার নাই। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সত্য বটে পূর্ব্বপক্ষোক্ত যুক্তি অনুসারে কাম্য কর্ম্মে তাহাদের অধিকার নাই, তথাপি তাহারা অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্ম এবং দানাদি কর্ম্ম যথা কথঞ্চিৎ সম্পাদন করিতে পারে বলিয়া তাহাতে তাহাদের অধিকার আছে। অতএব কাম্যকর্ম্মে অধিকার নাই। ইতি ১০ম অপ্রতিসমাধেয়াঙ্গ-বৈকল্যযুক্ত ব্যক্তির কাম্য কর্ম্মে অনধিকারাধিকরণ।

অত্র্যার্ষেয়স্য হানং স্যাৎ ॥ ৪৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অত্র্যার্ষেয়স্য"—ত্র্যার্ষেয় ভিন্নের, "হানং স্যাৎ"—(বরণের) ত্যাগ হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে "আর্ষেয়ং বৃণীতে" এই বাক্যে আর্ষেয় বরণের বিধি আছে বলিয়া "একং বৃণীতে। দ্বৌ বৃণীতে। ত্রীন্ বৃণীতে। ন চতুরো বৃণীতে। ন পঞ্চাতিবৃণীতে" এই বাক্যে এক, দুই এবং তিন আর্ষেয়ের বরণ উল্লেখ করিয়া চার এবং পাঁচ আর্ষেয়ের বরণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর্ষেয় বরণ অর্থে যজমানের (যাগকর্ত্তার) গোত্রপ্রবর্ত্তক যে এক বা একাধিক ঋষি তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া যজমানের নিজের পরিচয় দেওয়া; যেমন, 'আমি কাশ্যপগোত্র', 'আমি উপমন্যুবশিষ্ঠগোত্র' ইত্যাদি। উক্ত "একং বৃণীতে" ইত্যাদি বাক্যে এক, দুই এবং তিন আর্ষেয়েরই কি বরণ বিহিত হইয়াছে অথবা কেবলমাত্র তিন আর্ষেয়েরই বরণ অভিহিত হইয়াছে ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, এক, দুই এবং তিন এই সবগুলিই যখন অবিশেষে উল্লিখিত হইয়াছে, তখন ঐ কয়টির সবগুলিরই বরণ হইবে, আর চার এবং পাঁচ আর্ষেয়ের বরণ হইবে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "অত্র্যার্ষেয়স্য হানং স্যাৎ"—কেবলমাত্র ত্র্যার্ষেয়েরই বরণ হইবে, তদ্ভিন্ন সকলের বরণ রহিত হইয়া যাইবে। কারণ, আর্ষেয়বাক্যে বরণ বিহিত হইয়াছে বলিয়া পুনরায় এই বাক্যটিতে বরণ বিহিত হইতে পারে না। এই কারণে ইহা অর্থবাদ। আর ইহার দ্বারা, 'এক বরণ এবং দ্বিবরণ অপ্রশস্ত হইলেও তাহা যখন কর্ত্তব্য তখন ত্র্যার্ষেয় বরণ যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা কি আর বলিতে হইবে' এই প্রকার প্রশংসা বোধিত হইতেছে। কিন্তু এতাবতা একার্ষেয় ও দ্ব্যার্ষেয়ের বরণ যে কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইতে পারে তাহা নহে। অতএব চার ও পাঁচের ন্যায় এক এবং দুই আর্ষেয়েরও বরণ নিষিদ্ধ। ইতি ১১শ দর্শপূর্ণমাসে কেবলমাত্র ত্র্যার্ষেয়েরই করণাধিকারাধিকরণ।

বচনাদ্রথকারস্যাধানেঽস্য সর্ব্বশেষত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বচনাৎ"—বিশেষ বচন আছে বলিয়া, "আধানে"—আধান বিষয়ে, "রথকারস্য"—রথকারের (অধিকার আছে), "অস্য"—এই প্রধানটির, "সর্ব্বশেষত্বাৎ"—অবশিষ্টতা আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে আধান প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "বর্ষাসু রথকার আদধীত" অর্থাৎ 'রথকার বর্ষাকালে অগ্ন্যাধান করিবে'। এই যে রথকার এ কি ত্রৈবর্ণিক অথবা ত্রৈবর্ণিকাতিরিক্ত জাতি এই প্রকার সংশয় হইলে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন,"বচনাৎ রথকারস্য আধানে"—উক্ত বিশেষ বচন অনুসারে রথকার ত্রৈবর্ণিকাতিরিক্ত জাতিবিশেষ। কারণ, "অস্য সর্ব্বশেষত্বাৎ"—ঐ বচনোক্ত ঐ যে আধান উহা অবশিষ্ট অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বসন্তাদি-কালকর্ত্তব্য আধানাতিরিক্ত স্বতন্ত্র একটি আধান। এই কারণে ঐ বিশেষ বচনবলে রথকারের আধান বিহিত হইয়াছে। সিদ্ধান্ত।

ন্যায্যো বা কর্ম্মসংযোগাচ্ছূদ্রস্য প্রতিষিদ্ধত্বাৎ ॥৪৫॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—প্রত্যবস্থানসূচক, "কর্ম্মসংযোগাৎ ন্যায্যঃ" —কর্ম্মসম্বন্ধ অনুসারে (ত্রৈবর্ণিককেই রথকার বলা) ন্যায্য, "শূদ্রস্য প্রতিষিদ্ধত্বাৎ"—যেহেতু শূদ্রের আধানাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—শূদ্রের অর্থাৎ অত্রৈবর্ণিকের যখন যজ্ঞকর্ম্ম প্রতিষিদ্ধ, তখন রথকার ত্রৈবর্ণিকাতিরিক্ত জাতি হইতে পারে না। এই কারণে ত্রৈবর্ণিকের মধ্যে যাহারা রথনির্ম্মাণ কর্ম্ম করে, তাহাদিগকে এখানে যোগার্থ অনুসারে রথকার বলা হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অকর্ম্মত্বাত্তু নৈবং স্যাৎ ॥৪৬॥ (পূঃ পঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "অকর্ম্মত্বাৎ"—ব্রাহ্মণাদি কর্ম্ম নহে বলিয়া, "তু"—পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থক, "ন এব স্যাৎ"—এরূপ হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে রথকারকে ত্রৈবর্ণিক বলা যায় না, কারণ, তাহাদের শিল্পোপজীবিত্ব শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষ নিরাস।

আনর্থক্যং চ সংযোগাৎ ॥৪৭॥

অক্ষরার্থ। "আনর্থক্যং চ"—আনর্থক্যও হয়, "সংযোগাৎ"—যেহেতু সংযোগ অর্থাৎ কালসম্বন্ধ (পূর্ব্ব হইতেই বিহিত রহিয়াছে)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে আরও দোষ এই যে, এপক্ষ স্বীকার করিলে রথকার বাক্যে আধানের জন্ত যে 'বর্ষা' কাল বিহিত হইয়াছে, তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে। যেহেতু বসন্তাদি বাক্যে ত্রৈবর্ণিকের পক্ষে আধানের কাল পূর্ব্ব হইতেই বিহিত হইয়া আছে।

গুণার্থেনেতি চেৎ ॥৪৮॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "গুণার্থেন"—গুণরূপ নিমিত্ত অনুসারে বর্ষাকাল বিহিত হইয়াছে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, ত্রৈবর্ণিকের পক্ষে শিল্পোপজীবিত্ব প্রতিষিদ্ধ হইলেও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে না পারিলে আপদ্ধর্ম্ম অনুসারে তাহারা রথকার হইতে পারে। আর তাবৎকাল ঐ রথকারত্বরূপ গুণ অর্থাৎ ধর্ম্মবিশেষ থাকায় তন্নিমিত্তক বসন্তাদিকাল বাধিত হইয়া বর্ষাকাল সম্বন্ধ বিহিত হইবে। সুতরাং সিদ্ধান্তী যে আনর্থক্যপ্রসঙ্গ উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। ইতি আশঙ্কা।

উক্তমনিমিত্তত্বম্ ॥৪৯॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "উক্তম্"—(উত্তর) বলা হইয়াছে, "অনিমিত্তত্বম্" —অনিমিত্ততার।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—বসন্তাদিকে যে নিমিত্ত বলা যায় না, তাহা পূর্ব্বে অপশূদ্রাধিকরণে বলা হইয়াছে। সেই একই কারণে বর্ষাকেও নিমিত্ত বলা যায় না। আর যদি নিমিত্ত বলা হয় তাহা হইলে বসন্তাদি সংযুক্ত পূর্ব্ববিহিত আধানের সহিত বিরোধ হয়। আর যদিই বা কথঞ্চিৎ সেই বিরোধ পরিহার করা হয়, তথাপি পূর্ব্বপক্ষীয় মতে "বর্ষাসু" ইত্যাদি বাক্যে বর্ষারূপ গুণের বিধান করিতে হইলে তাহা বাক্যবলেই বিহিত হয়। কিন্তু ঐ বাক্যেই যদি আধানের বিধান বলা হয়, তাহা হইলে তাহা শ্রুতি দ্বারাই বিহিত হইয়া থাকে আর শ্রুতি ও বাক্যের বিরোধে শ্রুতিই বলীয়সী বলিয়া এস্থলে বর্ষারূপকালের সম্বন্ধ বিধেয় নহে কিন্তু রথকার কর্ত্তৃক বর্ষাকালসম্বন্ধবিশিষ্ট আধানই বিহিত হইয়াছে। এই কারণে রথকার ত্রৈবর্ণিক নহে, কিন্তু তদতিরিক্ত হীন জাতিবিশেষ। ইতি আশঙ্কা পরিহার।

সৌধন্বনাস্তু হীনত্বান্মন্ত্রবর্ণাৎ প্রতীয়েরন্ ॥ ৫০ ॥

অক্ষরার্থ। "মন্ত্রবর্ণাৎ"—মন্ত্রের বর্ণনা অনুসারে, "সৌধন্বনাঃ" —সৌধন্বন নামক জাতিবিশেষ, "তু"—আশঙ্কা ব্যাবর্ত্তক, "প্রতীয়েরন্"—প্রতীত হইবে অর্থাৎ রথকার শব্দের অভিধেয় বলিয়া বোদ্ধব্য হইবে, "হীনত্বাৎ"—যে হেতু তাহারা হীনবর্ণ।

ভাষ্যভাবার্থ। কেহ হয় ত আশঙ্কা করিয়া বলিতে পারেন যে, স্বতন্ত্র অগ্ন্যাধান অভিহিত হওয়ায় রথকার ত্রৈবর্ণিকান্তর্গত না হইলেও তদ্বৃত্তিজীবী যে কোন শূদ্রই রথকার হইবে। সুতরাং এতদ্বচনবলে অবিশেষে সকল শূদ্রেরই রথকারস্বরূপ নিমিত্তযোগে অগ্ন্যাধান প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া সকল শূদ্রই যজ্ঞকর্ম্ম করুক। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, রথনির্ম্মাণকারী যে কোন শূদ্রের পক্ষে আধান বিহিত হয় নাই, কারণ, রথকার শব্দটি রূঢ়ি অনুসারে জাতিবিশেষেরই বাচক। যে হেতু—"মাহিষ্যোগ্রৌ প্রজায়েতে বিট্শূদ্রাঙ্গনয়োর্নৃপাৎ। শূদ্রায়াং করণো বৈশ্যাৎ।" "মাহিষ্যেণ করণ্যাস্তু রথকারঃ প্রজায়তে"—এই শাস্ত্রবচন অনুসারে ক্ষত্রিয় পুরুষের বৈশ্য জাতীয় পত্নীর গর্ভজাত পুত্র "মাহিষ্য" নামক সঙ্কর জাতি এবং শূদ্র জাতীয় ভার্য্যার গর্ভসম্ভূত পুত্র 'উগ্র' নামক সঙ্কর জাতিবিশেষ; ও বৈশ্য জাতীয় পুরুষের শূদ্র জাতীয় স্ত্রীর গর্ভ-প্রসূত সন্তান 'করণী' নামক সঙ্কর জাতি-বিশেষ। আর মাহিষ্য জাতীয় পুরুষের করণী জাতীয় পত্নীর গর্ভে যে পুত্র হয়, সে 'রথকার' নামে রূঢ়। সুতরাং রূঢ়ি অনুসারে রথকার জাতিবিশেষ, আর যোগার্থ অনুসারে রথনির্ম্মাণকারী যে কোন জাতীয় ব্যক্তি রথকার। কিন্তু যোগার্থ অপেক্ষা রূঢ়িলব্ধ অর্থ প্রবল বলিয়া এ স্থলে রথকার বলিতে উক্ত সঙ্কর জাতিবিশেষই অভিহিত হইবে। আরও রথকার যে জাতিবিশেষেরই বোধক, তাহা অন্যবিহিত আধানের মন্ত্রবর্ণ অনুসারেও বোধিত হয়। যে হেতু রথকারের আধান কর্ম্মে "সৌধন্বনা ঋভবঃ সূরচক্ষসঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। আর উক্ত সঙ্কর জাতিবিশেষই 'সৌধন্বন' জাতি বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। একারণে ইহার দ্বারা শূদ্রের আধান সিদ্ধ হয় না বলিয়া তাহার যজ্ঞাধিকারও প্রাপ্ত হয় না। আর এতৎপ্রমাণ্যে রথকারেরও যে সর্ব্বত্র যজ্ঞকর্ম্মে অধিকার হইবে, তাহাও বলা চলিবে না। কারণ, "তস্মাৎ শূদ্রো যজ্ঞে অনবক্লৃপ্তঃ" (তৈঃ সং—৭।১।১৬) এই শ্রুতিবচনে শূদ্রের পক্ষে সকল যজ্ঞকর্ম্মই নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই কারণে বিশেষ বচনের দ্বারা যেখানে শূদ্র জাতীয়ের কোনও যজ্ঞকর্ম্মের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে,

তথায় শাস্ত্রবচনের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে বলিতে হয় যে, তাবন্মাত্রেই তাহার অধিকার। ইতি ১২শ রথকারাধিকরণ।

স্থপতি র্নিষাদঃ স্যাচ্ছব্দসামর্থ্যাৎ ॥ ৫১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "নিষাদঃ স্থপতিঃ স্যাৎ"—নিষাদজাতীয় লোকই স্থাপতি হইবে, "শব্দসামর্থ্যাৎ"—শব্দের সামর্থ্য অনুসারে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "বাস্তময়ং রৌদ্রং চরুং নির্ব্বপেৎ" অর্থাৎ 'বাস্তবীজসম্পন্ন তণ্ডুলের দ্বারা রুদ্রদেবতার উদ্দেশে চরু করিবে' এই বলিয়া "এতয়া নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ" অর্থাৎ 'এই ইষ্টির দ্বারা নিষাদস্থপতিকে যাগ করাইবে' এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে নিষাদস্থপতি কি ষষ্ঠীসমাস অনুসারে স্থাপত্যজীবী কোনও ত্রৈবর্ণিক অথবা সে নিষাদজাতীয় স্থপতি, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, দ্বিজাতি ভিন্ন যখন কাহারও বেদ-বিদ্যা এবং যজ্ঞে অধিকার নাই, তখন এস্থলে ষষ্ঠীসমাস দ্বারা নিষাদগণের স্থাপত্যকর্ম্মকারী কোনও ত্রৈবর্ণিকই রৌদ্রযাগের অধিকারী বুঝিতে হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ষষ্ঠীসমাস অপেক্ষা কর্ম্মধারয় প্রবল, যে হেতু তাহাতে কোনও পদে লক্ষণা করিতে হয় না। এই কারণে এস্থলে ষষ্ঠীসমাস না হইয়া কর্ম্মধারয় সমাসই হইবে। আর তদনুসারে নিষাদজাতীয় ব্যক্তিই স্থপতি হইবে। ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রা নারীর গর্ভে উৎপন্ন যে সন্তান সে নিষাদজাতীয় এবং শূদ্রধর্ম্মা। আর বিশেষ বচন রহিয়াছে বলিয়া তদ্বলে ঐ কর্ম্মটিতে তাহার অধিকার এবং তাহার জন্য যতটুকু বিদ্যা আবশ্যক তাহা সে লাভ করিতে পারিবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ৫২ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। অত্র প্রোক্ত স্থপতি যে নিষাদজাতীয় তাহা শ্রুতির "কূটং দক্ষিণা" এই বচনের জ্ঞাপকতা হইতেও অবধারিত হয়। কারণ, কূট নামক দ্রব্যটি নিষাদেরই উপকারক—তাহারাই উহা ব্যবহার করে, কিন্তু কোনও দ্বিজাতি তাহা প্রয়োগ করে না। এ কারণেও এস্থলে রৌদ্রেষ্টিতে নিষাদজাতীয় স্থপতিরই অধিকার। ইতি ১৩শ নিষাদস্থপত্যধিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পাদ।

অথ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

পুরুষার্থৈকসিদ্ধিত্বাৎ তস্য তস্যাধিকারঃ স্যাৎ ॥১॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "পুরুষার্থৈকসিদ্ধিত্বাৎ"—পুরুষার্থ অর্থাৎ ফল প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সিদ্ধ হয় বলিয়া, "তস্য তস্য"—(সমষ্টির অন্তর্গত) প্রত্যেক ব্যক্তির, "অধিকারঃ স্যাৎ"—পৃথক্ পৃথক্ অধিকার হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপাদে 'স্বর্গকামঃ', 'নিষাদস্থপতি', ইত্যাদি অধিকারিপুরুষবোধক শব্দ লইয়া অধিকার বিচার করা হইয়াছে। এই পাদে আখ্যাতের দ্বারা অর্থাৎ ক্রিয়াপদের অন্তর্গত সংখ্যাদির দ্বারা অধিকার নিরূপণ করা হইবে।

শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "ঋদ্ধিকামাঃ সত্রমাসীরন্" অর্থাৎ ঋদ্ধিকামী ব্যক্তিরা সত্র (দ্বাদশাহাবধি বৎসরানধিককালব্যাপী সোমযাগবিশেষ) অনুষ্ঠান করিতে বসিবে। তৎপ্রসঙ্গে শ্রুতি আরও বলিতেছেন, "সপ্তদশাবরাশ্চতুর্ব্বিংশতিপরমাঃ সত্রমাসীরন্" অর্থাৎ ন্যূনকল্পে সতর জন এবং অধিক কল্পে চব্বিশ জন মিলিয়া সত্র করিতে বসিবে। সুতরাং এই বচন অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, সতর হইতে চব্বিশ জনের ভিতর জনসমষ্টি সত্রের কর্ত্তা অর্থাৎ অনুষ্ঠাতা। ইহাদের প্রত্যেকে কি সত্রের পূর্ণ ফল ভোগ করিবে অথবা ইহারা এক এক জন সত্রজন্য সমগ্র ফলের অংশবিশেষেরই অধিকারী হইবে—ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এস্থলে কর্ত্তৃত্ব যখন ব্যাসজ্যবৃত্তি অর্থাৎ প্রত্যেক-পরিসমাপ্ত না হওয়ায় সকলের মিলিতভাবেই কর্ত্তৃত্ব আর সমগ্র অনুষ্ঠাতারই যখন সমগ্র ফলে অধিকার, তখন এক একজন ব্যক্তি আংশিক কর্ত্তা বলিয়া সমগ্র ফলের অধিকারী হইতে পারে না, কিন্তু আংশিক ফলেই এক একজনের অধিকার।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "তস্য তস্য অধিকারঃ স্যাৎ"—প্রত্যেক-ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ অধিকার অর্থাৎ সমগ্রফলভোক্তৃত্ব হইবে। কারণ, "পুরুষার্থৈকসিদ্ধিত্বাৎ"—এক একটি পুরুষার্থ অর্থাৎ ফলের জন্যই পুরুষের প্রবৃত্তি হয় বলিয়া প্রত্যেকেই সমগ্র ফল সম্পাদন করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু শাস্ত্রবচন

অনুসারে জানা যায় যে, একজন মাত্র পুরুষ সত্র অনুষ্ঠান করিলে ফল হইবে না। এ কারণে সমগ্র ফলকামী এক ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত সংখ্যা পূরণের নিমিত্ত অপর ব্যক্তিগুলিকে সামবাদপূর্ব্বক প্রবৃত্ত করায়। এই প্রকারে অন্যূন সতর জন এবং অনধিক চব্বিশ জন ঐকমত্যসহকারে সত্রারম্ভ করে। এ জন্য প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ ফলের অধিকারী। ইতি সিদ্ধান্ত।

অপি চোৎপত্তিসংযোগাদ্ যথা স্যাৎ সত্ত্বদর্শনং
তথা ভাবোঽবিভাগে স্যাৎ ॥২॥

অক্ষরার্থ। "অপিচ"—আরও, "উৎপত্তিসংযোগাৎ"—উৎপত্তি বাক্যে (বহুত্ব সংখ্যার) সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া, "যথা সত্ত্বদর্শনং স্যাৎ"—যেমন (বহু ব ক্তির যুগপৎ) সত্ত্ব অর্থাৎ হস্ত্যাদি প্রাণীর দর্শন হইতে পারে, "তথা"—সেই প্রকারে, "ভাবঃ স্যাৎ"—ভাব অর্থাৎ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অর্থাৎ সত্র করাও হইবে, "অবিভাগে"—কারণ, যাগোপকরণীভূত দ্রব্য সকলেরই সংসৃষ্ট বা অবিভক্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—কর্ত্তৃত্ব যখন অনেকনিষ্ঠ হওয়ায় ব্যাসজ্যবৃত্তি, তখন এক একজন কিরূপে কর্ত্তা হইতে পারে? তদুত্তরে বক্তব্য—উৎপত্তিবাক্যে "সত্রম্ আসীরন্" এস্থলে "আসীরন্" এই পদে বহুবচন থাকায় বুঝা যাইতেছে, কর্ত্তৃত্ব সমুদায়নিষ্ঠ নহে বলিয়া ব্যাসজ্যবৃত্তি হইতে পারে না, কিন্তু উহা প্রত্যেকপরিসমাপ্ত। কারণ, সমষ্টির কর্ত্তৃত্ব হইলে সমষ্টি যখন এক তখন "আসীরন্" এস্থলে আখ্যাতমধ্যে যে বহুত্ব সংখ্যা শ্রুত হইতেছে, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই কারণে বলিতে হয় যে, প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কর্ত্তৃত্ব শ্রুতির অর্থ। ইহা সূত্রের "উৎপত্তিসংযোগাৎ"—এই অংশে বোধিত হইয়াছে। আর তাহাই যদি হয়, তবে প্রত্যেকে সমগ্র ফলের অধিকারী হইবে না কেন? তবে কর্ত্তৃত্ব প্রত্যেকব্যবস্থিত হইলেও শ্রুত্যন্তর অনুসারে একাকী মাত্র অনুষ্ঠান করিলে চলিবে না। এজন্য শ্রুত্যুক্ত সংখ্যাপূর্ত্তির নিমিত্ত অপরাপর কর্ত্তার সহিত মিলিত হইতে হয়।

যদি বলা হয়, বহু কর্ত্তা একসঙ্গে মিলিয়া সত্র করিতে বসিলে সকলের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধি জন্য হয় সকলে মিলিয়া অনেকগুলি অনুষ্ঠান করিতে হয়, না হয় এক জনের

অনুষ্ঠানেই ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় অপর সকলকে নিষ্ক্রিয় থাকিতে হয়। কিন্তু এই দুইটির কোনটিও সঙ্গত নহে। কারণ, অনুষ্ঠানবহুত্ব অশ্রৌত। আর কর্ত্তার নিষ্ক্রিয়ত্বও অযৌক্তিক, যেহেতু নির্ব্ব্যাপার কর্ত্তা হইতে পারে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "যথা স্যাৎ সত্ত্বদর্শনং, তথা ভাবঃ স্যাৎ, অবিভাগে" —হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি জন্তু বহুলোকে একসঙ্গে যেমন সমগ্রভাবে দেখিতে পারে, ইহাতে তাহাদের কর্তৃত্বের হানি হয় না, সেইরূপ যে দ্রব্য দিয়া সত্র অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সংসৃষ্ট বলিয়া অর্থাৎ অবিভক্ত বলিয়া, আর কেবলমাত্র ত্যাগই যজমানের কর্ত্তব্য বলিয়া অধ্বর্য্যু যখন আহুতি দেন, তখন সকলে যুগপৎ ত্যাগমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারে, ইহাতে প্রয়োগের আবৃত্তি হয় না, এবং কাহারও কর্তৃত্বেরও ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব এস্থলে কর্ত্তারা পরস্পরসাপেক্ষ হইলেও কর্তৃত্ব ব্যাসজ্যবৃত্তি নহে, প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ কর্তৃত্বও অসমঞ্জস নহে বলিয়া সত্রে সম্পূর্ণ ফলেই সকলের অধিকার। ইতি ১ম কৃৎস্নফলভোক্তৃ প্রত্যেক সত্রীর সত্রে অধিকারাধিকরণ।

প্রয়োগে পুরুষশ্রুতের্যথাকামী প্রয়োগে স্যাৎ ॥৩॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রয়োগে"—কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে, "পুরুষশ্রুতেঃ" —কেবলমাত্র পুরুষেরই শ্রুতি অর্থাৎ উল্লেখ আছে বলিয়া অর্থাৎ পুরুষের গুণভাব উল্লিখিত হয় নাই বলিয়া, "যথাকামী"—যত জনের ফল কামনা আছে তত জন ব্যক্তিই, "প্রয়োগে স্যাৎ"—(মিলিতভাবে) অনুষ্ঠানের কর্ত্তা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে, সত্রে বহুজন কর্ত্তা। তৎপ্রসঙ্গে "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" এই বাক্যে যে দর্শপূর্ণমাসযাগ বিহিত হইয়াছে, তাহার কর্ত্তা এক কি অনেক (একাধিক) ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, "যথাকামী প্রয়োগে স্যাৎ"—এতাদৃশ স্থলে কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে এক বা একাধিক যত জন ইচ্ছা তত জন কর্ত্তা হইতে পারে। কারণ, "প্রয়োগে পুরুষশ্রুতেঃ"—শ্রুতিবাক্যে কেবলমাত্র পুরুষেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু সেই পুরুষ যে গুণভূত, তাহা অভিহিত হয় নাই। আর পুরুষের উদ্দেশ্যেই যখন কর্ম্মজন্য ফলের অর্থবত্তা তখন পুরুষ উদ্দেশ্য হওয়ায় প্রধানভূত। আর প্রৈকেত্বন্যায়ে

উদ্দেশ্যগত সংখ্যা বিবক্ষিত হইতে পারে না। অতএব দর্শপূর্ণমাসে ইচ্ছা অনুসারে এক বা অনেক জন কর্ত্তা হইতে পারে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ। *

প্রত্যর্থং শ্রুতিভাব ইতি চেৎ ॥ ৪ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রত্যর্থং"—অর্থভেদে অর্থাৎ প্রয়োজনভেদে, "শ্রুতিভাবঃ"—গুণপ্রধানভাব হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষী যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সিদ্ধান্তপক্ষীয় কেহ হয় ত আশঙ্কা করিয়া বলিতে পারেন—এতাদৃশ স্থলে কর্ত্তা যে ইচ্ছা অনুসারে এক বা অনেক হইবে তাহা হইতে পারে না। কারণ, এস্থলে একত্ব বিবক্ষিত হইতেছে, যে হেতু "প্রত্যর্থং গুণপ্রধানভাবঃ"—অর্থভেদে অর্থাৎ প্রয়োজনভেদে গুণপ্রধানভাব হইতে পারে বলিয়া ফলের প্রতি পুরুষ উদ্দেশ্য সুতরাং প্রধান হওয়ায় তদ্‌বাক্য অনুসারে কর্ত্তার একত্ব বিবক্ষিত না হইলেও কর্ত্তা যাগক্রিয়ার গুণভূত। একারণে এবং ভাবনাই বিধেয় হওয়ায় যাগাদিবিশিষ্ট সংখ্যাও বিবক্ষিত হইয়া থাকে বলিয়া যাগের এককৃতিসাধ্যত্ব এবং এককর্ত্তৃসাধ্যত্ব বিধেয় হওয়ায় আখ্যাতবোধিত যে একত্ব সংখ্যা তাহা কর্ত্তার সহিত সামানাধিকরণ্যে অন্বিত হইয়া কর্ত্তৃপরিচ্ছেদ সাধন করিয়া থাকে। এ কারণে তদনুসারে এস্থলে কর্ত্তার একত্বই সিদ্ধ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষে আশঙ্কা।

তাদর্থ্যে ন গুণার্থতাঽনুক্তেঽর্থান্তরত্বাৎ কর্ত্তুঃ প্রধানভূতত্বাৎ ॥ ৫ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "তাদর্থ্যে"—ফল যদি তদর্থ হয় অর্থাৎ কর্ত্তার জন্য হয় তাহা হইলে, "ন গুণার্থতা"—কর্ত্তার গুণার্থতা অর্থাৎ গুণভূত যাগের অঙ্গতা হইতে পারে না, "অনুক্তে অর্থান্তরত্বাৎ"—যেহেতু এস্থলে বিরোধ শব্দতঃ উক্ত না হইলে প্রমাণান্তরের সাহায্যে বুঝা যায়, "কর্ত্তুঃ প্রধান-ভূতত্বাৎ"—আর কর্ত্তা প্রধানভূতই হইতেছে।

---

* এই সূত্রটির "প্রয়োগেঽপুরুষশ্রুতেঃ" এইরূপ পাঠ ধরিয়াও বার্ত্তিককার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বপক্ষে আপাদিত আশঙ্কার পরিহার-কল্পে বলিতেছেন—একই কর্ত্তা যুগপৎ প্রধান এবং গুণভূত হইতে পারে না, যেহেতু ইহাতে বিরোধ হয়। আর এই বিরোধ শ্রুতির দ্বারা বোধিত না হইলেও যুক্তি-সমর্থিত বলিয়া ইহা অস্বীকার করা যায় না। অতএব কর্ত্তা যখন প্রধানভূত তখন তাহার সংখ্যা বিবক্ষিত নহে। সুতরাং এতাদৃশ স্থলে কর্ত্তা এক অথবা অনেক হইতে পারে। ইতি পূর্ব্বপক্ষের আশঙ্কার পরিহার।

অপি বা কামসংযোগে সম্বন্ধাৎ প্রয়োগায়োপদিশ্যেত প্রত্যর্থং হি বিধিশ্রুতির্বিষাণাবৎ ॥ ৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্তিসূচক, "কামসংযোগে"—কামসংযোগ বিষয়ে অর্থাৎ কাম অর্থাৎ ফল যে আত্মসংযোগবিশিষ্ট অর্থাৎ কর্ত্তার সহিতই সম্বন্ধ তাহা, "সম্বন্ধাৎ"—সম্বদ্ধ হইতে অর্থাৎ কর্ত্তার ঘটকত্ব (নিষ্পাদকত্ব) সম্বন্ধ হইতে (প্রতীত হইয়া থাকে) বলিয়া "প্রয়োগায় উপদিশ্যেত"—(কর্ত্তা) প্রয়োগের জন্য অর্থাৎ অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে (শ্রুতিমধ্যে) উপদিষ্ট হয়, "হি"—যেহেতু, "বিধিশ্রুতিঃ"—বিধির উল্লেখ, "প্রত্যর্থং"—প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য (পৃথক্ পৃথক্ই হইয়া থাকে), "বিষাণাবৎ"—কৃষ্ণবিষাণের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষীর বক্তব্য সমাপ্ত হইলে সিদ্ধান্তী বলিতে-ছেন "প্রয়োগায় উপদিশ্যেত"—কর্ত্তা প্রয়োগের জন্য অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্যই উপদিষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া কর্ত্তা প্রয়োগাঙ্গ হওয়ায় গুণভূত। এ কারণে কর্ত্তৃগত একত্বও বিবক্ষিত, যে হেতু ইহা শাস্ত্রের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত। পক্ষান্তরে ফল বিধেয় নহে বলিয়া এবং ভোক্তা বা আধার বিনা ফলভোগ উপপন্ন হয় না বলিয়া এবং কর্ত্তা ছাড়া অন্যের ফলভোক্তৃত্ব হইলে কর্ম্মে কর্ত্তার প্রবৃত্তি হয় না বলিয়া ফলভোগবিষয়ে কর্ত্তার যে উদ্দেশ্যত্ব তাহা শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত নহে। কারণ, যেখানে প্রধানত্ব এবং গুণত্ব উভয়ই বক্তব্য হয়, তথায় তাহা কৃষ্ণবিষাণবিষয়ক বাক্যের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ বাক্যে শ্রুতির দ্বারাই বোধিত হইয়া থাকে। যেমন "কৃষ্ণবিষাণয়া কণ্ডূয়তে" এস্থলে 'কৃষ্ণবিষাণা' শব্দে যে তৃতীয়।

বিভক্তি আছে, তাহার দ্বারা উহার অঙ্গত্ব অর্থাৎ গুণত্ব বোধিত হইতেছে। আবার "কৃষ্ণবিষাণাং প্রাস্যতি" এস্থলে 'কৃষ্ণবিষাণা' শব্দে যে দ্বিতীয়া বিভক্তি আছে, তদ্দারা উহার উদ্দেশ্যত্ব অর্থাৎ প্রাধান্য বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। আর ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিবাক্যের দ্বারাই ইহা বিহিত হইয়াছে বলিয়া এবং ইহা ভিন্নকালিক বলিয়া ইহাতে কোনও বৈরূপ্য হয় না—এইজন্য সূত্রে বলা হইয়াছে, "প্রত্যর্থং হি বিধি-শ্রুতির্বিষাণাবৎ"। সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও কর্ত্তার ফলভোক্তৃত্বরূপ উদ্দেশ্যত্ব শাস্ত্রতাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত নহে, কিন্তু ক্রিয়ানুষ্ঠাতৃত্বই ক্রিয়া দ্বারা বিধেয় হওয়ায় তাহাই বিধেয়রূপে তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত বলিয়া, আর ফলভোক্তৃত্বরূপে উদ্দেশ্যত্ব অর্থাপত্তিসিদ্ধ হইলেও ভিন্নকালিক বলিয়া কোনও বিরোধ নাই। ইতি সিদ্ধান্ত।

অন্যস্য স্যাদিতি চেৎ ॥ ৭ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অন্যস্য"—অপরেরও, "স্যাৎ—(ফলভোক্তৃত্ব) হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। কেহ হয় ত আশঙ্কা করিয়া বলিতে পারেন যে, কর্ত্তার ফলভোক্তৃত্বরূপ উদ্দেশ্যত্ব শাস্ত্রতাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত না হইলে "স্বর্গকামঃ" এই পদটির দ্বারা কর্ত্তার উদ্দেশ্যত্ব বোধিত হয় না। আর তাহা না হইলে অন্যের স্বর্গভোগাভিলাষে অপরে যদি দর্শপূর্ণমাস করে, তাহা হইলে তাহারও ত স্বর্গ হইতে পারে। ইতি আশঙ্কা।

অন্যার্থেনাভিসম্বন্ধঃ ॥ ৮ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "অন্যার্থেন অভিসম্বন্ধঃ"—অন্যের জন্য হইলে ফলাভিসম্বন্ধ হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "যজেত" এ স্থলে যখন আত্মনেপদের বিভক্তি রহিয়াছে, তখন ক্রিয়াফল কর্ত্তৃগামীই হইবে। অতএব অপরে অন্যের জন্য যাগ করিলে, ফল হইবে না।

ফলকামো নিমিত্তমিতি চেৎ ॥৯॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "ফলকামঃ"—ফলকাম অর্থাৎ স্বর্গকামঃ এই শব্দটি, "নিমিত্তম্"—নিমিত্তত্বসূচক, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, "সূক্তবাকেন প্রস্তরং প্রহরতি" এই বাক্যে সূক্তবাক পাঠকালে প্রস্তর নামক দর্ভমুষ্টি অগ্নিতে আহুতি দিবার বিধান আছে। আর আয়ুঃপ্রার্থনা প্রভৃতি সূক্তবাকের ফল। এই প্রকার যে ফল, সূক্তবাক তাহার নিমিত্ত বলিয়া উহা অপরের হইতে পারে। কারণ, যাহা নৈমিত্তিক, তাহা অপরেরও প্রাপ্য হইতে পারে। সুতরাং মুখ্যফল যজমানের হউক, কিন্তু নিমিত্ত জন্য ফল অন্যেরও হইতে পারে। সুতরাং "যজেত" এই বিধিবলে অপরের জন্য অন্য ব্যক্তিরই যাগে প্রবৃত্তি হইতে পারে। ইতি আশঙ্কা।

ন নিত্যত্বাৎ ॥১০॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, "নিত্যত্বাৎ"—যে হেতু উহা নিত্য।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কা নিরাস করিবার জন্য বলিতেছেন—ঐ যে সূক্তবাক পাঠ এবং প্রস্তরপ্রহার, উহা নিমিত্ত নহে কিন্তু নিত্য। এ কারণে তজ্জন্য ফল অন্যগামী হইতে পারে না। আরও সূক্তবাকপাঠ এবং প্রস্তরাহুতি নিত্য বলিয়া তজ্জন্য ফলকে নৈমিত্তিক বলিলে—যাহা নৈমিত্তিক তাহা অনিত্য হইয়া থাকে বলিয়া এস্থলে নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে।

কর্ম্ম তথেতি চেৎ ॥১১॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "তথা"—তাদৃশ অর্থাৎ একাধিক কর্ত্তৃযুক্ত, "কর্ম্ম"—কর্ম্ম আছে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন—"যুবং হি স্থঃ স্বর্পতী ইতি দ্বয়োর্যজমানয়োঃ প্রতিপদং কুর্য্যাৎ। এতে অস্থগ্রমিন্দব ইতি বহুভ্যো যজমানেভ্যঃ প্রতিপদং কুর্য্যাৎ" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, একটি কর্ম্মে একাধিক কর্ত্তা হইতে পারে। কারণ, ইহাতে বলা হইয়াছে যে, যে কর্ম্ম একজন কর্ত্তা সম্পাদন করে, তথায় যদি দুই জন কর্ত্তা হয় কিংবা বহু জন কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে 'প্রতিপৎ' করিতে হয়।

অতএব একই কর্ম্মে একাধিক কর্ত্তা হইতে পারে বলিয়া "স্বর্গকামো যজেত" এ স্থলে একত্ব বিবক্ষিত নহে। ইতি আশঙ্কা।

ন সমবায়াৎ ॥১২॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—(পূর্ব্বপক্ষীর উক্তি ঠিক) না, "সমবায়াৎ" —যে হেতু (কর্ম্ম) কর্ত্তৃসমবেত। আশঙ্কানিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কার পরিহার করিয়া বলিতেছেন, উক্ত স্থলে বিশেষ শাস্ত্রবচন অনুসারে একই কর্ম্মে অনেক কর্ত্তা বিহিত হইয়াছে বলিয়া শাস্ত্রবচনপ্রামাণ্যে তথায় কর্ম্ম অনেকজনকর্ত্তৃসমবেত। একারণে উহা বিচার্য্য বিষয়ের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। অতএব "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি স্থলে আখ্যাতবোধিত সংখ্যার সহিত স্বর্গকাম পদ-বোধিত কর্ত্তার সমানাধিকরণ্যে অন্বয় হয় বলিয়া কর্ত্তাও বিধেয় হওয়ায় এতাদৃশ স্থলে কর্ত্তৃগত একত্বাদি সংখ্যা বিবক্ষিত। ইতি ২য় দর্শপূর্ণমাসাদিত্যে—কর্ত্রৈক্যনিয়মাধিকরণ।

প্রক্রমাত্তু নিয়ম্যেতারম্ভস্য ক্রিয়ানিমিত্তত্বাৎ ॥১৩॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রক্রমাৎ"—প্রক্রম অর্থাৎ আরম্ভ করা হইয়াছে বলিয়া, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "নিয়ম্যেত"—(সমাপ্তি) নিয়মিত হইবে অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্য হইবে, "আরম্ভস্য ক্রিয়ানিমিত্তত্বাৎ"—যে হেতু আরম্ভ সমাপ্তিক্রিয়ায় নিমিত্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "গ্রামকামো যজেত," "পশুকামো যজেত," "বৃষ্টিকামো যজেত" ইত্যাদি যে সমস্ত দৃষ্টফল কর্ম্ম উপদিষ্ট আছে, সেগুলি আরম্ভ করিয়া যৎকালে অনুষ্ঠান করা হয়, তৎকালে সেই সমস্ত কর্ম্মের অসমাপ্তি দশাতেই অভিপ্রেত তত্তৎ ফল প্রাপ্ত হইলে সেগুলির আর সমাপ্তি পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করা উচিত কি না এই প্রকার সংশয়ে প্রথমতই সিদ্ধান্ত বলিতেছেন, কর্ম্মের আরম্ভই তাহার সমাপ্তির নিমিত্ত বা কারণ। আর নিমিত্ত থাকিলে নৈমিত্তিক অবশ্য-করণীয়। এ কারণে আরম্ভ করিলে সমাপ্তি কর্ত্তব্য। সুতরাং কর্ম্ম সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ফলপ্রাপ্তি ঘটিলেও সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাহার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। আর আরম্ভ

শাস্ত্রার্থ নহে, কিন্তু সমাপ্তিই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। আর আরম্ভ বিনা সমাপ্তি হইতে পারে না বলিয়া তাহা অর্থাক্ষিপ্ত। আর যাহা শাস্ত্রার্থ তাহাই করণীয়। একারণেও কর্ম্মসমাপ্তি শাস্ত্রার্থ বলিয়া তাহা অবশ্যকরণীয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

ফলার্থিত্বাদ্বানিয়মো যথানুপক্রান্তে ॥ ১৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ফলার্থিত্বাৎ"—যে হেতু (পুরুষের) ফলার্থিতা আছে সেই কারণে, "বা"—পক্ষান্তরসূচক, "অনিয়মঃ"—নিয়ম নাই, "যথা অনুপক্রান্তে"—যেমন অনুপক্রান্ত (অনারব্ধ) বিষয়ে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ফলের কর্ত্তব্যতা শাস্ত্রের বিধেয় নহে, যে হেতু তাহা পুরুষের স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ প্রাপ্ত। আবার যাগ ক্রিয়াত্মক হওয়ায় এবং ক্রিয়া ক্লেশপ্রদ বলিয়া তাহাও কর্ত্তব্য হইতে পারে না। কিন্তু ফলাভিলাষী পুরুষ যখন অভীষ্ট ফলের উপায় জানিতে ইচ্ছুক হইয়া লৌকিক প্রমাণের দ্বারা তাহা অবগত হইতে পারে না, তখন পরম হিতৈষিণী ভগবতী শ্রুতি উশতী মাতার ন্যায় বলিয়া দেন যে, এই যাগাদি এই এই ফল লাভ করিবার হেতু। এই প্রকারে ফলের উপায় বা সাধনরূপে যাগাদির বিধেয়তা নির্দ্দেশ করাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। সুতরাং তাহার আরম্ভ বা সমাপ্তি কোনটিই শাস্ত্রার্থ নহে। এ কারণে অনুপক্রান্ত কার্য্য যে অবশ্য উপক্রমণীয় তাহা যেমন নহে, সেইরূপ উপক্রান্ত কার্য্যও যে অবশ্য সমাপনীয় তাহাও নহে। সুতরাং যাহা ফলপ্রাপ্তির উপায়রূপে বিহিত, ফলপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে বলিয়া শেষানুষ্ঠানটি ব্যর্থ এবং শাস্ত্রতাৎপর্য্যের বহির্ভূত। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

নিয়মো বা তন্নিমিত্তত্বাৎ কর্ত্তুস্তৎ কারণং স্যাৎ ॥১৫॥ সিঃ

অক্ষরার্থ। "নিয়মঃ"—সমাপ্তি করা নিয়ত অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "তন্নিমিত্তত্বাৎ"—যে হেতু (আরম্ভ) তাহার অর্থাৎ সমাপ্তির নিমিত্ত, "কর্ত্তুঃ"—আরম্ভকর্ত্তার, "তৎ"—তাহা অর্থাৎ সমাপ্ত না করা, "কারণং স্যাৎ"—(প্রত্যবায়ের) কারণ হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রয়োগমধ্যে ফলপ্রাপ্তি ঘটিলে উপক্রান্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিতে হইবে না, এই প্রকার আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, আরম্ভই যখন সমাপ্তির নিমিত্ত, তখন ফলপ্রাপ্তি ঘটিলেও কর্ম্ম সমাপ্ত করিতে হইবে। কারণ, প্রারব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত না করিলে প্রত্যবায় হয় এবং শিষ্টজন-বিগর্হণাও হইয়া থাকে। আরও তৈত্তিরীয় শাখায় "দেবতাভ্যো বা এষ আবৃশ্চ্যতে যো যক্ষ্যে ইত্যুক্ত্বা ন যজতে। ত্রৈধাতবীয়েন যজেত" এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে, প্রক্রান্ত কর্ম্মের অসমাপ্তিতে দেবতাগণের নিকট অপরাধী হইতে হয়। আর তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তরূপে 'ত্রৈধাতবীয়' যাগ অনুষ্ঠেয় হইয়া থাকে। স্মৃতিমধ্যেও উক্ত হইয়াছে, "প্রারব্ধস্যাসমাপ্তৌ স্যাচ্চাণ্ডালত্বং শ্বতা ততঃ" অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত না করিলে চাণ্ডালত্বপ্রাপ্তি এবং তদনন্তর কুক্কুরযোনিতে জন্ম ঘটে। অতএব অনুষ্ঠানমধ্যে ফলপ্রাপ্তি ঘটিলেও প্রারব্ধ কর্ম্ম অবশ্য সমাপনীয়। ইতি ৩য় প্রারব্ধ কাম্য কর্ম্মের সমাপ্তিনিয়মাধিকরণ।

লোকে কর্ম্মাণি বেদবৎ ততোঽধিপুরুষজ্ঞানম্ ॥ ১৬ ॥

অক্ষরার্থ। "লোকে"—লৌকিক ব্যবহারে, "কর্ম্মাণি"—কর্ম্ম কলাপ, "বেদবৎ"—বৈদিক কর্ম্মের ন্যায় অবশ্য সমাপনীয়, "অধিপুরুষ-জ্ঞানম্"—(যে হেতু) অধিপুরুষ অর্থাৎ পুরুষ সম্বন্ধীয় লৌকিক কর্ম্ম সকলের জ্ঞান, "ততঃ"—সেই বেদ হইতেই হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। রথনির্ম্মাণ, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি যে সকল লৌকিক কর্ম্ম আছে, সেগুলিও কি আরম্ভ করিলে অবশ্যই সমাপন করা উচিত? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ঐ সমস্ত কর্ম্মও যখন তক্ষবিদ্যা-প্রতিপাদক তক্ষস্মৃতি, বাস্তু বিদ্যা প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে আর সেইগুলিও স্মৃতি বা স্মৃতিমূলক গ্রন্থ বলিয়া যখন বেদমূলক, তখন রথনির্ম্মাণ, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি কর্ম্ম সকলও প্রত্যক্ষ শ্রুতিমূলক না হইলেও যখন কল্প্যশ্রুতিমূলক তখন চিত্রা, কারীরী প্রভৃতি কর্ম্মের ন্যায় এগুলিও আরম্ভ করিলে অবশ্যই সমাপ্ত করা উচিত। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপরাধেঽপি চ তৈঃ শাস্ত্রম্ ॥ ১৭ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি চ"—আরও "অপরাধে"—(রথনির্ম্মাণাদিকালে

অরভঙ্গাদি) অপরাধ হইলে, "শাস্ত্রম্"—প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক শাস্ত্র অর্থাৎ উপদেশ, "তৈঃ"—সেই শিল্পিগণ কর্তৃক (স্মৃত হয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। রথনির্ম্মাণাদি কর্ম্ম যে শাস্ত্রীয়—তাহার আরও হেতু এই যে, শিল্পিগণের মধ্যে রথনির্ম্মাণকালে একটি অর ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ 'ব্রাহ্মণকে পায়স ভোজন করাইবে' ইত্যাদি প্রকার প্রায়শ্চিত্ত সম্প্রদায়ক্রমে স্মৃত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং এই প্রকার স্মৃতিবচন থাকায় উহা যখন শাস্ত্রীয় বলিয়া অবধারিত হয়, তখন শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের ন্যায়ই ইহারও বিধিনিষেধ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

অশাস্ত্রা তূপসম্প্রাপ্তিঃ শাস্ত্রং স্যান্ন প্রকল্পকং তস্মাদর্থেন গম্যেত অপ্রাপ্তে বা শাস্ত্রমর্থবৎ ॥১৮॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "উপসম্প্রাপ্তিঃ"—প্রাপ্তি, "অশাস্ত্রা"—শাস্ত্র অর্থাৎ শ্রুতিমূলক নহে, "হি"—সুতরাং, "শাস্ত্রম্"—(শিল্প বাস্তু প্রভৃতি বিদ্যার) শাস্ত্র, "প্রকল্পকং ন স্যাৎ"—শ্রুতির কল্পক হইবে না, "তস্মাৎ"—অতএব, "অর্থেন গম্যেত"—প্রয়োজনবশতঃ (ঐ সমস্ত শাস্ত্রের উৎপত্তি হয় বলিয়া) প্রতীত হইবে, "অপ্রাপ্তে বা শাস্ত্রম্ অর্থবৎ"—যেহেতু প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত অর্থাৎ অবিদিত বিষয়েই বেদশাস্ত্রের সার্থকতা। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—লৌকিক কর্ম্মস্থলে আরব্ধ কর্ম্ম যে অবশ্য সমাপনীয় তাহা নহে। কারণ, তাহা বেদবোধিত নহে। আর লৌকিক প্রমাণের দ্বারা যাহার প্রাপ্তি হয়, তাহাকে বেদপ্রমাণক বলা উচিত হয় না ; কারণ, তাহাতে বেদের অনধিগতার্থজ্ঞাপকত্বরূপ যে প্রামাণ্য তাহা থাকে না। যেহেতু "অপ্রাপ্তে বা শাস্ত্রমর্থবৎ"—যে বিষয়টি লৌকিক উপায়ে কোন প্রকারে জানিতে পারা যায় না, তাহা জানাইয়া দিয়াই বেদশাস্ত্র অর্থবৎ অর্থাৎ সার্থক হয়। অতএব বাস্তুবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থের দ্বারা স্মৃতিকল্পনা করিয়া তাহার আবার উপপত্তির জন্য যে মূলীভূত বেদবিধি কল্পনা করিতে হইবে তাহা নহে। তবে চয়নাদি প্রকরণীয় ইষ্টকাচিতি প্রভৃতি যে সমস্ত বিধি আছে, তাহার বলে চিতি প্রভৃতি কর্ম্ম

সম্পাদন করিতে হয়। আর সেই স্থাপত্যবিষয়ক জ্ঞান রক্ষা করিবার জন্ম বাস্তু-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। এই কারণে উহারও মূলে বেদবাক্য অনুমিত হয় বটে কিন্তু লৌকিক রথনির্ম্মাণ, গৃহনির্ম্মাণাদি সেই বিধির বিষয় নহে, যেহেতু সে সমস্ত বিধি চয়নাদিবিষয়ক। এ কারণে বাস্তুবিদ্যা প্রভৃতি বেদমূলক নহে, ইহার অর্থ বেদবিধিমূলক নহে—উহার কর্ত্তব্যতা বেদে বিহিত হয় নাই। তবে বৈদিক কর্ম্মবিশেষের জন্য যে সমস্ত ইতিকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা দ্বারা যজ্ঞীয় অগ্নি যেমন লৌকিক বস্তুরও প্রকাশক হয়, সেই ভাবে এই সমস্ত বিদ্যাও নান্তরীয়কতারূপে (অপ্রত্যাখ্যেয়রূপে) বোধিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সমস্ত বিদ্যা বেদমূলক হইলেও বেদবিধিমূলক নহে বলিয়া, এবং তদ্বিষয়ক ইতিকর্ত্তব্যতা সকল প্রমাণান্তর সাহায্যেও অবগত হওয়া যায় বলিয়া রথনির্ম্মাণ, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি কর্ম্ম চিত্রা, কারীরী প্রভৃতির সহিত উপমিত হইতে পারে না। অতএব ঐগুলি বিধি-বোধিত নহে বলিয়া এবং উহাদের অসমাপ্তিতে শাস্ত্র এবং শিষ্টজনের নিন্দা নাই বলিয়া ঐ সমস্ত কর্ম্ম যে অবশ্য সমাপনীয় তাহা নহে। ইতি ৪র্থ প্রারব্ধ লৌকিক কর্ম্মের সমাপ্তিনিয়মাভাবাধিকরণ।

প্রতিষেধেষ্বকর্ম্মত্বাৎ ক্রিয়া স্যাৎ প্রতিষিদ্ধানাং বিভক্তত্বাদকর্ম্মণাম্ ॥১৭॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রতিষেধেষু"—নিষেধ স্থল সকলে, "অকর্ম্মত্বাৎ"—সেইগুলি অকর্ম্ম অর্থাৎ সঙ্কল্প স্বরূপ বলিয়া, "প্রতিষিদ্ধানাং ক্রিয়া স্যাৎ"—(এতাদৃশ স্থলে তাদৃশসঙ্কল্পজন্যফলানভিলাষী ব্যক্তিগণ) ঐ সমস্ত প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানও করিতে পারে, "অকর্ম্মণাং বিভক্তত্বাৎ"—যে হেতু অকর্ম্ম সকল অর্থাৎ তাদৃশকর্ম্মানমুষ্ঠানবিষয়ক সঙ্কল্প সকল (নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে) বিভিন্নই হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ। ন লশুনং। ন গৃঞ্জনং" ইত্যাদি বাক্যে যে কলঞ্জ, লশুন, গৃঞ্জন প্রভৃতি পদার্থের ভক্ষণ নিষেধ প্রতীয়-মান হইতেছে, উহা বাস্তবিকই কি নিষেধবিধি অথবা উহা পর্য্যুদাস, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—অত্রত্য নঞের সহিত বিধির অন্বয় হইতে পারে

৪

না, কিন্তু ভক্ষিধাতুর সহিতই বিধির সম্বন্ধ হওয়া উচিত। কারণ, ভক্ষিধাতুর সহিত যে বিধির সম্বন্ধ হয়, তাহা সন্নিকৃষ্ট সমানপদশ্রুতি অনুসারেই হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে নঞের সহিত যদি বিধির অন্বয় করা হয়, তাহা হইলে তাহা পদান্তর রূপ নঞের সহিত অন্বয় হওয়ায় পদান্তর সমভিব্যাহার রূপ বাক্য অনুসারেই হইয়া থাকে এবং 'ভক্ষ'ব্যবহিত হওয়ায় ইহা বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরান্বয়যুক্তও হইয়া পড়ে। এ কারণে শ্রুতি অপেক্ষা বাক্য দুর্ব্বল বলিয়া শ্রৌত অন্বয় ছাড়িয়া বাক্যীয় অন্বয় গ্রহণ করা উচিত নহে এবং সন্নিকৃষ্ট অন্বয় সম্ভব হইলে বিপ্রকৃষ্ট অন্বয় গ্রহণ করাও অন্যায্য। অতএব এস্থলে বিধির সহিত অন্বয় না হইয়া ভক্ষিধাতুর সহিতই নঞের অন্বয় হইবে। আর তাহা হইলে অর্থ হইবে 'অভক্ষণ করিবে।' কিন্তু অভক্ষণ অভাবাত্মক হওয়ায় ক্রিয়ানিষ্পাদ্য হইতে পারে না বলিয়া চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৫ম অধিকরণের "নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যম্" এই বিষয় বাক্যের ন্যায় এস্থলেও 'অভক্ষণ সঙ্কল্প করিবে' এই প্রকার অর্থে বিধি পর্য্যবসিত হইবে। কারণ, প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি সমস্ত ক্রিয়ার মূলেই সঙ্কল্প থাকে বলিয়া এবং তাহা মানস ব্যাপার হওয়ায় ভাবরূপ বলিয়াও তাহারই বিধেয়তা অর্থাৎ তাহারই কর্ত্তব্যতা হওয়া উচিত। আর এস্থলে অভক্ষণসঙ্কল্পের ফল শ্রুত না হইলেও 'বিশ্বজিৎ' ন্যায়ে স্বর্গই তাহার ফল হইবে। আর "নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যম্" এই বাক্যে যেমন তাদৃশ সঙ্কল্পকারীর স্বর্গরূপ ফল হয়, আর না করিলে সেই ফল হয় না মাত্র, কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহার প্রত্যবায় হয় তাহা নহে, এস্থলেও সেইরূপ তাদৃশ সঙ্কল্প করিলে ফল পাইবে, না করিলে ফল পাইবে না, কিন্তু ঐগুলি ভক্ষণ করিলে যে প্রত্যবায় হইবে তাহা নহে। যেহেতু ভক্ষণের নিষেধ এবং অভক্ষণসঙ্কল্প দুইটি অত্যন্ত ভিন্ন প্রকারেরই হইতেছে। আর এস্থলে যদি ভক্ষণের নিষেধ হইত, তাহা হইলে তাহা পালন না করায় প্রত্যবায় হইতে পারিত। কিন্তু ইহা নিষেধ নহে, ইহা পর্য্যুদাস। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

শাস্ত্রাণাং ত্বর্থবত্ত্বেন পুরুষার্থৌ বিধীয়তে তয়োরসমবায়িত্বাৎ তাদর্থ্যে বিধ্যতিক্রমঃ ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "শাস্ত্রাণাম্ অর্থবত্ত্বেন"—(তত্রত্য) শাস্ত্রবাক্য সকলের অর্থবত্ত্ব অর্থাৎ সার্থকতার জন্য, "পুরুষার্থঃ"—পুরুষের অর্থ অর্থাৎ ফল যাহা হইতে হয় তাদৃশ কর্ম্মবিশেষ অর্থাৎ সেই

প্রজাপতিব্রতে অনীক্ষণ সঙ্কল্প, "বিধীয়তে"—বিহিত হইয়া থাকে ; "তয়োঃ" —সেই দুইটির অর্থাৎ তাদৃশ দুইটি পূর্ব্বাপর বাক্যের, "অসমবায়িত্বাৎ" —(এখানে) সমবায়িতা নাই বলিয়া, "তাদর্থ্যে"—তাদর্থ্য অর্থাৎ তন্নিবৃত্তি * সিদ্ধ হইলে, "বিধ্যতিক্রমঃ"—(তাহা না করিলে) নিষেধবিধির অতি-ক্রমই হইয়া থাকে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—নঞ্ পদের অর্থ নিষেধই হইবে। কারণ তাহা না হইলে নঞ্ এবং ধাত্বর্থ উভয়েরই লক্ষণা করিতে হয়, অসমাসে সমাস করিতে হয় এবং পদের একদেশ যে ধাতু পদান্তরের সহিত তাহার অন্বয় করিতে হয়। আর এইগুলি সমস্তই অন্যায্য বলিয়া এস্থলে পর্য্যুদাস স্বীকার করা উচিত নহে। কারণ, নঞের শক্যার্থ নিষেধ আর লাক্ষণিক অর্থ পর্য্যুদাস। সুতরাং এখানে পর্য্যুদাস অর্থ গ্রহণ করিলে বিনা প্রয়োজনে নঞের লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার করা হয়। এইরূপ ভক্ষণকে লক্ষণাবলে অভক্ষণ অর্থে পরিণত করিতে হয়। আর শ্রুতিবাক্যে নঞ্ এবং ধাতু সমাসবদ্ধ নহে ; কিন্তু পর্য্যুদাস অর্থ করিলে উহাদের সমাস করিয়া 'অভক্ষণ' এইরূপ সমস্ত পদ করিতে হয়। আরও 'ভক্ষয়েৎ' এস্থলে ভক্ষধাতু এবং 'যাৎ' প্রত্যয় এতদুভয়ে মিলিয়া একটি পদ হইয়াছে বলিয়া ভক্ষধাতুটি একটি পদের একদেশ অর্থাৎ অংশমাত্র। শাব্দিকগণের একটি যুক্তিসিদ্ধ নিয়ম আছে, "পদার্থঃ পদার্থান্তরেণ অন্বেতি, ন পদার্থৈকদেশেন" অর্থাৎ একটি সমগ্র পদার্থই অপর একটি সমগ্র পদার্থের সহিত অন্বিত হইতে পারে, কিন্তু পদার্থের একদেশ অর্থাৎ অংশের সহিত পরস্পরের অন্বয় হয় না। এস্থলে একটি সমগ্র পদ নঞ্ এবং অপর একটি পদাংশ ভক্ষ ধাতু ইহাদের পরস্পর অন্বয় স্বীকার করিলে ঐ নিয়ম ভঙ্গ করিতে হয়। এই সমস্ত কারণে এখানে পর্য্যুদাস অর্থ গ্রহণ করা উচিত হইবে না। তবে যে "নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যম্" এই বাক্যে নঞের পর্য্যুদাস অর্থ গ্রহণ করিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে—তাহার কারণ ঐরূপ না করিলে শাস্ত্রের বাধ হইয়া পড়ে। যে হেতু তথায় পূর্ব্ববাক্যে "তস্য ব্রতম্" এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া, মধ্যে "নেক্ষেতোদ্যন্ত-মাদিত্যম্" ইত্যাদি বলিয়া, শেষে "এতাবতা হ এনসা বিযুক্তো ভবতি" এই বলিয়া

---

* অমরকোষোক্ত "অর্থোঽভিধেয়-রৈ-বস্তুপ্রয়োজননিবৃত্তিষু" এই বচন অনুসারে এখানে 'তাদর্থ্যে' এই পদের 'অর্থ' বলিতে নিবৃত্তি বুঝিতে হইবে।

উপসংহার করা হইয়াছে। সুতরাং তত্রত্য উপক্রম ও উপসংহার বাক্যের প্রামাণ্য রক্ষা করিতে হইলে নঞের পর্য্যুদাস অর্থ ছাড়া গত্যন্তর নাই। বিশেষতঃ উপক্রমস্থ "তস্য ব্রতম্" এই বাক্যে যখন ব্রতের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আর মানস কর্ম্মবিশেষই যখন ব্রত বলিয়া অভিহিত হয়, তখন শ্রুতির প্রামাণ্য রক্ষা করিতে হইলে পর্য্যুদাস আশ্রয় করিয়া মানসব্যাপারাত্মক অনীক্ষণসঙ্কল্পরূপ ব্রতত্ব অব্যাহত রাখিতে হয়। এই কারণে তথায় উত্তর বাক্যে যে এনোবিযুক্তি (পাপবিমুক্তি) রূপ ফল অভিহিত হইয়াছে, তাহাই ঐ অনীক্ষণ সঙ্কল্পের ফল। আর যে ব্যক্তি তাহা না করিবে, সে উক্ত ফল হইতে রহিত হইবে মাত্র, কিন্তু তাহার কোনও প্রত্যবায় হইবে না। পক্ষান্তরে অত্রবিচার্য্য বিষয়ে তাদৃশ সঙ্কল্পবোধক উপক্রম এবং উপসংহারে কোনও শ্রুতিবচন না থাকায় পর্য্যুদাস অর্থ গ্রহণ করিবার পক্ষে কোনও হেতু নাই বলিয়া এস্থলে নঞের শক্যার্থ যে নিবৃত্তি তাহাই গ্রহণীয়। আর প্রত্যবায়পরিহারই ইহার ফল। অন্যথা স্বাভাবিক অনুরাগ বশতঃ তৎকার্য্যে বিচক্ষণ ব্যক্তির যদি প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করা যাইতে পারে না। যে হেতু, প্রত্যবায়রূপ অনিষ্টের ভয়েই বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রতিষিদ্ধ কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। আর এই যে নিবর্ত্তনা ইহাও নঞ্ সমভিব্যাহৃত বিধিরই ধর্ম্ম বলিয়া বিপ্রকৃষ্ট অন্বয় হয় যে তাহাও নহে। যে হেতু 'ভক্ষয়েৎ' এই পরিপূর্ণ পদটিরই অর্থ নঞর্থের সহিত অন্বিত হয়। আর তাহাতে নিবৃত্তিফলক ব্যাপার যে নিবর্ত্তনা তাহাই উহার অর্থ হইয়া থাকে। এই কারণে নিষেধই এস্থলে বিধেয় বলিয়া "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" ইহা লঙ্ঘন করিলে শাস্ত্রীয় নিষেধ-বিধি লঙ্ঘন করায় নরকপাতাদিফলক প্রত্যবায়ই হইয়া থাকে। ইতি ৫ম নিষেধাতিক্রমে পুরুষপ্রত্যবায়াধিকরণ।

তস্মিংস্তু শিষ্যমাণানি জননেন প্রবর্ত্তেরন্ ॥ ২১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তস্মিন্"—সেই অধিকারী পুরুষের সম্বন্ধে, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "শিষ্যমাণানি"—বিধীয়মান কর্ম্মকলাপ, "জননেন প্রবর্ত্তেরন্"—জন্মের সহিত প্রবৃত্ত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। স্মৃতিমধ্যে "গুরুরনুগন্তব্যঃ" অভিবাদয়িতব্যশ্চ" অর্থাৎ গুরুর অনুগমন করিবে এবং তাঁহার পাদস্পর্শ করিবে, "বৃদ্ধবয়াঃ প্রত্যুত্থেয়ঃ সম্মন্তব্যশ্চ" অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধ লোক দেখিলে উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং তাঁহাদের সম্মান

দেখাইবে, ইত্যাদি প্রকার যে সমস্ত বিধি আছে, সে গুলি কি জন্মের পর যে বয়স হইতে পালন করিবার সামর্থ্য জন্মিবে তখন হইতেই পালনীয়, অথবা তাহা উপনয়নের পর হইতেই অনুপালনীয় ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে ছেন—"জননেন প্রবর্ত্তেরন্"—ঐ সমস্ত কর্ম্মগুলি শৈশবে যে সময় হইতে পালন করিবার সামর্থ্য জন্মিবে, তখন হইতেই পালন করিতে হইবে, যে হেতু "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ", "ন সুরাং পিবেৎ" ইত্যাদির ন্যায় ইহারও সময় সঙ্কোচের কোনও কারণ নাই। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বা বেদতুল্যত্বাদুপায়েন প্রবর্ত্তেরন্ ॥ ২২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্তিসূচক, "বেদতুল্যত্বাৎ" —(স্মৃতিসকল) বেদতুল্য বলিয়া, "উপায়েন"—উপনয়নের সহিত, "প্রবর্ত্তেরন্"—প্রবৃত্ত হইবে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—বৈদিক কর্ম্ম সকল যেমন উপনয়নের পূর্ব্বে কাহাকেও অধিকৃত করে না, ঐ সমস্ত স্মার্ত্তনিয়মগুলিও সেইরূপ উপনয়নের পূর্ব্বে অনুপালনীয় নহে, কারণ, স্মৃতি সকল বেদেরই তুল্য। আরও "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদি বিধির সঙ্কোচের কোনও কারণ নাই বলিয়া তাহা সার্ব্বকালিক। কিন্তু "প্রাক্ উপনয়নাৎ কামচারবাদভক্ষাঃ" এই শাস্ত্রবচন অনুসারে উপনয়নের পূর্ব্বে কথাবার্ত্তা, আচারবিচার এবং ভক্ষণ বিষয়ে অনেকটা স্বাধীনতা আছে। এ কারণে উপনয়নের পর হইতেই ঐগুলি পালনীয়। ইতি ৬ষ্ঠ স্মার্ত্ত গুর্ব্বনুগমনাদি নিয়ম সকলের উপনয়নোত্তর কালকর্ত্তব্যতাধিকরণ।

অভ্যাসোঽকর্ম্মশেষত্বাৎ পুরুষার্থো বিধীয়তে ॥২৩॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অভ্যাসঃ"—অগ্নিহোত্রাদির যে অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তি বা পৌনঃপুন্যে অনুষ্ঠান তাহা, "অকর্ম্মশেষত্বাৎ"—কর্ম্মশেষ অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গ নহে বলিয়া, "পুরুষার্থঃ বিধীয়তে"—পুরুষার্থরূপে বিহিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি", "যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত" ইত্যাদি। এই যে অগ্নিহোত্র হোম

এবং দর্শপূর্ণমাস যাগ ইহা যে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠেয় তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের প্রথম অধিকরণে স্থাপিত হইয়াছে। এই যে অনুষ্ঠানের পৌনঃপুন্য ইহা দ্বারা কি সাতত্য অর্থাৎ প্রতিদিন সদাসর্ব্বক্ষণ কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে হইবে অথবা সময়বিশেষে অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানিতে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—এ স্থলে অগ্নিহোত্রাদির যে অভ্যাস, জীবনই যখন তাহার নিমিত্ত, আর নিমিত্ত থাকিলে যখন নৈমিত্তিক অবশ্যকরণীয়, তখন জীবিত ব্যক্তির উচিত সাতত্যে অর্থাৎ প্রতিদিন অজস্রবার অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করা। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

তস্মিন্নসম্ভবন্নর্থাৎ ॥ ২৪ ॥

অক্ষরার্থ। "তস্মিন্"—সেই অজস্র অনুষ্ঠানে, "অসম্ভবন্"—নিয়ম সম্ভব হয় না বলিয়া, "অর্থাৎ"—অর্থ অনুসারে অর্থাৎ প্রয়োজন অনুসারে অর্থাবিরোধে (অনুষ্ঠেয়) ॥

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন—আহার, বিহার, উৎসর্গ, বিসর্গ নিদ্রাদি অবস্থায়ও জীবনরূপ নিমিত্ত বর্ত্তমান থাকে অথচ তখন অনুষ্ঠানের উপায় নাই। এ কারণে সেই সমস্ত অর্থের অবিরোধে অগ্নিহোত্রাদি সাতত্যে অনুষ্ঠেয়।

ন কালেভ্য উপদিশ্যন্তে ॥ ২৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "কালেভ্যঃ"—বিহিত কাল ছাড়া অন্য সময়ে, "ন উপদিশ্যন্তে"—অনুষ্ঠেয় নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেন—অগ্নিহোত্রাদির অভ্যাস কর্ত্তব্য হইলেও শ্রুতিমধ্যে যে সময়ে কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা ছাড়া অন্য সময়ে ঐগুলি অনুষ্ঠেয় নহে। আর "প্রদোষমগ্নিহোত্রং হোতব্যং ব্যুষ্টায়াং প্রাতঃ" এবং "পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাস্যা যজেত" ইত্যাদি শাস্ত্র অনুসারে সায়ংকাল এবং প্রাতঃকালেই অগ্নিহোত্র সম্পাদনীয় আর দর্শে এবং পূর্ণিমা তিথিতেই দর্শপূর্ণমাস যাগ করণীয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

দর্শনাৎ কাললিঙ্গানাং কালবিধানম্ ॥ ২৬ ॥

অক্ষরার্থ। "কাললিঙ্গানাং দর্শনাৎ"—কালসম্বন্ধীয় লিঙ্গ দৃষ্ট হয় বলিয়া, "কালবিধানম্"—মাত্র কালে অর্থাৎ বিহিত কালেই বিধান অর্থাৎ অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নিহোত্রাদি যে সতত কর্ত্তব্য নহে কিন্তু কাল-বিশেষেই অনুষ্ঠেয়, তাহা "অপ বা এব স্বর্গাল্লোকাচ্ছিদ্যতে যো দর্শপূর্ণমাসযাজী সন্ পৌর্ণমাসীমমাবাস্যাং বাতিপাতয়েৎ" এই শ্রুতিবচনের জ্ঞাপকতা অনুসারেও সিদ্ধ হয়। যে হেতু এখানে সকল তিথি বা কালের উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র কাল-বিশেষের নির্দ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে—পৌর্ণমাসী এবং অমাবস্যা তিথি অতি-পতিত করিলে অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসযাগ না করিয়া বিফলে কাটাইলে স্বর্গলোকরহিত হইয়া যায়। ইতি ৭ম অগ্নিহোত্রাদির স্বকালমাত্রকর্ত্তব্যতাধিকরণ (অগ্নিহোত্রন্যায়)।

তেষামৌৎপত্তিকত্বাদাগমেন প্রবর্ত্তেত ॥ ২৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তেষাম্"—সেই কালসকলের, "ঔৎপত্তিকত্বাৎ"—কর্ম্মোৎপত্তিনিমিত্ততা আছে বলিয়া, "আগমেন প্রবর্ত্তেত"—কালের পুন-রাগম হইলে কর্ম্মের প্রবৃত্তি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যে অগ্নিহোত্র সম্বন্ধে সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে হোম এবং দর্শপূর্ণমাস সম্বন্ধে অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় যাগ, তাহা কি একবার করিলেই চলিবে অথবা পুনঃপুনঃ করিতে হইবে ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন,—জীবনরূপ নিমিত্ত বর্ত্তমান থাকিলেও যখন কালশাস্ত্রের অনুরোধে সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে এবং দর্শে ও পূর্ণিমায় একবারমাত্রই অনুষ্ঠান করা হয়, তখন একদিন সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্র এবং একবারমাত্র দর্শে ও পূর্ণিমায় দর্শপূর্ণমাস যাগ করিলেই যখন কালশাস্ত্র পালিত হয়, তখন একাধিকবার অনুষ্ঠান অনাবশ্যক।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, কেবলমাত্র জীবন তত্তৎকর্ম্মের নিমিত্ত নহে কিন্তু তৎকালবিশিষ্ট জীবনই নিমিত্ত; আর ষষ্টিদণ্ডাত্মক কালই দর্শাদি শব্দের অর্থ। একারণে একদিনে অগ্নিহোত্র কিংবা দর্শপূর্ণমাস অজস্রবার করা

চলিবে না, কিন্তু প্রত্যেক দিনের সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্র এবং প্রত্যেক দর্শে ও পূর্ণিমায় দর্শপূর্ণমাস একবার করিয়া অনুষ্ঠেয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

তথা হি লিঙ্গদর্শনম্ ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা হি"—সেইরূপ, "লিঙ্গদর্শনম্"—জ্ঞাপকবেদবচন দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐগুলি যে প্রত্যেক সায়ংকালাদিতেই কর্ত্তব্য পূর্ব্বে ২৬ সূত্রে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের জ্ঞাপকতা অনুসারেও তাহা সিদ্ধ হয়। ইতি ৮ম নিমিত্তানুরোধে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের আবৃত্তি অধিকরণ।

তথান্তঃক্রতুপ্রযুক্তানি ॥ ২৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "অন্তঃক্রতুপ্রযুক্তানি"—ক্রতুমধ্যবর্ত্তী নৈমিত্তিক সকলও (অনুষ্ঠেয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস যাগে যদি কুম্ভাদি পাত্র ভগ্ন হইয়া যায় কিংবা আজ্য প্রভৃতি স্কন্ন (স্খলিত) হইয়া পড়ে, তাহা হইলে "ভিন্নে জুহোতি", ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য অনুসারে তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে হোম করিতে হয়। তাহাও কি সকৃৎকর্ত্তব্য অথবা নৈমিত্তিকানুরোধে আবর্ত্তনীয় ইহাই সংশয়। ইহাতে অতিদেশ করিতেছেন—"তথা অন্তঃক্রতুপ্রযুক্তানি।" পূর্ব্ব অধিকরণের সিদ্ধান্তের ন্যায় এখানেও নৈমিত্তিকানুরোধে হোম আবর্ত্তনীয়। ইতি ৯ম নিমিত্তের আবৃত্তি অনুসারে ক্রত্বর্থ নৈমিত্তিক সকলের আবৃত্ত্যধিকরণ।

আচারাদ্ গৃহ্যমানেষু তথা স্যাৎ পুরুষার্থত্বাৎ ॥ ৩০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "আচারাৎ গৃহ্যমানেষু"—আচারানুসারে প্রাপ্ত গুর্ব্বনুগমনাদি বিষয় সকলেও, "তথা স্যাৎ"—ঐরূপ হইবে, "পুরুষার্থত্বাৎ"—যে হেতু তাহাও গুরুর প্রীতি উৎপাদনরূপ পুরুষার্থ হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। স্মৃতিমধ্যে বিহিত "গুরুরনুগন্তব্যঃ অভিবাদ্যশ্চ" ইত্যাদি বাক্যে গুরুর অনুগমন এবং তাঁহার পাদগ্রহণ প্রভৃতি নৈমিত্তিকগুলিও

ঐরূপ হইবে অর্থাৎ নৈমিত্তিকসমবধানে পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠেয় হইবে, যে হেতু এস্থলে দৃষ্টার্থদ্বারক নিয়মবিধি স্বীকৃত হয়। ইহাও অতিদেশসূত্র বলিয়া পূর্ব্বতর অধিকরণের স্থায় পূর্ব্বপক্ষাদি এস্থলে উহনীয়। ইতি ১০ম নিমিত্তাবৃত্তিবশে গুর্ব্বনুগমনাদির আবৃত্ত্যধিকরণ।

ব্রাহ্মণস্য তু সোমবিদ্যাপ্রজমৃণবাক্যেন সংযোগাৎ॥ ৩১॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "ব্রাহ্মণস্য"—ব্রাহ্মণের পক্ষে, "সোমবিদ্যাপ্রজং"—সোমযাগ, বেদবিদ্যা অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন এবং প্রজা অর্থাৎ অপত্য উৎপাদন (এইগুলি নিত্য), "ঋণবাক্যেন সংযোগাৎ" —যে হেতু ঋণবাক্যের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে—"সোমেন যজেত" "স্বাধ্যায়মধীয়ীত", "প্রজামুৎপাদয়েৎ" অর্থাৎ সোমযাগ করিবে, বেদাধ্যয়ন করিবে এবং পুত্রোৎপাদন করিবে। এইগুলি কি কাম্যকর্ম্ম অথবা নিত্য কর্ম্ম, ইহাই সংশয়। যদি কাম্য হয়, তাহা হইলে এগুলি না করিলেও চলিতে পারে; কিন্তু যদি নিত্য হয় তাহা হইলে এগুলি অবশ্যকর্ত্তব্য, অন্যথা প্রত্যবায় হয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত" এই বাক্যে কণ্ঠতঃ সোমযাগের স্বর্গরূপ ফল উক্ত হইয়াছে বলিয়া সোমযাগ যে কাম্য তাহাতে কোনও সংশয়ই হইতে পারে না। আর স্বাধ্যায় এবং প্রজোৎপাদনের অদৃষ্টফল উক্ত না হইলেও 'বিশ্বজিৎ' ন্যায়ে উহাদেরও ফল স্বর্গই হইবে। অতএব স্বাধ্যায় এবং প্রজোৎপাদনও কাম্যকর্ম্ম।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "ব্রাহ্মণস্য তু সোমবিদ্যাপ্রজম্"—সোমযাগ, স্বাধ্যায়াধ্যয়ন এবং প্রজোৎপাদন এগুলি ত্রৈবর্ণিকের নিত্যকর্ম্ম; সুতরাং না করিলে প্রত্যবায়ই হইবে। কারণ, "ঋণবাক্যেন সংযোগাৎ"—শ্রুতিমধ্যে "জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণ স্ত্রিভির্ঋণবান্ জায়তে। ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যঃ। যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ। প্রজয়া পিতৃভ্যঃ। এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রী যজ্বা ব্রহ্মচারী চেতি" অর্থাৎ "ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিক তিনটি ঋণ লইয়া জন্মায়। ব্রহ্মচর্য্য হেতু ঋষিগণের নিকট, যজ্ঞের জন্য দেবগণের নিকট এবং অপত্যের জন্য পিতৃগণের নিকট (ঋণী)। যে ব্যক্তি পুত্রবান্, যাগকারী এবং ব্রহ্মচারী অর্থাৎ অনুষ্ঠিতব্রহ্মচর্য্য

সে ঐ তিন ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে"—এই ঋণবাক্যে ঐগুলির অবশ্যকর্ত্তব্যতা বোধিত হইয়াছে। আর যাহা অবশ্যকর্ত্তব্য তাহা না করিলে প্রত্যবায় হয় বলিয়া তাহা নিত্যই হইয়া থাকে। আরও "বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেত" অর্থাৎ প্রতি বসন্তে জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবে—এই শ্রুতিবাক্যে বীপ্সা আছে বলিয়াও উহা যে নিত্য তাহা বোধিত হইয়া থাকে।* ইতি ১১শ ত্রৈবর্ণিকের পক্ষে জ্যোতিষ্টোমাদির নিত্যত্বাধিকরণ।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ।

---

* এই সূত্রের দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যায় ভগবান্ ভাষ্যকার, পক্ষান্তর অবলম্বন করিয়া ইহাও বিচার করিয়াছেন—উক্ত শ্রুতিবাক্য কি ইহাই বুঝাইতেছে যে, সোমযাগাদি কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই নিত্য আর ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পক্ষে অনিত্য অথবা ঐগুলি ত্রৈবর্ণিকেরই নিত্যকর্ম্ম—এই প্রকার সংশয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রাহ্মণ শব্দ এখানে উপলক্ষণ বলিয়া ঐগুলি ত্রৈবর্ণিকেরই নিত্যকর্ম্ম।

অথ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥

সর্ব্বশক্তৌ প্রবৃত্তিঃ স্যাত্তথাভূতোপদেশাৎ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সর্ব্বশক্তৌ"—সমস্ত করিবার শক্তি থাকিলে তবেই, "প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ"—যাগে প্রবৃত্তি হইবে, "তথাভূতোপদেশাৎ"—যে হেতু সেইরূপ উপদেশ আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি", "যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত" ইত্যাদি বাক্যে অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাসাদির চিরকালকর্ত্তব্যত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐ সমস্ত নিত্য যাবজ্জীবিক কর্ম্ম কি নিয়মতঃ সর্ব্বাঙ্গোপসংহারে কর্ত্তব্য অথবা ঐগুলি যথালাভোপপন্ন বস্তুর দ্বারাই সম্পাদনীয় ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "সর্ব্বশক্তৌ প্রবৃত্তিঃ"—যদি সকল দ্রব্যের সমবধান ঘটে, যাহাতে কর্ম্মটি সাঙ্গোপাঙ্গে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তবেই তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি জন্মে। যে হেতু "তথাভূতোপদেশাৎ"*—অঙ্গ এবং উপাঙ্গ সকল অনুষ্ঠিত হইলে তবেই ভাবনাংশ যে কথম্ভাব তাহা অর্থাৎ ক্রতুর ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় বলিয়া তাদৃশ ভাবে অনুষ্ঠান করাই শাস্ত্রোপদেশ। আর যাহা শাস্ত্রোপদেশ তাহার অন্যথা করিলে বৈগুণ্য ঘটে বলিয়া তাহাতে ক্রিয়াটি পণ্ডই হইয়া যায়। অতএব সকল কর্ম্মই—নিত্যই হউক আর কাম্যই হউক সর্ব্বাঙ্গোপসংহারে অনুষ্ঠেয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বাপ্যেকদেশে স্যাৎ প্রধানে হ্যর্থনির্ব্বৃত্তির্গুণমাত্রমিতরত্তদর্থত্বাৎ ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "একদেশে"—অঙ্গের একদেশ অনুষ্ঠিত হইলেও, "স্যাৎ"—(সিদ্ধ) হইবে, "হি"—যেহেতু,

---

* সূত্রের এই অংশটিকে বার্ত্তিককার ছয় প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহা আর এখানে দেখান হইল না।

"প্রধানে"—প্রধানাংশটি অনুষ্ঠিত হইলে, 'অর্থনির্ব্বৃত্তিঃ"—প্রত্যবায়াভাবরূপ অর্থের অর্থাৎ ফলের নির্ব্বৃত্তি অর্থাৎ নিষ্পাদন হয়, "ইতরৎ"—অন্যান্য অঙ্গগুলি "গুণমাত্রম্"—কেবল গুণমাত্র, "তদর্থত্বাৎ"—যে হেতু তাহা স্বর্গাদি ফলের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—নিত্য কর্ম্ম স্থলে প্রত্যবায় পরিহারই তাহার ফল। আর তাহা প্রধান কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেই সিদ্ধ হয়; এ কারণে সামর্থ্য অনুসারে যতটুকু অঙ্গ কর্ম্ম করিতে পারা যায়, তাবন্মাত্র করিলেই চলিবে। কিন্তু তাই বলিয়া যে স্বেচ্ছানুসারে অঙ্গহানি ঘটাইবে, তাহা চলিবে না। পক্ষান্তরে সাঙ্গপ্রধান কর্ম্ম হইতেই স্বর্গাদি কাম্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া তথায় যথাশক্তিন্যায় খাটিবে না, কিন্তু তাহা সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেই অনুষ্ঠেয়। যে হেতু তাহা সামর্থ্য না থাকিলে পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু নিত্য কর্ম্ম অপরিত্যাজ্য বলিয়া তাহা যে কোনও উপায়ে কর্ত্তব্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

তদকর্ম্মণি চ দোষঃ স্যাৎ তস্মাৎ ততো বিষয়ঃ
স্যাৎ প্রধানেনাভিসম্বন্ধাৎ ॥ ৩ ॥

অক্ষরার্থ। "তদকর্ম্মণি"—সেই নিত্য কর্ম্ম না করিলে, "চ"—যে হেতু, "দোষঃ"—দোষ হয়, "তস্মাৎ"—সেই হেতু, "ততঃ বিশেষঃ স্যাৎ"—তাহা হইতে অর্থাৎ কাম্যকর্ম্ম হইতে নিত্যকর্ম্মের বিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য থাকিবে, "প্রধানেন অভিসম্বন্ধাৎ"—কেবলমাত্র প্রধান কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে আরও হেতু দেখাইতেছেন—"তদকর্ম্মণি চ দোষঃ স্যাৎ" ইত্যাদি। নিত্যকর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়। আর "অপ বা এব স্বর্গাৎ লোকাৎ ছিদ্যতে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে দোষও উল্লিখিত হইয়াছে। একারণে তাহা অপরিত্যাজ্য বলিয়া যথাশক্তি অনুষ্ঠেয়—সামর্থ্য না থাকিলে কেবলমাত্র প্রধানাংশটি সম্পাদিত হইলেও চলিবে। কিন্তু কাম্যকর্ম্মের অকরণে দোষশ্রুতি নাই। এ জন্য শক্তি না থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করা চলে বলিয়া তাহার সহিত নিত্যকর্ম্মের তুলনা হইতে পারে না।

কর্ম্মাভেদং তু জৈমিনিঃ প্রয়োগবচনৈকত্বাৎ
সর্ব্বেষামুপদেশঃ স্যাদিতি ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। "কর্ম্মাভেদং"—কর্ম্মদ্বয়ের অভেদ অর্থাৎ একরূপতা, "তু"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "জৈমিনিঃ—জৈমিনি (বলেন), "প্রয়োগ-বচনৈকত্বাৎ"—প্রয়োগবচনের একত্ব অর্থাৎ একরূপতা আছে বলিয়া, "সর্ব্বেষাং"—সমস্ত অঙ্গের, "উপদেশঃ স্যাৎ"—উপদেশ অর্থাৎ অনুষ্ঠান হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। অঙ্গ এবং প্রধানের ভেদ নাই, এই প্রকার আপত্তি দিলে তদুত্তরে বলিতেছেন, "পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাস্যা যজেত অমাবাস্যায়াং অমাবাস্যয়া যজেত" এই প্রয়োগবচনের একরূপতা আছে বলিয়া অঙ্গ এবং প্রধানের ভেদ আছে। সুতরাং তাহাদের সমগ্রভাবে অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

অর্থস্ত ব্যপবর্গিত্বাদেকস্যাপি প্রয়োগে
স্যাদ্ যথা ক্রত্বন্তরেষু ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ। "অর্থস্ত ব্যপবর্গিত্বাৎ"—অর্থকর্ম্ম অর্থাৎ প্রধান কর্ম্ম ব্যপবর্গী অর্থাৎ অঙ্গকর্ম্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া, "একস্য প্রয়োগে অপি"—একটির অর্থাৎ প্রধানটির প্রয়োগ অর্থাৎ অনুষ্ঠান হইলেও, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ প্রত্যবায়পরিহাররূপ ফল হইবে, "যথা ক্রত্বন্তরেষু"—যেমন অপরা-পর ক্রতু স্থলে। (অপরের ধর্ম্ম অন্যের হয় না, সেইরূপ কামনাসংযুক্ত কর্ম্মের ধর্ম্ম নিত্য কর্ম্মে হইবে না)

ভাষ্যভাবার্থ। যেমন প্রকৃতি যাগ এবং বিকৃতি যাগে একের ধর্ম্ম অপরের হয় না, সেইরূপ যে অঙ্গকলাপ কাম্যকর্ম্মে অবশ্যকর্ত্তব্য হয়, তাহা নিত্যকর্ম্মে যে অবশ্যকরণীয় তাহা নহে। আরও দর্শপূর্ণমাস বলিতে দর্শের তিনটি এবং পূর্ণিমার তিনটি প্রধান যাগই অভিহিত হয়। সেগুলি অপরাপর অঙ্গযাগ হইতে পৃথক্। এ কারণে অসমর্থস্থলে কেবলমাত্র সেগুলি অনুষ্ঠিত হইলে এবং

অগ্নিহোত্রে প্রধানাহুতি দেওয়া হইলেই ক্রিয়া সিদ্ধ হয় বলিয়া একটি অঙ্গের অনুষ্ঠানেই সেই বিগুণ প্রধান কর্ম্ম হইতেই প্রত্যবায়পরিহাররূপ ফল হইবে।

বিধ্যপরাধে চ দর্শনাৎ সমাপ্তেঃ ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। "বিধ্যপরাধে চ"—অঙ্গের অনুষ্ঠান না হইলে, "সমাপ্তেঃ দর্শনাৎ"—সমাপ্তি (করিবার অনুজ্ঞা শাস্ত্রে) দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। নিত্যকর্ম্ম অসমর্থপক্ষে যে যথাশক্তি কর্ত্তব্য তাহার আরও হেতু বলিতেছেন, "বিধ্যপরাধে চ দর্শনাৎ সমাপ্তেঃ"। শ্রুতিঃধ্যে অচ্ছিদ্র-কাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে "তদেব যাদৃক্ তাদৃক্ হোতব্যম্" অর্থাৎ "যেমন তেমন করিয়া আহুতি দিলেই চলিবে"। যদি নিত্যকর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেই কর্ত্তব্য হইত, তাহা হইলে এই অনুজ্ঞা-বচনটি সঙ্গত হইত না। অতএব অসমর্থ হইলে নিত্যকর্ম্ম যথাশক্তি সমাপনীয়।

প্রায়শ্চিত্তবিধানাচ্চ ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রায়শ্চিত্তবিধানাৎ চ"—প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। নিত্যকর্ম্ম না করিলে প্রায়শ্চিত্ত রূপে অধিক হোমান্তর করিবার বিধি আছে বলিয়াও তাহা যথাশক্তি করিলেই চলিবে। কারণ, যাহার সামর্থ্য নাই, সে সর্ব্বাঙ্গোপসংহারে অনুষ্ঠান করিতে পারে না বলিয়া তাহাতে তাহার দোষ না হওয়ায় তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। ইতি ১ম নিত্যকর্ম্মে যথাশক্তি অঙ্গানুষ্ঠাতারও অধিকারাধিকরণ।

কাম্যেষু চৈবমর্থিত্বাৎ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। "কাম্যেষু চ"—কাম্যকর্ম্ম স্থলেও, "এবম্"—এইরূপ হইবে, "অর্থিত্বাৎ"—যে হেতু অর্থিত্ব (সকলেরই) হইতে পারে।

ভাষ্যভাবার্থ। কাম্যকর্ম্মসকলেও পূর্ব্বোক্ত যথাশক্তিন্যায় অনুসরণীয় কি না ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, কাম্য বিষয়ে শক্ত অশক্ত সকল ব্যক্তিরই যখন অবিশেষে অর্থিত্ব হইতে পারে, তখন যে সমর্থ,

সে তাহা সর্ব্বাঙ্গোপসংহারে করিবে, আর যে অসমর্থ সে যথাশক্তি অঙ্গহীনভাবে করিলেও ফল পাইবে—ইহাই শাস্ত্রার্থ। অন্যথা শাস্ত্রে কাম্যকর্ম্মসকল সাধারণ-ভাবে সকলের কর্ত্তব্যরূপে যে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে সমর্থের পক্ষে লইয়া ব্যাখ্যা করিতে হয় বলিয়া দোষ হইয়া পড়ে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অসংযোগাত্তু নৈবং স্যাদ্ বিধেঃ শব্দপ্রমাণত্বাৎ ॥ ৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অসংযোগাৎ"—(ফলের সহিত) সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ নাই বলিয়া, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "এবং ন স্যাৎ"—এরূপ হইবে না, "বিধেঃ শব্দপ্রমাণত্বাৎ"—যে হেতু বিধি অর্থাৎ বিধীয়মান বিষয়টি শব্দপ্রমাণক।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "নৈবং স্যাৎ"—কাম্যকর্ম্ম যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিলে যে ফল পাওয়া যাইবে, তাহা হইবে না। কারণ, "অসংযোগাৎ"—কেবলমাত্র প্রধান কর্ম্ম ফলসম্বন্ধযুক্ত নহে, কিন্তু সাঙ্গোপাঙ্গ প্রধান কর্ম্মই ফলজনক। এ কারণে প্রধান কর্ম্মটি পরিত্যক্ত হইলে যেমন ফলপ্রাপ্তি ঘটে না, সেইরূপ কোনও অঙ্গকর্ম্ম বাদ দিয়া যদি প্রধান কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেও ফললাভ হইবে না। যেহেতু "বিধেঃ শব্দপ্রমাণত্বাৎ"—বিধীয়মান কর্ম্ম যে স্বর্গাদি ফলের জনক, একমাত্র শব্দই অর্থাৎ শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে প্রমাণ। আর শাস্ত্রীয় বিধির দ্বারা যে সাধ্য, সাধন এবং কথম্ভাবরূপ অংশত্রয়বিশিষ্ট ভাবনা বোধিত হয়, অঙ্গকলাপাত্মক ইতিকর্ত্তব্যতার দ্বারাই তাহার পূরণ হইয়া থাকে বলিয়া অঙ্গকলাপ বাদ দিলে আর শাস্ত্রার্থ অনুষ্ঠিত হয় না। আর শাস্ত্রার্থ অনুষ্ঠিত না হইলে তাহা হইতে শাস্ত্রবোধিত ফলও পাওয়া যাইতে পারে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

অকর্ম্মণি চাপ্রত্যবায়াৎ ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ। "অকর্ম্মণি"—না করিলে, "অপ্রত্যবায়াৎ চ"—যে হেতু প্রত্যবায়ও হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। নিত্যকর্ম্ম স্থলে জীবনই নিমিত্ত বলিয়া জীবন থাকিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণার ন্যায় তাহাও আবশ্যক, তাহা অপরিহার্য্য; আর তাহা না করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় এবং প্রত্যবায়ও হইয়া থাকে। অপি চ তথায় বিধি

ফলসাধনরূপে কর্ম্মের বিধান করে না। এই সমস্ত কারণে তথায় যথাশক্তি ন্যায়। পক্ষান্তরে কাম্যস্থলে কাম্যকর্ম্মে কামসংযোগই নিমিত্ত এবং না করিলে প্রত্যবায়ও নাই। এ কারণে অশক্ত ব্যক্তি তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে। এজন্য তাহা অবশ্যকর্ত্তব্য না হওয়ায় সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেই সম্পাদনীয়। ইতি ২য় কাম্যকর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গোপসংহারসমর্থ ব্যক্তির অধিকার প্রতিপাদনাধিকরণ।

ক্রিয়াণামাশ্রিতত্বাৎ দ্রব্যান্তরে বিভাগঃ স্যাৎ ॥ ১১ ॥ (পূ)

অক্ষরার্থ। "ক্রিয়াণাম্ আশ্রিতত্বাৎ"—যে হেতু ক্রিয়াসকল আশ্রিত অর্থাৎ দ্রব্যাশ্রিত সেই কারণে, "দ্রব্যান্তরে"—যদি দ্রব্যের পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে, "বিভাগঃ স্যাৎ"—(ক্রিয়ারও) ভেদ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। দশপূর্ণমাস যাগে পুরোডাশ প্রস্তুত করিতে হয়। আর সেই যে পুরোডাশ তাহা ব্রীহি হইতে প্রস্তুত করিতে হয়, ইহাও শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। যদি ব্রীহির বদলে নীবার নামক ধান্য হইতে পুরোডাশ প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বযাগের পরিবর্ত্তন হয় কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "দ্রব্যান্তরে বিভাগঃ স্যাৎ"—দ্রব্যের বিভাগ হইলে যাগাদি কর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন হইবে। কারণ, "ক্রিয়াণাম্ আশ্রিতত্বাৎ"—যাগাদি ক্রিয়া দ্রব্যের দ্বারা নিষ্পাদ্য হওয়ায় দ্রব্যাশ্রিত হইতেছে। আর আশ্রয়ের ভেদ হইলে আশ্রিতেরও ভেদ হইয়া থাকে। আরও দ্রব্য এবং দেবতা এই দুইটি যাগের রূপ। সুতরাং দ্রব্যের ভেদ হইলে যাগক্রিয়ারও রূপভেদ হয় বলিয়া অবশ্যই ব্রীহিনিষ্পন্ন পুরোডাশ-সাধ্য যে যাগ, তাহা হইতে নীবারনিষ্পন্ন পুরোডাশ দ্বারা সম্পাদিত যাগের ভেদই হইয়া থাকে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বাঽব্যতিরেকাদ্রূপশব্দাবিভাগাচ্চ গোত্ববদৈককর্ম্ম্যং স্যাৎ নামধেয়ং চ সত্ত্ববৎ ॥ ১২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অব্যতিরেকাৎ"—ব্যতিরেক অর্থাৎ পার্থক্য নাই বলিয়া, "রূপশব্দাবিভাগাৎ চ"—রূপ এবং শব্দেরও ভেদ নাই বলিয়া, "গোত্ববৎ"—গোত্বের ন্যায়,

"ঐককর্ম্ম্যং স্যাৎ"—কর্ম্মের অভেদ হইবে, "নামধেয়ং চ"—নামধেয়ও এক, "সত্ত্ববৎ—সত্ত্বের ন্যায়। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—আশ্রয় এবং আশ্রিত যে অভিন্ন তাহা নহে, কিন্তু ভিন্নাভিন্ন। এ কারণে দ্রব্যান্তরে ক্রিয়ার ভেদ হইবে না। চলনাদি ক্রিয়ার আশ্রয় দেবদত্তাদি ব্যক্তি ভিন্ন হইলেও যেমন আশ্রিত ক্রিয়াটিকে সামান্যানুসারে চলনই বলা হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দর্শপূর্ণমাস করিলেও সামান্য অনুসারে দর্শপূর্ণমাসই বলা হয়। অতএব এ স্থলে যেমন আশ্রয় ব্যক্তিভেদে ক্রিয়ার পার্থক্য নাই কিন্তু অভিন্নতাই প্রত্যভিজ্ঞাসিদ্ধ, সেইরূপ ব্রীহির বিনিময়ে নীবার প্রয়োগ করা হইলেও তাহার মধ্যে, বহু গোব্যক্তি পরস্পর অত্যন্ত পৃথক্ হইলেও সকলের মধ্যে অনুগত গোত্বের ন্যায়, এ স্থলেও দর্শপূর্ণমাসস্বরূপ সংজ্ঞা এবং ইতিকর্ত্তব্যতাদির অভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া ক্রিয়ার ভেদ হইবে না। আর নীবার দ্রব্য যাগের রূপ নহে কিন্তু পুরোডাশই যাগের দ্রব্য হওয়ায় তাহাই যাগের রূপ। আর ব্রীহি অথবা নীবারভেদে তন্নিষ্পন্ন পুরোডাশ দ্রব্যের সাধনতারও ভেদ হয় না বলিয়া যাগের রূপভেদও নাই। অতএব ব্রীহির পরিবর্ত্তে নীবার দিয়া পুরোডাশ করিলেও যাগের ভেদ হইবে না। ইতি ৩য় দ্রব্যভেদেও কর্ম্মের অভেদ অধিকরণ।

শ্রুতিপ্রমাণত্বাচ্ছিষ্টাভাবে নাগমোঽন্যস্যাশিষ্টত্বাৎ ॥ ১৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "শ্রুতিপ্রমাণত্বাৎ—শ্রুতিপ্রমাণতা অনুসারে, "শিষ্টস্য অভাবাৎ"—শ্রুত্যুপদিষ্ট পদার্থের যদি অভাব ঘটে তাহা হইলে, "ন আগমঃ" —অন্যপদার্থের আগম করিলে চলিবে না, "অন্যস্য অশিষ্টত্বাৎ"—যে হেতু সেই পদার্থটি শিষ্ট অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। নিত্য এবং কাম্যকর্ম্মে যে দ্রব্য বিহিত হইয়াছে, তাহার যদি অপচার ঘটে, অর্থাৎ কোন কারণে তাহা যদি নষ্ট হয় তাহা হইলে তাহার প্রতিনিধিরূপে দ্রব্যান্তর প্রয়োগ করা চলে কি না ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—আসল দ্রব্যের বিনিময়ে যে দ্রব্যটি প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা শ্রুতিবোধিত নহে বলিয়া তাহা প্রয়োগ করা যায় না। কারণ, "শ্রুতিপ্রমাণত্বাৎ"—এই সমস্ত অলৌকিক বিষয়ে একমাত্র শ্রুতিই প্রমাণ

বলিয়া উৎপত্তিবাক্যে অথবা গুণবাক্যে যে দ্রব্য বিহিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত অন্য দ্রব্য প্রয়োগ করা অশ্রৌতই হইয়া থাকে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ক্বচিদ্ বিধানাচ্চ ॥ ১৪ ॥

অক্ষরার্থ। "ক্বচিদ্"—কোন কোন স্থলে, "বিধানাৎ চ"—দ্রব্যান্তরের বিধান আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আরও বলিতেছেন—"যদি সোমং ন বিন্দেৎ পূতিকান্ অভিষুণুয়াৎ" ইত্যাদি বাক্যে কোন কোন স্থলে স্বয়ং শ্রুতিই প্রতিনিধি রূপে দ্রব্যান্তরের বিধান করিয়া দিয়া থাকেন বলিয়া শ্রুতিবাক্য না থাকিলে স্বেচ্ছানুসারে একটি দ্রব্যের বদলে অপর একটি দ্রব্যের প্রয়োগ করিলে তাহা শ্রুতিসঙ্গত হইবে না। অতএব তাহা করণীয় নহে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

আগমো বা চোদনার্থাবিশেষাৎ ॥ ১৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "আগমঃ"—(দ্রব্যান্তরের) প্রাপ্তি হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "চোদনার্থাবিশেষাৎ"—যে হেতু বিধি-বোধিত অর্থ অবশিষ্টই রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "যজেত" এই কর্ম্মচোদনা অর্থাৎ বিধিবোধিত ভাবনা দ্রব্য বিনা উপপন্ন হয় না বলিয়া "যজেত" এই বিধির প্রভাবেই প্রথমতঃ সাধারণ ভাবে দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এক দ্রব্যের বিনিময়ে অপর দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া যাগ করিলে সেই দ্রব্যান্তর অশ্রৌত হয় না। তবে অবিশেষে সমস্ত দ্রব্যেরই প্রাপ্তি হইতে পারে বলিয়া ব্রীহিশাস্ত্র তাহার নিয়ামক। আর তাহার অভাব ঘটিলে তৎসদৃশ দ্রব্যান্তরই সামান্য এবং বিশেষ-শাস্ত্রের অনুসারে প্রয়োজ্য হইয়া থাকে। এই জন্য শাস্ত্রদীপিকাকার বলিয়াছেন—

"যদা ত্বলাভাদ্ব্রীহীণামুদাস্তে কর্ম্মচোদনা।
কর্ম্মশাস্ত্রং তদা দ্রব্যমন্যদাক্ষিপতি ধ্রুবম্।"

অর্থাৎ ব্রীহির অলাভে ব্রীহিবিধি উদাসীন (নির্ব্যাপার) হয় বলিয়া মুখ্যকর্ম্মবিধি-বলে দ্রব্যান্তরেরই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আর সেই দ্রব্যান্তর বিহিত দ্রব্যেরই যথাসম্ভব সদৃশ হওয়া আবশ্যক। ইতি সিদ্ধান্ত।

নিয়মার্থঃ ক্বচিদ্ বিধিঃ ॥ ১৬ ॥

অক্ষরার্থ। "ক্বচিৎ"—কোন কোন স্থলে, "বিধিঃ"—প্রতিনিধি-রূপে দ্রব্যান্তরের বিধি, "নিয়মার্থঃ"—নিয়মাদৃষ্টের জন্য।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন—"যদি সোমং ন বিন্দেৎ" ইত্যাদি বাক্যে শাস্ত্রমধ্যেই কুত্রচিৎ প্রতিনিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া স্বেচ্ছানুরূপ প্রতিনিধিপ্রয়োগ অশ্রৌত, তাহাও অকিঞ্চিৎকর। কারণ, ঐ সমস্ত স্থলে নিয়মাদৃষ্টের জন্যই শাস্ত্রের বিধান। অন্যথা অর্থাপত্তিলব্ধ বিষয়টির বিধান করায় শাস্ত্র অনুবাদী হইয়া পড়ে। ইহা পূর্ব্বে ৩য় অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ পাদের ১৫শ অধিকরণে আলোচিত হইয়াছে এবং অগ্রে ২৭শ সূত্রে আলোচিত হইবে।

তন্নিত্যং তচ্চিকীর্ষা হি ॥ ১৭ ॥

অক্ষরার্থ। "হি"—যেহেতু, "তচ্চিকীর্ষা"—যাগচিকীর্ষা (নিত্য সেইকারণে), "তৎ"—তাহা অর্থাৎ পূতিকা প্রাপ্তি, "নিত্যম্"—নিত্যা।

ভাষ্যভাবার্থ। পূতিকা যে নিয়মাদৃষ্টের জন্য তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে, এই প্রকার প্রশ্ন যদি উঠে, তাহা হইলে তদুত্তরে বলিব সোমযাগ নিত্য বলিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সোমের প্রাপ্তি না ঘটিলে তাহা সম্পাদন করা যায় না। এ কারণে তৎসদৃশ পূতিকা গ্রহণ করিতে হয়। আর তাহা নিয়মাদৃষ্টের হেতু হইয়া থাকে। এইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মও অবশ্যই সমাপন করিতে হয় বলিয়া তথায়ও আক্ষেপলভ্য দ্রব্যের প্রতিনিধি প্রয়োগ করা যায়। ইতি ৪র্থ দ্রব্যাপচারে প্রতিনিধির দ্বারা সমাপনীয়তাধিকরণ।

ন দেবতাগ্নিশব্দক্রিয়মন্যার্থসংযোগাৎ ॥ ১৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ প্রতিনিধিযুক্ত হইবে না, "দেবতাগ্নিশব্দক্রিয়ম্"—দেবতা, অগ্নি, শব্দ অর্থাৎ মন্ত্র এবং প্রোক্ষণাদি ক্রিয়া, "অন্যার্থসংযোগাৎ"—যে হেতু ন্যায়ান্তর সম্বন্ধ আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "আগ্নেয়ঃ অষ্টাকপালঃ," "সৌর্য্যং চরুং নির্বপেৎ" ইত্যাদি বাক্যে যে অগ্নিসূর্য্যাদি দেবতা, আহবনীয়াদি অগ্নি, "বর্হির্দেবসদনং

দামি" ইত্যাদি যে মন্ত্র এবং প্রোক্ষণাদি যে ক্রিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রতিনিধি আছে কি না ইহাই সংশয়। কারণ, বিস্মরণাদিবশতঃ ঐগুলির অপচার ঘটিতে পারে। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, দেবতা, অগ্নি, মন্ত্র এবং প্রোক্ষণাদি ক্রিয়ারও পূর্ব্বন্যায়ে প্রতিনিধি হইতে পারিবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, শ্রুতিবোধিত অগ্নিসূর্য্যাদি দেবতা, আহবনীয়াদি অগ্নি, শ্রুত্যুক্ত মন্ত্র এবং প্রোক্ষণাদি ক্রিয়া এগুলির প্রতিনিধি হইতে পারে না। কারণ, "অন্যার্থসংযোগাৎ"—তাহা হইলে অন্য অর্থ অর্থাৎ অভিধেয় এবং অন্য প্রয়োজন প্রকাশ পাইবে। আর তাহা হইলে শ্রুত্যুক্ত কর্ম্ম সম্পন্ন না হওয়ায় শ্রুতিবোধিত প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। যে হেতু আগ্নেয় যাগ বিষ্ণু দেবতার দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না; আহবনীয় অগ্নির কার্য্য অন্য যে কোন অসংস্কৃত বহ্নির দ্বারা নির্ব্বৃত্ত হইতে পারে না; "বর্হির্দেবসদনং দামি" ইত্যাদি মন্ত্রবোধ্য অর্থ প্রকাশ মন্ত্রান্তরের দ্বারা সাধিত হয় না এবং অদৃষ্টার্থক যে প্রোক্ষণাদি ক্রিয়া তাহার প্রয়োজনও অন্য ক্রিয়ার দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। একারণে ব্রীহির অপচারে পুরোডাশনিষ্পাদনরূপ কার্য্য যেমন নীবার ধান্যের দ্বারা সিদ্ধ হয়, শ্রুত্যুক্ত তত্তৎ-যাগীয় দেবতাদির প্রয়োজন কিন্তু সে ভাবে অন্য দেবতাদির দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। একারণে ঐগুলির প্রতিনিধি প্রয়োজ্য হইবে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

দেবতায়াং চ তদর্থত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

অক্ষরার্থ। "দেবতায়াং চ"—দেবতা বিষয়েও, "তদর্থত্বাৎ"—তদর্থত্ব অর্থাৎ তদুদ্দেশ্যত্ব আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। দেবতার যে প্রতিনিধি হইতে পারে না, তাহার আরও হেতু এই যে, বিধিবোধিত দেবতার উদ্দেশ্যে হবিরাদি দ্রব্যের ত্যাগই যখন যাগ, তখন শ্রুতিমধ্যে যে শব্দের দ্বারা যে দেবতার নির্দ্দেশ আছে, সেই শব্দসমবেত উদ্দেশ্যত্বই তত্তৎ দেবতা হইবে। এ কারণে এক দেবতার প্রতিনিধিরূপে অন্য দেবতার গ্রহণ ত দূরের কথা, একই দেবতার পর্য্যায়ভূত শব্দান্তরেরও প্রয়োগ করা চলিবে না। এ কারণে 'অগ্নি' শব্দের স্থলে 'বহ্নি' শব্দের উল্লেখ করিয়া ত্যাগ করিলে আগ্নেয় যাগের দেবতা বোধিত হইবে না। ইহা ২।১।২০ সূত্রে আলোচিত হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে অধিক বিচার দশম অধ্যায়ে চতুর্থপাদে ২৩, ২৪ সূত্রে আলোচিত হইবে। ইতি ৫ম দেবতামন্ত্রক্রিয়াপচারে প্রতিনিধ্যভাবাধিকরণ।

প্রতিষিদ্ধং চাবিশেষেণ হি তচ্ছ্রুতিঃ ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রতিষিদ্ধং চ"—প্রতিষিদ্ধ দ্রব্যও (প্রতিনিধি হইবে না), "হি"—যে হেতু, "তচ্ছ্রুতিঃ"—সেই যে নিষেধের উল্লেখ তাহা, "অবিশেষেণ"—অবিশেষ ভাবেই আছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "মৌদ্গং চরুং নির্ব্বপেচ্ছ্রীকামঃ" অর্থাৎ শ্রীকামী ব্যক্তি মুদ্গের চরু করিয়া যাগ করিবে। এস্থলে মুদ্গের অভাবে তৎসদৃশ মাষাদি প্রতিনিধি হইতে পারে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—মাষাদি নিষিদ্ধ হইলেও তদ্গত অবয়ব নিষিদ্ধ হয় নাই। আর মাসাবয়বই যজ্ঞের সাধন। এ কারণে তাহা প্রতিনিধি-রূপে প্রযোজ্য হইতে পারে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "অযজ্ঞিয়া বৈ মাষাশ্চণকাঃ কোদ্রবাঃ" এই শ্রুতিবচন অনুসারে মাষ, চণক এবং কোদ্রব অযজ্ঞিয় অর্থাৎ যজ্ঞানর্হ বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর ঐ যে নিষেধ উহা "অবিশেষেণ"—মাষ এবং মাষাবয়ব নির্ব্বিশেষে সাধারণভাবে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ঐ সমস্ত প্রতিষিদ্ধ দ্রব্য প্রতিনিধেয় হইতে পারে না। ইতি ৬ষ্ঠ প্রতিষিদ্ধ দ্রব্যের প্রতিনিধিত্বাভাবাধিকরণ।

তথা স্বামিনঃ ফলসমবায়াৎ ফলস্য
কর্ম্মযোগিত্বাৎ ॥ ২১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "স্বামিনঃ"—স্বামীরও (প্রতিনিধি হইবে না), "ফলসমবায়াৎ"—যে হেতু তাহারই সহিত ক্রিয়াজন্য ফল সমবেত, "ফলস্য কর্ম্মযোগিত্বাৎ"—কারণ, কর্ম্মজন্য ফল কর্ম্মকর্ত্তৃগামী অর্থাৎ যজমানসম্বন্ধীই হইয়া থাকে। (সিদ্ধান্তঃ)

ভাষ্যভাবার্থ। যাগসাধন ব্রীহ্যাদি দ্রব্যের যেমন প্রতিনিধি আছে, সেইরূপ যাগকর্ত্তা যজমানেরও প্রতিনিধি আছে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—যাগ করিতে করিতে যদি যজমান মরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহারও প্রতিনিধি হইবে। এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, যজমানই ফলভোক্তা এবং সেই ঋত্বিক্ প্রভৃতি কর্ম্মকরের প্রেরক বলিয়া তাহার অভাবে অন্য ব্যক্তি

অপ্রেরিত হওয়ায় প্রতিনিহিত হইতে পারে না। আর সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিলে সে নিজেই ফলভোক্তা হয় বলিয়া সে প্রতিনিধি নহে। ইতি ৭ম স্বামীর প্রতিনিধ্যভাবাধিকরণ।

বহূনাং তু প্রবৃত্তেঽন্যমাগময়েদবৈগুণ্যাৎ ॥২২॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বহূনাং"—বহু ব্যক্তির সম্বন্ধীয়, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "প্রবৃত্তে"—(কর্ম্ম) প্রবৃত্ত হইলে, "অন্যম্ আগময়েৎ"—অন্য ব্যক্তিকে অর্থাৎ যে সেই যাগে যজমান ছিল না তাদৃশ অন্য ব্যক্তিকে আনিতে হইবে, "অবৈগুণ্যাৎ"—বৈগুণ্য পরিহারের জন্য। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সত্রে বহু জন যজমান। তাহাদের মধ্যে যদি এক জন মরিয়া যায় তাহা হইলে তাহার প্রতিনিধি হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—পূর্ব্বাধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে মৃত সত্রি-যজমানের প্রতিনিধি হইবে না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "অন্যম্ আগময়েৎ অবৈগুণ্যাৎ" —কর্ম্মের অবৈগুণ্য রক্ষা করিবার জন্য অন্য একজন কর্ত্তা আবশ্যক। কারণ, সত্রিগণের ফলভোক্তৃত্ব এবং যাগকর্ত্তৃত্ব এই দুইটি ধর্ম্ম। আর "সপ্তদশাবরাশ্চতুর্বিংশতিপরমাঃ সত্রমাসীরন্" এই শ্রুতিবচন হইতে জানা যায় যে, সপ্তদশত্বাদি সংখ্যা সত্রের কর্ত্তৃত্বের অঙ্গ। এ কারণে যে কয়জন আরম্ভকালে সত্র করিতে বসিয়াছিল, তাহাদের একজনও যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে সংখ্যা ন্যূন হওয়ায় অঙ্গহানি ঘটে। এজন্য পূর্ব্বাধিরণোক্ত নিয়মের সহিত এই প্রকার পার্থক্য থাকায় সেই ন্যায় এ স্থলে প্রযোজ্য নহে। কিন্তু সত্রমধ্যে কর্ত্তৃগত সংখ্যা পূরণার্থে অপর একজন কর্ত্তাকে উপস্থিত করিতে হইবে। ইতি ৮ম সত্রে কোনও একজন স্বামীর অপচারে প্রতিনিধ্যাদানাধিকরণ।

স স্বামী স্যাৎ তৎসংযোগাৎ ॥ ২৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সঃ"—সেই আগন্তুক কর্ত্তা, "স্বামী স্যাৎ"—স্বামী অর্থাৎ ফলভোক্তা হইবে, "তৎসংযোগাৎ"—সেই স্বামীরই স্থানের সহিত তাহার সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বাধিকরণোক্ত সেই যে আগন্তুক ব্যক্তি সে কি কেবলমাত্র কর্ত্তা অথবা স্বামী অর্থাৎ ফলভোক্তা, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী

বলিতেছেন "স স্বামী স্যাৎ"—সেই যে আগন্তুক কর্ত্তা সে স্বামী অর্থাৎ ফলভোক্তা হইবে। কারণ, "তৎসংযোগাৎ"—সে স্বামীর স্থানে নিয়োজিত হইয়াছে বলিয়া তাহার ফল ইহার প্রাপ্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

কর্ম্মকরো বা ভৃতত্বাৎ ॥ ২৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "কর্ম্মকরঃ"—সে তৎকর্ম্মকারিমাত্র, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "ভৃতত্বাৎ"—কারণ, সে ভৃতিপরিক্রীত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন, সত্রে এরূপ অবস্থায় কর্ম্মান্তরীয় অধ্বর্য্যু প্রভৃতির ন্যায় এই নবাগত ব্যক্তি ভৃতিপরিক্রীত বলিয়া সে কর্ম্মকর মাত্র। সুতরাং বেতনভুক্ ব্যক্তির ন্যায় এই নবাগত ব্যক্তির স্বামিত্ব নাই; একারণে তাহার ফলভোক্তৃত্বও নাই। ইতি সিদ্ধান্ত।

তস্মিংশ্চ ফলদর্শনাৎ ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। "তস্মিন্"—সেই মৃতসত্রীর বিষয়ে, "ফলদর্শনাৎ চ"—ফলপ্রাপ্তি দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ আগমিত সত্রীর যে যজমানত্ব নাই—তাহার আরও হেতু বলিতেছেন "তস্মিন্ ফলদর্শনাৎ চ"। শ্রুতিমধ্যে "যো দীক্ষিতানাং প্রমীয়েত অপি তস্য ফলম্" অর্থাৎ সত্রে দীক্ষিত হইয়া যে ব্যক্তি মরিয়া যাইবে তাহারও ফল হইবে ইত্যাদি বচনে মৃত সত্রীর ফলপ্রাপ্তির নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয় বলিয়াও ঐ আগন্তুক ব্যক্তি কর্ম্মকরমাত্র। ইতি ৯ম প্রতিনিহিত ব্যক্তির অস্বামিত্বাধিকরণ।

স তদ্ধর্ম্মা স্যাৎ কর্ম্মসংযোগাৎ ॥ ২৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সঃ"—সেই নিযুক্ত ব্যক্তিটি, "তদ্ধর্ম্মা স্যাৎ"—তাহার অর্থাৎ মুখ্যের ধর্ম্মযুক্ত হইবে, "কর্ম্মসংযোগাৎ"—যে হেতু তাহারই কর্ম্মের সহিত ইহার সম্বন্ধ। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। বপনাদি সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হইলে তবেই যজমান ফলভোগের যোগ্যতা লাভ করে অর্থাৎ কালান্তরে পরলোকে ফলভোগ করিবার যোগ্য হয়। ঐ নবাগত কর্ত্তাও ঐ সমস্ত ফলিসংস্কারের অধিকারী

কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, আগন্তুক ব্যক্তিটি যখন ফলী অর্থাৎ ফলভোগের অধিকারী নহে, তখন কর্ম্মান্তরের ঋত্বিকের ন্যায় বপনাদি ফলিসংস্কার সকল তাহার কর্ত্তব্য নহে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সে ফলী নাই হউক অর্থাৎ ফলভোগ নাই করুক, ন্যূনকল্পে অপর যে ষোল জন সত্রী আছে তাহাদের ফলিত্বসিদ্ধির জন্য ঐ আগমিত ব্যক্তিকেও বপনাদি সংস্কার করিতে হইবে। কারণ, এস্থলে কর্ত্তৃত্ব ব্যাসজ্যবৃত্তি বলিয়া সপ্তদশকর্ত্তৃনিষ্ঠ যে সংস্কার তাহাতেই প্রত্যেকের ফলভোগের যোগ্যতা জন্মে। কিন্তু যদি একজনের সংস্কার না হয় তাহা হইলে তাহা সপ্তদশ কর্ত্তৃনিষ্ঠ না হওয়ায় তাহাতে অপরেরও যোগ্যতার হানি হয়। এ কারণে "স তদ্ধর্ম্মা স্যাৎ"—ঐ আগমিত ব্যক্তি স্বয়ং অফলী হইলেও যাহার স্থানে আসিয়াছে তাহার ধর্ম্ম সকল গ্রহণ করিবে, যে হেতু সে তাহারই কর্ম্মের অধিকারী। আর ঐ বপনাদি সংস্কার সকল সেই মুখ্যেরই কর্ম্ম। ইতি ১০ম সত্রে প্রতিনিহিত ব্যক্তির স্বামিধর্ম্মত্বাধিকরণ।

সামান্যং তচ্চিকীর্ষা হি ॥ ২৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সামান্যং"—যাহাতে সামান্য অর্থাৎ সাদৃশ্য আছে তাহাই প্রতিনিধিরূপে গ্রহণীয়, "হি"—যে হেতু, "তচ্চিকীর্ষা"—তাহার চিকীর্ষা আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুত্যুক্ত দ্রব্যের অপচার ঘটিলে প্রতিনিধি প্রয়োগ করিতে হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যে কোন দ্রব্যকে কি প্রতিনিধিরূপে প্রয়োগ করা যাইবে অথবা কোন বিশিষ্ট দ্রব্যই প্রতিনিধেয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—প্রধান বিধির দ্বারা যখন সাধারণভাবে দ্রব্যমাত্রই সাধনরূপে আক্ষিপ্ত হয়, তখন যে কোন দ্রব্যকে প্রতিনিধিরূপে প্রয়োগ করিলে চলিবে; কারণ, তাহাতেই সেই আক্ষেপ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয়।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "সামান্যং"—যে দ্রব্যের মধ্যে মুখ্য পদার্থের সাদৃশ্য আছে, তাহাই প্রতিনিধিরূপে গ্রহণীয়। কারণ, "ব্রীহিভির্যজেত" এই বাক্যে যে ব্রীহি বিহিত হইয়াছে, ব্রীহিত্বজাতিই ব্রীহিপদের অর্থ হইলেও জাতি ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া তদুপলক্ষিত দ্রব্যই বিধেয়। আর ব্রীহিত্বজাত্যুপলক্ষিত যে ব্রীহি-ব্যক্তি তাহাও স্বয়ং পুরোডাশসম্পাদন করে না কিন্তু তদ্‌গত অবয়বসকলই পুরোডাশ-নিষ্পাদক। এ কারণে এস্থলে ব্রীহিত্বজাত্যুপলক্ষিতব্রীহিব্যক্তিগত অবয়বসকলই

মুখ্য দ্রব্য। আর সেই অবয়বসকল ব্রীহিসদৃশ নীবারাদি দ্রব্যে বহুলভাবে অনুগত থাকে, যে হেতু "ভূয়োঽবয়বসামান্যং সাদৃশ্যং" অর্থাৎ বহু অবয়বের যে সাধারণতা তাহাই সামান্য বা সাদৃশ্য। আর সেই সাদৃশ্য যে পদার্থে যত বেশী সেই পদার্থই মুখ্য দ্রব্যের তত প্রত্যাসন্ন। এ কারণে অত্যন্ত সদৃশ বস্তুই প্রতিনিধিরূপে প্রয়োজ্য। এই সমস্ত কথাই সূত্রের "তচ্চিকীর্ষা হি" এই অংশে সূচিত হইয়াছে। ইতি ১২শ শ্রুত (শ্রুত্যুক্ত) দ্রব্যের অপচারে তৎসদৃশেরই প্রতিনিধিত্বাধিকরণ।

নির্দ্দেশাত্তু বিকল্পে যৎ প্রবৃত্তম্ ॥ ২৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "নির্দ্দেশাৎ"—নির্দ্দেশ আছে বলিয়া, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "বিকল্পে"—বিকল্প স্থলে, "যৎ প্রবৃত্তম্"—যাহা প্রবৃত্ত হইয়াছিল (তাহাই প্রযোজ্য)।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নীষোমীয় পশুর জন্য খদিরকাষ্ঠের এবং পলাশকাষ্ঠের যূপ বিকল্পিতভাবে বিহিত হইয়াছে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি খদিরকাষ্ঠের যূপ দিয়া কার্য্য করিতে থাকে আর ক্রিয়ামধ্যে যদি সেই যূপটি নষ্ট হইয়া যায় অথচ যদি তখন আর এমন খদিরকাষ্ঠ পাওয়া না যায়, যাহাতে যূপ হইতে পারে তখন সে ব্যক্তি কি পলাশকাষ্ঠ দিয়াই যূপ করিবে অথবা খদিরকাষ্ঠেরই প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—প্রতিনিধি অপেক্ষা মুখ্য যখন অভ্যর্হিত আর খদির এবং পলাশ উভয়ই বিকল্পিত ভাবে যূপের সাধন হওয়ায় যখন উভয়ই মুখ্য, তখন খদিরের নাশে তৎপ্রতিনিধি প্রয়োজ্য হইবে না কিন্তু মুখ্যের সহিত বিকল্পিত অপর বস্তুটিরই প্রয়োগ হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "বিকল্পে যৎ প্রবৃত্তম্"—এতাদৃশ বিকল্পিত দ্রব্যের স্থলে যেটি দিয়া আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহার দ্বারাই কর্ম্ম সমাধা করিতে হইবে। আর তাহার নাশ হইলে তৎপ্রতিনিধিই তৎস্থানীয় বলিয়া তাহাই গ্রহণীয় হইবে। কারণ, "নির্দ্দেশাৎ"—এরূপ স্থলে সঙ্কল্পিত বস্তুটিই শাস্ত্রীয় এবং বিকল্পিত বস্তুটি অশাস্ত্রীয়, যে হেতু বিকল্প স্থলে একটি গ্রহণ করিলে বস্ত্বন্তরবোধক শাস্ত্রটি অপ্রমাণ হইয়া থাকে। এ কারণে প্রথমপ্রবৃত্ত বস্তুটি শাস্ত্রীয় হওয়ায় শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা তাহারই অঙ্গত্ব বোধিত হইয়া থাকে, কিন্তু দ্রব্যান্তরবিধায়ক শাস্ত্রটি তৎকালে বাধিত হওয়ায় অপর দ্রব্যটির অঙ্গত্ব বোধিত হয় না বলিয়া বোধিতাঙ্গত্ব বিষয়ের নাশে তৎপ্রতিনিধিই গ্রহণীয়। ব্রীহিযবাদি অন্যান্য বিকল্প স্থলেও এই একই নিয়ম বুঝিতে হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অশব্দমিতি চেৎ ॥২৯॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অশব্দম্"—(প্রতিনিধীয়মান দ্রব্যটি) অশব্দ অর্থাৎ অশ্রৌত, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, ঐ যে মুখ্যসদৃশ বস্তু উহা শ্রুতিবোধিত না হওয়ায় অশাস্ত্রীয়। পক্ষান্তরে বিকল্পিত বস্ত্বন্তরটি শ্রুতিবচনবোধিত। একারণে এই শ্রুতিবোধিত বস্তুটিকে পরিত্যাগ করিয়া অশ্রৌত অর্থাৎ যাহা সাক্ষাৎ শ্রুতিবোধিত নহে, তাদৃশ প্রতিনিধি গ্রহণ করা অনুচিত। ইতি আশঙ্কা।

নানঙ্গত্বাৎ ॥৩০॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, "অনঙ্গত্বাৎ"—যে হেতু তাহা অঙ্গ নহে। আশঙ্কানিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সত্য বটে বিকল্পিত বস্ত্বন্তরটি শ্রৌত তথাপি উহা দ্বারা কর্ম্ম আরব্ধ হয় নাই বলিয়া উহা তৎকর্ম্মের অঙ্গ নহে এবং তাহার অঙ্গত্ববোধক শাস্ত্রটিও তৎকালে অপ্রমাণ। সুতরাং উহা প্রয়োজ্য হইবে না। এ কারণে প্রতিনিধিই প্রয়োগার্হ। ইতি ১২শ দ্রব্যাপচারে বৈকল্পিক দ্রব্যান্তরানুপাদানাধিকরণ।

বচনাচ্চান্যায্যমভাবে তৎসামান্যেন
প্রতিনিধিরভাবাদিতরস্য ॥৩১॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অভাবে"—(সোমের) অভাব হইলে, "তৎসামান্যেন"—তৎসাদৃশ্য অনুসারে, "ইতরস্য"—(পূতিকাতিরিক্ত) অন্য পদার্থের (প্রাপ্তি হওয়ায়), "বচনাৎ"—শ্রুতিবচন অনুসারে, "অন্যায্যম্"—অন্যায্য অর্থাৎ অন্নসদৃশ (পূতিকদ্রব্যও), "প্রতিনিধিঃ স্যাৎ"—প্রতিনিধি হইবে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "যদি সোমং ন বিন্দেৎ পূতিকান-ভিষুণুয়াৎ" এই বাক্যে যে পূতিকালতাবিধান, ইহা কি সোমের অভাবে অর্থাৎ অপ্রাপ্তিপক্ষে অথবা সোমের প্রতিনিধিরূপে বিধি ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষ-বাদী বলেন, লিঙ্ প্রত্যয় যখন বিধিবাচী আর মুখ্যবস্তুই সাধন হয় বলিয়া প্রতি-নিধি যখন সাধনরূপে বিহিত হইতে পারে না, তখন সোম যদি একান্ততঃ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূতিকা দিয়াই যাগ আরম্ভ কর্ত্তব্য; এই প্রকারে ইহা পূতিকাবিধায়কই বলিতে হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—এস্থলে অপ্রাপ্তের বিধান অপেক্ষা প্রাপ্তের নিয়ম স্বীকার করিলে লাঘব হয় বলিয়া প্রতিনিধিরূপে সুসদৃশরূপে প্রাপ্ত দ্রব্যান্তর এবং অল্পসদৃশরূপে প্রাপ্ত পূতিকা ইহাদের মধ্যে পূতিকাই নিয়মাদৃষ্টের জন্য বিহিত হইয়াছে। একারণে সোমের অপ্রাপ্তি স্থলে এ বিধি নহে কিন্তু প্রতিনিধিরূপে প্রাপ্তিপক্ষেই ইহা নিয়ম। ইতি ১৩শ পূতিকের সোমপ্রতিনিধিত্বাধিকরণ।

ন প্রতিনিধৌ সমত্বাৎ ॥৩২॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রতিনিধৌ"—প্রতিনিধি অপচরিত হইলে, "ন" —না অর্থাৎ তাহার প্রতিনিধি গ্রহণীয় নহে, "সমত্বাৎ"—যে হেতু উভয়ের আগন্তুকত্ব সম অর্থাৎ তুল্যপ্রকার।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রতিনিধির অপচার ঘটিলে কি সেই প্রতিনিধির সদৃশ বস্ত্বন্তর গ্রহণীয় অথবা মুখ্যের সদৃশ বস্ত্বন্তরই প্রয়োজ্য এই প্রকার সংশয়ে, যে বিনষ্ট হইয়াছে তাহারই সদৃশ বস্তু গ্রহণীয় বলিয়া প্রতিনিধিরই সদৃশ বস্তুর দ্বারাই প্রয়োগ সম্পাদনীয় এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "ন প্রতিনিধৌ"—প্রতিনিধির প্রতিনিধি কর্ম্মযোগ্য নহে, কিন্তু মুখ্যের সদৃশ প্রতিনিধ্যন্তরই গ্রহণীয়। কারণ, "সমত্বাৎ"—উভয়েরই আগন্তুকত্ব এবং মুখ্যপ্রয়োজননির্ব্বাহকত্ব সমান। ইতি ১৪শ প্রতিনিধিনাশে শ্রুতদ্রব্যসদৃশেরই প্রতিনিধিত্বাধিকরণ।

স্যাচ্ছ্রুতিলক্ষণে নিয়তত্বাৎ ॥৩৩॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ প্রতিনিধির প্রতিনিধি গ্রহণীয় হইবে, "শ্রুতিলক্ষণে"—শ্রুতিবোধিত প্রতিনিধি স্থলে, "নিয়তত্বাৎ" —যে হেতু তাহাই নিয়ত অর্থাৎ নিয়মবিধিলব্ধ।

ভাষ্যভাবার্থ। সোমের প্রতিনিধি যে পূতিকালতা, তাহার অপচার হইলে কি হইবে?—এই প্রকার সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, স্থলান্তরে প্রতিনিধি অর্থাপত্তিলব্ধ বলিয়া তাহার প্রতিনিধি গ্রহণীয় না হইলেও সোমপ্রতিনিধি পূতিকা যখন শ্রুতিবোধিত এবং নিয়মাদৃষ্টজনক তখন তাহার অপচার হইলে তৎসদৃশ বস্ত্বন্তরই গ্রহণীয়, কিন্তু মুখ্যসদৃশ কোন বস্তু গ্রহণীয় নহে, যেহেতু তাহা হইলে নিয়মাদৃষ্ট সিদ্ধ হইবে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন তদীপ্সা হি ॥৩৪॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ এস্থলেও প্রতিনিধি গ্রহণীয় নহে, "হি"—যে হেতু, "তদীপ্সা"—তাহারই অর্থাৎ মুখ্যেরই প্রাপ্তিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—এ স্থলে প্রতিনিধিভূত পূতিকার প্রতিনিধি গ্রহণীয় নহে। কারণ, "তদীপ্সা"—এস্থলে কর্ত্তার পূতিকা গ্রহণের ইচ্ছা নাই কিন্তু মুখ্য যে সোম তাহাই গ্রহণ করিবার ইচ্ছা। আর বহুতর সদৃশ বস্তু থাকায় পূতিকাতেই নিয়মাদৃষ্ট সিদ্ধ হয়। কিন্তু পূতিকা যদি পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তৎসদৃশ দ্রব্যান্তর অশ্রৌত বলিয়া তদ্দ্বারা নিয়মাদৃষ্ট সাধিত হইতে পারে না। অতএব শ্রৌত প্রতিনিধির অপচার স্থলেও মুখ্যসদৃশ দ্রব্যান্তরই গ্রহণীয়। ইতি ১৫শ শ্রুত প্রতিনিধির অপচারে মুখ্য দ্রব্যের সদৃশ বস্তুরই প্রতিনিধিত্বাধিকরণ।

মুখ্যাধিগমে মুখ্যমাগমো হি তদভাবাৎ ॥৩৫॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "মুখ্যাধিগমে"—মুখ্য দ্রব্যের প্রাপ্তি হইলে, "মুখ্যম্"—মুখ্য দ্রব্যই প্রয়োজ্য, "হি"—যে হেতু, "তদভাবাৎ"—সেই মুখ্য দ্রব্যের অভাব হইলেই, "আগমঃ"—প্রতিনিধির আগম করিতে হয়। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। যখন ব্রীহি প্রভৃতি মুখ্য পদার্থ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় নীবারাদি প্রতিনিধির দ্বারাই যাগ করিবার সঙ্কল্প করা হয়, তখন যদি কর্ম্মমধ্যে হঠাৎ ব্রীহি প্রভৃতি মুখ্য পদার্থের প্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে তাহা যাগার্থে গ্রহণীয় হইবে কি না ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—নীবার দিয়া যাগ করিবার যখন

সঙ্কল্প করা হইয়াছে, তখন ব্রীহি দ্বারা যাগ করিলে সঙ্কল্পের অন্যরূপ কার্য্য করা হয় বলিয়া ইহাতে সঙ্কল্পে মিথ্যা কথা বলা হয়। অথচ "নানৃতং বদেৎ" এই বাক্যে ক্রতুমধ্যে মৃষাভাষণ নিষিদ্ধ। এ কারণে সঙ্কল্পভ্রংশ এবং অনৃতবাদ পরিত্যাগ করিতে হইলে এস্থলে মুখ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইলেও প্রতিনিধির দ্বারাই কর্ম্ম সম্পাদনীয়।

উক্ত প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "মুখ্যাধিগমে মুখ্যম্"—মুখ্য দ্রব্যের প্রাপ্তি ঘটিলে শাস্ত্রীয় বিষয় লব্ধ হইয়া থাকে বলিয়া তাহা সঙ্কল্পকে বাধিত করিয়া প্রবৃত্ত হইবে। আর ইহাতে সঙ্কল্প ভ্রংশ কিংবা অনৃতবচনও হইবে না; কারণ, "আগমো হি তদভাবাৎ"—মুখ্য দ্রব্যের দ্বারাই কর্ম্ম চিকীর্ষিত বলিয়া প্রতিনিধি মুখ্যস্থানীয়। তবে তথায় মুখ্যের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়াই প্রতিনিধির উল্লেখ। এ কারণে প্রতিনিধির নামোল্লেখ থাকিলেও মুখ্য দ্রব্যই তথায় অভিপ্রেত। ইতি ১৬শ মুখ্যাপচারে তৎপ্রাপ্তি ঘটিলে মুখ্যেরই গ্রহণাধিকরণ।

প্রবৃত্তেঽপীতি চেৎ ॥ ৩৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রবৃত্তে অপি"—(প্রতিনিধি) প্রবৃত্ত অর্থাৎ কর্ম্মে বিনিযুক্ত হইলেও (পূর্ব্ব নিয়ম চলিবে), "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। যখন প্রতিনিধি কর্ম্মে বিনিযুজ্যমান হইতেছে, তৎকালে যদি মুখ্য দ্রব্যের প্রাপ্তি ঘটে, যেমন খদিরাভাবে কদরকাষ্ঠের যূপ করিবার জন্য তক্ষণাদি সংস্কার করা হইয়াছে কিন্তু তখনও পশুনিয়োজন হয় নাই, ইত্যবসরে মুখ্য যে খদিরকাষ্ঠ তাহার যদি প্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে সেই তক্ষণাদি-সংস্কারযুক্ত বিনিযুজ্যমান প্রতিনিধিটিকে পরিত্যাগ করিয়া কি তক্ষণাদিসংস্কার-বিহীন মুখ্যই গ্রহণীয় হইবে?—ইহাই সংশয়।

ইহাতে যদি কেহ বলেন যে, অসংস্কৃত অপেক্ষা সংস্কৃত বস্তুই অভ্যর্হিত বলিয়া এবং প্রতিনিধিতে সংস্কার করা হইয়াছে বলিয়া অসংস্কৃত মুখ্যদ্রব্যকে অনাদর করিয়া প্রতিনিধিই গ্রহণীয় হইবে, তদুত্তরে বলিতেছেন—পূর্ব্বাধিকরণোক্ত "আগমো হি তদ্‌ভাবাৎ" এই নিয়ম অনুসারে মুখ্য বস্তুর যখন প্রাপ্তি ঘটিতেছে, তখন তাহাই গ্রহণীয় হইবে। অতএব প্রতিনিধি আংশিকভাবে কর্ম্মে বিনিযুক্ত হইলেও মুখ্যানুরোধে তাহা পরিত্যাজ্য। কিন্তু যখন পশুনিয়োজন পর্য্যন্ত কর্ম্ম প্রতিনিধিতেই অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, তখন যদি মুখ্যলাভ হয়, তাহা হইলেও কি এই নিয়ম

অনুসরণীয় হইবে?—এই প্রকার সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "প্রবৃত্তেঽপি"—প্রতিনিধি কর্ম্মে প্রযুক্ত হইলে তখনও এই নিয়ম অনুসরণীয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

নানর্থক্যাৎ ॥ ৩৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত মতটি ঠিক নহে, "আনর্থক্যাৎ"—যে হেতু ইহাতে আনর্থক্যপ্রসঙ্গ হয়। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "ন, আনর্থক্যাৎ"—তখন মুখ্য গ্রহণ করিলে তাহা অনর্থক হয় বলিয়া তাহা গ্রহণীয় নহে। কারণ, কেবলমাত্র যূপের জন্য খদিরকাষ্ঠ উপাদেয় নহে কিন্তু পশুনিয়োজনার্থ যে যূপ তজ্জন্যই তাহা গ্রহণীয়। আর পশুনিয়োজন যখন পূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তখন যূপ প্রয়োজনশূন্য বলিয়া খদিরও নিষ্প্রয়োজন। আরও যূপ পশুনিয়োজনের গুণভূত। এ কারণে গুণানুরোধে মুখ্যের আবৃত্তি হয় না বলিয়া পুনরায় যে নিয়োজন হইবে তাহাও সম্ভব নহে। অতএব এতাদৃশস্থলে মুখ্য নিষ্প্রয়োজন হইতেছে বলিয়া অনাদরণীয়। ইতি ১৭শ প্রতিনিধির দ্বারা কার্য্য সম্পাদিত হইলে তখন যদি মুখ্যের লাভ ঘটে, তাহা হইলেও তাহার অগ্রাহ্যতা অধিকরণ।

দ্রব্যসংস্কারবিরোধে দ্রব্যং তদর্থত্বাৎ ॥৩৮॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্রব্যসংস্কারবিরোধে"—দ্রব্য এবং সংস্কারের বিরোধ ঘটিলে, "দ্রব্যং"—দ্রব্যই আদরণীয়, "তদর্থত্বাৎ"—যে হেতু সংস্কার তদর্থ অর্থাৎ দ্রব্যেরই (পূর্ণতার জন্য)। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। যেস্থলে মুখ্যদ্রব্য সকলসংস্কারের যোগ্য নহে, অথচ প্রতিনিধি তাদৃশ,—যেমন যূপ করিতে হইলে তক্ষণাদি সংস্কার করিতে হয়, কিন্তু মুখ্য খদির পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা এত সূক্ষ্ম যে তাহাতে তক্ষণাদি সংস্কারগুলির সাকল্যে অনুষ্ঠান করা যায় না, অথচ তক্ষণাদির উপযুক্ত স্থূল কদর-কাষ্ঠও পাওয়া গিয়াছে—তথায় কোন্‌টি গ্রহণীয়—মুখ্য না প্রতিনিধি?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—সংস্কার সকল শাস্ত্রার্থ বলিয়া তাহার লোপ করা উচিত নহে। একারণে এতাদৃশস্থলে সংস্কারানর্হ মুখ্য গ্রহণীয় নহে কিন্তু সংস্কারযোগ্য প্রতিনিধিই আদরণীয়।

ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "দ্রব্যসংস্কারবিরোধে দ্রব্যং"—দ্রব্য ও সংস্কারের মধ্যে হানোপাদানবিষয়ক বিরোধ ঘটিলে দ্রব্যনিষ্ঠ সংস্কারই হানার্হ—তাহাই

পরিত্যক্ত হইবে। কারণ, "তদর্থত্বাৎ"—দ্রব্যকে পরিপূর্ণ—যজ্ঞার্হ করিবার জন্তই সংস্কার, কিন্তু দ্রব্যলোপ করিবার জন্ত সংস্কার নহে। সুতরাং সংস্কারের অনুরোধে যদি দ্রব্যের লোপ হইবার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে সংস্কার হেয়, দ্রব্যই উপাদেয়। অতএব এস্থলে সংস্কারের হান করিয়া মুখ্য দ্রব্য খদিরেরই উপাদান কর্ত্তব্য। ইতি ১৮শ দ্রব্য ও সংস্কারের বিরোধে দ্রব্যেরই উপাদেয়তা অধিকরণ।

অর্থদ্রব্যবিরোধেঽর্থো দ্রব্যাভাবে তদুৎপত্তে-
দ্রব্যাণামর্থশেষত্বাৎ ॥ ৩৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অর্থদ্রব্যবিরোধে"—অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন এবং দ্রব্যের বিরোধ হইলে, "অর্থঃ"—প্রয়োজনই (আদরণীয় অর্থাৎ বলবৎ হইবে), "দ্রব্যাভাবে তদুৎপত্তেঃ"—কারণ, দ্রব্যের অভাব হইলেও সেই প্রয়োজনের উৎপত্তি সাধনীয়, "দ্রব্যাণাম্ অর্থশেষত্বাৎ"—যে হেতু দ্রব্যসকল প্রয়োজনেরই অঙ্গ। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। যেখানে মুখ্যদ্রব্য এত তমু যে, তাহা সংস্কারেরও অযোগ্য এবং প্রয়োজনসাধনেরও অযোগ্য; তথায়ও কি মুখ্যদ্রব্য আদরণীয়? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, মুখ্য দ্রব্য অভ্যর্হিত বলিয়া তাদৃশ স্থলেও মুখ্যই গ্রহণীয়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, কর্ম্ম বা প্রয়োজনসাধন করিবার জন্তই দ্রব্য উপাদেয়। কিন্তু দ্রব্যটি যদি সেই প্রয়োজন সম্পাদনেরই অযোগ্য হয়, তাহা হইলে তাহা মুখ্য হইলেও কি জন্ত আবশ্যক? একারণে য্ূপার্থ খদির সংস্কারের অযোগ্য হইলেও যদি পশুনিয়োজনের যোগ্য হয়, তাহা হইলে তাহাই উপাদেয়। অন্যথা তাহা মুখ্য হইলেও হেয় আর কদর প্রতিনিধি হইলেও উপাদেয়। ইতি ১৯শ মুখ্যদ্রব্য কার্য্যাসমর্থ হইলে প্রতিনিধির গ্রাহ্যতা অধিকরণ।

বিধিরপ্যেকদেশে স্যাৎ ॥৪০॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বিধিঃ"—প্রতিনিধি, "একদেশে অপি"—একদেশ-স্থলেও, অর্থাৎ অপর্য্যাপ্ত মুখ্যদ্রব্যের স্থলেও "স্যাৎ"—হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। যেস্থলে মুখ্য দ্রব্য প্রধান যাগ ছাড়া অপরাপর কার্য্যের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, তথায় প্রতিনিধি গ্রহণীয় কি না, ইহাই সংশয়। যেমন দর্শপূর্ণমাসে ব্রীহি পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে যে পুরোডাশ প্রস্তুত হইবে

তাহা মাত্র দ্ব্যবদানরূপ প্রধান কার্য্য ছাড়া ইড়া, প্রাশিত্র, স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতি শেষ কার্য্যের পক্ষে মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে। এতাদৃশ স্থলে কি মুখ্যদ্রব্য লইয়া শেষকার্য্যের লোপ স্বীকার করা উচিত অথবা প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া সকল দিক্ বজায় রাখা কর্ত্তব্য, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—মুখ্যদ্রব্য স্বার্থে নহে, কিন্তু যাগার্থে। আর তাহার দ্বারা যদি সেই যাগক্রিয়া সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহার উপর আদর কিসের? আর স্বিষ্টকৃৎ, ইড়া, প্রাশিত্র প্রভৃতি গুলিও যাগ-সম্বন্ধীয় বলিয়া ইহাদের লোপ হইলে যাগ সিদ্ধ হইবে না। একারণে অপর্য্যাপ্ত মুখ্য দ্রব্য গ্রহণ না করিয়া পর্য্যাপ্ত প্রতিনিধিই গ্রহণীয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বহ্বর্থস্য শক্যত্বাদেকদেশেন নির্বর্ত্তেতার্থানাম-বিভক্তত্বাদ্ গুণমাত্রমিতরত্তদর্থত্বাৎ ॥৪১॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অর্থস্য শক্যত্বাৎ" —অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজনীভূত যে প্রধান তাহা শক্য অর্থাৎ সম্পাদিত হইবার যোগ্য বলিয়া, "একদেশেন"—সেই একদেশ অর্থাৎ অল্প অপর্য্যাপ্ত মুখ্য দ্রব্যের দ্বারাই, "নির্বর্ত্তেত"—সম্পাদন করিতে হইবে, "অর্থানাম্ অবিভক্তত্বাৎ"—অর্থ সকল অর্থাৎ স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতি কার্য্যসকল (ঐ হবির্দ্রব্য হইতে) অবিভক্ত হইতেছে বলিয়া, "ইতরৎ"—স্বিষ্টকৃদাদি অপরাপর কর্ম্ম, "গুণমাত্রম্"—(হবিঃসংস্কাররূপ) গুণ ছাড়া আর কিছুই নহে, "তদর্থত্বাৎ"— যে হেতু ঐগুলি তদর্থ অর্থাৎ হবিঃসংস্কারস্বরূপ। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—ব্রীহি পুরোডাশ দ্বারা যাগ নিষ্পাদক বলিয়া যাগের অঙ্গ। আর স্বিষ্টকৃদাদি যাগে বিনিযুক্ত সেই পুরোডাশের সংস্কারসাধক বলিয়া পুরোডাশেরই অঙ্গ। একারণে প্রধানের অঙ্গ অপেক্ষা গুণের অর্থাৎ অঙ্গের অঙ্গ দুর্ব্বল বলিয়া মুখ্য দ্রব্য যে শ্রুত্যুক্ত ব্রীহি তাহার লোপ অপেক্ষা অঙ্গের অঙ্গ যে স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতি সেইগুলিরই লোপ হওয়া উচিত। অতএব প্রধানের অবৈগুণ্য রক্ষা করিবার জন্য স্বল্প হইলেও মুখ্যদ্রব্য যে ব্রীহি তদ্দারাই যাগ সম্পন্ন করা উচিত। আর তদনুরোধে স্বিষ্টকৃদাদি অঙ্গসংস্কারক অর্থগুলির লোপই হইবে। ইতি ২০ শ প্রধানমাত্রসমর্থমুখ্যদ্রব্যলাভে তাহারই উপাদেয়তা অধিকরণ।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ।

অথ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ

শেষাদ্ দ্ব্যবদাননাশে স্যাত্তদর্থত্বাৎ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্ব্যবদাননাশে"—দ্ব্যবদানের নাশ হইলে, "শেষাৎ" —অবশিষ্ট অংশ হইতে, "স্যাৎ"—অবদান হইবে, "তদর্থত্বাৎ"—যে হেতু তাহা যাগেরই জন্য।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপাদে যথাশক্তি অনুষ্ঠানের বিচারপ্রসঙ্গে, দ্রব্যাপচারে প্রতিনিধি দ্বারা অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে চতুর্থ ও পঞ্চম পাদদ্বয়ে অপচারাদিনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্ত বিচারিত হইবে। তন্মধ্যে এই পাদে প্রধানতঃ দ্রব্যাপচারনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্ত আলোচিত হইবে।

শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে পুরোডাশের অবদান অর্থাৎ খণ্ড করিয়া কাটিয়া লইবার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "মধ্যাৎ অবদ্যতি পূর্ব্বার্দ্ধাৎ অবদ্যতি।" যদি ঐ অবত্ত (যাগার্থে যাহা টুকরা করা হইয়াছে সেই) পুরোডাশের অপচার ঘটে, তাহা হইলে কি অবশিষ্ট পুরোডাশ হইতে পুনরায় অবদান করিয়া লইতে হইবে অথবা আজ্যের দ্বারাই কর্ম্ম সমাধা করিতে হইবে?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্ব-পক্ষবাদী বলিতেছেন "শেষাৎ স্যাৎ"—অবশিষ্ট অংশ হইতেই অবদান করিয়া লইতে হইবে। কারণ, "তদর্থত্বাৎ"—ঐ যে পুরোডাশ উহা যাগেরই জন্য প্রস্তুত। সুতরাং উহা দ্বারা যদি যাগ করা না হয়, তাহা হইলে উহা বিফল হইয়া যায়। যে হেতু দেবতার উদ্দেশ্যে যে যথাবিধি দ্রব্যত্যাগ তাহাই যাগ। অতএব এ স্থলে তাহা হইতেই অবদানান্তর কর্ত্তব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

নির্দ্দেশাদ্ বাঽন্যদাগময়েৎ ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "নির্দ্দেশাৎ"—নির্দ্দেশ অর্থাৎ বিশেষ বচনের দ্বারা নিয়ম করা আছে বলিয়া, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অন্যৎ"—অন্য হবির্দ্রব্য, "আগময়েৎ"—আনিতে হইবে। সিদ্ধান্ত।

৬

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—সমগ্র পুরোডাশটির যে মধ্যাংশ এবং পূর্ব্বার্দ্ধাংশ তাহারই অবদান করিয়া আহুতি দিবার নির্দ্দেশ অর্থাৎ বিধি আছে। সেই হ্যবদান অংশটির অপচার ঘটিলে পুরোডাশটির অবশিষ্ট অংশ হইতে অবদান করিয়া লইলে শাস্ত্রার্থ অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া সে পুরোডাশটি আর হবিঃ হইতে পারে না। অতএব "অন্তং আগময়েৎ"—অন্ত হবির্দ্রব্য আনিতে হইবে অর্থাৎ এতাদৃশ স্থলে আজ্য দিয়া আহুতি দিতে হইবে। কারণ, "নির্দ্দেশাৎ"—শ্রুতিমধ্যে "যস্ত সর্ব্বাণি হবীংষি নশ্যেয়ুর্দ্দুষ্যেয়ুরপহরেয়ুর্বা আজ্যেন তা দেবতাঃ পরিসংখ্যায় যজেত" এই বচনে মুখ্য হবির্দ্রব্যের অপচার ঘটিলে আজ্য দিয়া আহুতি দিবার বিধি আছে। ইতি ১ ম উৎপন্ন হবির্নাশে হবিরন্তরোপাদানাধিকরণ।

অপি বা শেষভাজাং স্যাদ্ বিশিষ্টকারণত্বাৎ ॥ ৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—আশঙ্কাব্যাবর্ত্তক, "শেষভাজাম্"—শেষভাগী অর্থাৎ স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতির (অবত্ত হবির নাশ হইলে), "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ লোপ হইবে, "বিশিষ্টকারণত্বাৎ"—যে হেতু বিশিষ্ট দেশই উহার কারণ হইতেছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রধান যাগের পর অবশিষ্ট হবির্দ্রব্যটি স্বিষ্টকৃৎ, ইড়া, প্রাশিত্র প্রভৃতি শেষ কার্য্যে বিনিযুক্ত হয়। যদি স্বিষ্টকৃৎ, অথবা ইড়া কিংবা প্রাশিত্রের জন্য অবত্ত হবির্দ্রব্যের সেই অংশটির অপচার ঘটে, তাহা হইলে তজ্জন্য অন্য অবত্ত গ্রহীতব্য হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—এ স্থলে যখন পূর্ব্বাধিকরণোক্ত বিষয়ের ন্যায় মধ্য অথবা পূর্ব্বার্দ্ধাদি নিয়ম নাই, অধিকন্তু ইহা যখন অপূর্ব্বপ্রযুক্ত তখন সেই হবির্দ্রব্য হইতে অন্য অবদান গ্রহণীয়।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "অপি বা শেষভাজাং স্যাৎ"। এ স্থলে সূত্রে "লোপঃ" এই পদটির অধ্যাহার করিতে হইবে। সুতরাং অর্থ হইবে এতাদৃশ স্থলে শেষভাগী স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতির অবদানের অপচার ঘটিলে সেই শেষ কার্য্যটির লোপই হইবে। কারণ, পুরোডাশাদিহবির্দ্রব্য প্রধান যাগে বিনিযুক্ত হইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বিষ্টকৃৎ, ইড়া, প্রাশিত্র প্রভৃতি শেষকার্য্যের জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভক্ত করিতে হয়। তাহার মধ্য হইতে একটির অপচার ঘটিলে অবশিষ্ট যে সকল অবদান থাকে, সেগুলি অন্য প্রতিপত্তি কর্ম্মে বিনিযোক্ষ্যমাণ বলিয়া তাহাতে অধিক অংশ না থাকার

তাহা হইতে সেই অপচরিত অংশের পূরক কোনও অবদান গ্রহণ করিতে পারা যায় না। আর প্রধান যাগের স্থলে আজ্য বচনবোধিত বলিয়া এবং এস্থলে সেরূপ বচন নাই বলিয়া অপচরিত দ্রব্যের অনুকল্পও গ্রহণীয় হইতে পারে না। আরও এস্থলে 'অপূর্ব্ব' প্রতিপত্তির প্রয়োজক নহে, যে হেতু তাহা দ্রব্যপ্রতিপত্তির অনুনিস্পাদী; কিন্তু এস্থলে অবশিষ্ট হবির্দ্রব্যরূপ বিশিষ্ট দেশই প্রতিপত্তির প্রয়োজক। সুতরাং তাহার নাশ হইলে প্রয়োজক না থাকায় সেই প্রতিপত্তিটির লোপই হইবে। ইতি ২য় শেষকার্য্যার্থ অবত্ত দ্রব্যের নাশে শেষকার্য্যলোপাধিকরণ।

নির্দ্দেশাচ্ছেষভক্ষোঽন্যৈঃ প্রধানবৎ ॥ ৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "নির্দ্দেশাৎ"—নির্দ্দেশ আছে বলিয়া, "শেষভক্ষঃ অন্যৈঃ"—শেষ অর্থাৎ শিষ্যমাণ হবির্দ্রব্যের ভক্ষণ অপরের কর্ত্তব্য, "প্রধানবৎ"—প্রধান নির্দ্দেশের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসাদি যাগে ইড়া, প্রাশিত্র প্রভৃতি হুত-শেষ হবির্দ্রব্য ভক্ষণ করিবার বিধি আছে। ইড়াতিরিক্ত যে সমস্ত শেষ অর্থাৎ শিষ্যমাণ (যাহা অবশিষ্ট থাকে তাদৃশ) দ্রব্য সেগুলির ভক্ষণ কি ঋত্বিগ্‌গণের কর্ত্তব্য অথবা অন্যের করণীয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "শেষভক্ষঃ অন্যৈঃ"—শেষভক্ষণ ঋত্বিক্‌গণের কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু অন্যেরই তাহা কৃত্য। কারণ, "প্রধানবৎ নির্দ্দেশাৎ"—যেমন আগ্নেয় পুরোডাশাদি সমগ্র হবির্দ্রব্যের মধ্যে দ্ব্যবদান নির্দ্দেশ থাকায় তথায় পরিসংখ্যাবলে সেইটুকু মাত্রই প্রধান অর্থাৎ যাগীয় বা মুখ্যদেবতাকে দেয়, অবশিষ্ট অংশটি অযাগীয় বলিয়া প্রতিপত্তিযোগ্য; সেইরূপ এ স্থলেও সর্ব্বভক্ষণ প্রাপ্ত বলিয়া "যজমানপঞ্চমা ইড়াং ভক্ষয়ন্তি" এই শ্রুতিবচনে পরিসংখ্যামূলে যজমান এবং চারিজন ঋত্বিকের জন্য ইড়া নামক অংশটিই ভক্ষ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া অবশিষ্ট প্রাশিত্রাদি অংশ ঋত্বিগ্‌গণের ভক্ষ্য নহে, কিন্তু তাহা অন্যেরই ভক্ষণীয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সর্ব্বৈর্বা সমবায়াৎ স্যাৎ ॥ ৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সর্ব্বৈঃ"—সকলেরই, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ ভক্ষণ কর্ত্তব্য হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "সমবায়াৎ"—সম্বন্ধ আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—কর্ম্মে যে কয়জন ঋত্বিক্ আছেন, সকলেই শেষভক্ষণের অধিকারী। কারণ, সকলে মিলিয়াই কর্ম্ম করিতেছেন। আর কর্ম্মকরগণের বলাধানই যখন শেষভক্ষণরূপ প্রতিপত্তির দৃষ্ট ফল, তখন যে কয়জন কর্ম্মে নিযুক্ত সকলেরই বলাধান কর্ম্মে আবশ্যক। ইতি সিদ্ধান্ত।

নির্দ্দেশস্য গুণার্থত্বম্ ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। "নির্দ্দেশস্য"—উক্ত নির্দ্দেশের, "গুণার্থত্বম্"—গুণার্থতা আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি বলা হয় এরূপ হইলে "যজমানপঞ্চমাঃ" ইত্যাদি বাক্যে যে ঋত্বিক্গণের নির্দ্দেশ তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বলিব "নির্দ্দেশস্য গুণার্থত্বম্"—ঐ যে শ্রুতিবচনে নির্দ্দেশ, যজমানরূপ গুণবিধানই উহার প্রয়োজন। কারণ, কর্ম্মকর বলিয়া ঋত্বিগ্‌গণের প্রাপ্তি হইলেও যজমান কর্ম্মকর না হওয়ায় তাহার প্রাপ্তি নাই। একারণে এই বচনের দ্বারা তাহার প্রাপ্তি বিধান করা হইয়াছে।

প্রধানে শ্রুতিলক্ষণম্ ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রধানে"—দ্ব্যবদানরূপ প্রধান কর্ম্মে, "শ্রুতিলক্ষণম্"—শ্রুতিই প্রমাণ।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি বলা হয়, দ্ব্যবদানস্থলে যখন পরিসংখ্যা তখন এখানেও তাহা না হইবে কেন? এতদুত্তরে বলিতেছেন "প্রধানে শ্রুতিলক্ষণম্"—দ্ব্যবদান স্থলে হবিঃ বচনান্তর প্রাপ্ত বলিয়া তথায় অন্য বিধেয় না থাকায় আনর্থক্য পরিহারের জন্য পরিসংখ্যা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এস্থলে যখন অপ্রাপ্ত যজমানের বিধি হইতে পারে, তখন দোষত্রয়যুক্ত পরিসংখ্যা স্বীকার করা অনুচিত।

অর্থবদিতি চেৎ ॥ ৮ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অর্থবৎ"—(পরিসংখ্যাবিধান) অর্থবৎ হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, সর্ব্বভক্ষণ হইতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞে হুতাবশিষ্ট দ্রব্য এত

অধিক যে, তাহা খাইলে ঋত্বিগ্‌গণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু যদি তাঁহারা কেবলমাত্র ইড়া অংশটি ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। এ কারণে উক্ত স্থলের অনিষ্ট পরিহারের জন্য এস্থলে পরিসংখ্যাই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব পরিসংখ্যা বিধানই অর্থবৎ অর্থাৎ সার্থক। ইতি আশঙ্কা।

ন চোদনাবিরোধাৎ ॥ ৯ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, "চোদনাবিরোধাৎ"—যে হেতু বিধিবিরোধ হয়। আশঙ্কানিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে। কারণ, অশ্বমেধেও শেষদ্রব্যের সর্ব্বভক্ষণ প্রাপ্ত হইলেও তাহার ফলে ঋত্বিক্‌গণ বিপন্ন হইতে পারেন। আর তাহা হইলে অবশিষ্ট ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে না। কিন্তু ইহা চোদনাবিরুদ্ধ অর্থাৎ ইহাতে প্রধান কর্ম্মের যে বিধি, যাহার বলে সমাপ্তি অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। এ কারণে তাদৃশ স্থলে এই প্রকৃতিযাগীয় যে সর্ব্বভক্ষণ তাহা বিকৃতিভূত অশ্বমেধ যাগে অতিদেশবলে প্রাপ্ত হইলেও প্রধান কর্ম্মের পাছে লোপাপত্তি হয় এই কারণে মুখ্যের অনুরোধে তাহার বাধই হইবে। আর সেই যে বাধ তাহা অর্থতঃ প্রাপ্ত বলিয়া তাহা বিধির বিষয় নহে। কিন্তু তাই বলিয়া যে বিধিপ্রাপ্ত প্রকৃতিযাগীয় সর্ব্বভক্ষণ সর্ব্বত্র পরিসংখ্যাত হইবে তাহা নহে। অতএব ঋত্বিগ্‌গণেরই সর্ব্বভক্ষণ। ইতি ২য় শেষভক্ষণে ঋত্বিঙ্‌নিয়মাধিকরণ (ঋত্বিগ্‌গণেরই শেষভক্ষণাধিকরণ)।

অর্থসমবায়াৎ প্রায়শ্চিত্তমেকদেশেঽপি ॥ ১০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অর্থসমবায়াৎ"—অর্থের অর্থাৎ নিমিত্তের সহিত সমবায় অর্থাৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া "একদেশে অপি"—একদেশ ভগ্ন হইলেও, "প্রায়শ্চিত্তম্"—প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠেয়।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস যাগের কপাল সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন "ভিন্নে জুহোতি স্কন্নে জুহোতি" অর্থাৎ কপাল যদি ভিন্ন বা স্কন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে হোম করিতে হইবে। এই যে প্রায়শ্চিত্ত ইহা কি কপাল সর্ব্বভিন্ন হইলে অর্থাৎ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া কর্ম্মের অযোগ্য হইলে কর্ত্তব্য অথবা একদেশ ভিন্ন হইলে অর্থাৎ খানিকটা অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে অনুষ্ঠেয়,—ইহাই সংশয়।

ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—ভেদনই যখন প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত আর একদেশ ভঙ্গেও যখন ভেদনই হয়, তখন সর্ব্বভঙ্গে ত প্রায়শ্চিত্ত হইবেই, অধিকন্তু খানিকটা অংশ ভাঙ্গিয়া গেলেও প্রায়শ্চিত্ত করণীয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

ন ত্বশেষে বৈগুণ্যাত্তদর্থং হি ॥ ১১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পক্ষান্তরসূচক, "অশেষে ন"—সর্ব্বভঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠেয় নহে, "হি"—যে হেতু, "বৈগুণ্যাৎ তদর্থং"—একদেশ-ভঙ্গে বৈগুণ্য হয় বলিয়া তজ্জন্যই প্রায়শ্চিত্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—সিদ্ধান্তী যে বলিয়াছেন, একদেশভঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য, তাহা অনুমোদন করি। কারণ, তাহাতে বৈগুণ্য ঘটে বলিয়া প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তাহার সমাধান করা আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া যে সর্ব্বভঙ্গেও প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠেয় তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, যাহা সাকল্যে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা প্রয়োজনের অযোগ্য বলিয়া তাহাতে হবির্দ্রব্য নিরুপ্ত হয় না। এ কারণে অভঙ্গপাত্রে যে হবির্নির্বাপের বিধি, তাহার বৈগুণ্য না হওয়ায় তজ্জন্ত প্রায়শ্চিত্তও হইতে পারে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

স্যাদ্বা প্রাপ্তনিমিত্তত্বাদতদ্ধর্ম্মো নিত্যসংযোগান্ন হি তস্য গুণার্থেনানিত্যত্বাৎ ॥ ১২ ॥ (উঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যাৎ"—(সর্ব্বভঙ্গেও) হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবর্ত্তক, "প্রাপ্তনিমিত্তত্বাৎ"—যে হেতু ভেদরূপ নিমিত্ত প্রাপ্ত (উপস্থিত) হইতেছে, "অতদ্ধর্ম্মঃ"—তদ্ধর্ম্ম নহে অর্থাৎ ভগ্ন কপালের সংস্কাররূপ ধর্ম্ম নহে, "নিত্যসংযোগাৎ"—যে হেতু (হোমের) সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ নিত্য হইতেছে, "তস্য"—তাহার অর্থাৎ কপালভঙ্গের, "গুণার্থেন ন হি"—গুণার্থ হইতে পারে না, "অনিত্যত্বাৎ"—কারণ, তাহা (ভঙ্গ) অনিত্য—কাদাচিৎক।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা হইতেছে, "স্যাদ্বা"—সমগ্রভাবে ভগ্ন হইলেও প্রায়শ্চিত্ত হইবে। কারণ, "প্রাপ্তনিমিত্তত্বাৎ"—তথায়

প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত যে ভেদন অর্থাৎ ভঙ্গ তাহা প্রাপ্ত অর্থাৎ উপস্থিত রহিয়াছে। আর পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বৈগুণ্যসমাধানরূপ সংস্কারপক্ষ স্বীকার করিয়া একদেশ ভঙ্গে হোমের অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ, তাহা হইলে "ভিন্নে জুহোতি" এই বাক্যের 'ভিন্ন' শব্দটি সংস্কার-প্রতিপাদক হওয়ায় উহা আর নিমিত্ত-প্রতিপাদন করিতে পারে না। আর তাহা হইলে হোম নৈমিত্তিক হয় না। আর নৈমিত্তিক না হইলে উহা নিত্য হইয়া পড়ে। কিন্তু ঐ যে কপাল-ভেদন উহা কাদাচিৎক বলিয়া 'ভিন্ন'শব্দপ্রতিপাদিত যে সংস্কার্য্যত্ব তাহা অনিত্য হইয়া যায়। আর তাহা হইলে অনিত্য সংস্কারের সহিত নিত্য হোমের সম্বন্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ হয়। এ কারণে এই পক্ষটি স্বীকার করা যায় না। এই সমস্ত কথা সূত্রের "অতদ্ধর্ম্মো নিত্যসংযোগাৎ, ন হি তস্য গুণার্থেন অনিত্যত্বাৎ" এই অংশে সূচিত হইয়াছে। ইতি উত্তর।

গুণানাং চ পরার্থত্বাদ্ বচনাদ্ ব্যপাশ্রয়ঃ স্যাৎ ॥১৩॥

অক্ষরার্থ। "গুণানাং চ পরার্থত্বাৎ"—গুণসকল পরার্থ অর্থাৎ প্রধানের উপকারক বলিয়া, "বচনাৎ"—বচন হেতু অর্থাৎ বিশেষ বচন থাকিলে, "ব্যপাশ্রয়ঃ স্যাৎ"—অন্যত্র বিনিয়োগ হইতে পারে।

ভাষ্যভাবার্থ। হোম যে ভিন্নসংস্কারার্থ হইতে পারে না, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন "গুণানাং চ পরার্থত্বাৎ" ইত্যাদি। বিশেষ বচন না থাকিলে একটি গুণ অপর একটি গুণের উপকারক অর্থাৎ অঙ্গ বা গুণ হইতে পারে না। এ কারণে শ্রুত্যুক্ত 'ভিন্ন' শব্দটি যদি সংস্কার-প্রতিপাদক হয়, তাহা হইলে প্রকরণ অনুসারে তাহা প্রধানেরই উপকারক হয় এবং হোমও প্রধানেরই উপকারক হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে হোম ভেদনের গুণ হইতে পারে না।

ভেদার্থমিতি চেৎ ॥ ১৪ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "ভেদার্থম্"—ভেদ নিবৃত্তির জন্যই (হোম), "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা করিয়া বলিতে পারেন, এই যে হোম, ইহা ভেদনিবৃত্তির জন্যই কর্ত্তব্য বলিয়া ভেদেরই অঙ্গ। কারণ, যে অংশটি ভিন্ন (ভগ্ন) হইয়াছে তাহার সন্ধান আবশ্যক। আশঙ্কা।

নাশেষভূতত্বাৎ ॥ ১৫ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, "অশেষভূতত্বাৎ"—যে হেতু উহা অঙ্গ নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—হোম করিলে যে ভগ্ন অংশটি জোড়া লাগে ইহা কেহ দেখে নাই। এ কারণে হোম অদৃষ্টার্থক হওয়ায় ভেদনের অঙ্গ নহে।

অনর্থকশ্চ সর্ব্বনাশে স্যাৎ ॥ ১৬ ॥

অক্ষরার্থ। "সর্ব্বনাশে"—সর্ব্বনাশ হইলে অর্থাৎ সমগ্র অংশটি নষ্ট হইলে, "অনর্থকঃ চ স্যাৎ"—অনর্থকও হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। আরও "ভিন্নং কপালম্ অপ্সু প্রহরতি" এই শ্রুতিবাক্যে ভিন্ন (ভগ্ন) দ্রব্যটি জলে ফেলিয়া দিবার বিধান থাকায় অঙ্গী নাই বলিয়া অঙ্গও থাকিতে পারে না। অতএব হোম ভেদের অঙ্গী নহে। আরও উপধান না করিলে সেই ভগ্ন কপাল অদৃষ্টজনক হয় না। এ কারণে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অতএব সর্ব্বভঙ্গে এবং একদেশভঙ্গে উভয় নিমিত্তেই প্রায়শ্চিত্তহোম করণীয়। ইতি ৪র্থ একদেশভঙ্গেও প্রায়শ্চিত্তের করণীয়তা অধিকরণ।

ক্ষামে তু সর্ব্বদাহে স্যাদেকদেশস্যা-
বর্জ্জনীয়ত্বাৎ ॥ ১৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ক্ষামে"—অনিবেদিত হবির্দ্রব্য ভস্ম হইলে (পুড়িয়া গেলে), "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "সর্ব্বদাহে"—সর্ব্বদাহ হইলে অর্থাৎ অধিকাংশ ভাগটি দগ্ধ হইলেই, "স্যাৎ"—(প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠেয়) হইবে, "একদেশস্য অবর্জ্জনীয়ত্বাৎ"—যে হেতু একদেশদাহ সর্ব্বত্র অপ্রত্যাখ্যেয়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে —"অথ যস্য পুরোডাশৌ ক্ষায়তস্তং যজ্ঞং বরুণো গৃহ্ণাতি। যদা তদ্ধবিঃ সন্তিষ্ঠেত অথ স তদেব হবির্নির্ব্বপেৎ। যজ্ঞো হি যজ্ঞস্য প্রায়শ্চিত্তিঃ"

অর্থাৎ যে যজ্ঞের পুরোডাশ দগ্ধ হয়, সেই যজ্ঞকে বরুণ গ্রহণ করে। আর তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে অপর একটি হবির্নির্বাপ করিতে হয়। এই যে প্রায়শ্চিত্ত, ইহা কি সর্ব্বদাহে কর্ত্তব্য অথবা একদেশদাহে অনুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্তপক্ষ উল্লেখ করিয়া অধিকরণ আরম্ভ করা হইতেছে "ক্ষামে তু সর্ব্বদাহে স্যাৎ"—পুরোডাশের সমস্ত অংশটা দগ্ধ হইলেই এই ক্ষামবতী ইষ্টি করণীয়। কারণ, "একদেশস্য অবর্জ্জনীয়ত্বাৎ"—পুরোডাশ প্রস্তুত করিতে গেলে তাহার একদেশ দাহ অবর্জ্জনীয়; যে হেতু, উত্তপ্ত কপালের উপর আম পুরোডাশ রাখিয়া তদুপরি অঙ্গাররাশি দিয়া পাক করিতে হয়। আর তাহাতে কিছু কিছু দাহ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং একদেশ দাহ নিত্য। কিন্তু এই প্রায়শ্চিত্তটি নৈমিত্তিক। একারণে একদেশ দাহে প্রায়শ্চিত্ত নাই, সর্ব্বদাহেই প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠেয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

দর্শনাদ্বৈকদেশে স্যাৎ ॥ ১৮ ॥

অক্ষরার্থ। "দর্শনাৎ"—(সমাপ্তি) দৃষ্ট হয় বলিয়া, "বা"—পূর্ব্বপক্ষসূচক, "একদেশে স্যাৎ"—একদেশদাহে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "একদেশে স্যাৎ"—একদেশ অর্থাৎ কোনও অংশবিশেষ দগ্ধ হইলেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কারণ, "দর্শনাৎ"—ঐ শ্রুতিবাক্যে সেই পুরোডাশ দিয়াই যজ্ঞ সমাপ্ত করিবার কথা বলা হইয়াছে। ইহা কিন্তু সর্ব্বদাহ পক্ষে উপপন্ন হয় না। কারণ, পুরোডাশটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহা কর্ম্মের অযোগ্য হওয়ায় তদ্দারা যাগসমাপ্তি সম্ভবযুক্তিক নহে। ইতি আশঙ্কা।

অন্যেন বৈতচ্ছাস্ত্রাদ্ধি কারণপ্রাপ্তিঃ ॥ ১৯ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "অন্যেন"—অন্য হবির্দ্রব্যের দ্বারা, "বা"—আশঙ্কা নিরাসার্থক, "এতৎ"—ইহা অর্থাৎ যজ্ঞ সমাপন (কর্ত্তব্য), "হি"—যেহেতু, "শাস্ত্রাৎ"—এই শাস্ত্র হইতেই, "কারণপ্রাপ্তিঃ"—কারণপ্রাপ্তি হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—সেই পুরোডাশের দ্বারা যজ্ঞসমাপন কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু অন্য হবির্দ্রব্যের দ্বারাই তাহা সমাপনীয়; যে

হেতু ইহা শাস্ত্রবচন হইতেই সিদ্ধ। আর অন্য হবির্দ্রব্যের দ্বারা যজ্ঞ সমাপনীয় হইলেও সর্ব্বদাহরূপ নিমিত্ত বর্ত্তমান থাকায় তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তও কর্ত্তব্য। ইতি আশঙ্কানিরাস।

তদ্ধবিঃশব্দান্নেতি চেৎ ॥ ২০ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "তদ্ধবিঃশব্দাৎ"—সেই হবির উল্লেখ আছে বলিয়া, "ন"—না অর্থাৎ অন্য হবির্দ্রব্যের দ্বারা সমাপ্য হইতে পারে না, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরপি আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, অন্য হবির্দ্রব্যের দ্বারা যে সেই যজ্ঞটি সমাপনীয় হইবে, তাহা হইতে পারে না; কারণ, বিষয়বাক্যীয় উক্ত শ্রুতিমধ্যে "তদ্ধবিঃ" এই প্রকার উল্লেখ থাকায় তাহার দ্বারাই যজ্ঞ সমাপনীয়। আর তাহা সর্ব্বদাহে সম্ভব নহে। এ কারণে একদেশদাহে প্রায়শ্চিত্ত। ইতি আশঙ্কা।

স্যাদন্যায়ত্বাদিজ্যাগামী হবিঃশব্দস্তল্লিঙ্গসংযোগাৎ ॥ ২১ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ অন্য হবির্দ্রব্যের দ্বারাই সমাপনীয় হইবে, "হবিঃশব্দঃ ইজ্যাগামী"—এই যে হবিঃশব্দ উহা যাগ-বোধক, "তল্লিঙ্গসংযোগাৎ"—যেহেতু তাহারই হেতু সংযুক্ত রহিয়াছে। ইতি আশঙ্কা নিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে বলিতে-ছেন—এস্থলে 'হবিঃ'শব্দটি লক্ষণায় তদ্ধবিষ্ক কর্ম্মবোধক অর্থাৎ যাগবোধক; কারণ, উক্ত বিষয়বাক্যে "সন্তিষ্ঠেত" এই পদটি থাকায় ইহাই সূচিত হয়; যেহেতু "সন্তিষ্ঠেত" অর্থ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আর মুখ্য হবির্দ্রব্য বিনষ্ট হইলে হবির্দ্রব্যান্তর না হইলে যাগ সমাপন হইতে পারে না। অতএব সর্ব্বদাহেই প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। ইতি ৫ম ক্ষামেষ্টি ন্যায়।

যথাশ্রুতীতি চেৎ ॥ ২২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "যথাশ্রুতি"—শ্রুতিমধ্যে যেমন উল্লেখ আছে তদনুসারেই (প্রায়শ্চিত্ত) কর্ত্তব্য, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসের যে দুইবার দোহন হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন, "যস্যোভয়ং হবিরার্ত্তিমার্চ্ছেদৈন্দ্রং পঞ্চশরাবমোদনং নির্বপেৎ" অর্থাৎ যাহার উভয় হবিঃ আর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে, সে ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে পঞ্চশরাব নির্ব্বাপ করিবে। এই যে প্রায়শ্চিত্তাত্মক পঞ্চশরাবযাগ, ইহা কি দোহদ্বয়ের আর্ত্তিতেই কর্ত্তব্য অথবা একটি দোহের আর্ত্তি হইলেও অনুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "যথাশ্রুতি"—শ্রুতিমধ্যে যেমন উল্লেখ আছে, সেইরূপই কর্ত্তব্য। আর দোহদ্বয়ের আর্ত্তিকেই উক্ত পঞ্চশরাবযাগের নিমিত্ত বলা হইয়াছে। অতএব অত্র 'উভয়' শব্দ বিবক্ষিত। সুতরাং যদি দুইটি দোহেরই অপচার ঘটে তবেই প্রায়শ্চিত্তরূপে পঞ্চশরাবযাগ অনুষ্ঠেয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন তল্লক্ষণত্বাদুপপাতো হি কারণম্ ॥ ২৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন তৎ"—উহা সঙ্গত নহে, "লক্ষণত্বাৎ"—যেহেতু উহা উপলক্ষণ, "উপপাতঃ হি কারণম্"—যেহেতু উপপাত অর্থাৎ নাশই কারণ।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—এস্থলে আর্ত্তিই কারণ বা নিমিত্ত বটে। কিন্তু কেবলমাত্র আর্ত্তি বলিলে তাহা সাকাঙ্ক্ষ থাকে বলিয়া নিমিত্তত্ব পরিপূর্ণ হয় না। এ কারণে বলিতে হয় যে, হবিঃশব্দের অর্থও বিবক্ষিত। আর তাবন্মাত্রেই নিমিত্তত্ব পর্য্যাপ্ত হইয়া যায় বলিয়া এখানে 'উভয়' শব্দটি বিবক্ষিত নহে। অতএব একনাশে এবং উভয়নাশে সকল অবস্থাতেই ঐ ওদন প্রায়শ্চিত্তরূপে নির্বপণীয়। ইতি ৬ষ্ঠ হবিরার্ত্ত্যধিকরণ।

হোমাভিষবভক্ষণং চ তদ্বৎ ॥ ২৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "হোমাভিষবভক্ষণং চ"—হোমাভিষবভক্ষণও, "তদ্বৎ"—পূর্ব্বের ন্যায় হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "হবির্ধানে গ্রাবভিরভিষুত্য আহবনীয়ে হুত্বা প্রত্যঞ্চঃ পরেত্য সদসি সোমান্ ভক্ষয়ন্তি"। এ স্থলে কি অভিষব এবং হোম উভয়ই মিলিতভাবে ভক্ষণের নিমিত্ত অথবা এক একটিই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে হেতু, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "তদ্বৎ"—পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায় এস্থলেও হোম এবং অভিষব এক একটিই পৃথক্ পৃথক্ভাবে ভক্ষণের হেতু। অন্যথা উভয়ের সাহিত্য বিবক্ষিত হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

উভাভ্যাং বা ন হি তয়োর্ধর্ম্মশাস্ত্রম্ ॥ ২৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "উভাভ্যাং"—উভয় নিমিত্তেই (ভক্ষণ), "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "হি"—যেহেতু, "তয়োঃ"—হোম ও অভিষবে, "ধর্ম্মশাস্ত্রং ন"—ভক্ষণের ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ বিধেয়তা নাই। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে নিমিত্তত্ব কথিত হইতেছে না। কিন্তু ভক্ষণক্রিয়ার প্রতি হোম ও অভিষবকর্ত্তার যে অঙ্গত্ব তাহা প্রাপ্ত ছিল না; এজন্য তাহারই বিধান করা হইয়াছে। আর তাহা হইলে হোম এবং অভিষবের যে নিমিত্ততা তাহা অর্থতঃপ্রাপ্ত বলিয়া তাহাদের যে সাহিত্য প্রতীয়মান হইতেছে, তাহাও বিবক্ষিত, কারণ, ইহাতে বাক্যভেদ হয় না। অতএব এস্থলে হোম এবং অভিষব উভয়ে মিলিতভাবেই ভক্ষণের নিমিত্ত। ইতি ৭ ম হোমাভিষবোভয় কর্ত্তার ভক্ষণাধিকরণ।

পুনরাধেয়মোদনবৎ ॥ ২৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পুনরাধেয়ং"—পুনরাধেয়, "ওদনবৎ"—পূর্ব্বোক্ত পঞ্চশরাব ওদনের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অগ্নিহোত্র প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "যস্য উভৌ অনুগতৌ অভিনিম্রোচেয়াতাম্, সূর্য্যো বাভ্যুদিয়াৎ পুনরাধেয়ং তস্য প্রায়শ্চিত্তিঃ।" ভাবার্থ এই যে, যে আহিতাগ্নি ব্যক্তির আহবনীয় এবং গার্হপত্য এই উভয় অগ্নি অনুগত অর্থাৎ নষ্ট হইয়া যাওয়া অবস্থায় সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্ত হইয়া পড়ে, তাহার পুনরাধেয় কর্ত্তব্য ; ইহাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত।

এ স্থলে সংশয় এই যে, যে কোন একটি অগ্নির নাশ হইলেও কি পুনরাধান কর্ত্তব্য অথবা দুইটি বহ্নিরই নাশ হইলে তবেই পুনরাধেয় করণীয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "পুনরাধেয়ম্ ওদনবৎ"—এই যে পুনরাধান ইহাও ওদনের ন্যায় অর্থাৎ পূর্ব্বে বিচারিত ঐন্দ্র পঞ্চশরাব ওদনের ন্যায় অন্যতরনিমিত্তক বুঝিতে হইবে। অতএব একতর অগ্নির নাশেও প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

দ্রব্যোৎপত্তের্বোভয়োঃ স্যাৎ ॥ ২৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্রব্যোৎপত্তেঃ"—অগ্নিরূপ দ্রব্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "উভয়োঃ"—উভয় অগ্নির নাশ হইলে তবেই, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ পুনরাধান কর্ত্তব্য হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—এস্থলে অগ্নিরূপ দ্রব্যের উৎপত্তিই প্রায়শ্চিত্তাত্মক পুনরাধানের দৃষ্ট প্রয়োজন। আর আধানে যে কেবলমাত্র একটি অগ্নিই উৎপন্ন হয় তাহা নহে, কিন্তু আহবনীয় এবং গার্হপত্য এই দুইটি অগ্নি মিলিতভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে; যেহেতু শ্রুতিমধ্যে "অগ্নী আদধীত" এস্থলে "অগ্নী" এই পদে দ্বিবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং একটি অগ্নি অনুগত অর্থাৎ নষ্ট হইলেও অপর একটি বিদ্যমান থাকায় বস্তুগত্যা আধান-সিদ্ধ অগ্নির আত্যন্তিক নাশ হয় নাই বলিয়া এবং একটির উৎপত্তিতে দুইয়ের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না বলিয়া একটির নাশে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য নহে কিন্তু উভয় অগ্নির নাশেই পুনরাধেয়রূপ প্রায়শ্চিত্ত করণীয়। ইতি ৮ম উভয়াগ্নি নাশে পুনরাধানরূপ প্রায়শ্চিত্তাধিকরণ।

পঞ্চশরাবস্তু দ্রব্যশ্রুতেঃ প্রতিনিধিঃ স্যাৎ ॥ ২৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পঞ্চশরাবঃ"—পঞ্চশরাবযাগ, "তু"—অধিকরণান্তর-সূচক, "দ্রব্যশ্রুতেঃ"—দ্রব্য উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া, "প্রতিনিধিঃ স্যাৎ" —যাগের প্রতিনিধি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বে ঐ যে পঞ্চশরাব ওদনের বিষয় উল্লিখিত হইল, উহা কি দ্রব্যপ্রতিনিধি অথবা উহা একটি স্বতন্ত্র কর্ম্ম; ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন উহা কর্ম্মান্তর নহে, কিন্তু পূর্ব্বকর্ম্মেরই সান্নায্য দ্রব্যের প্রতিনিধিস্বরূপ দ্রব্যান্তর, যে হেতু তাহারই দোহস্বরূপ সান্নায্যের (হবি-র্দ্রব্যের) অপচার ঘটিলে তাহারই প্রতিনিধিদ্রব্যরূপে ইহা বিহিত হইয়াছে, কারণ, দ্রব্য ব্যতীত যাগ হইতে পারে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

চোদনা বা দ্রব্যদেবতাবিধেরবাচ্যে হি ॥ ২৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "চোদনা"—(ইহা) স্বতন্ত্র একটি কর্ম্ম, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "দ্রব্যদেবতাবিধেঃ"—যে হেতু দ্রব্য এবং দেবতা উভয়েরই বিধি আছে, "হি"—যেহেতু, "অবাচ্যে"—ইন্দ্র এবং মহেন্দ্ররূপ দুইটি দেবতা ইন্দ্রশব্দের অবাচ্য। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "ঐন্দ্রং পঞ্চশরাবম্" এস্থলে দ্রব্য এবং দেবতা উভয়েরই যখন প্রতীতি হইতেছে, তখন ইহাকে কর্ম্মান্তর না বলিয়া উপায় নাই। কারণ, পূর্ব্বপ্রাপ্ত কর্ম্মে যদি এতদুভয়েরই বিধি বলা হয়, তাহা হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। অতএব ইহা দ্রব্যদেবতাবিশিষ্ট কর্ম্মান্তর। ইতি ৮ম হবিরার্ত্তিস্থলে কর্ম্মান্তর বিধানাধিকরণ।

স প্রত্যাম্নেৎ স্থানাৎ ॥ ৩০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সঃ"—ঐ পঞ্চশরাব যাগ, "প্রত্যামনেৎ"—প্রত্যাম্নাত হইবে অর্থাৎ প্রতিনিধিরূপে বিহিত হইবে, "স্থানাৎ"—যে হেতু তাহার স্থানে বিহিত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যে পঞ্চশরাবনিষ্পাদিত ওদন দ্বারা সম্পাদ্য ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠেয় যাগ—যাহাকে পূর্ব্বাধিকরণে কর্ম্মান্তর বলিয়া প্রতিপাদন করা হইল, তাহা কি দর্শযাগের প্রতিনিধি অথবা তাহার অঙ্গ, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ইহা যখন প্রত্যাম্নায় তখন ইহা প্রতিনিধিই হইবে। কারণ, উভয় হবির আর্ত্তি (অপচার) ঘটায় দ্রব্যাভাবহেতু দর্শযাগ নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। আর তাহারই স্থানে এই ঐন্দ্র পঞ্চশরাব যাগ প্রত্যাম্নাত—পুনরুপদিষ্ট হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অঙ্গবিধির্বা নিমিত্তসংযোগাৎ ॥ ৩১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অঙ্গবিধিঃ"—উহা অঙ্গবিধি, "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবৃত্তিসূচক, "নিমিত্তসংযোগাৎ"—যেহেতু নিমিত্তের সহিত সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রারব্ধ কর্ম্ম অবশ্য সমাপনীয়, এ কারণে প্রাক্তন দ্রব্য যে দধি এবং পয়ঃ তাহার নাশ হইলেও অন্য পয়ঃ এবং অন্য দধির দ্বারা দর্শযাগ অনুষ্ঠিত হইবে। আর সেই হবিরার্ত্তিজনিত বৈগুণ্যের পরিহার করিবার নিমিত্ত সেই দর্শযাগের অঙ্গরূপে পঞ্চশরাব যাগ কর্ত্তব্য। অতএব ঐ প্রকার নিমিত্তের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া উহা দর্শের প্রতিনিধি নহে, কিন্তু তাহার অঙ্গ। ইতি ১০ম নৈমিত্তিক পঞ্চশরাব যাগের দর্শাঙ্গতাধিকরণ।

বিশ্বজিত্ত্বপ্রবৃত্তে ভাবঃ কর্ম্মণি স্যাৎ ॥ ৩২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বিশ্বজিৎ"—বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "অপ্রবৃত্তে"—প্রবৃত্ত না হইলে (কর্ত্তব্য হইবে), "ভাবঃ"—(সত্রফলের) ভাব (উৎপত্তি), "কর্ম্মণি স্যাৎ"—উক্ত কর্ম্মে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "যঃ সত্রায়াগুরতে স বিশ্বজিতা যজেত" অর্থাৎ যে সত্র করিবার সঙ্কল্প করিবে সে বিশ্বজিৎ যাগ করিবে। সঙ্কল্প করিয়া কেহ বা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় কেহ বা হয় না। এস্থলে কোন্ ব্যক্তির বিশ্বজিৎ কর্ত্তব্য? ইহাতে একদল পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এস্থলে যখন কোনও বিশেষ নির্দ্দেশ নাই তখন সঙ্কল্প করিয়া প্রবৃত্ত এবং অপ্রবৃত্ত উভয়েরই বিশ্বজিৎ কর্ত্তব্য। অপর একদল বলেন, সঙ্কল্প করিয়া যে ব্যক্তি ঐ সত্রযাগে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহারই বিশ্বজিৎ অনুষ্ঠেয়। কেন না, তাহা হইলেই এস্থলে যে সঙ্কল্পরূপ নিমিত্ত নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বিশ্বজিৎ যাগের বিধান আছে, তদ্বশে পূর্ব্বাধিকরণোক্ত যুক্তি অনুসারে ঐ বিশ্বজিৎ যাগ সত্রের অঙ্গ হইয়া পড়ে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "বিশ্বজিৎ তু অপ্রবৃত্তে স্যাৎ"—সত্রের সঙ্কল্প করিয়া যে ব্যক্তি তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না তাহারই প্রায়শ্চিত্তরূপে বিশ্বজিৎ

যাগ অনুষ্ঠেয়। যেহেতু তাহা হইলেই এস্থলে "যঃ সত্রায়াগুরতে" এই অংশটিকে যে নিমিত্তরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সুসঙ্গত হয়। আর এস্থলে যাগই যখন হয় নাই তখন তাহার বৈগুণ্য হইতে পারে না। এ কারণে তৎসাঙ্গতার্থ যে উহা তাহার অঙ্গ হইবে তাহাও বলা চলে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

নিষ্ক্রয়বাদাচ্চ ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরার্থ। "নিষ্ক্রয়বাদাৎ চ"—নিষ্ক্রয় বচন আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। উহা যে অঙ্গ নহে তাহার আরও হেতু এই যে, শ্রুতিমধ্যে "সর্ব্বাভ্যো বা এব দেবতাভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পৃষ্ঠেভ্য আত্মানম্ আগুরতে যঃ সত্রায়াগুরতে" এই বাক্যে সত্রাগোরণকারীর নিন্দা করিয়া এবং "স বিশ্বজিতা অতিরাত্রেণ সর্ব্বপৃষ্ঠেন সর্ব্ববেদসদক্ষিণেন যজেত" এই বাক্যে তৎপ্রায়শ্চিত্তরূপে বিশ্বজিৎ যাগ বিধান করিয়া তদনন্তর "সর্ব্বাভ্য এব দেবতাভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পৃষ্ঠেভ্য আত্মানং নিষ্ক্রীণীতে" এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে, সেই সত্রাগোরণকারী বিশ্বজিৎ যাগ করিয়া, দেবতোদ্দেশে সঙ্কল্পিত কর্ম্মের অকরণ জন্য যে ঋণ হয়, তাহা হইতে আপনাকে নিষ্ক্রীত করে। অতএব এই নিষ্ক্রয়বাদ আছে বলিয়াও ইহা অঙ্গ নহে। ইতি ১১শ সত্রাগোরণকারী অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিশ্বজিদাবশ্যকতা অধিকরণ।

বৎসসংযোগে ব্রতচোদনা স্যাৎ ॥ ৩৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বৎসসংযোগে"—বৎসব্রতসংযোগ (বাক্যে), "ব্রত-চোদনা স্যাৎ"—বৎসবিশিষ্ট ব্রতবিধি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "বর্হিষা পূর্ণমাসে ব্রতমুপৈতি বৎসৈরমাবাস্যায়াম্" অর্থাৎ পূর্ণমাসে বর্হির এবং অমাবাস্যায় বৎসের ব্রত করিবে। এই যে দর্শে ব্রত অর্থাৎ ভোজন ইহাতে কি বৎস যাহার সাধন তাদৃশ ব্রত বিহিত হইয়াছে, অথবা ইহাতে বৎস ব্রতে বিহিত হইয়াছে কিংবা বৎসের দ্বারা ব্রতের কাল লক্ষিত হইয়াছে ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "বৎসসংযোগে ব্রতচোদনা স্যাৎ"—এই যে বৎসবিষয়ক বাক্য ইহার দ্বারা বৎসাধনক ব্রতই বিহিত হইয়াছে; কারণ, এখানে "বৎসৈঃ" এই পদে তৃতীয়া থাকায় তাহাই প্রতীত হইতেছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

কালো বোৎপন্নসংযোগাদ্ যথোক্তস্য ॥ ৩৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "কালঃ"—কাল বিহিত হইয়াছে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "যথোক্তস্য"—যথোক্ত অর্থাৎ সকারণ ব্রতের, "উৎপন্নসংযোগাৎ"—উৎপন্ন-সংযোগ আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—এস্থলে বৎসের দ্বারা বৎসাপাকরণ কাল উপলক্ষিত হইয়াছে। কারণ, ইহা উৎপত্তিসংযোগ নহে, কিন্তু উৎপন্ন সংযোগ; যে হেতু "অমাষম্ অমাংসং বহুসর্পিষ্কং ব্রতং ব্রতয়তি" ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বেই ব্রত বিহিত হইয়াছে। অতএব ব্রতবিধান হইতে পারে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

অর্থাপরিমাণাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

অক্ষরার্থ। "অর্থাপরিমাণাৎ চ"—অর্থের পরিমাণ অর্থাৎ নির্ণয় হয় না বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী আরও বলিতেছেন, ব্রতে বৎস বিহিত হইয়াছে, ইহা বলিলে বৎসরূপ সাধন অর্থাৎ করণের দ্বারা কোন্ কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে ইহা নিরূপিত হয় না; এ কারণে এস্থলে বৎস বিহিত হইতে পারে না। অতএব ইহা কাললক্ষণা।

বৎসস্তু শ্রুতিসংযোগাৎ তদঙ্গং স্যাৎ ॥ ৩৭ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "বৎসঃ"—বৎস, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "শ্রুতিসংযোগাৎ"—শক্যার্থবশতঃ, "তদঙ্গং স্যাৎ"—তাহার অঙ্গ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহাতে অপর এক পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, এস্থলে ব্রতবিধি হইতে পারে না বলিয়া তাহা অনুবাদ সত্য কিন্তু তাই বলিয়া যে কালবিধি হইবে, তাহা হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শক্যার্থ অনুসারে বৎস উহার অঙ্গরূপে বিহিত হইতে পারে। অতএব "বৎসঃ তদঙ্গং স্যাৎ শ্রুতিসংযোগাৎ"—শক্যার্থ অনুসারে বৎসই ব্রতের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে। ইতি আশঙ্কা (২য় পূর্ব্বপক্ষ)।

কালস্তু স্যাদচোদনাৎ ॥ ৩৮ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "কালঃ স্যাৎ"—কাললক্ষণা হইবে, "তু"—আশঙ্কা-নিরাসার্থক, (পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক), "অচোদনাৎ"—অনুবাদ বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "পুরা বৎসানামপাকর্ত্তো-র্দম্পতী অশ্নীয়াতাম্" এই বাক্যে যে বিধি আছে তাহার সহিত একবাক্যতা করিলে এস্থলে 'বৎস' পদে তদুপলক্ষিত কালই লক্ষিত হয়। আর এই বাক্যটি বিধি নহে কিন্তু অনুবাদ বলিয়া ইহাতে লক্ষণা অসঙ্গত নহে। ইতি আশঙ্কানিরাস।

অনর্থকশ্চ কর্ম্মসংযোগে ॥ ৩৯ ॥

অক্ষরার্থ। "কর্ম্মসংযোগে—কর্ম্মসংযোগ অর্থাৎ কর্ম্মবিধি হইলে, "অনর্থকঃ চ"—অনর্থক হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী আরও বলিতেছেন, এস্থলে বৎসকে যদি কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তথাপি তাহার দ্বারা কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না বলিয়া তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে। একারণেও উহা যে কর্ম্মের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না।

অবচনাচ্চ স্বশব্দস্য ॥ ৪০ ॥

অক্ষরার্থ। "স্বশব্দস্য"—বৎস এই শব্দটির, "অবচনাৎ চ"—মাংসে বাচকতা নাই বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারেন—বৎসকে বিশসিত করিয়া তদ্দ্বারা ব্রত করা হইলে বৎস অঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু তাহা সঙ্গত হইবে না। কারণ, 'বৎস' ইহা আকৃতিবাচক শব্দ। ইহা মাংসকে বুঝাইতে পারে না। অতএব ঐ ভাবেও বৎস অঙ্গ হইতে পারে না বলিয়া এস্থলে বৎসবিধি নহে কিন্তু বৎসোপলক্ষিত কাললক্ষণা। "বর্হিষা পূর্ণমাসে ব্রতম্ উপৈতি" এস্থলেও ঐরূপ "বর্হিষা" এই পদের উপলক্ষণতায় বর্হিঃসম্পাদনের কালই লক্ষিত হইয়াছে। ইতি ১২শ ব্রতের বৎসাদ্যুপলক্ষিত কালবিধানাধিকরণ।

কালশ্চেৎ সন্নয়ৎ-পক্ষে তল্লিঙ্গসংযোগাৎ ॥ ৪১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "কালঃ চেৎ"—কাল যদি (উপলক্ষিত) হয় (তাহা হইলে তাহা), "সন্নয়ৎপক্ষে"—সান্নায্যযুক্ত পক্ষে অর্থাৎ তাদৃশ প্রয়োগেই হইবে, "তল্লিঙ্গসংযোগাৎ"—যে হেতু সেই কালের যে লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন তাহার সহিত সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, "বৎসৈরমাবস্থায়াম্" এই বাক্যে বৎসাপাকরণের কালই ব্রতের জন্য লক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণে পুনরায় সংশয় এই যে, উক্ত কাল কি কেবলমাত্র সান্নায্যীর পক্ষে বিহিত হইয়াছে অথবা উহা অন্যের জন্যও উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "সন্নয়ৎপক্ষে"—সান্নায্যযাজীর পক্ষেই উক্ত কাল ব্রতাঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে। কারণ, "তল্লিঙ্গসংযোগাৎ"—উক্ত কালের চিহ্ন বা জ্ঞাপক হইতেছে বৎস। আর বৎস সান্নায্যযাজীরই হইয়া থাকে, যে হেতু তাহাকে গোদোহন করিয়া সান্নায্য অর্থাৎ দুগ্ধনিষ্পন্ন হবির্দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

কালার্থত্বাদ্বোভয়োঃ প্রতীয়েত ॥ ৪২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "কালার্থত্বাৎ"—কালবোধকতা আছে বলিয়া, "বা" —পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "উভয়োঃ প্রতীয়েত"—উভয়ের অর্থাৎ সান্নায্যী এবং অসান্নায্যী উভয়েরই উক্তকাল প্রতীত হইবে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—উক্ত কাল সান্নায্যী এবং অসান্নায্যী উভয়ের পক্ষেই বিহিত হইয়াছে। কারণ, ওখানে 'বৎস' পদের দ্বারা বৎসের সহিত কোনও সম্বন্ধ বুঝাইতেছে না, কিন্তু বৎসাপাকরণোপলক্ষিত কালই বোধিত হইতেছে। এ কারণে 'শঙ্খবেলায় আসিবে' বলিলে যেমন যে গ্রামে শঙ্খ বাজে না সে গ্রামে যে তদুপলক্ষিত কালের অভাব ঘটে তাহা নহে, সুতরাং তাহাদের গ্রামে শঙ্খ না বাজিলেও শঙ্খ বাজিবার সময়ে তাহার যেমন আগমন রহিত হইতে পারে না, সেইরূপ যে ব্যক্তি সান্নায্যযাজী নহে তাহার যাগে (ব্রতে) বৎসের সহিত কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহার বৎসাপাকরণোপলক্ষিত কালের সহিত সম্বন্ধ থাকিতে কোনও বাধা নাই। ইতি ১২শ বৎসাপাকরণকালের সান্নায্যী-অসান্নায্যী উভয় সাধারণতাধিকরণ।

প্রস্তরে শাখা শ্রয়ণবৎ ॥ ৪৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রস্তরে"—প্রস্তর নামক দর্ভমুষ্টির (অঙ্গ), "শাখা"—(পলাশ) শাখা, "শ্রয়ণবৎ"—শ্রয়ণের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে "সহ শাখয়া প্রস্তরং প্রহরতি" অর্থাৎ "পলাশশাখার সহিত প্রস্তর (দর্ভমুষ্টি) প্রহার (অগ্নিতে প্রক্ষেপ) করিবে" এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে কি প্রস্তরের অঙ্গরূপে শাখা বিহিত হইয়াছে, অথবা শাখার অগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপ প্রতিপত্তির কাল বোধিত হইয়াছে ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে-ছেন "প্রস্তরে শাখা"—শাখা প্রস্তরের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে। "শ্রয়ণবৎ" —যেমন "পয়সা মৈত্রাবরুণং প্রীণাতি" এস্থলে অদৃষ্ট অর্থাৎ অপূর্ব্বের জন্য পয়ঃ শ্রয়ণের গুণভূত সেইরূপ এস্থলেও "প্রস্তরং" এই পদে দ্বিতীয়া থাকায় এবং প্রধানার্থে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় বলিয়া প্রস্তর প্রধান বা অঙ্গী আর "শাখয়া" ইহাতে তৃতীয়া থাকায় এবং "সহযুক্তে অপ্রধানে" এই পাণিনীয় নিয়ম অনুসারে অপ্রধানে তৃতীয়া হয় বলিয়া শাখা অপ্রধান বা গুণভূত অর্থাৎ অঙ্গ। অতএব শাখা যখন প্রস্তরের অঙ্গ, তখন তাহার অভাবে বৈগুণ্য হইবে বলিয়া অসান্নায্যী-কেও শাখা প্রয়োগ করিতে হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

কালবিধির্বোভয়োর্বিদ্যমানত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "কালবিধিঃ"—ইহা কালবিধি, "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবর্ত্তক, "উভয়োঃ বিদ্যমানত্বাৎ"—যেহেতু (প্রস্তর এবং শাখা) উভয়ই বিদ্যমান অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—প্রাপ্তের বিধি হইতে পারে না বলিয়া এস্থলে শাখা প্রস্তরের অঙ্গ নহে। কারণ, বৎসের অপাকরণ প্রভৃতি কর্ম্মে শাখা বিহিত হইয়াছে বলিয়া উহা পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্ত। আর প্রস্তর স্রুগ্ধারণে বিনিযুক্ত ; সুতরাং তাহাও পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্ত। আর শাখা এবং প্রস্তর উভয়ের সম্বন্ধ বিহিত হইয়াছে ইহাও বলা যায় না, যে হেতু ইহাতে অত্যন্ত অদৃষ্টার্থকতা আসিয়া পড়ে। একারণে বিনিযুক্ত শাখার প্রতিপত্তি অপেক্ষিত বলিয়া এবং প্রস্তরের প্রতিপত্তির কাল উপদিষ্ট থাকিলেও শাখার প্রতিপত্তির

কাল অজ্ঞাত বলিয়া এস্থলে সহশব্দের দ্বারা উভয়ের প্রতিপত্তির কালিক তুল্যতা অর্থাৎ এককালতা বোধিত হইয়াছে অর্থাৎ যে সময়ে আহুতি দিয়া প্রস্তরের প্রতিপত্তি করা হইবে সেই সময়ে শাখারও আহুতি দিয়া প্রতিপত্তি করিতে হইবে, ইহাই বোধিত হইতেছে। অতএব ইহা কালবিধি। ইতি সিদ্ধান্ত।

অতৎসংস্কারার্থত্বাচ্চ ॥ ৪৫ ॥

অক্ষরার্থ। "অতৎসংস্কারার্থত্বাৎ চ"—তৎসংস্কারক অর্থাৎ প্রস্তর-সংস্কারক নহে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। আহুতি দিলে শাখা ভস্ম হইয়া যায় বলিয়া শাখার দ্বারা প্রস্তরের (দর্ভমুষ্টিবিশেষের) কোনও দৃষ্ট উপকার সাধিত হয় না। একারণেও তাহা প্রস্তরের অঙ্গ নহে।

তস্মাচ্চ বিপ্রয়োগে স্যাৎ ॥ ৪৬ ॥

অক্ষরার্থ। "তস্মাৎ"—অতএব, "বিপ্রয়োগে চ"—(শাখার) বিপ্রয়োগ অর্থাৎ অভাব ঘটিলেও, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ প্রস্তরের প্রহার অর্থাৎ অগ্নিতে প্রক্ষেপ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী উপসংহারে বলিতেছেন—শাখা যখন প্রস্তরের অঙ্গ নহে, তখন অসান্নায্যযাগ প্রভৃতি স্থলে শাখা না থাকিলেও প্রস্তর-প্রহার হইবে।

উপবেষশ্চ পক্ষে স্যাৎ ॥ ৪৭ ॥

অক্ষরার্থ। "উপবেষঃ চ"—উপবেষ নামক দ্রব্যও, "পক্ষে স্যাৎ"—বিকল্পে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শাখার মূলভাগ দিয়া উপবেষ নামক দ্রব্য করিতে হয়। কিন্তু অসান্নায্যাদি স্থলে শাখা না থাকায় উপবেষও বিকল্পিত হইবে। আর ইহা ব্যবস্থিত বিকল্প বলিয়া সান্নায্যীর পক্ষেই উপবেষ কর্তব্য, কিন্তু অসান্নায্যযাজীর পক্ষে উপবেষ কর্তব্য হইবে না। ইতি ১৪শ প্রস্তর প্রহরণকালে শাখা প্রহরণাধিকরণ (সান্নায্যরহিতের শাখানিরাকরণাধিকরণ)।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থপাদ।

অথ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে পঞ্চমঃ পাদঃ ॥

অভ্যুদয়ে কালাপরাধাদিজ্যাচোদনা স্যাদ্ যথা পঞ্চশরাবে ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অভ্যুদয়ে"—(চন্দ্রের) উদয় হইলে, "কালাপরাধাৎ"—কালবিষয়ক অপরাধ অর্থাৎ ত্রুটি হওয়ায়, "ইজ্যাচোদনা স্যাৎ"—যাগবিধি হইবে, "যথা পঞ্চশরাবে"—পঞ্চশরাব নির্ব্বাপে যেমন হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—"যস্য হবির্নিরুপ্তং পুরস্তাচ্চন্দ্রমা অভ্যুদিয়াৎ স ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেৎ। যে মধ্যমাঃ স্যুস্তানগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্বপেৎ। যে স্থবিষ্ঠাস্তানিন্দ্রায় প্রদাত্রে দধ্নশ্চরুম্। যেঽণিষ্ঠাস্তান্ বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় শৃতে চরুম্।" ভাবার্থ এই যে, কেহ হয় ত ঘটনাক্রমে দর্শভ্রমে চতুর্দ্দশীতে হবির্নির্বাপ করিয়া ফেলিতে পারে। পরে প্রত্যূষে পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে চন্দ্রকলার অভ্যুদয় দেখিয়া সে দিন যে অমাবস্যা নয় কিন্তু চতুর্দ্দশী তাহা সে নির্ণয় করে। আর তাহা হইলে সে যে তণ্ডুল হবির্দ্রব্যের জন্য গ্রহণ করিয়াছিল, সেইগুলির মধ্যে যে অখণ্ড তণ্ডুল, ঈষৎ খণ্ডিত তণ্ডুল, এবং তণ্ডুলকণা থাকে সেইগুলিকে বিবিক্ত করিয়া অর্থাৎ আলাদা আলাদা বাছিয়া তিন ভাগ করিবে। আর সেই অখণ্ড তণ্ডুলগুলি দিয়া 'প্রদাতৃ ইন্দ্রে'র চরু, ঈষৎ খণ্ডিতগুলি দিয়া 'দাতৃ অগ্নি'র অষ্টাকপাল পুরোডাশ এবং তণ্ডুলকণাগুলির দ্বারা 'শিপিবিষ্ট বিষ্ণু'র চরু করিয়া যাগ করিতে হইবে। এই যে চন্দ্রকলার অভ্যুদয়জন্য ইষ্টি ইহা কি দর্শযাগ হইতে পৃথক্ যাগান্তর অথবা ইহা সেই একই যাগ বটে কিন্তু তাহাতে পূর্ব্ব-দেবতাগুলির বদলে অন্য দেবতার অপনয় মাত্র কর্ত্তব্য, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "অভ্যুদয়ে ইজ্যাচোদনা পঞ্চশরাববৎ"—এতাদৃশ স্থলে চন্দ্রের অভ্যুদয় হইলে প্রায়শ্চিত্তরূপে পূর্ব্বপাদে ষষ্ঠাধিকরণোক্ত ঐন্দ্র পঞ্চশরাবের ন্যায় স্বতন্ত্র যাগই বিহিত হইয়াছে। কারণ, "কালাপরাধাৎ"—এস্থলে অবৈধকালে কর্ম্ম করায় তদপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্তরূপে দ্রব্যদেবতাদিবিশিষ্ট স্বতন্ত্র কর্ম্মই বিহিত হইতেছে। অতএব প্রায়শ্চিত্তরূপে এই ইষ্টি করিয়া পরদিবস যেমন দর্শকর্ম্ম করা হয়, সেই ভাবেই তাহা করিতে হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপনয়ো বা বিদ্যমানত্বাৎ ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপনয়ঃ"—(এস্থলে কেবল মাত্র দেবতার) অপনয় অর্থাৎ পরিবর্ত্তন হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বিদ্যমান-সংযোগাৎ"—যে হেতু বিদ্যমান দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—এস্থলে যাগান্তর বিহিত হয় নাই, কিন্তু পূর্ব্বযাগেই দেবতার পরিবর্ত্তন করিয়া তৎস্থানে অন্য দেবতার বিধান করা হইয়াছে। কারণ, ইহা বলিলে বিদ্যমান সংযোগ থাকে—বিদ্যমান যে কর্ম্ম তাহার সহিত দেবতান্তরের সম্বন্ধ মাত্র বোধিত হয়; অন্যথা নূতন কর্ম্ম স্বীকার করিলে প্রকৃতহান এবং অপ্রকৃত কল্পনার প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। ইতি সিদ্ধান্ত।

তদ্রূপত্বাচ্চ শব্দানাম্ ॥ ৩ ॥

অক্ষরার্থ। "শব্দানাং"—শব্দ সকলের, "তদ্রূপত্বাৎ চ"—তদ্রূপতা অর্থাৎ দেবতাপনয়ার্থতা আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে আরও হেতু দেখাইতেছেন—"তদ্রূপত্বাৎ চ" ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত শ্রৌত বিষয়গুলির মধ্যে দেবতার অপনয় অর্থাৎ বিনিময়ই বিহিত হইয়াছে। কারণ, "ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেৎ" এই অংশে কেবল মাত্র বিভাগই বিহিত হইয়াছে। "যে মধ্যমাঃ" ইত্যাদি বাক্যে কেবল মাত্র মধ্যমগুলির জন্য অগ্নি-দেবতা বিহিত হইয়াছে। "যে স্থবিষ্ঠাঃ" ইত্যাদি বাক্যে দধি সহিত অখণ্ডিত তণ্ডুলগুলির জন্য ইন্দ্র দেবতা, এবং চরু এস্থলে অর্থতঃ প্রাপ্ত বলিয়া উহারা বিধির বিষয় নহে। এইরূপ "যে ক্ষোদিষ্ঠাঃ" ইত্যাদি বাক্যে শৃতসংযুক্ত ক্ষোদিষ্ঠগুলির জন্য শিপিবিষ্ট বিষ্ণু দেবতারূপে বিহিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা কর্ম্মান্তর নহে।

আতঞ্চনাভ্যাসস্য দর্শনাৎ ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। "আতঞ্চনাভ্যাসস্য দর্শনাৎ"—আতঞ্চনের অভ্যাস অর্থাৎ পৌনঃপুন্য দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি অপূর্ব্ব কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে "অর্দ্ধং হবিরা-তঞ্চনার্থং নিদধ্যাৎ যদি অভ্যুদিয়াৎ তেন আতঞ্চ্য প্রচরেৎ" এই বাক্যে যে

আতঞ্চন বিহিত হইয়াছে, তাহা অনর্থক হয়। যে হেতু বিহিতের আর বিধান হইতে পারে না। অতএব ইহা কর্ম্মান্তর নহে।

অপূর্ব্বত্বাদ্ বিধানং স্যাৎ ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ। "অপূর্ব্বত্বাৎ"—অপূর্ব্ব অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বলিয়া, "বিধানং স্যাৎ"—কর্ম্মান্তরবিধি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, "যঃ পশুকামঃ স্যাৎ সোঽমাবাস্যায়ামিষ্ট্বা বৎসানপাকুর্য্যাৎ" অর্থাৎ "যে ব্যক্তি পশুকামী হইবে, সে অমাবস্যায় যাগ করিয়া বৎসাপাকরণ করিবে"—এস্থলে যেমন অপূর্ব্ব কর্ম্মের বিধান, প্রকৃত স্থলেও সেইরূপ অভ্যুদয়েষ্টি অপূর্ব্ব কর্ম্ম হইবে। এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "অপূর্ব্বত্বাদ্ বিধানং স্যাৎ"। পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কা সঙ্গত নহে; কারণ, "যঃ পশুকামঃ স্যাৎ" ইত্যাদি বাক্যে "অমাবাস্যায়ামিষ্ট্বা" এই অংশের ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়ের দ্বারা প্রথমপ্রাপ্ত যাগটির পরিসমাপ্তি বুঝাইতেছে। একারণে তথায় অপরযাগটি প্রকৃতপরামর্শী নহে বলিয়া উহাকে কর্ম্মান্তর না বলিয়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু অভ্যুদয়েষ্টি সেরূপ না হওয়ায়, প্রত্যুত উহা প্রকৃত পরামর্শী হওয়ায় উহাকে যাগান্তর বলা যায় না।

পয়োদোষাৎ পঞ্চশরাবেঽদুষ্টং হীতরৎ ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। "পঞ্চশরাবে"—পঞ্চশরাবযাগে, "পয়োদোষাৎ"—হবির্দ্রব্যের দোষ অর্থাৎ দুষ্টতা হেতু (তাহা কর্ম্মান্তর, কিন্তু), "ইতরৎ"—অন্যটি (অভ্যুদয়েষ্টির হবির্দ্রব্যটি), "অদুষ্টং হি"—দোষশূন্য।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে পঞ্চশরাব যাগের দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন, এস্থলে যে তাহার সমতা নাই তাহাই দেখাইতেছেন, "পয়োদোষাৎ" ইত্যাদি ; হবির্দ্রব্যের অপচার হইয়াছে বলিয়া তৎপ্রায়শ্চিত্তরূপে পঞ্চশরাবসংস্কৃত পুরোডাশরূপ দ্রব্যান্তর এবং দেবতান্তর বিহিত হইয়াছে। একারণে তাহা অবশ্যই কর্ম্মান্তর। কিন্তু এখানে প্রকৃতযাগের দ্রব্য অক্ষুণ্ণ আছে, কেবল দেবতা সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে মাত্র। একারণে পঞ্চশরাব যাগের সহিত ইহার সাম্য না থাকায় তদ্দৃষ্টান্তে ইহাকে কর্ম্মান্তর বলা যায় না।

সান্নায্যেঽপি তথেতি চেৎ ॥ ৭ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "সান্নায্যে অপি"—সান্নায্যেও, "তথা"—সেইরূপ হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় আশঙ্কা উঠাইয়া বলিতেছেন, পঞ্চশরাবযাগে যেমন হবির্দ্রব্য দুষ্ট হওয়ায় তাহা স্বতন্ত্র কর্ম্ম, সেইরূপ সান্নায্য-রূপ হবির্দ্রব্যেরও অকালে অর্থাৎ দর্শে নির্ব্বাপ না হইয়া চন্দ্রাভ্যুদয়যুক্ত চতুর্দ্দশীতে নির্ব্বাপ হইয়াছে বলিয়া তাহাও কালাপরাধদুষ্ট। একারণে এস্থলে অভ্যুদয়েষ্টিতে হবির্দ্রব্য নূতন হওয়ায় ইহা কর্ম্মান্তরই হইবে। ইতি আশঙ্কা।

ন তস্যাদুষ্টত্বাদবিশিষ্টং হি কারণম্ ॥ ৮ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা সঙ্গত নহে, "তস্য অদুষ্টত্বাৎ"—যে হেতু তাহা অর্থাৎ সেই হবির্দ্রব্যটি অদুষ্টই হইতেছে, "কারণম্ অবিশিষ্টং হি"—(আর প্রায়শ্চিত্তরূপ) কারণ অবিশিষ্টই আছে অর্থাৎ উভয়পক্ষেই থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পঞ্চশরাবযাগের নিমিত্তের ন্যায় এস্থলে হবির্দ্রব্য দুষ্ট হয় না। আর যদিই বা কালাপরাধে অদৃষ্টতঃ দুষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি তাহা দৃষ্টস্বরূপ না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা উপশমিত হইতে পারে। একারণে এস্থলে হবির্দ্রব্য অদুষ্টই হউক আর অদৃষ্টতঃ দুষ্টই হউক প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে বলিয়া ইহা কর্ম্মান্তর নহে। ইতি আশঙ্কা নিরাস।

লক্ষণার্থা শৃতশ্রুতিঃ ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। "শৃতশ্রুতিঃ"—(শ্রুতিমধ্যে যে) 'শৃত' বলিয়া উল্লেখ (তাহা), "লক্ষণার্থা"—লক্ষণাবোধক।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় যদি আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, এখানে দেবতাপনয় হইতে পারে না, কারণ, শ্রুতিমধ্যে বলা হইয়াছে

"শৃতে চরুম্", অথচ তখন চরু পাক হয় নাই, তাহা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য যে, "লক্ষণার্থা শৃতশ্রুতিঃ"—এখানে 'শৃত' শব্দটি লক্ষণাবলে শৃতসহচরিত ধর্ম্মকে অর্থাৎ তদব্যভিচরিত বৎসাপাকরণকে বুঝাইতেছে, আর তাহা পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়াছে। ইতি ১ম অভ্যুদিতেষ্ট্যধিকরণ।

উপাংশুযাজেঽবচনাদ্ যথাপ্রকৃতি ॥ ১০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উপাংশুযাজে"—উপাংশুযাজে, "অবচনাৎ"—(দেবতান্তরসংযোগের) বচন না থাকায়, "যথাপ্রকৃতি"—প্রকৃতি অনুসারে অর্থাৎ প্রকৃত দেবতাসংযুক্ত ভাবেই (অনুষ্ঠেয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বাধিকরণের বিষয় বাক্যে দেখা গেল পুরোডাশ এবং সান্নাষ্য হবির্দ্রব্যেই পূর্ব্বদেবতার ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু উপাংশু-যাজের হবির্দ্রব্য যে আজ্য তাহার সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ না থাকায় সংশয় হয় যে, তাহাতেও পূর্ব্বদেবতা ত্যাজ্য হইবে কি না। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে-ছেন, উপাংশুযাজ সম্বন্ধে যখন বচনে অন্য দেবতার উল্লেখ নাই, তখন তাহাতে পূর্ব্বদেবতা ত্যাজ্য হইবে না, কিন্তু তদ্যুক্তভাবেই ইহা অনুষ্ঠাতব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপনয়ো বা প্রবৃত্ত্যা যথেতরেষাম্ ॥১১॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপনয়ঃ"—(পূর্ব্বদেবতার) অপনয় হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রবৃত্ত্যা"—(অকালে হবির্নির্ব্বাপে) প্রবৃত্তি হেতু; "যথা ইতরেষাম্"—যেমন অন্যগুলির (হইয়াছে)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অকালে প্রবৃত্তি দেবতাপনয়ের কারণ বলিয়া বচন অনুসারে মূলীভূতযাগের সমস্ত হবির্দ্রব্যেরই অপনয় অর্থাৎ দেবতার পরিবর্ত্তন কর্ত্তব্য হয়। তন্মধ্যে পুরোডাশ এবং সান্নাষ্যের দেবতান্তর-সংযোগ বচনবোধিত। কিন্তু উপাংশু যাজে পূর্ব্ব দেবতা রহিত হইয়াছে অথচ দেবতান্তর শ্রুতিবোধিত নহে। আবার দেবতা না থাকিলে যাগ হয় না। একারণে অভ্যুদয়েষ্টিতে উপাংশুযাজের লোপই হইবে। যদি বলা হয়, অভ্যুদয়েষ্টি দর্শে কর্ত্তব্য, কিন্তু উপাংশুযাজ পূর্ণিমায়ই বিহিত; সুতরাং দর্শে উপাংশুযাজের প্রাপ্তি না থাকায় বিচারটি নির্ব্বিষয়; তাহা হইলে বলিব ইহা 'ক্বাচিন্তা' বলিয়া

গ্রহণীয়। বার্ত্তিককার বলেন, বৃত্তিকার ভগবান্ উপবর্ষের মতে বহ্বৃচ ব্রাহ্মণে দর্শেও উপাংশুযাজ বিহিত হইয়াছে; সুতরাং এ বিচারটিকে 'কৃত্বা চিন্তা' বলিবার আবশ্যকতা নাই। ইতি ২য় উপাংশুযাজেও দেবতাপনয়াধিকরণ।

নিরুপ্তে স্যাৎ তৎসংযোগাৎ ॥ ১২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "নিরুপ্তে"—হবিঃ নিরুপ্ত হইলে অর্থাৎ হবির্নির্ব্বাপ করা হইলে, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ অভ্যুদয়েষ্টি কর্ত্তব্য হইবে, "তৎ-সংযোগাৎ"—যেহেতু তৎসংযোগ অর্থাৎ বিধিবাক্যে 'নির্ব্বাপ' শব্দের সংযোগ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। এই যে অভ্যুদয়েষ্টির বিষয় আলোচনা করা হইল, ইহা কি যদি নির্ব্বাপের পর চন্দ্রোদয় হয় তবেই কর্ত্তব্য অথবা যদি নির্ব্বাপের পূর্ব্বে চন্দ্রোদয় হয় অর্থাৎ নির্ব্বাপের সংকল্প করা হইয়াছে অথচ নির্ব্বাপ করা হয় নাই, ইত্যবসরে চন্দ্রোদয় হইয়াছে এরূপ অবস্থাতেও অনুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, শ্রুতিবাক্যে যখন "যস্য হবির্নিরুপ্তং" এই অংশে নিরুপ্ত হবিরই হেতুতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তখন কেবলমাত্র নির্ব্বাপের পর যদি চন্দ্রোদয় হয়, তবেই উক্ত ইষ্টি কর্ত্তব্য, নচেৎ নহে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

প্রবৃত্তে বা প্রাপণান্নিমিত্তস্য ॥ ১৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রবৃত্তে"—প্রবৃত্ত হইলেই (ইষ্টি কর্ত্তব্য), "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "নিমিত্তস্য প্রাপণাৎ"—যেহেতু নিমিত্তের প্রাপ্তি রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "প্রবৃত্তে বা"—নির্ব্বাপের উপক্রম অর্থাৎ সঙ্কল্প করা হইলেই অভ্যুদয়জন্য ইষ্টি কর্ত্তব্য। কারণ, "প্রাপণাৎ নিমিত্তস্য"—হবিরভ্যুদয় হবির্লক্ষিত (হবিঃ যাহার উপলক্ষণীভূত তাদৃশ) যে উদয় তাহাই, ইষ্টির নিমিত্ত রূপে বোধিত হইয়া থাকে ইহা পূর্ব্বপাদের হবিরার্ত্ত্যধিকরণে পরিস্ফুট আছে। কিন্তু হবির্দ্রব্যের বিশেষণীভূত যে নির্ব্বাপ তাহা নিমিত্ত কোটিতে প্রবিষ্ট হইতে পারে না, যে হেতু তাহা হইলে "যং চ-

"শৃতে চরুম্", অথচ তখন চরু পাক হয় নাই, তাহা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য যে, "লক্ষণার্থা শৃতশ্রুতিঃ"—এখানে 'শৃত' শব্দটি লক্ষণাবলে শৃতসহচরিত ধর্ম্মকে অর্থাৎ তদব্যভিচরিত বৎসাপাকরণকে বুঝাইতেছে, আর তাহা পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়াছে। ইতি ১ম অভ্যুদিতেষ্ট্যধিকরণ।

উপাংশুযাজেঽবচনাদ্ যথাপ্রকৃতি ॥ ১০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উপাংশুযাজে"—উপাংশুযাজে, "অবচনাৎ"—(দেবতান্তরসংযোগের) বচন না থাকায়, "যথাপ্রকৃতি"—প্রকৃতি অনুসারে অর্থাৎ প্রকৃত দেবতাসংযুক্ত ভাবেই (অনুষ্ঠেয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বাধিকরণের বিষয় বাক্যে দেখা গেল পুরোডাশ এবং সান্নায্য হবিদ্র্ব্যেই পূর্ব্বদেবতার ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু উপাংশু-যাজের হবিদ্র্ব্য যে আজ্য তাহার সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ না থাকায় সংশয় হয় যে, তাহাতেও পূর্ব্বদেবতা ত্যাজ্য হইবে কি না। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে-ছেন, উপাংশুযাজ সম্বন্ধে যখন বচনে অন্য দেবতার উল্লেখ নাই, তখন তাহাতে পূর্ব্বদেবতা ত্যাজ্য হইবে না, কিন্তু তদ্‌যুক্তভাবেই ইহা অনুষ্ঠাতব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপনয়ো বা প্রবৃত্ত্যা যথেতরেষাম্ ॥১১॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপনয়ঃ"—(পূর্ব্বদেবতার) অপনয় হইবে, "বা" —পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রবৃত্ত্যা"—(অকালে হবির্নির্ব্বাপে) প্রবৃত্তি হেতু; "যথা ইতরেষাম্"—যেমন অন্যগুলির (হইয়াছে)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অকালে প্রবৃত্তি দেবতাপনয়ের কারণ বলিয়া বচন অনুসারে মূলীভূতযাগের সমস্ত হবির্দ্রব্যেরই অপনয় অর্থাৎ দেবতার পরিবর্ত্তন কর্ত্তব্য হয়। তন্মধ্যে পুরোডাশ এবং সান্নায্যের দেবতান্তর-সংযোগ বচনবোধিত। কিন্তু উপাংশু যাজে পূর্ব্ব দেবতা রহিত হইয়াছে অথচ দেবতান্তর শ্রুতিবোধিত নহে। আবার দেবতা না থাকিলে যাগ হয় না। একারণে অভ্যুদয়েষ্টিতে উপাংশুযাজের লোপই হইবে। যদি বলা হয়, অভ্যুদয়েষ্টি দর্শে কর্ত্তব্য, কিন্তু উপাংশুযাজ পূর্ণিমায়ই বিহিত; সুতরাং দর্শে উপাংশুযাজের প্রাপ্তি না থাকায় বিচারটি নির্বিষয়; তাহা হইলে বলিব ইহা 'ক্বাচিন্তা' বলিয়া

গ্রহণীয়। বার্ত্তিককার বলেন, বৃত্তিকার ভগবান্ উপবর্ষের মতে বহ্বৃচ ব্রাহ্মণে দর্শেও উপাংশুযাজ বিহিত হইয়াছে ; সুতরাং এ বিচারটিকে 'কৃত্বা চিন্তা' বলিবার আবশ্যকতা নাই। ইতি ২য় উপাংশুযাজেও দেবতাপনয়াধিকরণ।

নিরুপ্তে স্যাৎ তৎসংযোগাৎ ॥ ১২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "নিরুপ্তে"—হবিঃ নিরুপ্ত হইলে অর্থাৎ হবির্নির্ব্বাপ করা হইলে, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ অভ্যুদয়েষ্টি কর্ত্তব্য হইবে, "তৎসংযোগাৎ"—যেহেতু তৎসংযোগ অর্থাৎ বিধিবাক্যে 'নির্ব্বাপ' শব্দের সংযোগ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। এই যে অভ্যুদয়েষ্টির বিষয় আলোচনা করা হইল, ইহা কি যদি নির্ব্বাপের পর চন্দ্রোদয় হয় তবেই কর্ত্তব্য অথবা যদি নির্ব্বাপের পূর্ব্বে চন্দ্রোদয় হয় অর্থাৎ নির্ব্বাপের সংকল্প করা হইয়াছে অথচ নির্ব্বাপ করা হয় নাই, ইত্যবসরে চন্দ্রোদয় হইয়াছে এরূপ অবস্থাতেও অনুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, শ্রুতিবাক্যে যখন "যস্য হবির্নিরুপ্তং" এই অংশে নিরুপ্ত হবিরই হেতুতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তখন কেবলমাত্র নির্ব্বাপের পর যদি চন্দ্রোদয় হয়, তবেই উক্ত ইষ্টি কর্ত্তব্য, নচেৎ নহে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

প্রবৃত্তে বা প্রাপণান্নিমিত্তস্য ॥ ১৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রবৃত্তে"—প্রবৃত্ত হইলেই (ইষ্টি কর্ত্তব্য), "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "নিমিত্তস্য প্রাপণাৎ"—যেহেতু নিমিত্তের প্রাপ্তি রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "প্রবৃত্তে বা"—নির্ব্বাপের উপক্রম অর্থাৎ সঙ্কল্প করা হইলেই অভ্যুদয়জন্য ইষ্টি কর্ত্তব্য। কারণ, "প্রাপণাৎ নিমিত্তস্য"—হবিরভ্যুদয় হবির্লক্ষিত (হবিঃ যাহার উপলক্ষণীভূত তাদৃশ) যে উদয় তাহাই, ইষ্টির নিমিত্ত রূপে বোধিত হইয়া থাকে ইহা পূর্ব্বপাদের হবিরার্ত্ত্যধিকরণে পরিস্ফুট আছে। কিন্তু হবির্দ্রব্যের বিশেষণীভূত যে নির্ব্বাপ তাহা নিমিত্ত কোটিতে প্রবিষ্ট হইতে পারে না, যে হেতু তাহা হইলে "যং চ

হবিঃ অভ্যুদেতি তৎ চ হবিঃ যদি নিরুপ্তম্" এই প্রকারে দুইটি বাক্য কল্পনা করিতে হয় বলিয়া বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। অতএব নিরুপ্ত না হইলেও ইষ্টি কর্ত্তব্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

লক্ষণমাত্র মিতরৎ ॥ ১৪ ॥

অক্ষরার্থ। "লক্ষণমাত্রম্"—উপলক্ষণস্বরূপ, "ইতরৎ"—অপরটি অর্থাৎ 'নিরুপ্ত' এই পদটি।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—শ্রুতিবাক্যে "নিরুপ্তম্" আছে বলিয়া নিরুপ্ত না হইলে ইষ্টি অকর্ত্তব্য তাহাও সঙ্গত নহে, যে হেতু এ স্থলে 'নিরুপ্ত' পদটি উপলক্ষণ—উহা নির্ব্বাপসম্বন্ধীয় কর্ম্মকেও বুঝাইতেছে। আর উপক্রম বা সঙ্কল্পও নির্ব্বাপ সম্বন্ধীয় কর্ম্ম বলিয়া নিরুপ্ত না হইলেও কর্ম্মের উপক্রম হইলেও ইষ্টি করণীয়।

তথা চান্যার্থদর্শনম্ ॥ ১৫ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "অন্যার্থদর্শনং চ"—অন্যার্থদর্শনও (আছে)।

ভাষ্যভাবার্থ। নিরুপ্ত না হইলেও যে অভ্যুদয়েষ্টি কর্ত্তব্য তাহা 'অন্যার্থদর্শন' হইতেও সিদ্ধ হয়। কারণ, উক্ত বিধিরই অর্থবাদরূপে "স যদগৃহীতং হবিরভ্যুদিয়াৎ প্রজ্ঞাতমেব। তদৈবৈব ব্রতচর্য্যা" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি বলিতেছেন যে, অগৃহীত অর্থাৎ অনিরুপ্ত হইলেও উক্ত অভ্যুদিতেষ্টি কর্ত্তব্য। ইতি ৩য় অনিরুপ্ত হবিঃস্থলেও অভ্যুদিতেষ্ট্যনুষ্ঠানাধিকরণ।

অনিরুপ্তেঽভ্যুদিতে প্রাকৃতীভ্যো নির্ব্বপেদিত্যাশ্মরথ্য-স্তণ্ডুলভূতেষ্বপনয়াৎ ॥ ১৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অনিরুপ্তে অভ্যুদিতে"—অনিরুপ্ত অবস্থায় চন্দ্রোদয় হইলে, "প্রাকৃতীভ্যো নির্ব্বপেৎ"—প্রাকৃতদেবতার অর্থাৎ প্রকৃতি

ভূতযাগের দেবতার উদ্দেশ্যে নির্ব্বাপ করিবে, "ইতি আশ্মরাথ্যঃ"—আশ্মরথ্যনামক আচার্য্য ইহা বলেন, "তণ্ডুলভূতেষু অপনয়াৎ"—যে হেতু তণ্ডুল হইলে তবেই দেবতাপনয় হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। উপক্রমই অভ্যুদয়েষ্টির নিমিত্ত ইহা স্থিরীকৃত হইলে পুনরায় এইরূপ সংশয় হয় যে, প্রথমাধিকরণে যে দেবতাপনয় এবং দেবতান্তর সংযোগ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে তাহা কি নির্বাপের পর তণ্ডুলাস্থাপ করিবার কালে চন্দ্রোদয় হইলে তবেই কর্ত্তব্য অথবা তণ্ডুলাবস্থাপত্তি না হইলেও নির্ব্বাপের পূর্ব্বে হইলেও তাহা কর্ত্তব্য অর্থাৎ নির্ব্বাপাদি সেই বৈকৃতদেবতার উদ্দেশ্যেই কর্ত্তব্য। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বীয় পক্ষকে দৃঢ় করিবার নিমিত্ত আশ্মরথ্য নামক আচার্য্যের মত উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, ব্রীহিগুলি—অবঘাতকালে তণ্ডুলাবস্থা প্রাপ্তির উপক্রম হইলেই ঐ দেবতাপনয় এবং দেবতান্তরসংযোগ কর্ত্তব্য, নচেৎ প্রাকৃত দেবতা অর্থাৎ পূর্ব্বদেবতাই অনপনীত থাকিবে। কারণ, "তণ্ডুলভূতেষু অপনয়াৎ"—শ্রুতিমধ্যে "ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেৎ" এই অংশে তণ্ডুলেরই বিভাগ এবং দেবতাপনয় বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ব্যূর্দ্ধভাগ্ভ্যস্ত্বালেখনস্তৎকারিত্বাদ্দেবতাপনয়স্য

॥ ১৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ব্যূর্দ্ধভাগ্ভ্যঃ"—ঊর্দ্ধভাগী অর্থাৎ উত্তরকালীন যে প্রদেয় হবির্দ্রব্য তাহার উদ্দেশ্যীভূত দেবতা সকলের জন্য অর্থাৎ আগমিত বৈকৃতদেবতাগণের উদ্দেশেই (নির্ব্বাপাদি কর্ত্তব্য), "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "আলেখনঃ"—আলেখন নামক আচার্য্য ইহা বলেন, "দেবতাপনয়স্য তৎকারিত্বাৎ"—যেহেতু দেবতাপনয় তজ্জন্যই (বৈকৃতদেবতালাভের উদ্দেশ্যই হয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী আলেখন নামক আচার্য্যের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, এতাদৃশ স্থলেও বৈকৃত আগমিত দেবতাগণের উদ্দেশেই নির্ব্বাপ

কর্ত্তব্য হইবে। কারণ, এ স্থলে তণ্ডুল শব্দটি হবির্মাত্রের উপলক্ষণ, যে হেতু তাহা না হইলে দধি ও দুগ্ধের স্থলে দেবতাপনয় হইতে পারে না। ইতি ৪র্থ অনিরুপ্ত অবস্থায় অভ্যুদয় হইলে বৈকৃত দেবতাগণের উদ্দেশ্যেই নির্ব্বাপাধিকরণ।

বিনিরুপ্তে ন মুষ্টীনামপনয়স্তদ্গুণত্বাৎ ॥ ১৮ ॥ (১ম পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বিনিরুপ্তে"—অর্দ্ধনিরুপ্ত হইলে, "ন মুষ্টীনাম্ অপনয়ঃ"—অবশিষ্ট মুষ্টিগুলির দেবতাপনয় হইবে না, "তদ্গুণত্বাৎ—যে হেতু (দেবতা) তাহার অর্থাৎ নির্ব্বাপের গুণভূত অর্থাৎ অঙ্গ।

ভাষ্যভাবার্থ। শাস্ত্রে আছে—চতুর্মুষ্টি নির্ব্বাপ করিতে হয়। দর্শভ্রমে চতুর্দ্দশীর রাত্রিশেষে যখন এক মুষ্টি, কি দুই মুষ্টি অথবা তিন মুষ্টি লইয়া প্রকৃত দেবতার উদ্দেশে চতুর্মুষ্টিনির্ব্বাপের আরম্ভ করা হইয়াছে, ইত্যবসরে যদি পূর্ব্বদিকে চন্দ্রাভ্যুদয় পরিদৃষ্ট হয় তখন অবশিষ্ট মুষ্টির অথবা মুষ্টিগুলির গতি কি হইবে—অপর মুষ্টি বা মুষ্টিগুলি কি প্রকৃত দেবতার উদ্দেশ্যে গ্রহণীয় হইবে, অথবা সেগুলি বৈকৃত দেবতার উদ্দেশ্যে গ্রহীতব্য হইবে কিংবা তাহা তূষ্ণীং অর্থাৎ দেবতোদ্দেশ বিনাই গ্রাহ্য হইবে ইহাই সংশয়।

ইহাতে প্রথম পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—এতাদৃশ স্থলে প্রাকৃত দেবতা—প্রকৃত কর্ম্মের (আসল বা মূলীভূত কর্ম্মের) যে দেবতা যাহার উদ্দেশ্যে প্রথমে মুষ্টিগ্রহণ আরব্ধ হইয়াছিল, তাহারই উদ্দেশ্যে অবশিষ্ট মুষ্টি গ্রহণীয় হইবে। অতএব "ন মুষ্টীনাম্ অপনয়ঃ"—প্রকৃত দেবতা হইতে মুষ্টিগুলির অপনয় অর্থাৎ সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হইবে না। কারণ, "তদ্গুণত্বাৎ"—দেবতা নির্ব্বাপেরই গুণীভূত কিন্তু মুষ্টির অঙ্গ নহে। আর মুষ্টিচতুষ্টয়ে একটি নির্ব্বাপরূপ একটি পদার্থ হয় বলিয়া অবশিষ্ট মুষ্টি সেই নির্ব্বাপেরই সংখ্যাপূরক। আর যাহা প্রারব্ধ হইয়াছে, তাহা অবশ্যসমাপ্য। এ কারণে প্রকৃত দেবতার উদ্দেশ্যে নির্ব্বাপ হইয়াছে বলিয়া তৎপরিপূরক অবশিষ্ট মুষ্টি স্থলেও এই প্রাকৃত দেবতারই উদ্দেশ করিতে হইবে।

ইতি ১ম পূর্ব্বপক্ষ।

অপ্রকৃতেন হি সংযোগস্তৎস্থানীয়ত্বাৎ ॥১৯॥ (২য় পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অপ্রাকৃতেন"—প্রাকৃত ভিন্ন অন্য দেবতার সহিত অর্থাৎ বৈকৃত দেবতার সহিত "হি"—নিশ্চয়ে, "সংযোগঃ" সম্বন্ধ (হইবে),,

"তৎস্থানীয়ত্বাৎ"—যেহেতু (বৈকৃতদেবতা নিমিত্তবশতঃ) তৎস্থানীয় অর্থাৎ বৈকৃত দেবতার স্থানীয়।

ভাষ্যভাবার্থ। দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—নিমিত্তসবমাধানে নৈমিত্তিক অবশ্য করণীয়। আর চন্দ্রোদয়ই নিমিত্ত। একারণে এ স্থলে নৈমিত্তিক যে দেবতাপনয় এবং দেবতান্তর সংযোগ তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং অবশিষ্ট মুষ্টি প্রকৃত দেবতার উদ্দেশে গ্রহীতব্য হইবে না, কিন্তু তাহা বৈকৃতদেবতার উদ্দেশ্যেই গ্রহণীয়। ইতি ২য় পূর্ব্বপক্ষ।

অভাবাচ্চেতরস্য স্যাৎ ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ইতরস্য অভাবাৎ"—অবশিষ্ট মুষ্টির দেবতা-সংযোগের অভাবহেতু, "চ"—'তু'শব্দের অর্থদ্যোতক অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ তূষ্ণীং গ্রহণীয় হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তি অনুসারে চন্দ্রোদয়রূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া প্রাকৃত দেবতার সহিত অবশিষ্ট মুষ্টির সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বলিয়া তৎসম্বন্ধ বিচ্ছেদ হইবে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া যে বৈকৃত দেবতার সহিত তাহার সম্বন্ধ হইবে তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, প্রাকৃতদেবতার স্থানেই অন্য দেবতার আগম বা সম্বন্ধ করিতে হইবে। আর নির্ব্বাপরূপ পদার্থের সহিতই প্রাকৃত দেবতার সম্বন্ধ কৢপ্ত অর্থাৎ পূর্ব্বসিদ্ধ কিন্তু মুষ্টিরূপ একদেশের সহিত অর্থাৎ নির্ব্বাপ পদার্থের অংশের সহিত নূতন দেবতার সম্বন্ধ সিদ্ধ নহে। আর চতুর্মুষ্টিসমষ্টিরূপ নির্ব্বাপই একটি পদার্থ। একারণে এক, দুই বা তিন মুষ্টি নির্ব্বাপের অংশ হওয়ায় সেই পদার্থাংশের সহিত নূতন দেবতার সম্বন্ধ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে বিয়োগমাত্রসাপেক্ষ বলিয়া পূর্ব্বদেবতার সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হইতে কোনও বাধা নাই। অতএব এতাদৃশ স্থলে পূর্ব্বদেবতার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এবং নূতন দেবতার সম্বন্ধ অসম্ভব হওয়ায় অবশিষ্ট মুষ্টিগ্রহণ তূষ্ণীং অর্থাৎ অমন্ত্রকই কর্ত্তব্য। অন্যান্য বহ্ববয়বপদার্থের সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। ইতি ৫ম অর্দ্ধনিরূপ্ত অবস্থায় চন্দ্রাভ্যুদয়স্থলে অবশিষ্টাংশের তূষ্ণীংনির্ব্বাপাধিকরণ।

সান্নায্যসংযোগান্নাসন্নয়তঃ স্যাৎ ॥ ২১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সান্নায্যসংযোগাৎ"—সান্নায্যের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া, "অসন্নয়তঃ"—অসান্নায্যীর, "ন স্যাৎ"—উহা হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যে অকালনির্ব্বাপবিশিষ্ট অভ্যুদয় নিমিত্তক ইষ্টি উহা কি কেবল সান্নায্যীরই কর্ত্তব্য অথবা উহা সান্নায্যী এবং অসান্নায্যী উভয়েরই অনুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, শ্রুতি-বাক্যমধ্যে যখন "দধনি চরুং শৃতে চরুম্" এই প্রকারে দধি ও শৃত দ্রব্যকেও হবির্দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন অসান্নায্যীর অভ্যুদয়েষ্টি হইতে পারে না ; কারণ দধি, দুগ্ধাদিই সান্নায্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ঔষধসংযোগাদ্ বোভয়োঃ ॥ ২২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ঔষধসংযোগাৎ"—ওষধিসম্ভাত (তণ্ডুলাদি) দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ অভিহিত হইয়াছে বলিয়া, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "উভয়োঃ"—সান্নায্যী এবং অসান্নায্যী উভয়েরই হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, উক্ত অভ্যুদিতেষ্টি সান্নায্যী অসান্নায্যী উভয়েরই কর্ত্তব্য ; কারণ, "ঔষধসংযোগাৎ"—শ্রুতিমধ্যে "যে মধ্যমা, যে স্থবিষ্ঠা, যে ক্ষোদিষ্ঠাঃ" ইত্যাদি বাক্যে ওষধিসম্ভাত তণ্ডুলাদিকে হবির্দ্রব্যরূপে বিধান করা হইয়াছে। আর ঐগুলি সান্নায্যী এবং অসান্নায্যী উভয়েরই সম্ভব। ইতি সিদ্ধান্ত।

বৈগুণ্যান্নেতি চেৎ ॥ ২৩ ॥ (২৩)

অক্ষরার্থ। "বৈগুণ্যাৎ"—বৈগুণ্য হয় বলিয়া, "ন"—ঐরূপ হইতে পারে না, "ইতি চেৎ" ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তীর উক্তি শুনিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন—অসান্নায্যীর পক্ষে দধি এবং শৃত সম্ভব না হওয়ায় তাহার লোপ করিতে হইবে। আর তাহাতে অঙ্গবৈগুণ্যই ঘটিবে। এ কারণে উহা তাহার পক্ষে বিহিত নহে। ইতি আশঙ্কা।

নাতৎসংস্কারত্বাৎ ॥ ২৪ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, "অতৎ-সংস্কারত্বাৎ"—যেহেতু উহা অর্থাৎ দধি এবং শৃত হবির্দ্রব্যের সংস্কারক নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বোক্ত আপত্তির পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কা সঙ্গত হইত যদি দধি তণ্ডুলাদিদ্রব্যের সংস্কারকরূপে বিহিত হইত। কিন্তু তাহা যখন নহে,—তখন দধি পরিত্যাগ করিয়া জল দিয়া চরু পাক করিলেও ক্রিয়া সিদ্ধ হইবে। যেহেতু এস্থলে কেবলমাত্র অপ্রাপ্ত দেবতারই বিধান করা হইয়াছে। কারণ যদি দধি এবং দুগ্ধেরও বিধান করা হয়, তাহা হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়িবে। ইতি ৬ষ্ঠ অসান্নায্যারও অভ্যুদয় প্রায়শ্চিত্তাধিকরণ।

সাম্যুত্থানে বিশ্বজিৎ ক্রীতে বিভাগসংযোগাৎ ॥ ২৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সাম্যুত্থানে"—অর্দ্ধ অবস্থায় উত্থান করিলে অর্থাৎ অর্দ্ধেকটা (খানিকটা) করিয়া ছাড়িয়া দিলে, "বিশ্বজিৎ"—যে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ (কর্ত্তব্য তাহা), "ক্রীতে"—সোমক্রয়ের পর, "বিভাগসংযোগাৎ"—যে হেতু বিভাগের সহিত সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যে সোম বিভাগ করিবার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "যদি সত্রায় দীক্ষিতানাং সাম্যুত্তিষ্ঠেরন্ সোমমপভজ্য বিশ্বজিতাতিরাত্রেণ সর্ব্বস্তোমেন সর্ব্বপৃষ্ঠেন সর্ব্ববেদসদক্ষিণেন যজেরন্" ইত্যাদি বাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, সত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ যদি 'সামি' অর্থাৎ অর্দ্ধ অর্থাৎ একদেশ বা কিয়দংশ করিয়া উত্থিত হয় অর্থাৎ তাহা ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে 'বিশ্বজিৎ' যাগ করিতে হইবে। এই যে বিশ্বজিৎ ইহা কি সত্রে সোমক্রয়ের পর তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে কর্ত্তব্য অথবা তৎপূর্ব্বেও করণীয়, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "ক্রীতে বিশ্বজিৎ"—সোমক্রয়ের পর যদি সেই সত্র হইতে বিরত হয় তবেই প্রায়শ্চিত্তরূপে বিশ্বজিৎ যাগ কর্ত্তব্য তৎপূর্ব্বে

বিরত হইলে উহা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, "বিভাগসংযোগাৎ"—শ্রুতিমধ্যে "সোমমপভজ্য" এই অংশে সেই সত্রত্যাগী ব্যক্তিকে স্বীয় সোম বিভাগ করিয়া দিবার উপদেশ আছে। আর সোম ক্রীত না হইলে তাহাতে অধিকার জন্মে না বলিয়া তাহার অংশের বিভাগও হইতে পারে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

প্রবৃত্তে বা প্রাপণান্নিমিত্তস্য ॥ ২৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রবৃত্তে"—প্রবৃত্ত হইলে অর্থাৎ সঙ্কল্প করিয়া বসিলেই (বিশ্বজিৎ কর্ত্তব্য), "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "নিমিত্তস্য প্রাপণাৎ"—যে হেতু নিমিত্তের প্রাপ্তি রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন সত্রে প্রবৃত্ত হইয়া যদি নিবৃত্ত হইবার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে তাহা সোমক্রয়ের পূর্ব্বেই হউক অথবা পরেই হউক প্রায়শ্চিত্তরূপে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠেয়। আর এখানে উত্তিষ্ঠাসা বা বিরিরংসা অর্থাৎ বিরত হইবার ইচ্ছাই বিশ্বজিৎ যাগের নিমিত্ত, কিন্তু সোমবিভাগ তাহার নিমিত্ত নহে। কাজেই সোমবিভাগ না হইলেও বিশ্বজিৎ হইতে বাধা নাই। ইতি সিদ্ধান্ত।

আদেশার্থেতরাশ্রুতিঃ ॥ ২৭ ॥

অক্ষরার্থ। "আদেশার্থা"—প্রদর্শনার্থ, "ইতরা শ্রুতিঃ"—অন্য শ্রুতিবাক্যটি অর্থাৎ বিভাগবাক্যটি।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন—এখানে সোমবিভাগের যখন নির্দ্দেশ আছে তখন উহাকেও বিধেয় বলিতে হয়। আর তাহা হইলে বিশ্বজিৎ কর্ত্তব্য হইলেও সোমবিভাগ করিতে হইবে। আর তাহা সোমক্রয় বিনা হইতে পারে না। আর তাহা হইলে সোমক্রয়ের পরে বিরতিই বিশ্বজিতের নিমিত্ত হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বক্তব্য—সোমবিভাগও যে এখানে বিহিত হইয়াছে, তাহা বলা সঙ্গত হইবে না; কারণ তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্যটিকে "সাম্যুত্থানে বিশ্বজিতা যজেরন্, সোমস্য তু বিভাগং কৃত্বা" এই প্রকারে ভিন্ন করিতে হয় বলিয়া বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। অতএব অন্যান্য দ্রব্যবিভাগের ন্যায় এই সোমবিভাগও রাগপ্রাপ্ত বলিয়া ঐ যে বিভাগশ্রুতি উহা অনুবাদ মাত্র।

আর এ স্থলে সোমপদের যে নামতঃ উল্লেখ উহা উপলক্ষণ—অপরাপর দ্রব্যবিভাগ প্রদর্শনার্থ মাত্র। ইতি ৮ম সত্রে প্রবৃত্তমাত্রে ব্যুত্থানে বিশ্বজিদধিকরণ।

দীক্ষাপরিমাণে যথাকাম্যবিশেষাৎ ॥ ২৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দীক্ষাপরিমাণে"—দীক্ষার পরিমাণবিষয়ে, "যথাকামী"—যথাকাম্য অর্থাৎ স্বেচ্ছানুসারে বিকল্প অর্থাৎ যাহার যে রকম ইচ্ছা সে সেই রকম করিতে পারে, "অবিশেষাৎ"—যে হেতু কোনও বিশেষ পক্ষ উল্লিখিত হয় নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে "একা দীক্ষা তিস্র উপসদঃ পঞ্চমীং প্রসুতঃ; তিস্রো দীক্ষাঃ। তিস্র উপসদঃ সপ্তমীং প্রসুতঃ" ইত্যাদি বাক্যে এক, তিন, চার প্রভৃতি দ্বাদশ পর্য্যন্ত দীক্ষা পক্ষ উক্ত হইয়াছে। দীক্ষা অর্থে সোমযাগে দীক্ষণীয়া ইষ্টির দ্বারা যজমানের যে সংস্কার সাধিত হয় তাহাই অভিহিত হইয়া থাকে। সেই দীক্ষা একদিন, তিন, চারিদিন হইতে দ্বাদশ দিন ধরিয়া হইতে পারে। যদি একদিনের অনুষ্ঠানে দীক্ষা হয়, তাহা হইলে প্রথম দিবসে দীক্ষণীয়েষ্টির দ্বারা দীক্ষা, দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ দিনে উপসৎনামক হোম এবং পঞ্চম দিনে প্রসুত অর্থাৎ সোমাভিষব। যদি তিন দিনের অনুষ্ঠানে দীক্ষা হয় তাহা হইলে উপসৎ প্রভৃতিগুলি দুইদিন পরে হইবে। এইরূপ চারিদিন প্রভৃতি স্থলে এক দিনের বিলম্ব হইবে। ঐ যে এক, তিন বা চারি প্রভৃতি দিবসের অনুষ্ঠানসাধ্য দীক্ষা উহাকে 'একা' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। দীক্ষাবিষয়ক ঐ একাদি পক্ষ কি জ্যোতিষ্টোমে বিকল্পিত অথবা তথায় দ্বাদশদীক্ষাই ব্যবস্থিত, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "দীক্ষাপরিমাণে যথাকামী অবিশেষাৎ"—এস্থলে যখন ব্যবস্থিতত্বের কোনও বিশেষ নিয়ম নাই তখন জ্যোতিষ্টোমে একাদিপক্ষ ইচ্ছানুসারে বিকল্পিতই হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

দ্বাদশাহস্তু লিঙ্গাৎ স্যাৎ ॥ ২৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্বাদশাহঃ স্যাৎ"—দ্বাদশাহ পরিমাণই ব্যবস্থিত হইবে, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "লিঙ্গাৎ"—জ্ঞাপকবাক্য অনুসারে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন জ্যোতিষ্টোমে দ্বাদশাহদীক্ষা পক্ষই ব্যবস্থিত। যে হেতু "দ্বাদশরাত্রীর্দীক্ষিতো ভৃতিং বন্বীত" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা উহা সিদ্ধ হয়। কারণ যজ্ঞের জন্য যাচ্ঞাপূর্ব্বক যে দ্রব্যার্জ্জন তাহাই উক্ত "ভৃতিং বন্বীত" এই বাক্যবিহিত 'ভৃতিবনন'। আর উহা নিত্য। সুতরাং তৎসংযুক্ত যে দ্বাদশাহ তাহাও নিত্য; কেন না, তাহা না হইলে নিত্য যে ভৃতিবনন তাহার সহিত অনিত্য দ্বাদশাহের সম্বন্ধ হইলে 'নিত্যানিত্যসংযোগ বিরোধ' হইয়া পড়ে। একারণে জ্যোতিষ্টোমে দ্বাদশাহপক্ষই ব্যবস্থিত। আর ঐ একাদি পক্ষগুলি জ্যোতিষ্টোমের যে সকল বিকৃতি আছে তাহাতেই উৎকর্ষ লাভ করিবে অর্থাৎ তাহাতে ঐগুলি অনুসরণীয়, ইহাই ভাষ্যকারের মত। ইতি ৮ম জ্যোতিষ্টোমে দ্বাদশদীক্ষানিয়মাধিকরণ *।

পৌর্ণমাস্যামনিয়মো ঽবিশেষাৎ ॥ ৩০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পৌর্ণমাস্যাম্ অনিয়মঃ"—(গবাময়ন যাগের) পৌর্ণমাসীতিথি সম্বন্ধে কোনও নিয়ম নাই, "অবিশেষাৎ"—যে হেতু তাহার বিশেষত্ববোধক কোনও বাক্য নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে 'গবাময়ন' নামক সোমযাগের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "পুরস্তাৎ পৌর্ণমাস্যাশ্চতুরহে দীক্ষেরন্" অর্থাৎ পূর্ণিমার চার দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ একাদশীতে দীক্ষিত করিবে। ইহা কি যে কোনও পূর্ণিমা অথবা কোনও বিশেষ পূর্ণিমা, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "পৌর্ণমাস্যাম্ অনিয়মঃ অবিশেষাৎ"—এস্থলে কোনও বিশেষত্ব উল্লিখিত না থাকায় ইহা যে কোনও পূর্ণিমাই হইবে। ইতি ১ম পূর্ব্বপক্ষ।

আনন্তর্য্যাত্তু চৈত্রী স্যাৎ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। "আনন্তর্য্যাৎ"—আনন্তর্য্য অনুসারে, "তু"—পক্ষব্যাবর্ত্তক, "চৈত্রী স্যাৎ"—চৈত্রী পূর্ণিমাই হইবে।

---

* বার্ত্তিককারের মতে—"দীক্ষা পরিমাণে যথাকামী অবিশেষাৎ" ইহা স্বতন্ত্র একটি অধিকরণের সিদ্ধান্তসূত্র; আর "দ্বাদশাহস্তু লিঙ্গাৎ স্যাৎ" ইহাও একটি স্বতন্ত্র অধিকরণের সিদ্ধান্তসূত্র।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এস্থলে পৌর্ণমাসী বলিতে চৈত্রী পৌর্ণমাসী গ্রাহ্য, কারণ "সন্দিগ্ধে বাক্যশেষাৎ" এই ন্যায়ানুসারে ইহা নিরূপিত হয়। যেহেতু উক্ত বিধির পরেই শ্রুতি অর্থবাদরূপে "মুখং বা এতৎ সম্বৎসরস্য যচ্চিত্রাপূর্ণমাসঃ" অর্থাৎ এই যে চিত্রাপূর্ণমাস ইহা সম্বৎসরের মুখ অর্থাৎ আদিস্বরূপ—এইরূপে চৈত্রী পৌর্ণমাসীরই প্রশংসা করিতেছেন। আর "যৎ স্তূয়তে তদ্ বিধীয়তে" অর্থাৎ যাহার প্রশংসা করা হয়, তাহাই বিধেয় হইয়া থাকে। ইতি ২য় পূর্ব্বপক্ষ।

মাঘী বৈকাষ্টকাশ্রুতেঃ ॥ ৩২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "মাঘী"—মাঘীপূর্ণিমাই (গ্রহণীয়), "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "একাষ্টকাশ্রুতেঃ"—যে হেতু শ্রুতিমধ্যে একাষ্টকার উল্লেখ আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—এস্থলে পূর্ণিমা বলিতে মাঘী পূর্ণিমাই অভিহিত হইতেছে। কারণ, "একাষ্টকাশ্রুতেঃ"—এখানে 'একাষ্টকা' তিথিতে সোমক্রয় শ্রুত হইতেছে। যে হেতু, শ্রুতি বলিতেছেন "তেষামেকাষ্টকায়াং ক্রয়ঃ সম্পদ্যতে" অর্থাৎ একাষ্টকাতে সোমক্রয় কর্ত্তব্য। আর মাঘী পূর্ণিমার পর যে অষ্টমী তাহাই একাষ্টকা। ইতি সিদ্ধান্ত।

অন্যা অপীতি চেৎ ॥ ৩৩ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অন্যাঃ অপি"—অন্যকৃষ্ণাষ্টমীগুলিও (একাষ্টকা), "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উঠাইয়া বলিতেছে—যখন বৎসরে দ্বাদশটি একাষ্টকা আছে তখন সকল কৃষ্ণাষ্টমীকেই একাষ্টকা বলা হয়! সুতরাং একাষ্টকাশ্রুতি দ্বারা কিরূপে মাঘীপূর্ণিমার অবধারণ হয়? ইতি আশঙ্কা।

ন ভাক্তত্বাদেষা হি লোকে ॥ ৩৪ ॥ (আঃ সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, "ভক্তিত্বাৎ"—যে হেতু উহা ভাক্ত প্রয়োগ অর্থাৎ গৌণার্থক, "হি"—যে হেতু, "লোকে"—বৃদ্ধব্যবহারে, "এষা"—ইহা অর্থাৎ মাঘী শুক্লাষ্টমীই একাষ্টকা।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন মাঘী কৃষ্ণাষ্টমীতে একাষ্টকা শব্দের প্রয়োগ মুখ্য—তাহাই বৃদ্ধ ব্যবহারসিদ্ধ। অপরগুলিতে যে প্রয়োগ করা হয়, তাহা গৌণ। আর গৌণ ও মুখ্যের গ্রাহ্যভাবিষয়ক সংশয়ে ন্যায়ানুসারে মুখ্যই গ্রহণীয়। অতএব এস্থলে মাঘী পৌর্ণমাসীই বিবক্ষিত। ইতি আশঙ্কা নিরাস।

দীক্ষাপরাধে চানুগ্রহাৎ ॥ ৩৫ ॥

অক্ষরার্থ। "দীক্ষাপরাধে"—দীক্ষাপরাধে অর্থাৎ দীক্ষা না হইলে, "অনুগ্রহাৎ চ"—অনুগ্রহ আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তবাদী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন—"দীক্ষাপরাধে চানুগ্রহাৎ"। শ্রুতিমধ্যে—"এষা বৈ সম্বৎসরস্য পত্নী যদেকাষ্টকা" "তেন একাষ্টকাং; ন ছম্বট্ কুর্ব্বন্তি" ইত্যাদি উল্লেখ থাকায় "যদেকাষ্টকা" এই স্থলের একবচনের দ্বারা একাষ্টকার একটি অষ্টমীতেই শক্তি বুঝা যায়। আর তাহাতে যদিও দীক্ষা না হয় তথাপি তাহাকে 'ছম্বট্' অর্থাৎ অনাদর করিতে নিষেধ করায় তাহাতে ক্রম কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে। আর মাঘী অষ্টমী "যাং জনাঃ প্রতিনন্দন্তি" ইত্যাদি মন্ত্রে স্তুত হওয়ায় তাহারই প্রতি অনুগ্রহ অর্থাৎ সমাদর আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। একারণে মাঘী পৌর্ণমাসীই 'গবাময়ন' যজ্ঞের কাল বলিয়া গ্রহণীয়।

উত্থানে চানুপ্ররোহাৎ ॥ ৩৬ ॥

অক্ষরার্থ। "উত্থানে"—সত্র হইতে উত্থান হইলে, "অনুপ্ররোহাৎ চ"—তৎপশ্চাৎ বৃক্ষসকলের প্ররোহ হয় বলিয়া নির্দ্দেশ আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে পৌর্ণমাসী বলিতে মাঘী পূর্ণিমাই যে গ্রহণীয় তাহার আরও হেতু এই যে, "তস্মিন্ ওষধয়ো বনস্পতয়শ্চ উত্থিষ্ঠন্তি" এইরূপ বচন রহিয়াছে। এই বচনে বলা হইয়াছে যে, ঐ যাগের এমনই মাহাত্ম্য যে ঐ যাগ হইতে উত্থিত হইলে ওষধি, বনস্পতি প্রভৃতিরাও উত্থিত হয় অর্থাৎ শাখাপল্লবাদি সংযুক্ত হয়। আর ইহা বসন্তে অর্থাৎ ফাল্গুনেই হইয়া থাকে।

অস্ত্যাং চ সর্ব্বলিঙ্গানি ॥ ৩৭ ॥

অক্ষরার্থ। "অস্ত্যাং"—এতদ্বিষয়ে, "সর্ব্বলিঙ্গানি চ"—শ্রুত্যুক্ত অপরাপর সকল লিঙ্গগুলিই (সুসমঞ্জস হয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। পৌর্ণমাসী বলিতে এস্থলে যদি মাঘী পূর্ণিমাকেই গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে শ্রুতিমধ্যে যে সমস্ত লিঙ্গ (জ্ঞাপক বচন) আছে সে গুলি সব সুসমঞ্জস হয়। শ্রুতি বলিতেছেন "আর্ত্তং বা এতে সম্বৎসরস্য অভিদীক্ষন্তে য একাষ্টকায়াং দীক্ষন্তে"। এই বাক্যে দীক্ষা কালকে আর্ত্তকাল বলা হইয়াছে। আর শীত কালেই লোকে আর্ত্ত হইয়া থাকে—বিশেষতঃ মাঘে। সুতরাং এই লিঙ্গ এবং অপরাপর লিঙ্গ অনুসারে এখানে পৌর্ণমাসী বলিতে মাঘী পূর্ণিমাই বোধিত হইতেছে। ইতি ৯ম মাঘী পূর্ণিমার পূর্ব্বে চতুরহে 'গবাময়ন' যজ্ঞের দীক্ষা বিধানাধিকরণ।

দীক্ষাকালস্য শিষ্টত্বাদতিক্রমে নিয়তানামনুৎকর্ষঃ প্রাপ্তকালত্বাৎ ॥ ৩৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দীক্ষাকালস্য শিষ্টত্বাৎ"—দীক্ষাকাল অর্থাৎ দীক্ষিত হইয়া থাকিবার সময় শিষ্ট অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বলিয়া, "অতিক্রমে"—তাহার অতিক্রম অর্থাৎ অতিপাত হইলে, "নিয়তানাম্"—যে সমস্ত নিয়ত অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম তন্মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল সেই গুলির, "অনুৎকর্ষঃ"—উৎকর্ষ হইবে না, "প্রাপ্তকালত্বাৎ"—যে হেতু তাহাদের অপ্রতিষিদ্ধ কাল প্রাপ্ত অর্থাৎ উপস্থিত।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমে যে দিন দীক্ষা আরম্ভ হয় ভিন্ন ভিন্ন কল্প অনুসারে তাহার পঞ্চম, সপ্তম কিংবা অষ্টম দিনে সুত্যা অর্থাৎ সোমাভিষব পূর্ব্বক সবনত্রয়াত্মক যাগ হয়। সেই সুত্যাহে তিনটি সবন সম্পন্ন হইলে 'অবভৃথ' হইয়া থাকে। অবভৃথ স্নানে দীক্ষার পর পালনীয় নিয়ম সকল নিবৃত্ত হইয়া যায়। "দীক্ষিতো ন দদাতি, ন পচতি, ন জুহোতি" ইত্যাদি বাক্যে সোম-যাগে দীক্ষিত ব্যক্তির দান, অন্নপাক, হোম নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই সকল

নিয়ম তাহার পালনীয়। এখন যদি দৈব অথবা মানুষ দুর্বিপাকে সেই 'অবভৃথ' যথাসময়ে না হইয়া কয়েক দিবস পিছাইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ দানহোমাদি বিষয়ক নিয়মের উৎকর্ষ হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "নিয়তানাম্ অনুৎকর্ষঃ"—অগ্নিহোত্র হোম প্রভৃতি যে সকল নিত্য কর্ম্ম আছে সে গুলির উৎকর্ষ হইবে না, কারণ, "প্রাপ্তকালত্বাৎ"—তাহার কাল উপস্থিত হইয়াছে। আর দীক্ষিত হইয়াছে বলিয়া যে উৎকর্ষ হইবে তাহাও সম্ভব নহে, যে হেতু, "দীক্ষাকালস্য শিষ্টত্বাৎ"—দীক্ষার সময় অর্থাৎ কতদিন দীক্ষিত হইয়া থাকিতে হইবে তাহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে। সুতরাং সবনত্রয়ের পরই যখন দীক্ষানিবর্ত্তক অবভৃথ, তখন সবনত্রয়ান্তই দীক্ষা কালের অবধি। একারণে তাহার পরে অবভৃথ অনুষ্ঠিত না হইলেও দীক্ষাকাল অনুবৃত্ত না থাকায় তৎকালে প্রাপ্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

উৎকর্ষো বা দীক্ষিতত্বাদবিশিষ্টং হি কারণম্ ॥ ৩৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "উৎকর্ষঃ"—ঐ গুলির উৎকর্ষ হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "দীক্ষিতত্বাৎ"—যে হেতু দীক্ষিত হইয়াছে, "কারণম্ অবিশিষ্টং হি"—নিয়মপালনের কারণ অবিশিষ্টই আছে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "অবিশিষ্টং হি কারণম্"—দীক্ষিতত্বই তত্তৎ নিয়ম পালনের হেতু। কিন্তু দীক্ষাকাল তাহার হেতু নহে। আর অবভৃথ স্নান না হইলে দীক্ষিতত্বের বিনিবৃত্তি হয় না। সুতরাং, "উৎকর্ষো বা"—নিয়মপালনের উৎকর্ষ হইবে। অতএব যাবৎকাল অবভৃথ না হয়, ততদিন দীক্ষিতের নিয়ম পালন কর্ত্তব্য বলিয়া অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য কর্ত্তব্য হইবে না। ইতি ১০ম দীক্ষাকালের উৎকর্ষ হইলে অগ্নিহোত্রাদির অনুৎকর্ষাধিকরণ।

তত্র প্রতিহোমো ন বিদ্যতে যথা পূর্ব্বেষাম্ ॥ ৪০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তত্র"—তাহাতে অর্থাৎ অবভৃথের উৎকর্ষ স্থলে, "প্রতিহোমঃ ন বিদ্যতে"—প্রতিহোম নাই অর্থাৎ কর্ত্তব্য নহে, "যথা পূর্ব্বেষাম্"—পূর্ব্বগুলির ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। অবভৃথের উৎকর্ষ হইলে প্রতিহোম কর্ত্তব্য কি না ইহাই সংশয়। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যথাসময়ে অবভৃথ সম্পন্ন হইলে অগ্নিহোত্র হোম যথাপূর্ব্ব কর্ত্তব্য হয়। কিন্তু অবভৃথের উৎকর্ষ হইলে অগ্নিহোত্রেরও উৎকর্ষ হইয়া থাকে। পরন্তু অবভৃথের উৎকর্ষ বশতঃ যে কয়টি অগ্নিহোত্র আহুতির স্থানচ্যুতি ঘটিতেছে, সেই কয়টি আহুতি হিসাব করিয়া অবভৃথান্তে অগ্নিহোত্র করিবার কালে হোম করিতে হয়। সায়ংকালীন বা প্রাতঃকালীন হোম অনবধানতাদি বশতঃ পতিত হইলে পরবর্ত্তী হোমকালে তাবৎসংখ্যক আহুতি দিতে হয়; ইহারই নাম প্রতিহোম। আর পুরুষাপরাধ বশতঃ যখন যথাসময়ে অবভৃথ না হওয়ায় হোমের উৎকর্ষ হইল, তখন প্রতিহোম অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অবভৃথের উৎকর্ষ পুরুষাপরাধমূলক হইলেও অগ্নিহোত্রনিষেধ শাস্ত্রবিধিসিদ্ধ। একারণে দীক্ষামধ্যে অগ্নিহোত্র লোপ হওয়ায় যেমন প্রতিহোম অথবা প্রায়শ্চিত্ত নাই. সেইরূপ যে কারণেই হউক অবভৃথের উৎকর্ষ হইলেও তৎপ্রায়শ্চিত্তরূপে প্রতিহোম কর্ত্তব্য হইবে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

কালপ্রাধান্যাচ্চ ॥ ৪১ ॥

অক্ষরার্থ। "কালপ্রাধান্যাৎ চ"—কালের প্রাধান্য আছে বলিয়াও (প্রতিহোম কর্ত্তব্য নহে)।

ভাষ্যভাবার্থ। কাল অনুপাদেয় বলিয়া বিধেয় হইতে পারে না। আর তাহা না হইলে তাহা নিমিত্ত বা প্রধানই হয়। আর নদীবেগস্থানীয় কাল গত হইলে তাহা পুনরায় আসে না। সুতরাং নিমিত্ত না থাকায় নৈমিত্তিক হইতে পারে না। একারণেও প্রতিহোম কর্ত্তব্য নহে। ইতি ১০ম দীক্ষানুবৃত্তি স্থলে প্রতিহোমের অননুষ্ঠানাধিকরণ।

প্রতিষেধাচ্চোর্দ্ধমবভৃথাদিষ্টেঃ ॥ ৪২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রতিষেধাৎ"—প্রতিষেধ আছে বলিয়া, "চ"—অধিকরণান্তর সূচক, "অবভৃথাৎ ঊর্দ্ধ্‌ম্"—অবভৃথের পর, "ইষ্টেঃ"—উদবসানীয় ইষ্টি পর্য্যন্ত। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। 'অবভৃথ' করা হইলে তদনন্তর 'উদবসানীয়' ইষ্টি করিতে হয়। অবভৃথ সমাপনের পর যদি কোনও আকস্মিক কারণবশতঃ উদব-

সানীয়েষ্টির উৎকর্ষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে উদবসানীয়ের পূর্ব্বে অগ্নিহোত্র হোম করিতে না পারায় যতগুলি হোম অতিপতিত হইয়াছে, তাবৎসংখ্যক প্রতিহোম কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—অবভৃথান্তেই যখন দীক্ষা উন্মুক্ত হইয়া যায় (খুলিয়া যায়), কারণ উন্মোচনের জন্যই অবভৃথ, তখন "দীক্ষিতো ন দদাতি" ইত্যাদি নিষেধবিধিবলে হোমের অকর্ত্তব্যতা বোধিত হয় না। সুতরাং তৎকালে অগ্নিহোত্র হোম কর্ত্তব্য হইলেও যখন করা হয় নাই, তখন তজ্জন্য প্রতিহোম অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"ঊর্দ্ধম্ অবভৃথাৎ ইষ্টেঃ"—অবভৃথের পর উদবসানীয়েষ্টি পর্য্যন্ত, যে পর্য্যন্ত না উদবসানীয়েষ্টি সমাপ্ত হয় তাবৎকাল যে সমস্ত হোম অতিপন্ন হইবে, সেগুলির জন্য প্রতি হোম করিতে হইবে না। কারণ, "প্রতিষেধাৎ"—শ্রুতিমধ্যে উদবসানীয়েষ্টির পূর্ব্বে হোম প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যে হেতু শ্রুতি বলিতেছেন "এতয়া পুনরাধেয়-সম্মিতয়া ইষ্ট্যা অগ্নিহোত্রং হোতব্যম্" অর্থাৎ পুনরাধানসদৃশ এই যে উদবসানীয়েষ্টি ইহা সম্পন্ন করিয়া তবে অগ্নিহোত্র কর্ত্তব্য। অতএব উদবসানীয়ের উৎকর্ষে হোমেরও উৎকর্ষ বিধিবোধিত বলিয়া তজ্জন্য প্রতিহোম কর্ত্তব্য নহে। ইতি ১২শ উদবসানীয়োৎকর্ষেও প্রতিহোমাননুষ্ঠানাধিকরণ।

প্রতিহোমশ্চেৎ সায়মগ্নিহোত্রপ্রভৃতীনি হূয়েরন্ ॥৪৩ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রতিহোমঃ চেৎ"—যদি প্রতিহোম থাকে তবে, "সায়মগ্নিহোত্রপ্রভৃতীনি"—সায়ংকালীন অগ্নিহোত্র হইতে, "হূয়েরন্"—হোম হইবে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, পূর্ব্বোক্তস্থলে প্রতিহোম কর্ত্তব্য—তাহা হইলে, কোন্ সময় হইতে তাহাতে আহুতিসংখ্যা গণনা করিয়া প্রতিহোম হইবে, এইরূপ সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, যে সমস্ত হোম অতিপন্ন হইয়াছে সে গুলি ক্রমিক হইলেও যখন তজ্জন্য প্রতিহোম ইষ্ট্যন্তেই কর্ত্তব্য বলিয়া সেগুলি যুগপৎ প্রাপ্ত, তখন উহাদের কোনও ক্রমনিয়ম থাকিতে পারে না।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সত্য বটে সে গুলির জন্য প্রতিহোম যুগপৎ প্রাপ্ত, তথাপি সেই অতিপন্ন আহুতিগুলির ক্রম যখন বুদ্ধিস্থ রহিয়াছে এবং অন্য কোনও বলবত্তর সহিত যখন তাহার বিরোধ নাই, তখন সেই ক্রম পরিত্যাগ করিবার হেতু কি আছে? অতএব এতাদৃশ স্থলে অতিপন্নের ক্রমই অনুসরণীয়

হইবে। আর অগ্নিষ্টোম সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই উদবসানীয়েষ্টিসমাপনে পরিসমাপ্ত হয় বলিয়া সায়ংকালীন অগ্নিহোত্র প্রথম প্রাপ্ত বলিয়া তাহাই প্রথমে অতিপন্ন হয়। একারণে "সায়মগ্নিহোত্রপ্রভৃতীনি হুয়েরন্"—সায়মগ্নিহোত্র হইতে সংখ্যা ধরিয়া প্রতিহোম হইবে। অধিকরণটি 'কৃত্বাচিন্তা' মূলে উত্থিত। ইতি ১৩শ প্রতি-হোমপক্ষে সায়মগ্নিহোত্র প্রভৃতি অনুষ্ঠানাধিকরণ।

প্রাতস্তু ষোড়শিনি ॥ ৪৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রাতঃ"—প্রাতঃকাল হইতে, "তু"—প্রত্যুদাহরণার্থক, "ষোড়শিনি"—ষোড়শী নামক সংস্থায়। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সপ্তসংস্থ জ্যোতিষ্টোমের সর্ব্বত্রই কি এই নিয়ম ? এই প্রকার সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন, পূর্ব্বাধিকরণোক্ত নিয়মের বাধের হেতু না থাকায় সর্ব্বত্রই ঐ নিয়ম অনুসরণীয়, তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "প্রাতঃ তু ষোড়শিনি"—জ্যোতিষ্টোমের ষোড়শিনামক সংস্থায় সায়ংকালীন নহে, কিন্তু প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্র হইতেই ক্রম অনুসরণীয়। কারণ ষোড়শিনামক সংস্থা রাত্রিতেই সমাপ্ত হয় বলিয়া উদবসানীয়েষ্টির উৎকর্ষ হইলে প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্রই প্রথমে অতিপন্ন হয়। অতএব এতাদৃশ স্থল পূর্ব্বোক্ত নিয়মের অপবাদ। ইতি ১৪শ ষোড়শি সংস্থায় প্রাতরগ্নিহোত্র প্রভৃতি প্রতিহোমানুষ্ঠানাধিকরণ।

প্রায়শ্চিত্তমধিকারে সর্ব্বত্র দোষসামান্যাৎ ॥ ৪৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অধিকারে"—দর্শপূর্ণ মাসের অধিকারে অর্থাৎ প্রকরণে (উপদিষ্ট), "প্রায়শ্চিত্তম্"—প্রায়শ্চিত্ত, "সর্ব্বত্র"—তাদৃশ সকল স্থলে (কর্ত্তব্য হইবে), "দোষসামান্যাৎ"—যে হেতু দোষের সাম্য অর্থাৎ একবিধত্ব রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে "ভিন্নে জুহোতি স্কন্নে জুহোতি" ইত্যাদি বচনে যে ভেদন ও স্কন্দনের প্রায়শ্চিত্তরূপে হোম বিহিত হইয়াছে তাহা সেই যাগের ন্যায় যাগান্তরীয় এবং লৌকিকব্যবহারীয় ভেদনাদিতে কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "প্রায়শ্চিত্তং সর্ব্বত্র,

দোষসামান্তাৎ"—ভেদনাদিই যখন প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত, আর ভেদনাদির জন্ত যে দোষ হয় তাহা যখন যাগান্তরে এবং লৌকিক ব্যবহারেও তুল্য তখন সর্ব্বত্রই প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। আরও বাক্যের বিনিয়োজকতা অনুসারে সর্ব্বত্র এবং প্রকরণানুসারে কেবল মাত্র সেই যাগে ইহা ব্যবস্থিত। কিন্তু প্রকরণ অপেক্ষা বাক্য প্রবল। একারণে সর্ব্বত্রই প্রায়শ্চিত্ত। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

প্রকরণে বা শব্দহেতুত্বাৎ ॥ ৪৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রকরণে"—তৎপ্রকরণেই (প্রায়শ্চিত্ত), "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "শব্দহেতুত্বাৎ"—যেহেতু প্রায়শ্চিত্তজন্ত উপকারকত্ব শাস্ত্রগম্য।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "প্রকরণে বা"—তৎপ্রকরণীয় যে ভেদন এবং স্কন্দন তাহাতেই ঐ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। কারণ, "শব্দহেতুত্বাৎ"—প্রকৃত অর্থাৎ মূলীভূত যে "যজেত" এই শব্দ অর্থাৎ বিধি ইহা হোমসহকৃত যাগের হেতু অর্থাৎ তাদৃশ যাগ বোধিত করিয়া থাকে। কারণ, এরূপ বলিলে প্রধানবিধির সহিত একবাক্যতা হওয়ায় তদীয় ফলেই উহা সফল হয় বলিয়া ফলকল্পনা করিতে হয় না, যে হেতু প্রকৃত যাগের উপকার করাই উক্ত হোমের ফল বা সার্থকতা। পক্ষান্তরে বাক্যের বিনিয়োজকতা স্বীকার করিলে ফলকল্পনা বিনা বিধিটি বিফল হয়। একারণে নিষ্ফল বাক্য অনুসারে বিনিয়োগ হইতে পারে না। সুতরাং বাক্য বিনিয়োগ স্বীকার করিলে নিষ্ফল হয় বলিয়া এবং প্রকরণোপস্থিত ফল পরিত্যাগ করিবার কোনও হেতু নাই বলিয়া প্রকরণেরই বিনিয়োজকতা অনুসারে এস্থলে দর্শপূর্ণমাসের পাত্রের ভেদনাদিতেই প্রায়শ্চিত্ত হোম কর্ত্তব্য। কিন্তু অন্তত্র উহা কর্ত্তব্য নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অতদ্বিকারশ্চ ॥ ৪৭ ॥

অক্ষরার্থ। "অতদ্বিকারঃ চ"—আর অগ্নিহোত্র জ্যোতিষ্টোমাদি তাহার অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতিও নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী আরও বলিতেছেন দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতিভূত যাগের সম্বন্ধে ঐ নিয়ম বলা চলিলেও অগ্নিহোত্র জ্যোতিষ্টোমাদি যখন তাহার

বিকার নহে, তখন তাহাতে ঐ নিয়ম খাটিবে না। ইতি ১৫শ- ভেদনাদিনিমিত্তক হোম সকলের দর্শপূর্ণমাসাঙ্গতাধিকরণ।

ব্যাপন্নস্যাপ্সু গতৌ যদভোজ্যমার্য্যাণাং তৎপ্রতীয়েত ॥ ৪৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ব্যাপন্নস্য"—ব্যাপন্ন দ্রব্যের, "অপ্সু গতৌ"—জলসাৎকরণ বিধিতে, "যৎ অভোজ্যম্ আর্য্যাণাম্"—যাহা আর্য্যগণের অভোজ্য, "তৎ প্রতীয়েত"—তাহাই প্রতীত হইবে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "ব্যাপন্নমপ্সু প্রহরতি" অর্থাৎ ব্যাপন্ন দ্রব্য জলে ফেলিয়া দিবে। এস্থলে ব্যাপন্ন বলিতে কি বুঝায়? এই প্রকার সংশয়ে, নিশ্চায়ক প্রমাণ না থাকায় উহা অনিরূপিতার্থক, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইলে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন 'ব্যাপন্ন' বলিতে কেশ-কীটাদিদুষ্ট অন্নই বোদ্ধব্য, কারণ তাহা আর্য্যগণের অভোজ্য বলিয়া স্মৃত্যাচারপ্রসিদ্ধ। ইতি ১৬শ ব্যাপন্ন শব্দের অর্থনির্ণয়াধিকরণ।

বিভাগশ্রুতেঃ প্রায়শ্চিত্তং যৌগপদ্যে ন বিদ্যতে ॥ (৪৯ পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বিভাগশ্রুতেঃ"—শ্রুতিমধ্যে বিভাগ অর্থাৎ প্রত্যেক কৃত অপচ্ছেদ নিমিত্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া, "প্রায়শ্চিত্তং"—অপচ্ছেদজন্য প্রায়শ্চিত্ত, "যৌগপদ্যে"—অপচ্ছেদের যৌগপদ্য হইলে, "ন বিদ্যতে"—নাই অর্থাৎ কর্ত্তব্য হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—"যদ্যুদ্গাতাপচ্ছিদ্যেত অদক্ষিণো যজ্ঞঃ সংস্থাপ্যঃ। অথান্য আহৃত্যস্তত্র তদ্ দদ্যাৎ যৎ পূর্ব্বস্মিন্ দাস্যং স্যাৎ। যদি প্রতিহর্ত্তা অপচ্ছিদ্যেত সর্ব্বস্বং দদ্যাৎ" অর্থাৎ "উদ্গাতা যদি অপচ্ছেদ করেন, তাহা হইলে সেই যজ্ঞটি বিনা দক্ষিণায় সমাপ্ত করিয়া তদনন্তর আর একটি সেই যজ্ঞ করিতে হইবে এবং তাহাতে পূর্ব্বযজ্ঞে যাহা দিবার সংকল্প ছিল, তাহা দক্ষিণা দিতে হইবে। আর যদি প্রতিহর্ত্তা অপচ্ছেদ করেন, তাহা হইলে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হইবে।" ইহার অভিপ্রায়

এইরূপ,—জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে যজ্ঞশালার বাহিরে বহিষ্পবমানস্তোত্র করিতে হয়। আর তাহার জন্য যজমানের সহিত ঋত্বিক্‌গণকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ একে অপরের কচ্ছ স্পর্শ করিয়া পিপীলিকা পংক্তির ন্যায় যজ্ঞশালা হইতে নির্গত হইতে হয়। সেই নির্গমনকালে অধ্বর্য্যু সর্ব্বাগ্রে থাকিবেন, প্রস্তোতা তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার কাছায় হাত দিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকিবেন, ঐ ভাবে প্রস্তোতাকে উদ্গাতা, উদ্গাতাকে প্রতিহর্ত্তা, প্রতিহর্ত্তাকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মাকে যজমান এবং যজমানকে প্রশাস্তা অন্বারম্ভ (স্পর্শ) করিয়া থাকিবে। অধ্বর্য্যু, প্রস্তোতা, উদ্গাতা প্রতিহর্ত্তা, ব্রহ্মা এবং প্রশাস্তা এগুলি বিশেষ বিশেষ ঋত্বিকের নাম। এখন ঘটনাক্রমে এমন হইতে পারে যে, পরস্পরের ঐ যে অন্বারম্ভ উহার অপচ্ছেদ ঘটিতে পারে। অপচ্ছেদ অর্থ বিভাগ বা ছাড়। সংযুক্ত বস্তুদ্বয়েরই বিভাগ হয় বলিয়া তাহা অন্যতরক্রিয়াজন্য অর্থাৎ এক জনের ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইতে পারে এবং তাহা উভয়ক্রিয়া জন্য অর্থাৎ উভয়েরও ক্রিয়া হইতে হইতে পারে। যেমন বৃক্ষ হইতে পক্ষী উড়িয়া গেলে কেবলমাত্র পক্ষীরই চলনাত্মক ক্রিয়ার ফলে একতরক্রিয়াজন্য বিভাগ হয়। আর পথিমধ্যে ঘটনাক্রমে মিলন বশতঃ পরস্পরালিঙ্গিত বন্ধুদ্বয়ের দুইজনে দুই দিকে চলিয়া যাইবার জন্য আলিঙ্গন পাশ ছাড়িয়া উভয়ে উভয়দিকে যাইতে যুগপৎ প্রবৃত্ত হইলে যে বিভাগ হয় তাহা উভয়ক্রিয়াজন্য। শ্রুতিমধ্যে ঐ যে উদ্গাতার অপচ্ছেদে অদক্ষিণ যজ্ঞ সম্পাদন এবং প্রতিহর্ত্তার অপচ্ছেদে সর্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ প্রায়শ্চিত্তরূপে বিহিত হইয়াছে, তাহাতে যদি উদ্গাতা এবং প্রতিহর্ত্তা উভয়েরই যুগপৎ ক্রিয়াবশতঃ অপচ্ছেদ অর্থাৎ পরস্পরবিচ্ছেদ বা বিভাগ হয় তাহা হইলে অপচ্ছেদজন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে কি না, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "যৌগপদ্যে প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে" —এতাদৃশ স্থলে উভয়ের মধ্যেই যুগপৎ বিভাগজনিকা ক্রিয়া উৎপন্ন হইবার ফলে অপচ্ছেদ ঘটিলে প্রায়শ্চিত্ত নাই অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য নহে। কারণ, "বিভাগশ্রুতেঃ"—শ্রুতিমধ্যে এক এক জনের বিভাগেই প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। সত্য বটে বিভাগ উভয়সমবেত—বিভাগজন্য ফল পূর্ব্বসংযুক্ত তৎকালবিযুক্ত পদার্থদ্বয়ে থাকে, তথাপি তাহা যদ্গতক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় তাহাকেই বিভাগের কর্ত্তা বা বিভাগজনকক্রিয়ার কর্ত্তা বলা হয়। কিন্তু এখানে উভয়েরই ক্রিয়ার ফলে অপচ্ছেদ অর্থাৎ বিভাগ ঘটিতেছে। আর যাহা উভয়ের দ্বারা ক্রিয়মাণ হয়, তাহাকে একের দ্বারা কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না, কারণ তাহাতে এক এক জনের নিরপেক্ষভাবে কর্ত্তৃত্ব নাই। অতএব এ তাদৃশ বিভাগ উভয়কর্ত্তৃক বলিয়া ইহাতে এক এক জনের নিরপেক্ষকর্ত্তৃত্ব না থাকায়

প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তের যখন ব্যাঘাত ঘটিতেছে তখন এরূপস্থলে অপচ্ছেদনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

স্যাদ্ বা প্রাপ্তনিমিত্তত্বাৎ কালমাত্রমেকম্ ॥ ৫০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত হইবে, "বা" —পূর্ব্বপক্ষ ব্যাবর্ত্তক, "প্রাপ্তনিমিত্তত্বাৎ"—যে হেতু নিমিত্ত প্রাপ্ত অর্থাৎ উপস্থিত রহিয়াছে, "কালমাত্রম্ একম্"—কেবলমাত্র (উভয়ের) কালিক একত্ব অর্থাৎ যৌগপদ্য। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এতাদৃশ স্থলেও অপচ্ছেদ—নিমিত্তক প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই করিতে হইবে। কারণ এই যে প্রায়শ্চিত্ত ইহা-নৈমিত্তিক—অপচ্ছেদই ইহার নিমিত্ত। আর নিমিত্ত বর্ত্তমানে নৈমিত্তিক অবশ্য করণীয়। আর এ স্থলে যে উভয়কর্ত্তৃক একটিমাত্র অপচ্ছেদ তাহা নহে, কিন্তু অপচ্ছেদ দুইটি, তবে তাহাদের কালিক একত্ব অর্থাৎ যৌগপদ্য ঘটিয়াছে এইমাত্র। কারণ ইহাদের এক জন যদি অপচ্ছেদের জনক না হইত, তাহা হইলে অন্য ব্যক্তি যে অপচ্ছেদ না ঘটাইত তাহা নহে, এবং এক জন রহিত হইলে সেই অপচ্ছেদ ঘটাইবার সামর্থ্য যে তাহার থাকে না তাহাও নহে। কারণ স্থলান্তরে এক এক জনের ক্রিয়ার ফলেও বিভাগ হইতে দেখা যায়। সুতরাং এস্থলে উভয়েই পরস্পর নিরপেক্ষভাবে অপচ্ছেদের হেতু বলিয়া এস্থলে অপচ্ছেদ প্রত্যেক-পরিসমাপ্ত ; তবে দৈবক্রমে তাহাদের কালিক সমাবেশ হইয়াছে মাত্র। অতএব এস্থলে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ অপচ্ছেদ ঘটায় প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যকর্ত্তব্য। ইতি ১৭শ অপচ্ছেদযৌগপদ্যেও প্রায়শ্চিত্ত-বিধানাধিকরণ।

তত্র বিপ্রতিষেধাদ্ বিকল্পঃ স্যাৎ ॥ ৫১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তত্র"—তাহাতে অর্থাৎ সেই প্রায়শ্চিত্তে, "বিকল্পঃ স্যাৎ"—বিকল্প হইবে, "বিপ্রতিষেধাৎ"—বিরোধ হয় বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, যুগপৎ অপচ্ছেদদ্বয়েও প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। ঐ প্রকার অপচ্ছেদদ্বয়ে যে অদক্ষিণত্ব এবং

সর্ব্বস্বদক্ষিণত্বরূপে পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি প্রায়শ্চিত্ত আম্নাত হইয়াছে, তাহা কি সমুচ্চিত ভাবে অনুষ্ঠেয় অথবা বিকল্পিতভাবেই করণীয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, যখন প্রায়শ্চিত্তদ্বয়ের নিমিত্ত উপস্থিত রহিয়াছে তখন তাহা না করিলে অবশ্যই বৈগুণ্য ঘটিবে। সুতরাং বৈগুণ্য পরিহারের জন্য সমুচ্চিত-ভাবেই প্রায়শ্চিত্তদ্বয় কর্ত্তব্য। যদি বলা হয় অদক্ষিণত্ব এবং সর্ব্বস্বদক্ষিণত্বরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সমুচ্চয় অসম্ভব, তদুত্তরে বক্তব্য—এরূপ অবস্থায় প্রয়োগভেদ অবলম্বনে ব্যবস্থা বিধেয়; অর্থাৎ অপচ্ছেদযুক্ত প্রথম অনুষ্ঠানটিতে দক্ষিণা দিতে হইবে না আর দ্বিতীয় প্রয়োগে সর্ব্বস্ব দক্ষিণারূপে দান করিতে হইবে। আর এ স্থলে প্রয়োগ অর্থাৎ অনুষ্ঠান দুইটি হইলেও মূলীভূত কর্ম্ম এক বলিয়া ইহা সমুচ্চয়ই হইতেছে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "তত্র বিকল্পঃ স্যাৎ"—এরূপ স্থলে বিকল্পই হইবে অর্থাৎ হয় অদক্ষিণভাবে না হয় সর্ব্বস্বদক্ষিণরূপে একটি মাত্রই অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করণীয়, কিন্তু এখানে দুইটি প্রয়োগই প্রায়শ্চিত্তরূপে কর্ত্তব্য হইতে পারে না। কারণ, "বিপ্রতিষেধাৎ"—ঐ দুইটি প্রয়োগ পরস্পরবিরুদ্ধ হইতেছে বলিয়া উহাদের সমুচ্চয় অসম্ভব। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রয়োগান্তরে বোভয়ানুগ্রহঃ স্যাৎ ॥ ৫২ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রয়োগান্তরে"—ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগে, "বা"—আশঙ্কার্থক, "উভয়ানুগ্রহঃ স্যাৎ"—উভয়ের প্রতি অনুগ্রহ হইতে পারে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, যখন দুইটি নিমিত্তের জন্য দুইটি ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, আর একই স্থলে যখন দুইটি নিমিত্তই উপস্থিত, তখন উভয়েরই যাহাতে মর্য্যাদা রক্ষিত হয় সেইরূপ করাই সঙ্গত। আর একই প্রয়োগে পরস্পরবিরুদ্ধ প্রায়শ্চিত্তদ্বয় সম্ভব নহে বলিয়া দুইটি অনুষ্ঠানই বিধেয়। অতএব সমুচ্চয়রক্ষার জন্য প্রয়োগদ্বয় স্বীকার করিয়া উভয়ানুগ্রহ কর্ত্তব্য। ইতি আশঙ্কা।

ন চৈকসংযোগাৎ ॥ ৫৩ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন চ"—না অর্থাৎ উহা হইতেই পারে না, "একসংযোগাৎ"—কারণ একটিমাত্র কর্ম্মের সহিতই (প্রায়শ্চিত্তদ্বয়ের) সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। (আশঙ্কানিরাস)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্ত আশঙ্কার পতিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ঐ যে প্রায়শ্চিত্তার্থক দুইটি অনুষ্ঠান উহার প্রথমটিই মূলীভূত কর্ম্মের সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া এবং তাহাতেই অপচ্ছেদরূপ নিমিত্তের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইয়া যায় বলিয়া উত্তরকালীন দ্বিতীয় প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানটি নির্নিমিত্ত এবং প্রকৃত কর্ম্মে অসমবেত হইয়া পড়ে। আর পরস্পরবিরুদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত দ্বয়ের যুগপৎ অনুষ্ঠানও সম্ভব নহে। অতএব এ স্থলে সমুচ্চয় না হইয়া বিকল্পই হইবে। ইতি ১৮শ অপচ্ছেদযৌগপদ্যে প্রায়শ্চিত্তদ্বয়ের বিকল্পাধিকরণ।

পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবৎ ॥ ৫৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "পৌর্ব্বাপর্য্যে"—(অপচ্ছেদরূপ নিমিত্তদ্বয়ের) পৌর্ব্বাপর্য্য হইলে অর্থাৎ একটি পূর্ব্বে এবং অপর একটি পরে ঘটিলে, "পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যম্"—পূর্ব্ব নৈমিত্তিকটিই দুর্ব্বল হইবে (সুতরাং পরবর্ত্তী নৈমিত্তিকটির দ্বারা পূর্ব্ব নৈমিত্তিকটি বাধিত হইবে), "প্রকৃতিবৎ"—প্রকৃতির ন্যায় অর্থাৎ প্রকৃতিভূত কর্ম্মের দৌর্ব্বল্য সুতরাং বাধের ন্যায়।* সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে উদ্গাতা এবং প্রতিহর্ত্তার অপচ্ছেদযৌগপদ্যে অদক্ষিণ এবং সর্ব্বস্বদক্ষিণরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত দ্বয়ের বিকল্প হইবে। যদি ঐ অপচ্ছেদদ্বয় যুগপৎ না হইয়া ক্রমিক হয় অর্থাৎ প্রথমে উদ্গাতা পরে প্রতিহর্ত্তা কিংবা প্রথমে প্রতিহর্ত্তা শেষে উদ্গাতা অপচ্ছেদ ঘটায়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত কীদৃশ হইবে?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন এতাদৃশ স্থলে শ্রুতিলিঙ্গাধি-করণোক্ত কিংবা বেদোপক্রমাধি-

---

* সুবোধিনীকার এ স্থলে 'প্রকৃতিবৎ' ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—প্রকৃতিভূত যাগে যে পঞ্চ প্রযাজ থাকে তাহা বিকৃতি যাগে সামান্যতঃ অতিদেশবলে প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃতিযাগীয় যে বিশেষ বিধিবলে নব প্রযাজ বিহিত হয় তদ্দ্বারা যেমন তাহা বাধিত হইয়া থাকে সেইরূপ। আর বেদান্তদর্শনের ভামতীপ্রস্থানের টীকায় কল্পতরুকার প্রয়োজনক্রমে উদ্ধৃত এই সূত্রটির উক্ত অংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—প্রকৃতিযাগে বিহিত কুশ প্রথমাগত এবং কল্পোপকার হইলেও যেমন বিকৃতিযাগে বৈকৃত 'শর'-(কুশজাতীয় তৎসদৃশতৃণবিশেষ)-বিধায়ক বিধির দ্বারা নিরপেক্ষভাবে বিহিত 'শর' পশ্চাৎ আগত এবং কল্পোপকার হইলেও তদ্দ্বারা যেমন সেই কুশের বাধ হয় সেইরূপ। দৃষ্টান্ত ভিন্ন হইলেও উভয়ের অভিপ্রায় এক।

করণোক্ত (৩.৩।১ অধিকঃ) নিয়মানুসারে পূর্ব্বটিই প্রবল সুতরাং বাধক, এবং উত্তরটিই দুর্ব্বল অতএব বাধিত হইবে। অথবা ইহারা উভয়েই অন্যোন্যনিরপেক্ষ বলিয়া তুল্যবল হওয়ায় এ স্থলেও পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায় বিকল্পই হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবৎ"—এতাদৃশ স্থলে পূর্ব্ব নৈমিত্তিকটিই দুর্ব্বল এবং উত্তর নৈমিত্তিকটিই প্রবল হইবে। সুতরাং পরবর্ত্তীটির দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তীটাই বাধিত হইবে। কারণ এস্থলে একই অনুষ্ঠানের বৈগুণ্যসমাধানের জন্য উভয়বিধিরই প্রবৃত্তি বলিয়া উভয়েই একই ক্রিয়ার অঙ্গত্ব বোধ করায়। অথচ উক্তবাক্যদ্বয় হইতে পূর্ব্বনৈমিত্তিকবিষয়ক এবং উত্তরনৈমিত্তিকবিষয়ক যে দুইটি জ্ঞান জন্মে সেই দুইটি জ্ঞানই পরস্পরনিরপেক্ষ। আর পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানটি যখন উৎপন্ন হয়, তখন পরবর্ত্তী নৈমিত্তিকবিষয়ক জ্ঞানটি অনুৎপন্ন থাকায় অসদ্বৎ। একারণে বলাবলাধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে পূর্ব্ববর্ত্তি নৈমিত্তিকবিষয়ক জ্ঞানটি পরবর্ত্তী জ্ঞানটিকে বাধিত করিতে পারে না। আবার পরবর্ত্তী নৈমিত্তিকবিষয়ক জ্ঞানটি পূর্ব্বনিরপেক্ষ অথচ প্রত্যক্ষ বাক্য বোধিত; সুতরাং সেটি উৎপন্ন হইবেই। কিন্তু তাহা পূর্ব্বজ্ঞানটির বিরোধী বলিয়া তাহাকে বাধিত না করিয়া, তাহাকে না সরাইয়া উদিত হইতে পারে না। এ জন্য পূর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তবিষয়ক বাক্যজন্য জ্ঞানটি প্রথমে উৎপন্ন হইয়া লব্ধাস্পদ হইলেও দৃঢ়তর পরবর্ত্তী বিরোধী জ্ঞানটির দ্বারাই বাধিত হইবে অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া বোধিত হইবে। আর পরবর্ত্তী জ্ঞানটির অন্য কোনও বাধক নাই। একারণে তাহা নির্ব্বাধেই থাকিয়া যায়। এই জন্য ন্যায়মালাকার বলিয়াছেন—

"নিরপেক্ষোত্তরজ্ঞানং জায়তে পূর্ব্ববাধয়া।
ন বাধকান্তরং তস্য তেন প্রবলমুত্তরম্ ॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বনিরপেক্ষ পরবর্ত্তী জ্ঞানটি পূর্ব্বকে বাধিত করিয়া তবে উৎপন্ন হয় অথচ তাহার বাধক অন্য কোনও জ্ঞানও উপস্থিত নাই। এ জন্য উত্তর জ্ঞানটিই প্রবল। পরবর্ত্তী নৈমিত্তিকবিষয়ক জ্ঞানটিকে প্রবল বলিবার আরও হেতু এই যে, পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপাদন করাই বিধির স্বভাব। কিন্তু অশক্য বিষয়ে পুরুষের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আর একই পদার্থের উপকার সাধন করিবার জন্য দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অসম্ভব। সুতরাং একই স্থলে দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ বিষয়ের সমাবেশ হইতে পারে না বলিয়া নিরপেক্ষ পরবর্ত্তীটি স্ববিরুদ্ধ পূর্ব্বাগত বিষয়টিকে প্রথম উৎসারিত করিলে তবেই স্থানলাভ করিতে পারে। এই জন্য পূর্ব্বনৈমিত্তিক বিষয়ক জ্ঞানটি নিরপেক্ষ উত্তর জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে।

জ্ঞানের এই প্রকার প্রাবল্য দৌর্ব্বল্যাদি বিষয়ক বিস্তৃত বিচার বেদান্তের 'ভামতী' প্রভৃতি নিবন্ধ মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এতাদৃশ স্থলে উত্তরাপচ্ছেদ জন্য প্রায়শ্চিত্তই অনুষ্ঠেয় হইবে।

ইহার উদাহরণ, যেমন, কোন কোন স্থলে বিকৃতিযাগে শরবিষয়ক শাস্ত্রের দ্বারা প্রকৃতিস্থ সুতরাং অতিদেশপ্রাপ্ত কুশের বাধ হইয়া থাকে। প্রকৃতি-যাগের কুশের দ্বারা কার্য্য সমাধা হওয়ায় কুশের দ্বারা যে উপকার হয়, তাহা কৃপ্ত অর্থাৎ পূর্ব্বসিদ্ধ। আর যে বিকৃতিযাগে শর অর্থাৎ কুশসদৃশ তৃণবিশেষের বিধান আছে, তত্রত্য সেই শর কল্প্যোপকার—তাহার দ্বারা কি কার্য্য হয় তখনও পর্য্যন্ত তাহা কৃত না হওয়ায় তাহা অজ্ঞাত। তথাপি যেমন শরশাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞান পূর্ব্বনিরপেক্ষভাবে পশ্চাদাগত এবং তাহা প্রত্যক্ষ বাক্য জন্য বলিয়া স্ববিরোধি প্রাকৃত কুশবিষয়ক জ্ঞানকে বাধিত করিয়াই উৎপন্ন হয় এবং তদনুসারে সেই প্রকৃতিযাগের কৃপ্তোপকার কুশের স্থানে কল্প্যোপকার শরেরই ব্যবহার হয় এ স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বজ্ঞানের অপ্রামাণ্যবোধই এস্থলে বাধ। কিন্তু তাহাতে শাস্ত্রবাক্যের অপ্রামাণ্য নাই। কারণ বিষয়ান্তরে শাস্ত্রের প্রবৃত্তি থাকায় সেই বিষয়টিতে যে প্রবৃত্তি হইতেছিল তাহার সঙ্কোচ হইলে তদ্‌বিষয়াতিরিক্ত স্থলে শাস্ত্রের প্রবৃত্তি অব্যাহতই রহিয়াছে। এই সমস্ত কথাই সূত্রের "প্রকৃতিবৎ" এই অংশে সূচিত হইয়াছে। অতএব ক্রমিক অপচ্ছেদস্থলে পরবর্ত্তীটিই প্রবল বলিয়া তদনুসারেই প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠেয়। ইতি ১৯ শ অপচ্ছেদ-ন্যায়ে ক্রমিকাপচ্ছেদে উত্তরাপচ্ছেদপ্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানাধিকরণ।

যদ্যুদ্‌গাতা জঘন্যঃ স্যাৎ পুনর্যজ্ঞে সর্ব্ববেদসং দদ্যাদ্ যথেতরস্মিন্ ॥ ৫৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "যদি উদ্‌গাতা জঘন্যঃ স্যাৎ"—উদ্‌গাতা যদি জঘন্য হয় অর্থাৎ পশ্চাৎভাবী হয় অর্থাৎ পশ্চাৎভাবী অপচ্ছেদের নিমিত্তে হয় তাহা হইলে, "পুনর্যজ্ঞে"—পুনরায় যে যজ্ঞ করিতে হইবে তাহাতে, "সর্ব্ববেদসং"—সর্ব্বস্ব, "দদ্যাৎ,—দিবে, "যথা ইতরস্মিন্"—যেমন অন্যটিতে অর্থাৎ প্রতিহর্ত্তৃকৃতঅপচ্ছেদযুক্ত অনুষ্ঠানে (করা হয়)। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণে স্থাপন করা হইলে যে জঘন্যই

উত্তরকালীন—নিরপেক্ষ নৈমিত্তিকটিই প্রবল অর্থাৎ তদনুসারেই কার্য্য হইবে। এখন পুনরায় এইরূপ সংশয় হয় যে, উদ্‌গাতা যদি জঘন্য হন অর্থাৎ পরবর্ত্তীকালীন অপচ্ছেদ ঘটান তাহা হইলে কি হইবে—তাহা হইলে কি সর্ব্বস্ব দিতে হইবে, না দ্বাদশশত দিতে হইবে? কারণ উদ্‌গাতার অপচ্ছেদের জন্য শ্রুতি বলিতেছেন—প্রথমে "অদক্ষিণো যজ্ঞঃ সংস্থাপ্যঃ। অথ অন্যঃ আহ্বত্যঃ। তত্র তদ্ দদ্যাৎ যৎ পূর্ব্বস্মিন্ দাস্যং স্যাৎ" অর্থাৎ যে যজ্ঞটি চলিতেছিল তাহা বিনা দক্ষিণায় সম্পন্ন করিয়া আর একবার সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। আর পূর্ব্বটিতে যাহা দক্ষিণা দিবার সঙ্কল্প ছিল তাহা দিবে। সুতরাং জ্যোতিষ্টোমে দ্বাদশাধিক এক শতটি ধেনু দক্ষিণা। আর প্রতিহর্ত্তার অপচ্ছেদ প্রথমে হওয়ায় সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া তাহা সম্পন্ন করিবার কথা। কিন্তু পরে আবার উদ্‌গাতার অপচ্ছেদ ঘটায় অদক্ষিণ ভাবে (দক্ষিণা না দিয়াই) সেই আরব্ধ যজ্ঞটি সম্পন্ন করিয়া আর একবার সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে পূর্ব্বদিৎসিত দক্ষিণা দেয়। তাহা কি দ্বাদশাধিক শত ধেনু হইবে অথবা তাহা সর্ব্বস্ব হইবে? ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পূর্ব্বাধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে উদ্‌গাতার অপচ্ছেদ ঘটায় যখন প্রতিহর্ত্তার অপচ্ছেদনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্ত বাধিত হইল, তখন তত্রদেয় সর্ব্বস্বও বাধিত হওয়ায় প্রথম যজ্ঞের দ্বাদশাধিক শত ধেনুই সেই প্রায়শ্চিত্তাত্মকে দ্বিতীয় প্রয়োগে দক্ষিণারূপে দেয় হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "সর্ব্ববেদসং দদ্যাৎ যথা ইতরস্মিন্"—পূর্ব্বাপচ্ছেদনিমিত্তকযাগের ন্যায় এস্থলেও সর্ব্বস্বই দেয় হইবে। কারণ প্রকৃত যজ্ঞের দ্বাদশশত ধেনুরূপ দক্ষিণা প্রথমাপচ্ছেদজন্য সর্ব্ববেদস দক্ষিণার দ্বারা বাধিত হইয়াছে অথচ উত্তরাপচ্ছেদনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্তে কোনরূপ দক্ষিণা নাই। সুতরাং প্রথমাপচ্ছেদনিমিত্তক অনুষ্ঠানটি বাধিত হইলেও পূর্ব্ব দক্ষিণাটি কিসের দ্বারা বাধিত হইবে? একারণে তাহার বাধক না থাকায় এবং তাহা প্রথম প্রয়োগে দিৎসিত দক্ষিণার স্থলাভিষিক্ত বলিয়া উদ্‌গাতার পশ্চিমাপচ্ছেদে তাহাই অর্থাৎ সর্ব্বস্বই দক্ষিণারূপে দেয় হইবে। ইতি ২০শ পরভাবি-উদ্‌গাতৃ-উপচ্ছেদনিমিত্তিক-প্রয়োগে সর্ব্বস্ব-দক্ষিণাদানাধিকরণ।

অহর্গণে যস্মিন্নপচ্ছেদস্তদাবর্ত্তেত কর্ম্মপৃথক্ত্বাৎ ॥৫৬॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অহর্গণে"—অহর্গণে অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমের বিকৃতি দ্বাদশাহ প্রভৃতি বহুদিবসসাধ্য সোমযাগে, "যস্মিন্ অপচ্ছেদঃ"—যাহাতে

অর্থাৎ যে দিবসে অপচ্ছেদ ঘটিবে, "তৎ আবর্ত্তেত"—সেই দিবসেরই আবৃত্তি হইবে অর্থাৎ কেবলমাত্র তদ্দিবসীয় যাগই পুনর্ব্বার অনুষ্ঠেয় হইবে, "কর্ম্মপৃথক্ত্বাৎ"—যেহেতু প্রতিদিবসীয় যাগ পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বে যে সমস্ত বিচার হইল, তাহা একদিবসসাধ্য সোমযাগে অর্থাৎ যে সোমযাগে একটি সুত্যাহ অর্থাৎ যাহাতে একটি মাত্র দিন সোমাভিষব পূর্ব্বক সবনত্রয়ের অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু দ্বাদশাহ প্রভৃতি অহর্গণে অর্থাৎ অনেকদিনব্যাপিসবন যুক্ত সোমযাগে যদি কোন একদিনের বহিষ্পবমান-কালে উদ্গাতার অপচ্ছেদ ঘটে তাহা হইলে কি বাকি অংশটি অদক্ষিণ ভাবে সমাপন করিয়া সমগ্র যাগটির পুনরনুষ্ঠান করিতে হইবে অথবা কেবলমাত্র তদ্দিবসীয় কর্ম্মেরই আবৃত্তি হইবে, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—এতাদৃশ স্থলে সমগ্র যাগটি বিনা দক্ষিণায় সমাপ্ত করিয়া পুনরায় আদি হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র যাগটির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কারণ এস্থলে প্রত্যেকটি সুত্যাহসাধ্য সবন একটি একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্ম্ম নহে, কিন্তু সবগুলি মিলিয়াই অহর্গণাত্মক একটি কর্ম্ম, যেহেতু উহাদের সমষ্টি হইতেই যাগীয় ফল জন্মে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "অহর্গণে যস্মিন্ অপচ্ছেদঃ তৎ আবর্ত্তেত"—অহর্গণ স্থলে, যে সুত্যাদিসবনের বহিষ্পবমানে অপচ্ছেদ ঘটিবে, কেবলমাত্র সেই দিনটিরই আবৃত্তি হইবে অর্থাৎ কেবলমাত্র তদ্দিবসীয় সবনাদি কর্ম্ম পুনর্ব্বার অনুষ্ঠেয় হইবে। কারণ, "কর্ম্মপৃথক্ত্বাৎ"—এস্থলে প্রতিদিবসীয় অনুষ্ঠান এক একটি পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মই হইতেছে, যেহেতু শ্রুতিমধ্যে দিবসসমষ্টির বিধি নাই, কিন্তু যাগেরই বিধি আছে। আরও এস্থলে সংখ্যার দ্বারাও কর্ম্মভেদ প্রমাণিত হয়। পঞ্চ প্রযাজ যেমন প্রত্যেকে এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্ম্ম; কেহ কাহারও অঙ্গ নহে, সেইরূপ এস্থলেও প্রতিদিবসীয় যাগ পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম—কেহ কাহার অঙ্গ নহে। তবে পঞ্চ প্রযাজের ন্যায় এগুলিও একটি মহাপ্রয়োগের অঙ্গ বটে। একারণে একটি অঙ্গের বৈগুণ্যে কেবল সেইটিরই বৈগুণ্য সমাধান কর্ত্তব্য বলিয়া নিরপেক্ষ অপরাপর সবগুলি সুত্যাহের আবৃত্তিপ্রসঙ্গ হইতে পারে না। ইতি ২১শ অহর্গণে উদ্গাতায় অপচ্ছেদযুক্ত দিবসমাত্রের আবৃত্ত্যধিকরণ।

ইতি মীমাংসা দর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম পাদ।

অথ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে ষষ্ঠঃ পাদঃ ॥

সন্নিপাতে ঽবৈগুণ্যাৎ প্রকৃতিবৎ তুল্যকল্পা যজেরন্ ॥ ১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সন্নিপাতে"—বহুব্যক্তির সন্নিপাত (মিলন) স্থলে অর্থাৎ যে সমস্ত কর্ম্ম বহু ব্যক্তিকে মিলিত হইয়া করিতে হয় তথায়, "অবৈগুণ্যাৎ"—অবৈগুণ্যের জন্য অর্থাৎ যাহাতে বৈগুণ্য না হয় তজ্জন্য, "প্রকৃতিবৎ"—প্রকৃতি যাগের ন্যায়, "তুল্যকল্পাঃ যজেরন্"—তুল্যকল্প ব্যক্তিরাই (মিলিত হইয়া) যাগ করিবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সত্র প্রভৃতি যজ্ঞ বহু ব্যক্তিকে মিলিত হইয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়। কিন্তু যজ্ঞের যে পঞ্চ বা একাদশ প্রযাজ যাগ আছে, তাহার দ্বিতীয়টির দেবতা 'নারাশংস' অথবা 'তনূনপাৎ'। এই যে দেবতাদ্বয় ইহাদের বিকল্প; কিন্তু তাহা গোত্রভেদে ব্যবস্থিত। যাঁহারা বসিষ্ঠ, অত্রি, বাধ্রী, অশ্ব, শুনক, কণ্ব, কশ্যপ এবং সাংকৃতি গোত্রোৎপন্ন, তাঁহাদিগের সকলকেই দ্বিতীয় প্রযাজে 'নারাশংস' দেবতার পূজা করিতে হয়। আর অন্যগোত্রোৎপন্ন ব্যক্তিদের 'তনূপাৎ' দেবতাবিশিষ্ট দ্বিতীয় প্রয়াজ করিতে হয়। এই প্রকারে গোত্রভেদে কল্পভেদ অর্থাৎ অনুষ্ঠানক্রমভেদ আছে। সুতরাং যাহারা ঐ একই দ্বিতীয় প্রযাজ করেন, তাঁহারা তুল্যকল্প অর্থাৎ সমানকল্প; আর যাঁহারা ভিন্ন প্রকার দ্বিতীয়প্রয়াজ করেন তাঁহারা ভিন্নকল্প। সত্র প্রভৃতি অনেককর্ত্তৃক যাগে ভিন্নকল্প ব্যক্তির অধিকার আছে কি না, ইহাই সংশয়।

উক্ত সংশয়ে সিদ্ধান্তপক্ষ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন "সন্নিপাতে তুল্যকল্পাঃ যজেরন্" —এতাদৃশ বহুকর্ত্তৃক সত্রাদি যাগে তুল্যকল্প ব্যক্তিরই অধিকার। কারণ, "অবৈগুণ্যাৎ"—ইহাতে যাঁহাদের কল্পে আরম্ভ করা হইয়াছিল তাঁহাদেরই কল্পে উপসংহার হয় বলিয়া যাগের কোনও বৈগুণ্য ঘটে না—যাগে অবৈগুণ্য রক্ষিত হয়। অন্যথা একপক্ষীয় কল্পেরই উপসংহার করিবার বিধি থাকায় অন্য পক্ষের কল্পের উপসংহার হয় না। আর তাহাতে বৈগুণ্যই ঘটিয়া থাকে। আর বৈগুণ্য ঘটিলে যেমন প্রকৃতিভূত যাগে ফল হয় না এ স্থলেও সেইরূপ ফলাভাব হইয়া থাকে। এইজন্য বলিয়াছেন "প্রকৃতিবৎ"। ইতি সিদ্ধান্ত।

বচনাদ্বা শিরোবৎ স্যাৎ ॥ ২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বচনাৎ"—শ্রুতিবচনের প্রামাণ্যে, "শিরোবৎ"—শিরঃস্পর্শের ন্যায়, অথবা, "অশিরোবৎ"—অশির (যাগের) ন্যায়, "স্যাৎ"—(ভিন্ন কল্পেরও অধিকার) হইবে, "বা"—পক্ষান্তরসূচক।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—বহুকর্ত্তৃক যাগে ভিন্ন-কল্প ব্যক্তিগণেরও সহাধিকার হইবে। আর যে অঙ্গবৈগুণ্য বশতঃ ফলাভাব আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহা অকিঞ্চিৎকর। যে হেতু ফল হওয়া না হওয়া শাস্ত্রসাপেক্ষ। আর শবপর্শ স্মৃতিনিষিদ্ধ হইলেও "পুরুষশীর্ষমুপদধাতি" এই বচন অনুসারে যেমন তাহা ক্রিয়াবিশেষে শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া দোষশূন্য, কারণ সেস্থলে বিশেষ শাস্ত্রের দ্বারা সামান্য শাস্ত্রের বাধ হয় সেইরূপ এস্থলে শাস্ত্র যখন "সপ্তদশাবরাঃ সত্রমাসীরন্" ইত্যাদি বচনে অবিশেষে বহুকর্ত্তৃক সত্রে অধিকার নির্দ্দেশ করিতেছে—সমানকল্প ব্যক্তিদেরই সম্মেলনে অনুষ্ঠান করিতে হইবে এই প্রকার বিশেষনির্দ্দেশ করিতেছে না, তখন তদনুসারে অনুষ্ঠান করিলে ফল না হইবে কেন? ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন বাঽনারভ্যবাদত্বাৎ ॥ ৩ ॥ (পূঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে, "বা"—আশঙ্কা নিরাসার্থক, "অনারভ্যবাদত্বাৎ"—যে হেতু উহা অনারভ্যবাদ অর্থাৎ অনারভ্যপঠিত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষী যে বলিলেন, ভিন্নকল্পগণ সত্রানুষ্ঠান করিলেও বচনবলে ফলে বাধা হইবে না তাহা—সঙ্গত নহে। কারণ এ স্থলে ফলের অনুপপত্তিতে যদি বচনের কোনপ্রকার আনর্থক্য হইত, তাহা হইলে ঐরূপ বলা চলিত। কিন্তু ভিন্নকল্প ব্যক্তির সম্মেলনে সত্রানুষ্ঠানে ফল হইবে না, ইহা বলায় সত্রফলের কোনও হানি নাই—কারণ, "অনারভ্যবাদত্বাৎ"—ঐ ফলশ্রুতি ভিন্নকল্প ব্যক্তিগণের সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া পঠিত হয় নাই বলিয়া উহা তৎপ্রকরণীয় নহে। ইতি আশঙ্কা পরিহার।

স্যাদ্ বা যজ্ঞার্থত্বাদৌডুম্বরীবৎ ॥ ৪ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যাৎ"—হইবে, "বা"—পক্ষব্যাবর্ত্তক, "যজ্ঞার্থত্বাৎ" —যে হেতু উহা যজ্ঞার্থ, "ঔডুম্বরীবৎ"—ঔডুম্বরীর ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় আশঙ্কা উঠাইয়া বলিতেছেন, "ঔডুম্বরীবৎ স্যাৎ"—যেমন ঔডুম্বরীর পরিমাণ যজমানের দ্বারা কর্ত্তব্য বলিয়া একাধিক যজমানের স্থলে পরস্পরের পরিমাণ ভিন্ন হইলেও যে কোন একজন যজমানের পরিমাণ অনুসারে ঔডুম্বরী সম্মিত হইলেও অন্যের পক্ষেও যজ্ঞের উপকার সাধিত হয় সেইরূপ এস্থলেও ভিন্নকল্প ব্যক্তিগণের দ্বারা সত্র অনুষ্ঠিত হইলেও বৈগুণ্য হইবে না। কারণ, "যজ্ঞার্থত্বাৎ"—ঐ যে নারাশংসাদি উহা যজ্ঞেরই সাঙ্গতাকারক। আর উহা ঐ ঔডুম্বরীর ন্যায় পরকীয় কল্পের দ্বারা সাঙ্গ (অঙ্গযুক্ত) হইলেও সকলের পক্ষেই সাঙ্গ হইয়া থাকে—ইহাতে কোন অঙ্গ বৈগুণ্য ঘটে না। ইতি আশঙ্কা।

ন তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ৫ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা ঠিক নহে, "তৎপ্রধানত্বাৎ" —যে হেতু (এস্থলে) তাহার অর্থাৎ পুরুষের প্রধানত্ব (প্রাধান্য) রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্তির পরিহারকল্পে বলিতেছেন যে, এ স্থলে দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় নাই। কারণ "তৎপ্রধানত্বাৎ"—এস্থলে পুরুষেরই প্রাধান্য রহিয়াছে। যে হেতু এখানে বশিষ্ঠাদি যজমানের উদ্দেশে নারাশংসাদি বিহিত হইয়াছে। একারণে একের কল্প গ্রহণ করিলে অন্যের কল্প অগৃহীত হয় বলিয়া অবশ্যই অঙ্গবৈগুণ্য ঘটে। আর তাহাতে ফলহানি অবশ্যম্ভাবী। ইতি আশঙ্কা নিরাস।

ঔডুম্বর্য্যাঃ পরার্থত্বাৎ কপালবৎ ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। "ঔডুম্বর্য্যাঃ"—ঔডুম্বরীর, "পরার্থত্বাৎ"—পরার্থতা আছে বলিয়া, "কপালবৎ"—কপালের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে ঔতুম্বরীর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাও সমীচীন নহে। কারণ কপাল যেমন পুরোডাশাঙ্গ হইলেও "পুরোডাশ-কপালেন তুষান্ উপবপতি" এই ব্যাক্যের তৃতীয়া শ্রুতিবলে তুষোপবাপেরও অঙ্গ হয় সেইরূপ যজমান ফলার্থ হইলেও ঔতুম্বরীর অঙ্গ। আর একটি যজমানের পরিমাণ গৃহীত হইলেই সকলের পরিমাণ গৃহীত হয়। আরও ঔতুম্বরীর উদ্দেশে পরিমাণ বিহিত হইয়াছে বলিয়া পরিমাণরূপগুণের অনুরোধে ঔতুম্বরীরূপ প্রধানের আবৃত্তি হইতে পারেনা বলিয়া একের পরিমাণেই শাস্ত্রার্থ সিদ্ধ হয়। কিন্তু এস্থলে একপক্ষের কল্প অনুস্থত হইলেই যে সকলের কল্প সংগৃহীত হয় তাহা নহে। আর প্রধানের অনুরোধে গুণের আবৃত্তি হইতে পারিলেও এখানে কল্পের আবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ একাধিক কল্প এখানে শাস্ত্রার্থ নহে। অতএব ঔতুম্বরীদৃষ্টান্তে ভিন্নকল্পের সহানুষ্ঠান হইতে পারে না।

অন্যেনাপীতি চেৎ ॥ ৭ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অন্যেন অপি"—অন্য (ক্রতুর) যজমানের পরি-মাণের দ্বারাই হউক, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, সর্ব্বযজমানের পরিমাণ গ্রহণীয় হইলেও যে কোন যজমানের পরিমাণ হইলেই যদি ঔতুম্বরী পরিমাণ সিদ্ধ হয় তাহা হইলে ক্রত্বন্তরের যজমান পরিমাণে উত্নম্বরীসম্মান হইলেও ত চলিতে পারে! সুতরাং তাহা যখন হয় না, তখন বলিতে হইবে যে তৎক্রতুসম্বন্ধীয় একজন যজমানের পরিমাণ গৃহীত হইলেও বচনবলে তাহা সাঙ্গতাসাধক হয়। আর তাহা হইলে এস্থলেই বা তাহা না হইবে কেন ? ইতি আশঙ্কা।

নৈকত্বাত্তস্য চানধিকারাচ্ছব্দস্য চাবিভক্তত্বাৎ ॥ ৮ ॥
(আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা সঙ্গত নহে, "একত্বাৎ" —যে হেতু (যজমানের) একত্বই আছে, "চ"—কিন্তু, "তস্য"— তাহার অর্থাৎ অন্য যজমানের, "অনধিকারাৎ"—অধিকার নাই. "চ"—আরও,

"শব্দস্ত অবিভক্তত্বাৎ"—ঔডুম্বরীসম্মানের যজমান এবং তদ্‌যোগীয় ফল-ভোক্তা অভিন্ন বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী উক্ত আপত্তির পরিহারকল্পে বলিতেছেন-"যজেত" এস্থলে আখ্যাতাভিহিত একত্বের দ্বারা একপদশ্রুত্যা, তদ্‌যোগসম্বন্ধ কর্ত্তার একত্ব এবং তাহার তদ্‌যোগীয় ফলভোক্তৃত্ব বোধিত হয় বলিয়া তৎসম্বন্ধ রহিত অন্তর্যাগীয় যজমানের প্রসঙ্গ হইতে পারে না। আর ঔডুম্বরীর উদ্দেশে যজমানপরিমাণই বিহিত বলিয়া এবং তদ্‌যোগীয় সর্ব্বযজমানেই যজমানত্ব অবিশেষে বিদ্যমান বলিয়া একের পরিমাণেই শ্রুত্যর্থ অনুষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে বশিষ্ঠাদির উদ্দেশে নারাশংসই বিহিত। আর নারাশংস অথবা তনূনপাৎ যে কোন একটিই দ্বিতীয় প্রযাজরূপে অনুষ্ঠেয় বলিয়া ভিন্নকল্পীয় ব্যক্তির অনুষ্ঠানে একটি অবশ্যই ছাড় পড়িবে। আর তাহা হইলে অঙ্গহানি ঘটিয়া যাইবে। ইতি আশঙ্কা পরিহার।

সন্নিপাতাত্তু নিমিত্তবিঘাতঃ স্যাদ্ বৃহদ্রথন্তরবদ্ বিভক্ত-শিষ্টত্বাদ্ বসিষ্ঠনির্ব্বর্ত্ত্যে ॥ ৯ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "সন্নিপাতাৎ"—সন্নিপাত হেতু অর্থাৎ ভিন্নকল্প বহু যজমানের সমবায়ে অর্থাৎ মিলিতানুষ্ঠান হেতু, "তু"—পক্ষান্তরসূচক, "নিমিত্তবিঘাতঃ স্যাৎ"—নিমিত্তের বিঘাত বিঘ্ন হইবে অর্থাৎ প্রতিহতি হেতু দৌর্ব্বল্যবশতঃ বিকল্প হইবে, "বৃহদ্রথন্তরবৎ"—বৃহদ্রথন্তরের ন্যায়, "বসিষ্ঠনির্ব্বর্ত্ত্যে বিভক্তশিষ্টত্বাৎ"—যে হেতু বশিষ্ঠকল্পসাধ্য (অথবা কাশ্যপকল্পসাধ্য) যে প্রয়োগ তাহা পৃথগ্‌ভাবেই উপদিষ্ট।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তিপ্রদর্শিত অঙ্গহানির বিরুদ্ধে পূর্ব্বপক্ষ-বাদী প্রকারান্তরে স্বমতপোষক যুক্তি দেখাইতেছেন "সন্নিপাতে বৃহদ্রথন্তরবৎ নিমিত্তবিঘাতঃ স্যাৎ"—এস্থলে বশিষ্ট অথবা কাশ্যপরূপ যে নিমিত্ত বৃহদ্রথন্তরের ন্যায় তাহার বিঘাত অর্থাৎ বিঘ্ন বা দৌর্ব্বল্য হইবে। কারণ স্থলবিশেষে বৃহৎসামই স্বতন্ত্রভাবে পৃষ্ঠস্তোত্র এবং স্থলবিশেষে রথন্তরসামই স্বাধীনভাবে পৃষ্ঠস্তোত্র হইলেও যে স্থলে "বৃহদ্রথন্তরং পৃষ্ঠং ভবতি" এইরূপ বাক্যে অঙ্গত্ববিধি আছে,

তথায় কেবলমাত্র বৃহৎই যে সাধন আবার একমাত্র রথন্তরই যে সাধন তাহাও নহে, কিন্তু বিকল্পিত ভাবেই উভয়ে সাধন ; আর তাহা হইলে পূর্ব্বে যে উহাদের নিয়ত সাধনতা ছিল, তাহা থাকিল না ; সেইরূপ এস্থলেও উভয়কল্পীয় যজমানের সমবধানে নারাশংস এবং তনূনপাতের বিকল্পই হইবে। কারণ, "বশিষ্ঠনির্বর্ত্ত্যে বিভক্তশিষ্টত্বাৎ"—বশিষ্ঠ গোত্রাদির সম্পাদনীয় এবং কাশ্যপগোত্রাদির অনুষ্ঠেয় প্রয়াজ পৃথক্‌রূপে স্বতন্ত্রভাবেই উপদিষ্ট হইয়াছে। আর উভয়েই যখন সমশিষ্ট বলিয়া প্রবল এবং উভয়েরই যখন যুগপৎ সাধনতা হইতে পারে না তখন অভিন্নকল্পীয় অনুষ্ঠানে কেবল মাত্র একটিরই সাধনতা থাকিলেও ভিন্ন কল্পীয় অনুষ্ঠানে তুল্যবল উভয়ের প্রবৃত্তি ঘটায় সেই তদেকনিমিত্ততার বিঘাত অর্থাৎ বিঘ্ন বা বাধ হয় বলিয়া বিকল্পই হইবে। আর তাহা হইলে এস্থলে ইচ্ছা বিকল্প অনুসরণীয় বলিয়া যে কোন একটি অনুষ্ঠিত হইলেই ক্রিয়াসিদ্ধি হইবে, কোন প্রকার অঙ্গবৈগুণ্য ঘটিবে না। ইতি আশঙ্কা।

অপি বা কৃৎস্নসংযোগাদবিঘাতঃ প্রতীয়েত স্বামিত্বেনাভিসম্বন্ধাৎ ॥ ১০ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "কৃৎস্নসংযোগাৎ"—কৃৎস্ন (সমগ্র) কর্ম্মে (একজনেরই) সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ শাস্ত্রবিহিত বলিয়া, "অবিঘাতঃ প্রতীয়েত"—নৈমিত্তিকের অবিঘাত প্রতীত হইবে অর্থাৎ তাহার বাধ বা বিকল্প হইবে না, "স্বামিত্বেন অভিসম্বন্ধাৎ"—যেহেতু (যজমান) স্বামিরূপেই অর্থাৎ এককই তৎকর্ম্মকর্ত্তৃরূপে অভিসম্বদ্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তির পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন ব্যাসজ্যবৃত্তি স্থলে ঐ প্রকার উক্তি সঙ্গত হয় বটে, কিন্তু এখানে রাম ও শ্যামের জননীর মাতৃত্বের ন্যায় যজমানত্ব—কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব প্রত্যেকপরিসমাপ্ত বলিয়া এবং যজমানের উদ্দেশেই তনূতপাৎ অথবা নারাশংস বিহিত বলিয়া যেটি রহিত হইবে তৎকল্পীয় যজমানেরই কর্ম্ম অঙ্গহীন হওয়ায় বিফল হইবে। আর এস্থলে যজমানত্ব প্রত্যেকপরিসমাপ্ত হইলেও "সপ্তদশবরা শ্চতুর্ব্বিংশতিপরমাঃ সত্র মাসীরন্" এই শ্রুতি বচনবলে বহু ব্যক্তিকে মিলিত হইয়াই সত্রানুষ্ঠান করিতে হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষনিরাস।

সাম্নোঃ কর্ম্মবৃদ্ধ্যৈকদেশেন সংযোগে গুণত্বেনাভিসম্বন্ধ-স্তস্মাদ্ বিঘাতঃস্যাৎ ॥ ১১ ॥

অক্ষরার্থ। "সাম্নোঃ"—উক্ত বৃহৎ ও রথন্তর নামক সাম দুইটির, "কর্ম্মবৃদ্ধ্যা"—কর্ম্মবৃদ্ধিহেতু, "একদেশেন সংযোগে"—একদেশে অর্থাৎ অংশের সহিত সম্বন্ধ হয় বলিয়া, "গুণত্বেন অভিসম্বন্ধঃ"—কর্ম্মের গুণরূপে সম্বন্ধ হয়, "তস্মাৎ"—সেই কারণে, "বিঘাতঃ স্যাৎ"—(উহাদের) বিঘাত অর্থাৎ বিঘ্ন বা পক্ষে বাধ অর্থাৎ বিকল্প হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বৃহৎ ও রথন্তর নামক সামদ্বয়ের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার পরিহার বলিতেছেন "সাম্নোঃ কর্ম্মবৃদ্ধ্যা একদেশেন সংযোগে গুণত্বেনাভিসম্বন্ধঃ"। নৈমিত্তিক কর্ম্মের বৃদ্ধি হওয়ায় বৃহৎ ও রথন্তর নামক সামদ্বয় সেই কর্ম্মের একদেশের সহিতই সংযুক্ত। কাজেই উভয়েরই সেখানে সাধনতা বিকল্পে রহিয়াছে। কারণ সেখানে স্তোত্রের অংশবিশেষের সহিতই সামদ্বয়ের সম্বন্ধ কিন্তু সমগ্র স্তোত্রের সহিত সম্বন্ধ নাই। এ কারণ, সেখানে স্তোত্র প্রধান এবং উক্ত সামদ্বয় তাহার গুণভূত বলিয়া একটির দ্বারা সেই সাধনতা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং উভয়ই আবশ্যক। এখানে কিন্তু তনূনপাৎ ও নারাশংস কল্প সেরূপ নহে। উহাদের উভয়েরও অনুষ্ঠান হইতে পারে না। অতএব সত্রে ভিন্নকল্প ব্যক্তিগণের সহাধিকার নাই, কিন্তু যজ্ঞের সগুণতা রক্ষা করিতে হইলে তুল্যকল্প ব্যক্তিগণেরই যজমানত্ব আবশ্যক। ইতি ১ম সত্রে সমানকল্প ব্যক্তিগণেরই সহাধিকারাধিকরণ।

বচনাত্তু দ্বিসংযোগস্তস্মাদেকস্য পাণিত্বম্ ॥ ১২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বচনাৎ"—বচনহেতু অর্থাৎ বিশেষ বচন আছে বলিয়া, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "দ্বিসংযোগঃ"—দুই জনের অর্থাৎ ভিন্নকল্পীয় দুইজনের সংযোগ হইবে, "তস্মাৎ"—সেই কারণে, "একস্য"—একজনেরই (দুইজন পুরোহিত হইবে), "পাণিত্বম্"—যেমন অঞ্জলিবন্ধে একজনেরই দুই পাণি গ্রাহ্য হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "এতেন রাজপুরোহিতৌ সাযুজ্যকামৌ যজেয়াতাম্"। এস্থলে "রাজপুরোহিতৌ" এই পদে কি রাজার দুইজন পুরোহিতকে বুঝাইতেছে, অথবা একজন রাজা এবং তাঁহার এক পুরোহিত এই দুই জনকে বুঝাইতেছে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "বচনাৎ দ্বিসংযোগঃ"—একজন রাজারই পুরোহিতদ্বয় এখানে বোধিত হইতেছে। যদি বলা হয় "পুরোহিতং বৃণীতে" এই বচনে যে পুরোহিত বরণ বিহিত হইয়াছে তথায় পুরোহিত উপাদেয় অর্থাৎ বিধেয় বলিয়া তদ্‌গত একত্ব বিবক্ষিত। সুতরাং একজন রাজার একাধিক পুরোহিত হইতে পারে না; তাহা হইলে বলিব "একস্ত পাণিদ্বম্"—যেমন বাম হস্তে কর্ম্ম অকর্ত্তব্য হইলেও অঞ্জলিবদ্ধ পূর্ব্বক শক্তু হোমাদি যে সমস্ত কর্ম্ম করিতে হয় তথায় অন্য এক ব্যক্তির দক্ষিণ হস্তের সহিত সংযোগ করিতে হয় না কিন্তু একজনেরই উভয় হস্ত অঞ্জলিরূপে ব্যবহার্য্য বলিয়া এরূপ স্থলে বামহস্তও কর্ম্মার্হ ইহা বচনসামর্থ্যেই সিদ্ধ হয়, সেইরূপ এস্থলেও উক্ত শ্রুতিবচন বলেই একজন রাজারই দুইজন পুরোহিত হইবে এবং তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া এই যজ্ঞ করিবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অর্থাভাবাত্তু নৈবং স্যাৎ ॥ ১৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অর্থাভাবাৎ"—প্রয়োজনাভাবহেতু অর্থাৎ প্রয়োজন না থাকায়, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "ন এবং স্যাৎ"—এরূপ হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "নৈবং স্যাৎ"—ইহা হইতে পারে না অর্থাৎ পুরোহিত দুইজন হইতে পারে না। কারণ, "অর্থাভাবাৎ"—তাহাতে কোনও প্রয়োজন নাই, যে হেতু পুরোহিত শব্দ সংস্কারনিমিত্তক, কারণ "পুরোহিতস্ত প্রবরেণ রাজা প্রবৃণীতে" এই বচনে পুরোহিতের প্রবরের দ্বারা বরণ আবশ্যক। আর একজন পুরোহিতের প্রবরের দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হয় বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিটি নিষ্প্রয়োজন। আর "পুরোহিতং করোতি" এস্থলে পুরোহিতপদগত একত্বও বিবক্ষিত বটেই। অতএব বচন অনুসারেও দুইজন পুরোহিত হইতে পারে না; আর সেরূপ হইলেও নিশ্চয়ই তাহাদের একজন পুরোহিত হইবেন না। ইতি সিদ্ধান্ত।

অর্থানাং চ বিভক্তত্বান্ন তচ্ছ্রুতেন সম্বন্ধঃ ॥ ১৪ ॥

অক্ষরার্থ। "অর্থানাং"—অর্থ অর্থাৎ গুণোল্লেখরূপ প্রয়োজন,

"বিভক্তত্বাৎ চ"—বিভক্ত অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ বলিয়াও, "তচ্ছ্রুতেন"—ঐ যে ভাবে আপাততঃ শ্রূয়মাণ হইতেছে সেইভাবে তাহার সহিত, "সম্বন্ধঃ ন"—সম্বন্ধ নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে যে এক রাজার দুই জন পুরোহিত বচন-বলেও সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহার দৃঢ়তর যুক্তি দেখাইতেছেন "অর্থানাং চ বিভক্তত্বাৎ"। উক্ত স্থলে কর্ম্মাধিকারী পুরুষ দুই জন ছাড়া তিন জন নহে ইহা উভয়পক্ষসম্মত। কেবল সেই দুজনের স্বরূপ লইয়াই বিবাদ। কিন্তু "এতেন রাজপুরোহিতৌ যজেয়াতাম্" এই বিধিবাক্যটির পরে যে অর্থবাদবাক্য আছে—তাহাতে ব্রহ্মতেজের দ্বারা এবং ক্ষাত্রবীর্য্যের দ্বারা প্রশংসা করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ অর্থবাদের সার্থকতা রক্ষা করিতে হইলে বলিতে হয় যে, ঐ কর্ম্মে একজন ব্রাহ্মণ এবং এক জন ক্ষত্রিয়েরই অধিকার। আর পুরোহিত ব্রাহ্মণই হইয়া থাকে এবং রাজা ক্ষত্রিয়ই হইয়া থাকে। একারণে রাজা এবং তাহার পুরোহিত এতদুভয়কেই মিলিতভাবে এই কর্ম্ম করিতে হয় ইহা অর্থবাদের স্বারস্যে সিদ্ধ হয়। আর এস্থলে বচনের অন্যথা উপপত্তি হয় না বলিয়া রাজা এবং পুরোহিত উভয়ে ভিন্নকল্প হইলেও বচনবলে তাহাদের সহাধিকার সিদ্ধ হয়। অতএব ইহা পূর্ব্বন্যায়ের অপবাদ।

পাণেঃ প্রত্যঙ্গভাবাদসম্বন্ধঃ প্রতীয়েত ॥ ১৫ ॥

অক্ষরার্থ। "পাণেঃ"—পাণির, "প্রত্যঙ্গভাবাৎ"—প্রত্যঙ্গতা আছে বলিয়া অর্থাৎ বামহস্ত দক্ষিণহস্তের সহকারী বলিয়া, "অসম্বন্ধঃ প্রতীয়েত"—অন্যের দক্ষিণপাণির সম্বন্ধ প্রতীত হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে অঞ্জলিবন্ধে বামহস্তের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা এখানে খাটে না, কারণ অন্যের দক্ষিণহস্ত সহযোগে সংহতাঙ্গুলি হয় না। এ জন্য স্বীয় বামহস্তই তথায় সহকারিরূপে বিবক্ষিত। অতএব রাজা এবং তাঁহার পুরোহিতই এস্থলে অধিকারী। যদি কেহ বলেন দুইজন রাজার দুইজন পুরোহিত ঐ কার্য্যটি করিবে, তাহা হইলে তাহাও সঙ্গত হইবে না। যে হেতু তাহারা পরস্পর সাযুজ্যকামী হইতে পারে না। কিন্তু পুরোহিত এবং যজমানেরই সাযুজ্যকামিতা আবশ্যক। কারণ সর্ব্বত্র পুরোহিত পরার্থ

—যজমানের প্রয়োজনসাধক। ইতি ২য় কুপ্সারযজ্ঞে ভিন্নকল্পেরও অধিকার প্রতিপাদনাধিকরণ।

সত্রাণি সর্ব্ববর্ণানামবিশেষাৎ ॥ ১৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সত্রাণি"—সত্র নামক কর্ম্মসকল, "সর্ব্ববর্ণানাম্"—সকলবর্ণেরই অধিকারে অর্থাৎ তাহা সকল বর্ণেরই কর্ত্তব্য, "অবিশেষাৎ"—যে হেতু তাহাতে বিশেষত্ববোধক কিছুই নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "য এবং বিদ্বাংসঃ সত্রমাসতে" ইত্যাদি বচনে যে সত্র বিহিত হইয়াছে, সে গুলিতে কি ত্রৈবর্ণিকেরই অধিকার অথবা তাহাতে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "সত্রাণি সর্ব্ববর্ণানাম্ অবিশেষাৎ"—এ স্থলে যখন অধিকারী বিশেষের নিয়ামক কোনও বচন নাই, তখন ত্রৈবর্ণিকেরই তাহাতে অধিকার আছে।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ১৭ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষী স্বপক্ষে আরও হেতুঃ দেখাইতেছেন "লিঙ্গদর্শনাচ্চ"। শ্রুতিমধ্যে দ্বাদশাহরূপ সত্রের প্রকরণে উপদিষ্ট "বার্হদ্গিরং ব্রাহ্মণস্য সাম কুর্য্যাৎ, পার্থ্যুরশ্মং রাজন্যস্য, রায়োবাজীয়ং বৈশ্যস্য" "এই বচনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের জন্য পৃথক্ পৃথক্ সাম গেয়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। সত্রে ত্রৈবর্ণিকের অধিকার না থাকিলে ইহা সঙ্গত হয় না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ব্রাহ্মণানাং বেতরয়োরার্ত্বিজ্যাভাবাৎ ॥ ১৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ব্রাহ্মণানাং"—ব্রাহ্মণগণেরই (অধিকার), "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "ইতরয়োঃ"—অন্য দুইবর্ণের, "আর্ত্বিজ্যাভাবাৎ"—আর্ত্বিজ্য অর্থাৎ ঋত্বিক্‌কর্ম্মকারিত্ব নাই বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—সত্রে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই

অধিকার। কারণ সত্রে যাঁহারা যজমান তাঁহাদিগকেই ঋত্বিকের কর্ম্ম করিতে হয়, ইহা শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। আর আর্ত্বিজ্যে অর্থাৎ ঋত্বিক্‌কর্ম্মে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের অধিকার নাই। ইহা অগ্রে (১২।৪।৪২—৪৭ সূত্রে) প্রতিপাদিত হইবে। সুতরাং আর্ত্বিজ্যাধিকার না থাকায় ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণ সত্রের অধিকারী নহে। অন্যবর্ণ যদি ইহার অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহা বিগুণ হইয়া পণ্ড হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

বচনাদিতি চেৎ ॥ ১৯ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "বচনাৎ"—বচনবলে (বর্ণান্তরেরও অধিকার হইবে) "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা করিয়া বলিতে পারেন যে, সাধারণ কর্ম্মে বর্ণান্তরের আর্ত্বিজ্যাধিকার না থাকিলেও সত্রে যখন অধিকারসম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য উপদিষ্ট হয় নাই তখন তাহাতে—কেবলমাত্র সেই কর্ম্মেই সত্রবিধায়কবাক্য বলেই বর্ণান্তারেরও আর্ত্বিজ্যাধিকার হইবে। ইতি আশঙ্কা।

ন স্বামিত্বং হি বিধীয়তে ॥ ২০ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা ঠিক নহে, "হি"—যে হেতু, স্বামিত্বং বিধীয়তে"—স্বামিত্ব অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারিতামাত্র বিহিত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন পূর্ব্বপক্ষবাদী যে আশঙ্কা করিয়াছেন তাহা সঙ্গত নহে, কারণ সত্রবিধায়ক বাক্যে কেবলমাত্র স্বামিত্ব অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারিত্বই বিহিত হইয়াছে, কিন্তু উহা দ্বারা ঋত্বিক্‌কর্ম্মে ব্রাহ্মণেতরের অধিকার প্রতিপাদিত হয় না। যে হেতু এস্থলে ঋত্বিক্ উদ্দেশ্যেই যজমানত্ব বিহিত হইয়াছে কিন্তু যজমানোদ্দেশে ঋত্বিক্ত্ব উপদিষ্ট হয় নাই। আর ইহার ফলে ঋত্বিগ্‌গণসম্পাদ্য যে সমস্ত কর্ম্ম তাহার অন্তকর্ত্তৃকতা নিবারিত হইয়া যায়। অতএব ব্রাহ্মণগণেরই আর্ত্বিজ্যে অধিকার বলিয়া তাঁহারাই কেবল সত্রাধিকারী হইবেন। ইতি আশঙ্কানিরাস।

গার্হপতে বা স্যাতামবিপ্রতিষেধাৎ ॥ ২১ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "গার্হপতে"—গার্হপত্য কর্ম্মে, "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তন-সূচক, "স্যাতাম্"—(ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অধিকারী) হইবে, "অবিপ্রতিষেধাৎ" —যেহেতু তাহাতে কোনও বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ বিরোধ নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় আশঙ্কা উঠাইয়া বলিতে-ছেন,—সত্রের ঋত্বিক্‌কর্ম্মে ব্রাহ্মণেতরের অধিকার না থাকিলেও তত্রত্য গার্হপত্য কর্ম্মে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য অধিকারী হইতে পারে। সুতরাং সত্রে ব্রাহ্মণেরাই যজমান হইবে বটে, কিন্তু সত্রে যাহাকে গৃহপতি হইতে হয়; সে ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্যও হইতে পারে। ইতি আশঙ্কা।

ন বা কল্পবিরোধাৎ ॥ ২২ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ তাহা হইতে পারেনা, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "কল্পবিরোধাৎ"—কারণ ইহাতে কল্পবিরোধ হইয়া পড়ে অর্থাৎ চমস এবং সাম অনির্ণীত হইয়া পড়ে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার পরিহার কল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—যদি সত্রীয় গার্হপত্য কর্ম্মে ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য অধিকারী হয়, তাহা হইলে চমস লইয়া বিরোধ হইবে। কারণ, ব্রাহ্মণগণের পক্ষে সোমচমস আর ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ফলচমসাদি বিহিত। এইরূপ সাম লইয়া গোলযোগ হইবে, যেহেতু তাহাও ব্রহ্মসামাদিভেদে ভিন্ন। আর ইহাতে কাহার অনুসারে চমস এবং সাম কর্ত্তব্য হইবে তাহা নিরূপিত না হওয়ায় ক্রিয়াই পণ্ড হইবে। ইতি আশঙ্কানিরাস।

স্বামিত্বাদিতরেষামহীনে লিঙ্গদর্শনম্ ॥ ২৩ ॥

অক্ষরার্থ। "স্বামিত্বাৎ"—স্বামিত্বহেতু অর্থাৎ অধিকার আছে বলিয়া, "ইতরেষাং লিঙ্গদর্শনম্"—ব্রাহ্মণেতরের অধিকারবিষয়ক পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গদর্শন, "অহীনে"—অহীন নামক যাগেই (বুঝিতে হইবে)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে লিঙ্গদর্শন উপস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ, 'দ্বাদশাহ' দুই প্রকার সত্র এবং অহীন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সত্রে ব্রাহ্মণেরই পক্ষে আর্ত্বিজ্য ব্যবস্থিত বলিয়া স্থির হওয়ায়, ঐ লিঙ্গদর্শন সত্রে প্রয়োজ্য নহে, কিন্তু উহা অহীনাত্মক দ্বাদশাহের পক্ষেই বচন। আর 'অহীন' নামক যাগবিশেষে ঋত্বিক্ ও যজমানের ঐক্য অর্থাৎ অভিন্নতা না থাকায় তাহাতে ব্রাহ্মণেতরের অধিকারের পক্ষে কোনও বাধা নাই। অতএব সত্রে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার, বর্ণান্তরের অধিকার নাই। ইতি ৩য় সত্রসকলে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার প্রতিপাদনাধিকরণ।

বাশিষ্ঠানাং বা ব্রহ্মত্বনিয়মাৎ ॥ ২৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বাশিষ্ঠানাং"—বাশিষ্ঠ অর্থাৎ বশিষ্ঠকল্পীয়গণেরই (অধিকার), "বা"—পূর্ব্বপক্ষদ্যোতক, "ব্রহ্মত্বনিয়মাৎ"—যেহেতু ব্রহ্মত্ব (বিশেষকল্পেই) নিয়মিত করা আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সত্রে ব্রাহ্মণেরই অধিকার বটে, কিন্তু তাহাতে কি অবিশেষে সকল ব্রাহ্মণেরই অধিকার অথবা কোন সম্প্রদায়বিশেষেরই অধিকার, ইহাই সংশয়। ইহাতে যদি কেহ বলেন যে "ঋদ্ধিকামাঃ সত্রমাসীরন্" এই বচন অনুসারে ঋদ্ধিকামী ব্রাহ্মণেরই সত্রে অধিকার। আর সকল প্রকার ব্রাহ্মণই যখন ঋদ্ধি কামনা করিতে পারেন তখন অবিশেষে সকলেরই অধিকার হইবে। তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহাদের বাশিষ্ঠ কল্প তাহাদেরই কেবল সত্রে অধিকার। কারণ, "ব্রহ্মত্বনিয়মাৎ"—যজ্ঞে ব্রহ্মকর্ম্ম করিতে হয়। আর "বাশিষ্ঠো ব্রহ্মা ভবতি" এই শ্রুতি বাক্যে বাশিষ্ঠগণেরই ব্রহ্মকর্ম্মে অধিকার বলা হইয়াছে। সুতরাং অন্যকল্পীয় ব্রাহ্মণের ব্রহ্মকর্ম্মে অধিকার না থাকায় এবং ব্রহ্মকর্ম্ম যজ্ঞে অপরিত্যজ্য বিধায় বাশিষ্ঠেরই অধিকার। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সর্ব্বেষাং বা প্রতিপ্রসবাৎ ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। "সর্ব্বেষাং"—সকলেরই (অধিকার), "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রতিপ্রসবাৎ"—প্রতিপ্রসব আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। "পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তির বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে,

বাশিষ্ঠের ব্রহ্মত্ববোধক শ্রুতিতে যে বাশিষ্ঠেরই ব্রহ্মত্ব বিহিত হইয়াছে এবং অন্যের তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে এরূপ নহে। কারণ, "বাশিষ্ঠো ব্রহ্মা ভবতি" এই বাক্যের পরেই শ্রুতিপ্রতিপ্রসবরূপে বলিতেছেন "য এব কশ্চন স্তোমভাগমধীয়ীত স এব ব্রহ্মা ভবেৎ" অর্থাৎ যে কোন ব্রাহ্মণ স্তোমভাগ অধ্যয়ন করিবে, সেই ব্রহ্মা হইতে পারিবে। আর বাশিষ্টগণই সাধারণতঃ স্তোমভাগ অধ্যয়ন করেন বলিয়া তাঁহাদিগকেই ব্রহ্মা বলা হইয়াছে। ইহা স্তোমভাগাধ্যয়নের প্রশংসাবাদ। অতএব অধীতস্তোম অবাশিষ্ট ব্রাহ্মণও ব্রহ্মা হইতে পারে বলিয়া সত্রে সকল ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে।

বিশ্বামিত্রস্য হৌত্রনিয়মাদ্ ভৃগুশুনকবশিষ্ঠা-নামনধিকারঃ ॥ ২৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বিশ্বামিত্রস্য"—(সত্রে) বিশ্বামিত্রকল্পেরই (অধিকার), "হৌত্রনিয়মাৎ"—যেহেতু হৌত্রকর্ম্মের নিয়ম (ব্যবস্থিতত্ব) রহিয়াছে, "ভৃগুশুনকবশিষ্টানাম্ অনধিকারঃ"—(অতএব) ভৃগু, শুনক এবং বশিষ্ট-কল্পগণের (সত্রে) অধিকার নাই। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—কেবলমাত্র বিশ্বামিত্র কল্পীয় ব্রাহ্মণগণেরই সত্রে অধিকার। কারণ, বিশ্বামিত্রকল্পীয় ব্রাহ্মণগণের পক্ষেই হৌত্র-কর্ম্ম নিয়মিত অর্থাৎ "বিশ্বামিত্রো হোতা ভবতি" এই শ্রুতিবচনের দ্বারা ব্যবস্থিত। সুতরাং ভৃগু, শুনক এবং বশিষ্ঠগণ অবিশ্বামিত্রকল্প বলিয়া তাঁহাদের হোতৃত্ব না থাকায় সত্রাধিকার নাই, যেহেতু সত্রে ঋত্বিগ্‌গণই যজমান বলিয়া তাঁহাদেরই কয়েকজনকে হোতৃকর্ম্ম করিতে হয়। অতএব বিশ্বামিত্র এবং তাঁহাদের সমানকল্প ব্রাহ্মণেরই সত্রে অধিকার। ইতি ৪র্থ সত্রে বৈশ্বামিত্র ও তৎসমানকল্পেরই অধিকারাধিকরণ।

বিহারস্য প্রভুত্বাদনগ্নীনামপি স্যাৎ ॥ ২৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বিহারস্য প্রভুত্বাৎ"—বিহার অর্থাৎ অন্যদীয় অগ্নির প্রভুত্ব অর্থাৎ সামর্থ্য আছে বলিয়া, "অনগ্নীনাম্ অপি,"—অনগ্নি-ব্যক্তিগণেরও, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ সত্রে অধিকার হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। আহিতাগ্নি এবং অনাহিতাগ্নি সকলেরই কি সত্রে অধিকার অথবা সাগ্নিকেরই তাহাতে অধিকার ?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—যাঁহারা অনগ্নি অর্থাৎ যাঁহাদের অগ্নি নাই, অগ্নিহোত্রী নহেন, তাঁহাদেরও সত্রে অধিকার আছে। যে হেতু, "বিহারস্য প্রভুত্বাৎ"—বিহার অর্থাৎ অন্য সাগ্নিক ব্যক্তির স্থাপিত অগ্নি লইয়া কার্য্য করিলে চলে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সারস্বতে চ দর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। "সারস্বতে"—সারস্বতনামক সত্রে, "চ দর্শনাৎ" উহা দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। অনগ্নিরও যে অন্যদীয় অগ্নিতে সত্র সম্পাদিত হয় তাহা সারস্বত নামক সত্রের প্রকরণে পঠিত "পরৈর্বা এতে স্বর্গং লোকং যন্তি যেঽনাহিতাগ্নয়ঃ সত্রমাসতে" অর্থাৎ "যে সমস্ত অনাহিতাগ্নি ব্যক্তিগণ সত্র করেন, তাঁহারা অন্যের রথে স্বর্গে যান" এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে নিরূপিত হয়।

প্রায়শ্চিত্তবিধানাচ্চ ॥ ২৯ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রায়শ্চিত্তবিধানাৎ চ"—প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে বলিয়াও (সত্রে অনাহিতাগ্নির অধিকার থাকিবে)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন এই যে, আহিতাগ্নির অগ্নি অন্য অগ্নির সংসৃষ্ট হইলে 'বিবিচি'নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপালপুরোডাশনির্ব্বাপ করিয়া যাগ করিতে হইবে। কিন্তু অনাহিতাগ্নির কর্ম্মে ব্যবহৃত না হইলে আহিতাগ্নির অগ্নির সংসর্গ দোষ হইতে পারে না। আর সত্রাদি কর্ম্মেই অনাহিতাগ্নি আহিতাগ্নির অগ্নি লইবার অবকাশ পাইতে পারে। অতএব ইহাও অনাহিতাগ্নির সত্রাধিকারবোধক। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

সাগ্নীনাং বেষ্টিপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ৩০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সাগ্নীনাং"—আহিতাগ্নিরই কর্ত্তব্য, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "ইষ্টিপূর্ব্বত্বাৎ"—যেহেতু সত্রের পূর্ব্বে ইষ্টিযাগ অনুষ্ঠেয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—অন্যের অগ্নিতে সত্র অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ, সত্র সোমযাগবিশেষ। আর প্রথমে ইষ্টিযাগ না করিয়া সোমযাগ করা অবিহিত। আবার নিজে আধান না করিলে অগ্নি স্বসাধ্য কর্ম্মের যোগ্য হয় না। একারণে ইষ্টি স্বসম্বন্ধি-আধানসাপেক্ষ। আবার যাহারা অনগ্নি তাহাদের আধান নাই। সুতরাং অনগ্নি ব্যক্তির সত্রাধিকার নাই। অতএব সাগ্নিকের পক্ষেই সত্রে অধিকার। ইতি সিদ্ধান্ত।

স্বার্থেন চ প্রযুক্তত্বাৎ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। "স্বার্থেন"—স্বার্থের দ্বারা "চ প্রযুক্তত্বাৎ"—প্রযুক্ত বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। অপরের অগ্নিতে ক্রিয়াসিদ্ধি হইবে না, কারণ, "স্বার্থেন প্রযুক্তত্বাৎ"—অগ্নি সকল স্বপ্রয়োজনের দ্বারা প্রেরিত। যাহার কার্য্য সে স্বয়ং যদি আধান করে, তবেই সংসম্বন্ধীয় ক্রিয়ার সেই অগ্নি ফলজনক হইবে, যে হেতু "অগ্নীন্ আদধীত" এস্থলে 'ফলবৎকর্ত্তরি আত্মনেপদ' থাকায় ইহাই বোধিত হয়। অতএব অনাহিতাগ্নির অধিকার নাই।

সন্নিবাপং চ দর্শয়তি ॥ ৩২ ॥

অক্ষরার্থ। "সন্নিবাপং"—সন্নিবাপ অর্থাৎ সকলের অগ্নির মিলন, "চ দর্শয়তি"—(শ্রুতিমধ্যে) প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। সত্র যে কেবলমাত্র সাগ্নিকেরই কর্ত্তব্য, তাহার আরও হেতু এই যে, "সাবিত্রাণি হোষ্যন্তঃ সন্নিবপেরন্" অর্থাৎ "সাবিত্র হোম করিবার সময়ে সকলের অগ্নি একত্র করিবে"—এই শ্রুতিবাক্যে আহিত অগ্নি সকলের একীকরণ বিহিত হইয়াছে। কিন্তু নিরগ্নি ব্যক্তির অগ্নি না থাকায় এই বিধিটি অবশ্যই তাহাকে লঙ্ঘন করিতে হয়। আর তাহা হইলে বিগুণ হওয়ায় ক্রিয়াটি নিষ্ফল হইয়া পড়ে। অতএব সত্রে নিরগ্নির অধিকার নাই। আর যে সারস্বত সত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ঐ বিশেষ বচন অনুসারেই কেবলমাত্র তাহাতেই নিরগ্নিরও অধিকার বুঝিতে হইবে, অন্য সত্রে নহে। ইতি ৫ম সারস্বতাতিরিক্ত সত্রে আহিতাগ্নিরই অধিকারাধিকরণ ;

জুহ্বাদীনামপ্রযুক্তত্বাৎ সন্দেহে যথাকামী প্রতীয়েত ॥ ৩৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "জুহ্বাদীনাম্ অপ্রযুক্তত্বাৎ"—জুহূ প্রভৃতিগুলি (স্ব সংস্কারের দ্বারা) অপ্রযুক্ত বলিয়া, "সন্দেহে"—সংশয় হইলে, "যথাকামী প্রতীয়েত"—ইচ্ছানুসারে প্রতীত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সত্রে জুহূ প্রভৃতি যে সমস্ত পাত্র আবশুক, সে গুলি কি সত্রিগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির হইলেই চলিবে অথবা স্বতন্ত্র সর্ব্বসাধারণ জুহ্বাদি করিতে হইবে ? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "সন্দেহে যথাকামী প্রতীয়েত"—এরূপ সন্দেহ হইলে ইচ্ছানুসারে যে কোন সত্রীর জুহূ প্রভৃতিতে কার্য্য সম্পন্ন হইবে। কারণ, "জুহ্বাদীনাম্ অপ্রযুক্তত্বাৎ"—অগ্নি যেমন স্বার্থপ্রযুক্ত বলিয়া যজমানসংস্কারক হওয়ায় যাহার অগ্নি কেবল মাত্র তাহারই তদ্দ্বারা সংস্কার হয়, অন্যের হয় না, ইহা আধানবিধায়ক আত্মনেপদের সামর্থ্যে সিদ্ধ হয়, জুহূ প্রভৃতি পাত্র কিন্তু সেভাবে স্বার্থপ্রযুক্ত নহে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বান্যানি পাত্রাণি সাধারণানি কুর্ব্বীরন্ বিপ্রতিষেধা-চ্ছাস্ত্রকৃতত্বাৎ ॥ ৩৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অন্যানি পাত্রাণি সাধারণানি কুর্ব্বীরন্"—সত্রিগণ সকলের জন্য অন্য সাধারণ পাত্র করিবে, "বিপ্রতিষেধাৎ"—বিরোধ হয় বলিয়া, "শাস্ত্রকৃতত্বাৎ"—(যেহেতু নূতন নিমিত্ত) শাস্ত্রবোধিত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—সত্রিগণের নিজেদের মধ্যে অপর একপ্রস্থ করিয়া সাধারণ পাত্র করিতে হইবে, কেন না তাহা না হইলে তাহাদের মধ্যে কাহারও বিপত্তি ঘটিলে ক্রিয়াটি বিগুণ হইয়া পণ্ড হইবে। কারণ, সত্রিগণের মধ্যে যদি কাহারও মরণ হয়, আর যদি তাহারই জুহ্বাদিপাত্র লইয়া কার্য্য করিতে থাকা হয়, তাহা হইলে "আহিতাগ্নিমগ্নিভি র্দহন্তি যজ্ঞপাত্রৈশ্চ। দক্ষিণহস্তে জুহূমাসাদয়তি" ইত্যাদি বচন অনুসারে তাহাকে তাহার স্বীয় অগ্নি এবং

জুহূ প্রভৃতি পাত্রের সহিত দাহ করিতে হয়। আর তাহা হইলে জুহূ প্রভৃতি পাত্র না থাকায় অবশিষ্ট ক্রিয়াটি বিগুণ হওয়ায় সমস্ত ক্রিয়াটিই পণ্ড হইবে। কারণ, যে পাত্র লইয়া কর্ম্ম আরম্ভ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারাই তাহা সমাপনীয় বলিয়া তৎকালে নূতন পাত্রের আগম হইতে পারে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রায়শ্চিত্তমাপদি স্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রায়শ্চিত্তম্"—প্রায়শ্চিত্ত, "আপদি স্যাৎ"—আপৎনিমিত্তক (কর্ত্তব্য) হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণে, আহিতাগ্নির অগ্নি অন্যসংস্পৃষ্ট হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধি আছে বলিয়া অনগ্নি ব্যক্তিও অন্যের অগ্নিতে সত্রানুষ্ঠান করিতে পারে, এই প্রকার যে আপত্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পরিহার বলিতেছেন "প্রায়শ্চিত্তম্ আপদি স্যাৎ"। দস্যুপদ্রবাদিহেতু প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে যদি আহিতাগ্নি ব্যক্তি কান্তারাদি স্থানে পলায়ন করে, তাহা হইলে তৎকালে প্রমাদবশতঃ অন্য অগ্নির সহিত কিংবা দাবাগ্নির সহিত আহিত অগ্নির সংসর্গ হইতে পারে। সুতরাং তন্নিমিত্তক উক্ত প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। অতএব উহা অনাহিতাগ্নির সত্রাধিকারবোধক নহে। ইতি ৬ষ্ঠ সত্রে সাধারণপাত্রাধিকারাধিকরণ।

পুরুষকল্পেন বা বিকৃতৌ কর্ত্তৃনিয়মঃ স্যাদ্ যজ্ঞস্য তদ্গুণত্বাদভাবাদিতরানৃপ্রত্যেকস্মিন্নধিকারঃ স্যাৎ ॥ ৩৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পুরুষকল্পেন"—পুরুষবিশেষ কল্পে অর্থাৎ বিশেষ পুরুষকেই কর্ত্তা বলিয়া যে স্থলে বিধি আছে তাদৃশ পদার্থের কল্পে, "বা"—প্রত্যবস্থানে, "বিকৃতৌ"—বিকৃতিযাগে, "কর্ত্তৃনিয়মঃ স্যাৎ"—কর্ত্তা নিয়মিত অর্থাৎ ব্যবস্থিত হইবে, "যজ্ঞস্য তদ্গুণত্বাৎ"—যেহেতু যজ্ঞ তাহার গুণভূত, "অভাবাৎ ইতরান্ প্রতি"—অপরের প্রতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির প্রতি তাহার অভাব অর্থাৎ অকর্ত্তব্য আছে বলিয়া, "এক-

স্মিন্”—একজনেতেই অর্থাৎ একজনমাত্র কর্ত্তাতেই, “অধিকারঃ স্যাৎ” —অধিকার হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে ‘অধ্বরকল্প’ প্রভৃতি ইষ্টির প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, “সপ্তদশ সামিধেনীরনুব্রূয়াৎ”। এই যে বিকৃতিযাগীয় সপ্তদশ সামিধেনী অর্থাৎ এতদ্যুক্ত কর্ম্ম ইহাতে কি কেবল বৈশ্যেরই অধিকার অথবা ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকই ইহার অধিকারী? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ইহাতে কেবল মাত্র বৈশ্যেরই অধিকার। কারণ, প্রকৃতিযাগে “সপ্তদশানুব্রূয়াদ্ বৈশ্যস্য” এই বচনে যখন সামিধেনীসাপ্তদশ্যের কর্ত্তৃরূপ অঙ্গরূপে বৈশ্যই বিহিত হইয়াছে, তখন বিকৃতিযাগেও তাহার প্রবৃত্তি হইবে। অতএব অধ্বরকল্পাদিযাগে সাপ্তদশ্যকে দ্বার করিয়া কেবল বৈশ্যই অধিকারলাভ করিবে। কিন্তু ইহাতে অন্যবর্ণের প্রাপ্তি হইবে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

লিঙ্গাচ্চেজ্যাবিশেষবৎ ॥ ৩৭ ॥

অক্ষরার্থ। “লিঙ্গাৎ চ”—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচনানুসারেও, “ইজ্যাবিশেষবৎ”—যাগবিশেষের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষের আরও যুক্তি এই যে, বৈশ্যস্তোম নামক যাগবিশেষে যেমন কেবলমাত্র বৈশ্যেরই অধিকার, সেইরূপ “বৈশ্যস্য সাপ্তদশ্যং। সপ্তদশো বৈ বৈশ্যঃ” এই বচনের জ্ঞাপকতা অনুসারে সাপ্তদশ্যযুক্ত অধ্বরকল্প প্রভৃতি যাগে কেবলমাত্র বৈশ্যেরই অধিকার। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

ন বা সংযোগপৃথক্ত্বাদ্ গুণস্যেজ্যাপ্রধানত্বাদসংযুক্তা হি চোদনা ॥ ৩৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “ন”—না, “বা”—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, “সংযোগপৃথক্ত্বাৎ”—যেহেতু সংযাগের অর্থাৎ বিধায়ক বাক্যের পৃথক্ত্ব অর্থাৎ পার্থক্য বা ভিন্নতা রহিয়াছে, “গুণস্য ইজ্যাপ্রধানত্বাৎ”—(এস্থলে) গুণ ইজ্যাপ্রধান অর্থাৎ ইজ্যার উদ্দেশ্যে গুণ বিহিত, “হি”—যেহেতু, “চোদনা”—(সাপ্তদশ্যবিষয়ক) বিধি, “অসংযুক্তা”—বৈশ্যসংযুক্ত নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রকৃতিভূতযাগে "সপ্তদশানুব্রূয়াদ্ বৈশ্যস্য" এই শ্রুতিবচনে বৈশ্যের উদ্দেশ্যে সাপ্তদশ্য বিহিত হইয়াছে বলিয়া তাহাতে বৈশ্য ছাড়া অন্যের অধিকার নাই। কিন্তু অধ্বরকল্পাদিস্থলে "সপ্তদশ সামিধেনীরনুব্রূয়াৎ" এই শ্রুতিবচনে যাগের উদ্দেশ্যে সাপ্তদশ্য বিহিত হইয়াছে; এ স্থলে বৈশ্যের সহিত চোদনার (বিধিবাক্যের) কোনও সম্বন্ধ নাই। অতএব ঐ দুইটি সংযোগ অর্থাৎ বিধায়ক বাক্য ভিন্নপ্রকারের বলিয়া একের ব্যবস্থা অনুসারে অন্যের বিধায়কতা হইবে না। অতএব অধ্বরকল্পাদিতে ত্রৈবর্ণিকেরই অধিকার। ইতি সিদ্ধান্ত।

ইজ্যায়াং তদ্‌গুণত্বাদ্ বিশেষেণ নিয়ম্যেত ॥ ৩৯ ॥

অক্ষরার্থ। "ইজ্যায়াং"—বৈশ্যস্তোমনামক ইজ্যায় অর্থাৎ যাগে "তদ্‌গুণত্বাৎ"—তাহার অর্থাৎ বৈশ্যকর্ত্তৃকত্বের গুণত্ব আছে বলিয়া অর্থাৎ বৈশ্যের উদ্দেশ্যে যাগ বিহিত বলিয়া, "বিশেষেণ"—সেই বিশেষত্বের দ্বারা, "নিয়ম্যেত"—(বৈশ্যেরই কর্ত্তৃত্ব) নিয়মিত অর্থাৎ ব্যবস্থিত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। আর যে বৈশ্যস্তোমের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহাও অকিঞ্চিৎকর। কারণ, এস্থলে বৈশ্যশব্দ বিবক্ষিতার্থক—ইহা অবেষ্ট্যধিকরণোক্তন্যায়ে সিদ্ধ। সুতরাং এখানে বৈশ্যকর্ত্তৃকত্বের উদ্দেশে বৈশ্যস্তোমনামক ইজ্যা বিহিত হইয়াছে বলিয়া ইহাতে কেবলমাত্র বৈশ্যেরই অধিকার। অতএব ইহাও অধ্বরকল্পাদির দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। ইতি ৭ম শ্রুতসাপ্তদশ্য বিকৃতিযাগসকলে বর্ণত্রয়েরই অধিকারাধিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ষষ্ঠপাদ।

অথ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে সপ্তমঃ পাদঃ ॥

স্বদানে সর্ব্বমবিশেষাৎ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "স্বদানে"—সর্ব্বস্বদানে, "সর্ব্বম্"—স্বসম্বন্ধী সমস্ত বস্তুই দেয়, "অবিশেষাৎ"—বিশেষত্ব না রাখিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। বিশ্বজিন্নামক যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দান করিতে হয়। ইহাতে পিতা মাতাও দেয় কি না? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,— "সর্ব্বম্ অবিশেষাৎ"—কোনও বিশেষ না রাখিয়া সর্ব্বস্বই দেয়। অতএব পিতা মাতা ও অন্যকে প্রদেয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

যস্য বা প্রভুঃ স্যাদিতরস্যাশক্যত্বাৎ ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "যস্য"—যে বস্তুর, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রভুঃ স্যাৎ"—প্রভু হইবে অর্থাৎ যাহাতে প্রভুত্ব থাকে (তাহাই দেয়), "ইতরস্য অশক্যত্বাৎ"—যেহেতু অন্য বস্তুর উপর শক্যত্ব অর্থাৎ স্বীয় প্রভুত্ব শক্তি নাই। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—পিতামাতা দেয়হইতে পারে না। কারণ যাহার উপর প্রভুত্ব থাকে, তাহাই দেওয়া যায়, যেহেতু স্বস্বত্বত্যাগ-পূর্ব্বক পরস্বত্বাপাদনই দান। কিন্তু পিতামাতাকে দান করিলে যে প্রদাতার উপর তাঁহাদের পিতৃত্ব এবং মাতৃত্ব থাকিবে না তাহা নহে। অতএব পিতামাতা প্রদেয় হইতে পারে না। ইতি ১ম বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্বদানে পিতামাতার অদেয়ত্বাধিকরণ।

ন ভূমিঃ স্যাৎ সর্ব্বান্ প্রত্যবিশিষ্টত্বাৎ ॥ ৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না, "ভূমিঃ স্যাৎ"—ভূমি প্রদেয় হইবে, "সর্ব্বান্ প্রতি"—সকলের প্রতি, "অবিশিষ্টত্বাৎ"—যে হেতু তাহা অবিশিষ্ট অর্থাৎ যেহেতু তাহাতে সকলের সাধারণ অধিকার। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্বদানে গোপথ, রাজপথ, জলাশয়াদি সংযুক্ত মহাভূমি প্রদেয় হইতে পারে কি না? ইহাই সংশয়। ইহাতে

পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন,—রাজাই ঐ সমস্ত বস্তুর অধীশ্বর, যেহেতু, "রাজা সর্ব্বস্যেষ্টে ব্রাহ্মণবর্জ্জম্" এই স্মৃতিবাক্যে বলা হইয়াছে যে, রাজা ব্রাহ্মণ ছাড়া সকলেরই প্রভু। সুতরাং ঐ সমস্ত বস্তু রাজা অবশ্যই বিশ্বজিদ্‌যজ্ঞে দান করিতে পারেন।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—"ন ভূমিঃ"—মহাভূমি প্রদেয় হইতে পারে না; কারণ, "সর্ব্বান্ প্রতি অবিশিষ্টত্বাৎ"—উহা সর্ব্বসাধারণের ভোগ্য। আর যাহাতে সাধারণের স্বত্ব আছে তাহা কেহ একজন দান করিতে পারে না। তবে অসাধারণ যে ভূমি তাহা দেয় হইতে পারে বটে। আর ঐ যে স্মৃতিবচন উদ্ধৃত হইয়াছে উহাতে দুষ্টগণের পরিপালন বিষয়েই রাজার প্রভুত্ব বলা হইয়াছে। ইতি ২য় বিশ্বজিদ্‌যজ্ঞে মহাভূমির অদেয়তাধিকরণ।

অকার্য্যত্বাচ্চ ততঃ পুনর্বিশেষঃ স্যাৎ ॥ ৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অকার্য্যত্বাৎ"—অকর্ত্তব্য বলিয়া, "চ"—অধিকরণান্তরসূচক, "ততঃ"—তাহা হইতে অর্থাৎ সর্ব্বদানের ধনৈশ্বর্য্যাদি হইতে, "পুনঃ"—আরও, "বিশেষঃ স্যাৎ"—বিশেষ হইবে অর্থাৎ অশ্বাদি বাদ পড়িবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। বিশ্বজিদ্‌যজ্ঞে সর্ব্বস্বদানে অশ্ব দেয় কি না? ইহাই সংশয়। যদি বলা হয় "ন কেশরিণং দদাতি" এই বাক্যে অশ্বদান নিষিদ্ধ, তাহা হইলে বলিব শাস্ত্রে একই বিষয় বিহিত এবং নিষিদ্ধ হইলে তাহার বিকল্পই হইয়া থাকে। অতএব অশ্বদান এস্থলে বিকল্পিতই হইবে। আর তাহা হইলে দানপক্ষে এই সংশয় সঙ্গত হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"ন কেশরিণং দদাতি" ইহা প্রতিষেধ নহে কিন্তু পর্য্যুদাস। আর পর্য্যুদাসে নিষেধ নাই। সুতরাং বিকল্প হইতে পারে না। অতএব বিশ্বজিদ্‌যজ্ঞে অশ্ব দেয় নহে। ইতি ৩য় বিশ্বজিদ্‌যজ্ঞে অশ্বাদির অদেয়ত্বাধিকরণ।

নিত্যত্বাচ্চানিত্যৈর্নাস্তি সম্বন্ধঃ ॥ ৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "নিত্যত্বাৎ"—(সর্ব্বস্বদান) নিত্য বলিয়া, "চ"—অধিকরণান্তরসূচক, "অনিত্যৈঃ ন অস্তি সম্বন্ধঃ"—অনিত্য (উপার্জ্জয়িতব্য) দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ নাই। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বে যে সর্ব্বস্বদান উদাহৃত হইয়াছে, তাহাতে 'সর্ব্ব' উদ্দেশ্যে দান বিহিত হইয়াছে। একারণে শয্যাসনাদি যে সমস্ত ভোগ্য পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ই দাতব্য। অতএব ঐ সমস্ত যদি কিছু না থাকে, তাহা হইলে তাহা উপার্জ্জন করিয়াও দান করিতে হইবে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে বিধিবিহিত দানের উদ্দেশ্যেই সর্ব্বস্ব বিহিত হইয়াছে। আর 'সর্ব্ব' শব্দটি প্রসিদ্ধবাচী বলিয়া তৎকালে বিদ্যমান বস্তুরই বোধক। অতএব তৎকালে যাহা বিদ্যমান তাহাই দেয়, কিন্তু উত্তরকালে ধন উপার্জ্জন করিয়া দাতব্য নহে। কারণ ইহাতে নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ হয়। যেহেতু এখানে সর্ব্বস্ব দান নিত্য, কিন্তু ভবিষ্যৎকালে উপার্জ্জয়িতব্য ধন অনিত্য—অনিশ্চিত। ইতি ৪র্থ বিশ্বজিদ্‌যাগে অবিদ্যমানসর্ব্বস্বদাননিরাকরণাধিকরণ।

শূদ্রশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রত্বাৎ ॥ ৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "শূদ্রঃ চ"—শূদ্রও (অদেয়), "ধর্ম্মশাস্ত্রত্বাৎ"—যে হেতু সে ধর্ম্মার্থসেবক। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। যে শূদ্র ধর্ম্মার্থের নিত্য সেবা করে তাহাকে দান করা যায় কি না? ইহাই সংশয়। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন সর্ব্বস্বদান বিধান অনুসারে সেই সেবকও ভৃত্যের ন্যায় প্রদেয়। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সে যখন স্বেচ্ছায় সেবায় প্রবৃত্ত তখন ভৃত্যের উপর যেমন স্বত্ব আছে সেই সেবাদাসের উপর সেরূপ স্বত্ব না থাকায় ধর্ম্মার্থসেবক সেই শূদ্র দেয় হইতে পারে না। ইতি ৫ম ধর্ম্মসেবক-শূদ্রের অদেয়ত্বাধিকরণ।

দক্ষিণাকালে যৎস্বং তৎপ্রতীয়েত তদ্দানসংযোগাৎ ॥ ৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দক্ষিণাকালে"—দক্ষিণা দিবার সময়, "যৎ স্বং"—যাহা নিজদ্রব্য, "তৎ প্রতীয়েত"—তাহাই দাতব্য বলিয়া প্রতীত হয়, "তদ্দানসংযোগাৎ"—যেহেতু তাহার সহিতই দানের সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। 'আমি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিব' এই প্রকার কৃতনিশ্চয় হইবার পর বিশ্বজিৎ যাগ করিয়া তাহার দক্ষিণা দিবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত যজমানের (যাগকর্ত্তার) যে সমস্ত ভোগ্য পদার্থজাত থাকে, সে গুলি তাহার ভূত স্ব। আর দক্ষিণাদানের পরে যে সমস্ত ভোগ্যজাত নিজের হইবে বলিয়া নিশ্চিত থাকে সেইগুলি ভবিষ্যৎ স্ব। বিশ্বজিৎ যাগে এই উভয়প্রকার স্বই প্রদেয় কি না ? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন,—সর্ব্বস্বই যখন দেয় আর ভূতের ন্যায় ভবিষ্যৎ নিশ্চিত দ্রব্যও যখন নিত্য স্বই হইতেছে, তখন ভূত এবং ভাবী উভয়-প্রকার স্বও অবশ্যই প্রদাতব্য হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—যাহা ভূত স্ব তাহার বিনাশ হইতে পারে ; আর যাহা ভবিষ্যৎ স্ব তাহা অপ্রাপ্ত বলিয়া অসৎসম। একারণে ভূত এবং ভবিষ্যৎ কোন স্বই প্রদেয় বলিয়া নিয়মবদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু দক্ষিণাদানকালে যাহা বিদ্যমান থাকে তৎসর্ব্বস্বই দেয়। ইতি ৬ষ্ঠ বিশ্বজিদ্‌যজ্ঞে দক্ষিণাকালে বিদ্যমান সর্ব্বস্বেরই প্রদেয়তাধিকরণ।

অশেষত্বাত্তদন্তঃ স্যাৎ কর্ম্মণো দ্রব্যসিদ্ধিত্বাৎ ॥ ৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অশেষত্বাৎ"—অশেষ অর্থাৎ শেষাভাব (হইয়া-পড়ে) বলিয়া, "তদন্তঃ স্যাৎ"—ক্রতু তদন্ত হইবে (তাহা অর্থাৎ দক্ষিণাদানই ক্রতুর অন্ত অর্থৎ অবসান হইবে), "কর্ম্মণঃ দ্রব্যসিদ্ধিত্বাৎ"—যেহেতু কর্ম্ম দ্রব্যসাধ্য।

ভাষ্যভাবার্থ। সর্ব্বস্ব দান করায় যাগসমাপনযোগ্য অবশিষ্ট দ্রব্য না থাকায় দক্ষিণা দিয়াই বিশ্বজিৎ যাগ পরিত্যাগ করিতে হইবে কি না ? ইহাই সংশয়। ইহাতে প্রথম পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—"তদন্তঃ স্যাৎ"—দক্ষিণা দিয়া ঐ খানেই ক্রতু পরিত্যজ্য। কারণ, "অশেষত্বাৎ"—অন্য কোনও দ্রব্য অবশিষ্ট নাই, যাহার দ্বারা ক্রতু সমাপ্ত হইতে পারে। আর, "কর্ম্মণঃ দ্রব্যসিদ্ধিত্বাৎ"—দ্রব্যের দ্বারাই কর্ম্ম সমাপন করা যায়। সুতরাং দক্ষিণাকালে সর্ব্বস্ব প্রদত্ত হওয়ায় যজ্ঞ সমাপ্ত করিবার অন্য কোনও দ্রব্য না থাকায় দক্ষিণাতেই বিশ্বজিদ্‌যাগের সমাপ্তি হইবে—অবশিষ্ট অঙ্গগুলি বাদ পড়িবে। ইতি ১ম পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বা শেষকৰ্ম্ম স্যাৎ ক্রতোঃ প্রত্যক্ষশিষ্টত্বাৎ ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "শেষকৰ্ম্ম স্যাৎ"—শেষকৰ্ম্ম অর্থাৎ দক্ষিণাদানের পরবর্ত্তী ক্রিয়ানিচয় হইবে অর্থাৎ সমাপ্ত করিতে হইবে, "ক্রতোঃ প্রত্যক্ষশিষ্টত্বাৎ"—যেহেতু ক্রতুর সমাপ্তি প্রত্যক্ষ বচনের দ্বারা উপদিষ্ট।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—আরব্ধ যজ্ঞ অবশ্য সমাপ্য। যে হেতু "বিশ্বজিতা যজেত" এই প্রত্যক্ষ শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে এই যে, বিশ্বজিৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সমাপ্ত করিতে হইবে। আর দ্রব্য বিনা যখন অবশিষ্ট কৰ্ম্ম সম্পন্ন করা অসম্ভব তখন উক্ত শ্রুতিবাক্যের স্বারস্যে অর্থাপত্তি বলে ইহাও সিদ্ধ হয় যে কৰ্ম্মসমাপ্তির যোগ্য ধনাদি রাখিয়া অবশিষ্ট সর্ব্বস্ব দেয়।

তথা চান্যার্থদর্শনম্ ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "চ অন্যার্থদর্শনং"—অন্যার্থদর্শনও আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন—"অবভৃথাদুদেত্য বৎসত্বচৰ্ম্মাচ্ছাদয়তি" এই শ্রুতিবাক্যে অবভৃথের পরেও যখন চৰ্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত হইবার কথা বলা হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই যজমানকে পূর্ব্ব হইতে সেই চৰ্ম্ম নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিতে হয়। আর তাহা হইলে তৎপূর্ব্বে দক্ষিণাদানকালে যে যথাসর্ব্বস্ব নিঃশেষে দান করা হইয়া গিয়াছে ইহা বলা চলে না, কারণ অন্ততঃ ঐ চৰ্ম্মটিও বিদ্যমান রহিয়াছে। একারণে এই শ্রুতিবাক্যের স্বারস্যে ইহা নিরূপিত হয় যে, দক্ষিণাদানের পরবর্ত্তীকালে অনুষ্ঠেয় অবশিষ্ট ক্রতু সমাপ্ত করিতে যতটুকু দ্রব্য আবশ্যক তাবন্মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট সর্ব্বস্বই দেয়। ইতি ২য় পূর্ব্বপক্ষ।

অশেষং তু সমঞ্জসাদানেন শেষকৰ্ম্ম স্যাৎ ॥ ১১ ॥

অক্ষরার্থ। "অশেষং"—নিঃশেষে দেয়, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "সমঞ্জসা"—সঙ্গত, "আদানেন"—আদান অর্থাৎ অর্জ্জনের দ্বারা, "শেষকৰ্ম্ম স্যাৎ"—অবশিষ্ট কৰ্ম্ম হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক পূর্ব্বপক্ষবাদী দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষীর মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে,—সর্ব্বস্বদানই যখন শাস্ত্রবিহিত, তখন কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট রাখিলেও শাস্ত্রার্থ অনুষ্ঠিত হয় না। অথচ কর্ম্ম অসমাপ্ত পরিত্যাগ করাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। একারণে দক্ষিণাকালে সর্ব্বস্ব দান করিয়া পুনরায় দ্রব্য অর্জ্জন করিয়া যজ্ঞ সমাপনীয়। ইতি তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষ।

নাদানস্য নিত্যত্বাৎ ॥ ১২ ॥

অক্ষরার্থ। "আদানস্য"—আদানের, "ন নিত্যত্বাৎ"— অনিত্যতাহেতু (তাহা সম্ভব নহে)।

ভাষ্যভাবার্থ। দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষবাদী তৃতীয় পক্ষীর যুক্তি বিঘটিত করিয়া স্বমত স্থাপনকল্পে বলিতেছেন, যজ্ঞ যখন অবশ্যসমাপনীয়, তখন তাহা আদানসাপেক্ষ হইতে পারে না। কারণ, আদানে ধনলাভ অনিত্য—অনিশ্চিত বলিয়া যদি তাহা ঘটিয়া না উঠে, তাহা হইলে সমাপ্ত না হওয়ায় সমস্ত ক্রিয়াটিই পণ্ড হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

দীক্ষাসু তু বিনির্দ্দেশাদক্রত্বর্থেন সংযোগ স্তস্মাদবিরোধঃ স্যাৎ ॥ ১৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দীক্ষাসু"—দীক্ষাকালে, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বিনির্দ্দেশাৎ—বিশেষ নির্দ্দেশ থাকায়, "অক্রত্বর্থেন সংযোগঃ"—যাহা ক্রত্বর্থ নহে তাদৃশ দ্রব্যের সহিত সংযোগ অর্থাৎ দানের সম্বন্ধ হইবে, "তস্মাৎ অবিরোধঃ স্যাৎ"—অতএব বিরোধ হইবে না। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—পূর্ব্বপক্ষিগণের মতানুসারে যজ্ঞও অসমাপ্তপরিত্যজ্য নহে এবং দক্ষিণাদানের পর অর্জ্জিত দ্রব্যের দ্বারাও তাহা সমাপ্য নহে, কিন্তু যজ্ঞের প্রারম্ভে দীক্ষাকালে যজমান নিজ দ্রব্য সকলকে—'ইহা আমার ভোগের জন্য, ইহা যজ্ঞের নিমিত্ত এবং ইহা ঋত্বিক্-গণের আনতির জন্য অর্থাৎ দক্ষিণার জন্য' এই প্রকারে ত্রিধা বিভক্ত করেন। আর ঐ দক্ষিণার্থ দ্রব্যেরই সর্ব্বস্ব দেয়রূপে বিহিত বলিয়া তৎসর্ব্বস্ব প্রদত্ত হইলেও

অবশিষ্ট যে দ্রব্য রহিয়াছে, তদ্দারাই যজ্ঞ সমাপনীয়। অতএব দক্ষিণার্থ রক্ষিত ধনাতিরিক্ত ধন সর্ব্বস্বদানের দেয় নহে এবং যজ্ঞও অসমাপ্তপরিত্যজ্য নহে। ইতি ৭ম বিশ্বজিদ্‌যজ্ঞে দক্ষিণার্থ নির্দ্দিষ্টভাগেরই সাকল্যে প্রদেয়তাধিকরণ।

অহর্গণে চ তদ্ধর্ম্মা স্যাৎ সর্ব্বেষামবিশেষাৎ ॥১৪॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অহর্গণে"—দ্বাদশাহনামক সত্রের বিকৃতিস্বরূপ অহর্গণে (স্থিত বিশ্বজিৎ), "চ"—অধিকরণান্তরসূচক, "তদ্ধর্ম্মা স্যাৎ"—সেই ধর্ম্মযুক্ত হইবে, "সর্ব্বেষাম্ অবিশেষাৎ"—যে হেতু সমস্ত বিশ্বজিৎই অবিশেষ অর্থাৎ তুল্য প্রকার।

ভাষ্যভাবার্থ। অষ্টরাত্র অহর্গণে (যজ্ঞ বিশেষে) "অথৈতস্যাষ্টরাত্রস্য বিশ্বজিদভিজিতাবেকাহাবভিতঃ। উভয়তো জ্যোতির্মধ্যে ষড়হঃ। পশুকামো হ্যেতেন যজেত" এই শ্রুতিবচনে অহর্গণে বিশ্বজিৎ বিহিত হইয়াছে। উক্ত বচনটির ভাবার্থ এইরূপ,—অষ্টরাত্র নামক অহর্গণের প্রথমে 'বিশ্বজিৎ' এবং অন্তিমে 'অভিজিৎ' যাগ কর্ত্তব্য ; আর মধ্যে 'জ্যোতিঃ, গো, আয়ুঃ—আয়ুঃ, গো ও জ্যোতিঃ' এই ষড়হ, অনুষ্ঠেয়। অত্রত্য বিশ্বজিৎ যাগে কি সর্ব্বস্ব দক্ষিণাই দেয় অথবা দ্বাদশশত (দ্বাদশাধিক শত গো) দক্ষিণাই প্রদাতব্য ? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, অহর্গণ যখন দ্বাদশাহ যাগের বিকৃতি, আর দ্বাদশশতই যখন দ্বাদশাহের দক্ষিণা তখন অত্রত্য বিশ্বজিদ্‌যাগেও দ্বাদশশতই দক্ষিণারূপে প্রদেয়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—"তদ্ধর্ম্মা স্যাৎ"—অত্রত্য বিশ্বজিৎ তদ্ধর্ম্মা অর্থাৎ ইহার প্রকৃতিভূত যে বিশ্বজিৎ তাহারই ধর্ম্মযুক্ত হইবে। আর তাহাতে যখন সর্ব্বস্বই দক্ষিণারূপে দাতব্য তখন ইহাতেও তাহাই কর্ত্তব্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

দ্বাদশশতং বা প্রকৃতিবৎ ॥ ১৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্বাদশশতং"—দ্বাদশশতই (দেয়), "বা"—পক্ষান্তরসূচক, "প্রকৃতিবৎ"—প্রকৃতিযাগের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—এই যে অহর্গণ, ইহার মূল প্রকৃতি হইতেছে জ্যোতিষ্টোম। আর তাহাতে দ্বাদশশতই দক্ষিণা।

অতএব তদীয় বিকৃতিতে তদ্ধর্ম্ম যে দ্বাদশশত তাহাও অতিদেশবলে প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ এস্থলের বিশ্বজিদ্‌যাগে দ্বাদশশতই দক্ষিণা হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অতদ্‌গুণত্বাত্তু নৈবং স্যাৎ ॥ ১৬ ॥ (পূঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "অতদ্‌গুণত্বাৎ"—তাহার গুণ নহে বলিয়া, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "এবং ন স্যাৎ"—এরূপ হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষবাদীর আপত্তিনিরাসকল্পে বলিতেছেন,—এস্থলে জ্যোতিষ্টোমের ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হয় নাই; কাজেকাজেই জ্যোতিষ্টোমের দক্ষিণাও এখানে আসিতে পারে না। কারণ, তাহাতে অতিদেশ বিধির অনুমান করিয়া তদ্দ্বারা ঐ দক্ষিণার প্রাপ্তি বলিতে হয়। কিন্তু আনুমানিক অতিদেশ অপেক্ষা প্রত্যক্ষ নামাতিদেশই প্রবল। আর এখানে প্রথমদিনকর্ত্তব্য যে বিশ্বজিৎ তাহাতে মূলীভূত বিশ্বজিতেরই নাম অতিদিষ্ট হইয়াছে। অতএব সেই মূলীভূত বিশ্বজিতের ধর্ম্ম যে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা তাহাই এস্থলে অনুসরণীয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষনিরাস।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ১৭ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপন বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলেও যে সর্ব্বস্বই দক্ষিণা তাহা "হীয়তে বা এষ পশুভি র্যো বিশ্বজিতি সর্ব্বস্বং ন দদাতি" অর্থাৎ "বিশ্বজিদ্‌যজ্ঞে যে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা না দেয় তাহার পশুহানি হয়" এই শ্রুতিবাক্যের জ্ঞাপকতা অনুসারে নিরূপিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ এখানে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা না দেওয়ার ফলে পশুহানি ঘটে এই প্রকার নিন্দা থাকায় "নহি নিন্দা" ন্যায়ে বিশ্বজিৎ যাগমাত্রেই যে সর্ব্বস্বদক্ষিণা দেয় ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য।* ইতি ৮ম অষ্টরাত্রান্তর্গত বিশ্বজিদ্‌যাগে সর্ব্বস্বদানাধিকরণ।

---

* বার্ত্তিককার বলেন এস্থলে দ্বাদশশত দক্ষিণাই দেয়। কারণ, এস্থলে প্রথমদিন বিশ্বজিৎ আর সাত দিন জ্যোতিঃ প্রভৃতি অভিজিদন্ত সাতটি যাগ আছে। আর পৃথক্ পৃথক্ ধরিলে ঐ সাতটির প্রত্যেকটিতেই দ্বাদশশত দক্ষিণা হয়। আর প্রথমদিনেই

বিকারঃ সন্নুভয়তোঽবিশেষাৎ ॥ ১৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বিকারঃ সন্"—বিকার বলিয়া, "উভয়তঃ"—উভয়পক্ষে অর্থাৎ ন্যূনপক্ষে এবং অধিক পক্ষে, "অবিশেষাৎ"—যেহেতু কোনও বিশেষত্ব নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। বিশ্বজিদ্‌যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদাতব্য, ইহা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। সেই বিশ্বজিৎ বিষয়ে পুনরায় সংশয় এই যে, যাহার দ্বাদশাধিক শত গো নাই তাহারও কি ইহাতে অধিকার অথবা তাবৎসংখ্যক বা তদধিকসংখ্যক গোধন সম্পন্ন ব্যক্তিরই অধিকার? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—"উভয়তঃ" —উভয়পক্ষেরই ইহাতে অধিকার আছে। কারণ, "বিকারঃ সন্ অবিশেষাৎ" —ঐ যে সর্ব্বস্বরূপ ধর্ম্ম উহা বিকার বলিয়া দ্বাদশাধিকশত গোধন যাহার নাই তাহার যে কর্ত্তব্য নহে কিন্তু তদধিক গোধনযুক্ত ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য এই প্রকারে পক্ষদ্বয়ের বিশেষত্ব বোধক কোনও লক্ষণ নাই। সুতরাং যাহার ন্যূন আছে, তাহাই তাহার সর্ব্বস্ব বলিয়া সেও উহা করিতে পারে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অধিকং বা প্রতিপ্রসবাৎ ॥ ১৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অধিকম্"—অধিকসংখ্যকই (অধিকৃত), "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রতিপ্রসবাৎ"—যেহেতু প্রতিপ্রসব রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—যাহার দ্বাদশাধিক শত অথবা তদধিক গোধন আছে, তাহারই বিশ্বজিদ্‌যাগে অধিকার। কারণ, শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে এই সর্ব্বস্বের প্রতিপ্রসব উল্লিখিত হইয়াছে। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন "এতাবতা বাব ঋত্বিজ আনেয়া অপি বা সর্ব্বস্বেন" অর্থাৎ এই দ্বাদশশত গো দক্ষিণা দিয়া ঋত্বিগ্‌গণকে সন্তুষ্ট করিবে, তাহাতে না হইলে সর্ব্বস্ব দিয়াও

যদি সর্ব্বস্ব দেওয়া হয় তাহা হইলে নিঃস্ব হওয়ায় বাকী সাত দিনের আর দক্ষিণা দেওয়া যায় না; অথচ শ্রুতি অনুসারে এস্থলে ক্রিয়ার সাঙ্গতার জন্য প্রতিদিন দক্ষিণা অবশ্য দেয়। সুতরাং দক্ষিণা না দিলে, অঙ্গবৈগুণ্য হওয়ায় ক্রিয়া পণ্ড হইবে। এই কারণে এবং সমান জাতীয়ের মধ্যে বিরোধ হইলে বহ্বনুগ্রহই ন্যায়সঙ্গত বলিয়াও সাতদিনের অনুরোধে প্রথম দিবসেও দ্বাদশশতই দক্ষিণা দেয়।

বশীভূত করিবে। সুতরাং দ্বাদশশতই ন্যূনকল্প অভিহিত হওয়ায় তন্ন্যূনসংখ্যকের অধিকার নাই, ইহাই এস্থলে নিয়মবিধির দ্বারা বোধিত হইয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অনুগ্রহাচ্চ পাদবৎ ॥ ২০ ॥

অক্ষরার্থ। "অনুগ্রহাৎ চ"—অনুগ্রহ অর্থাৎ অন্তর্ভাব হয় বলিয়াও, "পাদবৎ"—(পূর্ণের মধ্যে) পাদের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। যেমন এক টাকা দিলে এক সিকিও দেওয়া হয় সেইরূপ অধিক দান করিলে ন্যূনসংখ্যাও প্রদত্ত হইয়া থাকে। একারণে অধিক-সংখ্যক দানের যোগ্যতা যাহার আছে, তাহারই ইহাতে অধিকার। ইতি ৯ম বিশ্বজিদ্‌যজ্ঞে দ্বাদশশতন্যূনধনের অনধিকারতাধিকরণ।

অপরিমিতে শিষ্টস্য সংখ্যাপ্রতিষেধস্তচ্ছ্রুতিত্বাৎ ॥ ২১ ॥

(পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অপরিমিতে"—অপরিমিত এই শব্দের প্রয়োগ থাকিলে, "শিষ্টস্য সংখ্যাপ্রতিষেধঃ"—শিষ্ট অর্থাৎ পূর্ব্বোপদিষ্টের সংখ্যার নিষেধ [বুঝাইবে], "তচ্ছ্রুতিত্বাৎ"—যেহেতু ইহাতে তাহার শক্যার্থ রক্ষিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে আধানপ্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "একা দেয়া। ষড় দেয়াঃ। দ্বাদশ দেয়াঃ। চতুর্ব্বিংশতিঃ দেয়াঃ। শতং দেয়ং। সহস্রং দেয়ম্। অপরিমিতং দেয়ম্"। এস্থলে "অপরিমিতং দেয়ং" এই বচনে কি পূর্ব্বোপ-দিষ্ট সংখ্যার প্রতিষেধ করা হইয়াছে অথবা সংখ্যান্তরের বিধান করা হইয়াছে? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—"শিষ্টস্য সংখ্যাপ্রতিষেধঃ"—ইহার দ্বারা পূর্ব্বোপদিষ্ট সংখ্যার প্রতিষেধ করা হইয়াছে। কারণ, "তচ্ছ্রুতিত্বাৎ"—ইহাতে অপরিমিত শব্দের শক্যার্থ রক্ষিত হয়। অন্যথা ইহাতে লক্ষণাপ্রসঙ্গ হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে,—'অসূর্য্যম্পশ্যা রাজপত্নী' এস্থলে 'অসূর্য্যম্পশ্যা' এই পদের নঞ্ যেমন সূর্য্যের সহিত অন্বিত নহে কিন্তু আখ্যাতের সহিতই ইহার অন্বয়, যেহেতু অসমর্থ সমাসে নঞ্ আখ্যাতান্বয়ীই হইয়া থাকে, সেইরূপ 'অপরিমিতং দেয়ম্'

এস্থলেও নঞ্‌টিকে আখ্যাতান্বিতই বলিতে হইবে। কারণ, কোন দ্রব্যই 'অপরিমিত' অর্থাৎ পরিমাণশূন্ত হইতে পারে না বলিয়া 'অপরিমিত' দানের অযোগ্য হওয়ায় উক্ত শ্রুতিটি অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। তবে লক্ষণা করিয়া অপরিমিত অর্থ অনন্ত বলা যায় বটে। কিন্তু শক্যার্থ সম্ভব হইলে লক্ষণা অন্তায্য। আর শক্যার্থ গ্রহণ করিলে 'অপরিমিত' পদের নঞ্‌টিকে 'দেয়ম্' এই পদস্থ আখ্যাতের সহিত অন্বিত করিতে হয়। আর তাহা হইলে "পরিমিতং ন দেয়ম্" এই প্রকার অর্থ পর্য্যবসিত হয় বলিয়া উহার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যারই প্রতিষেধ হইয়াছে ইহাই স্বীকার করিতে হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

কল্পান্তরং বা তুল্যবৎ-প্রসংখ্যানাৎ ॥ ২২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "কল্পান্তরং"—অন্য একটি কল্প, "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবর্ত্তক, "তুল্যবৎ প্রসংখ্যানাৎ—যে হেতু তুল্য প্রকারে উপদিষ্ট হইয়াছে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—এখানে 'অপরিমিত' শব্দের দ্বারা দক্ষিণার কল্পান্তর উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ, পূর্ব্ববাক্যগুলিতে দক্ষিণার এক একটি কল্প অর্থাৎ প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া হঠাৎ তাহার নিষেধ করা সঙ্গত হয় না, যে হেতু ইহাতে প্রক্রমভঙ্গদোষ হয়। আরও এখানে নিষেধ স্বীকার করিলে বাক্যের বিনিয়োগ হয়, আর দক্ষিণার কল্পান্তর স্বীকার করিলে শ্রুতি বিনিয়োগ রক্ষিত হয়। কিন্তু বাক্য ও শ্রুতির মধ্যে শ্রুতি বিনিয়োগই প্রবল। অতএব "অপরিমিতম্" ইহার দ্বারা অবয়বপ্রসিদ্ধি অনুসারে অনন্ত না বুঝাইয়া সমুদায়প্রসিদ্ধি অনুসারে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কল্প অপেক্ষা অধিকবহুরূপ দক্ষিণার কল্পান্তরই উপদিষ্ট হইয়াছে। ইতি ১০ম আধানে অপরিমিতবাক্যে সংখ্যান্তর-সাধনকদানবিধানাধিকরণ।

অনিয়মোঽবিশেষাৎ ॥ ২৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অনিয়মঃ"—নিয়ম নাই, "অবিশেষাৎ"—যেহেতু কোনও বিশেষ উল্লিখিত হয় নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যে 'অপরিমিত' উহা কি সহস্রের ন্যূন এবং অধিক উভয়কেই বুঝায় অথবা উহা কেবলমাত্র সহস্রাধিককেই বুঝাইতেছে? ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—একতরপক্ষনিশ্চায়ক কোনও বিশেষ এস্থলে অভিহিত হয় নাই বলিয়া, এস্থলে অপরিমিত অর্থে সহস্রের কম এবং বেশী উভয়ই বোদ্ধব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অধিকং বা স্যাদ্ বহ্বর্থত্বাদিতরেষাং সন্নিধানাৎ ॥২৪॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অধিকং স্যাৎ"—সহস্রের অধিক সংখ্যাই বোধিত হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বহ্বর্থত্বাৎ"—যেহেতু উহা বহুত্ববোধক, "ইতরেষাং সন্নিধানাৎ"—অপরাপর গুলির সন্নিধানে আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—সহস্রের কথা বলিয়া তদনন্তর যখন 'অপরিমিত' বলা হইয়াছে, তখন উহা দ্বারা সহস্রের ন্যূনসংখ্যা ত বুঝাইবেই না, অধিক কি সহস্রসংখ্যাও বোধিত হইবে না; কিন্তু সহস্র অপেক্ষা বহুকেই বুঝাইবে। কারণ, অপরিমিত অর্থ বহু; আর বহুত্ব হইতেছে আপেক্ষিক— যেহেতু কোন কিছুর তুলনায়ই বহু হইয়া থাকে। আর এখানে সহস্রই উপস্থিত প্রত্যাসন্ন। অতএব তদপেক্ষা বহুই এস্থলে অপরিমিতশব্দের অর্থ। সুতরাং সহস্রাধিক সংখ্যাই দেয় হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অর্থবাদশ্চ তদ্বৎ ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। "তদ্বৎ"—তাদৃশ, অর্থাৎ সহস্রাধিকত্ববোধক "অর্থবাদঃ চ"—অর্থবাদও (আছে)।

ভাষ্যভাবার্থ। অপরিমিত সম্বন্ধে "উৎকৃষ্টং বৈ তদপরিমিতং" অর্থাৎ ঐ যে অপরিমিত উহাই উৎকৃষ্ট অর্থাৎ সহস্রের চেয়েও ভাল, এই প্রকার প্রশংসার্থবাদ থাকায় পরিমিত অর্থ সহস্রাধিকসংখ্যারই বোধক। ইতি ১১ আধানে সহস্রাধিকেরই অপরিমিতত্বাধিকরণ।

পরকৃতিপুরাকল্পং চ মনুষ্যধর্ম্মঃ স্যাদর্থায় হ্যনুকীর্ত্তনম্ ॥ ২৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পরকৃতিপুরাকল্পং"—পরকৃতি এবং পুরাকল্প, "চ"

—অধিকরণান্তর সূচক, "মনুষ্যধর্ম্মঃ স্যাৎ"—মনুষ্যধর্ম্ম অর্থাৎ মনুষ্য-মাত্রেরই অধিকার হইবে, "হি"—যেহেতু, "অর্থায় অনুকীর্ত্তনম্"—অর্থের অর্থাৎ ফলের জন্যই (ঐ সমস্ত বাক্যের) অনুকীর্ত্তন।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে শ্রুতিমধ্যে "ইতি হ স্মাহ বর্কু-র্বার্ষ্ণির্মাষান্মে পচত ন বা এতেষাং হবির্গৃহ্নন্তি" এবং "উল্মুকৈর্হ স্ম পূর্ব্বে সমাজগ্মুস্তান্ হ অসুরা রক্ষাংসি নিজঘ্নুঃ" ইত্যাদি যে সমস্ত পরকৃতি এবং পুরাকল্প * পঠিত হইয়াছে সে গুলির সম্বন্ধে সংশয় এই যে, সে গুলি কি মনুষ্য মাত্রের ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য বলিয়া বিধি, অথবা সে গুলি তদ্‌গোত্রীয় ব্যক্তিরই ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য, কিংবা সে গুলি অর্থবাদ? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—ইহা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য —সেই যজ্ঞকারী সকল মনুষ্যেরই ইহাতে অধিকার; কারণ, সেই উদ্দেশ্যেই এখানে উহার বর্ণনা করা হইয়াছে। ইতি প্রথম পূর্ব্বপক্ষ।

---

* 'পূর্ব্বকালে কোন একজন বিশিষ্ট পুরুষ কোন একটি কর্ম্ম করিয়াছিলেন' এই প্রকার যে এককর্ত্তৃক কর্ম্মের বর্ণনা তাহার নাম পরকৃতি; পরকৃত্য, পরক্রিয়া প্রভৃতি ইহারই নামান্তর। আর 'পুরাকালে একাধিক পুরুষ মিলিয়া কোনও কর্ম্ম করিয়া-ছিল'—এই প্রকারে অনেককর্ত্তৃক কর্ম্মের যে উপাখ্যান তাহার নাম পুরাকল্প। যেমন এখানে, "ইতি হ স্মাহ বর্কুর্বার্ষ্ণিঃ"—ইহা পরকৃতি। আর "উল্মুকৈর্হ স্ম পূর্ব্বে সমাজগ্মুঃ"—ইহা পুরাকল্প। ইহাদের তাৎপর্য্য এইরূপ,—দর্শপূর্ণমাসের পূর্ব্ব-দিবসে যজমান কি ভক্ষণ করিবে? অন্নঘৃতদুগ্ধাদি দ্রব্য পরদিবসে দেবতাকে নিবেদিত হইবে—দেবতারা পূর্ব্বদিন হইতেই যাগকর্ত্তার গৃহে উপস্থিত থাকেন, সুতরাং তাঁহা-দিগকে দেয় দ্রব্য পূর্ব্ব হইতেই যজমান ভক্ষণ করিতে পারে না; আর উপবাসও করিয়া থাকিতে পারে না, কারণ ইহাতে পিতৃগণের প্রাধান্য হইয়া থাকে, যে হেতু পিতৃকর্ম্মেই পূর্ব্বে উপবাস করিতে হয়। কিন্তু দেবগণ উপস্থিত থাকিতে পিতৃ-গণের প্রাধান্য দিলে তাঁহাদের সম্মানের লাঘব হয়। এই জন্য এই সঙ্কটে পড়িয়া বৃষ্ণিবংশীয় বর্কু বলিতেছেন 'মাষকড়াই আমার জন্য পাক কর'। কারণ মাষকড়াই দেবগণের অযোগ্য বলিয়া তাহা ভক্ষণ করায় কোনও অংশেই হানি হইবে না। ইত্যাদি প্রকার বর্ণনা শতপথ ব্রাহ্মণে বিবৃত আছে। ইহা পরকৃতি। আর 'অগ্নি-গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম করিতে হয়' এই প্রকার বিধির স্তাবকতার জন্য, তাহা না করায় কি দোষ হয় তাহা জানাইয়া দিয়া শ্রুতি বলিতেছেন 'প্রাচীনগণ মিলিত হইয়া অগ্নি না লইয়া উল্মুক (অঙ্গার) লইয়া আসিয়াছিলেন। এই কারণে তাহারা পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন'। ইহা পুরাকল্পের উদাহরণ।

তদ্যুক্তে চ প্রতিষেধাৎ ॥ ২৭ ॥

অক্ষরার্থ। "তদ্যুক্তে"—তদ্যুক্ত অর্থাৎ সেই নিন্দাযুক্ত কর্ম্মে, "প্রতিষেধাৎ চ"—প্রতিষেধ আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রথম পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইয়া বলিতেছেন "অমেধ্যা বৈ মাষা", ইত্যাদি বচনে মাষশস্য ব্যবহার নিন্দিত হইয়াছে। আর এই বচনে ঐ নিন্দাযুক্ত তাহার যে অব্যবহার্য্যতা তাহাই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ তাহা যে সেই কর্ম্মবিশেষে ব্যবহার্য্য, ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব ইহা মনুষ্যধর্ম্ম বিধি অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রের ইহাতে যে অধিকার আছে, তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

নির্দ্দেশাদ্ বা তদ্ধর্ম্মঃ স্যাৎ পঞ্চাবত্তবৎ ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। "নির্দ্দেশাৎ"—নির্দ্দেশ আছে বলিয়া, "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "তদ্ধর্ম্মঃ স্যাৎ"—তাহার অর্থাৎ যে গোত্রের নির্দ্দেশ আছে সেই গোত্রের ধর্ম্ম হইবে, "পঞ্চাবত্তবৎ"—পঞ্চাবত্তের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর পূর্ব্বপক্ষবাদী প্রথম পক্ষের খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন,—ইহা যে তৎকর্ম্মাধিকারী ব্যক্তি মাত্রের ধর্ম্ম তাহা নহে, কিন্তু যেমন পঞ্চাবত্ততা জামদগ্ন্যগোত্রীয়েরই ধর্ম্ম, সেইরূপ ইহাও ঐ বৃষ্ণিগোত্রীয় যজমানেরই ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে—"নির্দ্দেশাৎ"—শ্রুতিমধ্যে "বটকু র্বার্ষ্ণিঃ" এই বলিয়া বৃষ্ণিগোত্রের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইতি দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ।

বিধৌ তু বেদসংযোগাদুপদেশঃ স্যাৎ ॥ ২৯ ॥

অক্ষরার্থ। "বিধৌ"—বিধিতে, "তু"—পক্ষান্তরসূচক, "বেদসংযোগাৎ"—বেদ অর্থাৎ অর্থবাদের সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, "উপদেশঃ স্যাৎ"—ইহা তদ্ব্যক্তির পক্ষেই বিধি।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—ইহা তদ্গোত্রীয়ের কর্ত্তব্যতাবোধক বিধি নহে, কিন্তু তদ্ব্যক্তিরই বৃত্তান্তবিজ্ঞাপক।

আর অপরের পক্ষে অর্থবাদ মাত্র। অতএব ইহা মনুষ্যধর্ম্ম—তৎকর্ম্মাধিকারী সকলের পক্ষেই বিধি।

অর্থবাদো বা বিধিশেষত্বাৎ তস্মান্নিত্যানুবাদঃ স্যাৎ ॥ ৩০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অর্থবাদঃ"—ইহা অর্থবাদ, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক "বিধিশেষত্বাৎ"—যেহেতু ইহা বিধিরই শেষাংশ, "তস্মাৎ"—অতএব, "নিত্যানুবাদঃ স্যাৎ"—ইহা সার্ব্বকালিক অনুবাদমাত্র। সিদ্ধান্ত

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—উহা বিধি নহে কিন্তু অর্থবাদ মাত্র। "মাষানেব মহ্যং পচত" ইহা "তস্মাদারণ্যমশ্নীয়াৎ" এই বিধির শেষ। আর "উলূ কৈর্ব্বি" ইত্যাদি বাক্যটি "গৃহপতেরেবাগ্নিষু নির্ম্মথ্যেরন্" এই বিধির শেষ।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ইহা বিধি কি অর্থবাদ, তাহা এই অধিকরণে বিচারিত হয় নাই, যে হেতু তাহা বিধিবন্নিগদাধিকরণে (১।২।২ অধিঃ ১৯—২৫সূত্রে) বিচারিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে পূর্ব্বপক্ষিসম্মত বিধিরই প্রকার বিশেষই (যেমন তদ্ব্যক্তির ধর্ম্ম অথবা মনুষ্যমাত্রের ধর্ম্ম ইহাই) আলোচিত হইল। অতএব বিধিবন্নিগদাধিকরণের সহিত ইহার গতার্থতা অর্থাৎ পুনরুক্তি নাই। ইতি ১২শ পরকৃতি ও পুরাকল্প সকলের অর্থবাদত্বাধিকরণ।

সহস্রসম্বৎসরং তদায়ুষামসম্ভবান্মনুষ্যেষু ॥ ৩১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সহস্রসম্বৎসরং"—সহস্রসম্বৎসরসত্র, "তদায়ুষাম্"—তাবৎকালপরিমিত আয়ুর্যুক্ত ব্যক্তির (পক্ষেই বিহিত), "মনুষ্যেষু অসম্ভবাৎ"—যে হেতু তাহা মনুষ্যলোকে সম্ভব নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "বিশ্বসৃজাময়নং সহস্রসম্বৎসরম্" এই বাক্যে সহস্রসম্বৎসরব্যাপী যাগ বিহিত হইয়াছে। ইহাতে কাহার অধিকার?—যাহাদের সহস্রবৎসর পরমায়ু সেই সমস্ত অতিমানুষগণেরই কি ইহাতে অধিকার? অথবা ইহাতে মনুষ্যেরই অধিকার?—এই প্রকার সংশয় হইয়া থাকে। যদি ইহাতে মনুষ্যগণেরই অধিকার হয় তাহা হইলে আবার অপর কতকগুলি

বিকল্প হইয়া থাকে। সে গুলি অগ্রিম সূত্রনিচয়ে একে একে বর্ণিত হইবে। ইহাতে কাহার অধিকার? এই প্রকার সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—"সহস্র-সম্বৎসরং তদায়ুষাং"—যাহাদের আয়ুষ্কাল তাবৎপরিমাণ তাহাদেরই ইহাতে অধিকার। কারণ, "মনুষ্যেষু অসম্ভবাৎ"—মনুষ্যগণের পক্ষে তাবৎকাল জীবিত থাকা সম্ভব নহে বলিয়া, ঐ কার্য্য তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। আরও "প্রজাপতিং বৈ প্রজাঃ সৃজমানং পাপ্মা মৃত্যুরভিজঘান। স তপোঽতপ্যত সহস্রসম্বৎসরান্ পাপ্মানং বিজিহাসন্" এই প্রকার উপচার অর্থাৎ স্তুতিবাদ এবং প্রজাপতির সহস্রসম্বৎসরব্যাপী অনুষ্ঠান ঐ স্থলে শ্রুতিমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে অতএব অন্যার্থ-দর্শন আছে বলিয়া উহা মনুষ্যের অধিকৃত নহে, কিন্তু গন্ধর্ব্বাদি অতিমানুষগণেরই অধিকারে *।

অপি বা তদধিকারান্মনুষ্যধর্ম্মঃ স্যাৎ ॥ ৩২ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "তদধিকারাৎ"—মনুষ্যের অধিকার বলিয়া, "মনুষ্যধর্ম্মঃ স্যাৎ"—উহা মনুষ্যেরই ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সহস্র সম্বৎসর সত্র গন্ধর্ব্বাদির ধর্ম্ম, ইহার প্রতিবাদ করিয়া সিদ্ধান্ত্যেকদেশী বলিতেছেন,—"মনুষ্যধর্ম্মঃ স্যাৎ"—উহা মনুষ্যেরই ধর্ম্ম; কারণ, "তদধিকারাৎ"—শাস্ত্র মনুষ্যাধিকার বলিয়াই স্থির আছে। অতএব যে ব্যক্তি রসায়নাদি সেবনে দীর্ঘায়ু লাভ করিবে, সে এই যজ্ঞ করিবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

নাসামর্থ্যাৎ ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত মত ঠিক নহে, "অসামর্থ্যাৎ"—যেহেতু তাহাতে রসায়নের সামর্থ্য নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী পূর্ব্বোক্ত রসায়ন সেবনের সহস্র বৎসর জীবিত্ববাদ খণ্ডন করে বলিতেছেন,—রস (পারদাদি ঘটিত ঔষধ) আরোগ্য-পুষ্টি প্রভৃতিরই জনক; কিন্তু তাহা দীর্ঘায়ুঃপ্রদ নহে। অতএব সহস্রায়ু প্রদানে রসায়নের সামর্থ্য নাই বলিয়া ঐ যজ্ঞ যে একজন ব্যক্তির অনুষ্ঠেয় তাহা সম্ভব নহে।

---

* এই সূত্রের পরে "উপচারোঽন্যার্থদর্শনং চ" এই প্রকার একটি সূত্রও কুত্রচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু উহা স্বতন্ত্র সূত্র নহে; উহা এই একবিংশ সূত্রেরই ভাষ্যাংশ।

সম্বন্ধাদর্শনাৎ ॥ ৩৪ ॥

অক্ষরার্থ। "সম্বন্ধাদর্শনাৎ"—সম্বন্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্তি দৃষ্ট হয় না বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। কেহ যদি বলেন যে, রসায়ন সেবনে দীর্ঘায়ু লাভ অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হইবে, তদুত্তরে বক্তব্য—ব্যাপ্তি থাকিলে অর্থাৎ অনুমেয় এবং অনুমাপক হেতু এই উভয়ের অব্যভিচরিত সম্বন্ধ দৃষ্ট বা শ্রুত হইলে তাদৃশ অনুমান সঙ্গত হয়। কিন্তু রসায়ন সেবনে সহস্রায়ুঃ হইয়াছে ইহা কেহ দেখে নাই। আর "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" এই অনুবাদিশ্রুতি হইতে জানা যায় যে পুরুষের পরমায়ু শত বৎসর। অতএব একজনের সহস্র বৎসর পরমায়ু হইতে পারে না বলিয়া উহা একজনের অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না।

স কুলকল্পঃ স্যাদিতি কার্ষ্ণাজিনিরেকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ৩৫ ॥

অক্ষরার্থ। "সঃ"—ঐ সহস্রসম্বৎসরযজ্ঞ, "কুলকল্পঃ স্যাৎ"—কুলকল্প হইবে, "ইতি কার্ষ্ণাজিনিঃ"—ইহা কার্ষ্ণাজিনি নামক আচার্য্য বলেন, "একস্মিন্ অসম্ভবাৎ"—যেহেতু উহা এক জনের পক্ষে সম্ভব নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। তবে কি ঐ যজ্ঞ মনুষ্যের অধিকৃত নহে? ইহার উত্তরে অপর বাদী কার্ষ্ণাজিনি নামক আচার্য্যের পক্ষ লইয়া বলিতেছেন, পুরুষ যখন শতায়ুঃ তখন একজনের পক্ষে সহস্রবৎসরব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান অসম্ভব বলিয়া উহা কুলকল্প অর্থাৎ আরম্ভকারীর পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে বংশগত কৃত্য হইবে—যে পর্য্যন্ত না সহস্র বৎসর অনুষ্ঠান হয়, তাবৎ উহা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে তদ্বংশীয়ের কর্ত্তব্য।

অপি বা কৃৎস্নসংযোগাদেকস্যৈব প্রয়োগঃ স্যাৎ ॥ ৩৬ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বতনপক্ষব্যাবর্ত্তক, "কৃৎস্নসংযোগাৎ"—কৃৎস্ন (সমগ্র) কর্ম্মকারীরই ফলসম্বন্ধ (ফলপ্রাপ্তি) হয় বলিয়া, "প্রয়োগঃ"—উক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, "একস্যৈব স্যাৎ"—একজনেরই কর্ত্তব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বোক্ত কুলকল্পতাবাদীর মতের প্রতিবাদ করিয়া অপর একজন বাদী বলিতেছেন "শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরি" ইত্যাদি সূত্রে স্থাপন করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি সমগ্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে—স্বয়ং আরম্ভ করিয়া স্বয়ংই সমাপ্ত করিবে, তাহারই ফলপ্রাপ্তি ঘটিবে। সুতরাং কুলকল্প বলিলে বিনা বচনে ঐ ন্যায়ের লঙ্ঘন করা হয়। অতএব উহা কুলকল্প হইতে পারে না। কিন্তু আরম্ভ করিলেই আসমাপ্তি অনুষ্ঠেয়। যদি উহা একজনের কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে উক্ত যজ্ঞের শক্তিতে তাহার তাবৎকাল আয়ুঃ হইবে। কিন্তু তাহাও শব্দ বা শব্দেতর প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। এ কারণে উহা একজনের কর্ম্ম নহে। কিন্তু "পঞ্চ পঞ্চাশতঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রবলে সার্দ্ধদ্বিশত ব্যক্তি চারি বৎসরে ঐ যজ্ঞ করিবে।

বিপ্রতিষেধাৎ তু গুণ্যন্যতরঃ স্যাদিতি লাবুকায়নঃ ॥ ৩৭ ॥

অক্ষরার্থ। "বিপ্রতিষেধাৎ"—বিরোধ হয় বলিয়া, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "গুণী স্যাৎ"—গৌণার্থক হইবে, "অন্যতরঃ"—একটি, "ইতি লাবুকায়নঃ"—ইহা লাবুকায়ন আচার্য্য (বলেন)।

ভাষ্যভাবার্থ। অন্য এক বাদী বলিতেছেন,—"চতুর্ব্বিংশতিপরমাঃ সত্রমাসীরন্" এই শ্রুতি বচন অনুসারে চব্বিশ জনের বেশী লোক মিলিত হইয়া এই কর্ম্ম করিতে পারিবে না, কারণ ইহা সত্র বিশেষ। অতএব হয় "পঞ্চ পঞ্চাশতঃ" এই বচনটি গুণী অর্থাৎ এই বচনে লক্ষণা করিতে হয়, না হয় 'সহস্র সম্বৎসর' এই পদটি গুণী অর্থাৎ এস্থলে লক্ষণা করিতে হইবে। যেহেতু উভয় স্থলেই যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে বিরোধ হইয়া থাকে।

সম্বৎসরো বিচালিত্বাৎ ॥ ৩৮ ॥

অক্ষরার্থ। "সম্বৎসরঃ"—সম্বৎসর এই শব্দটি গুণী হইবে অর্থাৎ উহাতেই লক্ষণা হইবে, "বিচালিত্বাৎ"—যে হেতু উহা বিচালী অর্থাৎ বিভিন্নার্থক।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, অন্যতর শব্দ গুণী হইবে। সেটি কোনটি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "সম্বৎসরো বিচালিত্বাৎ"

—সম্বৎসর শব্দটিই গুণী হইবে অর্থাৎ তাহাতেই লক্ষণা করিতে হইবে। কারণ চান্দ্র, সাবন এবং সৌর নাক্ষত্রাদি ভেদে সম্বৎসর ভিন্ন পরিমাণ হওয়ায় উহা অনিয়ত অর্থাৎ অব্যবস্থিত। পক্ষান্তরে পঞ্চপঞ্চাশতঃ ইহা নিয়ত বা ব্যবস্থিত। অতএব যাহা অব্যবস্থিত তাহারই গুণভাব প্রাপ্ত হওয়া দোষের নহে।

সা প্রকৃতিঃ স্যাদধিকারাৎ ॥ ৩৯ ॥

অক্ষরার্থ। "সা"—সেই গৌণীবৃত্তি বা লক্ষণা, "প্রকৃতিঃ স্যাৎ"—স্বীয় প্রকৃতিভূত কর্ম্মের ন্যায় হইবে, "অধিকারাৎ"—যে হেতু তাহারই অধিকার।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে, সম্বৎসরশব্দে গৌণীবৃত্তি অর্থাৎ লক্ষণা হইবে; সেই লাক্ষণিক অর্থটি কি? এই প্রকার সংশয় হইলে বলিতেছেন "সা প্রকৃতিঃ"—সেই যে গৌণী বৃত্তি বা লক্ষণা তাহা প্রকৃতিভূত কর্ম্মের ন্যায় হইবে। কারণ, "অধিকারাৎ"—প্রকৃতিভূত কর্ম্মেরই ধর্ম্ম সকল অত্র বিকৃতিতে অধিকৃত হইয়া থাকে। আর এই সম্বৎসরশব্দটি 'গবাময়ন' নামক কর্ম্মের বিকৃতি। সুতরাং তথায় যেমন সম্বৎসর শব্দ মাসার্থে লাক্ষণিক এখানেও সেইরূপ তাহা লক্ষণাবলে মাসবোধক। অতএব সহস্রসম্বৎসর অর্থ সহস্রমাস। আর সহস্রসম্বৎসর শব্দটি নামধেয় বলিয়া যে কোন গুণের সাদৃশ্যে মাসার্থকতা প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহার উত্তরে অপর এক বাদী বলেন সমাবর্ত্তনের পর দারসংগ্রহ অপত্যোপাদান করিয়া আধানপূর্ব্বক অগ্নিষ্টোম করিলে তবে অন্যান্য সোমযাগে অধিকার হয়। সুতরাং তখন যত বয়ঃপরিমাণ হয় তাহাতে তাহার পর সহস্রমাস বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। অতএব এপক্ষেও অনমুষ্ঠাপকস্বরূপ অপ্রামাণ্য পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায়। একারণে এখানে সম্বৎসর বলিতে 'দ্বাদশাহ' বোদ্ধব্য। কারণ—"সম্বৎসরস্য প্রতিমা বৈ দ্বাদশ রাত্রয়ঃ" এই শ্রুতিবাক্যে সম্বৎসরকে দ্বাদশরাত্রস্বরূপ বলা হইয়াছে। অতএব "সা প্রকৃতিঃ"—সেই গৌণীবৃত্তি এখানে দ্বাদশরাত্রিরূপ প্রকৃতির ন্যায় হইবে; যেহেতু ইহার প্রকৃতিভূত দ্বাদশরাত্রে সম্বৎসর অর্থ দ্বাদশরাত্রি। সুতরাং এস্থলে সম্বৎসর অর্থ দ্বাদশ রাত্রি। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

অহানি বাভিসংখ্যত্বাৎ ॥ ৪০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অহানি"—(সহস্রসম্বৎসরশব্দে সহস্র) দিন বোদ্ধব্য, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অভিসংখ্যত্বাৎ"—যেহেতু অভিসংখ্যত্ব অর্থাৎ গণনা অর্থাৎ এক একটি দিনের মধ্যেই ষড়্ ঋতুর গণনা আছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। এক্ষণে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—এখানে সম্বৎসর শব্দটি দ্বাদশাহপর হইতে পারে না। কারণ, "সম্বৎসরস্য প্রতিমা বৈ দ্বাদশ রাত্রয়ঃ" এই শ্রুতিবাক্যে সম্বৎসর শব্দটি রাত্রির বিশেষণ নহে, কিন্তু উহা 'প্রতিমা' এই শব্দেরই বিশেষণ। অতএব উহা দ্বাদশরাত্র বোধক নহে। পূর্ব্বোক্ত সকল পক্ষগুলিই অসমঞ্জস বলিয়া এস্থলে 'সম্বৎসর' শব্দটি স্বাবয়বভূত দিবসে লাক্ষণিক ;—সুতরাং সহস্রসম্বৎসর অর্থ সহস্র দিন। এরূপ বলিবার কারণ এই যে, শ্রুতিমধ্যে ইহার প্রকৃতিভূত দ্বাদশাহযাগে ত্রিবৃদহ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "আদিত্যা বৈ সর্ব্বর্ত্তবঃ। স যদোদেতি অথ বসন্তো, যদা সঙ্গবোঽথ গ্রীষ্মো যদা মধ্যন্দিনোঽথ বর্ষা যদাপরাহ্নোঽথ শরৎ যদাস্তমেত্যথ হেমন্তশিশিরৌ"। এই ভাবে সূর্য্যকে অর্থাৎ একটি দিনের পরিমাপক সূর্য্যকে একদিনেই ছয় ঋতু অর্থাৎ তদাত্মক সম্বৎসর সম্পাদনকারী বলা হইয়াছে। সুতরাং সম্বৎসরেও যখন ছয়টি ঋতু আছে আর উক্ত শ্রুতি অনুসারে এক দিনেও যখন ছয়টি ঋতু আছে, বিশেষতঃ যে ত্রিবৃদহসম্বন্ধে ঐ শ্রুতিবাক্য সেই ত্রিবৃৎ যখন সহস্রসম্বৎসর সত্রেও রহিয়াছে, আবার "ত্রিবৃতঃ সম্বৎসরঃ" এই শ্রুতিবাক্যও যখন ত্রিবৃদহকেই সম্বৎসর বলিয়া দিতেছে তখন এস্থলেও সম্বৎসর অর্থ দিবস। সম্বৎসর বলিতে যে এখানে এক এক দিনই গ্রহণীয় তাহার আরও হেতু এই যে "অহরিব সম্বৎসরঃ" অর্থাৎ "এক একটি সম্বৎসর এক একটি দিনের ন্যায়" এই ব্রাহ্মণবচনে সম্বৎসরকে দিবসাত্মক বলা হইয়াছে। অতএব সহস্র সম্বৎসর নামক সত্র মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য আর তাহা সহস্র দিনেই সমাপনীয়। ইতি ১৩শ 'বিশ্বসৃজাময়নে' সম্বৎসরশব্দ দিবস বাচক বলিয়া তদ্‌যাগের মনুষ্যাধিকারাধিকরণ।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের সপ্তম পাদ।

অথ ষষ্ঠেঽধ্যায়েঽষ্টমঃ পাদঃ।

ইষ্টিপূর্ব্বত্বাদক্রতুশেষো হোমঃ সংস্কৃতেষগ্নিষু স্যাদপূর্ব্বোঽপ্যাধানস্য সর্ব্বশেষত্বাৎ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ইষ্টিপূর্ব্বত্বাৎ"—ইষ্টিপূর্ব্বতা হেতু অর্থাৎ আহবনীয় অগ্নি পবমানেষ্টিসংস্কৃত বলিয়া, "অপূর্ব্বঃ"—অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বে অর্থাৎ বিধ্যন্তরের দ্বারা যাহা অপ্রাপ্ত, "অক্রতুশেষঃ"—অক্রত্বঙ্গ অর্থাৎ যাহা কোন ক্রতুর অঙ্গ নহে, "হোমঃ"—তাদৃশ হোম, "সংস্কৃতেষু অগ্নিষু স্যাৎ"—সংস্কৃত অগ্নিতে (কর্ত্তব্য) হইবে অর্থাৎ আহবনীয়াগ্নিতেই অনুষ্ঠেয়, "আধানস্য সর্ব্বশেষত্বাৎ"—যেহেতু আধান সর্ব্বশেষ অর্থাৎ সকল কর্ম্মেরই অঙ্গস্বরূপ।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "প্রজাকামং চতুর্হোত্রা যাজয়েৎ" অর্থাৎ 'প্রজাকামী ব্যক্তি চতুর্হোতৃহোম করিবে'। "পৃথিবী হোতা দ্যৌরধ্বর্য্যুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রের নাম চতুর্হোতা। এই যে চতুর্হোতৃ হোম ইহা আহবনীয় অগ্নিতে কর্ত্তব্য কি না, সুতরাং ইহাতে কেবলমাত্র সাগ্নিকেরই অধিকার কি না ? ইহাই সংশয়। ইহাতে প্রথম পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এই যে চতুর্হোতৃহোম ইহা দর্বীহোমের ন্যায় অপূর্ব্ব এবং অক্রত্বঙ্গ হইলেও সংস্কৃত অগ্নিতেই অর্থাৎ আহবনীয় অগ্নিতেই অনুষ্ঠেয়। কারণ, ঐ যে আহবনীয়াগ্নি উহা পবমানেষ্টিসংস্কৃত আধানসিদ্ধ বলিয়া সকল কর্ম্মেরই অঙ্গ হইতেছে। অতএব উহা আহবনীয়াগ্নিতেই সম্পাদনীয়। সুতরাং উহাতে কেবলমাত্র সাগ্নিকেরই অধিকার। ইতি প্রথম পূর্ব্বপক্ষ।

ইষ্টিত্বেন তু সংস্তবশ্চতুর্হোতৃনসংস্কৃতেষু দর্শয়তি ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ইষ্টিত্বেন সংস্তবঃ"—ইষ্টিরূপে যে সংস্তব (স্তুতি) অর্থাৎ অর্থবাদমধ্যে চতুর্হোতৃহোমকে যে ইষ্টি বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে

তাহা, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "চতুর্হোতৃন্"—চতুর্হোতৃহোমকে, "অসংস্কৃতেষু দর্শয়তি"—অসংস্কৃত অগ্নিতে (কর্ত্তব্য বলিয়া) দেখাইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—চতুর্হোতৃহোম অসংস্কৃত অগ্নিতেই কর্ত্তব্য, সুতরাং ইহাতে অনাহিতাগ্নিরই অধিকার। কারণ, "এষা বা অনাহিতাগ্নেরিষ্টির্যচ্চতুর্হোতারঃ" এই অর্থবাদ বাক্যে চতুর্হোতৃহোমকে অনাহিতাগ্নির ইষ্টি বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

উপদেশস্ত্বপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ৩ ॥

অক্ষরার্থ। "উপদেশঃ"—ইহা উপদেশবিধি, "তু"—পূর্ব্বোক্ত পক্ষব্যাবর্ত্তক, "অপূর্ব্বত্বাৎ"—যে হেতু ইহা অপ্রাপ্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—সিদ্ধান্তীর পক্ষ আংশিক সত্য বটে। কারণ, ঐ যে "এষা বৈ" ইত্যাদি বাক্য উহা অর্থবাদ নহে, কিন্তু উৎপত্তিবিধি, যে হেতু অনাহিতাগ্নির হোম অপ্রাপ্ত। আরও উহাকে অর্থবাদ মাত্র বলিলে বচনটি অনর্থক হইয়া পড়ে।

স সর্ব্বেষামবিশেষাৎ ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। "সঃ"—সেই চতুর্হোতৃহোম অথবা তদ্বিষয়ক বিধি, "সর্ব্বেষাম্"—সকলের অর্থাৎ আহিতাগ্নি এবং অনাহিতাগ্নি সকলের কর্ত্তব্য, "অবিশেষাৎ"—যে হেতু (একতর পক্ষের বিনিগমনায়) কোনও বিশেষত্ব নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বমত প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন,—কর্ম্ম মাত্রই আহবনীয়াগ্নিতে কর্ত্তব্য বলিয়া ইহা আহিতাগ্নির অনুষ্ঠেয়। আবার "এষা বৈ" ইত্যাদি বিশেষবিধিবলে উহা অনাহিতাগ্নিরও অনুষ্ঠেয়। অতএব চতুর্হোতৃহোমে আহিতাগ্নি এবং অনাহিতাগ্নি উভয়েরই অধিকার। ইতি দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বা ক্রত্বভাবাদনাহিতাগ্নেরশেষভূতনির্দ্দেশঃ ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "ক্রত্বভাবাৎ"—ক্রতুর আবশ্যকতা নাই বলিয়া, "অনাহিতাগ্নেঃ"—ইহা অনাহিতাগ্নিরই অধিকৃত কৃত্য, "অশেষভূতনির্দ্দেশঃ"—ঐ অক্রত্বঙ্গনির্দ্দেশ।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষবাদীর মত পরিহার করিয়া বলিতেছেন—ঐ যে অশেষভূতনির্দ্দেশ অর্থাৎ অক্রত্বঙ্গরূপে নির্দ্দেশ উহা অনাহিতাগ্নিরই অধিকৃত কৃত্য। কারণ, অনাহিতাগ্নির আধানসিদ্ধ অগ্নি না থাকায় তৎসম্পাদ্য কোনও ক্রতুর অধিকার নাই। আর ইহাকেও যদি ক্রত্বঙ্গ বলা হয়, তাহা হইলে উহাতে অনাহিতাগ্নির অধিকার সুদূরপরাহত; কারণ, তাহার কর্ত্তব্য ক্রতু নাই বলিয়া প্রধান বিহীন অঙ্গমাত্র অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না, যেহেতু তাহা নিষ্ফল বলিয়া নিষ্প্রয়োজন। অথচ শ্রুতিমধ্যে উহাতে অনাহিতাগ্নির কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব উহা অক্রত্বঙ্গ। আর অক্রত্বঙ্গ বলিয়া কেবলমাত্র অনাহিতাগ্নিরই উহাতে অধিকার। সুতরাং উহাতে সাগ্নিক অনধিকৃত।

জপো বাহনগ্নিসংযোগাৎ ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। "জপঃ"—উহা জপ অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞার্থ অর্থাৎ কেবলমাত্র পাঠের জন্য, "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "অনগ্নিসংযোগাৎ"—অগ্নিসম্বন্ধ নাই বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন,—সিদ্ধান্তীর যুক্তি অনুসারে ইহাতে কেবলমাত্র অনাহিতাগ্নিরই অধিকার। আর তাহাই যদি হয় তাহা হইলে আধানসংস্কৃত অগ্নিতেই সমস্ত শ্রৌত কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া এবং নিরগ্নির তাহা (আধানসংস্কৃত অগ্নি) নাই বলিয়া উহা অনাহিতাগ্নির অনুষ্ঠেয় কৃত্য হইতে পারে না। কিন্তু ঐ শ্রুতিবাক্য জপমাত্রোপযোগী—অর্থাৎ উহা কেবল পাঠরূপ ব্রহ্মযজ্ঞের দ্বারাই প্রয়োজনবৎ হইবে। আর ঐ যে ইষ্টিরূপে নির্দ্দেশ উহা ঐ ব্রহ্মযজ্ঞেরই প্রশংসা সূচক অর্থবাদমাত্র; উহা দ্বারা ইহা বুঝাইয়া দিতেছেন যে, উহা জপ (পাঠ) করিলেই উহা ইষ্টির প্রয়োজনসম্পন্ন করিবে।

ইষ্টিত্বেন তু সংস্তুতে হোমঃ স্যাদনারভ্যাগ্নিসংযোগাদিতরেষামবাচ্যত্বাৎ ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। "ইষ্টিত্বেন"—ইষ্টিরূপে, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "সংস্তুতে"—সংস্তুত বলিয়া, "হোমঃ স্যাৎ"—হোম হইবে, "অনারভ্য অগ্নি-সংযোগাৎ"—(আধাননিষ্পাদ্য) অগ্নির সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ অনারভ্যাধীত বলিয়া, "ইতরেষাম্"—সেই অগ্নিসম্বন্ধ স্থলান্তরেই হইবে, "অবাচ্যত্বাৎ"—যেহেতু এখানে অগ্নিসংযোগ বক্তব্য হইতে পারে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতের প্রত্যুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—ইহা জপার্থ হইতে পারে না ; কারণ, তাহাতে ইষ্টিপদটি কেবলমাত্র সাদৃশ্যবাচক হয় বলিয়া নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, এস্থলে হোমত্ব স্বীকার করিলে ঐ ইষ্টিশব্দটির সার্থক্য থাকে। কারণ ইষ্টি অর্থ যাগ। আর যাগ বলিতে দেবতোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ। সেই ত্যজ্যমান দ্রব্যটি যদি দ্রবপদার্থ হয় এবং তাহা অগ্নিতেই ত্যক্ত হয় তাহা হইলে তাহাকে হোম বলা হয়। আর ইহাতে যে আহবনীয় অগ্নির অবশ্যকতা হইয়াছিল তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, আধান অনারভ্যাধীত বলিয়া তৎসংস্কৃত অগ্নি সর্ব্বত্রগ হইলেও চতুর্হোতৃহোমে বচনবলে অনাস্পদ হইতেছে। অতএব এস্থলে উৎসর্গাপবাদন্যায়ে অগ্নি এতৎস্থলাতিরিক্ত স্থলেই অপেক্ষিত। সুতরাং চতুর্হোতৃহোমে আধানসিদ্ধ অগ্নি অনপেক্ষিত বলিয়া ইহাতে সাগ্নিকের অধিকার নাই, কিন্তু অনাহিতাগ্নিরই অধিকার।

উভয়োঃ পিতৃযজ্ঞবৎ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। "উভয়োঃ"—উভয় অগ্নিতেই (কর্ত্তব্য) অথবা উভয়ের কর্ত্তব্য, "পিতৃযজ্ঞবৎ"—পিতৃযজ্ঞের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় আশঙ্কা উঠাইয়া বলিতেছেন,—পিতৃযজ্ঞ যেমন সাগ্নিক এবং নিরগ্নি উভয়েরই কর্ত্তব্য, সেইরূপ ইহাও সংস্কৃত অগ্নি এবং লৌকিক অগ্নি উভয় অগ্নিতেই কর্ত্তব্য বলিয়া উভয়েরই অধিকারে আসিবে।

নির্দ্দেশো বাহনাহিতাগ্নেরনারভ্যাগ্নিসংযোগাৎ ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। "অনাহিতাগ্নেঃ নির্দ্দেশঃ"—অনাহিতাগ্নিরই নির্দ্দেশ আছে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অনারভ্য অগ্নিসংযোগাৎ"—অগ্নিসম্বন্ধ অধিকৃত না করিয়াই।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষবাদীর মত খণ্ডনকল্পে বলিতেছেন,—"এষা বা অনাহিতাগ্নেঃ" ইত্যাদি বচনে অনাহিতাগ্নির নির্দ্দেশ রহিয়াছে অথচ বৈদিক অগ্নি সম্বন্ধে কোনও কথা নাই। এ কারণে, ইহা কেবলমাত্র অনাহিতাগ্নিরই অধিকৃত; অতএব ইহাতে আহিতাগ্নির কোনও অধিকার নাই।

পিতৃযজ্ঞে সংযুক্তস্য পুনর্বচনম্ ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ। "পিতৃযজ্ঞে"—পিতৃযজ্ঞ স্থলে, "সংযুক্তস্য"—অনাহিতাগ্নিসংযুক্ত যে বচন তাহারই, "পুনর্বচনম্"—পুনরুল্লেখ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে পিতৃযজ্ঞের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, তথায় আহিতাগ্নির কর্ত্তব্যতা নির্দ্দিষ্ট হইলেও "অপ্যনাহিতাগ্নিনা কার্য্যঃ" এই বচনে অনাহিতাগ্নিরও কর্ত্তব্যতা অর্থাচয়সিদ্ধ। ইতি ১ম চতুর্হোতৃহোমে কেবলমাত্র অনাগ্নিতাগ্নিরই অধিকারাধিকরণ।

উপনয়ন্নাদধীত হোমসংযোগাৎ ॥ ১১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উপনয়ন্"—উপনয়ন দিবার সময়, "আদধীত"—আধান করিবে, "হোমসংযোগাৎ"—যেহেতু (উপনয়নে) হোমসম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, চতুর্হোতৃহোমে আধানসংস্কৃত অগ্নি অনাবশ্যক। উপনয়ন-হোমে তাহা আবশ্যক কি না অর্থাৎ উপনয়নে মাণবককে আহিতাগ্নি হইতে হইবে কি না? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—হোমাদি যখন আধানসংস্কৃত অগ্নিতেই কর্ত্তব্য, আর উপনয়নেও যখন হোম আছে, তখন তাহাতেও আধানসংস্কৃত অগ্নি আবশ্যক।

সুতরাং উপনয়নের পূর্ব্বে মাণবক অগ্ন্যাধান করিলে তবে তাহার উপনয়নে অধিকার হইবে, ইহাই ফলিতার্থ। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

স্থপতীষ্টিবল্লৌকিকে বা বিদ্যাকর্ম্মানুপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ১২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্থপতীষ্টিবৎ"—স্থপতীষ্টির ন্যায়, "লৌকিকে"—লৌকিক অগ্নিতেই (উপনয়নহোম কর্ত্তব্য), "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বিদ্যাকর্ম্মানুপূর্ব্বত্বাৎ"—যেহেতু বেদাধ্যয়নরূপ বিদ্যা এবং উপনয়নরূপ কর্ম্ম (আধানে) আবশ্যক।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—আধানের পূর্ব্বে উপনয়নরূপ কর্ম্ম এবং বেদাধ্যয়নরূপ বিদ্যা আবশ্যক বলিয়া এবং অনুপনীত মাণবকের ঐ দুইটিরই অভাব থাকে বলিয়া উপনয়নের জন্য তাহার অগ্ন্যাধান হইতে পারে না। অতএব উপনয়নহোম লৌকিক অগ্নিতেই কর্ত্তব্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

আধানঞ্চ ভার্য্যাসংযুক্তম্ ॥ ১৩ ॥

অক্ষরার্থ। "আধানং"—অগ্ন্যাধান, "চ"—যেহেতু, "ভার্য্যাসংযুক্তম্"—ভার্য্যা সংযুক্তভাবেই কর্ত্তব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। আধানসিদ্ধ অগ্নিতে যে উপনয়নহোম কর্ত্তব্য নহে তাহার আরও কারণ এই যে, ভার্য্যাসংযুক্ত হইয়া অগ্নি-আধান করিতে হয়। কিন্তু উপনয়নের পূর্ব্বে ভার্য্যা নাই। কাজেই আধানও হইতে পারে না। অতএব লৌকিকাগ্নিতেই উপনয়নহোম কর্ত্তব্য।

অকর্ম্ম চোর্দ্ধমাধানাৎ তৎসমবায়ো হি কর্ম্মভিঃ ॥ ১৪ ॥

অক্ষরার্থ। "অকর্ম্ম"—(দারকর্ম্ম) অকর্ত্তব্য, "চ"—যেহেতু, "ঊর্দ্ধম্ আধানাৎ"—অগ্ন্যাধানের পরে, "হি"—যেহেতু, "তৎসমবায়ঃ কর্ম্মভিঃ"—কর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন,—উপনয়নের পূর্ব্বেই আধানের জন্য পত্নীসংগ্রহ কর্ত্তব্য, তদনন্তর সমাবর্ত্তনের পর "স্নাত্বা উদ্বহেৎ"

এই বিধি অনুসারে পুনরায় বিবাহ কর্ত্তব্য। এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—আধানের পর যে দারসংগ্রহ তাহা বৈদিক কর্ম্মের জন্য নহে বলিয়া তাহা পুনরায় কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু তাহা নিষ্প্রয়োজন বা নিষ্ফল।

শ্রাদ্ধবদিতি চেৎ ॥ ১৫ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "শ্রাদ্ধবৎ"—শ্রাদ্ধের ন্যায়, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা করিয়া বলিতে পারেন, শ্রাদ্ধ যেমন বচনসামর্থ্যে সাগ্নিক ও নিরগ্নি উভয়েরই কর্ত্তব্য, দার সংগ্রহও সেইরূপ উপনয়নের পূর্ব্বে আধানের জন্য এবং সমাবর্ত্তনের পর অপত্যের নিমিত্ত বচনবলেই কর্ত্তব্য হইবে। ইতি আশঙ্কা।

ন শ্রুতিবিপ্রতিষেধাৎ ॥ ১৬ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা ঠিক নহে, "শ্রুতিবিপ্রতিষেধাৎ"—যেহেতু শ্রুতিবিরোধ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে বলিতেছেন,—পূর্ব্বপক্ষবাদীর মত সমীচীন নহে; কারণ, "স্নাত্বা উদ্বহেৎ" এই স্মৃতিবোধিত শ্রৌতবিধি দ্বারা সমাবর্ত্তন স্নানের পরে দারসংগ্রহ কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে নহে। সুতরাং উপনয়নের পূর্ব্বে পত্নীগ্রহণ করিলে শ্রুতি-বিরোধ হইয়া পড়ে। অতএব উপনয়নে আধান নাই। আশঙ্কা নিরাস।

সর্ব্বার্থত্বাচ্চ পুত্রার্থো ন প্রয়োজয়েৎ ॥ ১৭ ॥

অক্ষরার্থ। "সর্ব্বার্থত্বাৎ চ"—সর্ব্বার্থতা হেতু অর্থাৎ উক্ত উভয় প্রয়োজনসাধকতা আছে বলিয়া, "পুত্রার্থঃ"—মাত্র পুত্ররূপ অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন, "ন প্রয়োজয়েৎ"—(পৃথক্ দারসংগ্রহের) প্রয়োজক হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে অপত্যার্থতার প্রয়োজকতা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, সমাবর্ত্তনের পর আধানের জন্য যে

দারসংগ্রহ করা হয় তদ্দারাই যখন অপত্যলাভও হইয়া থাকে তখন অপত্যলাভরূপ প্রয়োজন জায়ান্তরগ্রহণের প্রয়োজক হইতে পারে না। সুতরাং অপত্যলাভের জন্ত পুনরায় জায়া গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। আরও, শাস্ত্র বলিতেছেন "ধর্ম্মে চ অর্থে চ কামে চ নাতিচরিতব্যা" অর্থাৎ ঐ যে আধানার্থ পরিনীতা নারী তাহাকে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম কোন বিষয়েই অতিক্রম করিবে না অর্থাৎ বঞ্চিত করিবে না। অতএব ইহা দ্বারাও দারান্তরগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সোমপানাত্তু প্রাপণং দ্বিতীয়স্য তস্মাদুপযচ্ছেৎ ॥ ১৮ ॥

অক্ষরার্থ। "সোমপানাৎ"—সোমপানবিষয়ক বাক্য হইতে, "তু"—আশঙ্কানিবারক, "দ্বিতীয়স্য প্রাপণং"—দ্বিতীয় দারের প্রাপ্তি হয়, "তস্মাৎ উপযচ্ছেৎ"—অতএব পরেও বিবাহ করা যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। তবে কি কখনও দারান্তর পরিগ্রহ কর্ত্তব্য নহে? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—যদি প্রথমপরিণীতা পত্নী অপত্যাদির অযোগ্যা হয়, তাহা হইলে দারান্তর পরিগ্রহ করা যায়। ইহা, সোমপানবিষয়ক "সোমপো ন দ্বিতীয়াং জায়ামভ্যস্যয়েত" অর্থাৎ সোমপায়ী দ্বিতীয় জায়াকে অভিষবে (সোমযাগে) লইবে না, এই বাক্য হইতে প্রমাণিত হয়। কারণ, প্রাপ্তেরই প্রতিষেধ হইয়া থাকে। যদি দ্বিতীয় জায়া প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে এই নিষেধ সঙ্গত হইত না। এ সম্বন্ধে অপরাপর শ্রুতিবাক্যও আছে।

পিতৃযজ্ঞে তু দর্শনাৎ প্রাগাধানাৎ প্রতীয়েত ॥ ১৯ ॥

অক্ষরার্থ। "পিতৃযজ্ঞে"—পিতৃযজ্ঞে (শ্রাদ্ধে), "তু"—আশঙ্কা-ব্যাবর্ত্তক, "দর্শনাৎ"—দৃষ্ট হয় বলিয়া, "আধানাৎ প্রাক্"—আধানের পূর্ব্বে, "প্রতীয়েত"—প্রতীত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বে "শ্রাদ্ধবৎ" এই সূত্রে যে আশঙ্কা উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার পরিহারকল্পে বক্তব্য এই যে, বচনবলে পিতৃযজ্ঞ আহিতাগ্নি এবং অনাহিতাগ্নির কর্ত্তব্য বলিয়া তাহা নিরগ্নিকের পক্ষে আধানের পূর্ব্বে এবং সাগ্নিকের পক্ষে আধানের পরে কর্ত্তব্য বলিয়া তাহার উভয়কালতা থাকিতে পারে। কিন্তু সেই দৃষ্টান্তে দারসংগ্রহ আধানের পুর্ব্বে এবং পরে উভয় কালে

কর্ত্তব্য হইতে পারে না। অতএব দারসংগ্রহ বিধিবোধিত না হওয়ায় উপনয়নের পূর্ব্বে আধান অসম্ভব বলিয়া লৌকিক অগ্নিতেই উপনয়নের হোম করা কর্ত্তব্য। ইতি ২য় উপনয়নাঙ্গ হোমের লৌকিকাগ্নিতে কর্ত্তব্যতাধিকরণ।

স্থপতীষ্টিঃ প্রযাজবদগ্ন্যাধেয়ং প্রয়োজয়েত্তাদর্থ্যাচ্চাপবৃজ্যেত ॥ ২০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "স্থপতীষ্টিঃ"—নিষাদস্থপতিকর্ত্তৃক যাগ, "প্রযাজবৎ" —প্রযাজের ন্যায়, "অগ্ন্যাধেয়ং প্রয়োজয়েৎ"—অগ্ন্যাধানের প্রয়োজক হইবে, "চ"—এবং, "তাদর্থ্যাৎ"—সেইটিমাত্র প্রয়োজন বলিয়া, "অপবৃজ্যেত"—তন্নিবৃত্তিতে নিবৃত্ত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "এতয়া নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ" এই বাক্যে যে নিষাদজাতীয় স্থপতির ইষ্টি বিহিত হইয়াছে, তাহাতে অগ্ন্যাধান আবশ্যক কি না ? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—দর্শপূর্ণমাসাদি যাগের প্রযাজাদি অঙ্গজাত যেমন আধানের প্রয়োজক অর্থাৎ প্রযাজাদি অঙ্গ কর্ম্মগুলি আধানসংস্কৃত অগ্নিতেই কর্ত্তব্য,—সেইরূপ স্থপতীষ্টিও আধানের প্রয়োজক অর্থাৎ তজ্জন্যও আধান করিয়া অগ্নিসংস্কার পূর্ব্বক উক্ত কর্ম্ম সমাধা করিতে হইবে। আর সেই কর্ম্মের শেষে সেই অগ্নিকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে ; কারণ, তথায় কেবলমাত্র সেই প্রয়োজনের জন্যই সেই আধানসিদ্ধ অগ্নি। অতএব আধানে নিষাদস্থপতিরও অধিকার আছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বা লৌকিকেঽগ্নৌ স্যাদাধানস্যাসর্ব্বশেষত্বাৎ ॥ ২১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "লৌকিকে অগ্নৌ স্যাৎ"—লৌকিকে অগ্নিতেই (উহা কর্ত্তব্য) হইবে, "আধানস্য অসর্ব্বশেষত্বাৎ"—যেহেতু আধান যে সর্ব্ব শেষ অর্থাৎ সকলের অঙ্গ তাহা নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—লৌকিক অগ্নিতেই স্থপতীষ্টি কর্ত্তব্য বলিয়া আধানে নিবাদস্থপতির অধিকার নাই। কারণ, আধান দর্শপূর্ণমাসাদি কর্ম্মপ্রযুক্ত নহে। যেহেতু তাহার বিনিয়োজক বা অঙ্গত্ববোধক শ্রুতি-লিঙ্গাদি প্রমাণ নাই। তবে তাহা "অগ্নিমাদধীত" ইত্যাদি বাক্যের সামর্থ্যে অগ্নির অঙ্গ বটে। কিন্তু সেই অগ্নি ত্রৈবর্ণিকেরই অধিকৃত বলিয়া তাহাতে চতুর্থ বা পঞ্চম জাতির অধিকার হইতে পারে না। সিদ্ধান্ত। ইতি ৩য় স্থপতীষ্টির লৌকিকাগ্নিতে কর্ত্তব্যতাধিকরণ।

অবকীর্ণিপশুশ্চ তদ্বদাধানস্যাপ্রাপ্তকালত্বাৎ ॥ ২২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অবকীর্ণিপশুঃ চ"—অবকীর্ণীর কর্ত্তব্য যজ্ঞের পশুও, "তদ্বৎ"—তাহার ন্যায় অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায়, "আধানস্য অপ্রাপ্তকালত্বাৎ"—যেহেতু আধান (তথায়) প্রাপ্তকাল নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "ব্রহ্মচার্য্যবকীর্ণী নৈর্ঋতং গর্দ্দভ মালভেত" অর্থাৎ ব্রহ্মচারী যদি অবকীর্ণী হয় অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গাদি দ্বারা ক্ষত-ব্রত হয় তাহা হইলে সে নির্ঋতিদেবতার উদ্দেশে গর্দ্দভ আলম্ভন করিবে। এই যে অবকীর্ণীর ব্রত ইহা কি আধানসিদ্ধ অগ্নিতে কর্ত্তব্য, অথবা ইহা লৌকিক অগ্নিতেই অনুষ্ঠেয়? ইহাই সংশয়। এস্থলে সূত্রে "তদ্বৎ" অভিহিত হওয়ায় পূর্ব্ব অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষাদি অতিদিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্বাধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ যুক্তি অনুসারে এখানেও, উহা আধানসিদ্ধ অগ্নিতেই কর্ত্তব্য—ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর মত। আর সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—ব্রহ্মচারীর দারসম্বন্ধ অপ্রাপ্তকাল বলিয়া তাহা না থাকায়, অপি চ অবকীর্ণী হইলে পতিত হওয়ায় দারপরিগ্রহ সুদূরপরাস্ত বলিয়া লৌকিক অগ্নিতেই নৈর্ঋতেষ্টি অনুষ্ঠেয়। ইতি ৪র্থ লৌকিক অগ্নিতেই অবকীর্ণিপশুযাগাধিকরণ।

উদগয়নপূর্ব্বপক্ষাহঃপুণ্যাহেষু দৈবানি স্মৃতিরূপান্যার্থ-দর্শনাৎ ॥ ২৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দৈবানি"—দৈবকর্ম্মসকল, "উদগয়নপূর্ব্বপক্ষাহঃ-পুণ্যাহেষু"—উদগয়নে অর্থাৎ উত্তরায়ণে এবং পূর্ব্বপক্ষাহে অর্থাৎ

পূর্ব্বপক্ষীয় (শুক্লপক্ষীয়) দিবসে এবং পুণ্যাহে অর্থাৎ তিথিনক্ষত্রাদিশুদ্ধিযুক্ত পুণ্যকালে (কর্ত্তব্য), "স্মৃতিরূপা-ন্যার্থদর্শনাৎ"—যেহেতু স্মৃতি, রূপ এবং অন্যার্থদর্শন রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। চূড়াকরণ, উপনয়নাদি কর্ম্মের কালনিয়ম আছে কি না? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন,—উহাতে কালনিয়ম নাই অর্থাৎ যে কোন কালে উহা করা যাইতে পারে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—উত্তরায়ণে, শুক্লপক্ষীয় দিবসে এবং তিথি-নক্ষত্রাদিশুদ্ধিযুক্ত কালেই ঐ সব কর্ম্ম কর্ত্তব্য। কারণ—স্মৃতি, রূপ-অর্থবাদ এবং অন্যার্থদর্শন হইতে তাহাই অবগত হওয়া যায়। "এতদ্বৈ দেবনাং রূপং যদুদগয়নং পূর্ব্বপক্ষাহঃ" অর্থাৎ "এই যে উত্তরায়ণ এবং শুক্লপক্ষীয় দিবস ইহা দেবতাদের রূপ" ইত্যাদি বাক্যই এস্থলে এতদ্বিষয়ক রূপার্থবাদ। যে হেতু ইহাতে উত্তরায়ণাদিকে দেবতাদিগের রূপ বলা হইয়াছে। আর "পূর্ব্বাহ্ণো বৈ দেবানাম্" এই বাক্যের অন্যার্থদর্শন হইতেও উহা সিদ্ধ হয়।

অহনি চ কর্ম্মসাফল্যম্ ॥ ২৪ ॥

অক্ষরার্থ। "অহনি"—দিনের বেলায়, "কর্ম্মসাফল্যং চ"—সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে আরও নিয়ম এই যে, ঐগুলি দিনের বেলাতেই কর্ত্তব্য। ইতি ৫ম দৈব কর্ম্ম সকলের উদগয়নাদি কালনিয়মাধিকরণ।

ইতরেষু চ পিত্র্যাণি ॥ ২৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ইতরেষু"—তদন্যত্র কালে, "চ"—কিন্তু, "পিত্র্যাণি"—পিত্র্য অর্থাৎ পিতৃলোকসম্বন্ধীয় কর্ম্মসকল কর্ত্তব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রাদ্ধাদি পিত্র্যকর্ম্ম সকলের কালনির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, যে সমস্ত শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই সেগুলি অপরপক্ষাদিতে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে এবং অপরাহ্ণ কালাদিতে কর্ত্তব্য। ইতি ৬ষ্ঠ পিত্র্য কর্ম্মসকলের অপরপক্ষাদি কালনিয়মাধিকরণ।

যাচ্ঞাক্রয়ণমবিদ্যমানে লোকবৎ ॥ ২৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "যাচ্ঞাক্রয়ণম্"—যাচ্ঞা এবং ক্রয়, "অবিদ্যমানে"—না থাকিলেই কর্ত্তব্য, "লোকবৎ"—লৌকিক ব্যবহারের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "দ্বাদশরাত্রী দীক্ষিতো ভৃতিং বন্বীত," "সোমং ক্রীণাতি" অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষিত ব্যক্তি দ্বাদশরাত্রি ভৃতিবনন অর্থাৎ যাচ্ঞা (ভিক্ষা) করিবে, "সোম ক্রয় করিবে"। এই যে ভৃতিবনন (ভিক্ষা) এবং সোমক্রয় ইহার অধিকারী কে ?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—লৌকিক ব্যবহারে যেমন দেখা যায় যে, যাহার কিছু নাই সেই ব্যক্তিই ভিক্ষা করে বা ক্রয় করে এ স্থলেও সেইরূপ হইবে। অতএব যাহার তাহা আছে তাহার উহা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু যাহার সেই সেই দ্রব্য নাই তাহারই ঐ দুইটি কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

নিয়তং বা অর্থবত্ত্বাৎ স্যাৎ ॥ ২৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "নিয়তম্ স্যাৎ"—উহা নিয়মবিধি বলিয়া নিত্য কর্ত্তব্য হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অর্থবত্ত্বাৎ"—যেহেতু ইহাতে বিধির সার্থকতা থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—ঐ বিধিটির সার্থকতা রাখিতে হইলে উহাকে নিয়মবিধি বলিতে হয়। আর তাহা হইলে নিয়মাদৃষ্টের জন্য ঐ যাচ্ঞা এবং ক্রয় তদ্বান্ বা তদভাববান্ সকল ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। সিদ্ধান্ত। ইতি ৭ম জ্যোতিষ্টোমে ভৃতিবনন ও সোমক্রয়ের নিত্যতাধিকরণ।

তথা ভক্ষপ্রৈষাচ্ছাদনসংজ্ঞপ্তহোমদ্বেষম্ ॥ ২৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তথা"—ঐরূপ, "ভক্ষ-প্রৈষাচ্ছাদনসংজ্ঞপ্তহোম-দ্বেষম্"—ভক্ষণ, প্রৈষ, আচ্ছাদন, সংজ্ঞপ্ত-হোম এবং দ্বেষমন্ত্রপাঠ (নিয়মাপূর্ব্বের জন্য কর্ত্তব্য)।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহা অতিদেশ সূত্র, সুতরাং এস্থলেও পূর্ব্বপক্ষাদি পূর্ব্বাধিকরণের অনুরূপ। জ্যোতিষ্টোমের "পয়ো ব্রতং ব্রাহ্মণস্য" ইত্যাদি বাক্যে যে ভক্ষণ, দর্শপূর্ণমাসের "প্রোক্ষণীরাসাদয়" ইত্যাদি প্রৈষমন্ত্রপাঠ, বাজপেয়ের "দর্ভময়ং বাসো ভবতি" ইত্যাদি বাক্যবোধিত কুশময় বস্ত্র পরিধানরূপ আচ্ছাদন, "যৎপশুর্ম্মায়ুমকৃতোরো বা পদ্ভি রাহতে অগ্নি র্ম্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বংহসঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে মারিত পশুর শব্দকরণজন্য সংজ্ঞপ্ত হোম এবং "যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ" ইত্যাদি দ্বেষবচন মন্ত্রের পাঠ—এগুলিও তত্তৎ বিষয় থাকুক বা নাই থাকুক তথাপি নিয়মাদৃষ্টের জন্য কর্ত্তব্য। সুতরাং তদ্বান্ এবং তদভাববান্ সকলেই ইহার অধিকারী। ইতি ৮ম জ্যোতিষ্টোমাদিতে পয়োব্রতাদির নিত্যতাধিকরণ।

অনর্থকং ত্বনিত্যং স্যাৎ ॥ ২৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অনর্থকম্"—যাহা প্রধানের অপকারক বলিয়া অনর্থক তাহা, "তু"—প্রত্যুদাহরণার্থক, "অনিত্যং স্যাৎ"—অনিত্য হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি যজমানের অজীর্ণ রোগের সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলেও তাহার "মধ্যন্দিনে অপররাত্রে বা ব্রতয়তি" এই বিধি অনুসারে অপররাত্রে পয়োব্রত কর্ত্তব্য কি না ? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন,—উহা যখন বিধিবিহিত বলিয়া নিয়মাদৃষ্টের হেতু তখন সম্ভাব্যমানাজীর্ণরোগ ব্যক্তিরও উহা কর্ত্তব্য। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—নিয়মাদৃষ্ট পরমাপূর্ব্বের উপকারকতারূপেই আবশ্যক, কিন্তু অপকারক রূপে অপেক্ষিত নহে। সুতরাং নিয়মাদৃষ্টের অনুরোধে পয়োব্রত করিয়া যদি যজমান রুগ্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আরব্ধ কর্ম্মটি পণ্ড হইবে বলিয়া, আর তাহার ফলে নিয়মাপূর্ব্বও অনর্থক হইয়া পড়ে বলিয়া, এতাদৃশ স্থলে অমূদৃশ কর্ম্মকলাপ অনুষ্ঠেয় নহে। ইতি ৯ম অপররাত্রে ব্রতের অনিত্যতাধিকরণ।

পশুচোদনায়ামনিয়মোঽবিশেষাৎ ॥ ৩০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পশুচোদনায়াম্"—অগ্নীষোমীয় পশ্বালম্ভ বিধিতে, "অনিয়মঃ"—নিয়ম নাই অর্থাৎ কোনও পশুবিশেষ নির্দ্দিষ্ট নাই,—"অবিশেষাৎ"—যেহেতু অবিশেষ অর্থাৎ সাধারণ ভাবে (শ্রুত হইয়াছে)।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে

"অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত"। এই যে অগ্নীষোমীয় পশু, ইহা কি যে কোনও পশু অথবা কোনও বিশেষ পশু ? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—এ স্থলে বিশেষ উল্লেখ না করিয়া সাধারণ ভাবে পশুমাত্রই যখন বিহিত হইয়াছে, আর পশুত্বাবচ্ছিন্ন মাত্রই যখন পশু, তখন যে কোনও পশু অগ্নীষোম দেবতার উদ্দেশে আলব্ধ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ছাগো বা মন্ত্রবর্ণাৎ ॥ ৩১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ছাগঃ"—ছাগ পশুই (গ্রহণীয়), "বা"—পূর্ব্বপক্ষ ব্যাবর্ত্তক, "মন্ত্রবর্ণাৎ"—মন্ত্রবর্ণ অনুসারে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—এতাদৃশ অনির্দ্দিষ্টবিশেষ পশুর স্থলে ছাগ পশুই প্রয়োজ্য। কারণ "ছাগস্য বপায়া মেদসোঽনুব্রূহি" এই মন্ত্রবর্ণ হইতে তাহাই নিরূপিত হয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

ন চোদনাবিরোধাৎ ॥ ৩২ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা ঠিক নহে, "চোদনাবিরোধাৎ"—যেহেতু বিধির সহিত বিরোধ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী সিদ্ধান্তীর মতে আপত্তি দিয়া বলিতেছেন,—এস্থলে মন্ত্রবর্ণ অনুসারে ছাগপশুই গ্রহণীয় নহে। কারণ তাহাতে বিধিবাক্যের সহিত বিরোধ হয়। যে হেতু বিধিবাক্যে পশুমাত্রই উপদিষ্ট হইয়াছে। আর মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের (বিধির) মধ্যে বিধিই প্রবল। ইতি আশঙ্কা।

আর্ষেয়বদিতি চেৎ ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরার্থ। "আর্ষেয়বৎ"—আর্ষেয়ের ন্যায় (হইবে), "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বোদ্ভাবিত আশঙ্কাকে দৃঢ় করিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে যাহা বলা যাইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—পশু অর্থে যে ছাগ পশুই গ্রহণীয়, তদর্থে সিদ্ধান্তী আর্ষেয়বরণকে দৃষ্টান্ত করিতে

-পারেন। কারণ, "আর্ষেয়ং বৃণীতে" এই বাক্যে আর্ষেয় বরণমাত্র বিহিত হইয়াছে কিন্তু তাহার সংখ্যা উল্লিখিত হয় নাই। পরে "ত্রীন্ বৃণীতে" ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণের দ্বারা তাহার বিশেষ অবধারিত হইয়া থাকে; এ স্থলেও সেইরূপ হইবে।

ন তত্র হ্যচোদিতত্বাৎ ॥ ৩৪ ॥

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা ঠিক নহে, "তত্র"—সেখানে অগ্নীষোমীয় পশুস্থলে, "অচোদিত্বাৎ হি"—যেহেতু বিধিবোধিত হয় নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বোৎপ্রেক্ষিত আশঙ্কার বিরুদ্ধবাদ খণ্ডনকল্পে বলিতেছেন—উক্তপ্রকার দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইবে না। কারণ, আর্ষেয় স্থলে বিধিবোধিত আর্ষেয়বরণই করা হইতেছে; ত্রিশব্দের সামর্থ্যে ত্রিত্ব সম্বন্ধ মাত্র অধিক, বচনান্তরবলে গৃহীত হইতেছে। কিন্তু এখানে বিধিবাক্যানির্দ্দিষ্ট ছাগ মন্ত্রবর্ণ অনুসারে গৃহীত হইতে পারে না।

নিয়মো বৈকার্থ্যং হ্যর্থভেদাদ্ ভেদঃ পৃথক্ত্বেনাভিধানাৎ ॥ ৩৫ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "নিয়মঃ"—বিশেষ নিয়ম, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "হি"—যেহেতু, "ঐকার্থ্যং"—বিধিবিধেয়ের সহিত একার্থতা রহিয়াছে, "অর্থভেদাৎ ভেদঃ"—অর্থ ভেদ হইলে ভেদ হয়, "পৃথক্ত্বেন অভিধানাৎ"—যেহেতু তাহাতে পৃথগ্‌ভাবে উক্তি হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্ত আশঙ্কার খণ্ডনে বলিতেছেন,—এস্থলে মন্ত্রবর্ণ এবং বিধির মধ্যে বিরোধ নাই। কারণ, বিধিমধ্যে পশুসামান্ত অভিহিত হইয়াছে; কিন্তু বিশেষাশ্রয় বিনা সামান্ত অনুষ্ঠানের অযোগ্য। আর এখানে মন্ত্রমধ্যে সেই পশুসামান্তেরই বিশেষ যে ছাগ তাহাই অভিহিত হইতেছে। সুতরাং এস্থলে মন্ত্র বিধিরই পরিপোষক বলিয়া মন্ত্রবর্ণ অনুসারে ছাগই গ্রহণীয়। তবে যেখানে বিধি ও মন্ত্রের অর্থভেদ হইবে, যেমন ঐন্দ্রমন্ত্রাদি স্থলে, তথায় বিধিরই প্রাবল্য। [কিন্তু এখানে অর্থভেদ নাই,

প্রত্যুত মন্ত্র বিধিরই পরিপোষক। অতএব এখানে ছাগেরই নিয়ম বুঝিতে হইবে। ইতি আশঙ্কা পরিহার।

অনিয়মো বার্থান্তরত্বাদন্যত্বং ব্যতিরেকশব্দভেদাভ্যাম্ ॥ ৩৬ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অনিয়মঃ"—(ছাগে) নিয়ম হইবে না, "বা"—পক্ষব্যাবর্ত্তক, "অর্থান্তরত্বাৎ"—যেহেতু অর্থান্তর রহিয়াছে, "অন্যত্বম্"—সেই যে অর্থান্তরস্বরূপ অন্যত্ব তাহা, "ব্যতিরেকশব্দভেদাভ্যাম্"—ব্যতিরেক এবং শব্দভেদ হেতু (হয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় আশঙ্কা উঠাইয়া বলিতেছেন,—পশু বলিতে পশুত্বাবচ্ছিন্ন উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতিকে বুঝায়। সুতরাং পশুতে যখন তাদৃশ ব্যতিরেক অর্থাৎ পশুত্বাবচ্ছিন্নের পরস্পরভেদ এবং শব্দভেদ অর্থাৎ নামভেদ রহিয়াছে তখন পশু বলিতে যে ছাগেই নিয়ম হইবে অর্থাৎ কেবল-মাত্র ছাগই গ্রহণীয় হইবে তাহা হইতে পারে না। ইতি আশঙ্কা।

ন বা প্রয়োগসমবায়িত্বাৎ ॥ ৩৭ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা ঠিক নহে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবর্ত্তক, "প্রয়োগসমবায়িত্বাৎ"—যেহেতু (উক্ত মন্ত্রটি) প্রয়োগ-সমবেত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—সত্য বটে, পশু বলিতে পশুত্বাবচ্ছিন্নই অভিহিত হয়; তথাপি মন্ত্র কর্ম্মের সাধন বলিয়া মন্ত্র ত্যাগ করিলে কর্ম্ম অঙ্গহীন হইয়া থাকে। আর মন্ত্রে ছাগ শব্দেরই প্রয়োগ আছে। সুতরাং অন্য পশু গ্রহণ করিলে ঐ মন্ত্রটি অসমবেতার্থ হয় বলিয়া উহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। আর এস্থলে উহা অননুমোদিত বলিয়া তাহাও অগ্রাহ্য। আর তাহা হইলে মন্ত্রবিহীন হওয়ায় কর্ম্মটি বিগুণ হওয়ায় নিষ্ফল হইয়া পড়িবে। পক্ষান্তরে কেবলমাত্র ছাগ গৃহীত হইলে সকলদিক্ রক্ষিত হয়। অতএব এস্থলে ছাগই নিয়ত। ইতি আশঙ্কা নিরাস।

রূপাল্লিঙ্গাচ্চ ॥ ৩৮ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "রূপাৎ লিঙ্গাৎ চ"—রূপ এবং লিঙ্গ অর্থাৎ অর্থাভিধায়কতা হইতেও।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন,—এস্থলে ছাগই গ্রহণীয় হউক। কিন্তু তাহা যে কেবল অজই হইবে তাহা নহে, যেহেতু ছাগশব্দের রূপ অর্থাৎ যোগার্থ হইতে এবং তাদৃশ লিঙ্গ অনুসারে অশ্বও উহার অর্থ হইতে পারে। আশঙ্কা।

ছাগে ন কর্ম্মাখ্যা রূপলিঙ্গাভ্যাম্ ॥ ৩৯ ॥

অক্ষরার্থ। "ছাগে"—(যোগার্থমূলক) ছাগশব্দ বোধিত (অজ ভিন্ন) পশুতে, "রূপলিঙ্গাভ্যাং"—রূপ এবং লিঙ্গ অনুসারে, "ন কর্ম্মাখ্যা"—কর্ম্মবোধকতা অর্থাৎ কর্ম্মনিষ্পাদকতা হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—এস্থলে রূপ এবং লিঙ্গ অনুসারে অশ্ব গ্রহণীয় হইতে পারে না। কারণ, রূপ ও লিঙ্গ যোগার্থমূলক। কিন্তু রূঢ়ি শীঘ্রপ্রতীতি সম্পাদক বলিয়া যৌগিক অর্থ অপেক্ষা প্রবল হওয়ায় তাহার বাধক। সুতরাং এখানে রূঢ়ি অনুসারে ছাগ অর্থে অজই গ্রহণীয়। ইতি আশঙ্কা নিরাস।

রূপান্যত্বান্ন জাতিশব্দঃ স্যাৎ ॥ ৪০ ॥

অক্ষরার্থ। "রূপান্তত্বাৎ"—রূপান্ততাহেতু, "ন"—না অর্থাৎ তাহা হইবে না (কিন্তু), "জাতিশব্দঃ স্যাৎ"—জাতি বাচকই হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। উহা যে বয়োবিশেষরূপ অবস্থাসহযোগে যৌগিকার্থে অশ্বকে বুঝাইবে তাহাও হইতে পারে না। যেহেতু কলভাদি শব্দের ন্যায় বয়োবিশেষও তজ্জাতির দ্বারাই উপলক্ষিত হইয়া থাকে; কারণ, কলভ বলিতে হস্তিশাবকই অভিহিত হয়। অতএব উহা অজ-জাতিকেই বুঝাইবে।

বিকারো নৌৎপত্তিকত্বাৎ ॥ ৪১ ॥

অক্ষরার্থ। "বিকারঃ"—(অশ্বাদির) বিকার, "ন"—হইবে না, "ঔৎপত্তিকত্বাৎ"—যেহেতু শব্দার্থসম্বন্ধ ঔৎপত্তিক (স্বাভাবিক)।

ভাষ্যভাবার্থ। ছাগ যে অশ্বশব্দের বিকৃতি তাহাও নহে, কারণ—ছাগ বলিতে যে পশুবিশেষরূপ অর্থ বুঝায়, ঐ শব্দার্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক।

স নৈমিত্তিকঃ পশোর্গুণস্যাচোদিতত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

অক্ষরার্থ। "সঃ"—তাহা অর্থাৎ সেই ছাগশব্দ, "নৈমিত্তিকঃ"—নৈমিত্তিক (নহে), "পশোঃ গুণস্ত অচোদিতত্বাৎ"—যেহেতু পশুর তাদৃশ গুণ বিধিবোধিত নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন,—ছিদ্রত্বহেতু পশুকে ছাগ বলা হয়; আর আলব্ধ পশুমাত্রেরই বপা উৎখিন্ন করিলে তাহাতে সেই স্থান রিক্ত হওয়ায় ছিদ্রই হইয়া থাকে। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"স নৈমিত্তিকঃ" —উহা ছিদ্রনিমিত্তমূলক হইতে পারে না। এ স্থলে পূর্ব্বসূত্র হইতে 'ন' এই শব্দটির অনুবৃত্তি হইবে। ছাগ যে ছিদ্রনিমিত্ত নহে তাহার কারণ, পশুর ছিদ্রত্বগুণ শাস্ত্রবিহিত নহে। প্রত্যুত "অব্যঙ্গং পশুমালভেত" ইত্যাদি বচনে অবিকলাঙ্গ পশুরই আলম্ভ বিহিত হইয়াছে। সুতরাং ছিদ্রনিমিত্তক ছাগ, ইহা বলিলে বিকলাঙ্গ পশু ব্যবহার করিতে হয়। আর তাহার ফলে শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনুষ্ঠান হইয়া পড়ে। তবে যে "সুষিরো বা এতর্হি ক্রিয়তে" ইত্যাদি বাক্য দৃষ্ট হয় উহা আলব্ধ পশুর বপানিষ্কাসনের পরবর্ত্তী অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। আরও উহা অন্তবিধির স্তাবক অর্থবাদ বলিয়া স্বার্থে প্রামাণ্যবিহীন। একারণেও উহা আলভ্য পশুতে প্রয়োজ্য নহে। আর যোগার্থ অপেক্ষা যে রূঢ়ার্থ প্রবল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

জাতে র্বা তৎপ্রায়বচনার্থবত্ত্বাভ্যাম্ ॥৪৩ ॥

অক্ষরার্থ। "জাতেঃ"—জাতির (বাচক), "বা"—অবধারণার্থক (নিশ্চয়ার্থক), "তৎপ্রায়-বচনার্থবত্ত্বাভ্যাম্"—তাহার প্রায় বচন এবং (রূঢ়ির) অর্থবত্তার জন্ম।

ভাষ্যভাবার্থ। এক্ষণে সিদ্ধান্তী স্বপক্ষের উপসংহার করিয়া বলিতেছেন,—যেহেতু যোগার্থ অপেক্ষা রূঢ্যর্থ প্রবল সেই কারণে রূঢ়ির সার্থকতা রক্ষা করিতে হইলে এখানে ছাগশব্দটিকে জাতিবিষয়েই বাচক বলিতে হয়। আরও মন্ত্রমধ্যে "বিশেষাং দেবানামুস্রাণাং ছাগানাং মেষাণাম্" ইত্যাদি অংশে জাতিবাচক মেষ প্রভৃতি শব্দের সহিত যখন সমভাবে ছাগশব্দও উল্লিখিত হইয়াছে আর ঐ মেষাদি শব্দ যখন জাতিবোধক তখন ঐ প্রায়পাঠানুসারেও ছাগশব্দ এখানে ছাগ জাতিকেই বুঝাইবে। অতএব অনির্দ্দিষ্টবিশেষ অগ্নীষোমীয় পশু ছাগই হইবে; আর সেই ছাগ যৌগিক অর্থ অনুসারে অশ্বাদিবোধক নহে কিন্তু রূঢ়ার্থ অনুসারে ছাগজাতিরই বাচক।

কেহ যদি বলেন শাখাবিশেষে যখন "অজঃ অগ্নিষোমীয়ঃ" এই বচনে ছাগই অগ্নীষোমীয় পশু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তখন এতাবৎ বিচারজাল নিরালম্ব। তদুত্তরে বক্তব্য—শাখাভেদে 'কর্ম্মভেদ হইয়া থাকে' এই পূর্ব্বপক্ষমতস্থ হইয়া অথবা 'ক্বত্বাচিন্তা' রূপে এই অধিকরণটির বিচার করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইতি ১০ম অগ্নীষোমীয় পশুযাগে ছাগবৎ ব্যক্তিরই অধিকারাধিকরণ।

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টমপাদ।

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্‌যোগেন্দ্রনাথশর্ম্মশ্রীচরণান্তেবাসি-
শ্রীমৎক্ষেত্রমোহনবিদ্যারত্নাত্মজশ্রীভূতনাথশর্ম্মকৃত-
মীমাংসাভাষ্যভাবার্থানুবাদে
ষষ্ঠ অধ্যায়।

ইতি পূর্ব্বষট্‌ক॥

অথোত্তরষট্‌কে

সপ্তমাধ্যায়ম্ভ

প্রথমঃ পাদঃ

শ্রুতিপ্রমাণত্বাচ্ছেষাণাং মুখ্যভেদে যথাধিকারং ভাবঃ স্যাৎ ॥ ১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "শেষাণাং শ্রুতিপ্রমাণত্বাৎ"—শেষ অর্থাৎ অঙ্গ সকল শ্রুতিপ্রমাণ অর্থাৎ শ্রুত্যেকগম্য বলিয়া, "মুখ্যভেদে"—মুখ্যের অর্থাৎ অপূর্ব্বের ভেদ হইলে, "যথাধিকারং"—অধিকার অর্থাৎ প্রকরণ অতিক্রম না করিয়া, "ভাবঃ স্যাৎ"—তাহাদের ভাব অর্থাৎ ব্যবস্থা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বের অধ্যায়ষট্‌কে উপদেশবিধি লইয়া বিচার হইয়াছে। এইবার উত্তরষট্‌কে অতিদেশবিধি লইয়া বিচার হইবে। কারণ, অতিদেশ উপদেশ-সাপেক্ষ বলিয়া অতিদেশবিচার উপদেশের পূর্ব্বে হইতে পারে না। যে বিধিতে "ইত্থং কুর্য্যাৎ" অর্থাৎ 'এই প্রকারে করিবে' এইরূপে প্রত্যক্ষভাবে ইতিকর্ত্তব্যতার নির্দ্দেশ থাকে তাহাকে বলে **উপদেশবিধি।** আর যে বিধিতে "তদ্বৎ কুর্য্যাৎ" অর্থাৎ 'সেই প্রকারে করিবে' এইরূপে কোন কর্ম্মবিশেষের ধর্ম্মবিশেষ অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্যতার নির্দ্দেশ করা হয় (বরাত দেওয়া হয়), তাহার নাম **অতিদেশবিধি।** এই জন্য কথিত আছে—

প্রাকৃতাৎ কর্ম্মণো যস্মাৎ তৎসমানেষু কর্ম্মসু।
ধর্ম্মপ্রদেশো যেন স্যাৎ সোঽতিদেশ ইতি স্থিতিঃ।

অর্থাৎ যে হেতু প্রাকৃত কর্ম্ম হইতে ইতিকর্ত্তব্যতাত্মক ধর্ম্ম সকল তৎসজাতীয় অপরাপর কর্ম্মসকলে প্রদিষ্ট অর্থাৎ প্রাপিত হয়, সেই কারণে যে ক্রিয়ার দ্বারা প্রাকৃত কর্ম্ম হইতে ধর্ম্ম প্রদিষ্ট হয়, তাহার নাম অতিদেশ। যে কর্ম্মে সমগ্র অঙ্গকলাপের উপদেশ থাকে, তাহাকে প্রাকৃত কর্ম্ম বলা হয়; আর যাহাতে বিকল ভাবে অঙ্গের উপদেশ থাকে অর্থাৎ কতকগুলি অঙ্গের উপদেশ থাকে না কিন্তু অন্য কর্ম্মের অঙ্গের বরাত দেওয়া থাকে, তাহাকে বলে বিকৃতি বা বৈকৃত কর্ম্ম।

এই যে অতিদেশ ইহা নামানুসারে এবং শাস্ত্রীয় বচন অনুসারে এই দুই প্রকারে হইয়া থাকে। যে খানে একাধিক কর্ম্মের একই নাম, সেখানে সেই নামীয় একটি কর্ম্মের ধর্ম্ম অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্যতা তন্নামীয় অন্য কর্ম্মে অতিদিষ্ট হয়। যেমন নামসাদৃশ্য আছে বলিয়া 'নিত্যাগ্নিহোত্র' কর্ম্মের ধর্ম্মসকল 'মাসাগ্নিহোত্র' নামক কর্ম্মে অতিদিষ্ট হয়। সুতরাং এস্থলে নামই আতিদেশিক অর্থাৎ অতিদেশের প্রাপক। একারণে ইহাকে 'নামাতিদেশ' বলা হয়। কোথাও বা আবার শাস্ত্রীয় বচন আতিদেশক হইয়া থাকে। নাম আবার কর্ম্মনাম, সংস্কারনাম এবং যৌগিকনাম এই প্রকারে ত্রিবিধ। এ স্থলে বার্ত্তিককার পরবর্ত্তী গ্রন্থের অবিরোধ রক্ষা করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, যৌগিক নাম আতিদেশক হয় না—কিন্তু কর্ম্মনাম এবং সংস্কার নামই আতিদেশক হইয়া থাকে। আর বচনবলে যে অতিদেশ হয়, তাহাও কোথাও প্রত্যক্ষশ্রুত বচনবলে এবং কোন কোন স্থলে আনুমানিক বচনবলেই হইয়া থাকে।

এই সপ্তম অধ্যায়ে প্রতিপাদন করা হইবে যে, বিকৃতিমধ্যে অর্থাৎ বৈকৃত-কর্ম্মসমূহে অতিদেশবিধিবলে ধর্ম্ম অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্যতা সকল প্রাপ্ত হয়। ইহা সামান্যতঃ অর্থাৎ সাধারণভাবে অতিদেশবিচার। আর অষ্টম অধ্যায়ে তাহারই বিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইবে অর্থাৎ কোন্ কোন্ কর্ম্মে কি কি অঙ্গ কোন্ কোন্ প্রাকৃত কর্ম্ম হইতে গৃহীত হইবে—তাহাই অষ্টম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইবে। ইহাই বিশেষভাবে অতিদেশ-বিচার। আর অবশিষ্ট অধ্যায়গুলির বিশেষত্ব সেই সেই অধ্যায়ের প্রারম্ভে প্রদর্শিত হইবে। তবে সামান্যতঃ বলা যাইতেছে যে, নবম অধ্যায় 'উহ', দশম অধ্যায়ে 'বাধ' এবং একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে 'তন্ত্র' ও 'প্রসঙ্গ' আলোচিত হইবে।

কেহ হয় ত প্রশ্ন করিতে পারেন, 'তন্ত্র' এবং 'প্রসঙ্গ' যখন উপদিষ্ট ধর্ম্ম এবং অতিদিষ্টধর্ম্ম সকল কর্ম্মমধ্যেই আবশ্যক, তখন তাহা পূর্ব্বষট্‌কে বিচারিত হইল না কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য, পূর্ব্বষট্‌কে তাহার স্থান নাই। কারণ, প্রথম অধ্যায়ের পাদচতুষ্টয়ে বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র ও নামধেয়াত্মক বেদের প্রামাণ্য স্থাপিত হইয়া বেদবিহিত কর্ম্মের ধর্ম্মত্ব সুতরাং কর্ত্তব্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কর্ম্ম সকলের ভেদ জানা না থাকিলে অনুষ্ঠান করা যায় না বলিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মসকলের পরস্পরভেদ স্থাপিত হইয়াছে। আবার উপকার্য্যোপকারকতা জানা না থাকিলে কর্ম্ম সম্পাদন করা সম্ভব নহে বলিয়া এবং তাহাও আবার কর্ম্মসকলের ভেদসাপেক্ষ বলিয়া ভেদলক্ষণের পর তৃতীয় অধ্যায়ে শেষলক্ষণ, অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মসকলের শেষশেষিভাব বিচারিত হইয়াছে—

কোন্‌টি শেষ অর্থাৎ অঙ্গ বা উপকারক এবং কোন্‌টি শেষী অর্থাৎ অঙ্গী বা উপকার্য্য তাহা বিচারিত হইয়াছে। আবার শেষশেষিভাব জানা না থাকিলে প্রয়োজকত্বাপ্রয়োজকত্ব জ্ঞাত হওয়া যায় না ; এই কারণে শেষশেষিত্বপ্রতিপাদনের পর চতুর্থ অধ্যায়ে প্রয়োজকত্ব ও প্রয়োজ্যত্ব স্থাপিত হইয়াছে। তাহার ফলে কোন্‌টি ক্রত্বর্থ এবং কোন্‌টি পুরুষার্থ তাহা নিরূপিত হইয়া থাকে। এইরূপ, ক্রম ছাড়া অনুষ্ঠান অসম্ভব ; তাহাও আবার প্রয়োজকত্বাপ্রয়োজকত্ব বিদিত না হইলে অবগত হওয়া যায় না। এই জন্য তদনন্তর পঞ্চম অধ্যায়ে ক্রম বিচারিত হইয়াছে। আবার কর্ম্মের অধিকারী নিরূপিত না হইলে সমস্তই ব্যর্থ হয় বলিয়া পঞ্চমীয় ক্রমানন্তর ষষ্ঠ অধ্যায়ে অধিকারিবিষয়ক বিচার হইয়াছে। এইভাবে উপদেশবিধি সমাপ্ত হইল। তন্ত্র ও প্রসঙ্গ যখন উভয়সাধারণ, তখন উভয় নিরূপণের পরই তাহা বিচার্য্য। এই নিমিত্ত সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম অধ্যায়ে অতিদেশ এবং অতিদেশানুসৃত উহ ও বাধ বিচারের পর তন্ত্র ও প্রসঙ্গ নিরূপিত হইবে। এই প্রকারে বিচার্য্য বিষয় সকলের প্রত্যধ্যায়গত পারম্পর্য্য রক্ষিত হইয়াছে। আর তত্তৎ পাদের পৌর্ব্বাপর্য্যসঙ্গতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই সেই স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং হইবে।

অতিদেশ বিচারের উপক্রমে সংশয় এই যে, মীমাংসায় উত্তরষট্‌ক আরম্ভণীয় কি না ? তাহা জানিতে হইলে পুনরায় সংশয় উঠে, সৌর্য্য প্রভৃতি যাগে অতিদেশবিধিবলে ধর্ম্মপ্রাপ্তি হয় কি না ? তাহা নিরূপণ করিতে হইলে অপর সংশয় উঠিবে—প্রযাজাদি ধর্ম্মগুলি কি কর্ম্মমাত্রের জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে অথবা সেগুলি কেবলমাত্র প্রকরণী বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে ? তাহার জন্য পুনরায় সন্দেহ উত্থিত হইবে যে, ঐ ধর্ম্মগুলি কি যজিপ্রযুক্ত অর্থাৎ যাগপ্রযুক্ত অথবা অপূর্ব্বপ্রযুক্ত ? ইহা বিচার করিতে গেলে পুনরায় সংশয় হয়, প্রযাজাদি ধর্ম্ম সকল কি যাগার্থ অথবা অপূর্ব্বার্থ ?

প্রযাজাদি ধর্ম্ম সকল কি সকল যাগের জন্যই উপদিষ্ট অথবা প্রকরণী যাগের উপকারকরূপেই উপদিষ্ট ?—এই মধ্যম সংশয়টির নিরাসপ্রসঙ্গে অপর সন্দেহগুলি ভঞ্জন করা সুসাধ্য হইবে। এই জন্য সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন, "মুখ্যভেদে যথাধিকারং ভাবঃ স্যাৎ"—মুখ্য অপূর্ব্বের ভেদ থাকিলে অর্থাৎ তত্তৎ ফলবৎ কর্ম্ম সকল ভিন্ন হইলে ইতিকর্ত্তব্যতাত্মক ধর্ম্ম সকল সেই সেই ফলবৎ কর্ম্মের প্রকরণেই ব্যবস্থিত হইবে অর্থাৎ সেই সেই ধর্ম্মগুলি যে ফলবৎ কর্ম্মের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা তদর্থই হইবে—কেবলমাত্র সেই কর্ম্মেরই উপকারক হইবে। যদি বলা হয়, কর্ম্মসকলের মধ্যে সাদৃশ্য থাকায় লৌকিক

দৃষ্টান্তের ন্যায় তাহা সর্ব্বযাগার্থ—তজ্জাতীয় সকল যাগেরই উপকারক বলিয়া উপদিষ্ট হইবে না কেন ? তাহা হইলে বলিব, "শ্রুতিপ্রমাণত্বাৎ শেষাণাম্"—শেষশেষিভাব একমাত্র শাস্ত্র হইতেই অবগত হওয়া যায় বলিয়া শাস্ত্রগম্যস্থলে শাস্ত্রোক্ত—শাস্ত্রানুকূল বিষয়ই গ্রহণীয় ; লৌকিক দৃষ্টান্ত অনুসারে শাস্ত্রবচনবোধিত অর্থের অন্যথা করিলে শাস্ত্রার্থ অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া ক্রিয়াটি পণ্ড হইয়া যায়। ইতি সিদ্ধান্ত।

উৎপত্ত্যর্থাবিভাগাদ্বা সত্ত্ববদৈকধর্ম্ম্যং স্যাৎ ॥ ২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উৎপত্ত্যর্থাবিভাগাৎ"—উৎপত্তির অর্থাৎ যাগের অর্থ অর্থাৎ অপূর্ব্বরূপ প্রয়োজন অবিভক্ত অর্থাৎ তুল্যপ্রকার বলিয়া, "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "সত্ত্ববৎ"—গোত্বাদি সত্ত্বের ন্যায়, "ঐকধর্ম্ম্যং স্যাৎ"—একধর্ম্মতা হইবে অর্থাৎ প্রযাজাদি ইতিকর্ত্তব্যতা সকল যাগসামান্যের উদ্দেশ্যেই বিহিত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, অপূর্ব্বসম্বন্ধ যাগসম্পাদন করাই প্রযাজাদির উদ্দেশ্য। আর যাগত্ব সকল যাগেই অবিশেষ। সুতরাং যাগের উদ্দেশ্যেই যখন প্রযাজাদি বিহিত হইয়াছে, তখন তাহা প্রকরণ অনুসারে কোন যাগবিশেষে নিবদ্ধ হইয়া কেবলমাত্র সেইটিরই ধর্ম্ম হইতে পারে না, কিন্তু তাহা অবিশেষে সকল যাগেরই ধর্ম্ম হইবে। ইহার উদাহরণ বলিতেছেন "সত্ত্ববৎ"—যেমন "গৌর্ন পদাস্প্রষ্টব্যা" অর্থাৎ 'গরুর গায়ে পা দিবে না' এই কথা বলিলে কোন গোবিশেষের গাত্রে পাদস্পর্শ যে নিষিদ্ধ তাহা নহে, কিন্তু গোত্বাবচ্ছিন্নের উদ্দেশ্যেই উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেইরূপ প্রযাজাদিও যাগত্বাবচ্ছিন্নের উদ্দেশ্যেই বিহিত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বত্রই উপদেশবিধিবলেই ইতিকর্ত্তব্যতার প্রাপ্তি হইতেছে বলিয়া অতিদেশবিচার অনাবশ্যক। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

চোদনাশেষভাবাদ্বা তদ্ভেদাদ্ ব্যবতিষ্ঠেরন্নুৎপত্তে-র্গুণভূতত্বাৎ ॥ ৩ ॥

অক্ষরার্থ। "চোদনাশেষভাবাৎ"—ভাবনাশেষত্ব অর্থাৎ ভাবনার প্রতি অঙ্গত্ব আছে বলিয়া, "বা"—পূর্ব্ব পক্ষব্যাবর্ত্তক, "তদ্‌ভেদাৎ"—ভাবনাভেদে, "ব্যবতিষ্ঠেরন্"—(প্রযাজাদি ধর্ম্ম সকল অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্যতা

গুলি) ব্যবস্থিত হইবে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ যাগেরই ধর্ম্ম হইবে, "উৎপত্তেঃ গুণভূতত্বাৎ"—যে হেতু (প্রযাজাদিগুলি) উৎপত্তির অর্থাৎ অপূর্ব্বের গুণভূত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, যাগ যেমন ভাবনার কারণ-রূপে উপাদীয়মান বলিয়া ভাবনার গুণভূত প্রযাজাদি ধর্ম্মসকল অর্থাৎ ইতি-কর্ত্তব্যতাগুলিও সেইরূপ ভাবনারই শেষভূত। সুতরাং সেগুলি যজিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু অপূর্ব্বপ্রযুক্ত। আর অপূর্ব্ব কর্ম্মভেদে ভিন্নই হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা যদপূর্ব্বপ্রযুক্ত হইবে, তাহা অবশ্যই তাহারই গুণভূত হইবে। সুতরাং দর্শপূর্ণমাসাপূর্ব্বপ্রযুক্ত দর্শপূর্ণমাস যাগের ন্যায় প্রযাজাদি ইতিকর্ত্তব্যতা সকলও তদপূর্ব্বপ্রযুক্ত হইয়া থাকে, একারণে ঐগুলি তৎপ্রকরণেই ব্যবস্থিত হইবে অর্থাৎ নিবদ্ধ থাকিবে। সুতরাং প্রযাজাদি ধর্ম্মগুলি সর্ব্বার্থ নহে।

সত্ত্বে লক্ষণসংযোগাৎ সার্ব্বত্রিকং প্রতীয়েত ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। "সত্ত্বে"—গোত্বাদিতে, "লক্ষণসংযোগাৎ"—লক্ষণা-সম্বন্ধ আছে বলিয়া, "সার্ব্বত্রিকং প্রতীয়েত"—উহা সার্ব্বত্রিকরূপেই প্রতীতির বিষয় হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে "সত্ত্বং" এই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার পরিহার বলিতেছেন "সত্ত্বে লক্ষণসংযোগাৎ সার্ব্বত্রিকং প্রতীয়েত"। আকৃত্যধিকরণ-ন্যায়ে আকৃতি অর্থাৎ জাতিই অভিধেয় অর্থাৎ শব্দের বাচ্যার্থ বলিয়া "গৌর্ন পদাস্প্রষ্টব্যা" বলিলে গোত্বাবচ্ছিন্নের উদ্দেশ্যেই পাদস্পর্শ নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ, লক্ষণা দ্বারাই ব্যক্তির প্রতীতি হইয়া থাকে। আর ব্যক্তি জাত্যবচ্ছিন্নই হইয়া থাকে। এ কারণে তথায় সার্ব্বত্রিক ভাবে নিষেধ প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত স্থলে তাহা হইবে না। কারণ, তথায় গোত্ব উদ্দেশ্য বলিয়া প্রধান। কিন্তু প্রযাজাদিস্থলে যজি (যাগ) গুণভূতই হইতেছে। একারণে এস্থলে যাগ বিধেয় হওয়ায় তাহা ব্যক্তিবোধক এবং তাহার বিশেষণও বিবক্ষিত। অতএব প্রযাজাদি তদপূর্ব্বপ্রযুক্ত বলিয়া সেগুলি তদ্‌যাগের প্রকরণেই নিবদ্ধ হইবে।

অবিভাগাত্তু নৈবং স্যাৎ ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ। "অবিভাগাৎ"—(যাগের সহিত ধর্ম্মসকলের) অবি-ভাগ থাকায়, "তু"—প্রত্যবস্থানে, "এবং ন স্যাৎ"—এরূপ হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় বলিতেছেন, প্রযাজাদি ধর্ম্ম সকল অপূর্ব্বপ্রযুক্ত নহে কিন্তু যাগপ্রযুক্তই হইবে। কারণ, দেবতার উদ্দেশে মন্ত্র পাঠ সহকারে যে দ্রব্যত্যাগ, তাহাই যাগ। আর ইতিকর্ত্তব্যতাসকল কোথাও বা দেবতার, কোথাও বা মন্ত্রের এবং কোথাও বা দ্রব্যের উপকারক, ইহা প্রত্যক্ষ। সুতরাং যাহা যদুপকারক তাহা তৎপ্রযুক্তই হইয়া থাকে; অতএব ইতিকর্ত্তব্যতাসকল যে যাগপ্রযুক্ত তাহা প্রত্যক্ষ। কিন্তু ঐগুলিকে যে অপূর্ব্বপ্রযুক্ত বলা হয়, তাহা আনুমানিক। আর অনুমান অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রবল। সুতরাং উহাদের যাগপ্রযুক্ততাই স্বীকর্ত্তব্য। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে সকলযাগেই যাগত্ব অবিশেষে বর্ত্তমান বলিয়া ধর্ম্মসকল সর্ব্বত্র উপদেশবিধিবলেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতিদেশবলে নহে।

দ্ব্যর্থত্বং চ বিপ্রতিষিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। "দ্ব্যর্থত্বং"—দ্ব্যর্থতা অর্থাৎ উপদেশবিধিবোধ্যতা এবং অতিদেশবিধিবিজ্ঞাপ্যতা, "চ"—যে হেতু, "বিপ্রতিষিদ্ধং"—বিরুদ্ধ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন, —যদি সৌর্য্যাদিযাগে অতিদেশবিধিবলেই প্রযাজাদি ধর্ম্মের প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে "প্রযাজে প্রযাজে কৃষ্ণলং জুহোতি" এই বাক্যে সৌর্য্যযাগে প্রযাজবিধি এবং সেই প্রযাজে কৃষ্ণলবিধি স্বীকার করিতে হয়। ইহা কিন্তু বিরুদ্ধ; কারণ, ইহাতে বাক্যভেদ হয়। কিন্তু অস্মন্মতে প্রযাজ সর্ব্বযাগোদ্দেশে বিহিত বলিয়া তাহা পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্ত। আর ঐ বাক্যে সেই প্রযাজ উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র কৃষ্ণলই বিহিত হইয়াছে। সুতরাং এ পক্ষে কোনও দোষেরই প্রসঙ্গ নাই।

উৎপত্তৌ বিধ্যভাবাদ্ বা চোদনায়াং প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ততশ্চ কর্ম্মভেদঃ স্যাৎ ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। "উৎপত্তৌ"—যাগে, "বিধ্যভাবাৎ"—বিধি নাই বলিয়া, "বা"—পক্ষব্যাবর্ত্তক, "চোদনায়াং"—অপূর্ব্বে, "প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ"—ধর্ম্মসকলের প্রবৃত্তি হইবে, "ততঃ চ"—আর তাহা হইতে অর্থাৎ অপূর্ব্বভেদে, "কর্ম্মভেদঃ স্যাৎ"—ধর্ম্মভেদ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষবাদীর আপত্তির পরিহারকল্পে বলিতেছেন, সত্য বটে প্রযাজাদি ধর্ম্মের দ্বারা যাগ সম্পন্ন হইতে দেখা যায়, তথাপি তাবন্মাত্রে তাহার পরিণতি নহে; যে হেতু, যাগমাত্র সম্পাদন করা নিষ্ফল বলিয়া তাহাতে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। কিন্তু ফললাভের উদ্দেশ্যে, 'অপূর্ব্ব' সুসম্পন্ন করিবার জন্যই প্রযাজাদির যাগাঙ্গতা। সুতরাং প্রযাজাদি প্রত্যক্ষতঃ যাগোপকারক হইলেও প্রণালী দ্বারা অপূর্ব্বসম্পাদক; আর অপূর্ব্বই তাহাদের মুখ্য উপকার্য্য বা নিষ্পাদ্য। একারণে প্রযাজাদি ধর্ম্মসকল সেই অপূর্ব্বের দ্বারাই নিয়মিত হয় বলিয়া সেগুলি তদ্দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন হইবে। সুতরাং যে কর্ম্মে যে অপূর্ব্ব উৎপন্ন হয়, তৎকর্ম্মবোধক উপদেশবিধি দ্বারা তদঙ্গ ধর্ম্মসকল আবদ্ধ থাকে বলিয়া তদ্বিধির দ্বারা কর্ম্মান্তরে তাহাদের প্রাপ্তি হইতে পারে না। একারণে সেগুলিকে অন্যত্র প্রাপ্ত করিতে হইলে অতিদেশবিধির আবশ্যকতা আছে।

যদি বাপ্যভিধানবৎ সামান্যাৎ সর্ব্বধর্ম্মঃ স্যাৎ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "যদি"—যদি তাহাই হয় তথাপি, "অভিধানবৎ সামান্যাৎ"—অভিধানবত্তাসামান্যহেতু অর্থাৎ অপূর্ব্বত্বের তুল্যতা নিবন্ধন, "সর্ব্বধর্ম্মঃ স্যাৎ"—প্রযাজাদিই সর্ব্বধর্ম্ম হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী এতক্ষণ প্রযাজাদি ধর্ম্ম সকলকে ক্রতুপ্রযুক্তত্বনিবন্ধন সর্ব্বযাগার্থ বলিতেছিলেন—আর সিদ্ধান্তী সেগুলিকে অপূর্ব্ব-প্রযুক্তত্ব হেতু তদ্যাগেই উপদিষ্ট এবং নিবদ্ধ বলিয়া তাহার পরিহার করিতে-ছিলেন। এক্ষণে সিদ্ধান্তীর মত স্বীকার করিয়াই পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—হউক প্রযাজাদি ধর্ম্মসকল অপূর্ব্বপ্রযুক্ত, তথাপি 'বাহীক (জাল্মজাতীয়) অতিথি আসিয়াছে, তাহাকে যবান্ন দাও' এই কথা বলিলে যেমন বাহীকমাত্রেরই যবান্নপ্রিয়তা বোধিত হয়, সেইরূপ এস্থলেও অপূর্ব্বমাত্রেরই প্রযাজাদি ধর্ম্মের দ্বারা উপকার্য্যতা বুঝাইয়া থাকে। একারণে কোনও বিশেষ যাগের প্রকরণে ঐ সমস্ত ধর্ম্মগুলি উপদিষ্ট হইলেও ঐগুলি "সর্ব্বধর্ম্মঃ স্যাৎ"—সকল অপূর্ব্বের জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ, "অভিধানবৎ সামান্যাৎ"—সর্ব্বত্রই বাহীকত্বাদির ন্যায় অপূর্ব্বত্ব রূপ সামান্য রহিয়াছে। অতএব অতিদেশ অনাবশ্যক।

অর্থস্য ত্ববিভক্তত্বাৎ তথা স্যাদভিধানেষু পূর্ব্ববত্ত্বাৎপ্রয়োগস্য কর্ম্মণঃ শব্দভাব্যত্বাৎ বিভাগাচ্ছেষাণামপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অর্থস্য অবিভক্তত্বাৎ"—বাহীকরূপ অর্থ অবিভক্ত বলিয়া, "তথা স্যাৎ"—ঐরূপ হইবে, "অভিধানেষু প্রয়োগস্য পূর্ব্ববত্ত্বাৎ"—যে হেতু তাদৃশ অভিধানে যবান্নাদি প্রয়োগের পূর্ব্ববত্ত্ব আছে অর্থাৎ পূর্ব্বে বহুবার যবান্নাদি প্রয়োগ করায় তাহাদের যবান্নাদিপ্রিয়ত্ব অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ, "কর্ম্মণঃ শব্দভাব্যত্বাৎ"—কিন্তু যাগাদি কর্ম্ম শব্দভাব্য অর্থাৎ একমাত্র শব্দ অর্থাৎ শাস্ত্র হইতেই জ্ঞেয়, "বিভাগাৎ"—তদ্বিভাগ আছে বলিয়া, "শেষাণাম্ অপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ"—শেষ অর্থাৎ অঙ্গসকলের সর্ব্বত্র প্রবৃত্তি হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পরিহার বলিতেছেন, বাহীকদেশীয় বাহীকাদির যবান্নাদিপ্রিয়ত্ব পূর্ব্বে বহুবার খাওয়ানার ফলে পরিজ্ঞাত বলিয়া তাহা ভূয়োদর্শনমূলক অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ। একারণে ঐস্থলে এক জন বাহীক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যবান্ন বক্তব্য নহে, কিন্তু বাহীকজাতির যবান্নপ্রিয়তা হেতু তদ্ব্যক্তির প্রতি উহা বিধেয়। পক্ষান্তরে কর্ম্মের স্বরূপ শাস্ত্রমাত্রগম্য; আর কর্ম্মভেদে অপূর্ব্বও ভিন্ন;—শাস্ত্রতাৎপর্য্য অনুসারে যাহা যদপূর্ব্বপ্রযুক্ত, তাহা তৎকর্ম্মের মধ্যেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রযাজাদি তত্তৎ কর্ম্মবিশেষেরই অপূর্ব্বপ্রযুক্ত বলিয়া তাহা উপদেশবিধিবলে সর্ব্বার্থ হইতে পারে না।

স্মৃতিরিতি চেৎ ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ। "স্মৃতিঃ" (সর্ব্বার্থতাসম্বন্ধে) স্মৃতি রহিয়াছে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় বলিতেছেন, অরুণপরাশরশাখিগণের মধ্যে "যে দর্শপূর্ণমাসয়োঃ ধর্ম্মাস্তে সর্ব্বেষামিষ্টীনাম্" ইত্যাদি যে ব্রাহ্মণ স্মৃতিরূপে প্রচলিত আছে, তদনুসারে জানা যায় যে, প্রযাজাদি ধর্ম্মসকল সর্ব্বযাগার্থ। সুতরাং উক্ত স্মৃতি পূর্ব্বপক্ষের সমর্থক।

ন পূর্ব্ববত্ত্বাৎ ॥ ১১ ॥

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা ঠিক নহে, "পূর্ব্ববত্ত্বাৎ"—যে হেতু তাহার পূর্ব্ববত্ত্ব রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ঐ যে স্মৃতি উহা ন্যায়প্রাপ্তের অনুবাদমাত্র। অর্থাৎ অগ্রে "বিধ্যন্তো বা প্রকৃতিবৎ" এই সূত্রে যে নিয়ম স্থাপিত হইবে, উহা তাহারই অনুবাদমাত্র। সুতরাং উহা অতিদেশেরই পরিপোষক। কিন্তু উহার দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত হয় না যে, প্রযাজাদি উপদেশবলে সর্ব্বার্থ।

অর্থস্তু শব্দভাব্যত্বাৎ প্রকরণনিবন্ধনাচ্ছব্দাদেবান্যত্র ভাবঃ স্যাৎ ॥ ১২ ॥

অক্ষরার্থ। "অর্থস্তু"—অগ্ন্যন্বাধানাদি কর্ম্ম, "শব্দভাব্যত্বাৎ"—বিধিমাত্রগম্য বলিয়া, "প্রকরণনিবন্ধনাৎ"—প্রকরণের দ্বারা নিবদ্ধ হয় বলিয়া, "শব্দাৎ এব"—শব্দ অনুসারেই অর্থাৎ অতিদেশবিধিবলেই, "অন্যত্র ভাবঃ স্যাৎ"—অপরাপর স্থলে অর্থাৎ সৌর্য্যাদি বিকৃতিযাগে ভাব অর্থাৎ অবস্থিতি হইবে অর্থাৎ প্রযাজাদির প্রাপ্তি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহা নিগমনসূত্র; প্রতিজ্ঞা এবং হেতুর যে পুনরুল্লেখ তাহার নাম নিগমন। অতিদেশবিধিবলেই সৌর্য্যযাগাদি অন্যান্য স্থলে ধর্ম্মপ্রাপ্তি হয়—ইহাই এই অধিকরণে ন্যায়াবয়বীয় প্রতিজ্ঞা। আর, যে হেতু অঙ্গপ্রধানভাব এবং সাঙ্গ কর্ম্ম এবং তদুৎপাদ্য অপূর্ব্ব শাস্ত্রমাত্রগম্য, এবং যে হেতু প্রকরণেরও বিনিয়োজকতা আছে—ইহা হইল হেতু। তত্তৎ কর্ম্মের প্রকরণে যদি প্রযাজাদি ধর্ম্মসকল ব্যবস্থিত (নিবদ্ধ) না হয়, তাহা হইলে সকলের সর্ব্বত্র প্রাপ্তি হইতে পারে বলিয়া প্রকরণ অনর্থক হইয়া পড়ে; অতএব অতিদেশ আবশ্যক—ইহা নিগমন। সুতরাং উত্তরষট্‌কও আরম্ভণীয়। ইতি ১ম প্রযাজাদি ধর্ম্মসকলের উপদেশবিধিবলে প্রকৃতিমাত্রার্থতাধিকরণ।

সমানে পূর্ব্ববত্ত্বাদুৎপন্নাধিকারঃ স্যাৎ ॥ ১৩ ॥

অক্ষরার্থ। "সমানে"—সদৃশস্থলে অথবা 'সমান' এই পদের দ্বারা আরব্ধ-বাক্যে, "পূর্ব্ববত্ত্বাৎ"—পূর্ব্ববত্ত্ব আছে বলিয়া অর্থাৎ উভয়ে একই কর্ম্মের বিকৃতি বলিয়া, "উৎপন্নাধিকারঃ স্যাৎ"—উৎপন্নাধিকার অর্থাৎ অনুবাদ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। 'শ্যেন'যাগের ন্যায় 'ইষু' নামক এক প্রকার একাহসাধ্য আভিচারিক যাগ আছে। সেই ইষুযাগে কতকগুলি ধর্ম্ম বিধান করিয়া তদনন্তর শ্রুতি বলিতেছেন, "সমানমিতরচ্ছ্যেনেন" অর্থাৎ বাকীটা শ্যেনের সমান। এই বাক্যটি কি ইষুযাগে শ্যেনধর্ম্মের অতিদেশবিধি অথবা ইহা অনুবাদ?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "উৎপন্নাধিকারঃ স্যাৎ"—ইহা অনুবাদই হইবে। কারণ, "সমানে পূর্ব্ববত্ত্বাৎ"—শ্যেনযাগ এবং ইষুযাগ উভয়েই সমান অর্থাৎ তুল্যধর্ম্মাক্রান্ত এবং উভয়েই পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমের বিকৃতি। সুতরাং উভয়ে যখন তুল্যরূপ, তখন শ্যেনযাগ হইতে ইষুযাগে ধর্ম্মপ্রদেশ হইতে পারে না বলিয়া "সমানমিতরচ্ছ্যেনেন" এই বাক্যটি বিধি নহে, কিন্তু ইহা অনুবাদ। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

শ্যেনস্যেতি চেৎ ॥ ১৪ ॥

অক্ষরার্থ। "শ্যেনস্য"—ইহা শ্যেনযাগের (বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের বিধি), "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতের বিরুদ্ধে কেহ হয় ত বলিতে পারেন, শ্যেনযাগে লোহিতোষ্ণীষত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম্ম আছে, উক্ত বাক্যে সেই সমস্ত ধর্ম্মের অতিদেশ করা হইয়াছে; কারণ, এইরূপ বলিলে তবেই উক্ত শ্রুতির "শ্যেনস্য" এই অংশটি সার্থক হয়। অতএব ইহা অতিদেশবিধি। ইতি পূর্ব্বপক্ষে আশঙ্কা।

নাসন্নিধানাৎ ॥ ১৫ ॥

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা ঠিক নহে, "অসন্নিধানাৎ"—যে হেতু সন্নিধান নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী উক্ত আশঙ্কার পরিহারে বলিতেছেন, "ন"—আশঙ্কাকারী যে আপত্তি উঠাইয়াছেন তদ্দ্বারা শ্যেনযাগীয় ধর্ম্মের

অতিদেশ হইতে পারে না। কারণ, "অসন্নিধানাৎ"—লোহিতোষ্ণীষত্বাদি যে সমস্ত শ্যেনযাগীয় ধর্ম্ম আছে, সেগুলি ইষুযাগের সন্নিহিত নহে। যে হেতু 'সমানমিতরৎ' এস্থলে 'ইতর' শব্দের দ্বারা সন্নিহিত ধর্ম্মেরই প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব ইহা অনুবাদ। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

অপি বা যদ্যপূর্ব্বত্বাদিতরদধিকার্থে জ্যোতিষ্টোমিকাদ্-বিধেস্তদ্বাচকং সমানং স্যাৎ ॥ ১৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "যদি অপূর্ব্বত্বাৎ"—অপূর্ব্ব হয় বলিয়া অর্থাৎ অপূর্ব্ব (পূর্ব্বে অবিহিত) অর্থ বিহিত হয় বলিয়া, "ইতরৎ"—'ইতর'শব্দটি, "অধিকার্থে"—'অধিক' এই অর্থে (প্রযুক্ত অর্থাৎ ব্যবহৃত হইয়াছে), "জ্যোতিষ্টোমিকাৎ বিধেঃ"—জ্যোতিষ্টোমসম্বন্ধীয় বিধি অর্থাৎ ধর্ম্ম অপেক্ষা, "তদ্বাচকং"—তদ্বোধিত ('তৎ' বাচক যাহার এই প্রকার বিগ্রহ করিয়া), "সমানং স্যাৎ"—'সমান' এই পদের অর্থ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ইহাকে অনুবাদ বলিলে ইহা অনর্থক হয়; এই কারণে বিধিই বলা উচিত; যে হেতু তাহাতে অপূর্ব্ব অর্থের বিধান হইয়া থাকে। আর 'ইতর' শব্দটি এখানে অধিকার্থক বলিয়া "সমানমিতরৎ শ্যেনেন" এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে, ইহার জ্যোতিষ্টোমিকধর্ম্মাতিরিক্ত যে সকল ধর্ম্ম আছে, যেমন লোহিতোষ্ণীষত্ব প্রভৃতি; সেগুলি শ্যেনের সমান। সুতরাং শ্যেনগত লোহিতোষ্ণীষত্বাদি ধর্ম্মগুলি অতিদিষ্ট না হইলে উক্তপ্রকার সমানতা সম্ভব হয় না বলিয়া এস্থলে "সমানমিতরৎ" ইত্যাদি বাক্যটিকে অতিদেশবিধিই বলিতে হয়। ইতি ২য় ইষুযাগে শ্যেনবৈশেষিকধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

পঞ্চসঞ্চরেম্বর্থবাদাতিদেশঃ সন্নিধানাৎ ॥ ১৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পঞ্চসঞ্চরেষু"—সর্ব্বপর্ব্বমধ্যে সঞ্চরণশীল পাঁচটি হবির্দ্রব্যে, "অর্থবাদাতিদেশঃ"—কেবলমাত্র অর্থবাদাংশের অতিদেশ হইবে, "সন্নিধানাৎ"—যে হেতু তাহাই হবির্দ্রব্যের সন্নিধানে আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। চাতুর্মাস্যনামক যাগের বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, সাকমেধ ও শুনাসীরীয়—এই চারিটি পর্ব্ব আছে। তন্মধ্যে আদ্যপর্ব্ব বৈশ্বদেব-ইষ্টিপ্রকরণে 'আগ্নেয় অষ্টাকপাল', 'সৌম্য চরু', 'সাবিত্র দ্বাদশকপাল', 'সারস্বত চরু', 'পৌষ্ণচরু', 'মারুত সপ্তকপাল.' 'বৈশ্বদেবী আমিক্ষা,' 'দ্যাবাপৃথিব্য এক-কপাল' এই কয়টি হবির্দ্রব্য বিহিত হইয়াছে। তদনন্তর "বার্ত্রঘ্নানি বা এতানি হবীংষি" এই প্রকার অর্থবাদ এবং তাহার পরে "নব প্রযাজা ইজ্যন্তে নবানুযাজাঃ" ইত্যাদি অঙ্গবিধি সকল শ্রুতিমধ্যে পঠিত হইয়া থাকে। ঐ চাতুর্মাস্যেরই বরুণ-প্রঘাসনামক দ্বিতীয় পর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত আটটি হবির্দ্রব্যের প্রথম পাঁচটির উপদেশ করিয়া "এতদ্ব্রাহ্মণানি এব পঞ্চ হবীংষি যদ্ব্রাহ্মণানি ইতরাণি" এইবাক্যে শ্রুতি বরুণপ্রঘাসাদিতে বৈশ্বদেবোক্ত ব্রাহ্মণের অতিদেশ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ বিধি ও অর্থবাদাত্মকই হইয়া থাকে। উক্ত "এতদ্ব্রাহ্মণানি" ইত্যাদি অতিদেশবাক্যে কি বৈশ্বদেবপ্রকরণস্থ "বার্ত্রঘ্নানি বৈ" ইত্যাদি অর্থবাদমাত্রেরই অতিদেশ করা হইয়াছে অথবা উহা দ্বারা "নব প্রযাজা ইজ্যন্তে" ইত্যাদি অঙ্গবিধিরও অতিদেশ করা হইয়াছে?—ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "পঞ্চসঞ্চরেষু অর্থবাদাতিদেশঃ"—ঐ যে পাঁচটি 'সঞ্চর' অর্থাৎ সর্ব্বপর্ব্বমধ্যে সঞ্চরণশীল অর্থাৎ সর্ব্বপর্ব্বগামী হবির্দ্রব্য, উহাতে বৈশ্বদেবপ্রকরণপঠিত কেবলমাত্র অর্থবাদ অংশই "এতদ্ব্রাহ্মণানি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে অতিদিষ্ট হইয়াছে। কারণ, "সন্নিধানাৎ"—অর্থবাদেই হবির্বিধানের সন্নিধান অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, যে হেতু বিধি অর্থবাদ-সাপেক্ষ, কিন্তু বিধ্যন্তর-সাপেক্ষ নহে। অতএব এস্থলে কেবলমাত্র অর্থবাদাংশটিই সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় আকাঙ্ক্ষিত বলিয়া তাহারই অতিদেশ করা হইয়াছে কিন্তু অনপেক্ষিত বিধ্যংশের অতিদেশ হয় নাই। সুতরাং এখানে ব্রাহ্মণ অর্থে কেবলমাত্র অর্থবাদই বোদ্ধব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সর্ব্বস্য বৈকশব্দ্যাৎ ॥ ১৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সর্ব্বস্য"—সকল অংশেরই অতিদেশ হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "ঐকশব্দ্যাৎ"—যে হেতু একশব্দতা রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, 'ব্রাহ্মণ' বলিতে যখন বিধি এবং অর্থবাদ উভয়ই অভিহিত হয়, তখন কেবলমাত্র অর্থবাদাংশটিই গৃহীত হইবে আর বিধ্যংশটি হইবে না, ইহার হেতু কি? আর বিধ্যংশে আকাঙ্ক্ষা নাই যে তাহাও

নহে। যে হেতু ঐগুলি অঙ্গবিধি বলিয়া অঙ্গী অর্থাৎ প্রধান যে হবির্বিধি তাহারই উপকারক। আর উপকার্য্য উপকারকসাপেক্ষ; সুতরাং ঐগুলিও অতিদিষ্ট হইবে। অতএব এখানে বিধি এবং অর্থবাদ উভয়েরই অতিদেশ হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ১৯ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। ব্রাহ্মণ বলিতে যে এখানে অর্থবাদের স্থায় বিধিরও অতিদেশ হইবে, তাহার আরও হেতু বলিতেছেন "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"। বরুণ-প্রঘাসে যে ত্রিশটি আহুতির বিধান আছে, তাহাও অঙ্গবিধি-অতিদেশের জ্ঞাপক। যে হেতু এটিও একটি অঙ্গ হইতেছে। আর বিধির অতিদেশ বিনা ত্রিশটি আহুতি প্রাপ্ত হয় না।

বিহিতাম্নানান্নেতি চেৎ ॥ ২০ ॥

অক্ষরার্থ। "বিহিতাম্নানাৎ" বিহিতের আম্নান অর্থাৎ পুনর্ব্বিধান হয় বলিয়া, "ন"—অঙ্গবিধিরও অতিদেশ সঙ্গত নহে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উঠাইয়া বলিতেছেন, এস্থলে অঙ্গবিধিরও অতিদেশ হয় বলিলে যাহা একবার বিহিত হইয়াছে তাহার পুনর্ব্বার বিধান হইয়া পড়ে। কারণ, "অগ্নিং মথ্নন্তি, প্রসুবো ভবন্তি" ইত্যাদি বাক্যে যে সমস্ত ধর্ম্ম বরুণপ্রঘাসে বিহিত হইয়াছে, সেগুলি বচনান্তরের দ্বারা বৈশ্বদেবেও প্রথমে বিহিত হইয়াছিল। সুতরাং এগুলির পুনর্ব্বিধান অনর্থক। এ কারণে বলিতে হয় যে, অঙ্গবিধিসকলের প্রাপ্তি হয় না বলিয়াই ঐ সমস্ত বচনে নূতন করিয়া ধর্ম্ম (অঙ্গ) বিধান করা হইয়াছে। অতএব অঙ্গবিধিরও অতিদেশ হয় ইহা দুরুক্তি-মাত্র। ইতি আশঙ্কা।

নেতরার্থত্বাৎ ॥ ২১ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা সঙ্গত নহে, "ইতরার্থত্বাৎ"—যেহেতু উহার অন্য প্রয়োজন আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কা সঙ্গত নহে; কারণ, অঙ্গবিধির অতিদেশ স্বীকার করা হইলেও উক্ত বিধি নিরর্থক হইবে না, যেহেতু দক্ষিণ বিহারে কর্ত্তব্য যে 'মারুতী আমিক্ষা' নামক হবির্দ্রব্য তাহাতে ঐ ধর্ম্মগুলি পূর্ব্বে বিহিত না হওয়ায় প্রাপ্ত ছিল না। একারণে, এস্থলে তাহার প্রাপ্তির জন্ম ঐ বাক্যে অপ্রাপ্তেরই বিধান করা হইল। ইতি ৩য় পঞ্চহবির্দ্রব্যে অর্থবাদসমেতবিধ্যতিদেশাধিকরণ।

এককপালৈন্দ্রাগ্নৌ চ তদ্বৎ ॥ ২২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "এককপালৈন্দ্রাগ্নৌ চ"—এককপাল এবং ঐন্দ্রাগ্ন-বিষয়ক অতিদেশ দুইটিও, "তদ্বৎ"—ঐরূপ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে এককপাল এবং ঐন্দ্রাগ্ন দ্বাদশকপাল এই দুইটি হবির্দ্রব্যবিষয়ক ব্রাহ্মণ বৈশ্বদেব এবং বরুণপ্রঘাস উভয়স্থলেই পঠিত হইয়া থাকে। আবার চাতুর্ম্মাস্তের 'সাকমেধ' নামক তৃতীয়পর্ব্বেও ঐ এককপাল এবং ঐন্দ্রাগ্ন পরিলক্ষিত হয়। সেই প্রকরণেও "এতদ্‌ব্রাহ্মণ ঐন্দ্রাগ্নঃ এতদ্‌ব্রাহ্মণ এককপালঃ। যদ্‌ব্রাহ্মণ ইতরশ্চেতরশ্চ" এই শ্রুতিবাক্যে সাকমেধ-পর্ব্বে পূর্ব্বাধিকরণোক্ত নিয়মে ব্রাহ্মণাতিদেশ হইয়াছে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তথায়ও "এতদ্‌ব্রাহ্মণঃ" এই বাক্যে পূর্ব্বন্যায়ে ব্রাহ্মণ বলিতে অঙ্গবিধি এবং অর্থবাদ উভয়ই অতিদিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পরবর্ত্তী অধিকরণে প্রাপ্তির জন্ম এই সূত্রের প্রবৃত্তি। ইতি ৩য় সাকমেধৈন্দ্রাগ্নৈককপালদ্বয়ের অর্থবাদসমেত বিধিকাণ্ডের অতিদেশাধিকরণ।

এককপালানাং বৈশ্বদেবিকঃ প্রকৃতিরাগ্রয়ণে সর্ব্বহোমাপ-রিবৃত্তিদর্শনাদবভৃথে চ সকৃদ্দ্ব্যবদানস্য বচনাৎ ॥ ২৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "এককপালানাং"—এককপাল সকলে, "বৈশ্বদেবিকঃ প্রকৃতিঃ"—বৈশ্বদেবযাগীয় ধর্ম্ম সকল প্রকৃতি, "আগ্রয়ণে"—আগ্রয়ণ যাগে, "সর্ব্বহোমাপরিবৃত্তিদর্শনাৎ"—যে হেতু সকল হোমের পরিবৃত্তি

হয় না ইহাই দৃষ্ট হয়. "চ"—এবং, "অবভৃথে—অবভৃথযাগে, "সকৃৎ-দ্যবদানন্ত"—একবার মাত্র দ্যবদান করিবার, "বচনাৎ"—বচন আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। বৈশ্বদেবযাগে 'দ্যাবাপৃথিব্য এককপাল' আর বরুণ-প্রঘাসে 'কায় এককপাল' বিহিত। তাহাদের ব্রাহ্মণও পৃথক্ পৃথক্ পঠিত হইয়া থাকে। সাকমেধ পর্ব্বে 'বৈশ্বকর্ম্মণ এককপাল' বিহিত। তথায় "এতদ্‌ব্রাহ্মণ এককপালঃ" এই শ্রুতিবাক্যটি অধীত হইয়া থাকে। এই 'এতদ্‌ব্রাহ্মণ' পদঘটিত অতিদেশবাক্যে কি বৈশ্বদেবযাগীয় এককপালব্রাহ্মণের অতিদেশ হইয়াছে অথবা বরুণপ্রঘাসীয় এককপাল ব্রাহ্মণের অতিদেশ করা হইয়াছে?—ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এককপালযাগমাত্রেই বৈশ্বদেবযাগের ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইয়া থাকে, যে হেতু তাহাই প্রকৃতি। আর প্রকৃতিযাগে সমগ্র অঙ্গ উপদেশবিধিবিহিত। পক্ষান্তরে বরুণপ্রঘাসীয় যে এককপাল, তাহাতে বৈশ্বদেবিক ধর্ম্মসকল অতিদিষ্ট হয় না বলিয়া তাহা হইতে অতিদেশ করিলে সমগ্র অঙ্গের প্রাপ্তি হইতে পারে না; কারণ, বৈশ্বদেবেই সমগ্র ধর্ম্ম উপদিষ্ট। অতএব বরুণপ্রঘাসে যখন সমগ্র অঙ্গ পাওয়া যায় না কিন্তু বৈশ্বদেবেই তাহা পাওয়া যায়, তখন বহ্বনুগ্রহের জন্য—বহুর অনুরোধে সাকমেধীয় 'এতদ্‌ব্রাহ্মণ' বাক্যে বৈশ্বদেবিক যাগীয় ধর্ম্মেরই অতিদেশ হইয়াছে বলিতে হয়।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে 'এতদ্‌ব্রাহ্মণ' বাক্যের 'এতৎ' পদটি সর্ব্বনাম বলিয়া, এবং সর্ব্বনাম সন্নিহিত অর্থেরই বাচক বলিয়া, আর বরুণপ্রঘাসই সাকমেধের সন্নিহিত বলিয়া সাকমেধে বরুণপ্রঘাসের ধর্ম্ম সকলই অতিদিষ্ট হইবে। আরও বরুণপ্রঘাসে অতিদেশবলে বৈশ্বদেবযাগীয় তাবৎ ধর্ম্মই আসে, কিন্তু বরুণপ্রঘাসে "হিরণ্ময্যঃ স্রুচো ভবন্তি" ইত্যাদি যে সমস্ত বিশেষ ধর্ম্ম আছে, সেগুলি বৈশ্বদেবে নাই। এক‌ারণে বৈশ্বদেবের ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইয়াছে বলিলে সাকমেধে ঐ হিরণ্ময়স্রুক্, প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্মগুলির প্রাপ্তি ঘটে না। অথচ ঐগুলিরও প্রাপ্তি আবশ্যক। একারণে বরুণপ্রঘাসের ধর্ম্মসকলই সাক-মেধে অতিদিষ্ট হইয়াছে বলিতে হয়। ফলে বৈশ্বদেবের তাবৎ ধর্ম্ম এবং বরুণ-প্রঘাসেরও বিশেষধর্ম্মগুলি সাকমেধে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইতি ৪র্থ সাকমেধী-য়ৈককপালে বরুণপ্রঘাসীয়ৈককপালের ধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম পাদ।

অথ সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

সাম্নোঽভিধানশব্দেন প্রবৃত্তিঃ স্যাদ্‌যথাশিষ্টম্ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অভিধানশব্দেন"—অভিধায়ক 'রথন্তর' প্রভৃতি শব্দের সহিত, "সাম্নঃ প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ"—সামশব্দের প্রবৃত্তি অর্থাৎ বাচ্যতা অর্থাৎ অর্থ হইবে, "যথাশিষ্টম্"—গুরুশিষ্যের অধ্যয়নাধ্যাপনপরম্পরাপ্রাপ্ত অনুশাসন (উপদেশ) অনুসারে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপাদে প্রথমাধিকরণোক্ত পারিপ্লবত্ববিচারের পর তৎসাপেক্ষ শ্যেনাদিবচনাতিদেশ বিচার করা হইয়াছে। আর এই পাদে সামাতিদেশের জন্য পারিপ্লবনিরপেক্ষ বচনাতিদেশ নিরূপণচ্ছলে সামস্বরূপ নিরূপণ করা হইবে। যদিও দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের "গীতিষু সামাখ্যা" এই সূত্রে সামস্বরূপ উক্ত হইয়াছে, তথাপি তাহা মন্ত্রের ত্রিবিধত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য যুক্তি বিনা অতি সাধারণভাবেই কথিত হইয়াছে। একারণে এক্ষণে যুক্তিনির্দ্দেশপূর্ব্বক বিশেষভাবে তাহার স্বরূপ বিচারিত হইবে। সুতরাং এস্থলে এই প্রকার বিশেষ প্রতিপত্তি থাকায় পুনরুক্তি দূষণ নহে কিন্তু ভূষণ।

শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে—"কবতীষু রথন্তরং গায়তি" অর্থাৎ কবতী নামক ঋক্‌সমূহে রথন্তর গান করিতে হইবে। "কয়া নশ্চিত্র আভুবৎ" ইত্যাদি 'ক' শব্দযুক্ত তিনটি ঋক্ 'কবতী' নামে অভিহিত হয়। সেই কবতী ঋক্‌ত্রয়ে 'বামদেব্য' গানই অধ্যয়নতঃ প্রাপ্ত। কিন্তু "কবতীষু রথন্তরং গায়তি" এই বচনে সেই কবতী ঋকে রথন্তর গান অতিদিষ্ট হইয়াছে। এই 'রথন্তর' শব্দে কি গীতিবিশিষ্ট "অভি ত্বা শূর নোনুমঃ" ইত্যাদি ঋক্ অভিহিত হয় অথবা উহা দ্বারা গীতিমাত্রই অভিহিত হয়?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "অভিধানশব্দেন সাম্নঃ প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ"—গানবিশেষযুক্ত "অভিত্বা শূর নোনুমঃ" ইত্যাদি ঋক্‌ই 'রথন্তর' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। কারণ, "যথাশিষ্টম্"—'রথন্তর গান করা হউক' ইহা বলিলে অধ্যেতৃগণ সম্প্রদায়ক্রমে স্বর-স্তোভাদিযুক্ত ঐ ঋক্‌ই পাঠ করিয়া থাকেন, কিন্তু কেবলমাত্র স্বরস্তোভাদি অধ্যয়ন করেন না। অতএব রথন্তরাদি শুদ্ধগীতির বাচক নহে। আরও, অকর্ম্মকালে,—জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের বহির্ভূত অধ্যয়নাদিকালে প্রয়োগ করা হয়

বলিয়া, 'রথন্তর, 'বৃহৎ' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা রহিয়াছে বলিয়া এবং রথন্তর, বৃহৎ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সামে ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের বিকার হয় বলিয়া ঐগুলি গীতিমাত্রের বাচক নহে, কিন্তু গীতিবিশিষ্ট বিশেষ বিশেষ ঋকৃই উহাদের অভিধেয়।

শব্দৈস্ত্বর্থবিধিত্বাদর্থান্তরেঽপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পৃথগ্ভাবাৎ ক্রিয়ায়া হ্যভিসম্বন্ধঃ ॥ ২ ॥

অক্ষরার্থ। "তু"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "শব্দৈঃ অর্থবিধিত্বাৎ"—শব্দসকল স্ব স্ব অর্থবোধফলক বলিয়া, "অর্থান্তরে অপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ"—অন্য (শব্দের) অর্থে অন্য (শব্দের) অপ্রবৃত্তি হইবে অর্থাৎ প্রবৃত্তি হইবে না, "পৃথগ্ভাবাৎ"—যে হেতু পার্থক্য রহিয়াছে, "হি"—যে হেতু, "ক্রিয়ায়াঃ অভিসম্বন্ধঃ"—গান ক্রিয়ারই সেই সেই শব্দের সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। রথন্তর শব্দে গানবিশিষ্ট ঋকৃবিশেষেরই অতিদেশ হয় এই যে পক্ষ, ইহাতে দূষণ উদ্‌ভাবন করিয়া বলিতেছেন "শব্দৈস্ত" ইত্যাদি। "কবতীষু রথন্তরং গায়তি" এই বাক্যে গানবিশিষ্ট ঋকেরই অতিদেশ হইয়াছে এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, উক্ত বাক্যে কি 'কবতী' ঋকের কার্য্যে 'অভিবতী' ঋকৃসকল ("অভিত্বা শূর নোনুমঃ" ইত্যাদি ঋকৃসকল) অতিদিষ্ট হইয়াছে অথবা কবতী ঋকের উপরে আধেয় ভাবে অভিবতী ঋক্ উপদিষ্ট হইয়াছে ? কবতী ঋকের কার্য্যে অভিবতী ঋক্ উপদিষ্ট হইতে পারে না, কারণ, "শব্দৈঃ অর্থবিধিত্বাৎ"—অর্থ বিধান (প্রকাশ) করাই শব্দের কার্য্য। সুতরাং 'কবতী' ঋক্ যে অর্থ বিধান করে, 'অভিবতী' ঋক্ সে অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না। আর আধেয়স্বরূপে যে 'অভিবতী'র অতিদেশ হইবে তাহাও সম্ভব নহে, কারণ, "পৃথগ্ভাবাৎ"—দুইটি শব্দের পরস্পর পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়া একটি শব্দ অপর একটি শব্দে সমবেত হইতে পারে না। কিন্তু "ক্রিয়ায়াঃ হি অভিসম্বন্ধঃ"—শব্দের সহিত গানক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে বটে। অতএব অভিবতী ঋক্ যে কবতী ঋকের আধেয় হইবে, তাহাও সম্ভব নহে। সুতরাং আধেয় রূপেও অতিদেশ হইতে পারে না। অতএব "কবতীষু রথন্তরং গায়তি" এই বাক্যে 'রথন্তর' বলিতে গানযুক্ত ঋকৃবিশেষ অভিহিত হইতে পারে না।

স্বার্থে বা স্যাৎ প্রয়োজনং ক্রিয়ায়াস্তদঙ্গভাবেনো-
পদিশ্যেরন্ ॥ ৩ ॥

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষব্যাবর্ত্তক, "স্বার্থে"—স্বার্থে প্রবর্ত্তমান হইলেও, "তদঙ্গভাবেন উপদিশ্যেরন্"—তাহার অর্থাৎ কবতী ঋকের অঙ্গভাবে উপদিষ্ট হইবে, "ক্রিয়ায়াঃ প্রয়োজনম্"—ক্রিয়ার (অদৃষ্টরূপ) প্রয়োজন কল্পনীয় হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ববাদী বলিতেছেন, গানবিশিষ্ট ঋকেরই অতিদেশ হইবে। আর তাহাতে যে একটি ঋক্ অন্য একটি ঋকের অর্থ প্রকাশ করিবে, তাহা স্বীকার করাও অনাবশ্যক। কারণ, এই অভিবতী ঋক্‌টি কবতী ঋকের সহিত পাঠ্য হইবে, আর তাহার ফলে অদৃষ্ট জন্মিবে।

শব্দমাত্রমিতি চেৎ ॥ ৪ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "শব্দমাত্রম্"—রথন্তর এই শব্দটি মাত্র (প্রয়োজ্য), "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বোক্ত মতের বিরুদ্ধে আশঙ্কা উঠাইয়া কোন বাদী বলিতেছেন, সমগ্র অভিবতী ঋক্ প্রয়োগ করিলে যখন কেবলমাত্র অদৃষ্ট ছাড়া অন্য প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, তখন সমগ্র অভিবতী ঋক্ প্রয়োগ করিলে গৌরবই হইয়া থাকে। এ কারণে, কবতী ঋক্‌কে 'রথন্তর' নামে উল্লেখ করিবে—এইরূপ অর্থ বিহিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করাই লাঘবপক্ষ বলিয়া ন্যায্য।

নৌৎপত্তিকত্বাৎ ॥ ৫ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা ঠিক নহে, "ঔৎপত্তিকত্বাৎ"—যে হেতু শব্দার্থের সম্বন্ধ ঔৎপত্তিক অর্থাৎ স্বাভাবিক।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কা নিরাস করিবার জন্য বলিতেছেন, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ যখন ঔৎপত্তিক অর্থাৎ স্বাভাবিক, তখন এক শব্দ অন্য

অর্থে প্রয়োগ করা সঙ্গত হয় না বলিয়া রথন্তর শব্দে কবতী ঋক্‌কে বুঝাইতে পারে না।

শাস্ত্রং চৈবমনর্থকং স্যাৎ ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। "শাস্ত্রং চ"—শাস্ত্রও, "এবম্—ইহাতে, "অনর্থকং স্যাৎ"—অনর্থক হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। কবতীকে রথন্তরশব্দে অভিহিত করিলে আরও দোষ এই যে, ইহাতে অতিদেশশাস্ত্র অনর্থক হইয়া পড়ে। কারণ, অশক্য অর্থের অতিদেশ করা চলে না। আরও, উক্ত অর্থ ঐ শাস্ত্র হইতেই জানা যায় বলিয়া উহা অপূর্ব্বার্থবোধক হওয়ায় অতিদেশ না হইয়া উপদেশই হয়। অথচ উহা অতিদেশ।

স্বরস্যেতি চেৎ ॥ ৭ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "স্বরস্য"—স্বরের (অতিদেশ হইবে), ইতি চেৎ" —ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ববাদী পুনরায় আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, এস্থলে নামের অতিদেশ যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে স্বরেরই অতিদেশ হইবে আর সামশব্দে বৃদ্ধব্যবহারে স্বরও অভিহিত হয়। যেমন 'সুসামা দেবদত্ত' ইত্যাদি স্থলে 'সুস্বর' এইরূপ অর্থই অভিহিত হয়। অতএব 'রথন্তর সাম' বলায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, "অভিত্বা" ইত্যাদি রথন্তরের যে স্বর তাহা কবতী ঋকে প্রয়োজ্য। ইতি আশঙ্কা।

নার্থাভাবাচ্ছ্রুতেতরসম্বন্ধঃ ॥ ৮ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "অর্থাভাবাৎ"—যে হেতু তাহাতে কোন অর্থ (প্রয়োজন) সিদ্ধ হয় না বলিয়া, "ন শ্রুতেতরসম্বন্ধঃ"—শ্রুত পদ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে বলা হইতেছে যে,

অভিবর্তীর স্বর কবতীতে প্রয়োগ করা সম্ভব নহে বলিয়া স্বরাতিদেশও হইতে পারে না।

স্বরস্তূৎপত্তিষু স্যান্মাত্রাবর্ণাবিভক্তত্বাৎ ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। "স্বরঃ স্যাৎ"—স্বরই (প্রয়োজ্য) হইবে, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "উৎপত্তিষু"—উৎপত্তি অভিবতী ঋকে উৎপন্ন বর্ণ সকলে যে স্বর ছিল, "মাত্রাবর্ণাঽবিভক্তত্বাৎ"—যে হেতু মাত্রা এবং বর্ণ অবিভক্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। একদেশী সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অভিবতী এবং কবতী ঋক্গুলির মধ্যে বহুমাত্রা এবং বহু বর্ণ অবিভক্ত—সমানপ্রকার। সুতরাং 'কবতী ঋকে রথন্তর গান করিতে হইবে' ইহার অর্থ অভিবতী ঋক্ এবং কবতী ঋক্ ইহাদের মধ্যে যে সকল মাত্রা এবং বর্ণ অবিভক্ত, তথায় সমান স্বরে গান হইবে। আর এরূপ হইলে রথন্তর পূর্ব্বপ্রাপ্ত বলিয়া এস্থলে ইহা তাহার অনুবাদ বুঝিতে হইবে।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। স্বরসাদৃশ্যই যে এস্থলে রথন্তরশব্দে অভিহিত হইয়াছে তাহার আরও হেতু বলিতেছেন, "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"। শ্রুতিমধ্যে আখ্যায়িকা আছে, বিশ্বামিত্র ঋষি 'উত্তরা' ঋগ্‌দ্বয়ে রথন্তর নামক সাম দেখিতে না পাইয়া তদ্দর্শনার্থে তপস্যা করিয়াছিলেন। এইরূপ মহর্ষি বশিষ্ঠও উত্তরা ঋক্দ্বয়ে 'বৃহৎ' নামক সাম দেখিতে না পাইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকার শ্রুতিবাক্য স্বরনির্দ্দেশের জ্ঞাপক। কারণ, আকাশকুসুমের ন্যায় অসৎ পদার্থের দর্শনের জন্য প্রয়াস হইতে পারে না বলিয়া ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, দুইটি উত্তরা ঋগ্‌দ্বয়ে বৃহৎ এবং রথন্তর ছিল, কিন্তু তাঁহারা তাহা দেখিতে পান নাই বলিয়াই তপস্যা করিয়াছিলেন। অতএব ইহাও উত্তরা ঋগ্‌দ্বয়ে রথন্তরের এবং বৃহৎ সামের স্বরের অনুবাদ।

অশ্রুতেস্তু বিকারস্যোত্তরাসু যথাশ্রুতি ॥ ১১ ॥

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বিকারস্য অশ্রুতেঃ"—বিকার শ্রুত হয় না বলিয়া, "উত্তরাসু যথাশ্রুতি"—উত্তরা ঋক্‌সকলে যথাশ্রুতি স্বর প্রয়োক্তব্য হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে উত্তরা ঋকসকলে স্বরের অনুবাদ হইবে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, তাহা হইলে উত্তরা ঋক্‌সকলে কোনও বিকার অর্থাৎ স্বরবৈচিত্র্য হয় না। স্বাধ্যায়কালে তাহা যেমন গৃহীত হইয়াছিল সেইরূপই পঠিতব্য হয়। অথচ গানে স্বরের বিকারই হইয়া থাকে। অতএব ইহা অনুবাদ নহে।

শব্দানাং চাসামঞ্জস্যম্ ॥ ১২ ॥

অক্ষরার্থ। "শব্দানাং"—শব্দসকলের, "অসামঞ্জস্যং চ"—অসামঞ্জস্যও হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। উত্তরা ঋকে স্বরের অনুবাদ বলিলে আরও দোষ এই যে, ইহাতে শব্দের সামঞ্জস্য থাকে না। কারণ, ইহাতে স্বরসমুদায়ের আনুপূর্ব্ব্য ভঙ্গ হয়। স্বর সকলের যে আনুপূর্ব্বী ছিল, তাহার একদেশে রথন্তর সাম অর্থাৎ স্বর হইলে আনুপূর্ব্বীভঙ্গ হইয়া যায়। অতএব এস্থলে রথন্তর শব্দে দেশ-লক্ষণা হইবে। অথবা 'রথন্তর আরব্ধ হইলে মনে মনে পৃথিবীকে ধ্যান করিতে হয়' ইত্যাদি প্রকার ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

অপি তু কর্ম্মশব্দঃ স্যাদ্‌ভাবোঽর্থঃ প্রসিদ্ধগ্রহণত্বাদ্
বিকারো হ্যবিশিষ্টোঽন্যৈঃ ॥ ১৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "কর্ম্মশব্দঃ স্যাৎ"—রথন্তর প্রভৃতি গুলি কর্ম্মবোধক শব্দ অর্থাৎ উহারা গানরূপ সংস্কার-কর্ম্মের বাচক, "ভাবঃ অর্থঃ"—ইহাই বাস্তবার্থ, "প্রসিদ্ধগ্রহণত্বাৎ"—কারণ, ইহাতে প্রসিদ্ধ অর্থেরই গ্রহণ হয়, "হি"—যে হেতু, "বিকারঃ"

—ইহাতে যে স্বরের বিকার হয় তাহা, "অন্যৈঃ অবিশিষ্টঃ"—অন্যান্য বিকারেরই সমান।

ভাষ্যভাবার্থ। এক্ষণে পরম সিদ্ধান্ত বলিতেছেন,—রথন্তর, বৃহৎ প্রভৃতি শব্দগুলি গানরূপ সংস্কারকর্ম্মেরই বোধক। কারণ, "অগ্নিহোত্রং জুহোতি, "উদ্ভিদা যজেত" ইত্যাদি স্থলে যেমন হোম এবং যাগের সহিত সামানাধিকরণ্যে অন্বয় হয় বলিয়া অগ্নিহোত্র এবং উদ্ভিদ্ প্রভৃতি শব্দগুলি যথাক্রমে হোম এবং যাগেরই বাচক, এস্থলেও সেইরূপ 'রথন্তরং গায়তি' ইত্যাদি বাক্যে রথন্তরাদি শব্দ গানের সহিত সামানাধিকরণ্যে অন্বিত হয় বলিয়া ঐগুলি গানেরই নাম অর্থাৎ গানেরই বাচক, অর্থাৎ ঐগুলি গানার্থক। আর এরূপ বলিলে প্রসিদ্ধির সহিতও ঐক্য থাকে, অন্যথা অপ্রসিদ্ধ অর্থ কল্পনা করিতে হয়। আর এই যে গান, ইহাতে ঋকের বিকার হয় বলিয়া ইহা ঋক্‌সংস্কারক ধর্ম্ম। ইহাতে বিকার হয় ; কারণ, গান করিতে গেলে পাঠকালে (উচ্চারণকালে) হ্রস্ব অক্ষর দীর্ঘ হয়, দীর্ঘ অক্ষর হ্রস্ব হয়, বিবৃত অক্ষর সংবৃত হয় এবং সংবৃত অক্ষর বিবৃত হইয়া থাকে। সুতরাং অবঘাত পেষণাদি যেমন ব্রীহ্যাদি দ্রব্যের বিকার দ্বারা সংস্কারসাধক, সেইরূপ গানও শব্দসংস্কারক ধর্ম্ম ; আর তাহাই রথন্তর, বৃহৎ প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হয়। আরও, 'রথন্তর' অর্থে গীতিবিশিষ্ট ঋক্ বোদ্ধব্য হইলে বিশিষ্ট জ্ঞানে বিশেষণ জ্ঞান কারণ হয় বলিয়া বিশেষণ জ্ঞান পূর্ব্বভাবী। সুতরাং রথন্তর শব্দে প্রথমে শুদ্ধ গীতই অভিহিত হইয়া থাকে বলিয়া এবং তাবন্মাত্রই অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ বলিয়া গীতিবিশিষ্ট ঋক্ উহার অর্থ নহে, কিন্তু গীতিমাত্রই রথন্তরাদি শব্দের অর্থ। এই জন্য পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ৩৬শ সূত্রে বলা হইয়াছে, "গীতিষু সামাখ্যা" অর্থাৎ গীতিস্বরূপ মন্ত্র সকল সামশব্দে অভিহিত হয়। অতএব 'রথন্তর' প্রভৃতি শব্দগুলি শুদ্ধ গীতিরই বাচক। ইতি সিদ্ধান্ত।

অদ্রব্যং চাপি দৃশ্যতে ॥ ১৪ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি চ"—আরও, "অদ্রব্যং দৃশ্যতে"—অদ্রব্য অর্থাৎ ঋগ্‌বিহীন সাম দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। রথন্তরাদিশব্দ যে কেবলমাত্র গানেরই বাচক কিন্তু তদ্বিশিষ্ট ঋকের অভিধায়ক নহে, তাহার আরও হেতু এই যে, 'প্রজাপতিহৃদয়' প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ কয়েকটি সাম আছে—যাহা অদ্রব্য অর্থাৎ যাহা ঋগ্‌যুক্ত নহে।

এস্থলে ছান্দোগগণের প্রসিদ্ধি অনুসারে দ্রব্য বলিতে ঋক্ অভিহিত হইয়া থাকে। প্রজাপতিহৃদয় প্রভৃতি সামগুলি অনৃক্—সেগুলি ঋগারূঢ় নহে। সুতরাং তাদৃশ স্থলে সাম আছে অথচ ঋক্ নাই বলিয়া অম্বয়ব্যভিচার হওয়ায় রথন্তরাদি শব্দ গানবিশিষ্ট ঋকের বাচক নহে, কিন্তু কেবলমাত্র গানেরই বোধক। আর প্রজাপতিহৃদয় নামক সাম যে ঋক্‌শূন্য, তাহা "প্রজাপতের্হৃদয়মনৃচং গায়তি" ইত্যাদি বচনে অবগত হওয়া যায়।

তস্য চ ক্রি ! গ্রহণার্থা নানার্থেষু বিরূপিত্বাদর্থো হ্যাসামলৌকিকো বিধানাৎ ॥ ১৫ ॥

অক্ষরার্থ। "তস্য"—সেই রথন্তরের, "চ"—আর, "ক্রিয়া"—পাঠক্রিয়া, "গ্রহণার্থা"—গ্রহণের জন্য অর্থাৎ শিক্ষা এবং অভ্যাসের নিমিত্ত, "নানার্থেষু"—ভিন্ন আশ্রয়ে, "বিরূপিত্বাৎ"—সাম বিরূপী অর্থাৎ বিবিধ রূপ হয় বলিয়া, "হি"—যে হেতু, "আসাম্ অর্থঃ"—এই সমস্ত সংজ্ঞার অর্থ, "অলৌকিকঃ"—অলৌকিক অর্থাৎ বৃদ্ধব্যবহারসিদ্ধ নহে, "বিধানাৎ"—যে হেতু বিধান অর্থাৎ এই সমস্ত শব্দের অর্থগ্রহ শিষ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধেই বিহিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি রথন্তরাদি শব্দ অবঘাতাদির ন্যায় সংস্কার কর্ম্মই হয়, তাহা হইলে অকর্ম্মকালে যেমন অবঘাত করা নিরর্থক, সেইরূপ ক্রতুর বাহিরে যে রথন্তরাদি পাঠ করা হয় তাহাও ত নিরর্থক, এই প্রকার শঙ্কা হইলে তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন ঋগাশ্রয়ে রথন্তরাদি সামের রূপও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে বলিয়া অভ্যাস বিনা তাহা শিক্ষা হয় না ; আর তাহা না হইলে কর্ম্মকালে তৎপরতার সহিত তাহার প্রয়োগ করা যায় না। একারণে তাহা সুষ্ঠু আরম্ভ করিবার জন্য তাহার অভ্যাস অনুশীলন আবশ্যক। ইহাকেই সূত্রে 'গ্রহণ' বলা হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যেই অকর্ম্মকালে তাহার পাঠ হইয়া থাকে। আরও, রথন্তরাদি শব্দের অর্থ বৃদ্ধব্যবহারসিদ্ধ নহে, কিন্তু শাস্ত্রমাত্রগম্য ; একারণে তাহা গুরুর নিকট হইতেই গ্রহণ করিতে হয়। আর সেই গুরুশিষ্য সম্বন্ধ রূপেই ইহাদের বিধান অর্থাৎ জ্ঞান হয়।

তস্মিন্ সংজ্ঞাবিশেষাঃ স্যুর্বিকারপৃথক্ত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

অক্ষরার্থ। "তস্মিন্"—তাহাতে অর্থাৎ সেই গানরূপ সংস্কারে, "সংজ্ঞাবিশেষাঃ স্যুঃ"—বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা হয়, "বিকারপৃথক্ত্বাৎ"—গানের বিকারের পার্থক্য আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। হইল না হয় রথন্তরাদি শব্দ গানমাত্রেরই বাচক; তথাপি তাহার যে 'বৃহৎ' 'পৃষ্ঠ' 'আজ্য' 'বহিষ্পবমান' প্রভৃতি নানা প্রকার সংজ্ঞা দেখা যায়, তাহার হেতু কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"বিকারপৃথক্ত্বাৎ"—রথন্তর, বৃহৎ প্রভৃতি সবগুলিই সাম; সুতরাং গান হইলেও উহাদের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা হইবার হেতু এই যে, সকল গানগুলিতে স্বরের বিকার একরকমের নহে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্নই হইয়া থাকে। আর সেই পার্থক্য অনুসারেই তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম হইয়াছে।

যোনিশস্ত্রাশ্চ তুল্যবদিতরাভির্বিধীয়ন্তে ॥ ১৭ ॥

অক্ষরার্থ। "যোনিশস্ত্রাঃ"—যোনিশস্ত্র অর্থাৎ যোনিভূত শস্ত্র ('শস্ত্র'শব্দাভিধেয়) ঋক্ সকলের সহিত, "তুল্যবৎ"—তুল্যপ্রকারে, "বিধীয়ন্তে"—বিহিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। রথন্তরাদি শব্দ যে কেবলমাত্র গানেরই বাচক, কিন্তু গানযুক্ত ঋকের অভিধায়ক নহে, তাহার আরও হেতু এই যে, যোনিভূত 'শস্ত্র' অর্থাৎ 'শস্ত্র'নামে প্রসিদ্ধ ঋক্ এবং অযোনিভূত শস্ত্রনামক ঋক্ তুল্যরূপে বিহিত হইয়াছে। যে ঋক্ প্রগীত নহে কিন্তু কেবলমাত্র স্তুতিপর তাহার নাম শাস্ত্র আর যে ঋক্ প্রগীত (গানযুক্ত) স্তুতিপর তাহার নাম স্তোত্র। আর "বাম্যাঃ শংসতি" ইত্যাদি বাক্যে অযোনিভূত শস্ত্র যেমন উপদিষ্ট হইয়াছে, "রথন্তরস্য যোনিম্ অনুশংসতি" ইত্যাদি বাক্যে যোনিরূপে শস্ত্রও সেইরূপ বিহিত হইয়াছে। ইহা কিন্তু সঙ্গত হয় না—যদি 'রথন্তর', 'বৃহৎ' প্রভৃতি শব্দ কেবলমাত্র গানের বাচক না হয়। আরও, 'রথন্তরস্য', 'বৃহতঃ' প্রভৃতি পদে ভেদবোধক ষষ্ঠী থাকায় যোনি এবং রথন্তরাদির ভিন্নতাই বোধিত হইতেছে বলিয়া রথন্তরাদি কেবলমাত্র গানবোধক। আর যোনি বলিতে সেই গানেরই আশ্রয়স্বরূপ তৃচাত্মক বিশেষ বিশেষ ঋকের প্রথমটিই অভিহিত হয়।

অযোনৌ চাপি দৃশ্যতেঽতথাযোনি ॥ ১৮ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি চ"—আরও, "অযোনৌ দৃশ্যতে"—অযোনি ঋকে অর্থাৎ যে সমস্ত ঋক্ যোনিভূত নহে তাহাতেও সাম দৃষ্ট হয়, "অতথাযোনি"—অতথাযোনি অর্থাৎ যোনি-ঋক্ অপেক্ষা অল্প ও অধিক অক্ষরের ঋক্ এবং বিকৃতি অর্থাৎ ঊহ কিংবা বর্ণব্যত্যয়াদিও দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। রথন্তরাদি শব্দ যে গীতিযুক্ত ঋগ্‌বাচক নহে কিন্তু কেবলমাত্র গীত্যাত্মক সামবোধক, তাহার আরও হেতু এই যে, "যদ্ বৃহদ্ গায়ত্রীষু ক্রিয়তে" ইত্যাদি বচনে গায়ত্রীরূপ অযোনিতে বৃহৎসামের কর্ত্তব্যতার অনুবাদ করা হইয়াছে। বৃহতীই বৃহৎসামের যোনি, কিন্তু গায়ত্রী তাহার যোনি নহে। সুতরাং গায়ত্রীতে বৃহৎ সামের প্রাপ্তি নাই। আর যাহার প্রাপ্তি নাই, তাহার অনুবাদ হইতে পারে না। সুতরাং ঐ অনুবাদটি অসঙ্গত হইয়া পড়ে। অতএব এক ঋক্ অপর ঋকে যাইতে পারে না বলিয়া ঐ অনুবাদ অসঙ্গত হয় বলিয়া রথন্তরাদি-শব্দে গীতিবিশিষ্ট ঋক্ অভিহিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে রথন্তরাদি শব্দ কেবল গীত্যর্থক হইলে বচনবলে তাহা অন্যত্রও যাইতে পারে। আর তাহা হইলে 'বৃহৎ' সাম বৃহতাচ্ছন্দস্ক ঋকে প্রাপ্ত হইলেও বিশেষ বচন অনুসারে গায়ত্রী-চ্ছন্দস্ক ঋকেও তাহা নির্ব্বাধে বিহিত হইতে পারে। আরও, শ্রুতিমধ্যে যে 'সংশর' এবং 'বিলেশ' প্রসঙ্গ দেখান হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, সাম অতথাযোনিও হয়—সেই সেই সামের যোনিভূত ঋক্ যতগুলি অক্ষর-বিশিষ্ট তদপেক্ষা অধিক অথবা অল্প অক্ষরবিশিষ্ট ঋকেও কখন কখন সেই সামের প্রয়োগ হইতে পারে। আর সাম বলিতে যদি কেবল গীতিই অভিহিত হয়, তবেই ইহা সঙ্গত হইয়া থাকে। আরও, গানে ঊহাদি করিতে হয় বলিয়া ঋক্‌স্থিত বর্ণের বিপর্য্যয় ঘটে। কিন্তু যাহা ঋক্, তাহা অবিপর্য্যয়েই পাঠ্য। সুতরাং রথন্তরাদি শব্দে যদি গানবিশিষ্ট ঋক্ বুঝায়, তাহা হইলে গানে ঋক্‌স্থিত বর্ণের ঊহাদি বিপর্য্যয় করা যাইত না।

ঐকার্থ্যে নাস্তি বৈরূপ্যমিতি চেৎ ॥ ১৯ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "ঐকার্থ্যে"—রথন্তরাদি শব্দের একটি মাত্র অর্থ সিদ্ধ হইলে, "নাস্তি বৈরূপ্যম্"—বৈরূপ্য অর্থাৎ বিভিন্নপ্রকারতা থাকে না, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতে-ছেন, রথন্তরাদি শব্দ সাম অর্থাৎ গানেরই বাচক, ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয় তাহা হইলে অকর্ম্মকালে যোনিগ্রন্থে তাহা গৃহীত হইলে উত্তরাগ্রন্থে তাহার যে অকর্ম্মকালে পুনঃ পাঠ তাহা অভ্যাসার্থ না হওয়ায় ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কারণ, যোনিগ্রন্থের এবং উত্তরাগ্রন্থের রথন্তর ভিন্ন ভিন্ন নহে—কিন্তু অভিন্নই হইতেছে। ইতি আশঙ্কা।

স্যাদর্থান্তরেষ্বনিষ্পত্তের্যথা পাকে ॥ ২০ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ উত্তরাগ্রন্থে পাঠও সঙ্গত হইবে, "অর্থান্তরেষু অনিষ্পত্তেঃ"—কারণ, অন্য দ্রব্যে অর্থাৎ ঋকে তাহার নিষ্পত্তি হয় না, "যথা পাকে"—যেমন পাককার্য্যের স্থলে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, যে ব্যক্তি অন্ন পাক করিতে শিখিয়াছে, সে যেমন স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা না করিলে গুড় পাক করিতে পারে না, কারণ, উভয়স্থলেই পাকত্ব থাকিলেও প্রয়োগে পরস্পরের প্রভূত পার্থক্য রহিয়াছে, সেইরূপ যোনিগ্রন্থে এক প্রকার ঋকে রথন্তর অভ্যস্ত হইলেও উত্তরাগ্রন্থে রথন্তর ভিন্নপ্রকার ঋগাশ্রিত হওয়ায় তাহা অলব্ধ বলিয়া তদর্থে স্বতন্ত্র প্রযত্ন আবশ্যক। একারণে অকর্ম্মকালে যোনিগ্রন্থের ন্যায় উত্তরাগ্রন্থেরও রথন্তরের পাঠ অনর্থক নহে। ইতি আশঙ্কানিরাস।

শব্দানাং চ সামঞ্জস্যম্ ॥ ২১ ॥

অক্ষরার্থ। "শব্দানাং চ"—শব্দ সকলেরও, "সামঞ্জস্যম্"—সামঞ্জস্য (সমীচীনতা) থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। বিচারের নিগমন করিয়া বলিতেছেন, "কবতীষু রথন্তরং গায়তি" ইত্যাদি প্রকার যে উক্তি তাহা এই প্রকারেই সমঞ্জস হয়। কারণ, রথন্তর বলিতে সামবিশেষ, আর কবতী বলিতে 'ক' শব্দযুক্ত ঋগ্ বিশেষ বোধিত হইতেছে। সুতরাং রথন্তরাদি শব্দ গানবিশিষ্ট ঋক্‌বোধক নহে বলিয়া কবতী-ঋগাশ্রয়ে রথন্তর সাম গান করিতে হইবে—এই প্রকার অর্থ পাওয়া যায় বলিয়া কোন প্রকার পুনরুক্তি না থাকায় লক্ষণা না করিয়াই সামঞ্জস্য থাকে। ইতি ১ম রথন্তরাদি শব্দের গীতিবিশেষবাচিত্বাধিকরণ।

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ।

অথ সপ্তমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥

উক্তং ক্রিয়াভিধানং তচ্ছ্রুতাবন্যত্র বিধিপ্রদেশঃ স্যাৎ ॥১॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ক্রিয়াভিধানং"—অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার অভিধান অর্থাৎ নাম, "উক্তম্"—উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ উহাদের নামধেয়তা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে. "অন্যত্র তচ্ছ্রুতৌ"—অন্য স্থলে তাহার শ্রুতি অর্থাৎ উল্লেখ থাকিলে, "বিধিপ্রদেশঃ স্যাৎ"—বিধিপ্রদেশ (ধর্ম্মাতিদেশ) হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বের দুই পাদে প্রত্যক্ষবচননিমিত্তক অতিদেশ আলোচিত হইয়াছে। এইবারে এই তৃতীয় পাদে নামধেয়-নিমিত্তক অতিদেশ আলোচিত হইবে। শ্রুতিমধ্যে 'কৌণ্ডপায়িনাময়ন' নামক কর্ম্মবিশেষের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "মাসম্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি" অর্থাৎ মাসাগ্নিহোত্র করিবে। 'কৌণ্ডপায়িনাময়নে' পঠিত এই যে মাসাগ্নিহোত্র ইহা যে নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন একটি স্বতন্ত্র কর্ম্ম, ইহা যে একটি স্বতন্ত্র নামধেয় তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের "প্রকরণান্তরে" ইত্যাদি সূত্রের বিচারে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে নিত্যাগ্নিহোত্রের ধর্ম্মসকল অতিদিষ্ট অর্থাৎ অতিদেশবিধিবলে প্রাপ্ত হইবে কি না?—ইহাই সংশয়। ইহাতে প্রথমে সিদ্ধান্তপক্ষ উল্লেখ করিয়া অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন, 'অগ্নিহোত্র' শব্দ যে কর্ম্মনামধেয় তাহা যখন পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন অন্যত্র স্থলান্তরে সেই নামের উল্লেখ থাকিলে "বিধিপ্রদেশঃ স্যাৎ"—তত্রবিধীয়মান ধর্ম্ম সকলের প্রদেশ অর্থাৎ অতিদেশই হইবে অর্থাৎ নিত্যাগ্নিহোত্রের ধর্ম্মসকল মাসাগ্নিহোত্রে অতিদিষ্ট হইবে। ঐ যে নিত্যাগ্নিহোত্র উহাকেই 'নৈয়মিকাগ্নিহোত্র' বলা হয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

অপূর্ব্বে বাপি ভাগিত্বাৎ ॥ ২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বাপি" (অপি বা)—পূর্ব্বপক্ষ পরিবর্ত্তন সূচক, "অপূর্ব্বে"—এই দুইটি কর্ম্মই অপূর্ব্ব, "ভাগিত্বাৎ"—যে হেতু উভয়েই উক্ত নামধেয়ের ভাগী অর্থাৎ মুখ্যবৃত্তিতে ব্যবহারের যোগ্য।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, নৈয়মিকাগ্নিহোত্র হইতে যে এই মাসাগ্নিহোত্রে ধর্ম্মপ্রদেশ হইবে, তাহা হইতে পারে না। কারণ, নিত্যাগ্নিহোত্র এবং মাসাগ্নিহোত্র এই দুইটি কর্ম্মই অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত বলিয়া দুইটিই তুল্যযুক্তিতে নামধেয়। আর দুইটিরই নামধেয়ে যদি যুক্তি তুল্যপ্রকার হয়, তাহা হইলে উভয়েই সমানবিধান হইবে অর্থাৎ উভয়েই একই বিধি হইতে স্বীয় ধর্ম্ম সকল প্রাপ্ত হইবে। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে নিত্যাগ্নিহোত্রে উপদেশ এবং মাসাগ্নিহোত্রে অতিদেশ হইতে পারে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

নাম্নস্ত্বৌৎপত্তিকত্বাৎ ॥ ৩ ॥

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "নাম্নঃ ঔৎপত্তিকত্বাৎ"—অর্থের সহিত নামের সম্বন্ধ ঔৎপত্তিক অর্থাৎ স্বাভাবিক বলিয়া (দুইটিই মুখ্যবৃত্তিতে নামধেয় হইতে পারে না)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তিকে বিঘটিত করিবার নিমিত্ত সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ ঔৎপত্তিক অর্থাৎ স্বাভাবিক। আবার একই শব্দের অনেকার্থকত্ব অন্যায্য। এই সমস্ত বিষয় প্রথম অধ্যায়ে যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। সুতরাং 'অগ্নিহোত্র' শব্দ নৈয়মিকাগ্নিহোত্র এবং মাসাগ্নিহোত্র উভয়েরই বাচক হইতে পারে না, কিন্তু একটি অর্থই বুঝাইবে। আর তাহা হইলে উহা প্রথমপ্রাপ্ত নৈয়মিকাগ্নিহোত্রেরই বাচক হয় বলিয়া গৌণী বৃত্তি অনুসারে মাসাগ্নিহোত্রকে বুঝাইয়া থাকে—নৈয়মিকাগ্নিহোত্রগত ধর্ম্মসকল এই মাসাগ্নিহোত্রেও আছে বলিয়া উভয়ের গুণগত সাদৃশ্য অনুসারে 'অগ্নির্মাণবকঃ', 'সিংহো দেবদত্তঃ' ইত্যাদি স্থলের ন্যায় লক্ষ্যমাণগুণযোগে অগ্নিহোত্র শব্দ মাসাগ্নিহোত্রেরও বোধক। আর ধর্ম্মসকলের অতিদেশ বিনা গুণগত সাদৃশ্য সম্ভব নহে। একারণে, মাসাগ্নিহোত্রে নিত্যাগ্নিহোত্রের ধর্ম্মসকল অতিদিষ্ট হইবে। (সিদ্ধান্ত)।

প্রত্যক্ষাদ্ গুণযোগাৎ ক্রিয়াভিধানং স্যাৎ তদভাবেঽপ্রসিদ্ধং স্যাৎ ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রত্যক্ষাৎ"—প্রত্যক্ষলব্ধ, "গুণযোগাৎ"—গুণসম্বন্ধ হেতু, "ক্রিয়াভিধানং স্যাৎ"—কর্ম্মনামধেয় হইবে, "তদভাবে"—তাহা

না থাকিলে, "অপ্রসিদ্ধং স্যাৎ"—অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ অনির্দ্ধারিতস্বরূপ (যাহার স্বরূপ নিশ্চয়ভাবে জ্ঞাত নহে তাদৃশ) হইয়া পড়িবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, উভয়েরই নামধেয়তা যখন তুল্যপ্রকারে প্রাপ্ত, তখন নৈয়মিকাগ্নিহোত্র স্থলে উপদেশবিধি এবং মাসাগ্নিহোত্র স্থলে যে অতিদেশবিধি ধর্মপ্রাপক হইবে, ইহার বিনিগমক কি? কারণ, বিপরীতও ত হইতে পারে! ইহার উত্তরে বলিতেছেন "প্রত্যক্ষাদ্ গুণযোগাৎ" ইত্যাদি। দ্রব্য এবং দেবতা এই গুণদ্বয় যাগের রূপ; কারণ, উহা না থাকিলে যাগই হইতে পারে না। ঐ গুণদ্বয় নৈয়মিকাগ্নিহোত্রের সমীপেই প্রত্যক্ষ বচনে বিহিত হইয়াছে; কিন্তু স্থলান্তরে তাহা অনুমানপূর্ব্বকই উপস্থাপিত করিতে হয়, যে হেতু, রূপ না থাকিলে যাগই অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব নিত্যাগ্নিহোত্রই নামধেয়। আর তৎসাদৃশ্যে মাসাগ্নিহোত্রও নামধেয় হইয়া অতিদেশবলে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ইতি ১ম অগ্নিহোত্রাদি নাম সকলের ধর্ম্মপ্রদেশকত্বাধিকরণ।

অপি বা সত্রকর্ম্মণি গুণার্থৈষা শ্রুতিঃ স্যাৎ ॥ ৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—প্রত্যুদাহরণসূচক, "সত্রকর্ম্মণি"—গবাময়নাদি সত্রকর্ম্মে, "এষা শ্রুতিঃ"—ঐ নামশ্রুতি, "গুণার্থা"—গৌণার্থক অর্থাৎ অবয়বযোগার্থ হইবে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বাধিকরণে যে বলা হইল—একটি কর্ম্মনামধেয় অন্য স্থলে উল্লিখিত হইলে তাহা তথায় স্বীয় ধর্ম্ম অতিদেশ করিবে, ইহাই কি সার্ব্বত্রিক নিয়ম? যেমন শ্রুতিমধ্যে গবাময়ন নামক যজ্ঞের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "বৈশ্বানরো জ্যোতিষ্টোমঃ প্রায়ণীয়মহর্ভবতি"; এ স্থলে যেমন 'প্রায়ণীয়' নামক ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইতেছে, দ্বাদশাহ নামক যজ্ঞেও সেইরূপ "প্রায়ণীয়ঃ অতিরাত্রঃ" ইত্যাদি বচনে প্রথম দিনের কর্ম্মকে প্রায়ণীয় বলা হইয়াছে। এই স্থলের কর্ম্ম যে ভিন্ন ভিন্ন তাহা "প্রকরণান্তরে" (২।৩। ২৪সূঃ) ইত্যাদি সূত্ররচিত অধিকরণোক্ত নিয়ম অনুসারে সিদ্ধ। সুতরাং ইহাদের মধ্যে একটি অপরটিতে স্বীয় ধর্ম্ম অতিদেশবলে গ্রহণ করাইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—এতাদৃশ স্থলে পূর্ব্ব অধিকরণের নিয়ম অনুসারে একটির ধর্ম্ম অপরটিতে যাইবে। অতএব এ স্থলে একটি প্রায়ণীয়ই মুখ্য, অপরটি গৌণ।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "গুণার্থা এষা শ্রুতিঃ স্যাৎ"—এই যে প্রায়ণীয়শ্রুতি ইহা গুণার্থা অর্থাৎ ক্রিয়ারূপ গুণযোগে অর্থবোধক। কারণ, "প্রয়ন্তি অনেন" এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রায়ণীয় শব্দ প্রারম্ভসূচক কর্ম্মের বাচক। আর তাহা এখানে উভয়স্থলেই সমান। একারণে বিনিগমনা না থাকায় কেহ কাহারও ধর্ম্মপ্রদেশক হইবে না। পক্ষান্তরে পূর্ব্ব উদাহরণে লক্ষণাবলে নামধেয় ধর্ম্মগ্রাহক হইয়াছিল। আর তথায় একই শব্দ নিত্যাগ্নিহোত্র এবং মাসাগ্নিহোত্রবাচক হইলে অনেকার্থতাপ্রসঙ্গও হয়। কিন্তু এখানে সে সম্ভাবনা নাই। ইতি ২য় প্রায়ণীয় নামের ধর্ম্মানতিদেশকত্বাধিকরণ।

বিশ্বজিতি সর্ব্বপৃষ্ঠে তৎপূর্ব্বকত্বাজ্জ্যোতিষ্টোমিকানি পৃষ্ঠাস্যস্তি চ পৃষ্ঠশব্দঃ ॥ ৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বিশ্বজিতি সর্ব্বপৃষ্ঠে"—বিশ্বজিৎসর্ব্বপৃষ্ঠবাক্যে, "জ্যোতিষ্টোমিকানি পৃষ্ঠানি"—জ্যোতিষ্টোমেরই পৃষ্ঠ সকলের (অনুবাদ), "তৎপূর্ব্বকত্বাৎ"—যে হেতু বিশ্বজিৎ জ্যোতিষ্টোমপূর্ব্বক অর্থাৎ বিশ্বজিতের পূর্ব্বে জ্যোতিষ্টোম অনুষ্ঠেয়, "অস্তি চ পৃষ্ঠশব্দঃ"—আর জ্যোতিষ্টোমেও পৃষ্ঠশব্দ আছে অর্থাৎ পৃষ্ঠসাম আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "বিশ্বজিৎ সর্ব্বপৃষ্ঠো ভবতি" অর্থাৎ বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সকলগুলি পৃষ্ঠনামক সাম থাকিবে। এই সর্ব্বপৃষ্ঠশব্দটি কি অনুবাদ অথবা বিধি, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—উহা অনুবাদ; কারণ, জ্যোতিষ্টোমে উহার প্রাপ্তি রহিয়াছে। আর গবাময়নের পূর্ব্বে জ্যোতিষ্টোম অবশ্যই করিতে হয়। যদি বলা হয় তথায় একটি মাত্র পৃষ্ঠসাম, কিন্তু এখানে বহু পৃষ্ঠসাম বহুবচনবোধিত, তদুত্তরে বক্তব্য জ্যোতিষ্টোমেও মাহেন্দ্রাদি চারিটি স্তোত্রের "সপ্তদশ পৃষ্ঠানি" ইত্যাদি বচনে পৃষ্ঠশব্দেই ব্যবহার হয় বলিয়া বহু পৃষ্ঠই রহিয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ষড়হাদ্ বা তত্র হি চোদনাঃ ॥ ৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ষড়হাৎ"—ষড়হ যাগ হইতেই এস্থলে অতিদিষ্ট,

"বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "হি"—যে হেতু, "তত্র চোদনাঃ"—সেই খানেই পৃষ্ঠস্তোত্র সকলের বিধি আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন ইহা অনুবাদ নহে, কিন্ত অতিদেশ। কারণ, অনুবাদ বলিলে কোনও প্রবর্ত্তনা উৎপন্ন হয় না বলিয়া বাক্য অনর্থক হইয়া পড়ে। আর ঐ যে অতিদেশ, উহা বড়হনামক যাগেরই ধর্ম্মসকলের অতিদেশ। কারণ, সেই স্থলেই পৃষ্ঠসাম সকলের বিধি আছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাৎ চ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহা যে যড়হ যাগেরই অতিদেশ, তাহার আরও হেতু এই যে, "পবমানে রথন্তরং করোতি", "বৈরূপং হোতুঃ" ইত্যাদি বেদবচনের জ্ঞাপকতা হইতেও সিদ্ধ হয়। কারণ, যড়হযাগেরই ছয় দিনের প্রত্যেক দিনে যথা ক্রমে রথন্তর, বৃহৎ, বৈরূপ, বৈরাজ, রৈবত এবং শাক্বর এই ছয়টি সামের দ্বারাই পৃষ্ঠস্তোত্র নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

উৎপন্নাধিকারো জ্যোতিষ্টোমঃ ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। "জ্যোতিষ্টোমঃ"—জ্যোতিষ্টোম, "উৎপন্নাধিকারঃ" —অন্যত্র উৎপন্ন পৃষ্ঠেরই অধিকারযুক্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, অত্রত্য পৃষ্ঠশব্দ জ্যোতিষ্টোমের পৃষ্ঠেরই অনুবাদ তাহা সঙ্গত নহে, কারণ, যড়হেই পৃষ্ঠ বিহিত বলিয়া জ্যোতিষ্টোমেই তাহা অনুবাদ। অতএব অন্যত্র উৎপন্ন অর্থাৎ উৎপত্তি-বিধিবোধিত যে পৃষ্ঠ শব্দ, তাহাই জ্যোতিষ্টোমে অনূদিত হইয়াছে। অপি চ জ্যোতিষ্টোমে পৃষ্ঠ বহু নহে কিন্ত একটি মাত্র।

দ্বয়োর্বিধিরিতি চেৎ ॥ ১০ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্বয়োঃ বিধিঃ"—দুইটিরই বিধি, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, জ্যোতিষ্টোমে রথন্তর এবং বৃহৎ এই দুইটি পৃষ্ঠস্তোত্র বিকল্পিত বলিয়া অতিদেশ-বিধিবলে এস্থলেও তাহা বিকল্পিতভাবে প্রাপ্ত হয়। সেই বিকল্পতার নিষেধ পূর্ব্বক তাহাদের সমুচ্চয় বিধান করিবার নিমিত্তই শ্রুতি বলিতেছেন "বিশ্বজিৎ সর্ব্বপৃষ্ঠো ভবতি।" কারণ, ইহা না বলিলে পৃষ্ঠত্ব এবং সর্ব্বত্ব উভয়ই বিধেয় হয় বলিয়া বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। অতএব 'বৃহৎ' সামের সহিত 'রথন্তর' সামের সমুচ্চয়ই বক্তব্য ; ইহাতে আর অনুবাদকৃত ব্যর্থতাপত্তি হয় না। ইতি আশঙ্কা।

ন ব্যর্থত্বাৎ সর্ব্বশব্দস্য ॥ ১১ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত মত সঙ্গত নহে, "সর্ব্বশব্দস্য ব্যর্থত্বাৎ"—যে হেতু ইহাতে 'সর্ব্ব' শব্দটি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আশঙ্কানিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্ত মতটি সঙ্গত নহে। কারণ, উহাতে 'সর্ব্ব' শব্দটি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। যে হেতু পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে বিকল্পিত 'রথন্তর' এবং 'বৃহৎ' এই দুইটি পৃষ্ঠেরই সমুচ্চয় হইতেছে বলিয়া 'সর্ব্ব' শব্দটিকে এখানে দ্বিত্ববোধক বলিতে হয়। কিন্তু সর্ব্বশব্দ বহুত্ব-বাচক। পক্ষান্তরে ষড়হে ছয়টি পৃষ্ঠ আছে বলিয়া তাহাদিগকে ধরিলেই উহার বাচ্যার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। অতএব এস্থলে সমুচ্চয় বিহিত হইতে পারে না। কিন্তু ষাড়হিক পৃষ্ঠগুলিরই অতিদেশ হইবে। ইতি ৩য় বিশ্বজিৎযাগে ষাড়হিক পৃষ্ঠের অতিদেশাধিকরণ।

তথাবভৃথঃ সোমাৎ ॥ ১২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "অবভৃথঃ"—অবভৃথ শব্দটি, "সোমাৎ"—সোমযাগ হইতে (ধর্ম্ম গ্রহণ করাইবে)।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে বরুণ-প্রঘাস-নামক যজ্ঞের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "বারুণ্যা নিষ্কাসেন তুষৈশ্চাবভৃথং যন্তি" অর্থাৎ "বরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আমিক্ষার ভাণ্ডলিপ্ত অবশিষ্ট অংশের সহিত এবং তুষের সহিত অবভৃথে যাইবে।" এই যে অত্রত্য 'অবভৃথ' শব্দ, ইহা সোমযাগীয় অবভৃথের ধর্ম্মাতিদেশক কি না ?—ইহাই সংশয়। যদি ইহা

সৌমিক ধর্ম্মের অতিদেশক হয়, তাহা হইলে এই বচনে সৌমিকাবভৃথধর্ম্মযুক্ত কর্ম্মান্তরই বিহিত হইয়াছে; আর তাহা না হইলে ইহাতে অতিদেশপ্রাপ্ত দর্শপূর্ণমাসসম্বন্ধীয় ব্যুৎসেকের অনুবাদপূর্ব্বক তুষনিষ্কাসই বিহিত হইয়াছে; কারণ, দর্শপূর্ণমাসে যে চতুর্দ্দিকে প্রণীতোদক ছড়াইয়া দিতে হয়, তাদৃশ ব্যুৎসেককে 'অবভৃথ' বলা হয়। আর দর্শপূর্ণমাস সকল ইষ্টিযাগেরই প্রকৃতি বলিয়া তাহার সেই ব্যুৎসেকও বরুণপ্রঘাসীয় ইষ্টিযাগে অতিদেশবলে প্রাপ্তই হইয়া থাকে। কাজেই এই বাক্যে তাহার আর বিধি হইতে পারে না। কারণ, তাহা অতিদেশবলে পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু অপ্রাপ্ত যে তুষনিষ্কাস, তাহাই বিহিত হইতেছে।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বালন, এস্থলে অবভৃথশব্দে দর্শপূর্ণমাসের ব্যুৎসেকেরই অনুবাদ করা হইয়াছে। কারণ, অবভৃথ বলিতে ব্যুৎসেকও অভিহিত হয়। যে হেতু দর্শপূর্ণমাসের উক্ত ব্যুৎসেককে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—"এষ বৈ দর্শ-পূর্ণমাসয়োরবভৃথঃ" অর্থাৎ এই যে ব্যুৎসেক, ইহা দর্শপূর্ণমাসের অবভৃথস্বরূপ।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বাধিকরণে যেমন প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, 'বড়হ' নামক যাগ হইতে যেমন পৃষ্ঠাসাম সকলের অতিদেশ হয়, এস্থলেও সেইরূপ সোমযাগ হইতে অবভৃথ কর্ম্মের ধর্ম্মসকল অতিদিষ্ট হইবে। আর তাহা হইলে এই বাক্যে পূর্ব্বাধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে সেই অতিদিষ্ট ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্মান্তরই মাসাগ্নিহোত্রন্যায়ে বিহিত হইয়াছে।

প্রকৃতেরিতি চেৎ ॥ ১৩ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রকৃতেঃ"—প্রকৃতির অর্থাৎ অবভৃথ শব্দে ইষ্টির প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাস যাগের যে উৎসেকের অনুবাদ তাহা নহে কেন ?, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উঠাইতেছেন—অবভৃথশব্দে দর্শপূর্ণমাসের ব্যুৎসেকের অনুবাদ হইবে না কেন ? ইতি আশঙ্কা।

ন ভক্তিত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, "ভক্তি-ত্বাৎ"—কারণ, উহা ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্ত আশঙ্কা সঙ্গত নহে; কারণ, দর্শপূর্ণমাসে যে ঋ্যুৎসেককে অবভৃথ বলা হইয়াছে, তাহা গৌণবাদ। কারণ, উদ্ভিদাদি শব্দের ন্যায় 'অবভৃথ' শব্দটিও বিধেয়ক্রিয়ার সহিত সামানাধিকরণ্যে অন্বিত হয় বলিয়া উহা নামধেয়। আর সৌমিক কর্ম্মে যেমন অংশত্রয়বতী অবভৃথভাবনা আছে, দর্শপূর্ণের ব্যুৎসেক কর্ম্মে তাহা তাদৃশভাবে বিহিত হয় নাই। আরও অবভৃথে আবশ্যক যে ধর্ম্মকলাপ, তাহা সৌমিককর্ম্মেই দৃষ্ট হয় কিন্তু দর্শপূর্ণমাসে দৃষ্ট হয় না বলিয়া সৌমিক অবভৃথই মুখ্য—দর্শপূর্ণমাসে যে ব্যুৎসেককে অবভৃথ বলা হয়, তাহা অপ্‌সম্বন্ধসাদৃশ্যে গৌণ বুঝিতে হইবে। ইতি আশঙ্কানিরাস।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ১৫ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসে অবভৃথশব্দ যে মুখ্য নহে, তাহার আরও হেতু এই যে, "নাম্বুর্দ্দং জুহোতি, ন সাম গায়তি, ন বা গমনমন্ত্রং জপতি" ইত্যাদি বাক্যে সোমযাগের অবভৃথে আম্বুর্দ্দহোম প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম্ম আছে, সেগুলি এ স্থলে বরুণপ্রঘাসীয় অবভৃথে নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর প্রাপ্তি বিনা প্রতিষেধ হইতে পারে না। আর প্রাপ্তি ঐ সৌমিককর্ম্ম হইতেই হইয়া থাকে, যে হেতু দর্শপূর্ণমাসে ঐগুলি নাই। এ কারণেও সৌমিক অবভৃথই মুখ্য। ইতি ৪র্থ অবভৃথনামের সৌমিকাবভৃথধর্ম্মাতিদেশকত্বাধিকরণ।

দ্রব্যাদেশে তদ্দ্রব্যঃ শ্রুতিসংযোগাৎ পুরোডাশস্ত্বনাদেশে তৎপ্রকৃতিকত্বাৎ ॥ ১৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্রব্যাদেশে"—দ্রব্যের উপদেশ থাকিলে, "তদ্দ্রব্যঃ" —অবভৃথ সেই দ্রব্যযুক্তই হইবে, "শ্রুতিসংযোগাৎ"—যে হেতু শ্রুতিসংযোগ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বচনের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে, "তু"—পক্ষান্তরে, "অনাদেশে"—দ্রব্যের উপদেশ না থাকিলে, "পুরোডাশঃ"—পুরোডাশই দ্রব্য;

"তৎপ্রকৃতিকত্বাৎ"—যে হেতু তাহাই অর্থাৎ সৌমিক অবভৃথই প্রকৃতি হয়। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। বরুণপ্রঘাসের যে অবভৃথ তাহা যে কর্ম্মান্তর, তাহা পূর্ব্বাধিকরণে স্থাপিত হইয়াছে। দ্রব্য এবং দেবতা এতদুভয়ের মেলনেই উহার কর্ম্মান্তরতা—যাগত্ব সম্ভব। সুতরাং ঐ অবভৃথে দ্রব্য কি ? অতিদেশপ্রাপ্ত প্রাকৃত পুরোডাশই কি উহার দ্রব্য অথবা তুষনিষ্কাসদ্বয়ই তাহার দ্রব্য, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এ স্থলে 'অবভৃত' শব্দটি যখন প্রাকৃত ধর্ম্মের গ্রাহক, তখন উহার প্রভাবেই প্রাকৃত পুরোডাশ এস্থলে দ্রব্যরূপে গৃহীত হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "পুরোডাশত্বনাদেশে"—দ্রব্য যদি উপদিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে অতিদেশবলে লক্ষণা স্বীকার করিয়া প্রকৃতিযাগের পুরোডাশই দ্রব্য হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে তুষনিষ্কাসদ্বয় যখন দ্রব্যরূপে উপদিষ্ট, তখন এই প্রত্যক্ষবচনের আনর্থক্য পরিহার করিতে হইলে এখানে তুষনিষ্কাসদ্বয়ই দ্রব্য হইবে। অন্যথা তুষনিষ্কাস বিশেষবিষয়ক বলিয়া নিরবকাশ, আর পুরোডাশ সামান্তবিষয়ক বলিয়া সাবকাশ হওয়ায় নিরবকাশের স্থানচ্যুতি ঘটিলে তদ্‌বিধায়ক শাস্ত্রই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। আর এখানে অপূর্ব্ব কর্ম্ম বিধেয় বলিয়া তুষনিষ্কাসদ্রব্যরূপ গুণবিশিষ্টরূপে বিহিত হয় বলিয়া গুণ বিধেয় হইলেও বাক্যভেদ হয় না। ইতি ৫ম বরুণ-প্রঘাসীয় অবভৃথের তুষনিষ্কাসদ্রব্যকত্বাধিকরণ।

গুণবিধিস্তু ন গৃহ্ণীয়াৎ সমত্বাৎ ॥ ১৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "গুণবিধিঃ"—দেবতারূপ গুণের বিধি, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "ন গৃহ্ণীয়াৎ"—ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না, "সমত্বাৎ—যে হেতু (প্রবৃত্তিনিমিত্তের) সমতা অর্থাৎ তুল্যতা রহিয়াছে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। আতিথ্যানামক ইষ্টিতে বৈষ্ণব (বিষ্ণুদেবতার উদ্দেশ্যে) নবকপাল বিহিত হইয়াছে। আবার রাজসূয়ে "বৈষ্ণবস্ত্রিকপালঃ" ইত্যাদি বাক্যে ত্রিকপাল বৈষ্ণবযাগ আছে। রাজসূয়গত এই বৈষ্ণবযাগ আতিথ্যাগত বৈষ্ণবযাগের ধর্ম্মঃগ্রহণ করিবে কি না ?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, মাসাগ্নিহোত্রন্তায়ে রাজসূয়গত বৈষ্ণবযাগ আতিথ্যাসম্বন্ধীয় নবকপাল বৈষ্ণবযাগ হইতে ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—'বৈষ্ণব'

এই পদে 'বিষ্ণু দেবতা যাহার' এইরূপ অর্থেই তদ্ধিতপ্রত্যয় হইয়াছে বলিয়া ইহা দ্বারা দেবতাসম্বন্ধই পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা হইতে অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না। একারণে, "গুণবিধিস্ত ন গৃহ্লীয়াৎ সমত্বাৎ"—এই দেবতারূপ গুণবিধি উভয়ত্র সমান বলিয়া একে অপরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। সুতরাং এখানে অতিদেশ হইবে না। যে হেতু গুণবৃত্তি অনুসারে যে অতিদেশ কল্পনা করা হয়, তাহা শ্রৌততদ্ধিতের দ্বারা বাধিত হয়। আর তদ্ধিত উভয় স্থলেই সমান। ইতি ৬ষ্ঠ বৈষ্ণব শব্দের সৌমিক আতিথ্যেষ্টি-ধর্ম্মানতি-দেশকত্বাধিকরণ।

নির্মন্থ্যাদিষু চৈবম্ ॥ ১৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "নির্মন্থ্যাদিষু চ"—নির্ম্মন্থ্য প্রভৃতি স্থলেও, "এবম্" —এইরূপ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অগ্নীষোমীয় পশুর প্রকরণে ধর্ম্মসংযুক্ত নির্মন্থ্য অগ্নি উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐ 'নির্মন্থ্য'শব্দটি কিন্তু অগ্নিচয়নপ্রকরণে "নির্মন্থ্যেনেষ্টকাঃ পচন্তি" ইত্যাদি বচনে ইষ্টকাপাকার্থে উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে সংস্কাররূপ ধর্ম্মসংযুক্ত বর্হিঃ এবং আজ্য উপদিষ্ট হইয়াছে। আর পশুযাগপ্রকরণে শ্রুতি উপদেশ করিতেছেন "বর্হিষা যূপাবট-মবস্তৃণাতি" অর্থাৎ "যূপের অবটে (গর্ত্তে) বর্হিঃ বিছাইয়া দিবে" এবং "আজ্যেন যূপমনক্তি" অর্থাৎ "আজ্য দিয়া যূপের অভ্যঞ্জন করিবে।" পশুপ্রকরণীয় ঐ 'নির্মন্থ্য', 'বর্হিঃ' এবং 'আজ্য' এই শব্দগুলি যথাক্রমে অগ্নিচয়ন এবং দর্শপূর্ণমাস-প্রকরণে উপদিষ্ট ধর্ম্মসকল অর্থাৎ সংস্কারকর্ম্মসকল অতিদেশবলে গ্রহণ করিবে কি না?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্ব অধিকরণের নিয়মের অতিদেশ করিয়া বলিতেছেন, "নির্মন্থ্যাদিষু চৈবম্"। সুতরাং পূর্ব্ব অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ এবং উত্তরপক্ষ এখানেও যোজনীয়। অতএব এস্থলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে পশুপ্রকরণীয় নির্মন্থ্য এবং বর্হিরাজ্য স্থলেও রূপসিদ্ধির নিমিত্ত ধর্ম্মাতিদেশ হইবে। আর সিদ্ধান্তীর মতানুসারে মুখ্য বৃত্তিবলে বিধি সম্ভব হইলে নামাতিদেশ পূর্ব্বক লক্ষণাসহকারে ধর্ম্মগ্রাহকতা স্বীকার্য্য নহে। আর অগ্নিমন্থন এবং বর্হির্লবন লোকপ্রসিদ্ধ বলিয়া তাহাতে শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম না থাকিলেও লৌকিক ধর্ম্মের দ্বারাই উভয়ই নিষ্পন্ন হইতে পারে। অতএব এস্থলে অতিদেশ হইবে না। ইতি ৭ম নির্মন্থ্যাদিশব্দের ধর্ম্মানতিদেশকত্বাধিকরণ।

সৌম্মিকং তু প্রণয়নমবাচ্যং হীতরৎ ॥ ১৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সৌমিকং—সৌমিকসদৃশ, "তু"—অধিকরণান্তর-সূচক, "প্রণয়নং"—প্রণয়ন, "হি"—যে হেতু, "ইতরৎ"—ইতর অর্থাৎ অপর অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসীয় প্রণয়ন, "অবাচ্যম্"—বাচ্য অর্থাৎ বিধেয় নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে চাতুর্মাস্যপ্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "দ্বয়োঃ প্রণয়ন্তি। তস্মাদ্ দ্বাভ্যামেতি"। এই যে দুয়ের প্রণয়ন ইহা কি সৌমিক অথবা দর্শপূর্ণমাসীয় ?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন 'সৌমিকং তু প্রণয়নম্"—ঐ যে প্রণয়ন উহা সৌমিক অর্থাৎ সোমযাগে যে ধর্ম্মসমেত অগ্নিপ্রণয়ন আছে, তাহাই উহার দ্বারা বিহিত হইয়াছে। কারণ, "অবাচ্যং হি ইতরৎ"—অপরটি অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসীয় প্রণয়নটি অতিদেশবলেই প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহার পুনর্বিধান হইতে পারে না। যে হেতু 'চাতুর্মাস্য' ইষ্টিযাগ বলিয়া দর্শপূর্ণমাসই তাহার প্রকৃতি। আর বিকৃতিতে প্রকৃতির ধর্ম্মসকলই যাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সোমযাগ চাতুর্মাস্যের প্রকৃতি নহে। একারণে তাহার ধর্ম্ম সকল চাতুর্মাস্যযাগে প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং উক্ত বাক্যে তাহারই বিধান হইয়াছে বলিলে তবেই বাক্যটি সার্থক হয়; অন্যথা উহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। আর দর্শপূর্ণমাসের প্রণয়ন নির্ধর্ম্মক কিন্তু সৌমিক প্রণয়ন ধর্ম্মসংযুক্ত। এজন্য প্রণয়নে সেই ধর্ম্মকলাপ প্রাপ্তির নিমিত্তই সৌমি-কেরই বিধি হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

উত্তরবেদিপ্রতিষেধশ্চ তদ্বৎ ॥ ২০ ॥

অক্ষরার্থ। "উত্তরবেদিপ্রতিষেধঃ চ"—উত্তরবেদির প্রতিষেধও, "তদ্বৎ"—তদ্রূপতাবোধক।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত প্রণয়নে যে সৌমিক ধর্ম্মের প্রাপ্তি—তাহার সপক্ষে পূর্ব্বপক্ষবাদী আরও হেতু দেখাইতেছেন এই যে, "ন বৈশ্বদেবে উত্তর-বেদিমুপবপন্তি। ন শুনাসীরীয়ে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে চাতুর্মাস্যের 'বৈশ্বদেব' এবং 'শুনাসীরীয়' এই পর্ব্বদ্বয়ে উত্তরবেদির নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা মোটে

প্রথমোত্তময়োঃ প্রণয়নমুত্তর-
বেদিপ্রতিষেধাৎ ॥ ২৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রথমোত্তময়োঃ প্রণয়নম্"—প্রথম এবং উত্তম অর্থাৎ অন্তিম পর্ব্বে প্রণয়ন হইবে, "উত্তরবেদিপ্রতিষেধাৎ"—যে হেতু উত্তরবেদির প্রতিষেধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। চাতুর্মাস্য যাগের যে চারিটি পর্ব্ব আছে, তাহার মধ্যে কোন্ পর্ব্বে এই প্রণয়ন কর্ত্তব্য—ইহা কি আদিম এবং অন্তিম পর্ব্বদ্বয়ে অনুষ্ঠেয় অথবা মধ্যমপর্ব্বদ্বয়ে সম্পাদনীয় ?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "প্রথমোত্তময়োঃ প্রণয়ম্"—প্রথম এবং অন্তিম বেদিতেই প্রণয়ন হইবে ; কারণ, "উত্তরবেদি-প্রতিষেধাৎ"—মধ্যম পর্ব্বদ্বয়ে উত্তরবেদিতে প্রণয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। যে হেতু "ন বৈশ্বদেবে উত্তরবেদিমুপবপন্তি। ন শুনাসীরীয়ে" ইত্যাদি বচনে শ্রুতি আদ্য বৈশ্বদেবে এবং অন্ত্য শুনাসীরীয়ে উত্তরবেদির নিষেধ করিতেছেন। আর অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ হয় না। উত্তরবেদি প্রণয়নেরই অঙ্গরূপে বিহিত। সুতরাং আদিম এবং অন্তিমে যখন উত্তরবেদিরূপ অঙ্গটির নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন উহার অঙ্গী যে প্রণয়ন তাহাও অবশ্যই সেখানে আছে। সুতরাং চতুর্ম্মাস্যের প্রথম এবং উত্তম এই দুইটি পর্ব্বেই প্রণয়ন বুঝিতে হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

মধ্যময়োর্ব্বা গত্যর্থবাদাৎ ॥ ২৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "মধ্যময়োঃ"—মধ্যম পর্ব্বদ্বয়ে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবর্ত্তক, "গত্যর্থবাদাৎ"—যে হেতু গতিবিষয়ক অর্থবাদ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, মধ্যম পর্ব্বদ্বয়ে অর্থাৎ 'বরুণপ্রঘাস' এবং 'সাকমেধ' এই দুইটি পর্ব্বেই প্রণয়ন হইবে। কারণ, "গত্যর্থবাদাৎ"—শ্রুতিমধ্যে "ঊরূ বা এতৌ যজ্ঞস্য বরুণপ্রঘাসাঃ সাকমেধাশ্চ" ইত্যাদি বচনে বরুণপ্রঘাস এবং সাকমেধকে ঊরুদ্বয়স্বরূপ বলা হইয়াছে। ঊরু গমনের সাধন ; আর "দ্বাভ্যামেতি" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে বলা হইয়াছে যে প্রণয়নদ্বয়ে যাইতে হয়—অথবা ঐ দুইটি ঊরু দ্বারা যজ্ঞ শেষস্থলে যায় অর্থাৎ

সঙ্গত হয় না যদি উহাতে সৌমিক ধর্ম্মের প্রাপ্তি না থাকে। আর 'চাতুর্ম্মাস্য' ইষ্টিপ্রকৃতিক বলিয়া এবং ইষ্টিযাগে উত্তরবেদি নাই বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত বচনকে সৌমিকধর্ম্মের প্রাপক বলিতে হয়; যে হেতু সোমযাগেই উত্তরবেদি থাকে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

প্রাকৃতং বাঽনামত্বাৎ ॥ ২১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রাকৃতং"—প্রাকৃত অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসীয় (প্রণয়ন হইবে), "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অনামত্বাৎ"—যে হেতু ইহা সৌমিক প্রণয়নের নামধেয় নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, 'প্রণয়ন' শব্দটি সৌমিক প্রণয়নের নামধেয় নহে যে উহা অগ্নিহোত্রন্যায়ে নামাতিদেশবলে ধর্ম্মগ্রাহক হইবে। কিন্তু উহা নির্ম্মন্থ্যাদিশব্দের ন্যায় লৌকিক অর্থেরই বাচক বলিয়া উহা প্রণয়নের অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে নয়নেরই বাচক। অতএব উহা নামধেয় নহে বলিয়া ধর্ম্মগ্রাহক হইতে পারে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

পরিসংখ্যার্থং শ্রবণং গুণার্থমর্থবাদো বা ॥ ২২ ॥

অক্ষরার্থ। "পরিসংখ্যার্থং"—পরিসংখ্যার জন্য, "শ্রবণম্"—শ্রবণ অর্থাৎ শাস্ত্রে উল্লেখ, "গুণার্থম্"—গুণবিধানের নিমিত্ত, "বা"—অথবা, "অর্থবাদঃ"—উহা অর্থবাদ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, প্রাপ্তের বিধি হইতে পারে না বলিয়া বাক্যটি অনর্থক হইয়া পড়ে, তাহার পরিহার বলিতেছেন "পরিসংখ্যার্থম্" ইত্যাদি। ঐ বাক্যটির দ্বারা চারিটির প্রণয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া উহা পরিসংখ্যাবিধি। আর প্রাপ্তেরই প্রতিষেধ হইয়া থাকে। যদি বলা হয়, পরিসংখ্যা ত্রিদোষগ্রস্ত বলিয়া অপকৃষ্ট হওয়ায় অস্বীকার্য্য; তাহা হইলে বলিব, উহা গুণবিধি। যদি বলা হয়, বিধীয়মান কোনও বিশেষ গুণও ত উপলব্ধ হইতেছে না ?, তাহা হইলে বলিব "অর্থবাদো বা"—ঐ বাক্যটি অর্থবাদ। এই অর্থবাদের প্রকার এবং উপযোগিতা পর পর সূত্রে প্রদর্শিত হইবে। ইতি ৮ম প্রণয়ন শব্দের সৌমিক প্রণয়নধর্ম্মানতিদেশকত্বাধিকরণ।

প্রথমোত্তময়োঃ প্রণয়নমুত্তর-
বেদিপ্রতিষেধাৎ ॥ ২৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রথমোত্তময়োঃ প্রণয়নম্"—প্রথম এবং উত্তম অর্থাৎ অন্তিম পর্ব্বে প্রণয়ন হইবে, "উত্তরবেদিপ্রতিষেধাৎ"—যে হেতু উত্তরবেদির প্রতিষেধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। চাতুর্মাস্য যাগের যে চারিটি পর্ব্ব আছে, তাহার মধ্যে কোন্ পর্ব্বে এই প্রণয়ন কর্ত্তব্য—ইহা কি আদিম এবং অন্তিম পর্ব্বদ্বয়ে অনুষ্ঠেয় অথবা মধ্যমপর্ব্বদ্বয়ে সম্পাদনীয় ?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "প্রথমোত্তময়োঃ প্রণয়ন্"—প্রথম এবং অন্তিম বেদিতেই প্রণয়ন হইবে ; কারণ, "উত্তরবেদি-প্রতিষেধাৎ"—মধ্যম পর্ব্বদ্বয়ে উত্তরবেদিতে প্রণয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। যে হেতু "ন বৈশ্বদেবে উত্তরবেদিমুপবপন্তি। ন শুনাসীরীয়ে" ইত্যাদি বচনে শ্রুতি আদ্য বৈশ্বদেবে এবং অন্ত্য শুনাসীরীয়ে উত্তরবেদির নিষেধ করিতেছেন। আর অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ হয় না। উত্তরবেদি প্রণয়নেরই অঙ্গরূপে বিহিত। সুতরাং আদিম এবং অন্তিমে যখন উত্তরবেদিরূপ অঙ্গটির নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন উহার অঙ্গী যে প্রণয়ন তাহাও অবশ্যই সেখানে আছে। সুতরাং চতুর্মাস্যের প্রথম এবং উত্তম এই দুইটি পর্ব্বেই প্রণয়ন বুঝিতে হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

মধ্যময়োর্ব্বা গত্যর্থবাদাৎ ॥ ২৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "মধ্যময়োঃ"—মধ্যম পর্ব্বদ্বয়ে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবর্ত্তক, "গত্যর্থবাদাৎ"—যে হেতু গতিবিষয়ক অর্থবাদ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, মধ্যম পর্ব্বদ্বয়ে অর্থাৎ 'বরুণপ্রঘাস' এবং 'সাকমেধ' এই দুইটি পর্ব্বেই প্রণয়ন হইবে। কারণ, "গত্যর্থবাদাৎ"—শ্রুতিমধ্যে "ঊরূ বা এতৌ যজ্ঞস্য বরুণপ্রঘাসাঃ সাকমেধাশ্চ" ইত্যাদি বচনে বরুণপ্রঘাস এবং সাকমেধকে ঊরুদ্বয়স্বরূপ বলা হইয়াছে। ঊরু গমনের সাধন ; আর "দ্বাভ্যামেতি" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে বলা হইয়াছে যে প্রণয়নদ্বয়ে যাইতে হয়—অথবা ঐ দুইটি ঊরু দ্বারা যজ্ঞ শেষস্থলে যায় অর্থাৎ

সমাপ্ত হয়। আর প্রণয়নদ্বয় সেই উরুরই বলবত্তাসাধক। সুতরাং সাধ্য-সাধনের সহাবস্থান আবশ্যক বলিয়া যেখানে সাধনস্বরূপ উরু আছে সেখানেই সাধ্যস্বরূপ গমন আবশ্যক। একারণে মধ্যমপর্ব্বদ্বয়ই গমনসাধন বলিয়া তাহাতেই গমনস্বরূপ প্রণয়নদ্বয় থাকিবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ঔত্তরবেদিকোঽনারভ্যবাদপ্রতিষেধঃ ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। "ঔত্তরবেদিকঃ"—উত্তরবেদিসম্বন্ধীয়, "অনারভ্যবাদ-প্রতিষেধঃ"—অনারভ্যপঠিত বিধির প্রতিষেধ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি প্রশ্ন করেন "ন বৈশ্বদেবে উত্তর-বেদিমুপবপন্তি" ইত্যাদি বচনে যে নিষেধ হইয়াছে, তাহার সার্থকতা কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন "ঔত্তরবেদিকঃ" ইত্যাদি। চাতুর্ম্মাস্যে "উত্তরবেদ্যাম্ অগ্নিং নিদধাতি" অর্থাৎ উত্তরবেদিতে অগ্নি রাখিবে—এই যে-শ্রুতিবাক্য পঠিত হয়, ইহা অনারভ্যাধীত বিধি। সুতরাং ইহা অবিশেষে পর্ব্বচতুষ্টয়েই প্রাপ্ত হয়। এজন্য তাহা নিষেধ করিয়া বলিতেছেন,—বৈশ্বদেব এবং শুনাসীরীয়ে উত্তরবেদি হইবে না। সুতরাং এতদনুসারে মধ্যম পর্ব্বদ্বয়েই উত্তরবেদির প্রাপ্তি হয় বলিয়া তাহাতেই অগ্নিদ্বয়ের প্রণয়ন হইবে। ইতি ৯ম মধ্যম পর্ব্বদ্বয়েই প্রণয়ননিয়মাধিকরণ *।

স্বরসামৈককপালামিক্ষং চ লিঙ্গদর্শনাৎ ॥ ২৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্বরসামৈককপালামিক্ষং চ"—স্বর সাম, এক-কপাল এবং আমিক্ষাও (যথাক্রমে গবাময়নের ও বৈশ্বদেবের ধর্ম্মগ্রাহক), "লিঙ্গদর্শনাৎ"—যে হেতু পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গ দৃষ্ট হয়। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে গবাময়ন নামক যাগে স্বরসাম সকল উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার অন্যত্র "পৃষ্ঠ্যঃ ষড়হঃ। দ্বৌ স্বরসামানৌ" ইত্যাদি বাক্যে স্বরসামদ্বয় উক্ত হইয়াছে। এই যে স্বরসামদ্বয় ইহা গবাময়নের স্বরসামের

---

* পূজ্যপাদ বার্ত্তিককার এস্থলে "প্রণয়নং তু সৌমিকম্" ইত্যাদি 'ঔত্তরবেদিকঃ অনারভ্যবাদপ্রতিষেধঃ' ইত্যন্ত সাতটি সূত্রে একটিমাত্র অধিকরণ স্বীকার করিয়াছেন। আর তাহার ফলে দুইটি সূত্রের অর্থেরও কিছু ব্যতিক্রম দেখাইয়াছেন। তন্মতে এস্থলে অপূর্ব্ব প্রণয়নই বিহিত হইয়াছে।

বিকার কি না ?—ইহাই সংশয়। এইরূপ চাতুর্ম্মাস্তের বৈশ্বদেবপর্ব্বে "বৈশ্বদেবী আমিক্ষা। দ্যাবাপৃথিব্য এককপালঃ" ইত্যাদি বচনে আমিক্ষা এবং এককপাল-দ্রব্য উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার স্থলান্তরে "মৈত্রাবরুণী আমিক্ষা। বারুণ এককপালঃ" ইত্যাদি বচনে আমিক্ষা এবং এককপালদ্রব্য উক্ত হইয়াছে। এই আমিক্ষা এবং এককপালদ্রব্য চাতুর্ম্মাস্তের বৈশ্বদেবপর্ব্বীয় আমিক্ষা এবং এক-কপালের বিকার কি না ?—ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ঐ যে স্থলান্তরে শ্রুত স্বরসাম, আমিক্ষা এবং এককপাল ঐগুলি গবাময়নের এবং বৈশ্বদেবের বিকার নহে। কারণ, ঐগুলি গুণবিধি বলিয়া কর্ম্মনামধেয় না হওয়ায় ষষ্ঠ অধিকরণে বিচারিত 'বৈষ্ণব' শব্দের ন্যায় এখানেও নামাতিদেশক হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে স্বরসাম, আমিক্ষা এবং এককপাল এই শব্দগুলি ধর্ম্মাতিদেশক হইবে। কেন না, তাহা না হইলে ষড়হে সপ্তদশ স্তোমের যে নৈরন্তর্য্য আছে, তাহা অতিদেশ বিনা উপপন্ন হয় না। এইরূপ মৈত্রাবরুণী আমিক্ষায় যে বাজিনেজ্যা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাও সঙ্গত হয় না। এই সমস্ত লিঙ্গদর্শন হইতে নির্ণীত হয় যে, ঐ শব্দগুলি নামাতিদেশক। ইতি সিদ্ধান্ত।

চোদনাসামান্যাদ্বা ॥ ২৭ ॥

অক্ষরার্থ। "চোদনাসামান্যাৎ বা"—চোদনার অর্থাৎ বিধির সামান্য অর্থাৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। স্বরসামাদি শব্দগুলি যে ধর্ম্মাতিদেশক তাহার আরও হেতু এই যে, উভয়স্থলেই স্বরসামত্ব, এককপালত্ব এবং আমিক্ষাত্ববিষয়ক চোদনার সামান্য অর্থাৎ সাদৃশ্য বা ঐকবিধ্য রহিয়াছে। একারণে অগ্রে অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বিতীয় সূত্রে যে নিয়ম বলা হইবে, তদনুসারে ঐ শব্দগুলি ধর্ম্মাতিদেশক। ইতি ১০ম স্বরসামাদিশব্দের ধর্ম্মাতিদেশকত্বাধিকরণ।

কর্ম্মজে কর্ম্ম যূপবৎ ॥ ২৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "কর্ম্মজে"—ক্রিয়াজন্য দ্রব্যে, "কর্ম্ম"—ক্রিয়া (কর্ত্তব্য হইবে), "যূপবৎ"—যূপের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "বাসো দদাতি

অনো দদাতি" অর্থাৎ "বস্ত্র দান করিবে, শকট দান করিবে।" ইহাতে 'বাসস্' শব্দ বান (বয়ন) এবং 'অনস্' শব্দ তক্ষণের (কাঠ চাঁচা ছোলা করার) অতিদেশক কি না ?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, যূপ বলিলে যেমন ছেদনভেদনাদি ক্রিয়া তাহার প্রবৃত্তির নিমিত্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ বাসস্ বলিলেও তন্তুবায় কর্ত্তৃক তন্তুবান (বয়ন) ক্রিয়া এবং অনস্ বলিলে বর্দ্ধকি (ছুতার) কর্ত্তৃক তক্ষণ ক্রিয়া তাহার প্রবৃত্তির নিমিত্ত। একারণে ঐ সকল শব্দ তত্তৎ ক্রিয়ার অতিদেশক হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

রূপং বাঽশেষভূতত্বাৎ ॥ ২৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "রূপং"—সিদ্ধরূপই (গ্রহণীয়), "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবর্ত্তক, "অশেষভূতত্বাৎ"—যে হেতু ক্রিয়া এখানে শেষভূত নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পাঠকাদিশব্দে যেমন ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াই প্রয়োগ করা হয়, এস্থলে সেরূপ ক্রিয়াবিশেষ প্রবৃত্তির নিমিত্ত নহে; কিন্তু আকৃতি অর্থাৎ জাতিই এখানে প্রবৃত্তির নিমিত্ত। যে হেতু বাসস্ অথবা অনস্ শব্দ গবাশ্বাদিশব্দের ন্যায় জাতিবাচী। একারণে এই শব্দগুলি ক্রিয়াতিদেশক হইবে না। ইতি ১১শ অনোবাসঃ প্রভৃতি শব্দের আকৃতিনিমিত্ততাধিকরণ।

বিশয়ে লৌকিকঃ স্যাৎ সর্ব্বার্থত্বাৎ ॥ ৩০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বিশয়ে"—সংশয়স্থলে, "লৌকিকঃ স্যাৎ"—লৌকিকই গ্রহণীয়, "সর্ব্বার্থত্বাৎ"—যে হেতু তাহা সকল প্রয়োজনসাধক।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে গর্গত্রিরাত্র প্রকরণে আজ্যদোহ সাম-প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—"অগ্নিমুপনিধায় স্তবীত" অর্থাৎ "অগ্নি রাখিয়া স্তোত্র করিবে।" এই যে উপনিধেয় অগ্নি ইহা বৈদিক কি লৌকিক, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, অসংস্কৃত লৌকিক অগ্নি দ্বারা বৈদিক কর্ম্ম হইতে পারে না বলিয়া ইহা বৈদিক অগ্নিই হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"বিশয়ে লৌকিকঃ স্যাৎ"—লৌকিক কি বৈদিক এতাদৃশ সন্দিগ্ধস্থলে লৌকিক অগ্নিই গ্রহণীয়। কারণ, "সর্ব্বার্থত্বাৎ" —লৌকিক অগ্নির দ্বারা অগ্নিসাধ্য সকল ক্রিয়াই সম্পন্ন হইতে পারে।

ন বৈদিকমর্থনির্দ্দেশাৎ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। "ন বৈদিকং"—বৈদিক অগ্নিদ্রব্য গ্রহণীয় নহে, "অর্থনির্দ্দেশাৎ"—কারণ, তাহার প্রয়োজন নির্দ্দেশ করা আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে যে বৈদিক অগ্নি গ্রহণীয় হইবে না তাহার আরও হেতু এই যে, বৈদিক অগ্নিতে যে যে কর্ম্ম করিতে হয় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আছে। একারণে তদতিরিক্ত কোন কর্ম্ম তাহাতে কর্ত্তব্য হইতে পারে না।

তথোৎপত্তিরিতরেষাং সমত্বাৎ ॥ ৩২ ॥

অক্ষরার্থ। "ইতরেষাম্"—অপর অগ্নিগুলির অর্থাৎ ধৈষ্ণ্য প্রভৃতি অগ্নিগুলির, "উৎপত্তিঃ"—উৎপত্তি, "তথা"—সেইরূপ অর্থাৎ আহবনীয়ের ন্যায়, "সমত্বাৎ"—যেহেতু প্রয়োজন উভয়েরই সমান।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন, আহবনীয় নাই হউক ধৈষ্ণ্য প্রভৃতি অগ্নিগুলি ত ঐ কার্য্যের উপযোগী হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন, আহবনীয়ের ন্যায় ধৈষ্ণ প্রভৃতি অগ্নিগুলিরও কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। যেহেতু "আহবনীয়ে জুহোতি"। 'গার্হপত্যে হবীংষি শ্রপয়তি' অর্থাৎ "আহবনীয় অগ্নিতে হোম করিবে, গার্হপত্য অগ্নিতে হবির্দ্রব্য সকল পাক করিবে" ইত্যাদি বচনে প্রত্যেকটি অগ্নির পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে। অতএব এ স্থলে লৌকিক অগ্নিই গ্রহণীয়। ইতি ১১শ গর্গত্রিরাত্রে লৌকিক অগ্নির উপনিধেয়ত্বাধিকরণ।

সংস্কৃতং স্যাৎ তচ্ছব্দত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সংস্কৃতং স্যাৎ"—(উপশয়দ্রব্য) সংস্কৃতদ্রব্যই হইবে, "তচ্ছব্দত্বাৎ"—যেহেতু সেই সংস্কারবাচক যুপশব্দ শ্রুত হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে যূপৈকাদশিনী সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছে, "উপশয়ো যূপো ভবতি" অর্থাৎ উপশয়টি যূপ হইবে। একাদশটি যূপের যে সমূহ বা সমষ্টি তাহাকে 'একাদশিনী' বলা হয়। ঐ এগারটি যূপের মধ্যে দশটি

যূপের পর দক্ষিণ দিকে অবস্থাপিত যে একাদশ যূপ তাহাকে উপশয় বলে। কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন "যদ্ দক্ষিণত উপশয়ঃ।" ঐ যে উপশয় নামক একাদশ যূপটি উহাতে অপর দশটি যূপের ন্যায় পরিব্যাণাদি সংস্কার হইবে কি না, সুতরাং উপশয়ে যে যূপশব্দের প্রয়োগ তাহা সংস্কারাতিদেশক কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, 'যূপ' এই শব্দটি যখন সংস্কারবাচক, আর উপশয়টিও যখন যূপ বলিয়া শ্রুতিমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে, তখন উহাতেও পরিব্যাণাদি সংস্কার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব ঐ উপশয়ে যে যূপশব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সংস্কারাতিদেশক। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ভক্ত্যা বাঽযজ্ঞশেষত্বাদ্ গুণানামভিধানত্বাৎ ॥ ৩৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ভক্ত্যা"—ভক্তিযোগে অর্থাৎ লক্ষণা অনুসারে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অযজ্ঞশেষত্বাৎ"—যে হেতু তাহা যজ্ঞের শেষ অর্থাৎ অঙ্গ নহে, "গুণানাম্ অভিধানত্বাৎ"—(তবে) কতকগুলি গুণবোধক বটে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, উপশয়ে পরিব্যাণাদি সংস্কার কর্ত্তব্য নহে; কারণ, ইহাতে সংস্কারের কোনও প্রয়োজন নাই। যে হেতু পশুনিয়োজনের জন্যই যূপে পরিব্যাণাদি সংস্কার করা হয়। আর কেবলমাত্র দশটি যূপেই পশুর নিয়োজনাদি করা হয়, কিন্তু একাদশ যে উপশয় তাহাতে পশু বন্ধন করা হয় না। সুতরাং উহা অযজ্ঞশেষ বলিয়া উহাতে সংস্কার নাই। তবে যে উহাকে যূপ বলা হয় তাহা "আদিত্যো যূপঃ" ইত্যাদির ন্যায় কতকগুলি গুণসাদৃশ্যে ভাক্ত প্রয়োগ অর্থাৎ গৌণ। আর অপরাপর যূপের ন্যায় ইহাতেও ছেদনাদি দুই একটি সংস্কার মন্ত্রবর্জ্জিতভাবে করা হইয়া থাকে। অতএব এ স্থলে যূপশব্দটি সংস্কারাতিদেশক নহে। ইতি ১২শ উপশয়ে যূপশব্দের সংস্কারানতিদেশকত্বাধিকরণ।

কর্ম্মণঃ পৃষ্ঠশব্দঃ স্যাৎ তথাভূতোপদেশাৎ ॥ ৩৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পৃষ্ঠশব্দঃ"—'পৃষ্ঠ' এই শব্দটি, "কর্ম্মণঃ স্যাৎ"—কর্ম্মের অর্থাৎ স্তোত্রকর্ম্মের বাচক হইবে, "তথাভূতোপদেশাৎ"—যে হেতু সেইরূপ উপদেশ অর্থাৎ শ্রুতিনির্দ্দেশ আছে অথবা সেই কর্ম্মের সহিত সাদৃশ্য আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অগ্নিচয়নপ্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "পৃষ্ঠৈরুপতিষ্ঠতে" অর্থাৎ পৃষ্ঠের দ্বারা উপস্থান করিবে। এস্থলের পৃষ্ঠশব্দটি কি জ্যোতিষ্টোমে যে পৃষ্ঠস্তোত্রনামক কর্ম্ম আছে তাহার ধর্ম্মাতিদেশক অথবা ইহা কেবলমাত্র ঋকের বোধক?—ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "কর্ম্মণঃ পৃষ্ঠশব্দঃ স্যাৎ"—এই যে 'পৃষ্ঠ'শব্দ ইহা কর্ম্মেরই বাচক। কারণ, জ্যোতিষ্টোমে মাধ্যন্দিনসবনে যে স্তোত্রকর্ম্ম আছে, পৃষ্ঠশব্দ সেই কর্ম্মেরই নামধেয়; ইহা প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদের তৃতীয় সূত্রে স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং সেই শব্দের সহিত এই পৃষ্ঠশব্দটির যখন নামসাম্য রহিয়াছে, তখন ইহাও অগ্নিহোত্র শব্দের স্তায় কর্ম্মান্তরের বাচক এবং নামাতিদেশবলে ধর্ম্মাতিদেশক হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অভিধানোপদেশাদ্ বা বিপ্রতিষেধাদ্ দ্রব্যেষু পৃষ্ঠশব্দঃ স্যাৎ ॥ ৩৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অভিধানোপদেশাৎ"—অভিধানোপদেশ আছে বলিয়া, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বিপ্রতিষেধাৎ"—বিরোধ হয় বলিয়া, "দ্রব্যেষু"—দ্রব্যে অর্থাৎ ঋক্‌দ্রব্যে, "পৃষ্ঠশব্দঃ স্যাৎ"—পৃষ্ঠশব্দ (প্রযুক্ত) হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পৃষ্ঠশব্দটি এখানে কর্ম্মবোধক নহে, কিন্তু মন্ত্রবাচক অর্থাৎ ঋক্‌বাচক। সুতরাং মাসাগ্নিহোত্রন্তায়ে উহা কর্ম্মবোধক হইতে পারে না। আরও, "পৃষ্ঠৈরুপতিষ্ঠতে" এইবাক্যের "উপতিষ্ঠতে" এইপদে যে আত্মনেপদের প্রয়োগ হইয়াছে তাহার বিরোধ হয় বলিয়াও ইহা কর্ম্মবোধক নহে, কিন্তু মন্ত্রবাচক। কারণ, "উপান্মন্ত্রকরণে" এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে মন্ত্রকরণক উপপূর্ব্বক স্থাধাতুর আত্মনেপদের বিধান থাকায় 'পৃষ্ঠ'কে এখানে মন্ত্রই বলিতে হয়। আর যদিও 'পৃষ্ঠ' শব্দটি স্তোত্রকর্ম্মের বাচক, তথাপি ইহা স্তোত্রের সাধনস্বরূপ রথন্তরাদি সামযুক্ত "অভি ত্বা শূর" ইত্যাদি মন্ত্রেরও লক্ষক। অতএব এস্থলে অভিধানোপদেশ হইয়াছে বলিয়া 'পৃষ্ঠশব্দ' ধর্ম্মাতিদেশক নহে। ইতি ১৪শ পৃষ্ঠশব্দের ঋক্‌মন্ত্রবাচিত্বাধিকরণ।

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ।

অথ সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥

ইতিকর্ত্তব্যতাঽবিধের্যজতেঃ পূর্ব্ববত্ত্বম্ ॥ ১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ইতিকর্ত্তব্যতাঽবিধেঃ"—ইতিকর্ত্তব্যতার বিধি না থাকিলে, "যজতেঃ"—যাগের, "পূর্ব্ববত্ত্বম্"—পূর্ব্ববত্ত্ব অর্থাৎ অন্যত্র বিহিত ইতিকর্ত্তব্যতাযুক্তত্ব হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপাদে নামাতিদেশ আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে আনুমানিক আতিদেশকবচনবোধিত ইতিকর্ত্তব্যতা আলোচিত হইবে। শ্রুতিমধ্যে "সৌর্য্যং চরুং নির্বপেদ্ ব্রহ্মবর্চ্চসকামঃ" এই অনারভ্যবিধি আছে। এ স্থলে ভাবনার "কিং" এবং "কেন" এই দুইটি অংশ অর্থাৎ ব্রহ্মবর্চ্চসরূপ সাধ্য বা ফল এবং সৌর্য্যযাগরূপ সাধন বা করণ উপদিষ্ট হইয়াছে কিন্তু 'কথম্ভাব' বা কোন কর্ম্মপদ্ধতি অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হয় নাই। সুতরাং এই সৌর্য্যচরুরূপ যাগে ইতি-কর্ত্তব্যতাত্মক ধর্ম্ম আছে কি না?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন,—ইতিকর্ত্তব্যতার প্রাপক শ্রুতিলিঙ্গাদি কোন প্রমাণ যখন নাই, তখন এ স্থলে ইতিকর্ত্তব্যতাও নাই।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—এ স্থলেও ইতিকর্ত্তব্যতা আছে; কারণ, ইহা ফলের উপায়স্বরূপ যাগ। এ স্থলেও যে ইতিকর্ত্তব্যতা আছে তাহা অনুমানের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। অনুমান যথা,—বিবাদাস্পদীভূত যাগ উপকরণসাপেক্ষ, যেহেতু তাহা করণ, যেমন লৌকিক ভোজনাদি এবং বৈদিক দর্শপূর্ণমাসাদি। অতএব যাহাদের ইতিকর্ত্তব্যতা শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রমাণের দ্বারা নিরূপিত হয় না সেই সমস্ত যাগেরও অতিদেশলভ্য ইতিকর্ত্তব্যতা অনুমিত হইবে। ইতি ১ম প্রত্যক্ষতঃ বিহিত ইতিকর্ত্তব্যতাশূন্য সৌর্য্যযাগাদি স্থলে ইতিকর্ত্তব্যতা-অতিদেশাধিকরণ।

স লৌকিকঃ স্যাদ্ দৃষ্টপ্রবৃত্তিত্বাৎ ॥ ২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সঃ"—তাহা অর্থাৎ সেই ইতিকর্ত্তব্যতারূপ ধর্ম্ম, "লৌকিকঃ স্যাৎ"—লৌকিক হইবে, "দৃষ্টপ্রবৃত্তিত্বাৎ"—যেহেতু তাহার প্রবৃত্তি অর্থাৎ অতিদেশ দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত সৌর্য্যচরুযাগে অপেক্ষিত যে বিধ্যন্ত অর্থাৎ

প্রধানবিধির শেষভূত অঙ্গকলাপ তাহা কি লৌকিক হইবে অথবা বৈদিক হইবে ?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "স লৌকিকঃ স্যাৎ"—তাহা লৌকিকই হইবে। কারণ ? "দৃষ্টপ্রবৃত্তিত্বাৎ"—যে হেতু বৈদিক বিধ্যন্ত প্রকরণ অনুসারে কর্ম্মবিশেষে নিবদ্ধ। কিন্তু এই সৌর্য্য যাগের ইতিকর্ত্তব্যতা সেভাবে নিবদ্ধ নাই। একারণে পার্ব্বণস্থালীপাকাদি স্থলে ঐ চরুর ইতিকর্ত্তব্যতা লৌকিকই হয় বলিয়া, তাহার অতিদেশ দৃষ্ট হওয়ায় এস্থলেও তাহাই হইবে।

বচনাত্তু ততোঽন্যত্বম্ ॥ ৩ ॥

অক্ষরার্থ। "বচনাৎ"—বিশেষ বচন বশতঃ, "তু"—প্রত্যুদাহরণার্থক, "ততঃ অন্যত্বম্"—তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইবে অর্থাৎ বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতাই হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সর্ব্বত্রই কি লৌকিক ইতিকর্ত্তব্যতা গ্রহণীয় হইবে ? ইহার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "বচনাৎ তু ততঃ অন্যত্বম্"—যে স্থলে বিশেষ বচন আছে, যেমন গৃহমেধীয় প্রভৃতি যাগে, তথায় বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতারই অতিদেশ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

লিঙ্গেন বা নিয়ম্যেত লিঙ্গস্য তদ্‌গুণত্বাৎ ॥ ৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গেন"—লিঙ্গের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞাপক বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতার দ্বারা, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "নিয়ম্যেত"—নিয়মিত অর্থাৎ ব্যবস্থিত হইবে, "লিঙ্গস্য তদ্‌গুণত্বাৎ"—যেহেতু তাদৃশ লিঙ্গই অপূর্ব্বরূপ প্রধানের গুণ বা নিষ্পাদক।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—অনুপদিষ্ট স্থলে লিঙ্গের দ্বারাই ইতিকর্ত্তব্যতা ব্যবস্থিত হইবে। আর বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতারই লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপকতা আছে। এ কারণে বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতাই তদুপদেশবিহীন সৌর্য্য-যাগাদিতে গ্রহণীয় হইবে। আর সৌর্য্য-চরু-স্থলে "প্রয়াজে প্রয়াজে কৃষ্ণলং জুহোতি" অর্থাৎ প্রত্যেক প্রযাজে কৃষ্ণল হোম করিবে, এই শ্রুতিবচনই তাহার লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক। কারণ, এস্থলে প্রযাজের অনুবাদ করিয়া কৃষ্ণলহোম বিধান করা হইয়াছে। আর প্রাপ্ত না হইলে অনুবাদ হয় না। আর আনুমানিক

অতিদেশবলেই এ স্থলে প্রযাজের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেহেতু "লিঙ্গস্থ তদ্গুণত্বাৎ"—ঐ প্রযাজাদিই বৈদিক অপূর্ব্বের গুণ অর্থাৎ নিষ্পাদক। অপরাপর যাগাদিস্থলে এই প্রকারের অন্যান্য জ্ঞাপক বেদবচন আছে। অতএব সৌর্য্যচরু প্রভৃতি স্থলে বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতাই গ্রহণীয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

অপি বাহন্যায়পূর্ব্বত্বাদ্ যত্র নিত্যানুবাদবচনানি স্যুঃ ॥৫॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "অন্যায়পূর্ব্বত্বাৎ"—ন্যায়পূর্ব্বক নহে বলিয়া, "যত্র"—যেখানে ঐ লিঙ্গ আছে তথায়, "নিত্যানুবাদবচনানি স্যুঃ"—ঐগুলি নিত্যানুবাদবচন হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, এতাদৃশ অনুপদিষ্টস্থলে লিঙ্গবলে বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতা ব্যবস্থিত হইতে পারে না। কারণ, লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বচনের প্রামাণ্য সেইখানে, যেখানে তাহার পরিপোষক ন্যায় আছে। এখানে সৌর্য্যচরুযাগাদিস্থলে উক্ত যে প্রযাজে কৃষ্ণলহোমবিধায়ক-বাক্য—তাহার পরিপোষক কোনও ন্যায় নাই। একারণে উহা নিশ্চায়ক নহে বলিয়া উহা দ্বারা অনুপদিষ্টস্থলে বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতা গ্রহণীয় হইতে পারে না। একারণে ঐ প্রকারের বচনগুলি নিত্যানুবাদ। সুতরাং সিদ্ধান্তী যে অনুমান দেখাইয়াছেন তাহা স্বরূপাসিদ্ধ। এ কারণে তদ্বলে ইতিকর্ত্তব্যতা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

মিথো বিপ্রতিষেধাচ্চ গুণানাং যথার্থকল্পনা স্যাৎ ॥৬॥

অক্ষরার্থ। "মিথঃ"—পরস্পর, "বিপ্রতিষেধাৎ চ"—বিপ্রতিষেধ হয় বলিয়াও, "গুণানাং"—গুণ সকলের অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্যতা সকলের, "যথার্থকল্পনা স্যাৎ"—যথার্থকল্পনা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। কেহ যদি আশঙ্কা উঠাইয়া বলেন যে,—বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতারও যখন লিঙ্গ রহিয়াছে এবং লৌকিক ইতিকর্ত্তব্যতাও যখন সম্ভব হইতে পারে, তখন উভয়ই গ্রহণীয় হউক না কেন? এই প্রকার আপত্তির উত্তরে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "মিথো বিপ্রতিষেধাচ্চ গুণানানাং যথার্থকল্পনা স্যাৎ"—এরূপ হইলে ঐ ইতিকর্ত্তব্যতারূপ গুণসকল বিরুদ্ধ হয় বলিয়া, কারণ, লৌকিক অথবা বৈদিক যে কোন ইতিকর্ত্তব্যতার একটির দ্বারাই আকাঙ্ক্ষা

চরিতার্থ হইলে অপরটি নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া যায় বলিয়া উভয়ই গ্রহণীয় হইতে পারে না, কিন্তু একটিই অবলম্বনীয় হয়। আর তাহা হইলে লৌকিক ইতিকর্ত্তব্যতাই দৃষ্টার্থক বলিয়া—তাহাই অবলম্বন করা উচিত। ইতি আশঙ্কা।

ভাগিত্বাত্তু নিয়ম্যেত গুণানামভিধানত্বাৎ সম্বন্ধাদভিধানবদ্ যথা ধেনুঃ কিশোরেণ ॥ ৭ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ভাগিত্বাৎ"—ভাগী অর্থাৎ অপূর্ব্বভাগী বলিয়া, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্তিসূচক, "নিয়ম্যেত"—নিয়মিত অর্থাৎ ব্যবস্থিত হইবে, "গুণানাম্ অভিধানত্বাৎ"—যেহেতু গুণসকলের অভিধানতা অর্থাৎ বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতার অভিধায়কতা অর্থাৎ বোধকতা আছে, "সম্বন্ধাৎ"—অপরাপর ইতিকর্ত্তব্যতার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া, "অভিধানবৎ"—অভিধানের ন্যায় অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি নামের ন্যায়, "যথা"—যেমন, "ধেনুঃ কিশোরেণ"—কিশোরশব্দের সহিত প্রয়োগ থাকিলে ধেনুশব্দটির অন্য অর্থ বুঝায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কার নিরাসকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—এ স্থলে লৌকিক ইতিকর্ত্তব্যতা গ্রহণীয় হইবে না, কিন্তু বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতাই ব্যবস্থিত হইবে। কারণ, বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতা সকলও প্রবৃত্তি সম্পাদন করে, অধিকন্তু সেগুলি অপূর্ব্বেরও হেতু হয়। সুতরাং তাদৃশ যে ইতিকর্ত্তব্যতা তাহার সহিত কৃষ্ণলবাক্যবোধিত প্রযাজাদির সম্বন্ধ রহিয়াছে অর্থাৎ প্রযাজ এবং অনুযাজগুলিই তাদৃশ ইতিকর্ত্তব্যতা। একারণে "অভিধানবৎ গুণানাম্ অভিধানত্বাৎ"—কৌণ্ডপায়িনাময়ন প্রভৃতি স্থলের অগ্নিহোত্রাদি অভিধান অর্থাৎ নাম যেমন স্থলান্তরে বিহিত তন্নামক কর্ম্মের ধর্ম্মগ্রাহক হয় অর্থাৎ ঐ একই নামের অপর যে কর্ম্ম নিত্যাগ্নি হোত্র,—যাহাতে সকল ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে—তদীয় সকল ধর্ম্মেরই গ্রাহক হয়, এই প্রযাজাদিগুলিও সেইরূপ গুণ অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্যতারই বৈদিকত্বের অভিধায়ক অর্থাৎ বোধক। একারণে এগুলি স্থলান্তরে বিহিত তাবৎ ইতিকর্ত্তব্যতাকেই এ স্থলেও আকর্ষণ করিবে অর্থাৎ এস্থলে প্রযাজের উল্লেখ থাকিলেও স্থলান্তরে সেই প্রযাজের সহচরিত অনুযাজ প্রভৃতি অপরাপর ইতিকর্ত্তব্যতাও

সৌর্য্যযাগে আসিবে। ইহার উদাহরণ দিতেছেন "যথা ধেনুঃ কিশোরেণ"—যেমন ধেনুশব্দ গোজাতির বাচক; কিন্তু কিশোরশব্দসাহচর্য্যে তাহা অশ্বজাতীয়াকেও বুঝায়। সেইরূপ এস্থলেও ইতিকর্ত্তব্যতা লৌকিক হইতে পারিলেও অদৃষ্টজনক ইতিকর্ত্তব্যতার সাহচর্য্যে তাহা বৈদিকই হইবে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন,—কৃষ্ণলবাক্য লিঙ্গমাত্র, উহা ন্যায়-পুষ্ট নহে, তাহাও সঙ্গত নহে। যেহেতু অপূর্ব্বজনকত্বই প্রযাজাদি বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতার প্রাপক। ইহাই এস্থলে ন্যায় অর্থাৎ যুক্তি। অতএব এতাদৃশ স্থলে বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতাই গ্রহণীয়। ইতি আশঙ্কানিরাস।

উৎপত্তীনাং সমত্বাদ্বা যথাধিকারং ভাবঃ স্যাৎ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। "উৎপত্তীনাম্"—(প্রযাজ এবং অনুযাজের) উৎপত্তিবাক্য সকল, "সমত্বাৎ"—সম অর্থাৎ তুল্যপ্রকার বলিয়া, "বা"—পক্ষব্যাবর্ত্তক, "যথাধিকারম্"—অধিকার অর্থাৎ প্রকরণ অনুসারে, "ভাবঃ স্যাৎ"—বিদ্যমানতা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় আশঙ্কা উঠাইয়া বলিতেছেন যে,—সৌর্য্যযাগে প্রযাজের লিঙ্গদর্শন আছে, সুতরাং সৌর্য্যযাগে তাহারই প্রাপ্তি হইবে। কিন্তু তন্মূলে অনুযাজাদি ইতিকর্ত্তব্যতার প্রাপ্তি হইতে পারে না। কারণ, অনুযাজ যদি প্রযাজের অঙ্গ হইত তাহা হইলে অঙ্গীর প্রাপ্তিতে অঙ্গেরও প্রাপ্তি হইতে পারিত। কিন্তু তাহা যখন—প্রযাজ এবং অনুযাজ উভয়েই যখন, এক প্রধানের অঙ্গ—উভয়েরই উৎপত্তিবাক্য যখন সমান, তখন প্রযাজের লিঙ্গদর্শনে অনুযাজাদি আসিতে পারে না। অতএব "যথাধিকারং ভাবঃ স্যাৎ"—অনুযাজাদিগুলি স্ব স্ব প্রকরণেই নিবদ্ধ থাকিবে; অতিদিষ্ট হইবে না। ইতি আশঙ্কা।

উৎপত্তিশেষবচনং চ বিপ্রতিষিদ্ধমেকস্মিন্ ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। "উৎপত্তিশেষবচনম্"—উৎপত্তি অর্থাৎ প্রধানকর্ম্মের উৎপত্তি এবং শেষের অর্থাৎ অঙ্গের বচন অর্থাৎ বিধি, "চ"—আরও, "বিপ্রতিষিদ্ধম্"—বিরুদ্ধ, "একস্মিন্"—একই স্থলে (বাক্যে)।

ভাষ্যভাবার্থ। কেহ যদি আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, ইতিকর্ত্তব্যতাবিহীন প্রধান যাগ যখন সম্ভব নহে, তখন প্রধানবিধিই ইতিকর্ত্তব্যতা সমেত প্রধান কর্ম্মের বিধায়ক হইবে; আর তাহা হইলে এস্থলে ঐ ইতি-কর্ত্তব্যতা বিধিবিহিত বলিয়া বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতাই গ্রহণীয় হয়। ইহার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—একই বাক্যে প্রধানকর্ম্মের উৎপত্তি এবং তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ, তাহা হইলে সেই ইতি-কর্ত্তব্যতাও প্রধান ফলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া পড়ে বলিয়া তাহাও ফলসম্বন্ধী সুতরাং প্রধান হইয়া পড়ে। আর একই পদার্থ যুগপৎ একই কর্ম্মে প্রধান এবং গুণ বা অপ্রধান হইতে পারে না, কারণ, ইহাতে বিরোধ হয়।

বিধ্যন্তো বা প্রকৃতিবচ্চোদনায়াং প্রবর্ত্তেত তথা হি লিঙ্গদর্শনম্ ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ। "বিধ্যন্তঃ"—বিধির অন্ত অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্যতা, "বা" —পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রকৃতিবৎ"—প্রকৃতিভূত কর্ম্মের ন্যায়, "চোদনায়াং" —সৌর্য্যযাগাদি বিধিস্থলে, "প্রবর্ত্তেত"—প্রবৃত্ত হইবে, "হি"—যে হেতু, "তথা"—সেইরূপ, "লিঙ্গদর্শনম্"—লিঙ্গদর্শন রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—সমস্ত ভাবনারই 'কিং', 'কেন' এবং 'কথম্' এই তিনটি আকাঙ্ক্ষারূপ অংশ আছে। তন্মধ্যে যাগ করণাকাঙ্ক্ষাপূরক এবং ব্রহ্মবর্চ্চস প্রভৃতি ফল সাধ্যাকাঙ্ক্ষাপূরক। আর যে কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষা তাহা লৌকিক ইতিকর্ত্তব্যতার দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে না। একারণে প্রযাজাদি লিঙ্গের দ্বারা সৌর্য্যযাগের প্রকৃতি যে দর্শপূর্ণমাসযাগ তাহারই ইতিকর্ত্তব্যতাসকল তৎপূরণযোগ্য বলিয়া উপস্থিত হয়। একারণে 'প্রকৃতিবৎ' এই পদ অধ্যাহার করিয়া তদ্দারাই সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে হয়। অতএব বিকৃতিযাগে বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতাই গ্রহণীয়।

লিঙ্গহেতুত্বাদলিঙ্গে লৌকিকং স্যাৎ ॥ ১১ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গহেতুত্বাৎ"—লিঙ্গই হেতু বলিয়া, "অলিঙ্গে"— লিঙ্গরহিতস্থলে, "লৌকিকং স্যাৎ"—লৌকিক বিধান হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—লিঙ্গই যখন ইতি-কর্ত্তব্যতার প্রাপক, তখন ইন্দ্রাগ্নযাগ প্রভৃতি যে যে স্থলে বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতার লিঙ্গ নাই, তথায় লৌকিক বিধিই হইবে।

লিঙ্গস্য পূর্ব্ববত্ত্বাচ্চোদনাশব্দসামান্যাদেকেনাপি নিরূপ্যেত যথা স্থালীপুলাকেন ॥ ১২ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গস্য পূর্ব্ববত্ত্বাৎ"—লিঙ্গের পূর্ব্ববত্ত্ব অর্থাৎ কারণান্তরসাপেক্ষতা আছে বলিয়া, "চোদনাশব্দসামান্যাৎ"—বেদবিধির সাদৃশ্য হেতু, "একেন অপি"—একটিমাত্র লিঙ্গের দ্বারাই, "নিরূপ্যেত" —(বিকৃতিযাগের ইতিকর্ত্তব্যতার বৈদিকত্ব) নিরূপিত হইবে, "যথা স্থালীপুলাকেন"—যেমন স্থালীস্থ (পাত্রস্থ) একটি পুলাক অর্থাৎ সিদ্ধ অন্নের দ্বারা সমস্ত অন্ন নিরূপিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—কেবল লিঙ্গই ধর্ম্মপ্রাপক নহে, কিন্তু বিধিপ্রত্যয় শ্রবণে 'কথং কুর্য্যাৎ' এই প্রকার যে আকাঙ্ক্ষা হয় তাহা 'দর্শপূর্ণমাসবৎ' অথবা 'পার্ব্বণবৎ' এই অংশের দ্বারা পূর্ণ হয়। আর এই প্রকারে যখন লৌকিক এবং বৈদিক উভয়প্রকার ইতিকর্ত্তব্যতাই উপস্থিত হয়, তখন লিঙ্গের দ্বারা বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতাই ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। আর সৌর্য্যযাগাদিরূপ কোন একস্থলে বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতার প্রাপ্তি অথবা কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষাপূরকত্ব ব্যবস্থিত হইলে তাহার পরিত্যাগের কোনও প্রমাণ না থাকায় স্থালীপুলাকন্যায়ে সর্ব্বত্র বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতারই প্রাপ্তি হইয়া থাকে, কোন কোন স্থলে লিঙ্গ না থাকিলেও তাহার বাধা হয় না। ইতি ২য় সৌর্য্যচরু প্রভৃতি স্থলে বৈদিক ইতিকর্ত্তব্যতারই অতিদেশ অধিকরণ।

দ্বাদশাহিকমহর্গণে তৎপ্রকৃতিত্বাদৈকাহিকমধিকাগমাৎ তদাখ্যং স্যাদেকাহবৎ ॥ ১৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অহর্গণে"—অহর্গণে অর্থাৎ গবাময়ন নামক যাগে, "দ্বাদশাহিকম্"—দ্বাদশাহ নামক যাগের ধর্ম্মসকল অতিদিষ্ট হইবে,

"তৎপ্রকৃতিত্বাৎ"—যেহেতু তাহা তৎপ্রকৃতিক অর্থাৎ দ্বাদশাহই অহর্গণের প্রকৃতি, "ঐকাহিকম্"—একাহসম্বন্ধযুক্ত নাম, "অধিকাগমাৎ"—অধিকাগমহেতু অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাধিক ধর্ম্ম (গুণ) আছে বলিয়া, "তদাখ্যং স্যাৎ"—তন্নামক হইবে, "একাহবৎ"—একাহযাগের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। আনুমানিক অতিদেশ এবং নামধেয়াতিদেশ ইহাদের প্রামাণ্য নিরূপণ করিয়া এক্ষণে ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রবল এবং কোন্‌টি দুর্ব্বল তাহাই এই অধিকরণে বিচারিত হইবে। শ্রুতিমধ্যে 'গবাময়ন' নামক যাগের প্রকরণে 'জ্যোতিঃ, গো এবং আয়ুঃ' ইত্যাদি নামে কতকগুলি যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐ জ্যোতিঃ প্রভৃতি যাগগুলি গণযাগের অন্তর্গত; আবার গণযাগে 'দ্বাদশাহ' নামক যাগের ধর্ম্মাতিদেশ হয়। সুতরাং তদনুসারে ঐ জ্যোতিঃ প্রভৃতি যাগগুলিতে দ্বাদশাহযাগের ধর্ম্মাতিদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার নামধেয় অনুসারে জ্যোতিঃ প্রভৃতি যাগগুলিতে একাহযাগের বিধ্যন্ত (ধর্ম্মাতিদেশ) প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এতাদৃশ স্থলে অতিদেশ প্রবল বলিয়া কি দ্বাদশাহযাগের ধর্ম্মসকলই অতিদেশবলে গ্রহণীয় হইবে অথবা নামধেয় প্রবল বলিয়া তদনুসারে একাহযাগের ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় হইবে?—ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—"দ্বাদশাহিকম্ অহর্গণে"—অহর্গণান্তর্গত উক্ত জ্যোতিঃপ্রভৃতি যাগে দ্বাদশাহযাগেরই বিধ্যন্ত গ্রহণীয় হইবে। কারণ, "তৎপ্রকৃতিত্বাৎ"—দ্বাদশাহ উহাদের প্রকৃতি; আর বিকৃতিযাগে প্রকৃতিযাগীয় ধর্ম্মই অতিদিষ্ট হয়। যদি বলা হয়, ইহাতে নামধেয়ের বাধ হইবে, তদুত্তরে বলিব,—না, তাহা হইবে না; কারণ, "ঐকাহিকম্ অধিকাগমাৎ"—একাহযাগীয় যে সমস্ত স্তোত্রশস্ত্রগুলি গণযাগে নাই, সেই অতিরিক্তগুলি নামধেয়াতিদেশবশতঃ জ্যোতিঃপ্রভৃতি যাগে প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলে আর একাহত্বের অর্থাৎ নামধেয়ের বাধ হইতে পারিবে না। ইহার উদাহরণস্বরূপে বলা যায়, "একাহবৎ"—যেমন একাহান্তর্গত যে জ্যোতির্যাগ তাহার একাহত্ব এবং একাহাতিরিক্ত জ্যোতিঃ-স্তোত্র থাকায় জ্যোতির্নামকত্ব সঙ্গত হয়, এস্থলেও সেইরূপ হইবে। সুতরাং "অধিকাগমাৎ তদাখ্যং স্যাৎ"—উক্ত অধিক ধর্ম্মের প্রাপ্তি অনুসারে উহার একাহত্বসূচক 'জ্যোতিঃ' এই নামধেয় সঙ্গতই হইয়া থাকে।

সূত্রের "একাহবৎ" ইহার অন্য প্রকারও ব্যাখ্যা হয়। যথা,—একাহ বিশ্বজিৎ যেমন ষাড়হিক পৃষ্ঠস্তোত্রযুক্ত হইলে 'ষড়হ' নামেও উল্লিখিত হয়, সেইরূপ

এখানেও গণান্তর্গত দ্বাদশাহিক জ্যোতিঃপ্রভৃতিগুলি একাহযাগীয় দ্বাদশাহাতিরিক্ত স্তোত্রশস্ত্রের সমাযোগে গৌণভাবে একাহনামে অভিহিত হইবে।

লিঙ্গাচ্চ ॥ ১৪ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন অনুসারেও (উহাদের দ্বাদশাহধর্ম্মবত্ত্ব প্রতীত হয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ অহর্গণান্তর্গত জ্যোতিরাদিযাগে যে দ্বাদশাহিক ধর্ম্মসকলই প্রাপ্ত হইবে তাহার আরও হেতু এই যে, উহার অর্থবাদবাক্যে "দ্বাভ্যাং লোমাবদ্যতি" ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া "যদ্ দ্বাদশোপসদো ভবন্তি" এই অংশে দ্বাদশটি 'উপসৎ' অভিহিত হইয়াছে। অথচ একাহযাগে তিনটি মাত্র 'উপসৎ' থাকে। সুতরাং দ্বাদশাহের ধর্ম্ম না থাকিলে ঐ দ্বাদশোপসত্ত্ববাক্য সঙ্গত হয় না বলিয়া অর্থবাদগত ঐ অংশের জ্ঞাপকতা হইতে ইহা নির্ণীত হয় যে, জ্যোতিঃপ্রভৃতি যাগগুলিতে দ্বাদশাহের ধর্ম্মই অতিদিষ্ট হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন বা ক্রত্বভিধানাদধিকানামশব্দত্বম্ ॥ ১৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ দ্বাদশাহিক ধর্ম্মের প্রাপ্তি হইবে না, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "ক্রত্বভিধানাৎ"—ক্রতুর অভিধান হইতে অর্থাৎ নামধেয় অতিদেশ হইতে (ধর্ম্ম প্রাপ্তি হইবে), "অধিকানাম্ অশব্দত্বম্"—যে হেতু অতিরিক্ত ধর্ম্মগুলির শব্দত্ব অর্থাৎ নামধেয়বোধিতত্ব নাই অর্থাৎ সেগুলি নামাতিদেশবলে বিহিত নহে কিন্তু বচনবলেই বিহিত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—এস্থলে অতিদেশ অনুসারে দ্বাদশাহিক ধর্ম্ম আদরণীয় নহে, কিন্তু নামধেয় অনুসারে একাহধর্ম্মই গ্রহণীয়। কারণ, আনুমানিক অতিদেশ অপেক্ষা নামধেয় অর্থাৎ নামাতিদেশ প্রবল; যেহেতু নামাতিদেশ প্রত্যক্ষনামবলে বিহিত হওয়ায় প্রত্যক্ষস্বরূপ হইতেছে। আর একাহযাগীয় অতিরিক্ত ধর্ম্মপ্রাপ্তি হওয়ায় জ্যোতিঃপ্রভৃতি যাগগুলির একাহত্ব সঙ্গত হয়, এইপ্রকার যাহা বলা হইয়াছিল, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, সেই অতিরিক্ত স্তোত্রশস্ত্রাদি ধর্ম্মগুলি নামধেয়বলে প্রাপ্ত নহে, কিন্তু সেগুলি

বচনবলেই লব্ধ। অতএব জ্যোতিঃপ্রভৃতি যাগে একাহযাগীয় ধর্ম্ম অর্থাৎ ইতি-কর্ত্তব্যতা গ্রহণীয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গং সংঘাতধর্ম্মঃ স্যাৎ তদর্থাপত্তের্দ্রব্যবৎ ॥ ১৬ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গম্"—দ্বাদশোপসত্ত্বরূপ লিঙ্গ, "সংঘাতধর্ম্মঃ স্যাৎ"—সংঘাতের অর্থাৎ অহঃসমূহের ধর্ম্ম হইবে, "তদর্থাপত্তেঃ"—যেহেতু ইহাতে তাহারই অর্থাৎ দ্বাদশাহেরই অর্থের আপত্তি অর্থাৎ প্রয়োজন বা ফলের প্রাপ্তি অর্থাৎ সাধকতা রহিয়াছে, "দ্রব্যবৎ"—দ্রব্যের ন্যায় অর্থাৎ ব্রীহিপ্রভৃতি দ্রব্যের স্থানে আগত নীবারাদি দ্রব্যের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে লিঙ্গদর্শন বলিয়াছেন, তাহার পরিহারকল্পে বলা হয় এই যে,—জ্যোতিঃপ্রভৃতি দ্বাদশটি উপসৎ বচনবলেই প্রাপ্ত হয়। ব্রীহির অপচার ঘটিলে তৎস্থানে নীবার গ্রহণ করা হইলে তাহাতে যেমন ব্রীহিসম্বন্ধীয় শ্রুত ধর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করা হয়, এস্থলেও সেইরূপ অহঃসংঘাতাত্মক গবাময়ন অহঃসঘাতাত্মক দ্বাদশাহের ফল সাধন করে বলিয়া উহা দ্বাদশাহস্থানীয়। এই কারণে, উহাতে যে দ্বাদশটি উপসৎ প্রাপ্ত হয় তাহা অতিদেশমূলক নহে কিন্তু বচনমূলক। সুতরাং এতদ্দৃষ্টান্তে উহার অতিদেশও যে দ্বাদশাহধর্ম্মপ্রাপক হইবে তাহা হইতে পারে না, কিন্তু তাহা স্বীয় প্রকৃতি যে একাহ, তাহা হইতেই ইতিকর্ত্তব্যতারূপ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। অতএব লিঙ্গদর্শনও এ পক্ষের বাধক নহে।

ন বাঽর্থধর্ম্মত্বাৎ সঙ্ঘাতস্য গুণত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পরিহার ঠিক নহে, "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "অর্থধর্ম্মত্বাৎ"—যেহেতু অর্থধর্ম্ম অর্থাৎ অপূর্ব্বধর্ম্ম, "সঙ্ঘাতস্য গুণত্বাৎ"—কারণ, সঙ্ঘাত গুণভূত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বসূত্রে মতান্তর অনুসারে লিঙ্গদর্শনের যে

পরিহার বলা হইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে বলা হইতেছে,—দ্বাদশাহ সঙ্ঘাতের ধর্ম্ম নহে ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে তাহা গবাময়ন যাগে আসিতে পারে না। কারণ, বিশেষ্যই কার্য্যান্বয়ী হইয়া থাকে কিন্তু বিশেষণ কার্য্যান্বয়ী হয় না। যেমন 'রাজপুরুষকে ডাক' বলিলে কেহ পুরুষের বিশেষণীভূত রাজাকে ডাকে না। সুতরাং এখানে সঙ্ঘাত অহর্গণের ধর্ম্ম বলিয়া তাহা বিশেষণ অর্থাৎ গুণভূত, আর অহঃ প্রধান বা বিশেষ্য। সুতরাং 'অহঃ'ই বলবৎ, কিন্তু সঙ্ঘাত বলবান্ নহে। আর তাহা হইলে গবাময়ন সঙ্ঘাতস্থানাপন্ন নহে বলিয়া তাহা সঙ্ঘাত অনুসারে যে দ্বাদশোপসত্ত্ব প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইতে পারে না।

অর্থাপত্তের্দ্রব্যেষু ধর্ম্মলাভঃ স্যাৎ ॥ ১৮ ॥

অক্ষরার্থ। "অর্থাপত্তেঃ"—অর্থাপত্তি অর্থাৎ তৎকারিতা প্রাপ্তি হয় বলিয়া, "দ্রব্যেষু"—নীবারাদি দ্রব্যে, "ধর্ম্মলাভঃ স্যাৎ"—ব্রীহিধর্ম্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বসূত্রে যে আপত্তি দেওয়া হইল, তাহাতে 'দ্রব্যবৎ' এই দৃষ্টান্তের পরিহার বলা হয় নাই। এই জন্য তৎপরিহারকল্পে বলিতেছেন—নীবারাদি প্রতিনিধি ব্রীহিপ্রভৃতি মুখ্যদ্রব্যের স্থানাপন্ন। কাজেই তাহাতে ব্রীহি প্রভৃতি মুখ্যদ্রব্যের ধর্ম্মপ্রাপ্তি হইতে বাধা হইতে পারে না।

প্রবৃত্ত্যা নিয়তস্য লিঙ্গদর্শনম্ ॥ ১৯ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রবৃত্ত্যা"—মুখ্য প্রবৃত্তি অনুসারে, "নিয়তস্য"—গবাময়নযাগে নিয়ত অর্থাৎ ব্যবস্থিত যে দ্বাদশোপসত্ত্ব তাহার, "লিঙ্গদর্শনম্"—লিঙ্গদর্শন।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তিমতে উক্ত লিঙ্গদর্শনের পরিহার কি তাহাই বলিতেছেন,—"প্রবৃত্ত্যা" ইত্যাদি। গবাময়নযাগে যে প্রথম অহঃ তাহা দ্বাদশাহিক ; দ্বাদশোপসত্ত্ব তাহারই ধর্ম্ম। আর ষড়ুপসত্ত্ব পরবর্ত্তী জ্যোতিঃ প্রভৃতিগুলির ধর্ম্ম। একারণে, দ্বাদশোপসত্ত্ব প্রথমপ্রাপ্ত অথচ মুখ্যের ধর্ম্ম বলিয়া তদ্দারা ষড়ুপসত্ত্ব বাধিত হয়। সুতরাং জ্যোতিঃপ্রভৃতিগুলিতে ঐকাহিক ধর্ম্ম হইলেও কোনও ক্ষতি নাই।

বিহারদর্শনং বিশিষ্টস্যানারভ্যবাদানাং
প্রকৃত্যর্থত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

অক্ষরার্থ । "বিহারদর্শনম্"—বিহারবিষয়ক লিঙ্গদর্শন, "বিশিষ্টস্য"—বিশিষ্টের, "অনারভ্যবাদানাং প্রকৃত্যর্থত্বাৎ"—যেহেতু অনারভ্যাধীত বিষয়গুলি প্রকৃতিগামী হয়।

ভাষ্যভাবার্থ । পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন,—জ্যোতিঃপ্রভৃতিগুলি দ্বাদশাহিকধর্ম্মবিশিষ্ট না হইলে যূপৈকাদশিনীতে যে বিহার উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই বিহারবিষয়ক যে লিঙ্গদর্শন তাহা সঙ্গত হয় না। ইহার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—অনারভ্যাধীত বিষয়গুলি প্রকৃতিগামী হয় বলিয়া তাহা সর্ব্বসোম-যাগের প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোমেই যায়। কিন্তু তথায় অহর্গণ নাই, তাহা দ্বাদশাহেই আছে। আর সেইরূপে উহা জ্যোতিষ্টোম হইতেই গবাময়নে আসিয়া থাকে। অতএব বিহারবিষয়ক লিঙ্গদর্শনও ঐগুলির দ্বাদশাহিকত্বের সাধক নহে। ইতি ৩য় গবাময়নে ঐকাহিকেতিকর্ত্তব্যতানুষ্ঠানাধিকরণ।

ইতি সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্থ পাদ।

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্‌যোগেন্দ্রনাথশর্ম্মশ্রীচরণান্তেবাসি-
শ্রীমৎক্ষেত্রমোহনবিদ্যারত্নাত্মজ-শ্রীভূতনাথ-শর্ম্মকৃত-
মীমাংসাভাষ্যভাবার্থানুবাদে

সপ্তম অধ্যায়।

অথ অষ্টমাধ্যায়স্য

প্রথমঃ পাদঃ

অথ বিশেষলক্ষণম্ ॥ ১ ॥

অক্ষরার্থ। "অথ"—সামান্যাতিদেশলক্ষণান্তর, "বিশেষলক্ষণম্" —বিশেষাতিদেশের লক্ষণ বর্ণিত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সপ্তম অধ্যায়ে সামান্যতঃ অতিদেশ আলোচিত হইয়াছে। অর্থাৎ তথায় সাধারণভাবে বলা হইয়াছে যে, যে সমস্ত কর্ম্মে ইতি-কর্ত্তব্যতার উপদেশ নাই, সেগুলিতে তৎসজাতীয় অন্য যে কর্ম্মে ইতিকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা হইতে সেই ইতিকর্ত্তব্যতা অতিদিষ্ট হইবে। তন্মধ্যে আবার বিধ্যন্তাধিকরণে (৭।৪।১ অধিকরণে) বলা হইয়াছে যে, সৌর্য্যযাগ প্রভৃতিতে আনুমানিক বচনবলে বৈদিকী ইতিকর্ত্তব্যতা প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে এই অষ্টম অধ্যায়ে তাহারই বিশেষ বিচারিত হইবে অর্থাৎ কোন্ কর্ম্মের কোন্ কোন্ ধর্ম্ম কোন্ কোন্ কর্ম্মে অতিদিষ্ট হইবে, তাহারই বিচার করা হইবে।

এক্ষণে সংশয় এই যে, বিশেষলক্ষণবিচার আরম্ভ করা উচিত কি না? তাহার জন্য ইহাও স্থির করিতে হইবে যে, একটি কর্ম্মে সকল কর্ম্মের ধর্ম্মের অতিদেশ হয় কি না। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন,—একটি কর্ম্মে একটি কর্ম্ম হইতে অথবা সকলকর্ম্ম হইতে বিকল্পিত ভাবে ধর্ম্মপ্রাপ্তি হইতে পারে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, নিয়ম সম্ভব হইলে বিকল্প স্বীকার করা অন্যায় বলিয়া একটি কর্ম্মে একটি কর্ম্ম হইতেই বিধ্যন্ত অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্যতারূপ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে। আর কোন্ কর্ম্মে কোন্ কর্ম্মের কোন্ কোন্ ধর্ম্মের অতিদেশ হইবে, তাহা বিশেষ বিচার বিনা অবগত হওয়া যায় না। অতএব বিশেষাতিদেশবিচারাত্মক বিশেষলক্ষণ আরম্ভ করা উচিত। ইতি ১ম প্রতিজ্ঞাধিকরণ (বিশেষচিন্তাধিকরণ)।

যস্য লিঙ্গমর্থসংযোগাদভিধানবৎ ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "যস্য"—যাহার অর্থাৎ আগ্নেয়াদি যে সমস্ত প্রকৃতি কর্ম্মের, "লিঙ্গম্"—চিহ্ন অর্থাৎ সদৃশ ধর্ম্ম (যে বিকৃতিভূতকর্ম্মে দৃষ্ট হয়,

সেই বিকৃতিভূতকর্ম্মে সেই সমস্ত প্রকৃতিভূত কর্ম্মের বিধ্যন্ত প্রাপ্ত হইবে), "অর্থসংযোগাৎ"—যেহেতু সেই বিধ্যন্তের সহিত সেই লিঙ্গরূপ অর্থের সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে, "অভিধানবৎ"—অভিধান অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি নামের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। কোন্ কর্ম্মের ধর্ম্ম কোন্ কর্ম্মে অতিদেশবলে প্রাপ্ত হইবে এই প্রকার সংশয় হইলে তদুত্তরে বলিতেছেন, "যস্ত লিঙ্গম্ অর্থসংযোগাৎ অভিধানবৎ"—যেমন অভিধান অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদিনাম নামসাদৃশ্য-বশতঃ ধর্ম্মপ্রাপক হয়, নিত্যাগ্নিহোত্রের ধর্ম্মসকল 'কৌণ্ডপায়িনাময়ন'গত মাসাগ্নিহোত্রে নামসাদৃশ্যে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আগ্নেয় প্রভৃতি যে যে প্রাকৃত কর্ম্মের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন অর্থাৎ সদৃশ ধর্ম্ম যে যে বিকৃতিভূত কর্ম্মে দৃষ্ট হয়, সেই-গুলিতে সেই সমস্ত বিধ্যন্ত অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্যতারূপ ধর্ম্ম যাইবে। যেমন "আগ্নেয়ম্ অষ্টাকপালং নির্ব্বপতি" এই বাক্যে 'আগ্নেয়' পদের তদ্ধিতে এক-দেবতাকত্ব, এবং 'নির্ব্বপতি' পদের দ্বারা ওষধিদ্রব্যকত্ব বুঝাইতেছে বলিয়া, যে যাগে ঐরূপ একটি দেবতা এবং ওষধিসম্ভূত দ্রব্য থাকিবে, তাহাতে ঐ আগ্নেয় যাগের ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইবে। এস্থলে সাধ্য এবং সাধন অর্থাৎ ফল এবং করণ অনাকাঙ্ক্ষিত বলিয়া তাহার অতিদেশ হইবে না, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত যে ইতিকর্ত্তব্যতা তাহাই অতিদিষ্ট হয়। কারণ, এস্থলে সাধ্য অর্থাৎ ফল ব্রহ্মবর্চ্চস স্ববাক্যবোধিত এবং সেই ফলের সাধন যে সৌর্য্যযাগ—তাহাও স্ববাক্যবোধিত; সুতরাং উভয়ই উৎপত্তিবাক্যবোধিত বলিয়া তচ্ছ্রবণে তদাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়া যায়। কিন্তু অশ্রুত ইতিকর্ত্তব্যতারই আকাঙ্ক্ষা থাকে। "সৌর্য্যং চরুং নির্ব্বপেৎ" এস্থলে 'সৌর্য্যপদের তদ্ধিতে একদেবতাকত্ব এবং 'নির্ব্বপেৎ' পদে ঔষধদ্রব্যকত্ব বুঝাইতেছে বলিয়া সৌর্য্যযাগে আগ্নেয়যাগের ধর্ম্ম অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয়। আর এস্থলে ঐ ধর্ম্মসাদৃশ্যে 'আগ্নেয়বৎ সৌর্য্যঃ অনুষ্ঠেয়ঃ' এইপ্রকার অতিদেশবাক্য অনুমিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেকটির নাম ধরিয়া ধরিয়া অতিদেশনির্দ্দেশ করিতে গেলে গৌরব-দোষ হয় বলিয়া বৃত্তিকার ভগবান্ উপবর্ষ বলিয়াছেন, "প্রকৃতিবৎ বিকৃতিঃ কর্ত্তব্যঃ"; ইহাই সাধারণ অতিদেশবাক্য। এই সামান্যবাক্যে যে অতিদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহাই সমগ্র অষ্টম অধ্যায়ে বিশেষভাবে বিবৃত করা হইবে। কারণ, কোনও বিষয় সংক্ষেপতঃ বলিয়া পুনরায় বিস্তৃত করিয়া বলাই বিদ্বদ্ব্যবহার। এই জন্য কথিত আছে—

"ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্"

সুতরাং "যস্ত লিঙ্গম্ অর্থসংযোগাৎ" এই সূত্রে সাধারণতঃ বলা হইল যে, যে কর্ম্মের সহিত যে কর্ম্মের সাদৃশ্য আছে, তাহারই ধর্ম্ম তাহাতে যাইবে। একারণে সৌর্য্যযাগে যে নিয়মে আগ্নেয়ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, সেই নিয়ম অনুসারে অনেক (একাধিক) দেবতাযুক্তযাগে অগ্নীষোমীয় অথবা ঐন্দ্রাগ্ন যাগের বিধ্যন্ত, আজ্যদ্রব্যযুক্তযাগে উপাংশুযাজের ধর্ম্ম, পয়, দধি, আমিক্ষা প্রভৃতি দ্রব্যযুক্ত-যাগে এবং দৈক্ষপশু (অগ্নীষোমীয়) যাগে সান্নায্যের ইতিকর্ত্তব্যতা, অপরাপর পশুযাগে দৈক্ষপশুযাগের বিধ্যন্ত, একাদশিনসকলে সবনীয় পশুর বিধ্যন্ত, অন্যান্য পশুগণে একাদশিনের ইতিকর্ত্তব্যতা, অব্যক্তযাগ সকলে অর্থাৎ যে সমস্ত যাগের উৎপত্তিবাক্যে দ্রব্য অথবা দেবতা কোনটিই তদ্ধিতাদি দ্বারা বিহিত হয় নাই তাদৃশ যাগে সোমযাগের ধর্ম্মসকল, অহর্গণে এবং সত্রে দ্বাদশাহ-যাগের এবং সম্বৎসরাদি যাগে গবাময়নযাগীয় বিধ্যন্ত অতিদিষ্ট হইয়া থাকে। ইতি ২য় বিশেষকর্ম্মের ধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

প্রবৃত্তিত্বাদিষ্টেঃ সোমে প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ॥ ৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রবৃত্তিত্বাৎ"—প্রবৃত্তি অর্থাৎ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া, "সোমে"—সোমযাগে, "ইষ্টেঃ প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ"—ইষ্টির অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসযাগীয় ইতিকর্ত্তব্যতার, "প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ"—প্রবৃত্তি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সোমযাগে ঐষ্টিক বিধ্যন্ত অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসযাগীয় ইতিকর্ত্তব্যতা হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "ইষ্টেঃ সোমে প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ"—সোমযাগে ইষ্টিযাগীয় অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসযাগীয় বিধ্যন্ত অর্থাৎ প্রযাজাদি ইতিকর্ত্তব্যতা প্রাপ্ত হইবে। কারণ, "প্রবৃত্তিত্বাৎ"—সোমযাগের প্রারম্ভে যে দীক্ষণীয়া ইষ্টি এবং অন্তে যে অবভৃথেষ্টি করিতে হয়, তাহাতে ঐ ইতিকর্ত্তব্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যাহা প্রারম্ভযাগে করা হয় এবং অন্তেও করা হয়, মধ্যে তাহা অনুক্ত হইলেও বিবক্ষিত হইয়া থাকে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বচন দেখা যায় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বপক্ষ দৃঢ় করিবার জন্য বলিতেছেন "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"। সোমযাগ সম্বন্ধে শ্রুতিমধ্যে "তস্য একশতং প্রযাজানুযাজা ইজ্যন্তে" এই বাক্যে সোমযাগে প্রযাজ এবং অনুযাজ উক্ত হইয়াছে। প্রযাজ এবং অনুযাজ ইষ্টিযাগেরই ধর্ম্ম বলিয়া সোমযাগে যদি ইষ্টিযাগীয় বিধ্যন্ত প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে ঐ শ্রুতিবাক্যটি সঙ্গত হয় না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

কৃৎস্নবিধানাদ্ বাহপূর্ব্বত্বম্ ॥ ৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "কৃৎস্নবিধানাৎ"—সমগ্র বিধান আছে বলিয়া, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অপূর্ব্বত্বম্"—অপূর্ব্বত্ব অর্থাৎ পূর্ব্ব যে প্রাকৃত ইতিকর্ত্তব্যতা তদভাববত্ব।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সোমে "অপূর্ব্বত্বম্"—কোন পূর্ব্বযাগের ইতিকর্ত্তব্যতা প্রাপ্ত হইবে না, কাজেই ঐষ্টিক বিধ্যন্তও আসিবে না। কারণ, "কৃৎস্নবিধানাৎ"—তাহাতে সমগ্র অঙ্গ উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ইতিকর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা নাই। ইতি সিদ্ধান্ত।

স্রুগভিঘারণাভাবস্য চ নিত্যানুবাদাৎ ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। "স্রুগভিঘারণাভাবস্য"—স্রুগভিঘারণ না করা, "চ"—আরও, "নিত্যানুবাদাৎ"—নিত্যানুবাদ বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন, সোমে ইষ্টি-ধর্ম্ম সকল প্রাপ্ত হয় না। কারণ, শ্রুতিমধ্যে "ঘৃতং বৈ দেবা বজ্রং কৃত্বা সোমমঘ্নন্ স্রুচৌ বাহূ। তস্মাৎ স্রুচি সোমহবির্নাসাদ্যতে। ন সোমমাজ্যেনাভিঘারয়ন্তি" এই শ্রুতিবাক্যে "ন সোমমাজ্যেনাভিঘারয়ন্তি" এই অংশে সোমে যে আজ্যাভিঘারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা মোটেই সঙ্গত হয় না যদি সোমে ইষ্টিধর্ম্মের প্রাপ্তি না থাকে। যেহেতু প্রাপ্তেরই প্রতিষেধ হইয়া থাকে; সোমে যদি আজ্যাভিঘারণ প্রাপ্ত না থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতিষেধ হইতে পারে না। আর যদি উহা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে সোমে ইষ্টিধর্ম্মের অতিদেশ হয় ইহা স্বীকার করিতে হয়, যে হেতু আজ্যাভিঘারণ ইষ্টিরই ধর্ম্ম। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "স্রুগভিঘারণস্য চ নিত্যানুবাদাৎ"—এই যে নিষেধাত্মক স্রুগভিঘারণবিষয়ক বাক্য অর্থাৎ স্রুক্-

পাত্রের দ্বারা হবির্দ্রব্য ধারণ না করা এবং অভ্যাভিঘারণ না করা উক্ত হইয়াছে, উহা নিত্যানুবাদ।

বিধিরিতি চেৎ ॥ ৭ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "বিধিঃ"—উহা বিধিবাক্য, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, উহা অনুবাদ নহে কিন্তু বিধি। (আশঙ্কা)

ন বাক্যশেষত্বাৎ ॥ ৮ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষীর উক্তি সঙ্গত নহে, "বাক্যশেষত্বাৎ"—কারণ, উহা বাক্যশেষ হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর আপত্তির পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "ন"—উহা বলা সঙ্গত নহে অর্থাৎ উহাকে বিধি বলা সমীচীন নহে; কারণ, "বাক্যশেষত্বাৎ"—পূর্ব্বাপর বাক্যের পর্য্যালোচনায় অবধারিত হয় যে, উহা অর্থবাদ। (ইতি আশঙ্কা নিরাস)

শঙ্কতে চানুপোষণাৎ ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। "শঙ্কতে"—আশঙ্কা করা হইতেছে, "চ"—যে হেতু, "অনুপোষণাৎ"—অনুপোষণ লইয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইয়া বলিতেছেন —সোমযাগে যদি ইষ্টিযাগীয় ধর্ম্মের অতিদেশ হয়; তাহা হইলে "যদনুপোষ্য প্রযায়াদ্ গ্রীববদ্ধ মেনমমুষ্মিল্লোঁকে নেনীয়েরন্" এই শ্রুতিবাক্যে যে অনুপোষণ লইয়া আশঙ্কা উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ, দর্শপূর্ণমাসযাগীয় বিধ্যন্তে উপোষণ নিয়ত অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া অনুপোষণের আশঙ্কাই উঠিতে পারে না।

দর্শনমৈষ্টিকানাং স্যাৎ ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ। "দর্শনম্"—লিঙ্গদর্শন, "ঐষ্টিকানাং স্যাৎ"—ইষ্টিপ্রকৃতিক অঙ্গকর্ম্মগুলির সম্বন্ধ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। আর পূর্ব্বপক্ষবাদী সোমে ঐষ্টিকবিধ্যন্ত দেখাইবার জন্য "তস্যৈকশতং প্রযাজানুযাজা ইজ্যন্তে" এই শ্রুতিবাক্যের যে লিঙ্গদর্শন উপন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতেও সোমযাগের ঐষ্টিকবিধ্যন্ততা প্রমাণিত হয় না। কারণ, "দর্শনম্ ঐষ্টিকানাং স্যাৎ"—সোমযাগে দীক্ষণীয়া প্রভৃতি যে সমস্ত ইষ্টি-প্রকৃতিক অঙ্গকর্ম্ম আছে, সেইগুলিতেই প্রযাজ-অনুযাজ আছে বলিয়া অঙ্গের গুণের সহিত অঙ্গীর সম্বন্ধ উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন 'বাজপেয়' যাগে যূপ আবশ্যক নাই কিন্তু তাহার অঙ্গেই (অঙ্গভূত পশুযাগেই) যূপ আবশ্যক, অথচ শ্রুতি বলিতেছেন "বাজপেয়স্য যূপঃ" (ইহা ৩।১।১৮) সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে) ; এ স্থলেও সেইরূপ সোমে ঐষ্টিকবিধ্যন্ত না থাকিলেও তাহার অঙ্গ কর্ম্মে যে প্রযাজানুযাজাদিরূপ ঐষ্টিকবিধ্যন্ত আছে, তাহাকেই "তস্য একশতম্" ইত্যাদি বাক্যে সোমের ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। অতএব সোমযাগে ঐষ্টিক বিধ্যন্ত নাই। ইতি ৩য় সোমে ঐষ্টিকধর্ম্মানতিদেশাধিকরণ।

ইষ্টিষু দর্শপূর্ণমাসয়োঃ প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ॥ ১১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ইষ্টিষু"—ইষ্টিযাগসকলে, "দর্শপূর্ণমাসয়োঃ"—দর্শ-পূর্ণমাসের (ইতিকর্ত্তব্যতার), "প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ"—প্রবৃত্তি হইবে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "ঐন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ প্রজাকামঃ" ইত্যাদি বাক্যে যে ঐন্দ্রাগ্ন প্রভৃতি যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কি দর্শপূর্ণমাস এবং সোমযাগের ইতিকর্ত্তব্যতা সকল বিকল্পে প্রাপ্ত হইবে অথবা তাহাতে কেবল দর্শপূর্ণমাসেরই ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এরূপ স্থলে ইচ্ছানুসারে বিকল্পিত ভাবে উভয়েরই বিধ্যন্ত প্রাপ্ত হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "ইষ্টিষু দর্শপূর্ণমাসয়োঃ প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ"—ইহা ইষ্টিযাগ ; একারণে ইহাতে কেবলমাত্র দর্শপূর্ণমাসেরই বিধ্যন্ত প্রাপ্ত হইবে। ইহার বিশেষ বিবরণ "বস্য লিঙ্গম্" (৮।১।২) ইত্যাদি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইতি ৪র্থ ঐন্দ্রাগ্ন প্রভৃতিতে ঐষ্টিকধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

পশৌ চ লিঙ্গদর্শনাৎ ॥ ১২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "পশৌ চ"—পশুযাগেও (দর্শপূর্ণমাসীয় বিধ্যন্ত হইবে), "লিঙ্গদর্শনাৎ"—যে হেতু তাদৃশ লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয়। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নীষোমীয় পশুযাগে কি দর্শপূর্ণমাসীয় ইতি-কর্ত্তব্যতা যাইবে অথবা তাহাতে সোমযাগীয় বিধ্যন্ত প্রাপ্ত হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ইষ্টিযাগীয় বিধ্যন্তের বোধক যে নির্ব্বাপ, কপাল প্রভৃতি সেগুলি অগ্নীষোমীয় পশুযাগে না থাকায় তাহাতে দর্শপূর্ণমাসের ধর্ম্ম যাইবে না, কিন্তু তাহা সোমযাগান্তর্গত বলিয়া সোমযাগেরই ইতিকর্ত্তব্যতা গ্রহণ করিবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "পশৌ চ লিঙ্গদর্শনাৎ"—ইষ্টিযাগের স্তায় অগ্নীষোমীয় পশুযাগেও দর্শপূর্ণমাসের ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইবে। কারণ, "একাদশ প্রযাজান্ একাদশানূযাজান্" ইত্যাদি বাক্যে পশুযাগে যে প্রযাজানুযাজ কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত তাহাই ইহার জ্ঞাপক। যে হেতু, ইষ্টিযাগেই প্রযাজ ও অনুযাজ দৃষ্ট হয়। এইরূপ "ধ্রৌবমাজ্য মাঘার্য্য জুহ্বা পশুমনক্তি" এই বাক্যে যে আজ্যাভি-ঘারণ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাও ইহার জ্ঞাপক। কারণ, আজ্যাভিঘারণ ইষ্টিযাগেরই ধর্ম্ম। ইতি ৫ম অগ্নীষোমীয় পশুতে দর্শপূর্ণমাসিক ধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

দৈক্ষস্তু চেতরেষু ॥ ১৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দৈক্ষস্তু"—দৈক্ষ অর্থাৎ দীক্ষাসম্বন্ধীয় অগ্নীষোমীয় পশুর ধর্ম্ম, "চ"—কিন্তু, "ইতরেষু"—অপরাপর পশুযাগে (অতিদিষ্ট হইবে)। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সবনীয়, আনুবন্ধ্য, নিরূঢ় প্রভৃতি পশুতে কি দার্শপূর্ণমাসিক ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইবে অথবা তাহাতে অগ্নীষোমীয় পশুর ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে দর্শপূর্ণমাসের ধর্ম্মই সকল পশুযাগে প্রাপ্ত হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "দৈক্ষস্তু চ ইতরেষু"—অগ্নীষোমীয় পশু ছাড়া অন্ত সকল পশুযাগ মাত্রেই দৈক্ষপশুর অর্থাৎ "যো দীক্ষিতো যদগ্নীষোমীয়ং পশুমালভতে" ইত্যাদি

বাক্যবোধিত দীক্ষাসম্বন্ধীয় যে অগ্নীষোমীয় পশু তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা প্রাপ্ত হইবে। কারণ, আলম্ভ, বপাপ্রচার প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি পশুযাগমাত্রের অসাধারণ ধর্ম্ম। আর সেগুলি অগ্নীষোমীয় পশুতেই সমগ্রভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব দৈক্ষ (অগ্নীষোমীয় পশু) পশুযাগমাত্রের প্রকৃতি। ইতি ৬ষ্ঠ সবনীয়াদি পশুতে অগ্নীষোমীয় ধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

ঐকাদশিনেষু সৌত্যস্য দ্বৈরশন্যস্য দর্শনাৎ ॥ ১৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ঐকাদশিনেষু"—ঐকাদশিনপশুগুলিতে, "সৌত্যস্য" —সৌত্য অর্থাৎ সুত্যাসম্বন্ধীয় অর্থাৎ সবনীয় পশুর (ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইবে), "দ্বৈরশন্যস্য দর্শনাৎ"—যে হেতু সবনীয় পশুর অসাধারণ ধর্ম্ম যে দ্বৈরশন্য অর্থাৎ রশনাদ্বয়যুক্তত্ব তাহা ঐকাদশিন পশুতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "কৃষ্ণশীর্ষা আগ্নেয়া" ইত্যাদি বাক্যে যে ঐকাদশিন পশুযাগ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কি দৈক্ষপশুর বিধ্যন্ত অতিদিষ্ট হইবে অথবা সৌত্য অর্থাৎ সবনীয় পশুর ইতিকর্ত্তব্যতা প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন,—বদান্য ধনীকে ছাড়িয়া ক্ষুধাপীড়িত ব্যক্তি যেমন অপর এক স্বসদৃশ ভিক্ষুকের নিকট যাচ্ঞা করে না, সেইরূপ ধনিকস্থানীয় সর্ব্বাঙ্গযুক্ত দৈক্ষপশুযাগকে ছাড়িয়া অনুপদিষ্টাখিলধর্ম্ম সবনীয় পশুযাগের নিকট ঐকাদশিন পশু ইতিকর্ত্তব্যতাপ্রার্থী হইতে পারে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ঐ প্রকার উপমা সঙ্গত হইত যদি দৈক্ষ পশুর ইতিকর্ত্তব্যতা ঐকাদশিনপশুযাগে না থাকিত। কিন্তু রশনাদ্বয়বিষয়ক যে ইতিকর্ত্তব্যতা—যাহা অগ্নীষোমীয় পশুতে নাই (কারণ, তথায় একরশনাই বিহিত), তাহা যখন দৈক্ষপশুতে নাই কিন্তু সবনীয় পশুতেই আছে, তখন তাহাই ঐকাদশিনপশুতে সবনীয়ধর্ম্মপ্রাপ্তির জ্ঞাপক। যে হেতু "অগ্নিষ্ঠা যে যে রশনে আদায় দ্বাভ্যামেকৈকং যুপং পরিব্যয়তি" ইত্যাদি বাক্য ঐকাদশিনে সৌত্যধর্ম্মপ্রাপ্তির লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক; যেহেতু উভয়েই পশুযাগ এবং উভয়েই সুত্যাকালীন। ইতি ৭ম ঐকাদশিনপশুতে সবনধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

তৎপ্রবৃত্তির্গণেষু স্যাৎ প্রতিপশু যূপদর্শনাৎ ॥ ১৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "গণেষু"—পশুগণযাগ সকলে, "তৎপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ" —ঐকাদশিনধর্ম্মের প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি হইবে, "প্রতিপশু যূপদর্শনাৎ" যে হেতু প্রত্যেকটি পশুর জন্য যূপরূপ লিঙ্গ দৃষ্ট হয়। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "বসন্তে ললামাংস্ত্রীন্ বৃষভানালভেত" ইত্যাদি বাক্যে যে ললামাদি পশুগণযাগ বিহিত হইয়াছে, তাহাতে কি অগ্নীষোমীয় পশুর ধর্ম্মসকল অতিদিষ্ট হইবে অথবা তাহাতে ঐকাদশিন বিধ্যন্ত প্রাপ্ত হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এস্থলে ঐকাদশিনের বিশেষলিঙ্গ যে রশনাদ্বিত্ব প্রভৃতি তাহা যখন নাই, তখন মূল প্রকৃতি যে দৈক্ষপশু তাহারই বিধ্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া উচিত। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "তৎপ্রবৃত্তিঃ গণেষু স্যাৎ"—এই সমস্ত গণযাগে ঐকাদশিন বিধ্যন্তেরই প্রবৃত্তি হইবে। কারণ. "প্রতিপশু যূপদর্শনাৎ"—এস্থলে প্রত্যেক পশুর যূপপ্রাপ্তিরূপ লিঙ্গ দৃষ্ট হয়। অভিপ্রায় এই যে, "যৎ ত্রিষু যূপেষু আলভেত" ইত্যাদি বাক্যে যূপত্রয়ের নিষেধ করিয়া "একযূপে আলভতে" এই অংশে প্রত্যেক পশুর জন্য এক একটি যূপ বিধান করা হইয়াছে। আর অপ্রাপ্তের নিষেধ হয় না বলিয়া এস্থলে যূপত্রয়ের প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। আর ঐকাদশিনবিধ্যন্ত বিনা যূপত্রয়ের প্রাপ্তি হয় না। একারণে এই বাক্যের জ্ঞাপকতা অনুসারে গণযাগে ঐকাদশিনের ধর্ম্মপ্রাপ্তি নির্ণীত হইয়া থাকে। ইতি ৮ম পশুগণে ঐকাদশিনধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

অব্যক্তাসু তু সোমস্য ॥ ১৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অব্যক্তাসু"—অব্যক্ত ইষ্টি সকলে, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "সোমস্য"—সোমযাগের (ইতিকর্ত্তব্যতা অতিদিষ্ট হয়)। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "অভিজিতা যজেত", "বিশ্বজিতা যজেত" ইত্যাদি বাক্যে যে সমস্ত যাগ বিহিত হইয়াছে, তাহাদের উৎপত্তিবাক্যে দেবতার উল্লেখ নাই। সেগুলিতে কি ইষ্টিযাগের ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইবে অথবা সেগুলিতে

সোমযাগের ইতিকর্ত্তব্যতা প্রাপ্ত হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এরূপ স্থলে যখন কোনও নিয়ামক দৃষ্ট হইতেছে না, তখন দর্শপূর্ণমাসরূপ ইষ্টিযাগ অথবা সোম যাগ ইহাদের কোন একটির ইতিকর্ত্তব্যতা বিকল্পিত ভাবে প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "অব্যক্তাসু সোমস্য" —অব্যক্ত ইষ্টি সকলে সৌমিক ধর্ম্মই অতিদিষ্ট হয়, যে হেতু সোমযাগের সহিত এইগুলির অব্যক্ততারূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে। যে যাগে উৎপত্তিবাক্যে দেবতা অভিহিত হয় নাই, তাহাকে অব্যক্ত যাগ বলে। সুতরাং উৎপত্তিবাক্যে রূপরাহিত্যই অব্যক্তত্ব। আর দ্রব্য এবং দেবতা এই দুইটিই যাগের রূপ। আর "সোমেন যজেত", "জ্যোতিষ্টোমেন যজেত" এস্থলে কর্ম্মোৎপত্তিবাক্যে দেবতারহিতভাবেই যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে। ইতি ৯ম অব্যক্তযাগে সৌমিক ধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

গণেষু দ্বাদশাহস্য ॥ ১৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "গণেষু"—অহর্গণাত্মক যাগসকলে, "দ্বাদশাহস্য"—দ্বাদশাহযাগের ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হয়। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। দ্বিরাত্রাদি শতরাত্রপর্য্যন্ত অহর্গণসাধ্য যে সমস্ত অহর্গণযাগ আছে, সেগুলিতে এবং গবাময়নে কি সৌমিক ধর্ম্মের প্রাপ্তি হইবে অথবা দ্বাদশাহযাগের বিধ্যন্ত অতিদিষ্ট হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—ঐ সমস্ত অহর্গণ যখন অব্যক্ত যাগ, তখন পূর্ব্বাধিকরণের নিয়মানুসারে ঐগুলিতে সোমধর্ম্মেরই অতিদেশ হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"গণেষু দ্বাদশাহস্য"—এতাদৃশ স্থলে দ্বাদশাহের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে। কারণ, দ্বাদশাহযাগে অব্যক্তত্ব আছে ; অধিকন্তু অহঃসঙ্ঘাতাত্মক গণত্ব, দ্বাদশদীক্ষাত্ব এবং 'অহঃ' শব্দের ষষ্টিঘটিকাবোধকত্বরূপ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, আর দ্বিরাত্রাদি শতরাত্র পর্য্যন্ত অহর্গণাত্মক যাগেও ঐ অব্যক্তত্ব, গণত্ব, দ্বাদশদীক্ষাত্ব এবং 'রাত্রি'শব্দের ষষ্টিঘটিকা-বোধকত্ব রহিয়াছে। পক্ষান্তরে সোমযাগে কেবল অব্যক্তত্বই আছে কিন্তু গণত্বাদি নাই। একারণে ঐগুলিতে সোমযাগের বিধ্যন্ত হইবে না, কিন্তু দ্বাদশাহের বিধ্যন্তই প্রাপ্ত হইবে। ইতি ১০ম অহর্গণে দ্বাদশাহিকধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

গব্যস্য চ তদাদিষু ॥ ১৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "গব্যস্য"—গবাময়নের (ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইবে), "চ"—অধিকরণান্তরসূচক, "তদাদিষু"—তাদৃশযাগসকলে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে 'আদিত্যানাময়ন', 'ভপস্বিনাময়ন' ইত্যাদি যে সমস্ত যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে, সেগুলিতে কি দ্বাদশাহের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে অথবা গবাময়নের ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইবে, এই প্রকার সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন, অহর্গণত্বাদি সাদৃশ্য অনুসারে সেগুলিতে দ্বাদশাহিকধর্ম্মেরই প্রাপ্তি হইবে—তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "গব্যস্ত চ তদাদিষু"—তাদৃশ আদিত্যানাময়ন প্রভৃতি যাগে 'গব্য' যাগের অর্থাৎ গবাময়নযাগের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে। "গাবো বা এতৎ সত্র-মাসত" ইত্যাদি অর্থবাদশ্রুতিবাক্য অনুসারে 'গব্য' শব্দে এখানে 'গো' সম্বন্ধী গবাময়ন অভিহিত হইয়াছে। এতাদৃশ স্থলে যে গবাময়ন যাগের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে তাহার কারণ, গবাময়নের ন্যায় আদিত্যানাময়ন প্রভৃতিতেও সম্বৎসরসাধ্যত্ব, মহাব্রতসম্বন্ধীয় ধর্ম্মযুক্তত্ব প্রভৃতি সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ইতি ১১শ সম্বৎসরসত্রে গবাময়নিকধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

নিকায়িনাঞ্চ পূর্ব্বস্যোত্তরেষু প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ॥ ১৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "নিকায়িনাং চ"—নিকায়িনামক যাগসকলের, "পূর্ব্বস্য"—প্রথমের ধর্ম্মসকলের, "উত্তরেষু প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ"—উত্তরাংশগুলিতে প্রাপ্তি হইবে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে 'সাত্তক্র', 'সাহস্র' ইত্যাদি নামে কতকগুলি অব্যক্ত যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, অনেকদিন-সাধ্য অনেকগুলি যাগ 'সাত্তক্র' ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। ঐ যাগগুলির মধ্যে যেটি প্রথমানুষ্ঠেয় কেবল সেইটিরই ইতিকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, অপর গুলির হয় নাই। একারণে অবশিষ্ট যাগগুলি কি সৌমিক বিধ্যন্ত প্রাপ্ত হইবে অথবা প্রথমটিরই ইতিকর্ত্তব্যতা গ্রহণ করিবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ঐ যাগগুলি যখন অব্যক্তলিঙ্গক তখন "অব্যক্তাসু তু সোমস্য" এই নিয়মানুসারে সৌমিক ধর্ম্মই প্রাপ্ত হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "নিকায়িনাং পূর্ব্বস্য উত্তরেষু প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ"—নিকায়িনামে অভিধেয় ঐ সমস্ত সাত্তক্র প্রভৃতি যাগে প্রথমটির ইতিকর্ত্তব্যতা শেষের গুলিতে অতিদিষ্ট হইবে। কারণ, উহাদের পূর্ব্বটির সহিত পরবর্ত্তীগুলির একনামত্ব এবং একসত্ত্ববর্ত্তিত্বরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইতি ১২শ নিকায়িগণের উত্তরগুলিতে পূর্ব্বধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

কর্ম্মণস্তপ্রবৃত্তিত্বাৎ ফল-নিয়মকর্তৃসমুদায়স্যানন্বয়-
স্তদ্বন্ধনত্বাৎ ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "কর্ম্মণঃ"—প্রধানকর্ম্মের, "অপ্রবৃত্তিত্বাৎ"—প্রবৃত্তি অর্থাৎ অতিদেশ হয় না বলিয়া, "ফল-নিয়ম-কর্তৃ-সমুদায়স্ত"—ফল, নিয়ম, কর্ত্তা এবং সমুদায়ের, "অনন্বয়ঃ"—অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ হইবে না, "তদ্বন্ধনত্বাৎ"—যেহেতু তাহার সহিত অর্থাৎ প্রধানের সহিত সেইগুলির বন্ধন রহিয়াছে অর্থাৎ সেগুলি প্রধানসম্বদ্ধ হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রকৃতিভূত ইষ্টিতে স্বর্গরূপ ফল, যাবজ্জীবিকত্বরূপ নিয়ম, স্বর্গকামরূপ কর্ত্তা এবং আগ্নেয়াদি যাগষট্‌করূপ সঙ্ঘাত—এই চারিটি পদার্থ রহিয়াছে। সৌর্য্যাদি বিকৃতিযাগে ঐ চারিটিরই অতিদেশ হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, প্রকৃতিসম্বন্ধিত্বই যখন অতিদেশের নিয়ামক তখন "ইষ্টিষু দর্শপূর্ণমাসয়োঃ" ইত্যাদি নিয়মানুসারে যেমন প্রকৃতিযাগের ধর্ম্মসকল অতিদিষ্ট হয় সেইরূপ ফল, নিয়ম, কর্ত্তা এবং সমুদায় এই সবগুলিও সৌর্য্যাদি বিকৃতিযাগে প্রাপ্ত হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "ফলনিয়মকর্তৃসমুদায়স্ত অনন্বয়ঃ"—বিকৃতিযাগে ফল, নিয়ম, কর্ত্তা এবং সমুদায় এইগুলির অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ বা প্রাপ্তি হইবে না। "কর্ম্মণঃ অপ্রবৃত্তিত্বাৎ তদ্বন্ধনত্বাৎ"—প্রধানকর্ম্ম বিকৃতিতে অনাকাঙ্ক্ষিত বলিয়া তথায় তাহার প্রাপ্তি হইতে পারে না। আর প্রধান কর্ম্মের প্রাপ্তি না হইলে তৎসম্বদ্ধ ফল, নিয়ম, কর্ত্তা এবং সমুদায়েরও প্রাপ্তি হইতে পারে না। আরও, আকাঙ্ক্ষাবশতঃই বিকৃতিতে প্রকৃতিযাগের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিকৃতিযাগে সাধ্য যে ফল এবং সাধন যে যাগ তদুভয়ই উপদিষ্ট বলিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা না থাকায় সেগুলি প্রকৃতিযাগ হইতে গ্রহণীয় হইতে পারে না। কিন্তু কেবলমাত্র যে ইতিকর্ত্তব্যতা অংশ তাহা সেখানে উপদিষ্ট না থাকায় তাহারই আকাঙ্ক্ষা থাকে; একারণে কেবল তাহারই প্রাপ্তি হয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রবৃত্তৌ চাপি তাদর্থ্যাৎ ॥ ২১ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রবৃত্তৌ অপি"—প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি হইলেও, "তাদর্থ্যাৎ চ"—অন্ত প্রয়োজনে ব্যাপৃত বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন "প্রবৃত্তৌ অপি তাদর্থ্যাৎ চ"—যদিও বিকৃতিযাগে ফলনিয়মাদির প্রাপ্তি হয়, তথাপি সেগুলি প্রয়োজনান্তরে ব্যাপৃত বলিয়া তথায় তাহাদের দ্বারা কোনও উপকার সাধিত হয় না; সুতরাং তথায় সেগুলির প্রাপ্তি ব্যর্থ। কারণ, তত্রত্য ফলের দ্বারা পুরুষের উপকার হয় বলিয়া কর্ম্মের তাহাতে প্রয়োজন নাই। এইরূপ, নিয়ম কর্ত্তৃসংস্কারক; এবং কর্ত্তা স্বর্গকামনাবান্ বলিয়া এই দুইটির দ্বারাও কর্ম্মের কোনও উপকার সাধিত হয় না। এইরূপ সমুদায়ও কর্ম্মোপকারক নহে, কিন্তু তাহা স্বর্গরূপ ফলেরই উপকারসাধক। অতএব প্রয়োজনান্তরে ব্যাপৃত ঐগুলির প্রাপ্তি বিকৃতিতে নিষ্প্রয়োজন।

অশ্রুতিত্বাচ্চ ॥ ২২ ॥

অক্ষরার্থ। "অশ্রুতিত্বাৎ চ"—শ্রুতি নাই বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন, প্রযাজাদির যদি অতিদেশ হয়, তাহা হইলে ফলাদিরও অতিদেশ হইবে না কেন?—তাহা হইলে বলিব "অশ্রুতিত্বাৎ"—প্রযাজাদিগুলি আকাঙ্ক্ষিত বলিয়া তাহাদের যে প্রাপ্তি তাহা আকাঙ্ক্ষাপূরকস্বরূপে শ্রুতিমূলক; কিন্তু ফলাদিগুলি আকাঙ্ক্ষিত না হওয়ায় তাহাদের প্রাপ্তি শ্রুতিমূলক নহে। অতএব ফল, নিয়ম, কর্ত্তা এবং সমুদায় এগুলির অতিদেশ হইতে পারে না। ইতি ১৩শ ফলাদির অনতিদেশাধিকরণ।

গুণকামেষ্বাশ্রিতত্বাৎ প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ॥ ২৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "গুণকামেষু"—গুণসকলে, "আশ্রিতত্বাৎ"—আশ্রিত বলিয়া, "প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ"—প্রবৃত্তি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে "চমসেনাপঃ প্রণয়েৎ। গোদোহনেন পশুকামস্ত" ইত্যাদিবাক্যে পশ্বাদি ফলবিশেষের উদ্দেশ্যে যে গোদোহনপাত্রাদি অপ্‌প্রণয়নাদির নিমিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে, সৌর্য্যাদি যাগে অতিদেশবলে সেগুলিরও প্রাপ্তি হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "গুণকামেষু প্রবৃত্তিঃ"—এতাদৃশ গুণকামসকলের বিষয়েও ঐ সমস্তের প্রাপ্তি হইবে। কারণ, "আশ্রিতত্বাৎ"—অপ্‌প্রণয়ন পাত্রবিশেষে আশ্রিত বলিয়া গোদোহনপাত্র না থাকিলে অপ্‌প্রণয়ন হইতেই পারে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

নিবৃত্তির্বা কর্ম্মভেদাৎ ॥ ২৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "নিবৃত্তিঃ"—নিবৃত্তি হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "কর্ম্মভেদাৎ"—যে হেতু কর্ম্ম অর্থাৎ কার্য্য অর্থাৎ প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এতাদৃশ স্থলে প্রয়োজন ভিন্নপ্রকার বলিয়া গোদোহনপাত্র সৌর্য্যযাগে যাইতে পারে না। যে হেতু চমস ক্রতুর উপকারসাধন করে বলিয়া ক্রত্বর্থ, কিন্তু গোদোহনপাত্র ফলবিশেষের জনক বলিয়া তাহা ফল দ্বারা পুরুষের উপকারক হওয়ায় পুরুষার্থ। একারণে যাহা ক্রত্বর্থ নহে, তাহার অতিদেশ হয় না। ইতি সিদ্ধান্ত।

অপি বাহতদ্‌বিকারত্বাৎ ক্রত্বর্থত্বাৎ প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—আশঙ্কাব্যাবর্ত্তক, "অতদ্‌বিকারত্বাৎ"—পুরুষার্থ নহে বলিয়া, "ক্রত্বর্থত্বাৎ"—ক্রত্বর্থ বলিয়া, "প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ"—(খাদিরের) প্রাপ্তি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি শঙ্কা করিয়া বলেন যে, "খাদিরং বীর্য্যকামস্য" এই বাক্যে খাদির বীর্য্যফলক হওয়ায় পুরুষার্থ হইলেও যেমন তাহার প্রাপ্তি হয়, গোদোহনেরও সেইরূপ প্রাপ্তি হইবে ; তদুত্তরে বলিতেছেন, খাদিরতা নিত্য, কারণ, বীর্য্যকামনা না থাকিলেও "খাদিরো যূপো ভবতি" এইবাক্যে খাদিরতা বিহিত। পক্ষান্তরে গোদোহন নৈমিত্তিক বলিয়া অনিত্য। একারণে কামনা না থাকিলেও খাদিরতার প্রাপ্তি থাকে বলিয়া তাহার অতিদেশ হইতে পারে ; কিন্তু সেই দৃষ্টান্তে অনিত্যগোদোহনপাত্রের অতিদেশ যুক্তিযুক্ত নহে। ইতি ১৪শ গোদোহনাদি গুণকামসকলের অনতিদেশাধিকরণ।

এককর্ম্মণি বিকল্পোঽবিভাগো হি
চোদনৈকত্বাৎ ॥ ২৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "এককর্ম্মণি"—একই কর্ম্মে, "বিকল্পঃ"—(অতিদেশপ্রাপ্ত পদার্থদ্বয়ের) বিকল্প হইবে, "হি"—যে হেতু, "অবিভাগঃ হি"—

বিভাগ অর্থাৎ কর্ম্মগত ভেদ নাই, "চোদনৈকত্বাৎ"—কারণ, চোদনার একত্ব রহিয়াছে অর্থাৎ একটিমাত্র বিধি দ্বারা বিহিত বলিয়া কর্ম্মটি এক—অভিন্ন। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসযাগে দুইটি মন্ত্রের দ্বারা হবিঃপদার্থগুলি দুইবার অভিমর্শন অর্থাৎ স্পর্শ করিবার বিষয় "চতুর্হোত্রা পৌর্ণমাসীমভিমৃশেৎ। পঞ্চহোত্রা অমাবাস্যাম্" এই শ্রুতিবাক্যে বিহিত হইয়াছে। উহা সৌর্য্যযাগে অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয়। উহা কি তথায় (সৌর্য্যযাগে) দুইটি পৃথক্ পৃথক্ কালে ব্যবস্থিত ভাবে কর্ত্তব্য হইবে অথবা তথায় উহার বিকল্প হইবে?—এই প্রকার সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, প্রকৃতিভূত যাগে যখন দর্শ এবং পৌর্ণমাসীরূপ কালদ্বয়ে অভিমর্শনদ্বয় ব্যবস্থিতরূপে পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠিত হয়, তখন বিকৃতিভূত সৌর্য্যযাগেও তাহাই হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "এককর্ম্মণি বিকল্পঃ"—দর্শ এবং পূর্ণমাস দুইটি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম বলিয়া তথায় ঐ অভিমর্শনদ্বয় ব্যবস্থিতভাবে পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠেয় হইলেও এস্থলে সৌর্য্যযাগরূপ কর্ম্ম একটি অভিন্ন মাত্র বলিয়া এস্থলে উক্ত অভিমর্শনদ্বয় ইচ্ছানুসারে বিকল্পিতভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। আর সৌর্য্যযাগটি একটিমাত্র বিধি দ্বারা বিহিত বলিয়া উহা একটি অভিন্নমাত্র। ইতি ১৫শ সৌর্য্যযাগীয় চরুদ্রব্যে অভিমর্শনদ্বয়ের বিকল্পাধিকরণ।

লিঙ্গসাধারণ্যাদ্ বিকল্পঃ স্যাৎ ॥ ২৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গসাধারণ্যাৎ"—লিঙ্গের অর্থাৎ জ্ঞাপক পদার্থের সাধারণতা হেতু, "বিকল্পঃ স্যাৎ"—সৌর্য্যযাগে দর্শপূর্ণমাসীয় ষট্‌যাগের বিকল্পে প্রাপ্তি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইষ্টিযাগে দর্শপূর্ণমাসযাগীয় ইতিকর্ত্তব্যতা অতিদিষ্ট হয়। দর্শপূর্ণমাসীয় যে আগ্নেয়াদি ছয়টি যাগ আছে, সৌর্য্যযাগে কি সেগুলির যে কোন একটির বিধ্যন্ত প্রাপ্ত হইবে অথবা কেবলমাত্র আগ্নেয় যাগেরই ইতিকর্ত্তব্যতা অতিদিষ্ট হইবে?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "বিকল্পঃ স্যাৎ"—ছয়টি যাগের বিকল্প হইবে অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে উহাদের যে কোন একটির ইতিকর্ত্তব্যতা অনুসরণ করিলেই চলিবে। কারণ, "লিঙ্গসাধারণ্যাৎ"—প্রযাজ যাগে কৃষ্ণলপ্রাপ্তিরূপ যে লিঙ্গবলে সৌর্য্যযাগে

দর্শপূর্ণমাসযাগীয় বিধ্যন্ত অতিদিষ্ট হয়, তাহা অবিশেষে ছয়টি যাগেই সাধারণভাবে প্রয়োজ্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ঐকার্থ্যাদ্ বা নিয়ম্যেত পূর্ব্ববত্ত্বাদ্ বিকারো হি ॥২৮॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ঐকার্থ্যাৎ"—একার্থতা অনুসারে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "নিয়ম্যেত"—নিয়মিত অর্থাৎ ব্যবস্থিত হইবে, "পূর্ব্ববত্ত্বাৎ"—কারণ, পূর্ব্ববত্ত্ব অর্থাৎ প্রকৃতিধর্ম্মসাপেক্ষত্ব রহিয়াছে, "বিকারঃ হি"—যে হেতু ইহা বিকৃতিযাগ হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এই সৌর্য্যযাগ যখন বিকৃতি যাগ বলিয়া পূর্ব্ববান্ অর্থাৎ প্রকৃতিযাগীয় ইতিকর্ত্তব্যতাসাপেক্ষ, তখন এ স্থলে একদৈবতত্বরূপ লিঙ্গ অনুসারে ব্যবস্থা হইবে অর্থাৎ প্রকৃতিযাগের একদৈবত যে আগ্নেয় যাগ তাহারই ইতিকর্ত্তব্যতা প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং এস্থলে বিকল্প হইবে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

অশ্রুতিত্বান্নেতি চেৎ ॥২৯॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অশ্রুতিত্বাৎ"—শ্রুতিবোধ্য অর্থাৎ শব্দবোধ্য নহে বলিয়া, "ন"—না অর্থাৎ একদৈবতত্বরূপ লিঙ্গ এস্থলে ব্যবস্থাপক নহে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন, একদৈবতত্বরূপ লিঙ্গ অনুসারে নিয়ম অর্থাৎ ব্যবস্থা হইতে পারে বলিয়া এ স্থলে বিকল্পরূপ অনিয়ম অর্থাৎ অব্যবস্থা অস্বীকার্য্য। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন "অশ্রুতিত্বাৎ ন"—একদৈবতত্ব এ স্থলে নিয়ামক লিঙ্গ হইতে পারে না, কারণ, "সৌর্য্য" এই তদ্ধিতান্ত শব্দটি "সূর্য্যঃ দেবতা অস্য; "সূর্য্যৌ দেবতে অস্য, "সূর্য্যাঃ দেবতাঃ অস্য" এই প্রকারে অবিশেষে এক, দুই বা বহুত্বকেও বুঝাইতে পারে বলিয়া, এ স্থলে একত্ব সাক্ষাৎ শব্দবোধিত নহে; সুতরাং এ স্থলে ব্যবস্থা হইতে পারে না। ইতি আশঙ্কা।

বিভাগ অর্থাৎ কর্ম্মগত ভেদ নাই, "চোদনৈকত্বাৎ"—কারণ, চোদনার একত্ব রহিয়াছে অর্থাৎ একটিমাত্র বিধি দ্বারা বিহিত বলিয়া কর্ম্মটি এক—অভিন্ন। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসযাগে দুইটি মন্ত্রের দ্বারা হবিঃপদার্থগুলি দুইবার অভিমর্শন অর্থাৎ স্পর্শ করিবার বিষয় "চতুর্হোত্রা পৌর্ণমাসীমভিমৃশেৎ। পঞ্চহোত্রা অমাবাস্যাম্" এই শ্রুতিবাক্যে বিহিত হইয়াছে। উহা সৌর্য্যযাগে অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয়। উহা কি তথায় (সৌর্য্যযাগে) দুইটি পৃথক্ পৃথক্ কালে ব্যবস্থিত ভাবে কর্ত্তব্য হইবে অথবা তথায় উহার বিকল্প হইবে?—এই প্রকার সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, প্রকৃতিভূত যাগে যখন দর্শ এবং পৌর্ণমাসীরূপ কালদ্বয়ে অভিমর্শনদ্বয় ব্যবস্থিতরূপে পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠিত হয়, তখন বিকৃতিভূত সৌর্য্যযাগেও তাহাই হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "এককর্ম্মণি বিকল্পঃ"—দর্শ এবং পূর্ণমাস দুইটি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম বলিয়া তথায় ঐ অভিমর্শনদ্বয় ব্যবস্থিতভাবে পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠেয় হইলেও এস্থলে সৌর্য্যযাগরূপ কর্ম্ম একটি অভিন্ন মাত্র বলিয়া এস্থলে উক্ত অভিমর্শনদ্বয় ইচ্ছানুসারে বিকল্পিতভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। আর সৌর্য্যযাগটি একটিমাত্র বিধি দ্বারা বিহিত বলিয়া উহা একটি অভিন্নমাত্র। ইতি ১৫শ সৌর্য্যযাগীয় চরুদ্রব্যে অভিমর্শনদ্বয়ের বিকল্পাধিকরণ।

লিঙ্গসাধারণ্যাদ্ বিকল্পঃ স্যাৎ ॥ ২৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গসাধারণ্যাৎ"—লিঙ্গের অর্থাৎ জ্ঞাপক পদার্থের সাধারণতা হেতু, "বিকল্পঃ স্যাৎ"—সৌর্য্যযাগে দর্শপূর্ণমাসীয় ষট্‌যাগের বিকল্পে প্রাপ্তি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইষ্টিযাগে দর্শপূর্ণমাসযাগীয় ইতিকর্ত্তব্যতা অতিদিষ্ট হয়। দর্শপূর্ণমাসীয় যে আগ্নেয়াদি ছয়টি যাগ আছে, সৌর্য্যযাগে কি সেগুলির যে কোন একটির বিধ্যন্ত প্রাপ্ত হইবে অথবা কেবলমাত্র আগ্নেয় যাগেরই ইতিকর্ত্তব্যতা অতিদিষ্ট হইবে?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষ-বাদী বলিতেছেন "বিকল্পঃ স্যাৎ"—ছয়টি যাগের বিকল্প হইবে অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে উহাদের যে কোন একটির ইতিকর্ত্তব্যতা অনুসরণ করিলেই চলিবে। কারণ, "লিঙ্গসাধারণ্যাৎ"—প্রযাজ যাগে ফলপ্রাপ্তিরূপ যে লিঙ্গবলে সৌর্য্যযাগে

দর্শপূর্ণমাসযাগীয় বিধ্যন্ত অতিদিষ্ট হয়, তাহা অবিশেষে ছয়টি যাগেই সাধারণভাবে প্রয়োজ্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ঐকার্থ্যাদ্ বা নিয়ম্যেত পূর্ব্ববত্ত্বাদ্ বিকারো হি ॥২৮॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ঐকার্থ্যাৎ"—একার্থতা অনুসারে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "নিয়ম্যেত"—নিয়মিত অর্থাৎ ব্যবস্থিত হইবে, "পূর্ব্ববত্ত্বাৎ"—কারণ, পূর্ব্ববত্ত্ব অর্থাৎ প্রকৃতিধর্ম্মসাপেক্ষত্ব রহিয়াছে, "বিকারঃ হি"—যে হেতু ইহা বিকৃতিযাগ হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এই সৌর্য্যযাগ যখন বিকৃতি যাগ বলিয়া পূর্ব্ববান্ অর্থাৎ প্রকৃতিযাগীয় ইতিকর্ত্তব্যতাসাপেক্ষ, তখন এ স্থলে একদৈবতত্বরূপ লিঙ্গ অনুসারে ব্যবস্থা হইবে অর্থাৎ প্রকৃতিযাগের একদৈবত যে আগ্নের যাগ তাহারই ইতিকর্ত্তব্যতা প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং এস্থলে বিকল্প হইবে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

অশ্রুতিত্বান্নেতি চেৎ ॥২৯॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অশ্রুতিত্বাৎ"—শ্রুতিবোধ্য অর্থাৎ শব্দবোধ্য নহে বলিয়া, "ন"—না অর্থাৎ একদৈবতত্বরূপ লিঙ্গ এস্থলে ব্যবস্থাপক নহে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন, একদৈবতত্বরূপ লিঙ্গ অনুসারে নিয়ম অর্থাৎ ব্যবস্থা হইতে পারে বলিয়া এ স্থলে বিকল্পরূপ অনিয়ম অর্থাৎ অব্যবস্থা অস্বীকার্য্য। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন "অশ্রুতিত্বাৎ ন"—একদৈবতত্ব এ স্থলে নিয়ামক লিঙ্গ হইতে পারে না, কারণ, "সৌর্য্য" এই তদ্ধিতান্ত শব্দটি "সূর্য্যঃ দেবতা অস্ত; "সূর্য্যৌ দেবতে অস্য, "সূর্য্যাঃ দেবতাঃ অস্য" এই প্রকারে অবিশেষে এক, দুই বা বহুত্বকেও বুঝাইতে পারে বলিয়া, এ স্থলে একত্ব সাক্ষাৎ শব্দবোধিত নহে; সুতরাং এ স্থলে ব্যবস্থা হইতে পারে না। ইতি আশঙ্কা।

স্যাল্লিঙ্গভাবাৎ ॥ ৩০ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ ব্যবস্থা হইবে, "লিঙ্গভাবাৎ"—যে হেতু লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বচন রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার বলিতেছেন, "স্যাৎ লিঙ্গভাবাৎ"—এ স্থলে নিশ্চিতই ব্যবস্থা হইবে ; কারণ, সৌর্য্যযাগের বাক্যশেষে "অমুমেবাদিত্যং স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি" ইত্যাদি স্থলে যে 'আদিত্য' পদে একবচন আছে, তাহাই ইহার জ্ঞাপক। যে হেতু আগ্নেয় যাগের বাক্যশেষেও "অগ্নয়ে ত্রিয়স্ব" ইত্যাদি অংশে 'অগ্নয়ে' এস্থলে একবচনই রহিয়াছে। আর সৌর্য্য যাগে ঐ আগ্নেয় যাগেরই ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হয়। ইতি আশঙ্কানিরাস।

তথা চান্যার্থদর্শনম্ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "অন্যার্থদর্শনম্ চ"—অন্যার্থ দর্শনও (রহিয়াছে)।

ভাষ্যভাবার্থ। সৌর্য্যযাগ যে একদৈবত আগ্নেয় যাগেরই ধর্ম্মগ্রাহক, তাহা সৌর্য্যযাগীয় "উদু ত্যং জাতবেদসম্" ইত্যাদি মন্ত্রগত একত্বরূপ অন্যার্থদর্শন হইতেও সিদ্ধ হয়। ইতি ১৬শ সৌর্য্যযাগে আগ্নেয়ধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

বিপ্রতিপত্তৌ হবিষা নিয়ম্যেত কর্ম্মণস্তদুপাখ্যত্বাৎ ॥৩২(সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বিপ্রতিপত্তৌ"—দেবতাসামান্য এবং হবির্দ্রব্যসামান্যের বলাবলবিরোধে, "হবিষা নিয়ম্যেত"—হবির্দ্রব্য অনুসারে নিয়ম অর্থাৎ ব্যবস্থা হইবে, "কর্ম্মণঃ তদুপাখ্যত্বাৎ"—যে হেতু কর্ম্ম তদুপাখ্য অর্থাৎ সেই হবির্দ্রব্যের দ্বারাই প্রকাশিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "ঐন্দ্রমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ" ইত্যাদি বাক্যে যে দ্রব্য বিহিত হইয়াছে, তাহা কি ইন্দ্র দেবতার অনুরোধে সান্নায্য হইবে অথবা একাদশকপাল সংস্কৃত হবির্দ্রব্যের অনুরোধে পুরোডাশ হইবে, ইহাই সংশয়। কারণ, প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাসযাগে ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে "ঐন্দ্রং দধি"

ইত্যাদি বাক্যে সান্নায্য অর্থাৎ পয়োবিকার বিহিত হইয়াছে, আর "অষ্টাকপালঃ" ইত্যাদি বাক্যে কপালসংস্কার্য্য পুরোডাশই উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া এখানে বিকৃতিযাগে ইন্দ্রদেবতার অনুরোধে সান্নায্য এবং একাদশকপালরূপ হবির্দ্রব্যের অনুরোধ পুরোডাশও প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে সান্নায্য এবং পুরোডাশ উভয়েরই একত্র যুগপৎপ্রাপ্তিনিমিত্তক বিরোধ হইতেছে।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, দেবতাই যখন যাগে প্রধান, তখন প্রধানের অনুরোধে সান্নায্যই হবির্দ্রব্য হইবে। যে হেতু মুখ্যানুরোধই বলবান্।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "বিপ্রতিপত্তৌ হবিষা নিয়ম্যেত"—এতাদৃশ বিরোধস্থলে হবির্দ্রব্য অনুসারেই নিয়ম অর্থাৎ ব্যবস্থা হইবে অর্থাৎ এস্থলে পুরোডাশই হবির্দ্রব্য হইবে। কারণ, "কর্ম্মণঃ তদুপাখ্যত্বাৎ"—কর্ম্মের স্বরূপ হবির্দ্রব্যের দ্বারা প্রকটিত হইয়া থাকে। যে হেতু তাজ্যমান হবির্দ্রব্য দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া তাহা যাগে অন্তরঙ্গ ; আর দেবতা ত্যাগকর্ত্তার মনের দ্বারা উদ্দিশ্যমানমাত্র বলিয়া বহিরঙ্গ। ইতি সিদ্ধান্ত।

তেন চ কর্ম্মসংযোগাৎ ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরার্থ। "তেন"—সেই হবির্দ্রব্যের সহিত, "কর্ম্মসংযোগাৎ চ"—কর্ম্মের সংযোগ অর্থাৎ বিধি হইয়া থাকে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে আরও হেতু দেখাইতেছেন, "তেন চ কর্ম্মসংযোগাৎ"।—"ঐন্দ্রম্ আগ্নেয়ম্" ইত্যাদি বাক্যে যৎকালে কর্ম্ম বিহিত হয়, তখন হবির্দ্রব্যসম্বন্ধরূপেই তাহা উপদিষ্ট হইয়া থাকে। একারণে তাহাই বুদ্ধিস্থ বলিয়া তাহাই সন্নিহিত। একারণেও হবির্দ্রব্যই কর্ম্মের লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বলিয়া তাহাই বলবৎ।

গুণত্বেন দেবতাশ্রুতিঃ ॥ ৩৪ ॥

অক্ষরার্থ। "গুণত্বেন"—গুণরূপে, "দেবতাশ্রুতিঃ"—দেবতার উল্লেখ।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতে পারেন, "ঐন্দ্রম্" ইত্যাদিবাক্যে হবির্দ্রব্যের ন্যায় দেবতাও যখন অভিহিত হয়, তখন হবির্দ্রব্য প্রধান না হইয়া দেবতাই প্রধান। আরও

'ইন্দ্র' শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া যখন ঐন্দ্র পদ হইয়াছে, তখন ইন্দ্ররূপ দেবতা উহার প্রাতিপদিকার্থ বলিয়া তাহাই প্রধান। আর তাহাই যদি হয়, তবে হবির্দ্রব্যের বলবত্তা কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "গুণত্বেন দেবতাশ্রুতিঃ"।—শব্দোপাধি অনুসারে দেবতা প্রাতিপদিকার্থ হওয়ায় তাহাই প্রধান হয় বটে; কিন্তু অর্থ অনুসারে এস্থলে হবির্দ্রব্যই প্রধান, আর দেবতা তাহার গুণীভূত। কারণ, এস্থলে 'ইন্দ্র দেবতা যাহার' এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়াছে বলিয়া হবির্দ্রব্যই বিশেষ্য অর্থাৎ প্রধান; আর ইন্দ্র সেই হবির্দ্রব্যের গুণীভূত। যেমন পুরুষের তুলনায় রাজা প্রধান হইলেও 'রাজপুরুষকে দেখ' বলিলে অর্থানুরোধে পুরুষই প্রধান এবং রাজা গুণীভূত হয়, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। আরও, এস্থলে হবির্দ্রব্য অন্তরঙ্গ এবং দেবতা বহিরঙ্গ বলিয়া এবং 'অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের মধ্যে অন্তরঙ্গই প্রবল' এই নিয়মানুসারে হবির্দ্রব্যেরই বলবত্তা অধিক। আর হবির্দ্রব্য অন্তরঙ্গ, কেন না, তাহা ত্যজ্যমান বলিয়া প্রত্যাসন্ন, কিন্তু দেবতা বহিরঙ্গ, যে হেতু তাহা মনের দ্বারা উদ্দিশ্যমান বলিয়া দূরস্থই হইয়া থাকে। অতএব "ঐন্দ্রমেকাদশকপালম্" এস্থলে হবির্দ্রব্যের বলবত্তা হেতু পুরোডাশই বোধিত হইবে। "আগ্নেয়ং পয়ঃ" ইত্যাদি স্থলেও এই নিয়ম বুঝিতে হইবে। ইতি ১৭শ হবির্দ্রব্য ও দেবতার একত্র সমবধানে হবিঃসামান্যের বলীয়স্ত্বাধিকরণ।

হিরণ্যমাজ্যধর্ম্ম তেজস্ত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "হিরণ্যম্"—হিরণ্য অর্থাৎ সুবর্ণমাষ-শকল-রূপ রুক্ম, "আজ্যধর্ম্ম"—আজ্যের ধর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্ম যাহার তাদৃশ অর্থাৎ আজ্যধর্ম্মযুক্ত (হইবে), "তেজস্ত্বাৎ"—যে হেতু ইহাও আজ্যের ন্যায় তেজঃস্বরূপ।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "প্রাজাপত্যং শতকৃষ্ণলং চরুং নির্বপেৎ" ইত্যাদি বাক্যে যে কৃষ্ণলচরু বিহিত হইয়াছে, তাহাতে কি আজ্যের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে অথবা তাহাতে চরুর বিধ্যন্ত অতিদিষ্ট হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "হিরণ্যমাজ্যধর্ম্ম"—এই যে কৃষ্ণল অর্থাৎ সুবর্ণনির্ম্মিত মাষরূপ হিরণ্য, ইহা আজ্যের ধর্ম্মযুক্ত হইবে। কারণ, "তেজস্ত্বাৎ"—আজ্য যেমন তেজঃস্বরূপ হিরণ্যও সেইরূপ তেজঃস্বরূপই হইতেছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ধর্ম্মানুগ্রহাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

অক্ষরার্থ। "ধর্ম্মানুগ্রহাৎ চ"—ধর্ম্ম অর্থাৎ অবেক্ষণাদি সংস্কারের অনুগ্রহ অর্থাৎ অবাধ হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন, "ধর্ম্মানুগ্রহাৎ চ"। এ স্থলে কৃষ্ণলরূপ হিরণ্যে যে আজ্যধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়, তাহার আরও হেতু এই যে, এপক্ষে যজমানপত্নী কর্ত্তৃক অবেক্ষণ প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ সংস্কার কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি অবাধিত ভাবে থাকিয়া যায়। কিন্তু চরুর ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে সেগুলির বাধই হইয়া পড়ে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

ঔষধং বা বিশদত্বাৎ ॥ ৩৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ঔষধং"—ওষধি অর্থাৎ চরুসম্বন্ধীয় ব্রীহির ধর্ম্মানুষ্ঠান (কর্ত্তব্য), "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বিশদত্বাৎ"—যে হেতু উভয়ের মধ্যে বিশদত্ব অর্থাৎ কঠিনত্বরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে আজ্যধর্ম্ম হইবে না, কিন্তু চরুধর্ম্ম অর্থাৎ চরুর উপাদান যে ব্রীহিরূপ ওষধি তাহারই ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য হইবে। কারণ, ব্রীহির মধ্যেও বিশদত্ব এবং হিরণ্যের মধ্যেও বিশদত্ব রহিয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।*

চরুশব্দাচ্চ ॥ ৩৮ ॥

অক্ষরার্থ। "চরুশব্দাৎ চ"—চরুশব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে যে ওষধি সম্বন্ধীয় বিধ্যন্তই প্রাপ্ত হইবে, তাহার অপর কারণ এই যে, "প্রাজাপত্যং চরুম্" এই বাক্যে চরু শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

---

* শাস্ত্রদীপিকার ময়ূখমালিকা টীকার পূজ্যপাদ হরদত্তাচার্য্যের মত উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, এস্থলে 'বিশদ' পদের অর্থ বিশদাবয়ব। সুবোধিনীকার বলেন, বিশদত্ব অর্থে কঠিনত্ব।

তস্মিংশ্চ শ্রপণশ্রুতেঃ ॥ ৩৯ ॥

অক্ষরার্থ। "তস্মিন্"—তাহাতে অর্থাৎ সেই আজ্যে, "শ্রপণশ্রুতেঃ চ"—শ্রপণ করিবার শ্রুতি অর্থাৎ বিধি আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে যে আজ্যধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না, তাহার আরও হেতু এই যে, "ঘৃতে শ্রপয়তি" এই বাক্যে আজ্যে কৃষ্ণলের শ্রপণ অর্থাৎ পাক বিহিত হইয়াছে। আর ওষধি দ্রব্যেরই শ্রপণ হয়। কাজেই শ্রপণানুরোধেও ঔষধধর্ম্মই কৃষ্ণলে অনুষ্ঠেয় হইয়া থাকে। অপিচ, এস্থলে আজ্যবিধ্যস্ত বলিলে একই বাক্যে শ্রপণ এবং আজ্য উভয়েরই বিধান স্বীকার করিতে হয়। ইহা কিন্তু বাক্যভেদ বিনা সম্ভব নহে। আর বাক্যভেদ অন্যায্য। অতএব এ স্থলে ঔষধধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। ইতি ১৮ শ শতকৃষ্ণলাখ্য হিরণ্যে ঔষধধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

মধূদকে দ্রবসামান্যাৎ পয়োবিকারঃ স্যাৎ ॥ ৪০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "মধূদকে"—মধু এবং উদকে, "পয়োবিকারঃ স্যাৎ" —পয়োধর্ম্ম (অনুষ্ঠেয়) হইবে, "দ্রবসামান্যাৎ"—যে হেতু দ্রবত্বরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে চিত্রাযাগের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে— "দধি, মধু, ঘৃতং, ধানা উদকং তণ্ডুলাঃ, তৎসংসৃষ্টং প্রাজাপত্যম্"। এই বাক্যে যে দ্রব্যগুলি উপদিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে মধু এবং উদকে কি পয়োধর্ম্ম অর্থাৎ প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাসযাগীয় দুগ্ধসম্বন্ধীয় ইতিকর্ত্তব্যতা সকল অনুষ্ঠিত হইবে, অথবা তাহাতে আজ্যবিষয়ক ধর্ম্ম সকল করণীয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "মধূদকে পয়োবিকারঃ স্যাৎ"—মধু এবং উদকে পয়োধর্ম্ম অর্থাৎ দুগ্ধবিষয়ক ইতিকর্ত্তব্যতা সকল অনুষ্ঠেয় হইবে। কারণ, "দ্রবসামান্যাৎ"— দুগ্ধের ন্যায় মধু এবং উদক উভয়ের মধ্যে দ্রবত্ব রহিয়াছে। আর সাদৃশ্য অনুসারেই প্রকৃতিযাগীয় ইতিকর্ত্তব্যতা সকল গৃহীত হইয়া থাকে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

আজ্যং বা বর্ণসামান্যাৎ ॥ ৪১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "আজ্যং"—আজ্যধর্ম্ম (অনুষ্ঠেয় হইবে), "বা"— পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বর্ণসামান্যাৎ"—বর্ণগত সাদৃশ্য অনুসারে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "আজ্যং বা বর্ণসামান্তাৎ"—এস্থলে দুগ্ধধর্ম্ম হইবে না, কিন্তু আজ্যবিষয়ক ইতিকর্ত্তব্যতাকলাপ অনুষ্ঠেয় হইবে। কারণ, আজ্যের সহিত মধু এবং ঘৃতের বর্ণগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ধর্ম্মানুগ্রহাচ্চ ॥ ৪২ ॥

অক্ষরার্থ। "ধর্ম্মানুগ্রহাৎ চ"—বহুধর্ম্মের (সংস্কারকর্ম্মের) অনুগ্রহ হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন—"ধর্ম্মানুগ্রহাৎ চ"। মধু এবং উদকে যে আজ্যবিষয়ক ইতিকর্ত্তব্যতাই অনুষ্ঠেয়, তাহার আরও হেতু এই যে, ইহাতে আজ্যসম্বন্ধীয় উৎপবনাদি বহু ধর্ম্ম অর্থাৎ সংস্কার অনুগৃহীত হয় অর্থাৎ অনুষ্ঠেয়রূপে পাওয়া যায়। কিন্তু পয়োধর্ম্ম যে দোহনাদি, তাহা ইহাতে মোটেই সম্ভব নহে। একারণেও এস্থলে আজ্যধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়।

পূর্ব্বস্য চাবিশিষ্টত্বাৎ ॥ ৪৩ ॥

অক্ষরার্থ। "পূর্ব্বস্য"—পূর্ব্বেরও অর্থাৎ পয়োবিষয়ক সাদৃশ্যেরও, "অবিশিষ্টত্বাৎ চ"—বিশিষ্টতা নাই বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন দ্রবত্বরূপ সাদৃশ্য আছে বলিয়া পয়োধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, তাহাও সুশোভন নহে। কারণ, আজ্যের মধ্যেও দ্রবত্ব রহিয়াছে। অধিকন্তু ইহাতে উৎপবনাদি সংস্কারসকলও পাওয়া যায়। অতএব এস্থলে উপাংশুযাজগত আজ্যেরই ইতিকর্ত্তব্যতা অনুষ্ঠেয়। ইতি ১৯শ মধূদকে উপাংশুযাজীয় আজ্যধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের অষ্টম অধ্যায়ের
প্রথম পাদ।

অথ অষ্টমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

বাজিনেষু সোমপূর্ব্বত্বং সৌত্রামণ্যাং চ গ্রহেষু তাচ্ছব্দ্যাৎ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বাজিনেষু"—বাজিনদ্রব্যক যাগে, "সৌত্রামণ্যাং চ"—এবং সৌত্রামণিযাগে, "গ্রহেষু"—গ্রহ (পাত্র) সকলে, "সোমপূর্ব্বত্বম্"—সোমসম্বন্ধীয় ইতিকর্ত্তব্যতা গ্রহণীয়, "তাচ্ছব্দ্যাৎ"—যে হেতু তচ্ছব্দত্ব অর্থাৎ সেই সোমশব্দে উল্লেখরূপ সাম্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে চাতুর্ম্মাস্য যাগে "বাজিভ্যো বাজিনম্" এই বাক্যে যে বাজিনদ্রব্য এবং সৌত্রামাণি যাগে "আশ্বিনং গৃহ্লাতি" এই বাক্যে যে সুরাগ্রহ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কি সৌমিক বিধ্যন্ত অতিদিষ্ট হইবে অথবা দর্শপূর্ণমাসযাগীয় ইতিকর্ত্তব্যতা অনুষ্ঠেয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "বাজিনেষু সৌত্রামণ্যাং গ্রহেষু চ সোমপূর্ব্বত্বং"—বাজিন দ্রব্যে এবং সৌত্রামণিযাগীয় সুরাগ্রহসকলে সোমবিষয়ক ইতিকর্ত্তব্যতাই অনুষ্ঠেয়; কারণ, "তাচ্ছব্দ্যাৎ"—শ্রুতিমধ্যে "সোমো বৈ বাজিনং। সুরা সোমঃ" ইত্যাদি বাক্যে বাজিন এবং সুরাদ্রব্যকে সোম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব এই শব্দগত সাদৃশ্য অনুসারে ঐগুলিতে সোমধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অনুবষট্‌কারাচ্চ ॥ ২ ॥

অক্ষরার্থ। "অনুবষট্‌কারাৎ চ"—অনুবষট্‌কার আছে বলিয়াও (সোমধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন এই যে, "বাজিনস্যাগ্নে বীহিত্যনুবষট্‌করোতি। সুরায়া বীহিত্যনুবষট্‌করোতি" ইত্যাদি বাক্যে যখন বাজিন এবং সুরা আহুতি দিবার সময় 'অনুবষট্‌কার' করিতে বলা হইয়াছে, তখন ঐগুলিতে সোমধর্ম্ম না হইলে চলে না; কারণ, অনুবষট্‌কার সোমেরই ধর্ম্ম।

সমুপহূয় ভক্ষণাচ্চ ॥ ৩ ॥

অক্ষরার্থ। "সমুপহূয়"—উপহ্বানমন্ত্রে আহ্বান করিয়া, "ভক্ষণাৎ চ"—ভক্ষণ করা হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত বাজিন এবং সুরাদ্রব্যে সোমধর্ম্মই যে অনুষ্ঠেয় তাহার আরও হেতু এই যে, "শেষং সমং বা বিভজ্য সমুপহূয় ভক্ষয়ন্তি" ইত্যাদি বাক্যে সমুপহ্বানপূর্ব্বক হুতশেষ বাজিন এবং সুরা ভক্ষণ করিবার বিধি আছে। আর উপহ্বানমন্ত্রের দ্বারা আহ্বানপূর্ব্বক ভক্ষণ সোমেরই অসাধারণ ধর্ম্ম।

ক্রয়ণশ্রয়ণপুরোরুগুপযামগ্রহণাসাদন-
বাসোপনহনঞ্চ তদ্বৎ ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। "ক্রয়ণ-শ্রয়ণ-পুরোরু-গুপযামগ্রহণাসাদন-বাসোপনহনং চ"—ক্রয়, শ্রয়ণ, পুরোরুক্, উপযামগ্রহণ, আসাদন এবং বাসোপনহনও, "তদ্বৎ"—সোমের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। বাজিন এবং সুরাদ্রব্যে যে সোমধর্ম্মই অনুষ্ঠেয় তাহার আরও হেতু এই যে, ঐ দ্রব্যগুলিতেও সোমের ন্যায় ক্রয়ণ, শ্রয়ণ, পুরোরুক্, উপযামগ্রহণ, আসাদন এবং বাসোপনহন করিতে হয়। অতএব এই সমস্ত লিঙ্গদর্শন হইতেও উহাদের সোমপূর্ব্বত্ব অনুমিত হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

হবিষা বা নিয়ম্যেত তদ্বিকারত্বাৎ ॥ ৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "হবিষা"—হবির্দ্রব্যের দ্বারা, "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবর্ত্তক, "নিয়ম্যেত"—নিয়মিত অর্থাৎ ব্যবস্থিত হইবে, "তদ্বিকারত্বাৎ"—যে হেতু উহারা তাহারই বিকার হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "হবিষা বা নিয়ম্যেত"—এস্থলে হবির্দ্রব্যের সাদৃশ্য অনুসারে ইতিকর্ত্তব্যতা ব্যবস্থিত অর্থাৎ নিরূপিত হইবে। অর্থাৎ এস্থলে দর্শপূর্ণমাসযাগীয় যে ওষধিদ্রব্য এবং সান্নায্যদ্রব্য তাহাদেরই ইতিকর্ত্তব্যতা সকল সুরাদ্রব্যে এবং বাজিন দ্রব্যে অনুষ্ঠেয় হইবে।

কারণ, "তদ্বিকারত্বাৎ"—সুরা ওষধিদ্রব্যেরই বিকার এবং বাজিন সান্নায্যেরই বিকৃতি। যে হেতু ব্রীহিদ্রব্যরূপ ওষধি হইতে সুরা প্রস্তুত হয় এবং সান্নায্য অর্থাৎ পয়োদ্রব্য হইতেই বাজিন নিষ্পন্ন হইয়া থাকে বলিয়া ঐগুলি তাহাদেরই বিকৃতি। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রশংসা সোমশব্দঃ ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। "সোমশব্দঃ প্রশংসা"—শ্রুতিবাক্যে সোমশব্দের উল্লেখ প্রশংসার্থবাদ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন "সোমা বৈ বাজিনং সুরা সোমঃ" এই শ্রুতিবাক্যে যে উহাদের সোম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার গতি কি?—তদুত্তরে বক্তব্য, উহা বাজিন এবং সুরাদ্রব্যের প্রশংসার্থবাদ। আর ঐ সোম-শব্দ অর্থবাদ বলিয়া উহা অগ্নিহোত্রাদি শব্দের ন্যায় অতিদেশক হইতে পারে না।

বচনানীতরাণি ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। "ইতরাণি"—অবশিষ্টগুলি, "বচনানি"—বিধায়ক বাক্য।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন, সোমশব্দে যে উল্লেখ তাহা না হয় অর্থবাদ হইল, কিন্তু ক্রয়ণ-শ্রয়ণাদিবিষয়ক সোমধর্ম্মসাদৃশ্যবোধক বাক্যগুলির সঙ্গতি কি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন "বচনানি ইতরাণি"—ঐগুলি ক্রয়ণ-শ্রয়ণাদি কর্ম্মের বিধায়ক বাক্য, যে হেতু ঐগুলি অপ্রাপ্ত ক্রয়ণ-শ্রয়ণাদি বিষয়ের বোধক বলিয়া অনুবাদ হইতে পারে না।

ব্যপদেশশ্চ তদ্বৎ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। "ব্যপদেশঃ চ"—উল্লেখও আছে, "তদ্বৎ"—সেইরূপ।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐগুলি যে সোমধর্ম্ম নহে তাহার আরও হেতু এই যে, "শষ্পৈরেব দীক্ষণীয়ামাপ্নোতি তোক্মভিঃ প্রায়ণীয়াং সিংহলোমভিরাতিথ্যাম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে শষ্প প্রভৃতির দ্বারা প্রায়ণীয়া প্রভৃতির প্রাপ্তির নির্দ্দেশ রহিয়াছে। যদি ঐগুলিতে সোমধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় হইত তাহা হইলে ঐ ভাবে যে ব্যপদেশ রহিয়াছে তাহা সঙ্গত হইত না।

পশুপুরোডাশস্য চ লিঙ্গদর্শনম্ ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। "পশুপুরোডাশস্য"—পশুপুরোডাশের, "লিঙ্গদর্শনং চ"—লিঙ্গদর্শনও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে যে ঐষ্টিক বিধ্যন্তই অনুসরণীয়, তাহার আরও হেতু এই যে, 'নৈতেবাং পশূনাং পুরোডাশা বিদ্যন্তে। গ্রহপুরোডাশা হ্যেতে পশবঃ" এই শ্রুতিবাক্যে গ্রহপুরোডাশতা উক্ত হইয়াছে। আর গ্রহ সকলই যে পুরোডাশ তাহা হইতে পারে না, কারণ, সেগুলি গ্রহ। সুতরাং ইহার দ্বারা গ্রহসম্বন্ধীয় পুরোডাশতা বুঝাইতেছে। আর এগুলি যদি পুরোডাশের ধর্ম্মযুক্ত হয় তবেই ইহা সঙ্গত হয়। একারণেও ঐগুলিতে সোমধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে। ইতি ১ম ঐষ্টিক এবং সৌত্রামণিতে ঐষ্টিকধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

পশুঃ পুরোডাশবিকারঃ স্যাদ্দেবতাসামান্যাৎ ॥ ১০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পশুঃ"—অগ্নীষোমীয় পশু, "পুরোডাশবিকারঃ স্যাৎ"—অগ্নীষোমীয় পুরোডাশের বিকার অর্থাৎ তদ্ধর্ম্মযুক্ত হইবে, "দেবতাসামান্যাৎ"—যে হেতু দেবতা উভয়ত্র সমান।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "যো দীক্ষিতো যদগ্নীষোমীয়ং পশুমালভতে" ইত্যাদিবাক্যে যে অগ্নীষোমীয় পশু বিহিত হইয়াছে, তাহাতে কি অগ্নীষোমীয় পুরোডাশের ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় অথবা সান্নায্যের ইতিকর্ত্তব্যতা করণীয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "পশুঃ পুরোডাশবিকারঃ স্যাৎ"—ঐ যে অগ্নীষোমীয় পশু উহা পুরোডাশের ধর্ম্মই প্রাপ্ত হইবে। কারণ, "দেবতাসামান্যাৎ"—পশুও অগ্নীষোমীয় এবং পুরোডাশও অগ্নীষোমীয় বলিয়া উহাদের মধ্যে সমানদৈবতস্বরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

প্রোক্ষণাচ্চ ॥ ১১ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রোক্ষণাৎ চ"—প্রোক্ষণ আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নীষোমীয় পশুতে যে অগ্নীষোমীয়পুরোডাশের ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয় তাহার আরও হেতু এই যে, পুরোডাশের ন্যায় পশুতেও প্রোক্ষণ করিতে হয়। আর "অদ্ভ্যস্ত্বৌষধিভ্যো জুষ্টং প্রোক্ষামি" ইহা সেই প্রোক্ষণের মন্ত্র।

পর্য্যগ্নিকরণাচ্চ ॥ ১২ ॥

অক্ষরার্থ। "পর্য্যগ্নিকরণাৎ চ"—পর্য্যগ্নিকরণ আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বপক্ষে আরও যুক্তি বলিতেছেন "পর্য্যগ্নিকরণাৎ চ"—পর্য্যগ্নিকরণ পুরোডাশের ধর্ম্ম। পশুতেও সেই পর্য্যগ্নিকরণ্ "আহবনীয়াছুল্ম্ কেন পশুং পর্য্যগ্নিকরোতি" ইত্যাদি বাক্যে বিহিত হইয়াছে। একারণেও পশু পুরোডাশবিধ্যন্তযুক্ত হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

সান্নায্যং বা তৎপ্রভবত্বাৎ ॥ ১৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সান্নায্যং"—সান্নায্যধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবর্ত্তক, "তৎপ্রভবত্বাৎ"—যে হেতু পশু পশুপ্রভব অর্থাৎ পশু হইতে উৎপন্ন।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—অগ্নীষোমীয় পশুতে পুরোডাশধর্ম্ম হইবে না, কারণ, পশুও পশুপ্রভব অর্থাৎ পশু হইতে সাক্ষাৎ উৎপন্ন এবং সান্নায্য অর্থাৎ দুগ্ধও পশু হইতেই সাক্ষাদুৎপন্ন। অতএব সান্নায্যের সহিত পশুর এই সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া পশুতে সান্নায্যধর্ম্মই প্রাপ্ত হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

তস্য চ পাত্রদর্শনাৎ ॥ ১৪ ॥

অক্ষরার্থ। "তস্য"—তাহার অর্থাৎ সেই সান্নায্যের, "পাত্রদর্শনাৎ চ"—পাত্র দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পশুর পাত্র উখা এবং সান্নায্যেরও পাত্র উখা; একারণে এই সমানপাত্রস্বরূপ লিঙ্গদর্শন হইতেও ইহা অবধারিত হয় যে, অগ্নীষোমীয় পশু সান্নায্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে। ইতি ২য় পশুতে সান্নায্যধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

দধ্নঃ স্যান্মূর্ত্তিসামান্যাৎ ॥ ১৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দধ্নঃ স্যাৎ"—দধির (ধর্ম্ম কর্ত্তব্য) হইবে, "মূর্ত্তিসামান্যাৎ"—যে হেতু ঘনস্বরূপ মূর্ত্তির সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পশুতে সান্নায্যধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, ইহা পূর্ব্বাধিকরণে স্থাপিত হইয়াছে। সান্নায্য বলিতে দধি এবং দুগ্ধ উভয়ই বুঝায়। কোন্‌টির ধর্ম্ম গ্রহণীয়?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "দধ্নঃ স্যাৎ"—দধির ধর্ম্মই উক্ত পশুতে অনুষ্ঠেয়। কারণ? "মূর্ত্তি সামান্যাৎ"—দধিও ঘনভূত এবং পশুও ঘন অর্থাৎ কঠিনাকৃতি। অতএব আকৃতিগত এই সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া পশুতে দধিধর্ম্মই কর্ত্তব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

পয়ো বা কালসামান্যাৎ ॥ ১৬ ॥

অক্ষরার্থ। "পয়ঃ"—দুগ্ধের ধর্ম্মই গ্রহণীয়, "কালসামান্যাৎ"—যে হেতু সদ্যস্কালস্বরূপ কালগত সাদৃশ্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে পয়োধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়, কারণ, পয়ঃ অর্থাৎ দুগ্ধ সদ্যঃ সঞ্জাত এবং পশুও সদ্যঃসম্ভূত। পক্ষান্তরে দধি দ্ব্যহকালসাধ্য—দুই দিনে উৎপন্ন হয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

পশ্বানন্তর্য্যাচ্চ ॥ ১৭ ॥

অক্ষরার্থ। "পশ্বানন্তর্য্যাৎ চ"—পশুর সহিত আনন্তর্য্য অর্থাৎ অব্যবহিতত্ব রহিয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পশুতে যে পয়োধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়, তাহার আরও হেতু এই যে, দুগ্ধ যেমন পশু হইতে অব্যবহিতভাবে উৎপন্ন হয়, পশুও সেইরূপ পশু হইতে অব্যবহিতভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে দধি, দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন বলিয়া পশু হইতে দুগ্ধের দ্বারা ব্যবহিত হওয়ায় কালগতবিপ্রকর্ষ যুক্ত হইতেছে।

দ্রবত্বং চ অবিশিষ্টম্ ॥ ১৮ ॥

অক্ষরার্থ। "দ্রবত্বং"—দ্রবত্ব, "চ"—কিন্তু, "অবিশিষ্টম্"—তুল্য।

ভাষ্যভাবার্থ। পশুতে যে পয়োধর্ম্মই অনুষ্ঠেয় তাহার আরও হেতু এই যে, পশু এবং পয়ঃ উভয়ের মধ্যেই দ্রবত্ব রহিয়াছে। দ্রবশব্দটি গমনার্থক 'দ্রু'ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া, যাহা "দ্রবতি" অর্থাৎ যায় অর্থাৎ গড়াইয়া যায় কিংবা ছুটিয়া যায় তাহাই দ্রব বলিয়া উভয়ের মধ্যে দ্রবত্বরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইতি ৩য় পশুতে পয়োধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

আমিক্ষোভয়ভাব্যত্বাদুভয়বিকারঃ স্যাৎ ॥ ১৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "আমিক্ষা"—বৈশ্বদেবী আমিক্ষা, "উভয়ভাব্যত্বাৎ" —উভয়সাধ্য বলিয়া, "উভয়বিকারঃ স্যাৎ"—উভয়েরই বিকার অর্থাৎ বিধ্যন্তযুক্ত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "তপ্তে পয়সি দধ্যানয়তি। সা বৈশ্বদেবী আমিক্ষা" এই বাক্যে যে আমিক্ষা বিহিত হইয়াছে, তাহাতে কি দধি এবং পয়ঃ উভয়েরই ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় অথবা কেবলমাত্র পয়োধর্ম্মই কর্ত্তব্য, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "আমিক্ষা উভয়বিকারঃ স্যাৎ"— আমিক্ষা উভয়েরই অর্থাৎ দধি এবং দুগ্ধ উভয়েরই বিকৃতি হইবে অর্থাৎ আমিক্ষার উভয়ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। কারণ, "উভয়ভাব্যত্বাৎ"—আমিক্ষা উভয়জন্য অর্থাৎ দধি এবং দুগ্ধ উভয়ের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত হইয়া নিষ্পন্ন। ইতি ১ম পূর্ব্বপক্ষ।

একং বা চোদনৈকত্বাৎ ॥ ২০ ॥

অক্ষরার্থ। "একং"—একটি দ্রব্যেরই বিকার অর্থাৎ ধর্ম্মযুক্ত হইবে, "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "চোদনৈকত্বাৎ"—যে হেতু চোদনার অর্থাৎ বেদবিধির একত্ব রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন, আমিক্ষা যখন একটিমাত্র বিধি দ্বারা বিহিত, তখন তাহা বিকল্পিতভাবে দধি অথবা দুগ্ধ যে কোন একটি দ্রব্যেরই বিধ্যন্ত প্রাপ্ত হইবে। কারণ, একটির ধর্ম্ম প্রাপ্তিতেই ইষ্টিকর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া যায় বলিয়া অপরটি অনাকাঙ্ক্ষিত হওয়ায় অগ্রাহ্য। সুতরাং উহাতে যুগপৎ উভয়ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে। ইতি ২য় পূর্ব্বপক্ষ।

দধি সংঘাতসামান্যাৎ ॥ ২১ ॥

অক্ষরার্থ। "দধি"—দধিধর্ম্মই গ্রহণীয় হইবে, "সংঘাতসামান্যাৎ" —যে হেতু সংহতত্বরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন, নিয়ম সম্ভব হইলে অনিয়ম (অব্যবস্থা) স্বীকার করা উচিত নহে বলিয়া এবং অষ্টদোষদুষ্ট

বিকল্পে পক্ষে বাধ হয় বলিয়া এস্থলে আমিক্ষা দধিসম্বন্ধীয় বিধ্যন্তই গ্রহণ করিবে। কারণ, দধির সহিতই উহার সাদৃশ্য রহিয়াছে। যে হেতু, দধিও ঘনস্বভাব এবং আমিক্ষাও ঘনস্বরূপ। ইতি ৩য় পূর্ব্বপক্ষ।

পয়ো বা তৎপ্রধানত্বাল্লোকবদ্দধ্নস্তদর্থত্বাৎ ॥ ২২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "পয়ঃ"—দুগ্ধ অর্থাৎ পয়োধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "তৎপ্রধানত্বাৎ"—যেহেতু তাহাই প্রধান, "লোকবৎ"—লোকব্যবহারের ন্যায়, "দধ্নঃ তদর্থত্বাৎ"—কারণ, দধি সেই ঘনীভাবরূপ প্রয়োজনের জন্য।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, আমিক্ষাতে পয়োধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। কারণ, তাহাতে দুগ্ধেরই প্রাধান্য থাকে; যেহেতু দুগ্ধই ঘনীভূত হইয়া আমিক্ষা বা দধির আকার প্রাপ্ত হয়। আর লৌকিক ব্যবহারেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুগ্ধকেই ঘনীভূত করিবার নিমিত্ত তাহাতে দধি কিংবা দধির অভাবে কাঞ্জিকাদি অম্লদ্রব্য প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং অম্লসংযোগে ঘনীভূত পয়োদ্রব্যই যখন আমিক্ষা, তখন তাহাতে পয়োধর্ম্মই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। ইতি সিদ্ধান্ত।

ধর্ম্মানুগ্রহাচ্চ ॥ ২৩ ॥

অক্ষরার্থ। "ধর্ম্মানুগ্রহাৎ চ"—সদ্যস্কালতাদিরূপ ধর্ম্মের অনুগ্রহ অর্থাৎ প্রাপ্তি হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। আরও, বৈশ্বদেবযাগ একাহসাধ্য বলিয়া আমিক্ষা সদ্যস্কাল; আর দুগ্ধও সদ্যস্কাল। কিন্তু দধি দুই দিনে নিষ্পাদ্য বলিয়া দ্ব্যহকাল। সুতরাং পয়োধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে এই সদ্যস্কালতাধর্ম্মও অনুরুদ্ধ হয়। ইতি ৪র্থ আমিক্ষার পয়োধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

সত্রমহীনশ্চ দ্বাদশাহস্তস্যোভয়থা প্রবৃত্তিরৈককর্ম্ম্যাৎ ॥ ২৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্বাদশাহঃ"—দ্বাদশাহযাগ, "সত্রম্ অহীনঃ চ"—সত্র এবং অহীনস্বরূপ, "তস্য"—তাহার ধর্ম্মের, "উভয়থা প্রবৃত্তিঃ"—উভয়-

প্রকারেই সর্ব্বত্র প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি হইবে, "ঐককর্ম্ম্যাৎ"—কারণ, সেই যে দ্বাদশাহাত্মক কর্ম্ম তাহা একই হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে যে দ্বাদশাহ যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা সত্র এবং অহীন উভয়াত্মক; ইহা যাজ্ঞিকগণের প্রসিদ্ধি হইতে জানা যায়। আর সেই 'অহীন' এবং 'সত্র' এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা অনুসারে দ্বাদশাহযাগে ধর্ম্মেরও অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মেরও পার্থক্য শাস্ত্রমধ্যে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বাদশাহের ঐ উভয় প্রকার যে ধর্ম্ম, উহা কি ব্যবস্থিতভাবে বিকৃতি-যাগে যায় অথবা উহা অব্যবস্থিত বিকল্পিতভাবে যায়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "তস্য উভয়থা প্রবৃত্তিঃ"—অব্যবস্থিতভাবে ঐ উভয় প্রকার ধর্ম্মই তদ্‌বিকৃতিভূতযাগে প্রবৃত্ত হইবে। কারণ, "তস্য ঐককর্ম্ম্যাৎ"—ঐ যে দ্বাদশাহযাগ উহা উভয়প্রকারে নিষ্পন্ন হইলেও এক ছাড়া অনেক নহে। আর দ্বাদশাহের ধর্ম্মই তদ্‌বিকৃতিভূত যাগে যায়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বা যজতিশ্রুতেরহীনভূতপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ প্রকৃত্যা-তুল্যশব্দত্বাৎ ॥ ২৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "যজতিশ্রুতেঃ"—যজতিশ্রুতি অনুসারে, "অহীনভূতপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ"—অহীনভূত অর্থাৎ অহীনাত্মক যে দ্বাদশাহ তাহার প্রবৃত্তি হইবে, "প্রকৃত্যা তুল্যশব্দত্বাৎ" —যে হেতু বিকৃতি প্রকৃতিযাগের বিধিবাক্যঘটক পদের তুল্য অর্থাৎ সদৃশ শব্দের (পদের) দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতে-ছেন, যে সকল পদের দ্বারা এবং লক্ষণের দ্বারা দ্বাদশাহের অহীনত্ব লক্ষিত হয়, বিকৃতিভূত যাগের বিধিবাক্যে যদি সেই সমস্ত পদ থাকে এবং বিকৃতযাগে যদি সেই সমস্ত লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে সেই বিকৃতিযাগ অহীনাত্মক যে দ্বাদশাহ তাহারই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। এইরূপ, বিকৃতিযাগে সত্রের লক্ষণ থাকিলে তাহা সত্রাত্মক যে দ্বাদশাহ যাগ তাহারই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং এই প্রকারে নিয়ম সম্ভব হইলে অনিয়মপক্ষ স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

দ্বিরাত্রাদীনামৈকাদশরাত্রাদহীনত্বং যজতিচোদনাৎ ॥ ২৬ ॥

অক্ষরার্থ। "দ্বিরাত্রাদীনাম্ আ একাদশরাত্রাৎ"—দ্বিরাত্র হইতে একাদশরাত্র পর্য্যন্ত অহর্গণের, "অহীনত্বম্"—অহীনত্ব অর্থাৎ অহীন এই সংজ্ঞা, "যজতিচোদনাৎ"—যে হেতু, তাহা যজতি চোদনার দ্বারা উল্লিখিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। অহীন এবং সত্রের পার্থক্য না বলিলে পূর্ব্বসূত্রোক্ত বিষয়ের ব্যবস্থা হইতে পারে না বলিয়া "দ্বিরাত্রাদীনাম্" ইত্যাদি সূত্রে অহীনের এবং তৎপরবর্ত্তী "ত্রয়োদশরাত্রাদিষু" ইত্যাদি সূত্রে সত্রের লক্ষণ বলিতেছেন। দ্বিরাত্র হইতে একাদশরাত্র পর্য্যন্ত অহর্গণাত্মক যাগগুলি যজতিচোদনার দ্বারা অর্থাৎ 'যজ' ধাতুনিষ্পন্ন পদের দ্বারা অভিহিত হয় বলিয়া ঐগুলিকে 'অহীন' যাগ বলা হয়।

ত্রয়োদশরাত্রাদিষু সত্রভূতস্তেষ্বাসনোপায়িচোদনাৎ ॥২৭॥

অক্ষরার্থ। "ত্রয়োদশরাত্রাদিষু"—ত্রয়োদশরাত্র হইতে সম্বৎসর পর্য্যন্ত কালসাধ্য যাগ সকলে, "সত্রভূতঃ"—সত্র এই নাম হইবে, "তেষু আসনোপায়িচোদনাৎ"—যে হেতু সেগুলি 'আসন' (আস্ ধাতু) এবং 'উপায়ী' (উপপূর্ব্বক ইধাতু) শব্দের দ্বারা উল্লিখিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সত্রের লক্ষণ বলিতেছেন, "ত্রয়োদশরাত্রাদিষু" ইত্যাদি। ত্রয়োদশ দিবস হইতে সম্বৎসর পর্য্যন্ত কালসাধ্য যে যাগ, যাহা আস্ ধাতু অথবা উপপূর্ব্বক ইধাতু হইতে নিষ্পন্ন পদের দ্বারা উল্লিখিত হয়, তাহারই নাম সত্র। আরও, সত্রে যজমানই ঋত্বিক্ হয়—সপ্তদশান্যূন চতুর্ব্বিংশত্যনধিক যজমান আবশ্যক হয় ইত্যাদি কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্ম আছে; সেগুলি অহীন যাগে নাই। ইহা অগ্রে (দশম অধ্যায়ের ষষ্ঠ পাদে ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ অধিকরণে ৪৫-৬০ সূত্রে) বিবৃত হইবে।

লিঙ্গাচ্চ ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন রহিয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বে যে দ্বিরাত্রত্বাদিকে অহীন যাগের স্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহার তদ্রূপতা শ্রুতিবাক্যের জ্ঞাপকতা হইতেও সিদ্ধ হয়। কারণ, "অগ্নিষ্টোমো বৈ প্রজাপতিঃ। স উত্তরানেকাহানসৃজত। তমেতং দ্বিরাত্রাদয়োঽহর্গণা উচুস্ত্বমস্মান্ মা হাসীরিতি। তদেষামহীনত্বম্" এই শ্রুতিবাক্যে অহীন নামের হেতুনির্ব্বচনপ্রসঙ্গে দ্বিরাত্রাদিকেই অহীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইতি ৫ম দ্বাদশাহে সত্র এবং অহীনের ব্যবস্থিতভাবে ধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

অন্যতরতোঽতিরাত্রত্বাৎ পঞ্চদশরাত্রস্যাহীনত্বং কুণ্ডপায়িনাময়নস্য চ তদ্ভূতেষ্বহীনত্বস্য দর্শনাৎ ॥ ২৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অন্যতরতঃ অতিরাত্রত্বাৎ"—এক দিকে অর্থাৎ শেষের দিকে অতিরাত্র যজ্ঞ আছে বলিয়া, "পঞ্চদশরাত্রস্য কুণ্ডপায়িনাময়নস্য চ অহীনত্বম্"—'পঞ্চদশরাত্র' এবং 'কুণ্ডপায়িনাময়ন' এই দুইটি অহীনসংজ্ঞক হইবে, "তদ্ভূতেষু অহীনত্বস্য দর্শনাৎ"—যে হেতু তাদৃশ লক্ষণযুক্ত যাগে অহীনত্ব দৃষ্ট হয় অর্থাৎ তাদৃশ যাগকেই অহীন বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে যে 'পঞ্চদশরাত্র' এবং 'কুণ্ডপায়িনাময়ন' নামক দুইটি যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কি অহীনসংজ্ঞক অর্থাৎ অহীনযাগের ইতিকর্ত্তব্যতাদি অতিদেশযুক্ত অথবা তাহা সত্র যাগ অর্থাৎ সত্রযাগের বিধ্যন্তযুক্ত. ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, উহা অহীনসংজ্ঞকই হইবে; কারণ, ঐ দুইটি যাগের গোড়ার দিকে অতিরাত্র নামক যাগ করা হয় না, কিন্তু শেষের দিকেই তাহা করা হয়। আর অহীনসংজ্ঞক যাগেরই শেষের দিকে মাত্র অতিরাত্র যাগ যে অনুষ্ঠেয় হইয়া থাকে, তাহা "যদন্যতরতোঽতিরাত্রস্তেনাহীনঃ" এই শ্রুতিবাক্যে বোধিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে সত্র যাগের আদিতে এবং অন্তে উভয় দিকেই অতিরাত্র যাগ অনুষ্ঠেয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অহীনবচনাচ্চ ॥ ৩০ ॥

অক্ষরার্থ। "অহীনবচনাৎ চ"—অহীন বলিয়া উল্লেখ আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পঞ্চদশরাত্রযাগ যে অহীন, তাহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। কারণ, শ্রুতিমধ্যে "যদন্ততরতোঽতিরাত্রস্তেনাহীনঃ" এই বচনে স্পষ্টই উহাকে অহীন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

সত্রে বোপায়িচোদনাৎ ॥ ৩১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সত্রে"—ঐ দুইটি যাগ সত্র, "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবর্ত্তক, "উপায়িচোদনাৎ"—যে হেতু উপপূর্ব্বক ইধাতু-নিষ্পন্নপদঘটিত বিধি রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—ঐ দুইটি অহীনসংজ্ঞক নহে কিন্তু উহারা সত্র। কারণ, উহারা 'উপায়িচোদনা' বিহিত; যেহেতু পঞ্চদশরাত্র-সম্বন্ধে "পঞ্চদশরাত্রমুপেয়ুঃ" এবং কুণ্ডপায়িনাময়নসম্বন্ধে "ভূতিকামা উপেয়ুঃ" এইরূপে 'ই' ধাতুঘটিত পদের দ্বারা বিধান করা হইয়াছে। আর যে অন্ততর তেঽতিরাত্রস্বরূপ অহীনলিঙ্গ তাহা অর্থবাদগতলিঙ্গ বলিয়া বিধিবাক্যগত উপায়িচোদনারূপ লিঙ্গ হইতে দুর্ব্বল। এ কারণে তাহা দ্বারা উহাদের অহীনত্ব স্থাপিত হয় না। আর ঐ অহীনত্বজ্ঞাপক অর্থবাদের ইহাই তাৎপর্য্য যে, অন্য সকল সত্র করিলে কেবলমাত্র সত্রই অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু এই পঞ্চদশরাত্র এবং কুণ্ডপায়িনাময়ন যাগের এমনই বৈশিষ্ট্য যে, ইহাতে সত্র ত হয়ই, অধিকন্তু অহীনযাগও সিদ্ধ হইয়া যায়, ইতি সিদ্ধান্ত।

সত্রলিঙ্গঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩২ ॥

অক্ষরার্থ। "সত্রলিঙ্গং চ"—সত্রের লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদ-বচনও, "দর্শয়তি"—শ্রুতি দেখাইয়া দিতেছেন।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐগুলি যে অহীন নহে, কিন্তু সত্র, তাহার শ্রৌত-লিঙ্গও আছে। কারণ, কুণ্ডপায়িনাময়নে শ্রুতি "গৃহপতির্গৃহপতিঃ সুব্রহ্মণ্যঃ সুব্রহ্মণ্যঃ" ইত্যাদি বচনে যে গৃহপতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সত্রেই সম্ভব; যেহেতু "গৃহপতিসপ্তদশাঃ সত্রমুপেয়ুঃ" এই বচন অনুসারে সত্রেই গৃহপতি আবশ্যক, অহীনে গৃহপতি অনাবশ্যক। অতএব ঐ দুইটি যাগ সত্রসংজ্ঞক বলিয়া সত্রেরই বিধ্যন্ত প্রাপ্ত হইবে। ইতি ৬ষ্ঠ পঞ্চদশরাত্রাদিতে সত্রধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ।

অথ অষ্টমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥

হবির্গণে পরমুত্তরস্য দেশসামান্যাৎ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "হবির্গণে"—হবির্গণে, "পরম্"—পরবর্ত্তীটি, "উত্তরস্য"—পরবর্ত্তী হবির্দ্রব্যের (প্রকৃতি), "দেশসামান্যাৎ"—যে হেতু সমানদেশতা রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "আগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ। সারস্বতং চরুম্। বার্হস্পত্যং চরুম্। অগ্নয়ে পাবকায়। অগ্নয়ে শুচয়ে" ইত্যাদি বাক্যে যে হবির্গণ বিহিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম যে "আগ্নাবৈষ্ণব হবিঃ" এবং অন্তিম যে 'শুচিদেবতাক চরু', তাহাতে সংশয় এই যে, উহাদের অন্তিম যে শুচিদেবতাক চরু তাহাতে কি অগ্নীষোমীয় বিধ্যন্ত প্রাপ্ত হইবে এবং আগ্নাবৈষ্ণব হবির্দ্রব্যে (পুরোডাশে) আগ্নেয় বিধ্যন্ত অতিদিষ্ট হইবে, অথবা ইহার বিপরীত হইবে অর্থাৎ আগ্নাবৈষ্ণবে অগ্নীষোমীয় বিধ্যন্ত এবং শুচিদৈবত চরুতে আগ্নেয় বিধ্যন্ত প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—"হবির্গণে পরম্ উত্তরস্য"—এই যে হবির্গণ ইহাতে পর অর্থাৎ শেষের যে হবির্দ্রব্য অর্থাৎ আগ্নেয় যে হবির্দ্রব্য তাহাতে উত্তরের অর্থাৎ পরবর্ত্তী অগ্নীষোমীয়ের বিধ্যন্ত প্রাপ্ত হইবে। কারণ, "দেশসামান্যাৎ"—উভয়ের দেশের অর্থাৎ ক্রমের সমানতা রহিয়াছে; কারণ, এখানে শুচিদেবতার চরুটি দ্বিতীয় স্থানীয়; আর প্রকৃতিভূতযাগেও অগ্নীষোমীয় দ্বিতীয়ই হইতেছে। এইরূপ এস্থলে আগ্নাবৈষ্ণব চরুটি প্রথমস্থানীয়, আর প্রকৃতিযাগেও আগ্নেয় হবির্দ্রব্য প্রথম। এই প্রকারের সমানদেশতারূপ লিঙ্গ অনুসারেই উহাদের প্রকৃতি নিরূপিত হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

দেবতয়া বা নিয়ম্যেত শব্দবাচ্যত্বাদিতরস্যাশ্রুতিত্বাৎ ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দেবতয়া"—দেবতার দ্বারা, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "নিয়ম্যেত"—নিয়মিত অর্থাৎ ব্যবস্থিত হয়, "শব্দবাচ্যত্বাৎ"—যে হেতু তাহাই শব্দবোধিত, "ইতরস্য অশ্রুতিত্বাৎ"—(পক্ষান্তরে)

অপরটি অর্থাৎ ক্রমানুসারে যে নিয়ম বলা হইল তাহা শব্দবোধিত নহে কিন্তু অর্থাপত্তিসিদ্ধ। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "দেবতয়া নিয়ম্যেত"—এস্থলে দেশসামান্যরূপ ক্রম অনুসারে ব্যবস্থা হইবে না কিন্তু একদেবতত্ব এবং দ্বিদেবতত্বরূপ দেবতা অনুসারেই নিয়মিত হইবে। কারণ, "শব্দবাচ্যত্বাৎ"—এখানে দেবতারূপ সাদৃশ্য তদ্ধিত অনুসারে প্রত্যক্ষ শব্দবোধিত; পক্ষান্তরে "ইতরস্য অশ্রুতিত্বাৎ"— সমানদেশতারূপ ক্রম অনুসারে যে নিয়ম, তাহা অর্থাপত্তিসিদ্ধ বলিয়া অনুমেয়। অতএব এখানে আগ্নাবৈষ্ণব হবির্দ্রব্য (পুরোডাশ) দ্বিদেবতাসম্বন্ধীয় বলিয়া তাহাতে প্রকৃতির অগ্নীষোমীয়রূপ যে দ্বিদেবতযাগ তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা অবলম্বনীয় হইবে এবং শুচিদেবতাক যে চরু তাহা একদেবতাসম্বন্ধযুক্ত বলিয়া তাহাতে প্রকৃতির আগ্নেয়রূপ যে এক-দেবতাক যাগ তাহারই বিধ্যন্ত অতিদেশবলে প্রাপ্ত হইবে। ইতি ১ম শুচি-দেবতার হবির্দ্রব্যে আগ্নেয়যাগের এবং আগ্নাবৈষ্ণব হবির্দ্রব্যে অগ্নীষোমীয় যাগের ধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

গণচোদনায়াং যস্য লিঙ্গং তদাবৃত্তিঃ প্রতীয়েতাগ্নেয়বৎ

॥ ৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "গণচোদনায়াং"—গণযাগবিধিতে, "যস্য লিঙ্গম্"—যাহার অর্থাৎ যে যাগের লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক আছে, "তদাবৃত্তিঃ প্রতীয়েত" —তাহারই আবৃত্তি অর্থাৎ পুনরনুষ্ঠান (কর্ত্তব্য বলিয়া) প্রতীত হইবে, "আগ্নেয়বৎ"—আগ্নেয় যাগের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে 'জনকসপ্তরাত্র'নামক যাগের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "চত্বারি ত্রিবৃন্ত্যহান্যগ্নিষ্টোমমুখ্যানি"। এই যে চারি প্রস্থ ত্রিবৃদহ, তাহার পরবর্ত্তী অহঃসঙ্ঘাতগুলিতে কি ঐ যাগের ত্রিবৃৎস্তোমবিশিষ্ট যে প্রথমদিন তাহারই ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইবে অথবা তাহা দ্বাদশাহযাগের বিধ্যন্ত প্রাপ্ত হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "গণচোদনায়াং যস্য লিঙ্গং তদাবৃত্তিঃ প্রতীয়েত"—এই যে গণচোদনা অর্থাৎ গণযাগ ইহাতে ত্রিবৃৎস্তোম-বিশিষ্ট যে প্রথম দিন তাহারই বিধ্যন্ত পরবর্ত্তী দিনগুলিতে অতিদিষ্ট হইবে;

কারণ, ঐগুলিতে তাহারই লিঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে ; যে হেতু এস্থলে সবগুলিরই মধ্যে সঙ্ঘাতস্বরূপ শব্দসাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহার উদাহরণ দিতেছেন "আগ্নেয়বৎ" ; যেমন পূর্ব্বাধিকরণে আগ্নেয়ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

নানাহানি বা সঙ্ঘাতত্বাৎ প্রবৃত্তিলিঙ্গেন চোদনাৎ ॥ ৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "নানাহানি"—ভিন্ন ভিন্ন দিন অর্থাৎ দিনসাধ্য-যাগের ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "সঙ্ঘাতত্বাৎ"—কারণ, ইহা সঙ্ঘাত, "প্রবৃত্তিলিঙ্গেন চোদনাৎ"—প্রবৃত্তিলিঙ্গের দ্বারা দ্বাদশাহিক দিনচতুষ্টয়ের অনুবাদপূর্ব্বক ত্রিবৃত্ত্বধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—এস্থলে দ্বাদশাহধর্ম্মের অতি-দেশ হইবে। কারণ, এখানে সঙ্ঘাতস্বরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে। আর যে চারিদিনকে 'ত্রিবৃৎ'যুক্ত বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা প্রথম যে ত্রিবৃদহ তাহার প্রাপ্তি বিবক্ষিত নহে কিন্তু সেই চারি দিনে ত্রিবৃত্ত্ববিধানই তাৎপর্য্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

তথা চান্যার্থদর্শনম্ ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "অন্যার্থদর্শনং চ"—অন্যার্থদর্শনও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন, এই গণযাগের অন্তিম দিবসগুলিতে যদি দ্বাদশহের ধর্ম্ম অতিদিষ্ট না হইয়া প্রথম যে ত্রিবৃদহঃ তাহারই ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হয়, তাহা হইলে "চত্বারি ত্রিবৃন্তি অহানি অগ্নি-ষ্টোমমুখ্যানি যেষামগ্নিষ্টোমঃ প্রথমঃ ইতরে অনগ্নিষ্টোমাঃ" এই শ্রুতিবাক্যে যে "ইতরে অনগ্নিষ্টোমাঃ" এই অংশে অপর দিনগুলিকে অগ্নিষ্টোমাতিরিক্ত বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ, প্রথম দিন অগ্নিষ্টোমযুক্তই হয়। আর বাকী দিনগুলিও যদি অগ্নিষ্টোমযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ প্রকার নির্দ্দেশ সঙ্গত হয় না। ইতি ২য় জনকসপ্তরাত্রে ত্রিবৃৎ অহঃসঙ্ঘাতে দ্বাদশাহধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

কালাভ্যাসেঽপি বাদরিঃ কর্ম্মভেদাৎ ॥ ৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "কালাভ্যাসে অপি"—ষড়হাদি কর্ম্মের অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তি হইলেও (দ্বাদশাহ বিধ্যন্ত প্রাপ্ত হইবে), "বাদরিঃ„— বাদরিনামক আচার্য্য (বলেন), "কর্ম্মভেদাৎ"—যেহেতু কর্ম্মভেদ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে 'ষট্‌ত্রিংশত্রাত্র'নামক যাগের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "ষড়হা ভবন্তি চত্বারি ভবন্তি।" এই যে চতুর্গুণিত ষড়হযাগ ইহাতে কি দ্বাদশাহ যাগের ইতিকর্ত্তব্যতা অতিদিষ্ট হইবে অথবা ইহা ষড়হ যাগের বিধ্যন্ত প্রাপ্ত হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বমত দৃঢ় করিবার জন্ত বাদরিনামক আচার্য্যের মত উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, এই যে ষড়হ যাগের কালের চারি বার আবৃত্তি করিয়া যাগ করা হয়, এস্থলেও পূর্ব্ব অধিকরণের সিদ্ধান্তের ন্তায় দ্বাদশাহের ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইবে। কারণ, "কর্ম্মভেদাৎ" —এস্থলে "চত্বারি ভবন্তি" এই বাক্যের সংখ্যার দ্বারা কর্ম্মের ভিন্নতা বোধিত হইতেছে! আর তাহা হইলে চতুঃসংখ্যাবিশিষ্ট ষড়হে চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যক অহঃসঙ্ঘাত প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহাতে দ্বাদশাহের বিধ্যন্তই অনুসৃত হওয়া উচিত। যেহেতু দ্বাদশাহযাগই অহঃসঙ্ঘাতাত্মক গণযাগের প্রকৃতি, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। আর সেই দ্বাদশাহযাগের নিয়ম দুইবার আবৃত্তি করিলেই চতুর্ব্বিংশতিত্বই পূর্ণ হইয়া থাকে। আর কেবল দ্বাদশাহপক্ষেই যে আবৃত্তি করিতে হয়, তাহা নহে, কারণ, যাঁহারা ইহাকে ষড়হপ্রকৃতিক বলিবেন, তাঁহাদের মতেও ষড়হ যাগের চারিবার অনুষ্ঠান না করিলে চতুর্ব্বিংশত্যহ সিদ্ধ হইবে না। অতএব দ্বাদশাহযাগের বিধ্যন্তই এস্থলে গ্রহণীয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

তদাবৃত্তিং তু জৈমিনিরহ্নামপ্রত্যক্ষসংখ্যত্বাৎ ॥ ৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তদাবৃত্তিং"—তাহার অর্থাৎ সেই ষড়হযাগের আবৃত্তি (বলেন), "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "জৈমিনিঃ"—জৈমিনি, "অহ্নাম্ অপ্রত্যক্ষসংখ্যত্বাৎ"—যেহেতু চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যকদিনের সংখ্যা প্রত্যক্ষশব্দবোধিত নহে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,- "তদাবৃত্তিম্"—এস্থলে সেই ষড়হেরই আবৃত্তি করিয়া যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ ষড়হযাগেরই বিধ্যন্ত অতিদিষ্ট হইবে। কারণ, "অহাম্ অপ্রত্যক্ষসংখ্যত্বাৎ"—পূর্ব্বপক্ষী যে চতুর্ব্বিংশতি দিন ধরিয়াছেন তাহা শ্রুতিবাক্যে কণ্ঠতঃ বোধিত হয় নাই, কিন্ত 'চারিবার ষড়হ হইলে চতুর্ব্বিংশত্যহ হয়' এই প্রকারে অনুমানের দ্বারা প্রমিত হয়। পশ্চাৎ "দুইবার দ্বাদশাহে চতুর্ব্বিংশত্যহ হয়" এই প্রকার অনুমান পূর্ব্বক দ্বাদশাহপ্রকৃতিকত্ব নিরূপণ করিয়া তাহার বিধ্যন্ত গ্রহীতব্য হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ষড়হ শ্রুতিবাক্যে কণ্ঠত উক্ত বলিয়া তাহার প্রতীতি অবিলম্বেই ঘটিয়া থাকে। অতএব ইহার দ্বারা সংখ্যাবশতঃ যে কর্ম্মভেদের যুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও প্রত্যুক্ত হইল। সুতরাং প্রত্যক্ষ শ্রুতিবোধিত ষড়হেরই বিধ্যন্ত চতুর্ব্বার আবৃত্তিপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয়। ইতি ৩য় ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্রনামকযাগে ষড়হধর্ম্মাতি দেশাধিকরণ।

সংস্থাগণেষু তদভ্যাসঃ প্রতীয়েত কৃতলক্ষণগ্রহণাৎ

॥ ৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সংস্থাগণেষু"—শতোকৃথ্য প্রভৃতি সংস্থাগণে, "তদ-ভ্যাসঃ"—তাহার অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমের অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তি, "প্রতীয়েত"—প্রতীত অর্থাৎ গৃহীত হইবে, "কৃতলক্ষণগ্রহণাৎ"—যে হেতু কৃতলক্ষণ অর্থাৎ কৃতসংজ্ঞক (যাহার সংজ্ঞা করা হইয়াছে) যে জ্যোতিষ্টোম তাহারই গ্রহণ অর্থাৎ অনুবাদ বা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "শতোকৃথ্যং ভবতি। শতাতিরাত্রং ভবতি। পঞ্চাগ্নিষ্টোমঃ পঞ্চোকৃথ্যঃ" ইত্যাদি বাক্যে শতোকৃথ্য প্রভৃতি যে সমস্ত যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে, সেগুলিতে কি জ্যোতিষ্টোম যাগের অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান হইবে অথবা সংস্থাবিশিষ্ট অহঃসঙ্ঘের আবৃত্তি হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "সংস্থাগণেষু তদভ্যাসঃ প্রতীয়েত"—এই সমস্ত সংস্থাগণে জ্যোতিষ্টোমেরই অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানরূপ আবৃত্তি বুঝিতে হইবে। সুতরাং সেগুলিতে জ্যোতিষ্টোমেরই বিধ্যন্ত অনুসরণীয় হইবে। কারণ, "কৃতলক্ষণগ্রহণাৎ"—শতোকৃথ্য ইত্যাদি শব্দের দ্বারা কৃতলক্ষণ যে জ্যোতিষ্টোম

তাহারই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ উক্থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি গুলি বিশেষ বিশেষ কারণে জ্যোতিষ্টোমেরই যখন নাম, তখন শতোক্থ্য ইত্যাদি নামে সেই জ্যোতিষ্টোমই অভিহিত হইতেছে বলিয়া তাহারই বিধ্যন্ত গ্রহণ করা উচিত। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অধিকারাদ্ বা প্রকৃতিস্তদ্বিশিষ্টা স্যাদভিধানস্য তন্নিমি-
ত্তত্বাৎ ॥ ৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অধিকারাৎ"—অধিকার রহিয়াছে বলিয়া অর্থাৎ অধিকৃত বা উপক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রকৃতিঃ তদ্বিশিষ্টা স্যাৎ"—প্রকৃতি অর্থাৎ দ্বাদশাহ তদ্বিশিষ্ট অর্থাৎ সেই সংস্থাবিশিষ্ট হইবে, "অভিধানস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ"—যে হেতু তাহাই অর্থাৎ যে নামে সমাপ্তি হয়, তাহাই অভিধানের অর্থাৎ উক্থ্যাদি নামের নিমিত্ত। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—জ্যোতিষ্টোম এস্থলে সন্নিহিত নহে, সুতরাং তাহার অভ্যাস হইতে পারে না। আর উক্থ্য ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়া তদ্দ্বারা যে জ্যোতিষ্টোমের প্রাপ্তি হইবে, তাহাও সম্ভব নহে। কারণ, উক্থ্য প্রভৃতিগুলি জ্যোতিষ্টোমের নাম নহে। কিন্তু ঐ উক্থ্য প্রভৃতি নামক স্তোত্রে জ্যোতিষ্টোম সমাপ্ত হইলে তাহাকে ঐ উকথ্যাদি শব্দে অভিহিত করা হয়; যে হেতু "বিশেষেণ হি - ব্যপদেশা ভবন্তি" অর্থাৎ যাহার যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহা দ্বারাই তাহার উল্লেখ করা হয়। আর তাহাই যদি হয় তাহা হইলে দ্বাদশাহের অন্তর্গত অহঃসঙ্ঘাতেও উক্থ্যাদি নাম হইতে পারে বলিয়া এস্থলে অহঃসঙ্ঘাতাত্মক সাদৃশ্য অনুসারে দ্বাদশাহের বিধ্যন্তই অতিদিষ্ট হওয়া উচিত। কারণ, দ্বাদশাহ অহঃসঙ্ঘাতাত্মক যাগ। তবে বিশেষ এই যে, দ্বাদশাহের প্রারম্ভের 'প্রায়ণীয়' এবং অবসানের 'উদবসানীয়' এই দুইটি যাগ পরিত্যাগ করিয়া উহার মধ্যবর্ত্তী যে দশদিনসাধ্য দশরাত্র যাগ তাহারই দশ বার আবৃত্তি করিয়া প্রতিদিন "উক্থ্য" নামক স্তোত্রে যাগ সমাপ্ত করিতে হইবে; এইরূপ করিলেই ঐ যাগ শতোক্থ্যপদে অভিধেয় হইবে। শতাতিরাত্রাদি স্থলেও এই নিয়ম বুঝিতে হইবে। ইতি ৪র্থ সংস্থাগণে দ্বাদশাহিক ধর্ম্মাতিদেশাধিকরণ।

গণাদুপচয়স্তৎপ্রকৃতিত্বাৎ ॥ ১০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "গণাৎ"—প্রকৃতিভূত যে দ্বাদশাহরূপ গণযাগ তাহা হইতে, "উপচয়ঃ"—উক্থ্যস্তোত্র প্রভৃতির উপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধি হইবে, "তৎপ্রকৃতিত্বাৎ"—যেহেতু তাহাই অর্থাৎ দ্বাদশাহই গণযাগের প্রকৃতি।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে যে, শতোক্থ্যাদি স্থলে দ্বাদশাহিক দশরাত্র দশবার অভ্যস্ত হইবে। এই যে দশরাত্র, ইহার আদিতে এবং অন্তে দুইটি অগ্নিষ্টোম থাকে এবং মধ্যে আটটি উক্থ্য থাকে। একারণে ঐ উক্থ্যস্তোত্র দশবারে অশীতিসংখ্যক হয় বলিয়া তাহার শতসংখ্যা পূর্ণ করিতে হইলে প্রত্যেক দশরাত্রে উক্থ্যস্তোত্রের উপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এই যে শতোক্থ্যাদি স্থলে উক্থ্যাদি স্তোত্রের উপচয় হইবে, ইহা কি দ্বাদশাহ হইতে হইবে অথবা একাহ জ্যোতিষ্টোম হইতে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "গণাদুপচয়ঃ তৎপ্রকৃতিত্বাৎ"—দ্বাদশাহযাগ যখন সমস্ত গণযাগের প্রকৃতি আর শতোক্থ্যাদিগুলিও যখন গণযাগ, তখন পূর্ব্বাধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে এস্থলেও দ্বাদশাহযাগ হইতেই উক্থ্যাদি স্তোত্রের বৃদ্ধি হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

একাহাদ্ বা তেষাং সমত্বাৎ স্যাৎ ॥ ১১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "একাহাৎ স্যাৎ"—প্রকৃতিভূত একাহ জ্যোতিষ্টোম হইতেই স্তোত্র বৃদ্ধি হইবে, "তেষাং সমত্বাৎ"—যে হেতু, দ্বাদশাহ এবং শতোক্থ্য প্রভৃতিগুলি সকলেই ঐ বিষয়ে তুল্যস্বভাব। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে একাহজ্যোতিষ্টোম হইতেই উক্থ্যাদি স্তোত্রের বৃদ্ধি হইবে। কারণ, উক্থ্যাদি স্তোত্র একাহজ্যোতিষ্টোমযাগেই উৎপন্ন; দ্বাদশাহযাগে তাহা এইস্থল হইতেই অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দ্বাদশাহযাগ স্বয়ংই যখন এ বিষয়ে দরিদ্র বলিয়া পরমুখাপেক্ষী, তখন সে আবার অপরকে ইহা দিয়া সাহায্য করিবে কিরূপে? এক জন ভিক্ষুক কি অপর এক জন ভিক্ষুকের নিকট দ্রব্য লাভ করিতে ইচ্ছা করে? তবে অপর

যে সমস্ত বিষয়ে দ্বাদশাহযাগের বৈশিষ্ট্য আছে, সেইগুলির জন্য তাহা গণযাগের প্রকৃতি হইয়া থাকে। অন্যান্য স্থলেও অতিদেশপরম্পরায় ইহাই হেতু ; কিন্তু উক্থ্যস্তোত্রাদি বিষয়ে তাহা যখন অন্যের সজাতীয়, তখন তদ্বিষয়ে তাহা অন্যের প্রকৃতি হইতে পারে না। ইতি ৫ম শতোক্থ্যাদি স্থলে জ্যোতিষ্টোম হইতে স্তোত্রোপচয়াধিকরণ।

গায়ত্রীষু প্রাকৃতীনামবচ্ছেদঃ প্রকৃত্যধিকারাৎ সংখ্যাত্বাদগ্নিষ্টোমবদব্যতিরেকাত্তদাখ্যত্বম্ ॥ ১২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "গায়ত্রীষু"—শ্রুত্যুক্ত গায়ত্রী সকলে, "প্রাকৃতীনাম্ অবচ্ছেদঃ"—প্রাকৃতী অর্থাৎ প্রকৃতিভূত যাগে স্থিত ত্রিষ্টুপ্, জগতী প্রভৃতি ঋকের অবচ্ছেদ অর্থাৎ অক্ষরবিলোপ হইবে, "প্রকৃত্যধিকারাৎ"—যে হেতু প্রকৃতির অর্থাৎ প্রাকৃতী ঋক্ সকলের অধিকার অর্থাৎ সান্নিধ্য রহিয়াছে, "সংখ্যাত্বাৎ"—গায়ত্রী শব্দের অর্থ সংখ্যা অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশত্যক্ষররূপ অক্ষরসংখ্যা বলিয়া, "অগ্নিষ্টোমবৎ"—অগ্নিষ্টোমের ন্যায়, "অব্যতিরেকাৎ"—অব্যভিচার হেতু, "তদাখ্যত্বম্"—উঁহার ঐ চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরনামতা (সিদ্ধ হয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "বাজপেয়েনেষ্ট্বা বৃহস্পতিসবেন যজেত" এই বাক্যে যে বৃহস্পতিসব নামক যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে, তাহার প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—"গায়ত্রমেতদহর্ভবতি"। এ স্থলে এই যে গায়ত্রী উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা কি বৃহস্পতিসবের প্রকৃতিভূত যে জ্যোতিষ্টোম যাগ তাহাতে যে ত্রিষ্টুপ্, জগতী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের ঋক্ উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইগুলির অক্ষরাপচয় করিয়া অর্থাৎ কতকগুলি অক্ষর লোপ করিয়া সেগুলিকে চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরে পরিণত করিয়া সম্পাদন করিতে হইবে অথবা দাশতয়ী অর্থাৎ ঋগ্‌বেদ হইতে উৎপত্তি গায়ত্রীর আগম করিয়া উহা সম্পাদন করিতে হইবে, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "গায়ত্রীষু প্রাকৃতীনামবচ্ছেদঃ"—অত্র উপদিষ্ট এই গায়ত্রী সকলে প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোম যাগে যে সমস্ত ত্রিষ্টুপ্, জগতী প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দে নিবদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন ঋক্ আছে, সেগুলির অক্ষরাপচয় করিয়া

সেইগুলিরই গ্রহণ করিতে হইবে। "শতাগ্নিষ্টোমঃ ভবতি" এই বাক্যবিহিত দ্বাদশাহিক অহর্গণে যেমন উক্থ্যস্তোত্রের লোপ হয়, ইহাও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। আরও প্রকৃতিভূত যাগের ত্রিষ্টুপ্, জগতী প্রভৃতিগুলি যখন অতিদেশ-বলে ঐ বিকৃতিযাগে প্রাপ্ত হয়, তখন ঐগুলিই সন্নিহিত বলিয়া উহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার কোনও হেতু নাই। আর গায়ত্রী বলিতে যখন অব্যভিচারে সর্ব্বত্র চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরযুক্ত ছন্দঃ বোধিত হয়, তখন ঐ ত্রিষ্টুপ্, জগতী প্রভৃতি ছন্দগুলির অক্ষর লোপ করিয়া চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরে পরিণত করিলে তাহাও গায়ত্রীপদবাচ্য না হইবে কেন ? ইহা সূত্রের "অব্যতিরেকাত্তদাখ্যত্বম্" এই অংশে বোধিত হইয়াছে। অতএব এস্থলে গায়ত্রীপদে প্রাকৃত ঋক্ই গ্রহণীয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

তন্নিত্যবচ্চ পৃথক্ সতীষু তদ্বচনম্ ॥ ১৩ ॥

অক্ষরার্থ। "তন্নিত্যবৎ"—তাহা নিত্যের ন্যায় (ধরিয়া), "চ"—যে হেতু, "পৃথক্ সতীষু"—ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে অর্থাৎ জগতী প্রভৃতি ছন্দে, "তদ্বচনম্"—সেই গায়ত্রীছন্দের নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। গায়ত্রীছন্দঃ বলিতে যে চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরই বুঝায়, তাহার আরও হেতু এই যে, গায়ত্রী হইতে পৃথগ্ভূত যে জগতী প্রভৃতি সেগুলিকেও শ্রুতিমধ্যে গায়ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন, "যে হি দ্বে গায়ত্র্যৌ সা একা জগতী" অর্থাৎ দুইটি যে গায়ত্রী তাহা একটি জগতী এবং "তিস্রোঽনুষ্টুভশ্চতস্রো গায়ত্রীঃ করোতি" অর্থাৎ তিনটি অনুষ্টুপ্‌কে চারিটি গায়ত্রী করিবে। গায়ত্রী বলিতে যদি চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর অভিহিত হয়, তবেই ঐ প্রকার উক্তি সঙ্গত হয়। কারণ, একটি জগতীছন্দে আট্‌চল্লিশটি অক্ষর থাকে, আর দুইটি গায়ত্রীছন্দেও চব্বিশ চব্বিশ আট-চল্লিশ অক্ষর থাকে; এইরূপ তিনটি অনুষ্টুপ্ ছন্দে বত্রিশটি করিয়া ছিয়ানব্বইটি অক্ষর থাকে এবং চারিটি গায়ত্রীছন্দেও চব্বিশটি করিয়া চারিগুণে ছিয়ানব্বইটি অক্ষর থাকে। অন্যথা গায়ত্রীছন্দঃ কখনও জগতী হইতে পারে না কিংবা একটি জগতীছন্দে দুইটি [illegible] থাকিতে পারে না এবং অনুষ্টুপ্‌ছন্দও কখন গায়ত্রীছন্দ হইতে পারে না কিংবা তিনটি অনুষ্টুপ্‌ছন্দের ঋক্ কখনও চারিটি ঋক্ হইতে পারে না বলিয়া উক্ত শ্রুতিবাক্যগুলি ব্যাহত হইয়া পড়ে।

ন বিংশতৌ দশেতি চেৎ ॥ ১৪ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—নাই, "বিংশতৌ"—বিংশতি সংখ্যায়, "দশ" —দশসংখ্যা, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, অটচল্লিশ সংখ্যার মধ্যে চব্বিশ সংখ্যাও থাকে বলিয়া জগতী দ্বারা কার্য্য করা হইলে গায়ত্রী দ্বারাও কার্য্য করা হইয়া থাকে, যেহেতু গায়ত্রীচ্ছন্দের চব্বিশ সংখ্যা অতিক্রম না করিলে আটচল্লিশসংখ্যার জগতী লব্ধ হইতে পারে না; ইহার উত্তরে কেহ আপত্তি তুলিয়া বলিতেছেন, একটি সংখ্যার মধ্যে অপর একটি সংখ্যা থাকিতে পারে না বলিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্তি সমীচীন নহে। কারণ, সংখ্যা গুণ; আর "গুণাদির্নির্গুণক্রয়ঃ" এই নিয়ম অনুসারে গুণে গুণ থাকিতে পারে না। সুতরাং বিংশতির মধ্যে যেমন দশ থাকিতে পারে না, সেইরূপ আটচল্লিশের ভিতরেও চব্বিশ থাকিতে পারে না। ইতি আশঙ্কা।

ঐকসংখ্যমেব স্যাৎ ॥ ১৫ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ঐকসংখ্যমেব স্যাৎ"—একটি সংখ্যাই হইয়া পড়ে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী উক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে বলিতেছেন, তাহা হইলে 'কুড়িটি গরু' ইত্যাদিস্থলে একটি মাত্র সংখ্যাই স্বীকার করিতে হয়; দশটি দশটি গরু অথবা পাঁচগুণ চতুঃসংখ্য গরু ইত্যাদি প্রকার উক্তি নিরর্থক হইয়া পড়ে। অথচ ঐরূপ প্রয়োগ শিষ্টব্যবহারসিদ্ধ। বস্তুতঃ এরূপস্থলে সংখ্যায় সংখ্যান্তর বিবক্ষিত নহে; কিন্তু সংখ্যেয় যে গবাদি দ্রব্য, তাহাতেই সংখ্যান্তর বিবক্ষিত। একারণে উক্ত নিয়মের সহিতও বিরোধ হয় না। অতএব আটচল্লিশ অক্ষরে চব্বিশ অক্ষর থাকিতে পারে বলিয়া একটি জগতীচ্ছন্দমধ্যে যে দুইটি গায়ত্রীচ্ছন্দের উল্লেখ আছে তাহা সঙ্গতই হয়। সুতরাং এস্থলে জগতীচ্ছন্দের অক্ষর লোপ করিয়াই গায়ত্রী করিতে হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

গুণাদ্বা দ্রব্যশব্দঃ স্যাদসর্ব্ববিষয়ত্বাৎ ॥ ১৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "গুণাৎ"—গুণ অনুসারে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক "দ্রব্যশব্দঃ স্যাৎ"—গায়ত্রী ইহা দ্রব্যশব্দ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরযুক্ত

ঋগ্‌বিশেষরূপ দ্রব্যের বাচক শব্দ হইবে, "অসর্ব্ববিষয়ত্বাৎ"—যে হেতু উহা সর্ব্ববিষয় নহে অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাযুক্ত মাত্রেরই বাচক নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, গায়ত্রী বলিতে চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যা নহে, কিংবা চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যক অক্ষরও নহে। কারণ, "অসর্ব্ববিষয়ত্বাৎ"—তাহা হইলে যাহাতে যাহাতে চব্বিশসংখ্যা থাকিবে, তাহাকেই গায়ত্রী বলা যাইত; চব্বিশটি ঘটও গায়ত্রীচ্ছন্দঃ হইয়া যাইত, কিংবা গন্থের যে কোন চব্বিশটি অক্ষরও গায়ত্রী হইয়া যাইত। কিন্তু ঐ সমস্তকে কেহ কখনও গায়ত্রী বলে না। অতএব "গুণাৎ দ্রব্যশব্দঃ স্যাৎ"—চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যারূপ গুণ অনুসারে দ্রব্যবাচক হইবে, অর্থাৎ গায়ত্রী বলিতে চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরযুক্ত ঋগ বিশেষই অভিহিত হইবে। আর তাহা যদি হয়, তবে জগতীচ্ছন্দের বর্ণলোপ করিলেও তাদৃশ ঋগ্‌বিশেষ পাওয়া যায় না বলিয়া দাশতরী হইতে তাদৃশ ঋগ্‌বিশেষের আগমই করিতে হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

গোত্ববচ্চ সমন্বয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অক্ষরার্থ। "গোত্ববৎ"—গোত্বের ন্যায়, "চ"—যে হেতু, "সমন্বয়ঃ"—সম্বন্ধ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। কেহ হয় ত আশঙ্কা উত্থাপন করিতে পারেন যে, চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যারূপ গুণ অনুসারেই যদি গায়ত্রী শব্দ দ্রব্যবাচক হয়, তাহা হইলে উহা তাদৃশ সংখ্যাবিশিষ্ট যে কোন দ্রব্যকেই ত বুঝাইতে পারে, কেবল ঋগ্‌বিশেষকেই যে বুঝাইবে তাহার কি নিয়ম আছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, "গোত্ববচ্চ সমন্বয়ঃ"—যেমন গোশব্দ 'গম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইলেও, যে যে গমন করে তাহাকেই গরু বলে না কিন্তু যোগরূঢ়ি অনুসারে সাস্নাদিমৎ জাতিবিশেষকেই গরু বলে, সেইরূপ এ স্থলেও গায়ত্রী বলিতে পঙ্কজাদির ন্যায় চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরবিশিষ্ট ঋগ্বিশেষই অভিহিত হইয়া থাকে।

সংখ্যায়াশ্চ শব্দবত্ত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

অক্ষরার্থ। "সংখ্যায়াঃ"—সংখ্যার, "শব্দবত্ত্বাৎ চ"—শব্দ অর্থাৎ অভিধায়ক শব্দ রহিয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। গায়ত্রী বলিতে চতুর্বিংশতি সংখ্যা অভিহিত হইতে পারে না, কারণ, ঐ সংখ্যার বাচক ঐ শব্দে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কারণ, ব্যবহারের জন্যই শব্দপ্রয়োগ; আর ঐ শব্দের দ্বারাই যখন ব্যবহার চলিয়া যায়, তখন 'গায়ত্রী' শব্দকে উহার বাচক বলা অনর্থক।

ইতরস্যাশ্রুতিত্বাচ্চ ॥ ১৯ ॥

অক্ষরার্থ। "ইতরস্য"—অপরটির অর্থাৎ ঋগ্‌দ্রব্যটির, "অশ্রুতিত্বাৎ চ"—নাম পাওয়া যায় না বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। গায়ত্রী বলিতে যে চতুর্বিংশতিসংখ্যা অভিহিত হইবে না, তাহার আরও হেতু এই যে, তাহা হইলে চতুর্বিংশত্যক্ষর যে ঋগ্‌বিশেষ তাহার কোনও শ্রুতি অর্থাৎ সংজ্ঞা বা নাম পাওয়া যায় না। আর এ স্থলে এক একটি অর্থ একাধিক শব্দের দ্বারা অভিহিত হইবে, আর তজ্জন্য অন্য এক স্থলে একটি প্রসিদ্ধ অর্থের অভিধায়ক শব্দ লোপ পাইবে, ইহা স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে।

দ্রব্যান্তরেঽনিবেশাদুক্‌থ্যলোপৈর্বিশিষ্টং স্যাৎ ॥ ২০ ॥

অক্ষরার্থ। "দ্রব্যান্তরে অনিবেশাৎ"—কোনও দ্রব্যবিশেষে নিবেশ নাই বলিয়া অর্থাৎ দ্রব্যবিশেষের বাচক নহে বলিয়া, "উকথ্যলোপৈঃ"—উকথ্যস্তোত্রের লোপের দ্বারা, "বিশিষ্টং স্যাৎ"—বিশিষ্ট হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে অগ্নিষ্টোমের দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন, তাহার পরিহারে বলিতেছেন "দ্রব্যান্তরে অনিবেশাৎ" ইত্যাদি। গায়ত্রী বলিতে যেমন ঋগ্‌দ্রব্যবিশেষ অভিহিত হয়, পূর্ব্বাধিকরণের অগ্নিষ্টোম শব্দে সেরূপ কোন দ্রব্য বুঝায় না; কিন্তু 'অগ্নিষ্টোম নামক সামে সমাপ্ত হইবে' ইহাই মাত্র বুঝায়। আর উক্‌থ্যস্তোত্রের লোপ না হইলে অগ্নিষ্টোম সামে সমাপ্তি হয় না। কাজেই তথায় উক্‌থ্যের লোপ করিতে হয়। পক্ষান্তরে গায়ত্রী শব্দটি ঋগ্‌দ্রব্যবিশেষের বাচক; আর ভগবতীর বর্ণ লোপ করিলে তাদৃশ দ্রব্যবিশেষ পাওয়া যায় না। এ কারণে অগ্নিষ্টোম দৃষ্টান্তে এ স্থলে বর্ণলোপ সম্ভব নহে।

অশাস্ত্রলক্ষণত্বাচ্চ ॥ ২১ ॥

অক্ষরার্থ। "অশাস্ত্রলক্ষণত্বাৎ চ"—শাস্ত্রবোধিত নহে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বাধকান্তর দেখাইতেছেন, "অশাস্ত্র-লক্ষণত্বাৎ"। শতাগ্নিষ্টোমে যে উকৃথ্য স্তোত্র, তাহা শাস্ত্রবোধিত নহে; একারণে সেগুলি শাস্ত্রবোধিত অগ্নিষ্টোমাস্ততার দ্বারা বাধিত হয়। পক্ষান্তরে এস্থলে গায়ত্রী শাস্ত্রবোধিত; বাকী ত্রিষ্টুপ্ বা জগতী প্রভৃতিগুলি অশাস্ত্রবোধিত—আনুমানিক। সুতরাং অশাস্ত্রবোধিত জগতী প্রভৃতির দ্বারা শাস্ত্রবোধিত গায়ত্রী প্রভৃতির বাধ হওয়া উচিত হয় না।

উৎপত্তিনামধেয়ত্বাদ্‌ভক্ত্যা পৃথক্‌সতীষু স্যাৎ ॥ ২২ ॥

অক্ষরার্থ। "উৎপত্তিনামধেয়ত্বাৎ"—স্বাভাবিক নামধেয় বলিয়া, "পৃথক্‌সতীষু"—পৃথক্ স্থলে, "ভক্ত্যা স্যাৎ"—ভক্তি অর্থাৎ লক্ষণা অনুসারে প্রয়োগ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন, গায়ত্রী বলিতে যদি চতুর্বিংশতিসংখ্যা না বুঝায়, তাহা হইলে "যে হি বে গায়ত্র্যৌ সৈকা জগতী" এই শ্রুতিবাক্যে যে দুইটি গায়ত্রীকে একটি জগতী বলা হইয়াছে, তাহার উপায় কি? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, গায়ত্রী যখন স্বভাবতঃ ঋগ্‌বিশেষেরই নামধেয়, তখন ওরূপ স্থলে যে প্রয়োগ তাহা ভাক্ত অর্থাৎ লাক্ষণিক বলিতে হইবে।

বচনমিতি চেৎ ॥ ২৩ ॥ (অঃ)

অক্ষরার্থ। "বচনম্"—উহা বচন অর্থাৎ বিধায়ক বাক্য, (সুতরাং উহাতে লক্ষণা হইতে পারে না), "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, যাহা অনুবাদ তাহাতে লক্ষণা চলে, কিন্তু বিধিতে লক্ষণা হয় না। আর "তিস্রোঽনুষ্টুভঃ চতস্রো গায়ত্রীঃ করোতি" ইত্যাদিগুলি বচন অর্থাৎ বিধি। সুতরাং এস্থলে গায়ত্রী শব্দের লাক্ষণিকত্বোক্তি কিরূপে সঙ্গত হয়? ইতি আশঙ্কা।

যাবদুক্তম্ ॥ ২৪ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "যাবৎ উক্তম্"—যাবৎ বৃত্তি দ্বারা বিধি হইতে পারে।

ভাষ্যভাবার্থ। "শ্রুতিমধ্যে পৃষ্ঠৈরুপতিষ্ঠন্তে" ইত্যাদি বিধিবাক্যে যেমন পৃষ্ঠ প্রভৃতি শব্দ লক্ষণা দ্বারা স্তোত্রবিশেষের বাচক হয় বলিয়া বিধিস্থলেও লক্ষণা স্বীকৃত হয়, এস্থলেও সেইরূপ দুইটি গায়ত্রী একটি জগতী ইত্যাদি বাক্যে লক্ষণাবলে সংখ্যা মাত্র বোধিত হইবে। ইতি আশঙ্কানিরাস।

অপূর্ব্বে চ বিকল্পঃ স্যাদ্ যদি সংখ্যাবিধানম্ ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। "অপূর্ব্বে"—অপূর্ব্বে অর্থাৎ প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাস কর্ম্মে, "চ"—যেহেতু, "বিকল্পঃ স্যাৎ"—বিকল্প হইয়া পড়ে, "যদি সংখ্যাবিধানম্"—যদি সংখ্যাবোধক হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষীর মতে সিদ্ধান্তী আরও দোষ দেখাইতেছেন "অপূর্ব্বে চ বিকল্পঃ স্যাৎ"। গায়ত্রী বলিতে যদি কেবলমাত্র সংখ্যাই অভিহিত হয়, তাহা হইলে অপূর্ব্ব অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বা প্রকৃতিভূত যে দর্শপূর্ণমাস, তাহাতে গায়ত্রীর বিকল্প হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাতে গায়ত্রীচ্ছন্দবৎ 'আজুহতা' ঋক্ এবং চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরযুক্ত পদসমষ্টির প্রাপ্তি হইলে 'অজুহোতা' মন্ত্র বিকল্পে অপ্রাপ্ত এবং বাধিত হয়; ইহা কিন্তু অন্যায্য। ইতি আশঙ্কানিরাস।

ঋগ্‌গুণত্বান্নেতি চেৎ ॥ ২৬ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "ঋগ্‌গুণত্বাৎ" ঋগ্‌গুণতাহেতু অর্থাৎ সেস্থলে ঋক্ও গুণরূপে বিহিত বলিয়া, "ন"—('আজুহোতা' মন্ত্রের বাধ) হইবে না, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্তিতে সিদ্ধান্তী যে আপত্তি দিয়াছেন, তাহার পরিহারকল্পে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, সিদ্ধান্তী যে বলিয়াছেন গায়ত্রী অর্থে চতুর্ব্বিংশ্যতক্ষর হইলে দর্শপূর্ণমাস যাগে 'আজুহোতা' মন্ত্রের বদলে চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরাত্মক পদসমষ্টির প্রাপ্তি হইবে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, "ঋগ্‌গুণত্বাৎ"—তথায় গায়ত্রীর ন্যায় ঋক্ও গুণরূপে বিহিত। আর কেবল

অশাস্ত্রলক্ষণত্বাচ্চ ॥ ২১ ॥

অক্ষরার্থ। "অশাস্ত্রলক্ষণত্বাৎ চ"—শাস্ত্রবোধিত নহে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বাধকান্তর দেখাইতেছেন, "অশাস্ত্রলক্ষণত্বাৎ"। শতাগ্নিষ্টোমে যে উক্থ্য স্তোত্র, তাহা শাস্ত্রবোধিত নহে; একারণে সেগুলি শাস্ত্রবোধিত অগ্নিষ্টোমাস্তুতার দ্বারা বাধিত হয়। পক্ষান্তরে এস্থলে গায়ত্রী শাস্ত্রবোধিত; বাকী ত্রিষ্টুপ্ বা জগতী প্রভৃতিগুলি অশাস্ত্রবোধিত—আনুমানিক। সুতরাং অশাস্ত্রবোধিত জগতী প্রভৃতির দ্বারা শাস্ত্রবোধিত গায়ত্রী প্রভৃতির বাধ হওয়া উচিত হয় না।

উৎপত্তিনামধেয়ত্বাদ্ভক্ত্যা পৃথক্সতীষু স্যাৎ ॥ ২২ ॥

অক্ষরার্থ। "উৎপত্তিনামধেয়ত্বাৎ"—স্বাভাবিক নামধেয় বলিয়া, "পৃথক্সতীষু"—পৃথক্ স্থলে, "ভক্ত্যা স্যাৎ"—ভক্তি অর্থাৎ লক্ষণা অনুসারে প্রয়োগ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন, গায়ত্রী বলিতে যদি চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যা না বুঝায়, তাহা হইলে "যে হি দ্বে গায়ত্র্যৌ সৈকা জগতী" এই শ্রুতিবাক্যে যে দুইটি গায়ত্রীকে একটি জগতী বলা হইয়াছে, তাহার উপায় কি? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, গায়ত্রী যখন স্বভাবতঃ ঋগ্‌বিশেষেরই নামধেয়, তখন ওরূপ স্থলে যে প্রয়োগ তাহা ভাক্ত অর্থাৎ লাক্ষণিক বলিতে হইবে।

বচনমিতি চেৎ ॥ ২৩ ॥ (অঃ)

অক্ষরার্থ। "বচনম্"—উহা বচন অর্থাৎ বিধায়ক বাক্য, (সুতরাং উহাতে লক্ষণা হইতে পারে না), "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, যাহা অনুবাদ তাহাতে লক্ষণা চলে, কিন্তু বিধিতে লক্ষণা হয় না। আর "তিস্রোঽনুষ্টুভঃ চতস্রো গায়ত্রীঃ করোতি" ইত্যাদিগুলি বচন অর্থাৎ বিধি। সুতরাং এস্থলে গায়ত্রী শব্দের লাক্ষণিকত্বোক্তি নিষ্ফল যুক্ত হয়? ইতি আশঙ্কা।

যাবদুক্তম্ ॥ ২৪ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "যাবৎ উক্তম্"—যাবৎ বৃত্তি দ্বারা বিধি হইতে পারে।

ভাষ্যভাবার্থ। "শ্রুতিমধ্যে পৃষ্ঠৈরুপতিষ্ঠন্তে" ইত্যাদি বিধিবাক্যে যেমন পৃষ্ঠ প্রভৃতি শব্দ লক্ষণা দ্বারা স্তোত্রবিশেষের বাচক হয় বলিয়া বিধিস্থলেও লক্ষণা স্বীকৃত হয়, এস্থলেও সেইরূপ দুইটি গায়ত্রী একটি জগতী ইত্যাদি বাক্যে লক্ষণাবলে সংখ্যা মাত্র বোধিত হইবে। ইতি আশঙ্কানিরাস।

অপূর্ব্বে চ বিকল্পঃ স্যাদ্ যদি সংখ্যাবিধানম্ ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। "অপূর্ব্বে"—অপূর্ব্বে অর্থাৎ প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাস কর্ম্মে, "চ"—যেহেতু, "বিকল্পঃ স্যাৎ"—বিকল্প হইয়া পড়ে, "যদি সংখ্যাবিধানম্"—যদি সংখ্যাবোধক হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষীর মতে সিদ্ধান্তী আরও দোষ দেখাইতেছেন "অপূর্ব্বে চ বিকল্পঃ স্যাৎ"। গায়ত্রী বলিতে যদি কেবলমাত্র সংখ্যাই অভিহিত হয়, তাহা হইলে অপূর্ব্ব অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বা প্রকৃতিভূত যে দর্শপূর্ণমাস, তাহাতে গায়ত্রীর বিকল্প হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাতে গায়ত্রীচ্ছন্দবৎ 'আজুহ্বতা'ঋক্ এবং চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরযুক্ত পদসমষ্টির প্রাপ্তি হইলে 'অজুহোতা'মন্ত্র বিকল্পে অপ্রাপ্ত এবং বাধিত হয়; ইহা কিন্তু অন্যায্য। ইতি আশঙ্কানিরাস।

ঋগ্গুণত্বান্নেতি চেৎ ॥ ২৬ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "ঋগ্ গুণত্বাৎ" ঋগ্ গুণতাহেতু অর্থাৎ সেস্থলে ঋক্ও গুণরূপে বিহিত বলিয়া, "ন"—('আজুহোতা' মন্ত্রের বাধ) হইবে না, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্তিতে সিদ্ধান্তী যে আপত্তি দিয়াছেন, তাহার পরিহারকল্পে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, সিদ্ধান্তী যে বলিয়াছেন গায়ত্রী অর্থে চতুর্ব্বিংশত্যক্ষর হইলে দর্শপূর্ণমাস যাগে 'আজুহোতা' মন্ত্রের বদলে চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরাত্মক পদসমষ্টির প্রাপ্তি হইবে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, "ঋগ্ গুণত্বাৎ"—তথায় গায়ত্রীর ন্যায় ঋক্ও গুণরূপে বিহিত। আর কেবল

চতুর্ব্বিংশত্যক্ষর পদসমষ্টিই ঋক্ নহে বলিয়া, বিহিত 'আজুহোতা' মন্ত্ররূপ ঋক্টি পঠিতব্য হইবে। সুতরাং 'আজুহোতা' মন্ত্রের অপ্রাপ্তির সুতরাং বাধের কোনও সম্ভাবনা নাই। ইতি আশঙ্কা।

তথা পূর্ব্ববতি স্যাৎ ॥ ২৭ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "পূর্ব্ববতি"—পূর্ব্বযুক্ত অর্থাৎ বিকৃতিভূত অত্রবিচার্য্য বৃহস্পতিসবে, "তথা স্যাৎ"—সেইরূপ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যেমন বলিতেছেন যে, ঋক্ও গুণভূত বলিয়া দর্শপূর্ণমাসে ঋগ্ বিরহিত চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরমাত্র গ্রাহ্য হইবে না, সেইরূপ অত্র অধিকরণে বিচার্য্য বিকৃতিভূত 'বৃহস্পতিসব' যজ্ঞেও ঋক্ গুণভূত হওয়ায় অত্যাজ্য হইবে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে বলেন, প্রকৃতিযাগীয় ত্রিষ্টুপ্ জগতীর অক্ষরলোপ করিয়া গায়ত্রী সম্পাদন করিলেই চলিবে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, এই বৃহস্পতিসবের প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোমযাগে ঋক্ লইয়াই গান আছে বলিয়া এস্থলেও সেই ঋক্ আবশ্যক। ইতি আশঙ্কা নিরাস।

গুণাবেশশ্চ সর্ব্বত্র ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। "গুণাবেশঃ"—সংখ্যারূপ গুণের আবেশ অর্থাৎ সমাবেশ, "চ"—যে হেতু, "সর্ব্বত্র"—সকল স্থলে রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা যদি স্বীকারই করা যায় যে, চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যাই গায়ত্রীপদের অর্থ, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, গায়ত্রী বলিতে চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যক গ্রহচমসাদি যে কোন পদার্থকে না বুঝাইয়া কেবলমাত্র চব্বিশটি অক্ষরকেই বা বুঝাইবে কেন? কারণ, পূর্ব্বপক্ষীর মতানুসারে "গায়ত্রমেতদহর্ভবতি" এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ 'এই দিনটি গায়ত্রীযুক্ত অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যাযুক্ত'; আর গ্রহচমসাদির সংখ্যা দ্বারাও সেই চতুর্ব্বিংশতিত্বও সিদ্ধ হয়।

নিষ্পন্নগ্রহণান্নেতি চেৎ ॥ ২৯ ॥ (আঃ).

অক্ষরার্থ। "নিষ্পন্নগ্রহণাৎ"—নিষ্পন্ন অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ রূঢ় অর্থ গৃহীত হয় বলিয়া, "ন"—না অর্থাৎ গ্রহচমসাদির দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ হয় না, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন, গায়ত্রী এই শব্দটি চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাবিশিষ্ট অক্ষরসমষ্টিতেই রূঢ়; আর সিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করা অনুচিত। একারণে গ্রহচমসাদি দ্বারা সেই দিনটি গায়ত্র অর্থাৎ গায়ত্রীযুক্ত হইতে পারে না। ইতি আশঙ্কা।

তথেহাপি স্যাৎ ॥ ৩০ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ অর্থাৎ রূঢ়ি সিদ্ধ অর্থের গ্রহণ, "ইহ অপি"—এপক্ষেও অর্থাৎ সিদ্ধান্তপক্ষেও, "স্যাৎ"—হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে কারণ, গায়ত্রী এই শব্দটি কেবলমাত্র অক্ষরগত চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যায় প্রসিদ্ধ নহে, উহা চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরযুক্ত যে ঋক্ তাহাতেই রূঢ়। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর যুক্তি অনুসারে উহা কেবলমাত্র চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যক অক্ষরকেও বুঝাইতে পারে না, কিন্তু রূঢ়ি অনুসারে চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরযুক্ত ঋগ্‌বিশেষকেই বুঝাইবে। ইতি আশঙ্কানিরাস।

যদি বাহবিশয়ে নিয়মঃ প্রকৃত্যুপবন্ধাচ্ছরেষ্বপি প্রসিদ্ধঃ স্যাৎ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। "যদি বা"—যদি, "অবিশয়ে"—অসংশয়ে, "নিয়মঃ" —নিয়ম হয় তাহা হইলে, "প্রকৃত্যুপবন্ধাৎ"—প্রকৃতির অনুরোধে, "শরেষু অপি"—শরনামক তৃণবিশেষেও, "প্রসিদ্ধঃ স্যাৎ"—প্রসিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহাতেও পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, গায়ত্রীশব্দ চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরযুক্ত ঋগ্‌বিশেষে রূঢ় হইলেও, প্রকৃতিযাগের ত্রিষ্টুপ্ এবং জগতীর অনুরোধে এস্থলে সেই প্রকৃতিযাগীয় ত্রিষ্টুপ্ এবং জগতীর কতকগুলি অক্ষর লোপ করিয়া—অক্ষর কমাইয়া, কেবলমাত্র চব্বিশটি অক্ষরে পরিণত করিতে হইবে; আর তাহাই এস্থলে গায়ত্রীশব্দের দ্বারা বোধিত হইবে। এরূপ করিবার কারণ এই যে, ইহাতে 'প্রকৃতিযাগীয় ইতিকর্ত্তব্যতা বিকৃতিযাগে অতিদিষ্ট হয়' এই নিয়ম রক্ষিত হয়। কিন্তু এরূপ বলাও সঙ্গত হইবে না; কারণ, এরূপ বলিলে "শরময়ং বর্হির্ভবতি" এই বাক্য অনুসারে বিকৃতিযাগবিশেষে

যে কুশের স্থানে শর নামক তৃণবিশেষ প্রয়োগ করা হয়, তাহাও সঙ্গত হয় না, কারণ, ইহাতেও প্রকৃতিযাগের অনুরোধে 'শর'শব্দে কুশ লক্ষণাবলে ধরিয়া কুশেরই প্রয়োগ করা উচিত হইয়া পড়ে। অথচ তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

দৃষ্টঃ প্রয়োগঃ ইতি চেৎ ॥ ৩২ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "দৃষ্টঃ"—দেখা গিয়াছে, "প্রয়োগঃ"—প্রয়োগ, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "যে দ্বে গায়ত্র্যৌ সৈকা গায়ত্রী" এই শ্রুতিবাক্যে কেবলমাত্র চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরকেই গায়ত্রী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া তদনুসারে পূর্ব্বপক্ষীয় উক্তি সমর্থিত হয়। অক্ষরলোপ করিয়া গায়ত্রী করিতে হয়। ইতি আশঙ্কা।

তথা শরেষ্বপি ॥ ৩৩ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ প্রয়োগ, "শরেষু অপি"—শর -শব্দেরও আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যেমন বলেন বৈদিক প্রয়োগ অনুসারে গায়ত্রী শব্দ কেবল চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরবোধক হইতে পারে, সেইরূপ সিদ্ধান্তিমতে "শরবণমেবেদং কুশবনম্" অর্থাৎ 'এই কুশবনটি একেবারে শরবণ' এইরূপ প্রয়োগ অনুসারে কুশ অর্থে শরশব্দের প্রয়োগ থাকায় প্রকৃতি যাগীয় কুশের অনুরোধে "শরময়ং বর্হিঃ" এস্থলেও শরশব্দে কুশই বা বুঝাইবে না কেন? ইতি আশঙ্কানিরাস।

ভক্ত্যেতি চেৎ ॥ ৩৪ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "ভক্ত্যা"—ভক্তি অর্থাৎ লক্ষণা অনুসারে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় বলিতেছেন "শরবণমেবেদম্" ইত্যাদি প্রয়োগে যে কুশবনকে শরবন বলা হইয়াছে, তাহা "ভক্ত্যা"—ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ প্রয়োগ। ইতি আশঙ্কা।

তথেতরস্মিন্ ॥ ৩৫ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ অর্থাৎ গৌণপ্রয়োগ, "ইতরস্মিন্"—অপরটিতেও অর্থাৎ সিদ্ধান্তপক্ষেও হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বপক্ষবাদী যেমন "শরবন-মেবেদম্" ইত্যাদিকে গৌণ প্রয়োগ বলিতেছেন, "যে যে গায়ত্র্যৌ সৈকা জগতী" ইত্যাদিকেও ত সেইরূপ গৌণপ্রয়োগই বলিতে হয়। কারণ, শর যেমন কুশ হইতে পারে না, সেইরূপ গায়ত্রীও জগতী কিংবা জগতীও গায়ত্রী হইতে পারে না। তবে লক্ষ্যমাণগুণযোগে যথাকথঞ্চিৎসাদৃশ্য অনুসারে "সিংহো মাণবকঃ" ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় যেমন শরকেও কুশ বলা যায়, সেইরূপ গায়ত্রীকেও জগতী বলা যাইতে পারে। ইতি আশঙ্কা নিরাস।

অর্থস্য চাসমাপ্তত্বান্ন তাসামেকদেশে স্যাৎ ॥ ৩৬ ॥

অক্ষরার্থ। "অর্থস্য"—অর্থের, "চ"—আরও, "অসমাপ্তত্বাৎ" অসমাপ্ততা হেতু, "তাসাম্ একদেশে"—তাহাদের অর্থাৎ ত্রিষ্টুপ্ জগতীর অংশবিশেষে, "ন স্যাৎ"—হইবে না। অর্থাৎ গায়ত্রীশব্দের প্রয়োগ হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। ত্রিষ্টুপ্ এবং জগতীর কতকগুলি অক্ষরলোপ করিলে যে গায়ত্রী হইতে পারে না তাহার আরও হেতু এই যে, ইহাতে সেই গায়ত্রীর মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত কতকগুলি পদের লোপ হওয়ায় তাহা দ্বারা কোনও সম্পূর্ণ অর্থ বোধিত হইতে পারে না। আর অর্থপ্রকাশের জন্যই যখন মন্ত্রঃ প্রয়োগ, তখন সেই নিরর্থক গায়ত্রীটি বিফল হইয়া পড়ে। অতএব প্রকৃতিভূত যাগের ত্রিষ্টুপ্ জগতীর অক্ষর লোপ করিলে গায়ত্রী সম্পাদিত হইতে পারে না বলিয়া দাশতয়ী পঠিত গায়ত্রীচ্ছন্দস্ক অপর কতকগুলি ঋকেরই আগম করিতে হইবে। ইতি ৫ম গায়ত্রী সকলে উৎপত্তি গায়ত্রীগণের আতিদেশাধিকরণ।

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ।

অথ অষ্টমাধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ।

দর্ব্বিহোমো যজ্ঞাভিধানং হোমসংযোগাৎ ॥ ১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দর্ব্বিহোমঃ"—দর্ব্বিহোম এই শব্দটি, "যজ্ঞাভিধানম্" —যজ্ঞের নাম অর্থাৎ কর্ম্মবিশেষের নামধেয়, "হোমসংযোগাৎ"—যে হেতু হোমের সহিত উহার সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ যে হেতু উহাতে হোম আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সপ্তম অধ্যায়ে এবং এই অষ্টম অধ্যায়ের তিন পাদে যে অতিদেশবিচার করা হইল, এক্ষণে তাহার অপবাদবিষয়ক বিচার করা হইবে—কোথায় অতিদেশ হইবে না তাহারই বিচার করা হইবে। আর তাহাতে দর্ব্বিহোম বিচার্য্য বিষয় বলিয়া সেই যে দর্ব্বিহোম তাহা কি গুণবিধি অথবা নামধেয়, ইহাই প্রথম অধিকরণে বিচার্য্য হইতেছে।

শ্রুতিমধ্যে "যদেকয়া জুহুয়াদ্দর্ব্বিহোমং কুর্য্যাৎ" এই বাক্যে যে 'দর্ব্বিহোম' বোধিত হইয়াছে, তাহা কি গুণবিধি অথবা কর্ম্মনামধেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ইহা "দধ্না জুহোতি" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় গুণবিধি— "দধ্না জুহোতি" এই বাক্যে যেমন দধিরূপ গুণ বিহিত হইয়াছে, এস্থলেও সেইরূপ হোমে দর্ব্বিরূপ গুণ উপদিষ্ট হইয়াছে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "দর্ব্বিহোমো যজ্ঞাভিধানম্"—এই যে দর্ব্বিহোম ইহা গুণবিধি নহে, কিন্তু ইহা যজ্ঞরূপ কর্ম্মের নামধেয়। কারণ, "হোমসংযোগাৎ"—হোমশব্দের সহিত দর্ব্বিশব্দের অভেদসম্বন্ধ রহিয়াছে। আর নামধেয় হইলে তবেই ধাত্বর্থের সহিত পদান্তরের অভেদে অন্বয় হইয়া থাকে; "চিত্রয়া যজেত", "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" ইত্যাদি বাক্য ইহার নিদর্শন। ইতি ১ম দর্ব্বিহোমশব্দের কর্ম্মনামধেয়তাধিকরণ।

স লৌকিকানাং স্যাৎ কর্ত্তুস্তদাখ্যত্বাৎ ॥ ২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সঃ"—সেই দর্ব্বিহোম, "লৌকিকানাং স্যাৎ"— লৌকিক কর্ম্মসকলের হইবে, "কর্ত্তুঃ তদাখ্যত্বাৎ"—যে হেতু তৎকর্ত্তা সেই নামে পরিচিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণটির সিদ্ধান্তমাত্র প্রথমসূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে, বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু অধিকরণটি সমাপ্ত হয় নাই, কারণ, আরও কতকগুলি সূত্রে আক্ষেপ এবং সমাধানের দ্বারা উক্ত অধিকরণের বিষয়টি পরে আলোচিত হইবে। সুতরাং ঐ অধিকরণটি অসমাপ্ত রাখিয়াই এবং সিদ্ধান্তপক্ষটিই ধরিয়া লইয়াই সংশয় উত্থাপন করা হইতেছে, এই যে দর্ব্বিহোম ইহা কি লৌকিক কর্ম্মের নামধেয় অথবা ইহা বৈদিক কর্ম্মের নামধেয় ?

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "স লৌকিকানাং স্যাৎ" ঐ যে দর্ব্বিহোম উহা লৌকিক কর্ম্মেরই নামধেয়—স্থালীপাকাদি যে সমস্ত লৌকিক কর্ম্ম আছে, দর্ব্বিহোম বলিতে সেইগুলিকেই বুঝায়। কারণ, "কর্ত্তুঃ তদাখ্যত্বাৎ"—সেই সমস্ত কর্ম্ম যাঁহারা করেন তাঁহারা ঐ নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন। যেমন যে ব্যক্তি পাককর্ম্ম করে, সে সেই পাককর্ম্ম করে বলিয়াই তাহাকে পাচক বলা হয়, এইরূপ "অম্বষ্ঠানাং দার্ব্বিহোমিকঃ ব্রাহ্মণঃ" ইত্যাদি যে প্রয়োগ আছে, তাহাও সেই সেই ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠাদিগণের দর্ব্বিহোম কর্ম্ম করে বলিয়াই ঐ নামে উল্লিখিত হয়। অতএব 'দর্ব্বিহোম' ইহা লৌকিক কর্ম্মেরই নাম। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সর্ব্বেষাং বা দর্শনাদ্ বাস্তহোমে ॥ ৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সর্ব্বেষাং"—(দর্ব্বিহোম) লৌকিক বৈদিক সকল কর্ম্মের নামধেয়, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বাস্তহোমে দর্শনাৎ"—যে হেতু ইহা বৈদিক বাস্তহোমেও দৃষ্ট হয়। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "যদেকয়া জুহুয়াৎ দর্ব্বিহোমং কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি প্রয়োগ অনুসারে জানা যায় যে, বাস্তহোম প্রভৃতি বৈদিক কর্ম্মকেও দর্ব্বিহোম বলা হয়। অতএব 'দর্ব্বিহোম' ইহা লৌকিক এবং বৈদিক উভয় কর্ম্মের নাম। ইতি ২য় দর্ব্বিহোমের লৌকিক বৈদিক উভয় কর্ম্মনামধেয়তাধিকরণ।

জুহোতিচোদনানাং বা তৎসংযোগাৎ ॥ ৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "জুহোতিচোদনানাং"—জুহোতিচোদনার অর্থাৎ হোমকর্ম্মের (নাম), "বা"—অধিকরণান্তরসূচক, "তৎসংযোগাৎ"—তাদৃশশব্দের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। দর্ব্বিহোম যৎকালে বৈদিক কর্ম্মের নাম, তৎকালে উহা কি যাগের নামধেয় অথবা হোমের নামধেয়, এই প্রকার সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন, কোনও নিয়ামকবিশেষ না থাকায় উহা যাগকর্ম্মেরই নাম, তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "জুহোতিচোদনানাং বা"—উহা জুহোতিচোদনার অর্থাৎ হোমকর্ম্মের নাম; কারণ, হোমনামেই ইহার প্রসিদ্ধি রহিয়াছে; যাগকর্ম্মের নাম বলিলে উহাতে প্রসিদ্ধির বাধ এবং লক্ষণার আশ্রয় করিতে হয়। ইতি ৩য় দর্ব্বিহোমশব্দের হোমনামধেয়তাধিকরণ।

দ্রব্যোপদেশাদ্ বা গুণাভিধানং স্যাৎ ॥ ৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্রব্যোপদেশাৎ"—দর্ব্বিরূপ দ্রব্যের উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া, 'বা'—প্রত্যবস্থানে, "গুণাভিধানং স্যাৎ'—ইহা গুণবিধি।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রথমসূত্রে যে সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার উপর পুনরায় আপত্তি উত্থাপন করা হইতেছে "দ্রব্যোপদেশাৎ" ইত্যাদি। সুতরাং 'সিংহাবলোকিতন্যায়ে' এখানে প্রথমসূত্রের বিষয়েরই অধিকার চলিতেছে বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, 'দর্ব্বিহোম' ইহাকে যে কর্ম্মনামধেয় বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, তাহা হইলে 'দর্ব্বিশব্দটি' নিরর্থক হয়। অতএব দর্ব্বিরূপ দ্রব্য উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া ইহা কর্ম্মনামধেয় নহে, কিন্তু ইহা গুণবিধি। ইতিপূর্ব্বপক্ষ।

ন লৌকিকানামাচারগ্রহণত্বাচ্ছব্দবতাং চান্যার্থবিধানাৎ ॥৬॥

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা গুণবিধি নহে, "লৌকিকানাম্"—লৌকিককর্ম্মে, "আচারগ্রহণত্বাৎ"—আচার অনুসারে গৃহীত হয় বলিয়া, "শব্দবতাং"—শব্দবোধিত অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্ম সকলের, "চ"—এবং, "অন্যার্থবিধানাৎ"—অন্য বিষয় বিহিত আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, দর্ব্বিহোমকে গুণবিধি বলিলে উহা দ্বারা লৌকিক কর্ম্মে দর্ব্বিরূপ গুণ বিহিত হইতে পারে না, কারণ, তাহা তথায় শিষ্টাচার অনুসারে প্রাপ্ত। আর বৈদিক কর্ম্মে স্রুব, চমস প্রভৃতি পাত্র

বিহিতই আছে বলিয়া তাহাতেও ঐ গুণের বিধান হইতে পারে না। আর যদি প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে বিকল্পপ্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। কিন্তু গত্যন্তর থাকিলে অষ্ট-দোষগ্রস্ত বিকল্প স্বীকার করা অন্যায্য। আরও দর্ব্বিহোমকে গুণবিধি বলিলে বিধিশব্দ কল্প্য বা আনুমানিক হয়, কিন্তু স্রুবাদি প্রত্যক্ষ বিধিশব্দের দ্বারা বিহিত। একারণে ইহাদের মধ্যে বিকল্পও হইতে পারে না। কারণ, কল্প্য বিধিশব্দের দ্বারা কৢপ্ত বিধির বাধ হইতে পারে না। অতএব দর্ব্বিহোমকে গুণবিধি বলিলে তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে বলিয়া উহা গুণবিধি নহে, কিন্তু উহা কর্ম্মনামধেয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি পরিহার।

দর্শনাচ্চান্যপাত্রস্য ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। "অন্যপাত্রস্য চ দর্শনাৎ"—অন্যপাত্র দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্ব্বিহোম যে গুণবিধি হইতে পারে না, সিদ্ধান্তী তাহার আরও হেতু বলিতেছেন "দর্শনাচ্চান্যপাত্রস্য"। শ্রুতিমধ্যে "ভূতেভ্য-স্ত্বেত্যপূর্ব্বাং স্রুচমুদ্গৃহ্ণাতি" এই বাক্যে বিহিত স্রুক্ নামক পাত্রান্তরও দৃষ্ট হয় বলিয়া উহা গুণবিধি নহে।

তথাগ্নিহবিষোঃ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "অগ্নিহবিষোঃ"—অগ্নি এবং হবির্দ্রব্য দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন "দর্ব্ব্যাং হোমঃ দর্ব্বিহোমঃ" এইরূপ বিগ্রহ করিয়া হোমের আধাররূপ, কিংবা "দর্ব্ব্যাঃ হোমঃ দর্ব্বিহোমঃ" এই প্রকার বিগ্রহ করিয়া হবনীয় দ্রব্যরূপে দর্ব্বিরূপ গুণ বিহিত হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন "তথা অগ্নিহবিষোঃ"—পাত্রান্তর বিহিত থাকায় দর্ব্বি যেমন হোমের করণ হইতে পারে, সেইরূপ হোমের আধাররূপে আহবনীয় অগ্নি এবং হবির্দ্রব্যরূপে পুরোডাশ বিহিত আছে বলিয়া তাহাদের কাহারও স্থানে দর্ব্বি বিহিত হইতে পারে না।

উক্তশ্চার্থসম্বন্ধঃ ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। "উক্তঃ চ"—কথিত আছেও, "অর্থসম্বন্ধঃ"—অগ্নির কার্য্য এবং তাহাতে দর্ব্বির অসম্বন্ধ অর্থাৎ অযোগ্যতা।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী আরও বলিতেছেন, অগ্নির কার্য্য যে দহন, পচন, প্রকাশাদি তাহা যে অন্য কোন দ্রব্য করিতে পারে না, সুতরাং তাহাতে দর্ব্বি যে অযোগ্য ইহা প্রসিদ্ধই আছে। একারণেও অগ্নির স্থানে দর্ব্বিরূপ গুণ বিহিত হইতে পারে না। ইতি ১ম অধিকরণের অবশিষ্টাংশ।

তস্মিন্ সোমঃ প্রবর্ত্তেতাব্যক্তত্বাৎ ॥ ১০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তস্মিন্"—সেই দর্ব্বিহোমে, "সোমঃ প্রবর্ত্তেত" —সৌমিক বিধ্যন্তের প্রবৃত্তি হইবে, "অব্যক্তত্বাৎ"—যে হেতু তাহা অব্যক্ত—উৎপত্তিশ্রুতদেবতাবিহীন।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্ব্বিহোম কর্ম্মনামধেয় ইহা স্থাপিত হইল। কিন্তু তাহা কি অপূর্ব্ব কর্ম্ম অর্থাৎ প্রকৃত্যাত্মক কর্ম্ম অথবা তাহা বৈকৃত কর্ম্ম, ইহাই সংশয়। ইহাতে কেহ বলেন, ঐ দর্ব্বিহোমকর্ম্মে যখন কোন ইতিকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হয় নাই, আর ইতিকর্ত্তব্যতা বিনা যখন কর্ম্ম হইতে পারে না, তখন উহা অপূর্ব্ব অর্থাৎ প্রকৃতিভূত কর্ম্ম নহে; সুতরাং উহা অন্যের ইতিকর্ত্তব্যতা গ্রহণ করিবে।

দর্ব্বিহোমে যদি অন্যের ইতিকর্ত্তব্যতা অতিদিষ্ট হয়, তাহা হইলে উহাতে কাহার বিধ্যন্ত প্রবৃত্ত হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে এক সম্প্রদায় বলেন, "তস্মিন্ সোমঃ প্রবর্ত্তেত"—ঐ যে দর্ব্বিহোম উহাতে সৌমিক ধর্ম্মেরই প্রাপ্তি হইবে। কারণ? "অব্যক্তত্বাৎ"—যেহেতু উহা অব্যক্ত অর্থাৎ উহাতে উৎপত্তিবিধি দ্বারা স্বার্থরূপে কোনও দেবতা বিহিত হয় নাই। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন বা স্বাহাকারেণ সংযোগাদ্ বষট্‌কারস্য চ নির্দ্দেশাত্তন্ত্রে তেন বিপ্রতিষেধাৎ ॥ ১১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ সৌমিক ধর্ম্মের প্রাপ্তি হইবে না, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "স্বাহাকারেণ সংযোগাৎ"—দর্ব্বিহোম

স্বাহাকার সংযুক্ত বলিয়া, "তন্ত্রে"—সোমতন্ত্রে অর্থাৎ সৌমিকপ্রয়োগে, "চ"—কিন্তু, "বষট্‌কারস্য নির্দ্দেশাৎ"—বষট্‌কারের উল্লেখ আছে বলিয়া, "তেন বিপ্রতিষেধাৎ"—সুতরাং তাহার সহিত বিরোধ হয় বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্ব্বিহোমে সোমধর্ম্মের প্রাপ্তি হইতে পারে না, কারণ, সৌমিক প্রয়োগে 'বষট্' মন্ত্র উচ্চারণ করিবারই বিধি; কিন্তু দর্ব্বিহোমে 'স্বাহা'মন্ত্রে কর্ম্ম করিতে হয়। অতএব স্বাহাকার এবং বষট্‌কাররূপ একটি প্রধান লক্ষণের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া উহাতে সৌমিক বিধ্যন্ত যাইতে পারে না; কিন্তু এটি একটি অপূর্ব্ব (অ-বিকৃতিভূত)কর্ম্ম। ইতি সিদ্ধান্ত।

শব্দান্তরত্বাৎ ॥ ১২ ॥

অক্ষরার্থ। "শব্দান্তরত্বাৎ"—শব্দান্তর বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্ব্বিহোম যে সৌমিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার আরও হেতু এই যে, সোম 'যজতি' শব্দবাচ্য অর্থাৎ যাগত্বাবচ্ছিন্ন; পক্ষান্তরে দার্ব্বিহোম জুহোতিপদবাচ্য—হোমত্বাবচ্ছিন্ন। সুতরাং এ স্থলে অব্যক্তস্বরূপ সামান্য লিঙ্গ হোমস্বরূপ বিশেষ লিঙ্গের দ্বারা বাধিত হয়।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ১৩ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্ব্বিহোমবিষয়ক স্বাহাকারযুক্ত বেদবাক্য দৃষ্ট হয় বলিয়াও সেই লিঙ্গদর্শন হইতেও ইহা নিরূপিত হয় যে, দর্ব্বিহোম সৌমিক ইতি-কর্ত্তব্যতাযুক্ত হইতে পারে না।

উত্তরার্থস্তু স্বাহাকারো যথা সাপ্তদশ্যং তত্রাবিপ্রতিষিদ্ধা পুনঃ প্রবৃত্তির্লিঙ্গদর্শনাৎ পশুবৎ ॥ ১৪ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "স্বাহাকারঃ উত্তরার্থঃ"—স্বাহাকার উত্তরার্থ অর্থাৎ ইষ্টিসোমভিন্ন অন্য কর্ম্মের জন্য, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "যথা

সাপ্তদশ্যম্”—যেমন সাপ্তদশ্যবিধি, “পুনঃ”—সুতরাং, “তত্র”—সেই দর্ব্বিহোমে, “প্রবৃত্তিঃ”—সোমধর্ম্মের প্রাপ্তি, “পশুবৎ”—পশুযাগে ইষ্টিধর্ম্মের প্রাপ্তির ন্যায়, “অবিপ্রতিষিদ্ধা”—বিরুদ্ধ নহে, “লিঙ্গদর্শনাৎ”—যে হেতু তাদৃশ লিঙ্গদর্শন রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী দর্ব্বিহোমে সৌমিক ধর্ম্মের অপ্রাপ্তিবোধক যে লিঙ্গদর্শন উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বিঘটিত করিবার জন্য পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, সাপ্তদশ্যবিধি যেমন অনারভ্যাধীত হইলেও প্রকৃতিগামী হয় না, কারণ, দর্শপূর্ণমাসযাগের প্রকরণে পাঞ্চদশ্যের বিধি আছে বলিয়া প্রকরণবলযুক্ত সেই পাঞ্চদশ্যের দ্বারা সাপ্তদশ্য বাধিত হইয়া বিকৃতিযাগে যায়, সেইরূপ স্বাহাকার অনারভ্যাধীত হইলেও তাহা ইষ্টি বা সোমে স্থানলাভ করিতে পারে না, কারণ, যাগমাত্রে যে বষট্কার বিধি আছে, সেই বিশেষবিধি দ্বারা তাহা বাধিত হয়। আবার পশুযাগে সাপ্তদশ্য বিহিত হইলেও তাহাতে যেমন দর্শপূর্ণমাসের ধর্ম্ম প্রাপ্তি হইতে কোন বাধা হয় না, কারণ, বিশেষবিধিবিহিত সেই সাপ্তদশ্য ছাড়া অপর সকল ইতিকর্ত্তব্যতা তথায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ দর্ব্বিহোম সোমধর্ম্মযুক্ত হইলেও তাহাতে স্বাহাকারের বাধা নাই; কারণ, বিশেষ বচন থাকায় তাহাতে স্বাহাকারের প্রয়োগ হইবে, আবার অব্যক্তত্ব থাকায় তাহা সোমধর্ম্মও গ্রহণ করিবে। ইতি আশঙ্কা।

অনুত্তরার্থো বাহর্থবত্ত্বাদানর্থক্যাদ্ধি প্রাকৃতস্যোপরোধঃ স্যাৎ ॥ ১৫ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। “অনুত্তরার্থঃ”—(স্বাহাকার) উত্তরার্থ নহে অর্থাৎ ইষ্টিসোমাতিরিক্ত কর্ম্মের জন্য নহে, “বা”—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, “অর্থবত্ত্বাৎ”—যে হেতু প্রকৃতিযাগে অর্থবত্ত্ব অর্থাৎ সার্থকতা রহিয়াছে, “আনর্থক্যাৎ হি”—আনর্থক্য হয় বলিয়াই, “প্রকৃতস্য উপরোধঃ স্যাৎ” —প্রাকৃত ধর্ম্মের উপরোধ অর্থাৎ প্রতিবন্ধক হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী লিঙ্গদর্শন বিঘটিত করিবার জন্য যে আপত্তি দেখাইয়াছেন, তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, স্বাহাকার অনারভ্যাধীত

হইলেও প্রকৃতিগামী হইবে—প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাস যাগে যে নারিষ্টহোমাদি আছে, তাহাতে যাইবে। কারণ, অনারভ্যাধীত বিধির আনর্থক্য প্রসঙ্গ হইলেই তাহার বিকৃত্যর্থতা স্বীকার করা হয়—সেই অনারভ্যাধীত বিধির দ্বারা অতিদেশতঃ প্রাপ্ত প্রাকৃত ধর্ম্মের বাধ হয়। কিন্তু এখানে যখন তাহা হইতেছে না, তখন অনারভ্যাধীত স্বাহাকার বিকৃতিগামী হইতে পারিতেছে না বলিয়া তাহা দ্বারা প্রকৃতিযাগীয় বষট্কারের বাধ হইতে পারে না। সুতরাং দর্ব্বিহোমে সৌমিক বিধ্যন্ত অনুষ্ঠেয় হইলে বষট্কারও প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহা হইলে দর্ব্বিহোমে যে স্বাহাকার প্রযুক্ত হয়, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। অথচ ঐ স্বাহাকার অনারভ্যাধীত বলিয়া এবং উহার প্রকৃত্যর্থতা সম্ভব হওয়ায় আনর্থক্যপ্রসঙ্গও নাই বলিয়া উহা দ্বারা বষট্কারের বাধও হইতে পারে না। অতএব দর্ব্বিহোমে সৌমিক বিধ্যন্ত হইতে পারে না। ইতি আশঙ্কানিরাস।

ন প্রকৃতাবপীতি চেৎ ॥ ১৬ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রকৃতৌ অপি"—প্রকৃতিভূত নারিষ্ট হোমেও, "ন"—না অর্থাৎ স্বাহাকারের নিবেশ হইতে পারে না, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া পুনরায় বলিতেছেন—সিদ্ধান্তীর মতানুসারে অনারভ্যাধীত স্বাহাকার যে নারিষ্টহোমে প্রাপ্ত হইবে, তাহা সম্ভব নহে। কারণ, বষট্কার দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে বিহিত বলিয়া তাহা প্রকরণ অনুসারে দর্শপূর্ণমাসের সকল কর্ম্মে প্রযোজ্য। আর নারিষ্ট-হোমাদি যখন দর্শপুর্ণমাসেরই কর্ম্ম তখন তাহাতেও বষট্কারই প্রযুক্ত হইবে—স্বাহাকারের প্রাপ্তি হইবে না। আর তাহা হইলে ঐ স্বাহাকার অন্যত্রোক্ত যুক্তি অনুসারে দর্ব্বিহোমে যাইবে। সুতরাং পূর্ব্বকথিত যুক্তিমতে উহা সৌমিক-বিধ্যন্তযুক্ত অর্থাৎ সোমযাগের বিকৃতি হইতে পারে। ইতি আশঙ্কা।

উক্তং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যম্ ॥ ১৭ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "উক্তং"—বলা হইয়াছে, "সমবায়ে"—শ্রুতিলিঙ্গাদির সমানবিষয়কত্ব হইলে, "পারদৌর্ব্বল্যম্"—পরটির দুর্ব্বলতা।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে শ্রুতিলিঙ্গন্যায়ে নারিষ্টহোমাদিতে স্বাহাকারই প্রয়োজ্য হইবে। কারণ, স্বাহাকার বাক্যবিহিত, কিন্তু বষট্কার প্রকরণবোধিত। আর বাক্য ও প্রকরণের মধ্যে বাক্যই প্রবল। অতএব নারিষ্টহোমে স্বাহাকারের প্রাপ্তি রহিয়াছে বলিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্তি অকিঞ্চিৎকর। ইতি আশঙ্কানিরাস।

তচ্চোদনা বেষ্টেঃ প্রবৃত্তিত্বাদ্ বিধিঃ স্যাৎ ॥ ১৮ ॥ পূঃ

অক্ষরার্থ। "তচ্চোদনা"—নারিষ্ট হোমের ধর্ম্মপ্রাপ্তি হইবে, "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "ইষ্টেঃ প্রবৃত্তিত্বাৎ"—যে হেতু ইষ্টিধর্ম্মের প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি রহিয়াছে, "বিধিঃ স্যাৎ"—(অগ্নিহোত্রাদিতেও উহার) বিধি অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রাপ্তি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, সিদ্ধান্তীর যুক্তি অনুসারে দর্ব্বিহোমে সোমধর্ম্মের প্রাপ্তি না হউক, ঐ স্বাহাকারাদি লিঙ্গ অনুসারে উহাতে দর্শপূর্ণমাসযাগীয় নারিষ্টহোমের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং দর্ব্বিহোম ঐ দর্শপূর্ণমাসেরই বিকৃতি। আর ঐ নারিষ্টহোম সকল ইষ্টি এবং পশুবন্ধনেও প্রাপ্ত হইতে দৃষ্ট হয়। একারণে উহা অগ্নিহোত্রেরও প্রকৃতি হইবে। সুতরাং এতদনুসারে নারিষ্টহোমই হোমকর্ম্মমাত্রের প্রকৃতি বলিয়া দর্ব্বিহোমে উহারই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া উচিত। আর সেই কারণে দর্ব্বিহোম বিকৃতি যাগাত্মক হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

শব্দসামর্থ্যাচ্চ ॥ ১৯ ॥

অক্ষরার্থ। "শব্দসামর্থ্যাৎ চ"—শব্দগত সাদৃশ্য বশতও ঐরূপ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্ব্বিহোমে যে নারিষ্টহোমীয় ধর্ম্মেরই প্রাপ্তি হইবে, তাহার আরও হেতু এই যে, নারিষ্টহোমও জুহোতিশব্দবোধিত এবং দর্ব্বিহোমও জুহোতিশব্দবোধিত। অতএব যেমন 'নির্ব্বপতি' শব্দরূপ সাদৃশ্য থাকায় সৌর্য্যযাগে নির্ব্বাপাদি ধর্ম্মের প্রাপ্তি হয়, এস্থলেও সেইরূপ জুহোতি-চোদনারূপ সাদৃশ্য বশতঃ নারিষ্টহোমেরই ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইবে।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ২০ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্ব্বিহোমে যে নারিষ্টহোমেরই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া উচিত, তাহার আরও হেতু এই যে, নারিষ্টহোমে "অন্তঃপরিধি নিনয়তি অন্তর্বেদি তিষ্ঠন্" এই বাক্যে যে অন্তঃপরিধি উক্তি আছে, তাহা নারিষ্টহোমপ্রকৃতিকত্ব বি । সম্ভব হয় না। অতএব ঐ অন্তঃপরিধিস্বরূপ লিঙ্গদর্শন অনুসারেও উহার নারিষ্টহোমপ্রকৃতিকত্ব সিদ্ধ হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

তত্রাভাবস্য হেতুত্বাদ্ গুণার্থে স্যাদদর্শনম্ ॥ ২১ ॥

অক্ষরার্থ। "তত্র"—তথায় অর্থাৎ সেই দর্ব্বিহোমে, "অভাবস্য হেতুত্বাৎ"—অভাবের হেতুতা আছে বলিয়া অর্থাৎ নারিষ্টহোমীয় ইধ্মাবর্হিঃ প্রভৃতি ধর্ম্মের অভাব অপ্রতিষ্ঠিতত্বের হেতুরূপে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া, "গুণার্থে"—নারিষ্টহোমের প্রাপ্তিবিষয়ে, "অদর্শনং স্যাৎ" —উহা অদর্শন অর্থাৎ অসাধক বা অহেতু হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বকথিত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "গুণার্থে স্যাদদর্শনম্"—দর্ব্বিহোমে নারিষ্ট হোমীয় ধর্ম্মপ্রাপ্তিবিষয়ক ঐ যে হেতু বলা হইয়াছে, উহা অভিপ্রেতার্থসাধক নহে—উহা দ্বারা বিবক্ষিত বিষয়টি সিদ্ধ হয় না। কারণ, "তত্র অভাবস্য হেতুত্বাৎ"—সেই দর্ব্বিহোমে যে ত্র্যম্বকযাগগুলি আছে, তাহাতে নারিষ্টযাগীয় ধর্ম্মগুলির অভাবকে তাহার অপ্রতিষ্ঠিতত্বের হেতু বলা হইয়াছে এবং তৎপ্রতীকারার্থে আদিত্যচরুর বিধান করা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, দর্ব্বিহোমে যে ত্র্যম্বকেষ্টি আছে, তাহাতে আদিত্যচরুর বিধানকল্পে শ্রুতি বলিতেছেন "অপ্রতিষ্ঠিতা বৈ ত্র্যম্বকা ইত্যাহুঃ। নেধ্মাবর্হিঃ সন্নহ্যতে, ন প্রযাজা ইজ্যন্তে নানুযাজা ইজ্যন্তে, ন সামিধেনীরন্বাহ" অর্থাৎ ত্র্যম্বকযাগগুলি অপ্রতিষ্ঠিত (প্রতিষ্ঠিত নহে), কারণ, তাহাতে ইধ্মাবর্হিঃ সাজাইতে হয় না, প্রযাজ যাগ করিতে হয় না, অনুযাজ যাগ করিতে হয় না এবং সামিধেনীও অনূক্ত হয় না। এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে যে, ত্র্যম্বকযাগে অর্থাৎ দর্ব্বিহোমে ইধ্মাবর্হিঃ প্রভৃতিগুলি

নাই। কিন্তু দর্ব্বিহোম যদি নারিষ্ট হোমের বিকৃতি হয়, তাহা হইলে তদ্ধর্ম্মরূপে ঐগুলিরও অবশ্যই প্রাপ্তি হইত। কিন্তু তাহা যখন নাই, তখন দর্ব্বিহোমে নারিষ্টহোমের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইতি উত্তর।

বিধিরিতি চেৎ ॥ ২২ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "বিধিঃ"—উহা নিষেধবিধি, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী যে উত্তর বলিলেন, তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারেন, ঐ যে "নেয়াবর্হিঃ সন্নহ্যতে" ইত্যাদি বাক্য, উহা নিষেধবিধি। সুতরাং যদিও দর্ব্বিহোম নারিষ্টহোমেরই বিকৃতি এবং যদিও সেই কারণে উহাতে ইধ্মাবর্হিঃ প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রাপ্তি ছিল, তথাপি এস্থলে সেগুলি ঐ নিষেধবিধির দ্বারা বাধিত হইয়াছে। ইতি আশঙ্কা।

ন বাক্যশেষত্বাৎ গুণার্থে চ সমাধানং নানাত্বেনোপপদ্যতে ॥ ২৩ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, "বাক্যশেষত্বাৎ"—যে হেতু উহা বাক্যশেষ অর্থাৎ অর্থবাদ, "গুণার্থে"—উহা গুণার্থ অর্থাৎ গুণবিধি হইলে, "চ"—কিন্তু, "সমাধানং"—সমাধান, "নানাত্বেন উপপদ্যতে"—নানাবাক্যরূপে হইতে পারে (কিন্তু তাহা হইতে পারিতেছে না)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, উহা বাক্যশেষ অর্থাৎ "আদিত্যং চরুং নির্ব্বপেৎ" এই বিধির অর্থবাদ; কাজেই উহাকে আর নিষেধবিধি বলা যায় না। আর উহাদের সবগুলিকেই যে বিধি বলিবে, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, তাহাতে নানা বাক্য হইয়া পড়ে। আরও, অপ্রতিষ্ঠিতত্বদোষের শান্তির নিমিত্তই ঐ অদিতিদেবতায় চরু বিহিত হইয়াছে। আর অপ্রতিষ্ঠিতত্বের হেতু হইতেছে "নেয়াবর্হিঃ" ইত্যাদি বাক্যবোধিত বিষয়গুলি। সুতরাং ঐগুলিকে অনুবাদ না বলিলে গত্যন্তর নাই। আর যাহা অনুবাদ তাহা বিধি হইতে পারে

না। অতএব ঐগুলি নিষেধবিধি নহে বলিয়া দর্ব্বিহোম নারিষ্টহোমের বিকৃতি হওয়ায় দর্ব্বিহোমে অতিদেশবলে প্রাপ্ত ইধ্মাবর্হিঃ প্রভৃতি নারিষ্টহোমীয় ধর্ম্মগুলি যে উহাতে তদ্বলে নিষিদ্ধ হইবে, তাহা বলা চলে না। ইতি আশঙ্কানিরাস।

যেষাং বাহপরয়োর্হোমস্তেষাং স্যাদবিরোধাৎ ॥ ২৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "যেষাং"—যে সকল যাগের, "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তন-সূচক, "অপরয়োঃ হোমঃ"—অপর দ্বয়ে অর্থাৎ গার্হপত্যাগ্নি এবং দক্ষিণাগ্নি-রূপ অগ্নিদ্বয়ে হোম আছে, "তেষাং স্যাৎ"—তাহাদের ধর্ম্ম প্রাপ্তি হইবে, "অবিরোধাৎ"—বিরোধ নাই বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্ব্বিহোম নারিষ্টহোমের বিকৃতি নহে ইহা প্রতিপাদিত হইলে অপর এক বাদী পূর্ব্বপক্ষরূপে বলিতেছেন, উক্ত দোষগুলির প্রসক্তি হয় বলিয়া দর্ব্বিহোম নারিষ্টহোমের বিকৃতি না হইলেও দক্ষিণাগ্নি এবং গার্হপত্যাগ্নিতে যে সমস্ত কর্ম্ম হয়, দর্ব্বিহোম 'পত্নীসংযাজ' প্রভৃতি সেই সমস্ত কর্ম্মের বিকৃতি হইবে। আর পত্নীসংযাজ প্রভৃতিতে ইধ্মাবর্হিঃসন্নাহ প্রভৃতি নাই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বিরোধগুলিরও সম্ভাবনা নাই। আর ঐ পত্নীসংযাজ প্রভৃতিগুলি প্রবৃত্তিধর্ম্মা অর্থাৎ ধর্ম্মাতিদেশকও বটে এবং উহাতে জুহোতিচোদনাও আছে। সুতরাং দর্ব্বিহোমকে ঐগুলির বিকৃতি বলিতে কোনও বাধা থাকিতে পারে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

তত্রৌষধানি চোদ্যন্তে তানি স্থানেন গম্যেরন্ ॥ ২৫ ॥ (উঃ)

অক্ষরার্থ। "তত্র"—সেই দর্ব্বিহোমে, "ঔষধানি"—ব্রীহি প্রভৃতি ওষধি দ্রব্যসকল, "চোদ্যন্তে"—বিহিত হয়, "তানি"—সেইগুলি, "স্থানেন গম্যেরন্"—স্থান অনুসারে লব্ধ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন আহবনীয় অগ্নি ছাড়া অন্য দুই অগ্নিতে অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি এবং গার্হপত্যাগ্নিতে কর্ত্তব্য যে পত্নীসংযাজাদি কর্ম্ম, দর্ব্বিহোম তাহাদেরই বিকৃতি হইবে, ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, "তত্র ঔষধানি চোদ্যন্তে"—দর্ব্বিহোমে ওষধিদ্রব্যসঞ্জাত পুরোডাশাদি বিহিত আছে; পক্ষান্তরে পত্নীসংযাজ প্রভৃতি কর্ম্মে আজ্যদ্রব্য বিহিত হইয়াছে। সুতরাং

দর্ব্বিহোমে প্রকৃতিভূত পত্নীসংযাজ হইতে আজ্যধর্ম্মসকল ইতিকর্ত্তব্যতারূপে অতিদিষ্ট হয়। কিন্তু ওষধিসঞ্জাতদ্রব্যে আজ্যধর্ম্ম নিষ্ফল। একারণে পত্নীসংযাজ প্রভৃতি কর্ম্মগুলি দর্ব্বিহোমের প্রকৃতি হইতে পারে না। আরও ইহাতে প্রকৃতিযাগীয় যাজ্যা অনুবাক্যা এবং বষট্কার এগুলি সব দর্ব্বিহোমে বাধিত হইয়া যায় স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু ইহা ন্যায্য নহে। অতএব দর্ব্বিহোম পত্নীসংযাজাদিরও বিকৃতি নহে। ইতি উত্তর।

লিঙ্গাদ্বা শেষহোময়োঃ ॥ ২৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গাৎ"—লিঙ্গ অনুসারে, "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তন-সূচক, "শেষহোময়োঃ"—শেষহোমদ্বয়ের (ধর্ম্মপ্রাপ্তি হইবে)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় কহিতেছেন, উক্তপ্রকারে ধর্ম্মলোপপ্রসঙ্গ হয় বলিয়া পত্নীসংযাজাদির বিকৃতি না হইলেও দর্ব্বিহোম শেষহোমদ্বয়ের বিকৃতি হইবে। পিষ্টলেপহোম এবং ফলীকরণহোম এই দুইটি কর্ম্মের ধর্ম্ম দর্ব্বিহোমে প্রাপ্ত হইবে। কারণ, পিষ্টলেপ এবং ফলীকরণ এই দুইটি ওষধিদ্রব্যজাত হইতেছে। আর তাহাতে যে নির্ব্বপণাদি ধর্ম্ম থাকে তাহা দর্ব্বিহোমের পুরোডাশাদিতে অবশ্যই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

প্রতিপত্তী তু তে ভবতস্তস্মাদতদ্বিকারত্বম্ ॥ ২৭ ॥ (উঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "তে"—সেই দুইটি কর্ম্ম, "প্রতিপত্তী ভবতঃ"—প্রতিপত্তিকর্ম্ম হইতেছে, "তস্মাৎ"—সেই কারণে, "অতদ্বিকারত্বম্"—দর্ব্বিহোমে তদ্বিকারত্ব থাকিতে পারে না অর্থাৎ দর্ব্বিহোম তাহার বিকৃতি হইতে পারে না।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতের উত্তর বলিতেছেন, "প্রতিপত্তী তু" ইত্যাদি। পিষ্টলেপ ও ফলীকরণের হোমদ্বয় প্রতিপত্তিকর্ম্ম। কিন্তু দর্ব্বিহোম প্রধান কর্ম্ম। অতএব এই এক কারণে ইহাদের পার্থক্য প্রচুর; আর সাদৃশ্য অনুসারেই ধর্ম্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব এই দুইটি কর্ম্ম পরস্পর বিসদৃশ বলিয়া পিষ্টলেপফলীকরণহোম হইতে দর্ব্বিহোমে ধর্ম্মপ্রাপ্তি হইতে পারে না। আর যে নির্ব্বাপাদি ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে,

তাহাও পিষ্টলেপাদিতে নাই; কারণ, ঐ দুইটি প্রতিপত্তি কর্ম্ম হইতেছে বলিয়া উহারা নির্ব্বাপাদির প্রয়োজক হইতে পারে না। আর উহাদের মধ্যেই যখন নির্ব্বাপাদি নাই, তখন উহা হইতে যে তাহা অন্যত্র ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইবে তাহা ত সুদূরপরাহত। অতএব দর্ব্বিহোম কাহারও বিকৃতি হইতে পারে না, এবং উহার ধর্ম্ম অন্যত্র কুত্রাপি অতিদিষ্টও হয় না; একারণে উহা কাহারও প্রকৃতিও নহে। অতএব দর্ব্বিহোম প্রকৃতি এবং বিকৃতি না হওয়ায় অনুভয়াত্মা অপূর্ব্ব কর্ম্ম। ইতি উত্তর।

**সন্নিপাতে বিরোধিনামপ্রবৃত্তিঃ প্রতীয়েত বিধ্যুৎপত্তিব্যব-
স্থানাদর্থস্যাপরিণেয়ত্বাদ্ বচনাদতিদেশঃ স্যাৎ ॥ ২৮ ॥**

অক্ষরার্থ। "বিরোধিনাং সন্নিপাতে"—বিরোধি কারণসকলের সমবধানে, "অপ্রবৃত্তিঃ প্রতীয়েত"—ইতিকর্ত্তব্যতাত্মক ধর্ম্মের অপ্রাপ্তি বোধিত হইবে, "বিধ্যুৎপত্তিব্যবস্থানাৎ"—যে হেতু বিধিবাক্যসকলের উৎপত্তি অর্থাৎ পাঠ ব্যবস্থিত বলিয়া, "অর্থস্য অপরিণেয়ত্বাৎ"—কর্ম্মসকল স্থানান্তরে প্রাপিত হইতে পারে না, "বচনাৎ অতিদেশঃ স্যাৎ"—বিশেষ বচন অনুসারে অতিদেশ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। এই প্রকারে দর্ব্বিহোমের অনুভয়রূপত্ব সাধিত হইলে কেহ হয় ত শঙ্কা করিয়া বলিতে পারেন, দর্ব্বিহোমের প্রকৃতিত্বসাধক কোন প্রমাণ যখন নাই, তখন পূর্ব্বকথিত লিঙ্গবলে নারিষ্টহোমাদিসম্বন্ধীয় ইতিকর্ত্তব্যতা সকলের প্রবৃত্তি না হইয়া যে অপ্রবৃত্তিই হইবে, তাহার হেতু কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "বিরোধিনাং সন্নিপাতে" ইত্যাদি। বিধিসকলের পাঠ যখন ব্যবস্থিত, তখন প্রকরণ লঙ্ঘন করিয়া একটিকে অন্যত্র লইয়া যাওয়া হইতে পারে না। তবে বিশেষবচন থাকিলে স্বতন্ত্র কথা। একারণ দর্শপূর্ণমাসাদি ইতিকর্ত্তব্যতা ব্যতীত নারিষ্টহোমাদির প্রাপ্তি হইতে পারে না। ইতি ৫ম দর্ব্বিহোমশব্দের অপূর্ব্বতাধিকরণ।

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ।

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্‌যোগেন্দ্রনাথ-শর্ম্ম-শ্রীচরণান্তেবাসি-
শ্রীমৎক্ষেত্রমোহনবিদ্যারত্নাত্মজ-শ্রীভূতনাথশর্ম্মকৃত-
মীমাংসাভাষ্যভাবার্থানুবাদে
অষ্টম অধ্যায়।

অথ নবমাধ্যায়স্য

প্রথমঃ পাদঃ ॥

যজ্ঞকর্ম্ম প্রধানং তদ্ধি চোদনাভূতং তস্য দ্রব্যেষু সংস্কার-
স্তৎপ্রযুক্তস্তদর্থত্বাৎ ॥ ১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "যজ্ঞকর্ম্ম"—যাগের কর্ম্ম অর্থাৎ কার্য্য বা নিষ্পাদ্য অর্থাৎ যাগনিষ্পাদ্য অপূর্ব্ব, "প্রধানম্"—প্রধান, "হি"—যে হেতু, "তৎ চোদনাভূতম্"—তাহাই চোদনাভূত অর্থাৎ বিধিবোধিত, "তস্য দ্রব্যেষু" —সেই অপূর্ব্বের অর্থাৎ সেই অপূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে দ্রব্য তাহাতে, "সংস্কারঃ"—যে অবঘাতাদি সংস্কার তাহা, "তৎপ্রযুক্তঃ"— সেই অপূর্ব্বপ্রযুক্ত, "তদর্থত্বাৎ"—যে হেতু তদর্থ অর্থাৎ তৎপ্রয়োজনক বা তন্নিমিত্তক। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সপ্তম এবং অষ্টম অধ্যায়ে অতিদেশ বিচারিত হইয়াছে। এক্ষণে নবম অধ্যায়ে সেই অতিদিষ্ট পদার্থ-সকলের কোথায় উহ হইবে এবং কোথায় উহ হইবে না, তাহাই বিচারিত হইবে। উহ অর্থাৎ উহ্যমান পদার্থ —প্রকৃতিভূতযাগে যে পদার্থ থাকে বিকৃতিযাগে সাধারণতঃ তাহার অন্যথা হয়। সেই প্রকৃতিযাগীয় মন্ত্রাদি বিকৃতিযাগে পাঠ করিবার কালে তাহা সেই বিকৃতিযাগে যাহাতে অন্বিতার্থ হয়, তাদৃশভাবে যে বিপরিণামাদি করা হয়, তাহার নাম উহ। যেমন প্রকৃতিভূত আগ্নেয়যাগে নির্ব্বাপ গ্রহণকালে "অগ্নয়ে জুষ্টম্" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ্য; কিন্তু বিকৃতিভূত সৌর্য্যযাগে অগ্নি দেবতা না থাকায়, কারণ, তথায় সূর্য্যই দেবতা, "অগ্নয়ে জুষ্টং" বলিলে মন্ত্রটি অনন্বিতার্থ হয়—যাগে যে দেবতা নাই অনর্থক তাহার উল্লেখ হয়; একারণে উহাকে পদান্তর সাহায্যে "সূর্য্যায় জুষ্টম্" এই প্রকার পরিবর্ত্তন করিয়া পাঠ করিতে হয়। এইরূপে প্রকৃতিভূত এক-পশুকযাগে "অন্বেনং মাতা মন্যতাম্" এই মন্ত্রের "এনম্" অংশটিকে বিকৃতিভূত বহুপশুকযাগে "অন্বেনান্ মাতা মন্যতাম্" এই ভাবে "এনান্" এই বিপরিণাম করিয়া পাঠ করিতে হয়। এইভাবে যে পদান্তর প্রক্ষেপ কিংবা বচনাদির পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক পাঠ, ইহারই নাম উহ। মন্ত্র, সাম এবং সংস্কার এই তিন বিষয়েরই উহ

হয়। উহ বিচার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে—অবঘাতাদি ধর্ম্ম সকল কি যাগার্থক অথবা সেগুলি অপূর্ব্বার্থক ?—এইরূপ অবঘাতে ব্রীহিস্বরূপ কি বিবক্ষিত অথবা অবিবক্ষিত ?—এইরূপ, অপূর্ব্বই কি নিমিত্ত এবং প্রয়োজক অথবা অপূর্ব্ব নিমিত্ত এবং প্রয়োজক নহে ?—এই তিনটি বিষয় স্থির হওয়া আবশ্যক। একারণে প্রথম সূত্রে তিনটি বর্ণকে ঐ তিনটি বিষয় বিচারিত হইয়াছে।

অবঘাতাদি ধর্ম্ম যাগার্থক কি অপূর্ব্বার্থক এইরূপ সংশয়ে ঐগুলি যাগসাধন বলিয়া যাগার্থকই হইবে এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ হইলে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে, "দ্রব্যকর্ম্ম প্রধানম্" অর্থাৎ অপূর্ব্বই প্রধান। সুতরাং যাগমধ্যে অবঘাতাদি যাহা কিছু করা হয়, অপূর্ব্বই তৎসমুদয়ের প্রথম প্রয়োজন। এই অপূর্ব্বার্থকতা সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম পাদে বিচারিত হইলেও এস্থলে বিচারের সুবিধার জন্য তাহা স্মরণ করিয়া দেওয়াই প্রয়োজন বলিয়া বিচারিত হইল। ইতি প্রথমাধিকরণে প্রথম বর্ণক।

শ্রুতিমধ্যে "ব্রীহীন্ অবহন্তি" ইত্যাদি বাক্যে যে ব্রীহিবিষয়ক অবঘাত বিহিত হইয়াছে, তথায় 'ব্রীহি' পদার্থটির স্বরূপ বিবক্ষিত কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এ স্থলে অভিধাত্রী শ্রুতিবলে যখন ব্রীহির প্রতীতি হইতেছে, তখন তাহার স্বরূপ অবিবক্ষিত হইবার কোনও কারণ নাই বলিয়া তাহা নিশ্চিতই বিবক্ষিত। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এপক্ষে অবঘাতাদি অনর্থক হয় বলিয়া ব্রীহির স্বরূপ বিবক্ষিত হইতে পারে না। কারণ, অপূর্ব্বই প্রধান প্রয়োজন বলিয়া অপূর্ব্বসাধনতারূপেই ব্রীহি আবশ্যক। সুতরাং অপূর্ব্বসাধনত্ব এবং ব্রীহিস্বরূপত্ব স্বীকার করিলে গৌরবই হইয়া পড়ে। একারণে ব্রীহির স্বরূপ বিবক্ষিত নহে। আর তাহা হইলে "নৈবারশ্চরুভবতি" ইত্যাদি বাক্যে যে নীবার বিহিত হইয়াছে, তাহাতেও "ব্রীহীনবহন্তি" ইত্যাদি বাক্যবিহিত অবঘাতাদি প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষ অনুসারে তাহা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। ইতি প্রথমাধিকরণে দ্বিতীয় বর্ণক।

অপূর্ব্বই অবঘাতাদির প্রয়োজন এবং নিমিত্ত কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, অপূর্ব্ব অবঘাতাদির প্রয়োজন হইলেও, ঐগুলির নিমিত্ত হইতে পারে না। কারণ, নিমিত্তত্ব এবং প্রয়োজকত্ব দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অপূর্ব্ব অবঘাতাদির প্রয়োজনও বটে নিমিত্তও বটে। তবে এস্থলে অপূর্ব্বের প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ প্রয়োজকত্ব শব্দবোধিত আর তাহার নিমিত্ততা অর্থাপত্তিসিদ্ধ। যাহা পূর্ব্ব হইতে থাকিলে তবে কোন ক্রিয়া হয়, তাহাকে নিমিত্ত বলে। আর যাহা সিদ্ধ করিবার জন্য ক্রিয়া হয়, তাহাকে প্রয়োজন বলে। আর অপূর্ব্ব স্বরূপতঃ সাধ্য হইলেও মনঃস্থিতস্বরূপে

তাহা সিদ্ধও বটে। কাজেই তাহা যে সিদ্ধস্বরূপ নিমিত্ত হইতে পারে না, তাহা নহে। ইতি প্রথমাধিকরণে তৃতীয় বর্ণক।

সংস্কারে যুজ্যমানানাং তাদর্থ্যাৎ তৎপ্রযুক্তং স্যাৎ ॥২॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সংস্কারে"—অবঘাতরূপ সংস্কারে, "যুজ্যমানানাং" —যুজ্যমান অর্থাৎ যুক্ত বা সম্বদ্ধ (প্রোক্ষণাদিগুলির), "তাদর্থ্যাৎ"— তৎপ্রয়োজনতা আছে বলিয়া (সেগুলি), "তৎপ্রযুক্তং স্যাৎ"—তৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ সেই অবঘাতাদিপ্রযুক্ত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "প্রোক্ষিতাভ্যামুল্‌খলমুষলাভ্যামবহন্তি" অর্থাৎ প্রোক্ষণসংস্কৃত উদূখল এবং মুষল দিয়া অবঘাত করিবে;—এই বাক্যে যে প্রোক্ষণ বিহিত হইয়াছে, তাহা কি অবঘাতের জন্য সুতরাং অবঘাতপ্রযুক্ত অথবা তাহা অপূর্ব্বের জন্য সুতরাং অপূর্ব্বপ্রযুক্ত, ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "তৎপ্রযুক্তং স্যাৎ"—ঐ যে সংস্কারসংসৃষ্ট প্রোক্ষণ উহা অবঘাতের জন্য সুতরাং অবঘাতপ্রযুক্তই হইবে। কারণ, "তাদর্থ্যাৎ" —বাক্যের দ্বারা উহার অবঘাতাঙ্গতাই বোধিত হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

তেন ত্বর্থেন যজ্ঞস্য সংযোগাদ্ধর্ম্মসম্বন্ধ স্তস্মাদ্ যজ্ঞপ্রযুক্তং স্যাৎ সংস্কারস্য তদর্থত্বাৎ ॥ ৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "তেন অর্থেন"—সেই অবহননরূপ কার্য্যের সহিত, "যজ্ঞস্য সংযোগাৎ"—অপূর্ব্বের সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া, "ধর্ম্মসম্বন্ধঃ"—ধর্ম্মের সম্বন্ধ অর্থাৎ উদূখল-মুষলের সহিত প্রোক্ষণরূপ ধর্ম্মের সম্বন্ধ, "তস্মাৎ"—সেই কারণে, "যজ্ঞপ্রযুক্তং স্যাৎ"—(ঐ প্রোক্ষণ) অপূর্ব্বপ্রযুক্ত, "সংস্কারস্য তদর্থত্বাৎ"—যে হেতু প্রোক্ষণরূপ সংস্কার তদর্থ অর্থাৎ ঐ অপূর্ব্বেরই জন্য। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রোক্ষণকে যদি অবঘাতের জন্য বলা হয়, তাহা হইলে তাহা নিষ্প্রয়োজন হয়। কারণ, প্রোক্ষণের ফলে যে অবঘাতের কোন উপকার হয় তাহা দৃষ্টচর নহে। একারণে

বাক্যের বিনিয়োজকতা অনুসারে প্রোক্ষণের অবঘাতার্থতা স্বীকার করিলে তাহা বিফল হয় বলিয়া সেই আনর্থক্য পরিহারের জন্য প্রোক্ষণকে অপূর্ব্বার্থক বলিতে হয়। একারণে "আনর্থক্যপ্রতিহতানাং বিপরীতং বলাবলম্" এই নিয়মানুসারে শ্রুতিলিঙ্গ-ন্যায়ে বাক্যের দ্বারা প্রকরণের বাধপূর্ব্বক প্রোক্ষণের অবঘাতার্থতা প্রতিপাদিত হয় না; প্রত্যুত এরূপ স্থলে প্রকরণের দ্বারাই বাক্যের বাধ হয় এবং প্রোক্ষণের অপূর্ব্বার্থতা বোধিত হয়। অতএব এ স্থলে প্রোক্ষণ অপূর্ব্বার্থক বলিয়া তাহা অপূর্ব্বপ্রযুক্ত। এই বিচারটির প্রয়োজন এই যে, পূর্ব্বপক্ষীর মতানুসারে অবঘাত না থাকিলে প্রোক্ষণ হইবে না আর সিদ্ধান্তপক্ষানুসারে যেখানে অবঘাত নাই, তথায়, যেমন নির্ঋতিদেবতার জন্য যে কৃষ্ণব্রীহিনিষ্পন্ন চরু করিতে হয় তথায় নখবিদলন দ্বারা তণ্ডুল নিষ্কাসন পূর্ব্বক চরু করিবার বিধি আছে বলিয়া সে স্থলে অবঘাত না থাকিলেও অপূর্ব্ব সিদ্ধির জন্য নখে প্রোক্ষণ কর্ত্তব্য। ইতি দ্বিতীয় প্রোক্ষণের অপূর্ব্বপ্রযুক্ততাধিকরণ। ইতি দ্বিতীয়াধিকরণে প্রথম বর্ণক।

ভগবান্ ভাষ্যকার "তেন ত্বর্থেন"—ইত্যাদি সূত্রটিকে বর্ণকান্তরে অন্য একটি ন্যায়ে যোজনা করিয়াছেন। তাহা এইরূপ;—জ্যোতিষ্টোমে "যাবত্যা বাচা কাময়েত তাবত্যা দীক্ষণীয়ায়ামনুব্রূয়াৎ। মন্দ্রং প্রায়ণীয়ায়াং। মন্দ্রতর-মাতিথ্যায়াম্। উপাংশূপসৎসু। উচ্চৈরগ্নীষোমীয়ে" এই বাক্যে যে ধ্বনির মন্দ্রত্বাদিরূপ উচ্চাবচীভাব বিহিত হইয়াছে, তাহা কি পরমাপূর্ব্বপ্রযুক্ত অথবা তাহা অবান্তরাপূর্ব্বপ্রযুক্ত, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পরমাপূর্ব্বই যখন ফলবৎ বলিয়া প্রধান, তখন ইহাকে পরমপূর্ব্বপ্রযুক্তই বলা উচিত। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "তেন ত্বর্থেন যজ্ঞস্য সংযোগাৎ ধর্ম্মসম্বন্ধঃ তস্মাৎ যজ্ঞ প্রযুক্তং স্যাৎ সংস্কারস্ত তদর্থত্বাৎ"—যে হেতু দীক্ষণীয়াদিজন্য অপূর্ব্বের সহিতই পরমাপূর্ব্বের সম্বন্ধ, সেই কারণে ধ্বনির মন্দ্রত্বাদিকে দীক্ষণীয়াদি অপূর্ব্বের জন্য বলা উচিত অর্থাৎ ঐগুলি অবান্তরাপূর্ব্বপ্রযুক্ত, কারণ, ঐ অবান্তরাপূর্ব্ব সিদ্ধির জন্যই মন্দ্রত্বাদি সংস্কার বিহিত। ইতি দ্বিতীয়াধিকরণে দ্বিতীয় বর্ণকে উচ্চাবচধ্বনির পরমাপূর্ব্ব প্রযুক্ততাধিকরণ।

ফলদেবতয়োশ্চ ॥ ৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ফলদেবতয়োঃ চ"—ফল এবং দেবতারও (মন্ত্রোচ্চারণপ্রয়োজকত্ব আছে)।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে "অগন্ম স্বঃ" এবং "অগ্নেরহ মুজ্জিতি মনুজ্জেষম্" এই দুইটি মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে

প্রথম মন্ত্রটিতে স্বর্গরূপ ফল এবং দ্বিতীয়টিতে অগ্নিরূপ দেবতা বোধিত হইতেছে। ঐ স্বর্গরূপফল এবং অগ্নিরূপ দেবতাই কি ঐ মন্ত্রদ্বয়ের প্রয়োজক অথবা অপূর্ব্বই উহাদের প্রয়োজক?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "ফল-দেবতয়োশ্চ"—অপূর্ব্বের ন্যায় ফল এবং দেবতারও মন্ত্রের প্রতি প্রয়োজকতা আছে, কারণ, মন্ত্রের দ্বারা ঐ দুইটির প্রাধান্য বোধিত হইতেছে। সুতরাং এস্থলে ঐ দুইটিই;উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের প্রয়োজক। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন চোদনাতো হি তাদ্গুণ্যম্ ॥ ৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ ফলদেবতা এখানে প্রয়োজক নহে, "হি"—যে হেতু, "চোদনাতঃ"—অপূর্ব্বের কর্ত্তব্যতাবিধি বশতঃ, "তাদ্গুণ্যম্"—ঐগুলির তদ্গুণতাই যুক্তিযুক্ত। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ঐ যে মন্ত্রদ্বয় উহারা ফলদেবতাপ্রযুক্ত হইতে পারে না, কিন্তু উহারা অপূর্ব্বপ্রযুক্তই হইবে। কারণ, অপূর্ব্বই ফলবৎ বলিয়া, তাহাই প্রধান। একারণে তাহাই অনুষ্ঠেয়। আর যাহা অনুষ্ঠেয় তাহারই ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। সুতরাং সেই ইতি-কর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির জন্যই ঐগুলি কর্ত্তব্য বলিয়া ঐগুলি তৎপ্রযুক্তই হইবে। এই বিচারগুলির প্রয়োজন এই যে, পূর্ব্বপক্ষীর মতানুসারে স্থলান্তরে ঊহ হইতে পারে না, কিন্তু সিদ্ধান্ত অনুসারে ঊহ হইবে। ইতি ৩য় ফলদেবতা-সম্বন্ধ ধর্ম্মসকলেরও অপূর্ব্বপ্রযুক্ততাধিকরণ।

দেবতা বা প্রয়োজয়েদতিথিবদ্ ভোজনস্য তদর্থত্বাৎ ॥৬॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—প্রত্যবস্থানে (অধিকরণান্তরসূচক), "দেবতা প্রয়োজয়েৎ"—দেবতা প্রয়োজক হইবে, "অতিথিবৎ"—অতিথির ন্যায় অর্থাৎ অতিথি যেমন গৃহস্থের নিকটে ভোজনাদি কর্ম্মের প্রয়োজক হয় সেইরূপ, "ভোজনস্য তদর্থত্বাৎ"—যে হেতু ভোজনই তাহার অর্থ অর্থাৎ দেবতাকর্ত্তৃক যজমানত্যক্ত দ্রব্যভোজনই যাগশব্দের অর্থ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণে ফল এবং দেবতা মন্ত্রের প্রয়োজক হইতে পারে কি না, এই প্রকার সংশয়ে সিদ্ধান্তরূপে প্রধানতঃ ফলেরই অপ্রয়োজকত্ব

প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে কোন বাদী বলিতেছেন, ফল প্রয়োজক না হয় না হউক কিন্তু "দেবতা বা প্রয়োজয়েৎ"—দেবতা নিশ্চিতই কর্ম্মাদির প্রয়োজক হইবে; কারণ, "ভোজনন্তু তদর্থত্বাৎ"—দেবতার যে যজমানত্যক্ত দ্রব্যের ভোজন তাহার নাম যাগ। সুতরাং দেবতা নিশ্চিতই প্রধান হইবেন; "অতিথিবৎ"—অতিথি যেমন আতিথ্য কর্ম্মে প্রধান বলিয়া তাহার প্রয়োজক, দেবতাও সেইরূপ প্রধান বলিয়া যাগকর্ম্মের প্রয়োজক হইবে, কারণ, দেবতার পূজাই যাগপদবাচ্য—দেবতার ভোজনের জন্যই দ্রব্য ত্যাগ করা হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

আর্থপত্যাচ্চ ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। "আর্থপ্রত্যাৎ চ"—অর্থপতিত্ব অর্থাৎ আধিপত্য বা ঈশিতৃত্ব আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। দেবতাই যে যাগাদি কর্ম্মের প্রয়োজক, তাহার আরও হেতু এই যে, দেবতারাই সকলের প্রভু—সকল বিষয়ের অধিপতি। সুতরাং তাঁহারা যাহাতে প্রসন্ন হন, সেইরূপ করাই কর্ত্তব্য। কারণ, দেবতারা প্রসন্ন না হইলে অভিমত ফল পাওয়া অসম্ভব। কারণ,—

"সুরেষু বিঘ্নৈকপরেষু কো নরঃ
করস্থমপ্যর্থমবাপ্তু্মীশ্বরঃ।"

অর্থাৎ দেবতারা বিঘ্ন করিতে থাকিলে লোকে অতি নিশ্চিত বস্তুও লাভ করিতে পারে না। আর স্বর্গই যখন সকল লোকের পরম কাম্য, আবার সেই স্বর্গে যখন ইন্দ্রেরই আধিপত্য তখন তদর্থে তাঁহার পূজা আরাধনা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর ইন্দ্র যে স্বর্গাদির অধিপতি তাহা—

"ইন্দ্রো দিব ইন্দ্র ঈশে পৃথিব্যাম্ ইন্দ্রো অপামিন্দ্র ইৎ পর্ব্বতানাম্।
ইন্দ্রো বৃধামিন্দ্র ইন্মেধিরাণামিন্দ্রঃ ক্ষেমে যোগে হব্যে ইন্দ্রঃ।

অর্থাৎ ইন্দ্র স্বর্গের উপর আধিপত্য করেন, ইন্দ্র পৃথিবী, জল, পর্ব্বত, বর্দ্ধনশীল সমস্ত পদার্থ এবং মেধাবী সকল প্রাণীর উপরই আধিপত্য করিয়া থাকেন, অধিক কি, যোগ ক্ষেমে এবং হবনীয় দ্রব্যে সর্ব্বত্রই ইন্দ্রের আধিপত্য—ইত্যাদি ঋকে বোধিত হইয়াছে।

ততশ্চ তেন সম্বন্ধঃ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। "ততঃ"—সেই হেতু, "চ"—আর, "তেন সম্বন্ধঃ" —কর্ম্মফলের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ অর্থাৎ তাঁহারা কর্ম্মফলদাতা।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব সূত্রে বলা হইয়াছে যে, দেবতাগণ সকল বিষয়ের অধিপতি বলিয়া তাঁহাদের পূজাই যাগ; একারণে তাঁহারা যাগের প্রয়োজক। এক্ষণে আরও বলিতেছেন, ফলপ্রাপ্তির জন্যই যখন যাগযজ্ঞাদি করা, তখন দেবতা প্রধান অর্থাৎ যাগ কর্ম্মের প্রয়োজক না হইয়া যায় না; কারণ, দেবতারা যখন সকল বিষয়ের প্রভু তখন সেই সেই ফল প্রদান করাও তাঁহাদের হাতে। সুতরাং তাঁহাদিগকে প্রসন্ন না করিলে তাঁহারা ফল দিবেন কেন? একারণে যাগের প্রয়োজন দেবতাদিগকে প্রসন্ন করা। সুতরাং যাগে দেবতাই প্রধান। অতএব "দেবতা বা প্রয়োজয়েৎ"—দেবতাই যাগ কর্ম্মের প্রয়োজক, কিন্তু অপূর্ব্ব তৎপ্রয়োজক নহে। আর তাহা না হইলে দেবতান্তর স্থলে উহ করিবার আবশ্যতা নাই। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

অপি বা শব্দপূর্ব্বত্বাদ্ যজ্ঞকর্ম্ম প্রধানং স্যাদ্ গুণত্বে দেবতাশ্রুতিঃ ॥ ৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "শব্দপূর্ব্বত্বাৎ"—একপদশ্রুতিগম্য বলিয়া, "যজ্ঞকর্ম্ম"—যজ্ঞের অর্থাৎ যাগের কর্ম্ম অর্থাৎ কার্য্য বা নিষ্পাদ্য যে অপূর্ব্ব তাহাই. "প্রধানং স্যাৎ"—প্রধান অর্থাৎ প্রয়োজক হইবে, "গুণত্বে"—সেই অপূর্ব্বের গুণস্বরূপ "দেবতাশ্রুতিঃ"—দেবতাবিষয়ক শাস্ত্র বচন।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "যজ্ঞকর্ম্ম প্রধানং স্যাৎ"—যাগনিষ্পাদ্য যে অপূর্ব্ব তাহাই প্রধান; সুতরাং অপূর্ব্বই যাগকর্ম্মের প্রয়োজক, কিন্তু দেবতা যাগীয় অঙ্গপ্রধানাদি কর্ম্মের প্রয়োজক নহে। কারণ, "শব্দপূর্ব্বত্বাৎ'—যাহা ফল প্রদান করে তাহাই প্রধান অর্থাৎ প্রয়োজক; আর কে ফল প্রদান করে বা না করে, তদ্বিষয়ক জ্ঞান শব্দপূর্ব্ব অর্থাৎ শব্দ বা শাস্ত্র হইতেই জ্ঞেয়। আর "যজেত স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রই একপদশ্রুতিবোধিত করণাত্মক যাগকেই স্বর্গফলক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে; আর ক্ষণস্থায়ী যাগের সেই ফলজনকতা ফলকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী পরমাপূর্ব্ব বিনা উপপন্ন হয় না বলিয়া সেই অপূর্ব্বও শ্রুতার্থাপত্তিসিদ্ধ সুতরাং শাস্ত্রবোধিত। কিন্তু দেবতার ফলপ্রদত্ব ত কোন ফলশ্রুতিমধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং দেবতা ফলপ্রদ না হওয়ায় প্রধান বা প্রয়োজক হইবে কেন? যদি বলা হয় দ্রব্য, দেবতা এবং

ত্যাগই যাগ, আর দেবতা না থাকিলে যখন ত্যাগ সিদ্ধ হয় না এবং দেবতা সেই ত্যক্ত দ্রব্য স্বীকার করিয়া প্রীত না হইলে যখন ফল প্রদান করিবে না, তখন যাগে দেবতা প্রধান নহে, ইহা বলা কি রকম কথা? ইহার উত্তরে বক্তব্য, দেবতা যে স্বীয় ঐশ্বর্য্যবশতঃ যুগপৎ নানা ব্যক্তির যাগে উপস্থিত হইয়া তত্ত্যক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া প্রীত হইয়া ফলপ্রদান করে, এগুলি কোন্ প্রমাণ হইতে সিদ্ধ হয়? দেবতার শরীরাদি থাকিলে তবে না ঐগুলি সম্ভব? কিন্তু দেবতার বিগ্রহবত্ত্বে প্রমাণ কি? যদি বলা হয়, "মঘবন্ কাশিরিৎ তে" "অগৃভ্না তে দক্ষিণমিন্দ্র হস্তম্", "বাহূ তে ইন্দ্র রোমশৌ, অক্ষী তে ইন্দ্র পিঙ্গলে", "তুবিগ্রীবো বপোদরঃ সুবাহুরন্ধসো মদে। ইন্দ্রো বৃত্রাণি জিঘ্নতে" ইত্যাদি বেদমন্ত্রে ইন্দ্রদেবতার কাশি (মুষ্টি), দক্ষিণ হস্ত, হস্তদ্বয়ের রোমশত্ব, পিঙ্গলবর্ণ চক্ষুর্দ্বয়, স্থূল গ্রীবা এবং উদর ইত্যাদি যে সমস্ত বর্ণনা আছে তাহা হইতে ইন্দ্রদেবতার বিগ্রহবত্ত্ব (পুরুষশরীরযুক্তত্ব) প্রতিপাদিত হয়। এইরূপ, "অদ্ধীন্দ্র প্রস্থিতে মা হবীংষি" ইত্যাদি মন্ত্রে হবির্ভোজন অর্থাৎ যজমানত্যক্ত পুরোডাশাদি ভোজন, "ইন্দ্রো দিব ইন্দ্র ঈশে পৃথিব্যাম্" ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রদেবতার ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব বা আধিপত্য, "মেধাতিথিং হ কাণ্বায়নমিন্দ্রো মেষো ভূত্বা জহার" ইত্যাদি অর্থবাদে ইন্দ্রদেবতার কামরূপত্ব, "তৃপ্ত এবৈনমিন্দ্রঃ প্রজয়া পশুভিস্তর্পয়তি" ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্যে ইন্দ্রদেবতার তৃপ্তি এবং প্রসন্নতা বোধিত হইতেছে। সুতরাং যাগ বলিতে যখন দেবতার সেবাত্মক পূজাই অভিহিত হয় আর রাজাদির সেবা করিলে তাঁহারা তুষ্ট হইয়া সেবাকারী ব্যক্তিকে অভীষ্ট ফল-প্রদান করেন ইহাও যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ তখন এই দৃষ্টান্ত অনুসারে যাগের দ্বারা প্রসাদিত ইন্দ্রাদি দেবতাও যে ফলপ্রদান করিবেন ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ফলপ্রদানকারী ইন্দ্রাদি দেবতাই যাগকর্ম্মে প্রধান; সুতরাং দেবতাই যাগাদি কর্ম্মের প্রয়োজক। কিন্তু এই প্রকার উক্তি সমীচীন নহে। কারণ, যাগ এবং তৎফল স্বর্গাদি যখন শব্দবোধ্য—কেবলমাত্র শাস্ত্র হইতেই জ্ঞেয়, তখন এতদ্বিষয়ে শাস্ত্র হইতে যাহা পাওয়া যায়, শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হইতে যাহা অবগত হওয়া যায় তাহাই গ্রহণীয়—প্রমাণান্তর-সিদ্ধ অর্থ তথায় আদরণীয় নহে। আর "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, সাধ্যস্বরূপ যাগই ফলজনক বলিয়া বিধেয় আর দ্রব্যদেবতাদি সিদ্ধস্বরূপ বলিয়া তাহার গুণভূত। যদি বলা হয় যাগ যখন স্বয়ং ফলজনক নহে, কিন্তু অপূর্ব্ব দ্বারাই ফলজনক তখন অপূর্ব্বকে ফলজনক না বলিয়া দেবতাকেই ফল-প্রদ বলাই ত যুক্তিযুক্ত। তদুত্তরে বক্তব্য—যাগ যদি অপূর্ব্বব্যবহিত বলিয়া

ফলজনক না হয়, তাহা হইলে বেদবোধিত শব্দ অর্থাৎ বিধিবাক্য অনুসারে দেবতা আবার সেই যাগের দ্বারাও ব্যবহিত বলিয়া দেবতার ফলপ্রদত্ব আরও দূরে পড়িয়া যায়। বস্তুতঃ ব্যাপার কিংবা শক্তির দ্বারা ব্যাপারবৎ বা শক্তিমৎ পদার্থের ব্যবহিতত্বই হইতে পারে না, কারণ, তাহা যদি হইত তাহা হইলে কাষ্ঠচ্ছেদনাদির প্রতি কুঠারাদিরও করণতা থাকিতে পারিত না। আর অপূর্ব্ব যাগেরই ব্যাপারস্বরূপ কিংবা শক্তিস্বরূপ বলিয়া তদ্দারা যাগের ফলজনকত্ব বাধিত হইতে পারে না। কারণ, যাগাদি হইতে ফল হয় ইহা শ্রুতিবোধিত বলিয়া দৃঢ়তর প্রমাণসিদ্ধ। আর এই দৃঢ়তর প্রমাণেরই বলে, তাহারই প্রামাণ্য রক্ষা করিবার জন্যই অপূর্ব্বরূপ যাগজশক্তি কিংবা যাগীয় ব্যাপার স্বীকার করা হয়। ইহা "স্বর্গ-কামো যজেত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের স্বারস্যে শ্রুতার্থাপত্তিবলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু দেবতার ফলদাতৃত্ববিষয়ে ত এতাদৃশ দৃঢ়তর কোন প্রমাণ নাই। আরও দেবতার ফলপ্রদত্ব কর্ম্ম বিনা সম্ভব নহে। সুতরাং কর্ম্ম বিনা যখন দেবতাও ফল দিতে পারেন না, তখন কর্ম্মকেই ফলপ্রদ বলিয়া স্বীকার করা উচিত, দেবতাকে আর মধ্যস্থ রাখিয়া ফল কি? আরও দেবতাকে ফলপ্রদ বলিয়া স্বীকার করিলে "বনস্পতিভ্যঃ স্বাহা", "মূলেভ্যঃ স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে যে সমস্ত অচেতন দেবতা প্রতিপাদিত হইতেছে, তাহাদেরও ফলপ্রদত্ব সুতরাং সচেতনত্ব এবং বিগ্রহবত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা কি যুক্তিসঙ্গত হইবে? বস্তুতঃ ইন্দ্রাদি দেবতারও যে বিগ্রহবত্ত্ব, হবির্ভোক্তৃত্ব, ঈশিতৃত্ব, প্রসন্নত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা ঐ অচেতন দেবতাগুলিতে অব্যাপ্ত হয় বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবতার বিগ্রহাদি পঞ্চক স্বীকার করা যায় না। আর যে, মন্ত্রার্থবাদাদিকে দেবতার বিগ্রহবত্ত্বাদি বিষয়ে প্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহাও সমীচীন নহে। কারণ, ঐ মন্ত্রার্থবাদাদি ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে বলিয়া ঐগুলি স্বার্থে তাৎপর্য্যশূন্য। আর যাহার যাহাতে যাহার তাৎপর্য্য নাই তাহা হইতে সে অর্থ সিদ্ধ হয় না। আর স্মৃতি ইতিহাস পুরণাদিও এই মন্ত্রার্থবাদমূলক বলিয়া তাহা হইতেও দেবতার বিগ্রহবত্ত্বাদি সিদ্ধ হয় না। অতএব যাগে দেবতা প্রধান বা প্রয়োজক নহে; কিন্তু "গুণত্বে দেবতাশ্রুতিঃ"—যাগাদি কর্ম্মে দেবতা গুণভূত বলিয়া দেবতাবিষয়ক শ্রুতিবাক্য গুণবিধ্যাদিস্বরূপ বুঝিতে হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অতিথৌ তৎপ্রধানত্বমভাবঃ কর্ম্মণি স্যাৎ তস্য প্রীতিপ্রধানত্বাৎ ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ। "অতিথৌ"—অতিথির ভোজনাদি বিষয়ে,

"তৎপ্রধানত্বম্"—অতিথির প্রধানত্ব আছে, "তস্য প্রীতিপ্রধানত্বাৎ"—যে হেতু তাহাতে অর্থাৎ সেই আতিথ্যকর্ম্মে প্রীতির প্রধানতা রহিয়াছে, "কর্ম্মণি"—যাগাদি কর্ম্মে, "অভাবঃ স্যাৎ"—দেবতার প্রীতিবিধানের অভাব হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে অতিথির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার পরিহার বলিতেছেন "অতিথৌ তৎপ্রধানত্বম্"। আতিথ্য কর্ম্মে অতিথির তৃপ্তিবিধানই প্রধান—পান, ভোজন, দান প্রভৃতি দ্বারা যাহাতে অতিথি প্রীত হয়, তাদৃশ ভাবে পরিচর্য্যা করিবারই বিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। কিন্তু "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বাক্যে যাগেরই কর্ত্তব্যতা শাস্ত্রবোধিত, দেবতার প্রীতি সম্পাদন করা শাস্ত্রগম্য নহে। আর এই সমস্ত অলৌকিক বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া যাহা শব্দাত্মক বেদের শব্দ হইতে তাৎপর্য্যানুসন্ধানপূর্ব্বক অবগত হওয়া যায় না, তাদৃশ বিষয় কল্পনাবলে স্বীকার করা উচিত নহে। তবে বেদবিধির পরিপূর্ণতার্থে যতটুকু কল্পনা করা আবশ্যক, তাহা অবশ্য শাস্ত্রের প্রামাণ্যরক্ষার্থে কল্পনীয়। কিন্তু এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে, দেবতার বিগ্রহাদিমত্ত্ব এবং যাগে তাহার প্রীতিসম্পাদন কোনটিই শাস্ত্রবিহিত বিষয়ের পরিপূর্ণতার্থে অপেক্ষিত নহে। সুতরাং তাহা কল্পনা করাও ন্যায়সঙ্গত হয় না। অতএব যাগে দেবতা প্রধান নহে অর্থাৎ ধর্ম্মসকলের প্রয়োজক নহে, কিন্তু অপূর্ব্বই প্রধান বা প্রয়োজক। ইতি ৪র্থ ধর্ম্মসকলের অদেবতাপ্রযুক্ততাধিকরণ (দেবতাধিকরণ) *।

---

* বেদান্তিগণ মীমাংসকগণের এই সিদ্ধান্তের ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ২৬—৩৩ পর্য্যন্ত সূত্রে দেবতাধিকরণে বেদান্তিগণ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, দেবতাগণের বিগ্রহাদি পঞ্চক আছে। মীমাংসকগণ যে কেবল ক্রিয়াপ্রতিপাদক বাক্যেরই প্রামাণ্য অর্থাৎ স্বার্থে তাৎপর্য্যবত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, আর তদ্ভিন্ন বেদভাগকে স্বার্থে তাৎপর্য্যশূন্য বলিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের প্রৌঢ়িবাদমাত্র। কারণ, তাহাতে জ্ঞানকাণ্ডাত্মক উপনিষৎ সকলও স্বার্থে তাৎপর্য্যশূন্য হইয়া পড়ে। কিন্তু বেদান্তিগণ যুক্তিসহকারে দেখাইয়াছেন যে, ক্রিয়াপ্রতিপাদক অংশের ন্যায় সিদ্ধার্থপ্রতিপাদক অংশসকলও স্বার্থে তাৎপর্য্যযুক্ত। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধশূন্য দেবতার বিগ্রহাদিপঞ্চকপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকল স্বার্থে তাৎপর্য্যযুক্ত না হইবে কেন? মীমাংসকগণও ত 'ভূতার্থবাদ' স্বীকার করেন। যে অর্থবাদের স্বার্থ প্রমাণান্তরের সংবাদী নহে এবং বিসংবাদীও নহে, তাহাই ভূতার্থবাদ। দেবতার বিগ্রহবত্ত্বাদিবোধক যে অর্থবাদ তাহা যখন অন্য

দ্রব্যসংখ্যাহেতুসমুদায়ং বা শ্রুতিসংযোগাৎ ॥ ১১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্রব্য-সংখ্যাহেতু সমুদায়ং"—দ্রব্য, সংখ্যা, হেতু এবং সমুদায় (সমষ্টি—এইগুলি সংস্কারাদি ধর্ম্মের প্রয়োজক হইবে), "বা"—প্রত্যবস্থানে, "শ্রুতিসংযোগাৎ"—যে হেতু দ্বিতীয়াদি শ্রুতির সহিত সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাসাদির প্রকরণে "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি" এইবাক্যে যে প্রোক্ষণ, "ত্রীন্ পরিধীন্ তিস্রঃ সমিধঃ" এই যে মন্ত্র, "শূর্পেণ জুহোতি তেন হ্যন্নং ক্রিয়তে" এই বাক্যে যে হেতু অর্থাৎ করণতা এবং "চতুর্হোত্রা পৌর্ণমাসীমভিমৃশেৎ পঞ্চহোত্রা অমাবাস্যাম্" এই বাক্যে যে অভিমর্শন উক্ত হইয়াছে, সেগুলি কি যথাক্রমে ব্রীহ্যাদি দ্রব্য, ত্রিত্ব সংখ্যা, হেতু এবং আগ্নেয়াদি ত্রিকদ্বয়রূপ সমুদায়দ্বয়ের দ্বারা প্রযুক্ত অর্থাৎ ব্রীহ্যাদি কি উহাদের প্রয়োজন অথবা সেগুলি অপূর্ব্বপ্রযুক্ত ?—ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "দ্রব্য-সংখ্যা-হেতুসমুদায়ং"—দ্রব্য, সংখ্যা, হেতু এবং সমুদয় এইগুলিই ঐ প্রোক্ষণাদির প্রয়োজক। কারণ, "শ্রুতিসংযোগাৎ"—প্রোক্ষণ, মন্ত্র ও অভিমর্শন দ্বিতীয়াশ্রুতিসংযুক্ত এবং হেতুতা অর্থাৎ করণতা 'হি' শব্দের দ্বারা বোধিত হইতেছে। কিন্তু ঐগুলিকে অপূর্ব্বপ্রযুক্ত বলিলে এই শ্রুতিকে বাধিত করিয়া প্রকরণের বিনিয়োজকতা স্বীকার করিতে হয়, যে হেতু প্রকরণ অনুসারেই ঐগুলি অপূর্ব্বার্থ সুতরাং অপূর্ব্বপ্রযুক্ত হয়। কিন্তু প্রকরণ অপেক্ষা শ্রুতিই প্রবল। একারণে প্রকরণ শ্রুতি দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া

শ্রুতিবাক্যের বিরোধী নহে এবং প্রমাণান্তরবাধিতার্থকও নহে, তখন তাহা স্বার্থে তাৎপর্য্যশূন্য হইবে কেন ? সুতরাং ইন্দ্রাদি দেবতার বিগ্রহাদিমত্ত্ব স্বীকার না করা মীমাংসকগণের প্রৌঢ়ি মাত্র। আর যে স্থলে অচেতন পদার্থ দেবতা তথায়ও "অভিমানিব্যপদেশস্তু" ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে তদভিমানী পরমাত্মাই দেবতারূপে অভিপ্রেত বলিয়া ফলদান বিষয়ে দেবতার অসামঞ্জস্য হয় না। আর ইহাতে 'অপূর্ব্ব' নিরর্থক হইয়া যাইবে, সেরূপ আশঙ্কাও সঙ্গত নহে। কারণ, দেবতা কর্ম্মের ফল করিলেও কর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়া ফলদান করেন না, কারণ, তাহা হইলে 'বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য' প্রসঙ্গ হইবে। কিন্তু তাঁহারা লোকের কর্ম্ম অনুসারে কর্ম্মসাপেক্ষ হইয়াই ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাও বেদান্তদর্শনের "ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে সাপেক্ষত্বাৎ" (বেঃ দঃ ২। ১।৩৪ সূঃ) এই সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

প্রকরণের বিনিয়োজকতা স্বীকার করা যায় না। অতএব ঐ প্রোক্ষণাদিগুলি দ্রব্য-সংখ্যাদিপ্রযুক্ত। ইতিপূর্ব্বপক্ষ।

অর্থকারিতে চ দ্রব্যেণ ন ব্যবস্থা স্যাৎ ॥ ১২ ॥

অক্ষরার্থ। "অর্থকারিতে"—অর্থকারিত হইলে অর্থাৎ অপূর্ব্ব-প্রযুক্ত হইলে, "চ"—যে হেতু, "দ্রব্যেণ"—দ্রব্যের দ্বারা, "ব্যবস্থা ন স্যাৎ" —ধর্ম্ম ব্যবস্থা হইতে পারে না।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রোক্ষণাদিকে যদি অপূর্ব্বপ্রযুক্ত বলা হয়, তাহা হইলে "পয়সা মৈত্রা-বরুণং শৃণাতি শক্তুভির্মথিতং ধানাভির্হারিয়োজনং হিরণ্যেন শুক্রম্ আজ্যেন হারিযোজনম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে মৈত্রাবরুণাদি নামক গ্রহগুলিকে (সোমযাগীয় পাত্রবিশেষকে) পয়ঃপ্রভৃতি দ্রব্যযুক্ত করিবার বিধি আছে, তাহার ব্যবস্থা হইতে পারে না। কারণ, সবগুলিই যখন অপূর্ব্বপ্রযুক্ত তখন শ্রয়ণাদিগুলি অবিশেষে সবগুলি গ্রহেতেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ মৈত্রাবরুণাদি গ্রহগুলির সেই সেই বিশেষ দ্রব্যের সহিত যে সম্বন্ধ তৃতীয়াশ্রুত্যাদি দ্বারা বোধিত হইয়াছে, তাহা বাধিত হওয়ায় অবিবক্ষিত হইয়া থাকে। অথচ ইহা অনিষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ইতি পূর্ব্বপক্ষসমাপ্ত।

অর্থো বা স্যাৎ প্রয়োজনমিতরেষামচোদনাৎ তস্য চ গুণভূতত্বাৎ ॥ ১৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অর্থঃ"—অপূর্ব্ব, "প্রয়োজনং স্যাৎ"—প্রয়োজন হইবে অর্থাৎ প্রয়োজক হইবে, "ইতরেষাম্ অচোদনাৎ"—যে হেতু অপরগুলির অর্থাৎ দ্রব্যাদিগুলির কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হয় নাই, "চ"—আরও, "তস্য"—সেই দ্রব্যাদিগুলি, "গুণভূতত্বাৎ"—অপূর্ব্বের প্রতি গুণভূত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "অর্থো বা স্যাৎ প্রয়োজনম্"—অপূর্ব্বই ঐগুলির প্রয়োজক হইবে; কারণ,

"ইতরেষাম্ অচোদনাৎ তস্য চ গুণভূতত্বাৎ"—ঐ দ্রব্যাদিগুলি কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হয় নাই, কিন্তু বিধির দ্বারা অপূর্ব্বেরই কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঐ দ্রব্যাদিগুলি অপূর্ব্বের প্রতি গুণভূত অর্থাৎ অঙ্গস্বরূপ। সুতরাং ঐগুলি সিদ্ধস্বরূপ বলিয়া—সাধ্য অর্থাৎ ক্রিয়ানিষ্পাদ্য না হওয়ায় ইতিকর্ত্তব্যতার সহিত উহাদের সম্বন্ধ নাই। আর ইতিকর্ত্তব্যতার সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া ঐগুলি ইতিকর্ত্তব্যতাত্মক ধর্ম্মসকলের প্রয়োজক হইতে পারে না। আর যদি বলা হয় যে, প্রকরণ অপেক্ষা শ্রুত্যাদি প্রবল বলিয়া প্রকরণের দ্বারা শ্রুত্যাদির বাধ হইতে পারে না। কিন্তু ইহাও সঙ্গত নহে; কারণ, এস্থলে শ্রুতির প্রাবল্য রক্ষা করিতে গেলে প্রোক্ষণাদি নিষ্ফল হইয়া পড়ে। একারণে "অনর্থক্যপ্রতিহতানাং বিপরীতং বলাবলম্" এই নিয়ম অনুসারে এখানে উহাদের আনর্থক্য পরিহারের জন্য শ্রুতি অপেক্ষা প্রকরণই বলবৎ। সুতরাং এস্থলে প্রকরণের দ্বারা শ্রুতিই বাধিত হইবে। অতএব ঐগুলি অপূর্ব্বার্থক বলিয়া অপূর্ব্বই উহাদের প্রয়োজক।

অপূর্ব্বত্বাদ্ ব্যবস্থা স্যাৎ ॥ ১৪ ॥

অক্ষরার্থ। "অপূর্ব্বত্বাৎ"—অপূর্ব্বত্বহেতু, "ব্যবস্থা স্যাৎ"—ব্যবস্থা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। আর পূর্ব্বপক্ষবাদী "অর্থকারিতে" ইত্যাদি সূত্রে "পয়সা মৈত্রাবরুণং শৃণাতি" ইত্যাদি বিধির যে আনর্থক্য আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, তথায় মৈত্রাবরুণাদ্যপূর্ব্বত্বই উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক বলিয়া, সেই সেই গ্রহে সেই সেই বিশেষদ্রব্যের দ্বারাই অপূর্ব্ব হইবে, নচেৎ নহে। সুতরাং এই প্রকারে ব্যবস্থা হয় বলিয়া তথায় সাঙ্কর্য্যের প্রসঙ্গ নাই।

তৎপ্রযুক্তত্বে চ ধর্ম্মস্য সর্ব্ববিষয়ত্বম্ ॥ ১৫ ॥

অক্ষরার্থ। "ধর্ম্মস্য"—প্রোক্ষণাদি ধর্ম্মের, "তৎপ্রযুক্তত্বে চ"—দ্রব্যাদিপ্রযুক্ততা থাকিলে, "সর্ব্ববিষয়ত্বম্"—সেই প্রোক্ষণাদিগুলি ব্রীহ্যাদিসাধ্য সর্ব্বকর্ম্মেই কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে প্রোক্ষণাদিকে ব্রীহ্যাদি প্রযুক্ত বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত। কারণ, তাহা হইলে ব্রীহির প্রোক্ষণের

প্রয়োজন বলিয়া যজ্ঞেতর কর্ম্মে ব্যবহার্য্য যে ব্রীহি তাহাতেও প্রোক্ষণ করিবার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। কারণ, তাহাতেও ব্রীহিত্ব রহিয়াছে।

তদ্‌যুক্তস্যেতি চেৎ ॥ ১৬ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "তদ্‌যুক্তস্য"—প্রকরণযুক্ত ব্রীহ্যাদিরই (প্রোক্ষণাদি হইবে), "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত অতিপ্রসঙ্গের পরিহারকল্পে পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারেন, এতাদৃশ স্থলে প্রকরণ নিয়ামক হইবে। সুতরাং প্রকরণযুক্ত যে ব্রীহ্যাদি তাহারই প্রোক্ষণাদি বিধিপ্রাপ্ত বলিয়া স্থলান্তরীয় ব্রীহিতে তাহার সম্ভাবনা নাই। ইতি আশঙ্কা।

নাশ্রুতিত্বাৎ ॥ ১৭ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ ঐ প্রকার আপত্তি সঙ্গত নহে, "অশ্রুতিত্বাৎ"—যে হেতু তাদৃশ শ্রুতি নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বপক্ষীর উক্তি সমীচীন নহে। কারণ, এ স্থলে প্রকরণ বাক্যের দ্বারা বাধিত বলিয়া ব্রীহি আর তৎ-প্রকরণীয় হইতে পারে না। কিন্তু ব্রীহিসামান্যই প্রোক্ষণীয় হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে পূর্ব্বপ্রদর্শিত দোষ অপরিহৃতই থাকিয়া যায়। ইতি আশঙ্কা-নিরাস।

অধিকারাদিতি চেৎ ॥ ১৮ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অধিকারাৎ"—যাগের অধিকার অনুসারে ব্যবস্থিত হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন—ঐ যে প্রোক্ষণ উহা যখন যাগাধিকারে বিহিত হইয়াছে, তখন যাগীয়

যে ব্রীহি তাহাতেই প্রোক্ষণ হইবে, অন্যত্র নহে। কাজেই অতিপ্রসঙ্গ হইতে পারিবে না। ইতি আশঙ্কা।

তুল্যেষু নাধিকারঃ স্যাদচোদিতশ্চ সম্বন্ধঃ পৃথক্ সতাং যজ্ঞার্থেনাভিসম্বন্ধস্তস্মাদ্ যজ্ঞপ্রয়োজনম্ ॥১৯॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "তুল্যেষু"—তুল্য ব্রীহিসকলের, "ন অধিকারঃ স্যাৎ"—অধিকার অর্থাৎ যাগাধিকার হইবে না, "সম্বন্ধঃ চ"—আর (যাগের সহিত সেই ব্রীহিদের) সম্বন্ধও, "অচোদিতঃ"—শাস্ত্রবোধিত নহে, "পৃথক্সতাং যজ্ঞার্থেন অভিসম্বন্ধঃ"—যজ্ঞ হইতে পৃথক্ভাবে স্থিত যে ব্রীহি তাহাদেরই যজ্ঞ প্রয়োজনে সম্বন্ধ, "তস্মাৎ যজ্ঞপ্রয়োজনম্"—অতএব যজ্ঞ অর্থাৎ অপূর্ব্বই প্রয়োজন অর্থৎ প্রয়োজক। ইতি আশঙ্কানিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিতেছেন, প্রোক্ষণীয় ব্রীহিগুলি যজ্ঞাধিকৃত বলিয়া অন্য ব্রীহিতে অতিপ্রসঙ্গ হইবে না, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, যজ্ঞের জন্য স্বতন্ত্র কোন ব্রীহি নাই। ব্রীহিত্বজাত্যবচ্ছিন্ন যে ব্রীহি তাহাই লৌকিক কর্ম্মে ব্যবহার্য্য, আর যজ্ঞাদিস্থলেও তাহাই ব্যবহার্য্য। সুতরাং প্রোক্ষণ ব্রীহিপ্রযুক্ত হইলে সেগুলিতেও প্রোক্ষণ না হইবে কেন? আর যদি বলা হয় প্রোক্ষণীয় ব্রীহিগুলি নির্ব্বাপের দ্বারা বিশেষিত; কারণ, প্রোক্ষণের পূর্ব্বে নির্ব্বাপ করিতে হয়; সুতরাং অতিপ্রসঙ্গ হইবে না। কিন্তু ইহা সমীচীন নহে, কারণ, তাহা হইলে যে ব্রীহি হইতে নির্ব্বাপ করা হয়, তাহা নির্ব্বাপের পূর্ব্বে কোন রকমেও যাগসম্বন্ধ নহে বলিয়া যাগ এবং যাগেতর সর্ব্বত্রই নির্ব্বাপ করিবার প্রসঙ্গ হয়; অথচ প্রোক্ষণ যেমন সর্ব্বত্র ব্রীহিমাত্রেই করণীয় নহে, নির্ব্বাপও সেইরূপ ব্রীহিমাত্রেই করণীয় নহে। আর অপূর্ব্বপ্রযুক্ততা ব্যতীত এই অতিপ্রসঙ্গ নিবারণ হইতে পারে না। সুতরাং প্রোক্ষণে না হইলেও অন্ততঃ নির্ব্বাপেও অপূর্ব্বপ্রযুক্ততা স্বীকার করিতে হয়। আর তাহাই যদি হয়, তবে নিষ্ফলতা পরিহারের জন্য প্রোক্ষণাদিতেই তাহা স্বীকার করিতে আপত্তি কেন? "তস্মাৎ যজ্ঞপ্রয়োজনম্"—অতএব প্রোক্ষণাদি ব্রীহিদ্রব্যাদিপ্রযুক্ত নহে, কিন্তু সেগুলি অপূর্ব্বপ্রযুক্ত। ইতি ৫ম প্রোক্ষণাদির অপূর্ব্বপ্রযুক্ততাধিকরণ।

দেশবদ্ধমুপাংশুত্বং তেষাং স্যাচ্ছ্রুতিনির্দ্দেশাৎ তস্য চ তত্র ভাবাৎ ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দেশবদ্ধম্ উপাংশুত্বম্"—দেশসম্বদ্ধ যে উপাংশুতা তাহা, "তেষাং স্যাৎ"—তাহাদের অর্থাৎ তদ্যাগীয় অবান্তরাপূর্ব্বের হইবে, "শ্রুতিনির্দ্দেশাৎ"—শ্রুতিনির্দ্দেশ অনুসারে, "তস্য চ তত্র সত্বাৎ" —যে হেতু সেই যে কর্ম্ম তাহা সেই দেশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "ৎসরা বা এব যজ্ঞস্য, তস্মাদ্ যৎকিঞ্চিৎ প্রাচীনমগ্নীষোমীয়াৎ তেন উপাংশু চরন্তি"। এস্থলে অগ্নীষোমীয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মগুলিকে উপাংশু কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যবধান করা হইয়াছে, ঐ উপাংশুত্বধর্ম্ম কি পরমাপূর্ব্বপ্রযুক্ত অথবা উহা অবান্তরাপূর্ব্বপ্রযুক্ত, ইহাই সংশয়। এই প্রকার সংশয়ে প্রথমে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন "দেশসম্বদ্ধম্ উপাংশুত্বম্"—ঐ যে উপাংশুতা উহা দেশসম্বদ্ধ অর্থাৎ তৎকালীনকর্ম্মপ্রযুক্ত হওয়ায় অবান্তরাপূর্ব্বযুক্ত হইতেছে। ইহার কারণ বলিতেছেন "শ্রুতিনির্দ্দেশাৎ"—ইহা উক্ত বাক্যসম্বদ্ধ শ্রুতি দ্বারা বোধিত হইতেছে' যেহেতু "তস্য চ তত্র ভাবাৎ"—ঐ কর্ম্মটি ঐ দেশসম্বদ্ধ হইতেছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

যজ্ঞস্য বা তৎসংযোগাৎ ॥ ২১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "যজ্ঞস্য"—যজ্ঞের অর্থাৎ প্রধানাপূর্ব্ব বা পরমাপূর্ব্বেরই প্রয়োজকত্ব রহিয়াছে, "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "তৎসংযোগাৎ"—যে হেতু তাহার অর্থাৎ যজ্ঞের অর্থাৎ পরমাপূর্ব্বের সহিতই সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন শ্রুতিমধ্যে "ৎসরা বা এব যজ্ঞস্য" ইত্যাদি বাক্যে যে 'যজ্ঞ' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে, যদি তাহা "ৎসরা" ইত্যাদি অংশের সহিত অন্বিত হয়, তাহা হইলে উহা অর্থবাদ বাক্যের ঘটক হইয়া পড়ে; আর যদি উহা "প্রাচীনম্" এই অংশের সহিত অন্বিত হয়, তাহা হইতে উহা বিধিবাক্যের ঘটক হয়। কিন্তু বিধিবাক্যের সহিত অন্বয় স্বীকার করাই উচিত, যে হেতু

যে ব্রীহি তাহাতেই প্রোক্ষণ হইবে, অন্যত্র নহে। কাজেই অতিপ্রসঙ্গ হইতে পারিবে না। ইতি আশঙ্কা।

তুল্যেষু নাধিকারঃ স্যাদচোদিতশ্চ সম্বন্ধঃ পৃথক্ সতাং যজ্ঞার্থেনাভিসম্বন্ধস্তস্মাদ্ যজ্ঞপ্রয়োজনম্ ॥১৯॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "তুল্যেষু"—তুল্য ব্রীহিসকলের, "ন অধিকারঃ স্যাৎ"—অধিকার অর্থাৎ যাগাধিকার হইবে না, "সম্বন্ধঃ চ"—আর (যাগের সহিত সেই ব্রীহিদের) সম্বন্ধও, "অচোদিতঃ"—শাস্ত্রবোধিত নহে, "পৃথক্‌সতাং যজ্ঞার্থেন অভিসম্বন্ধঃ"—যজ্ঞ হইতে পৃথক্‌ভাবে স্থিত যে ব্রীহি তাহাদেরই যজ্ঞ প্রয়োজনে সম্বন্ধ, "তস্মাৎ যজ্ঞপ্রয়োজনম্"—অতএব যজ্ঞ অর্থাৎ অপূর্ব্বই প্রয়োজন অর্থৎ প্রয়োজক। ইতি আশঙ্কানিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিতেছেন, প্রোক্ষণীয় ব্রীহিগুলি যজ্ঞাধিকৃত বলিয়া অন্য ব্রীহিতে অতিপ্রসঙ্গ হইবে না, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, যজ্ঞের জন্য স্বতন্ত্র কোন ব্রীহি নাই। ব্রীহিত্বজাত্যবচ্ছিন্ন যে ব্রীহি তাহাই লৌকিক কর্ম্মে ব্যবহার্য্য, আর যজ্ঞাদিস্থলেও তাহাই ব্যবহার্য্য। সুতরাং প্রোক্ষণ ব্রীহিপ্রযুক্ত হইলে সেগুলিতেও প্রোক্ষণ না হইবে কেন? আর যদি বলা হয় প্রোক্ষণীয় ব্রীহিগুলি নির্ব্বাপের দ্বারা বিশেষিত; কারণ, প্রোক্ষণের পূর্ব্বে নির্ব্বাপ করিতে হয়; সুতরাং অতিপ্রসঙ্গ হইবে না। কিন্তু ইহা সমীচীন নহে, কারণ, তাহা হইলে যে ব্রীহি হইতে নির্ব্বাপ করা হয়, তাহা নির্ব্বাপের পূর্ব্বে কোন রকমেও যাগসম্বন্ধ নহে বলিয়া যাগ এবং যাগেতর সর্ব্বত্রই নির্ব্বাপ করিবার প্রসঙ্গ হয়; অথচ প্রোক্ষণ যেমন সর্ব্বত্র ব্রীহিমাত্রেই করণীয় নহে, নির্ব্বাপও সেইরূপ ব্রীহিমাত্রেই করণীয় নহে। আর অপূর্ব্বপ্রযুক্ততা ব্যতীত এই অতিপ্রসঙ্গ নিবারণ হইতে পারে না। সুতরাং প্রোক্ষণে না হইলেও অন্ততঃ নিব্বাপেও অপূর্ব্বপ্রযুক্ততা স্বীকার করিতে হয়। আর তাহাই যদি হয়, তবে নিষ্ফলতা পরিহারের জন্য প্রোক্ষণাদিতেই তাহা স্বীকার করিতে আপত্তি কেন? "তস্মাৎ যজ্ঞপ্রয়োজনম্"—অতএব প্রোক্ষণাদি ব্রীহিদ্রব্যাদিপ্রযুক্ত নহে, কিন্তু সেগুলি অপূর্ব্বপ্রযুক্ত। ইতি প্রোক্ষণাদির অপূর্ব্বপ্রযুক্ততাধিকরণ।

দেশবদ্ধমুপাংশুত্বং তেষাং স্যাচ্ছ্রুতিনির্দ্দেশাৎ তস্য চ তত্র ভাবাৎ ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দেশবদ্ধম্ উপাংশুত্বম্"—দেশসম্বদ্ধ যে উপাংশুতা তাহা, "তেষাং স্যাৎ"—তাহাদের অর্থাৎ তদ্যোগীয় অবান্তরাপূর্ব্বের হইবে, "শ্রুতিনির্দ্দেশাৎ"—শ্রুতিনির্দ্দেশ অনুসারে, "তস্য চ তত্র সত্বাৎ" —যে হেতু সেই যে কর্ম্ম তাহা সেই দেশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "ৎসরা বা এষ যজ্ঞস্য, তস্মাদ্ যৎকিঞ্চিৎ প্রাচীনমগ্নীষোমীয়াৎ তেন উপাংশু চরন্তি"। এস্থলে অগ্নীষোমীয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মগুলিকে উপাংশু কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যবধান করা হইয়াছে, ঐ উপাংশুত্বধর্ম্ম কি পরমাপূর্ব্বপ্রযুক্ত অথবা উহা অবান্তরাপূর্ব্বপ্রযুক্ত, ইহাই সংশয়। এই প্রকার সংশয়ে প্রথমে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন "দেশসম্বদ্ধম্ উপাংশুত্বম্"—ঐ যে উপাংশুতা উহা দেশসম্বদ্ধ অর্থাৎ তৎকালীনকর্ম্মপ্রযুক্ত হওয়ায় অবান্তরাপূর্ব্বযুক্ত হইতেছে। ইহার কারণ বলিতেছেন "শ্রুতিনির্দ্দেশাৎ"—ইহা উক্ত বাক্যসম্বদ্ধ শ্রুতি দ্বারা বোধিত হইতেছে; যেহেতু "তস্য চ তত্র ভাবাৎ"—ঐ কর্ম্মটি ঐ দেশসম্বদ্ধ হইতেছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

যজ্ঞস্য বা তৎসংযোগাৎ ॥ ২১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "যজ্ঞস্য"—যজ্ঞের অর্থাৎ প্রধানাপূর্ব্ব বা পরমাপূর্ব্বেরই প্রয়োজকত্ব রহিয়াছে, "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "তৎসংযোগাৎ"—যে হেতু তাহার অর্থাৎ যজ্ঞের অর্থাৎ পরমাপূর্ব্বের সহিতই সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন শ্রুতিমধ্যে "ৎসরা বা এষ যজ্ঞস্য" ইত্যাদি বাক্যে যে 'যজ্ঞ' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে, যদি তাহা "ৎসরা" ইত্যাদি অংশের সহিত অন্বিত হয়, তাহা হইলে উহা অর্থবাদ বাক্যের ঘটক হইয়া পড়ে; আর যদি উহা "প্রাচীনম্" এই অংশের সহিত অন্বিত হয়, তাহা হইতে উহা বিধিবাক্যের ঘটক হয়। কিন্তু বিধিবাক্যের সহিত অন্বয় স্বীকার করাই উচিত, যে হেতু

বিধিই প্রধান, আর প্রধানেই সকলের ইচ্ছা হইয়া থাকে। অতএব উহা বিধি বাক্যসম্বন্ধ হইলে ঐ বিধিবাক্যবোধিত যে উপাংশুত্ব তাহা ঐ যজ্ঞপ্রযুক্ত অর্থাৎ পরমাপূর্ব্বপ্রযুক্তই হইয়া থাকে। সুতরাং উপাংশুত্ব অবান্তরাপূর্ব্বপ্রযুক্ত নহে, কিন্তু উহা পরমাপূর্ব্বপ্রযুক্ত। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অনুবাদশ্চ তদর্থবৎ ॥ ২২ ॥

অক্ষরার্থ। "অনুবাদঃ চ"—অনুবাদও অর্থাৎ অর্থবাদান্বয়িত্বও "তদর্থবৎ"—পরমাপূর্ব্বপ্রয়োজকত্বজ্ঞাপক।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শ্রুতিবাক্যের "যজ্ঞস্ত" এই পদটিকে অর্থবাদের সহিত অন্বিত করিলেও উপাংশুত্বের পরমাপূর্ব্বপ্রযুক্ততা বাধিত হয়। কারণ, 'ৎসরা' অর্থ ছদ্মগতি। আর "ৎসরা বৈ" ইত্যাদি অংশে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার অর্থ এইরূপ ;—যে ব্যক্তি ফাঁদ পাতিয়া অথবা অন্য কিছু দিয়া (আটাকাটি দিয়া) পাখী ধরিতে অগ্রসর হয়, তাহাতে তাহাকে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিতে হয়, দৃষ্টিকে সেই পক্ষীর দিকে একাগ্র করিতে হয় এবং দৈহিক শব্দাদি রোধ করিয়া নিঃশব্দ হইতে হয়—তবে সে যন্ত্রের দ্বারা পাখী ধরিতে পারে। এইরূপ যে ব্যক্তি যজ্ঞ অর্থাৎ যাগজন্য পরমাপূর্ব্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাহাকেও উপাংশুত্বাদি অবলম্বন করিতে হয়। সুতরাং এই অর্থবাদ বিজ্ঞাপিত দৃষ্টান্ত এবং দার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য রাখিতে গেলে উপাংশুত্বকে পরমাপূর্ব্বপ্রযুক্ত না বলিলে চলে না। কারণ, ব্যাধ যে ধীরে পাদবিক্ষেপাদি করে তাহার সেই পাদবিক্ষেপাদি যেমন যেস্থলে পাদবিক্ষেপ হয় সেই ভূমির অঙ্গ নহে কিন্তু তাহা সেই ব্যাধের প্রয়োজনীভূত যে পক্ষিগ্রহণ তাহারই অঙ্গ বলিয়া তাহা তৎপ্রযুক্ত, সেইরূপ এই উপাংশুত্বও যে স্থলে অনুষ্ঠিত হয়, সে দেশের সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ তৎপ্রযুক্ত হইতে পারে না, কিন্তু উহা পরমাপূর্ব্বপ্রযুক্তই হইবে, যে হেতু পরমাপূর্ব্বই সেই সমস্ত অঙ্গকর্ম্মের উদ্দেশ্য।

প্রণীতাদি তথেতি চেৎ ॥ ২৩ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রণীতাদি"—প্রণীতাপ্রণয়নাদি সম্বন্ধে যে বাঙ্নিয়মাদি সেগুলিও তাহা হইলে, "তথা"—ঐরূপ অর্থাৎ পরমাপূর্ব্ব-প্রযুক্ত হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে স্বসিদ্ধান্ত দেখাইলেন, তাহাতে অতিপ্রসঙ্গ উদ্‌ভাবন করিবার জন্ম কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, প্রণীতাপ্রণয়নের কালে যে বাঙ্‌নিয়ম আছে, তাহাও তাহা হইলে অবান্তরাপূর্ব্বপ্রযুক্ত না হইয়া পরমাপূর্ব্বপ্রযুক্ত হইবে। ইতি আশঙ্কা।

ন যজ্ঞস্যাশ্রুতিত্বাৎ ॥ ২৪ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ ঐ প্রকার উক্তি ঠিক নহে, "যজ্ঞস্য অশ্রুতিত্বাৎ"—কারণ, সেখানে যজ্ঞ অশ্রুতি অর্থাৎ অবিবক্ষিত। (ইতি আশঙ্কানিরাস)

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহারকল্পে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন প্রণীতাপ্রণয়নকালীন যে বাঙ্‌নিয়মবিধি তথায় 'যজ্ঞ' উদ্দেশ্যবিশেষণ বলিয়া অবিবক্ষিত। একারণে বাঙ্‌নিয়ম যজ্ঞপ্রযুক্ত অর্থাৎ পরমাপূর্ব্বপ্রযুক্ত নহে, কিন্তু উহা অবান্তরাপূর্ব্বপ্রযুক্তই হইতেছে। অতএব ঐ দৃষ্টান্তে উপাংশুত্বের পরমাপূর্ব্বপ্রযুক্ততার ব্যাঘাত হয় না। ইতি পূর্ব্বপক্ষসমাপ্ত।

পূর্ব্বোক্ত "অনুবাদশ্চ" ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপক্ষীর মত প্রদর্শিত হইলে তৎপরবর্ত্তী দুইটি সূত্রে সিদ্ধান্তপক্ষসম্মত দৃষ্টান্ত সিদ্ধ করিবার জন্ম অপর একটি বিষয় বিচারিত হইয়াছে। শ্রুতিমধ্যে "যজ্ঞং তনিষ্যন্তাবধ্বর্য্যুযজমানৌ বাচং যচ্ছতঃ" এই বাক্যে যে অধ্বর্য্যু এবং যজমানের বাঙ্‌নিয়ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কি পরমাপূর্ব্বপ্রযুক্ত অথবা তাহা অবান্তরাপূর্ব্বপ্রযুক্ত, ইহাই সংশয়। যে প্রসঙ্গে এই বিচারটি উত্থিত হইয়াছে সেই বিচার্য্যমাণ বিষয়টি অসমাপ্ত রাখিয়া নবপ্রাপ্ত বিষয়টির পূর্ব্বপক্ষনির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন "প্রণীতাদি তথা"—প্রণীতাপ্রণয়নকালীন যে বাঙ্‌নিয়ম তাহাও পরমাপূর্ব্বপ্রযুক্ত। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "ন যজ্ঞস্যাশ্রুতিত্বাৎ"—এই যে বাঙ্‌নিয়ম পরমাপূর্ব্ব প্রযুক্ত নহে, কিন্তু ইহা অবান্তরাপূর্ব্বপ্রযুক্ত; কারণ, এস্থলে, 'যজ্ঞ' শব্দটি বাগ্‌যমের সহিত অন্বিত নহে, কিন্তু উহা "তনিষ্যন্তৌ" এই পদের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত। একারণে উহা পরমাপূর্ব্বপ্রযুক্ত নহে, কিন্তু প্রণীতাপ্রণয়নজন্য অবান্তরাপূর্ব্বই উহার প্রয়োজক।

তদ্দেশানাং বা সঙ্ঘাতস্যাচোদিতত্বাৎ ॥ ২৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তদ্দেশানাং"—তদ্দেশ অর্থাৎ অগ্নীষোমীয়ের পূর্ব্ব স্থানে হইতেছে দেশ অর্থাৎ স্থান যাহাদের তাদৃশ পদার্থসকলেরই

উপাংশুত্বের প্রতি প্রয়োজকত্ব রহিয়াছে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "সঙ্ঘাতস্ত আচোদিতত্বাৎ"—যেহেতু গ্রহ এবং যাগাভ্যাসাদিরূপ যে সঙ্ঘাত তাহা বিবক্ষিত নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, উপাংশুত্ব অবান্তরপূর্ব্বপ্রযুক্তই হইবে, কারণ, "অগ্নীষোমীয়াৎ প্রাচীনং যৎ কিঞ্চিৎ" এই অংশে অদ্দেশোপলক্ষিত পদার্থগুলি বাক্যানুসারে উপাংশুত্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। পক্ষান্তরে যজ্ঞসম্বন্ধ অর্থাৎ পরমাপূর্ব্বসম্বন্ধ বাক্যবোধিত নহে, যে হেতু উক্ত বাক্যে "যজ্ঞস্য ওসরা" এইভাবেই যজ্ঞপদের অন্বয়, কিন্তু "যজ্ঞস্য যৎ কিঞ্চিৎ প্রাচীনম্" ইত্যাকার অন্বয় সম্ভব নহে; কারণ, "তস্মাৎ" এই পদের দ্বারা "যজ্ঞ" পদটি ব্যবহিত হওয়ায় পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত উহার অন্বয় হইতে পারে না। অতএব উপাংশুত্ব অবান্তরাপূর্ব্বপ্রযুক্ত। ইতি ৪র্থ অগ্নিষ্টোমে উপাংশুত্বের প্রাচীনপদার্থপ্রযুক্ততাধিকরণ।

অগ্নিধর্ম্মঃ প্রতীষ্টকং সঙ্ঘাতাৎ পৌর্ণমাসীবৎ ॥ ২৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অগ্নিধর্ম্মঃ"—অগ্নিসম্বন্ধীয় বিকর্ষণাদি ধর্ম্ম, "প্রতীষ্টকম্"—প্রত্যেক ইষ্টকেই কর্ত্তব্য, "সঙ্ঘাতাৎ"—যে হেতু এখানে 'অগ্নি' এই শব্দটি সঙ্ঘাত অর্থাৎ সমষ্টিকে বুঝাইতেছে, "পৌর্ণমাসীবৎ"—পৌর্ণমাস যাগের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "ইষ্টকাভিরগ্নিং চিনুতে" এই বাক্যে অনেকগুলি ইষ্টকা দ্বারা অগ্নিচয়ন বিহিত হইয়াছে। আর সেই চয়ন প্রকরণে "দধ্না মধুমিশ্রেণাগ্নিং প্রোক্ষতি। বেতসশাখয়াংবকাভিশ্চাগ্নিং বিকর্ষতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে 'প্রোক্ষণ' 'বিকর্ষণ' প্রভৃতি ধর্ম্ম অর্থাৎ অগ্নির সংস্কার বিহিত হইয়াছে। এই যে বিকর্ষণ এবং প্রোক্ষণ ইহা কি প্রত্যেক ইষ্টকাতে কর্ত্তব্য অথবা সবগুলির উদ্দেশ্যে একবারই অনুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "অগ্নিধর্ম্মঃ প্রতীষ্টকম্"—এই যে প্রোক্ষণ এবং বিকর্ষণরূপ সংস্কার, ইহা যতগুলি ইষ্টক আছে সবগুলিতেই করিতে হইবে। কারণ, "পৌর্ণমাসীবৎ সঙ্ঘাতাৎ"—পৌর্ণমাসী বলিলে যেমন যাগত্রয়ের সমষ্টিকেই বুঝায়, সেইরূপ এস্থলেও অগ্নি বলিতে ঐ ইষ্টকসমষ্টিই অভিহিত হইতেছে। একারণে পৌর্ণমাসীস্থলে যেমন

সজ্ঘাতান্তর্গত যাগ পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠেয়, এ স্থলেও সেইরূপ সজ্ঘাতান্তর্গত প্রত্যেক ইষ্টকেই সংস্কার কর্ত্তব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অগ্নের্বা স্যাদ্ দ্রব্যৈকত্বাদিতরাসাং তদর্থত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অগ্নেঃ"—অগ্নিদ্রব্যের, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ কর্ষণরূপ সংস্কার হইবে, "দ্রব্যৈকত্বাৎ"—যে হেতু অগ্নিরূপ দ্রব্য একটি, "ইতরাসাং"—অপরগুলির অর্থাৎ ইষ্টকাগুলির, "তদর্থত্বাৎ"—তদর্থতা অর্থাৎ অগ্ন্যর্থতা আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অগ্নিরূপ দ্রব্যেরই যখন সংস্কার আর সেই অগ্নিদ্রব্য যখন একটি তখন বিকর্ষণপ্রোক্ষণ সংস্কার একবারই কর্ত্তব্য হইবে; কিন্তু প্রত্যেক ইষ্টকাতে তাবৎসংখ্যক প্রোক্ষণাদি হইবে না। কারণ, এখানে ইষ্টকাগুলি অগ্নির জন্যই চিত হয় বলিয়া অবয়বস্বরূপ ইষ্টকাগুলি সংস্কার্য্য নহে, কিন্তু অবয়বী অগ্নিই সংস্কার্য্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

চোদনাসমুদায়াত্তু পৌর্ণমাস্যাং তথা স্যাৎ ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। "চোদনাসমুদায়াৎ"—বিধির অর্থাৎ বিধিবিহিত কর্ম্মের সমষ্টি বুঝাইতেছে বলিয়া, "তু"—শঙ্কাব্যাবর্ত্তক, "পৌর্ণমাস্যাং" —পৌর্ণমাসী যাগে, "তথা স্যাৎ"—সেইরূপ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে পৌর্ণমাসী যাগের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা এখানে খাটে না; কারণ, সেখানে পৌর্ণমাসী বলিতে সেই তিনটি যাগকেই বুঝায়, তদতিরিক্ত তৎসাধ্য অন্য কোন দ্রব্য নাই। পক্ষান্তরে এখানে ইষ্টকাই সাধ্য নহে, কিন্তু ইষ্টকাসাধ্য অগ্নিই প্রয়োজন। কাজেই পৌর্ণমাসীতে প্রত্যেক যাগের অনুসারে ক্রিয়া হইলেও এখানে তাহা হইবে না, কিন্তু এখানে অবয়বী যে অগ্নি তাহার একত্ব অনুসারে সংস্কারেরও একত্ব হইবে। ইতি ৭ম ইষ্টকাসকলে একবারমাত্র বিকর্ষণাদ্যনুষ্ঠানাধিকরণ।

পত্নীসংযাজান্তত্বং সর্ব্বেষামবিশেষাৎ ॥ ২৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পত্নীসংযাজান্তত্বং"—পত্নীসংযাজান্ততা, "সর্ব্বেষাং" —সবগুলিরই হইবে, "অবিশেষাৎ"—যে হেতু (তাহাদের মধ্যে কোন) বিশেষত্ব নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দ্বাদশাহ নামক অহর্গণাত্মক যাগের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—"পত্নীসংযাজান্তানি অহানি ভবন্তি" অর্থাৎ অহর্গণের দিনগুলি পত্নীসংযাজনামক কর্ম্মে শেষ হইবে অর্থাৎ পত্নীসংযাজ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে আর তত্তদ্দিবসীয় অবশিষ্ট কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে সংশয় এই যে, দশমদিন ছাড়া অন্য সবগুলি দিনের কর্ম্মেই কি পত্নীসংযাজ পর্য্যন্ত করিয়া অবশিষ্টাংশ পরিত্যাজ্য হইবে অথবা অন্তিম দিনটিকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট দিবসগুলিতেই ঐভাবে অনুষ্ঠান হইবে ? দশম দিন ছাড়া—কারণ, দশম দিনের কর্ম্ম যে 'মানস'নামক-গ্রহেতেই সমাপ্য তাহা বিশেষ বচনবলেই সিদ্ধ ; এজন্য তাহাতে আর কোনও সংশয় নাই। কিন্তু অবশিষ্ট দিনগুলির সম্বন্ধে সাধারণভাবে 'পত্নীসংযাজান্তত্ব' বলা হইয়াছে বলিয়াই এই প্রকার সংশয়।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "পত্নীসংযাজান্তত্বং সর্ব্বেষাং"—দশমদিন ছাড়া অবশিষ্ট সব দিনগুলিই পত্নীসংযাজান্ত হইবে অর্থাৎ সকল দিনকগুলিতেই পত্নীসংযাজনামক যাগ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে বাকি অনুষ্ঠানগুলি পরিত্যাজ্য হইবে। কারণ, "অবিশেষাৎ"—শ্রুতিমধ্যে "পত্নীসংযাজান্তানি অহানি" এই যে বচন—ইহাতে কোন বিশেষ উল্লেখ করা হয় নাই যাহার বলে কোন দিনে ঐ নিয়ম বাদ পড়িতে পারে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

লিঙ্গাদ্বা প্রাগুত্তমাৎ ॥ ৩০ ॥ (সি)

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গাৎ"—জ্ঞাপক বেদবচন অনুসারে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "উত্তমাৎ প্রাক্"—অন্তিমদিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (ঐ নিয়ম)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "প্রাক্ উত্তমাৎ"—অন্তিম দিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ নিয়ম অনুসরণীয়। কিন্তু অন্তিম দিনে পূর্ব্বকার দিনগুলির পত্নীসংযাজের পর পরিত্যক্ত কর্ম্মগুলি এবং তদ্দিবসীয় সকল কর্ম্ম সমাপনীয় হইবে।

কারণ, "লিঙ্গাৎ"—শ্রুতিমধ্যে "অসংস্থিতো হি তর্হি যজ্ঞো ভবতি" এই বচনে পূর্ব্বকার দিনগুলিকে অসংস্থিত অর্থাৎ অসমাপ্ত বলা হইয়াছে। সুতরাং সমাপ্তি দিবসে অসংস্থা অর্থাৎ অসমাপ্তি বিরুদ্ধ হয় বলিয়া পূর্ব্বকার দিনগুলির পক্ষেই ঐ নিয়ম বুঝিতে হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অনুবাদো বা দীক্ষা যথা নক্তসংস্থাপনস্য ॥ ৩১ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অনুবাদঃ"—উহা অনুবাদ, "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তন-সূচক, "যথা দীক্ষা নক্তসংস্থাপনস্য"—যেমন দীক্ষার উন্মোচনবচন নক্ত-সংস্থাপনের অনুবাদ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, "যো দীক্ষিতো যদ্দিবা সংস্থাপ্যতে" ইত্যাদি বাক্যে যে দীক্ষা উন্মোচনের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা যেমন নক্তসংস্থাপনের অর্থাৎ রাত্রিকালে সৌমিকযাগীয় সমাপ্তির অর্থবাদ, এস্থলেও সেইরূপ ঐ যে অসংস্থিতবিষয়ক বচন উহাও পত্নীসংযাজান্ততা স্তুতির অর্থবাদ মাত্র। সুতরাং অন্তিমদিবসও পত্নীসংযাজান্ত হইবে। ইতি আশঙ্কা।

স্যাদ্ বাহনারভ্যবিধানাদন্তে লিঙ্গবিরোধাৎ ॥৩২॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—আশঙ্কাব্যাবর্ত্তক, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ পত্নীসংযাজান্ত হইবে, "অনারভ্যবিধানাৎ"—যে হেতু ইহা অনারভ্যাধীত-বিধি, "অন্তে লিঙ্গবিরোধাৎ"—যে হেতু অন্তদিন তাদৃশ হইলে লিঙ্গবিরোধ হয়। আশঙ্কানিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহারকল্পে বলিতেছেন, অন্তিমদিন ছাড়া অপরাপর দিনগুলি পত্নীসংযাজান্ত হইবে। কারণ, অন্তিমদিবস অবলম্বন করিয়া "পত্নীসংযাজান্তানি অহানি" এই বচন নহে, কিন্তু উহা সর্ব্বদিবস-সাধারণ। অথচ লিঙ্গ অনুসারে অন্ত দিবসগুলিরই অসংস্থিতত্ব পাওয়া যাইতেছে; এ কারণে অন্তিমদিবসের পূর্ব্বপর্য্যন্ত পত্নীসংযাজান্ততা ন্যায়প্রাপ্ত বলিয়া উক্ত লিঙ্গের দ্বারা তাহা ব্যবস্থিত হয়। অতএব অন্তিম দিবসের পত্নীসংযাজান্ততা নাই। ইতি ৮ম উত্তমাহাতিরিক্ত অহঃসঙ্ঘের পত্নীসংযাজসংস্থাধিকরণ।

অভ্যাসঃ সামিধেনীনাং প্রাথম্যাৎ স্থানধর্ম্মঃ স্যাৎ ॥ ৩৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সামিধেনীনাম্ অভ্যাসঃ"—সমিধেনী ঋক্‌গুলিকে যে অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তি বা একাধিক বার পাঠ করা হয় তাহা, "প্রাথম্যাৎ"—প্রাথম্য অনুসারে, "স্থানধর্ম্মঃ স্যাৎ"—স্থানের ধর্ম্ম হইবে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাসযাগীয় সামীধেনীর প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ" অর্থাৎ প্রথমা ঋক্ তিন বার পাঠ করিবে। এই যে অভ্যাস অর্থাৎ তিনবার পাঠ ইহা কি ঋকের ধর্ম্ম অথবা স্থানের ধর্ম্ম, ইহাই সংশয়। যদি উহা ঋকের ধর্ম্ম হয়, তহা হইলে "প্র বো বাজা" ইত্যাদি প্রথম ঋক্‌টি বিকৃতিতেও দ্বিতীয় তৃতীয়াদি যে কোন স্থানেই থাকুক না কেন তিন বার পাঠ করিতে হয়; আর যদি উহা স্থানধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে প্রথম স্থানে (বারে) পঠিতব্য ঋক্ যেখানে যেখানে আছে সবগুলিই তিন বার পাঠ করিতে হয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, উক্ত বিধিবাক্যে "প্রথমাম্" এই পদটি যখন স্ত্রী প্রত্যয়যুক্ত তখন উহা ঋকেরই বিশেষণ, কারণ, ঋক্‌শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ঐ ত্রিরভ্যাস সেই একটি ঋকেরই ধর্ম্ম হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "সামিধেনীনাম্ অভ্যাসঃ স্থানধর্ম্মঃ স্যাৎ" —সামিধেনী ঋকের ঐ ত্রিরাবৃত্তিরূপ যে অভ্যাস উহা স্থানধর্ম্ম হইবে। কারণ, "প্রাথম্যাৎ"—প্রথম শব্দে স্থানই বুঝাইতেছে; তাহার উত্তরে স্ত্রীপ্রত্যয় করিয়া তবে তৎস্থানস্থিত ঋক্‌কে বুঝায়। অতএব এস্থলে প্রাতিপদিকের অর্থ প্রবল বলিয়া প্রকৃতিভূতদর্শপূর্ণমাসে এবং তদ্‌বিকৃতিভূত সকল যাগেই প্রথম স্থানীয় যত সামিধেনী ঋক্ আছে, সব জায়গাতেই সেই ঋক্ তিনবার পাঠ হইবে। পক্ষান্তরে "প্র বা বাজা" ইত্যাদি ঋক্‌টি স্থলবিশেষে প্রথম স্থানে পাঠিত না হইলে তাহার অভ্যাস হইবে না। ইতি ৯ম সামিধেনী ঋক্‌সকলের অভ্যাসের স্থানধর্ম্মতাধিকরণ।

ইষ্ট্যাবৃত্তৌ প্রযাজবদাবর্ত্তেতারম্ভণীয়া ॥ ৩৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ইষ্ট্যাবৃত্তৌ"—দর্শপূর্ণমাস ইষ্টির আবৃত্তি অর্থাৎ একাধিকবার অনুষ্ঠান করিতে হইলে, "আরম্ভণীয়া"—আরম্ভণীয়ানামক

ইষ্টি, "প্রযাজবৎ"—প্রযাজের ন্যায়, "আবর্ত্তেত"—আবৃত্তিযুক্ত হইবে অর্থাৎ তাহারও একাধিকবার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "আগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদ্ দর্শপূর্ণমাসৌ আরিপ্সমানঃ" এই বাক্যে দর্শপূর্ণমাস যাগের প্রারম্ভে অগ্নাবিষ্ণু দেবতার উদ্দেশে একাদশকপালসম্পাত্ত পুরোডাশ দ্বারা যাগ বিহিত হইয়াছে। সুতরাং যতবার দর্শপূর্ণমাস করা হইবে তত বারই কি ঐ আরম্ভণীয়া ইষ্টি কর্ত্তব্য অথবা তাহা একবারমাত্রই অনুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "প্রযাজবৎ আবর্ত্তেত আরম্ভণীয়া"—দর্শপূর্ণমাসের প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই যেমন পঞ্চ প্রযাজ করিতে হয়, আরম্ভণীয়া ইষ্টিও সেইরূপ প্রত্যেকবার অনুষ্ঠেয় হইবে, কারণ, উহারা প্রয়াজের ন্যায় দর্শপূর্ণমাসের অঙ্গই হইতেছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সকৃদ্ বারম্ভসংযোগাদেকঃ পুনরারম্ভো যাবজ্জীব-প্রয়োগাৎ ॥৩৫॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সকৃৎ"—একবার মাত্র (আরম্ভণীয়া ইষ্টি কর্ত্তব্য হইবে), "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "আরম্ভসংযোগাৎ"—যে হেতু আরম্ভের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে, "পুনঃ"—আর, "আরম্ভঃ একঃ" —আরম্ভ একবার মাত্র, "যাবজ্জীবপ্রয়োগাৎ"—যাবজ্জীবিক প্রয়োগ বলিয়া। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এতাদৃশ স্থলে আরম্ভণীয়া ইষ্টি একবারই কর্ত্তব্য হইবে। কারণ, এই যে আরম্ভণীয়া ইষ্টি, আরম্ভই ইহার প্রয়োজক। আর যাবজ্জীবন যে দর্শপূর্ণমাস করা হয় তাহার আরম্ভ একটিই হইতেছে। কারণ, 'আমি যাবজ্জীবন দর্শপূর্ণমাস করিব' এই প্রকার যে সঙ্কল্প তাহাই আরম্ভ। আর দর্শপূর্ণমাস পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলেও এতাদৃশ আরম্ভ প্রথম বারেই হইয়া থাকে। একারণে আরম্ভণীয়ার আবৃত্তি হইবে না। ইতি বৃত্তিকারমতানুসারে আরম্ভণীয়েষ্ট্যধিকরণ।

ভগবান্ ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তসূত্র দুইটিতে ভগবান্ বৃত্তিকারের মতানুসারে পূর্ব্বপ্রকারে অধিকরণ আরচিত করিয়া পুনরায় প্রকারান্তরে যোজনা করিয়াছেন।

তাহা এইরূপ ;—"আগ্নাবৈষ্ণবম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ঐ যে আরম্ভণীয়া ইষ্টি বিহিত হইয়াছে, উহা কি দর্শপূর্ণমাসযাগের প্রথম পদার্থ (কর্ম্ম) যে 'অগ্ন্যাধান' তাহারই অঙ্গ অথবা উহা পুরুষসংস্কারার্থ, ইহাই সংশয়। ইহাতে "ইষ্ট্যাবৃত্তৌ" ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপক্ষবাদীর মত বলা হইয়াছে যে উহা 'অগ্ন্যাধান' কর্ম্মের অঙ্গ ; সুতরাং দর্শপূর্ণমাসের প্রত্যেক প্রয়োগেই আরম্ভণীয়া ইষ্টি কর্ত্তব্য। আর "সকৃদ্বা" ইত্যাদিসূত্রে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে যে, যাবজ্জীবিক দর্শপূর্ণমাস কর্ম্মে প্রবৃত্ত যে পুরুষ, উহা তাহারই সংস্কারক। কাজেই উহা একবার মাত্রই অনুষ্ঠেয়। ইতি ১০ম আরম্ভণীয়া ইষ্টির পুরুষসংস্কারতাধিকরণ।

অর্থাভিধানসংযোগান্মন্ত্রেষু শেষভাবঃ স্যাৎ তত্রাচোদিত-প্রাপ্তং চোদিতাভিধানাৎ ॥ ৩৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অর্থাভিধানসংযোগাৎ"—অর্থপ্রকাশসম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া, "মন্ত্রেষু"—মন্ত্রসকলে, "শেষভাবঃ স্যাৎ"—কর্ম্মাঙ্গতা থাকিবে (সুতরাং দেবতান্তরের উহ হইবে) ; "তত্র"—সেই মন্ত্রে, অথবা তাহাতে অর্থাৎ তাহা হইলে, "অচোদিতপ্রাপ্তং"—যাহা বিধিবোধিত হয় নাই তাহার প্রাপ্তি অর্থাৎ প্রকাশ হইয়া পড়ে, "চোদিতাভিধানাৎ"—(কিন্তু মন্ত্রের দ্বারা) বিধিবোধিত পদার্থের অভিধানই শ্রুতিসিদ্ধ।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস যাগের "দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামি" এই নির্ব্বাপমন্ত্রে সবিতা, অশ্বিদ্বয়, পূষা এবং অগ্নি এই দেবতাগুলির উল্লেখ আছে। ইহাতে সংশয় এই যে, ঐ যে সবিতা, অশ্বি এবং পূষা দেবতাবাচক শব্দ ঐগুলি কি কর্ম্মসমবেত দেবতার প্রকাশক অথবা ঐগুলি কর্ম্মসমবেত দেবতার প্রকাশক নহে কিন্তু নির্ব্বাপেরই বিশেষক। যদি ঐগুলি কর্ম্মসমবেত দেবতা-প্রকাশক হয়, তাহা হইলে বিকৃতিতে ঐগুলির উহ কর্ত্তব্য হইবে, অন্যথা নহে, ইহাই বিচারের প্রয়োজন।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন "অর্থাভিধানাৎ মন্ত্রেষু শেষভাবঃ স্যাৎ"—মন্ত্র সকল যখন কর্ম্ম সমবেত অর্থেরই প্রকাশক অর্থাৎ স্মারক তখন ঐ সবিতৃ, অশ্বি এবং পূষা শব্দগুলিও নিশ্চয়ই কর্ম্মসমবেত হইবে। সুতরাং ঐ শব্দগুলির

দ্বারা তত্তৎ দেবতাই বোধিত হইবে। আর তাহা হইলে বিকৃতিযাগে ঐ সমস্ত দেবতা না থাকায় উহাদের স্থানে উহ করিতে হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "তত্র অচোদিতপ্রাপ্তং চোদিতাভিধানাৎ"—ঐরূপ বলিলে যাহা বিধিবোধিত নহে তাহাও স্বীকার করা হয়; কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। কারণ, বিধিবাক্য হইতে যে কর্ম্মে যে দ্রব্য এবং যে দেবতা প্রাপ্ত হয়, তাহাই মন্ত্রের প্রকাশ্য; তাহা প্রকাশ করিলে তবেই মন্ত্র সমবেতার্থ হয়—তৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অর্থের প্রকাশক হয়। অন্যথা দেবতা বা দ্রব্যান্তরের প্রকাশ বিফল হইয়া পড়ে। আর দর্শপূর্ণমাসে বিধিবাক্যে সবিতা অশ্বি, কিংবা পূষা দেবতারূপে বিহিত হয় নাই। একারণে ঐ শব্দগুলি এস্থলে কর্ম্মসমবেত দেবতাবোধক নহে। আর প্রকৃতি যাগে যে মন্ত্র অর্থে সমবেত নহে, বিকৃতিতেও তাহার সে অর্থে সমবেতার্থকতা আবশ্যক নহে। অতএব বিকৃতিযাগে উহাদের উহ হইবে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

ততশ্চাবচনং তেষামিতরার্থং প্রযুজ্যতে ॥ ৩৭ ॥

অক্ষরার্থ। "ততঃ চ"—সেই কারণে, "তেষাম্ অবচনম্"—উহতে সেই দেবতাগুলির বচন অর্থাৎ প্রকাশ করা হয় নাই, "ইতরার্থং প্রযুজ্যতে"—কিন্তু অন্য উদ্দেশে ঐগুলির প্রয়োগ (উল্লেখ) হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। উল্লিখিত কারণে উক্ত মন্ত্রের সবিত্রাদিশব্দে যখন তত্তৎ দেবতা প্রকাশিত হইতে পারে না, তথাপি ঐগুলি ব্যর্থ নহে; কারণ, ঐগুলি নির্ব্বাপের বিশেষণ—নির্ব্বাপের উৎকৃষ্টতাজ্ঞাপনার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইতি ১১শ নির্ব্বাপমন্ত্রে সবিত্রাদি শব্দের অনূহতাধিকরণ।

গুণশব্দস্তথেতি চেৎ ॥ ৩৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "গুণশব্দঃ"—অগ্নিরূপ গুণশব্দ, "তথা"—সেইরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় অসমবেতার্থ সুতরাং অনূহ্য হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বোদাহৃত মন্ত্রের 'অগ্নি' শব্দটিও কি অসমবেতার্থক সুতরাং বিকৃতে অনূহনীয় অথবা উহা সমবেতার্থক সুতরাং বিকৃতে উহনীয়, ইহাই

সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পূর্ব্বাধিকরণে বিচারিত সবিত্রাদি শব্দের ন্যায় অগ্নি শব্দটিও এখানে অসমবেতার্থক ; কারণ, এখানে মন্ত্রে "অগ্নয়ে জুষ্টং" এরূপ বুঝাইতেছে না, কিন্তু "জুষ্টং নির্ব্বপামি" এইরূপই বুঝাইতেছে। কিন্তু এস্থলে যাহা 'জুষ্ট' অর্থাৎ দেবতাকর্ত্তৃক সেবিত হইয়াছে তাহার যে নির্ব্বাপ হয়, তাহা নহে ; কারণ, তাহা তখনও দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হয় নাই, যেহেতু নির্ব্বাপের দ্বারা সংস্কৃত হইলে তবেই তাহা প্রদত্ত হয়। অতএব অগ্নিশব্দও এখানে সমবেতার্থক নহে ; সুতরাং বিকৃতিতে উহার উহ হইবে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন সমবায়াৎ ॥ ৩৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা ঠিক নহে, "সমবায়াৎ"—যে হেতু উহা সমবেত হইতেছে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অগ্নিশব্দটি এখানে সমবেতার্থক। কারণ, এখানে মন্ত্রে জুষ্টের নির্ব্বাপ বলা হয় নাই, কিন্তু জুষ্টকরণের কথাই বলা হইয়াছে—'অগ্নির দ্বারা যাহাতে জুষ্ট হয় সেইরূপ করিব' এইরূপ অর্থই এখানে "অগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামি" এই বাক্যে বোধিত হইয়াছে। কাজেই অগ্নি এখানে বিধিবোধিত, উদ্দেশ্যীভূত, কর্ম্মের দেবতা ; একারণে অগ্নিশব্দটি তদ্বাচক হইতেছে বলিয়া উহা সমবেতার্থক। অতএব বিকৃতি যাগে উহার উহ হইবে। ইতি ১২শ "অগ্নয়ে জুষ্টম্" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিশব্দের উহকর্ত্তব্যতাধিকরণ।

অথবা ;—শিলের উপর পেষণ করিবার জন্য তণ্ডুল লইবার কালে "ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ঐ ধান্য শব্দটি কি অসমবেতবচন, সুতরাং বিকৃতিতে অনূহনীয় অথবা উহা সমবেতবচন, সুতরাং বিকৃতিতে উহনীয় ?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "গুণশব্দস্তথা"—ঐ যে ধান্যরূপগুণশব্দ উহা অসমবেতার্থক ; কারণ, ঐস্থলে তণ্ডুলকে ধান্যশব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব বিকৃতিতে উহার উহ হইবে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "ন, সমবায়াৎ"—পূর্ব্বপক্ষীর উক্তি সঙ্গত নহে, কারণ, ধান্যশব্দটি এখানে সমবেতার্থক। যে হেতু উহা লক্ষণা দ্বারা স্বীয় বিকার যে তণ্ডুল তাহা বুঝাইতে পারে। অতএব বিকৃতিতে উহার উহ হইবে। সুতরাং 'শাক্যায়ন' নামক যাগে শিলে পেষণ করিবার জন্য মাংস গ্রহণ করিবার কালে "মাংসমসি ধিনুহি দেবান্" এই প্রকারে উহ করিতে হইবে। ইতি ১১শ তণ্ডুলাবাপমন্ত্রে ধান্যশব্দের উহাধিকরণ।

চোদিতে তু পরার্থত্বাদ্ বিধিবদবিকারঃ স্যাৎ ॥ ৪০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "চোদিতে"—চোদিত অর্থাৎ কর্ম্মসমবেত (হইলেও), "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "পরার্থত্বাৎ"—পরার্থ বলিয়া, "বিধিবৎ"—যজমানবিধির ন্যায়, "অবিকারঃ স্যাৎ"—বিকারবিহীন থাকিবে অর্থাৎ উহ করিতে হইবে না। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস যাগে ইড়ার উপহ্বানের জন্য "দৈব্যা [অধ্বর্য্যব উপহূতা উপহূতা মনুষ্যাঃ, য ইমং যজ্ঞমবান্, যে চ যজ্ঞপতিং বর্দ্ধান্" এই মন্ত্রটি পাঠ করিতে হয়। এই মন্ত্রের "যজ্ঞপতিং" এই অংশটি বহু যজমানযুক্ত যাগে (যেমন সত্রে) উহনীয় কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, উহা যখন সমবেতার্থ তখন উহার উহ হইবে অর্থাৎ বহুযজমানক যাগে "যজ্ঞপতীন্" এই প্রকার পরিবর্ত্তন করিয়া উহা পাঠ করিতে হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "অবিকারঃ স্যাৎ"—উহার উহ হইবে না; কারণ, "বিধিবৎ পরার্থত্বাৎ"—ঔদুম্বরী পরিমাণের বিধিতে যেমন একজনমাত্র যজমানের পরিমাণ লইলেই চলে, সেইরূপ ঐ অংশটিও পরার্থ অর্থাৎ ইড়াপ্রশংসার্থক বলিয়া একটিমাত্র যজমানের উল্লেখেও সেই প্রশংসা সিদ্ধ হয়। ইতি ১২শ ইড়োপহ্বানমন্ত্রে যজ্ঞপতিশব্দের অনূহতাধিকরণ।

বিকারস্তৎপ্রধানে স্যাৎ ॥ ৪১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তৎপ্রধানে"—তাহার প্রাধান্য থাকিলে, "বিকারঃ স্যাৎ"—বিকার অর্থাৎ উহ হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস যাগে প্রস্তরপ্রহারের জন্য যে সূক্তবাক পাঠ করিতে হয়, সেই সূক্তবাকের মধ্যে "অয়ং যজমান আয়ুরাশাস্তে" এইরূপ একটি অংশ আছে যাহাতে একবচনান্ত যজমানশব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। সত্রাদিতে বহু ব্যক্তি যজমান বলিয়া তাহাতে ঐ কুশমুষ্টিরূপ প্রস্তর অগ্নিতে প্রদানরূপ প্রহার করিবার কালে যখন ঐ মন্ত্রটি পাঠ করিতে হইবে, তখন ঐ যজমানশব্দের উহ করিতে হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে যজমান শব্দের উহ হইবে না। তদুত্তরে

সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "বিকারঃ স্যাৎ"—এস্থলে যজমানশব্দের বিকার অর্থাৎ উহ হইবে। কারণ, "তৎপ্রধানত্বাৎ"—যজমান এখানে প্রধান। ইহার আশয় এইরূপ;—মন্ত্রসকল দ্বিবিধ; ক্রিয়াপ্রকাশক এবং ফলপ্রকাশক। পূর্ব্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে যে, ক্রিয়াপ্রকাশক শব্দের উহ হয় না। কিন্তু এস্থলে "অয়ং যজমানঃ" ইত্যাদি অংশ ফলপ্রকাশক। শুধু তাহাই নহে, উহার সহিত বিজড়িত অপরাপর অংশগুলিও ফলপ্রকাশক। আর ফলের সহিত প্রত্যেক যজমানেরই সম্বন্ধ রহিয়াছে। একারণে এ স্থলে উহ হইবে। ইতি ১৪শ প্রহরণকরণ সূক্তবাকে যজমানপদের উহাধিকরণ।

অসংযোগাত্তদর্থেষু তদ্বিশিষ্টং প্রতীয়েত ॥ ৪২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তদর্থেষু অসংযোগাৎ"—সেই অর্থের অসংযোগ অর্থাৎ অসম্বন্ধ বা অবিবক্ষিতত্ব হেতু, "তদ্বিশিষ্টং"—সেই একটিমাত্র উহিত পদ বিশিষ্টরূপে, "প্রতীয়েত"—প্রতীত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোমে সুব্রহ্মণ্যাহ্বানের জন্য "ইন্দ্রাগচ্ছ, হরিব আগচ্ছ" ইত্যাদি নিগদটি পঠিত হয়। ঐ নিগদটি অগ্নিষ্টুৎ নামক যাগে অতিদিষ্ট হয়। কিন্তু তথায় "আগ্নেয়ী সুব্রহ্মণ্যা ভবতি" এই বিধি অনুসারে ইন্দ্রপদ উহ করিয়া "অগ্নে" এইরূপে পরিবর্ত্তন করিতে হয়। অবশিষ্ট "হরিবঃ" ইত্যাদি অংশটির তৎকালে উহ হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, অগ্নি পদটি যখন কর্ম্মসমবেতার্থক তখন 'হরিবৎ' প্রভৃতিগুলিকেও তৎসমবেতার্থ করিতে গেলে অবশ্যই উহ করিতে হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন 'হরিবৎ' প্রভৃতি শব্দগুলিকে বিকৃত না করিয়া কেবলমাত্র উহিত অগ্নি পদবিশিষ্ট করিয়া পাঠ করিতে হইবে। কারণ, 'হরিবৎ' প্রভৃতিগুলি কর্ম্মসমবেত নহে, যে হেতু ঐগুলি স্তুত্যর্থক। আর অবিদ্যমান পদার্থের দ্বারাও স্তুতি হইতে পারে বলিয়া ঐগুলির সমবেতার্থকতা আবশ্যক নহে; সুতরাং উহ কর্ত্তব্য নহে।* সিদ্ধান্ত।

---

* ভাষ্যের পার্থসারথিমিশ্রকৃত তন্ত্ররত্ননামক টীকায় এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, এই অধিকরণটি মাত্রন্যায়ব্যুৎপাদনার্থক। কারণ, বিকৃতিযাগে ঐ "হরিবৎ" প্রভৃতি মন্ত্রটি পঠিত হয় না, কিন্তু তৎস্থানে অপর একটি নিগদই জপ করা হয়—ইহাই যাজ্ঞিকগণের সময়।

কর্ম্মাভাবাদেবমিতি চেৎ ॥ ৪৩ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "কর্ম্মাভাবাৎ"—সেই সেই কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মকারিত্ব নাই বলিয়া (উহ করিতে) হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, ইন্দ্রের বিশেষ বিশেষ কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া ঐ 'হরিবৎ' প্রভৃতি বিশেষণগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ঐগুলি ইন্দ্রে সমবেতার্থক। কিন্তু অগ্নির সেই সেই কর্ম্মকারিত্ব নাই। সুতরাং ঐগুলি অগ্নিতে অসমবেতার্থক। অতএব ঐ গুলির উহই হইবে। ইতি আশঙ্কা।

ন পরার্থত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ তাহা হইবে না, "পরার্থত্বাৎ"—কারণ, ঐগুলি স্তুত্যর্থক। আশঙ্কানিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কার পরিহারকল্পে বলিতেছেন, পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কা সঙ্গত নহে, কারণ, ঐ বিশেষণগুলি প্রশংসার্থক। আর অবিদ্যমান পদার্থের দ্বারাও প্রশংসা সম্ভব। একারণে ঐ শব্দগুলি অগ্নিরও প্রশংসা বুঝাইবে। অতএব ঐগুলির উহ হইবে না। ইতি ১৫শ সুব্রহ্মণ্যাহ্বাননিগদে 'হরিবৎ' শব্দের অনূহতাধিকরণ।

অথবা,—জ্যোতিষ্টোমে যে একহায়নী গাভীর দ্বারা সোম ক্রয় করা হয়, সেই গাভীর সম্বন্ধে "ইয়ং গৌঃ সোমক্রয়ণী তয়া তে ক্রীণামি তস্তে শৃতং তস্তে শরঃ তস্তে দধি" ইত্যাদি মন্ত্রটি পঠিত হয়। আবার সাণ্ডক্র নাম যাগে ত্রিবৎস- (তিনটি বৎসের জনক) সাণ্ড (বৃষবিশেষ—ষাঁড়) দ্বারা সোমক্রয় করিতে হয়। তাহাতে ঐ মন্ত্রটি অতিদেশবলে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন "ইয়ং গৌঃ সোমক্রয়ণী" এই অংশটিকে "অয়ং সাণ্ডঃ সোমক্রয়ণঃ তেন তে ক্রীণামি" এইরূপে বিকৃত করিয়া উহপূর্ব্বক পাঠ করিতে হয়। "তস্তে শৃতম্" ইত্যাদি যে অবশিষ্ট অংশ, তাহার উহ হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, মন্ত্রটিকে সমবেতার্থ করিবার জন্য অবশিষ্ট অংশটিরও উহ করিতে হইবে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "অসংযোগাৎ তদর্থেষু তদ্‌বিশিষ্টং প্রতীয়েত"—মন্ত্রটি সোমক্রয়ণী একহায়নী গাভীতেও সমবেতার্থক নহে। কারণ, এক বৎসরের গাভীর

দুগ্ধ হইতে পারে না বলিয়া তাহা হইতে ক্ষীর, দধি প্রভৃতিও সম্ভব নহে; কাজেই ক্ষীর দধি প্রভৃতি অর্থবোধক অবশিষ্ট অংশটি অসমবেতার্থক। তথাপি তাহা যেমন একহায়নীর বেলায় পাঠ করা হয়, সেইরূপ এস্থলেও উহা অবিকৃত-ভাবেই পঠনীয় হইবে। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "কর্ম্মাভাবাৎ এবম্ ইতি চেৎ"—একহায়নী গাভীতে উক্ত কর্ম্ম না থাকায় উহাও সমবেতার্থক নহে, ইহা যদি বলা হয়, তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ, একহায়নীতে তৎকালে না হউক দুই বৎসর পরে ঐ কর্ম্ম সাধিত হইবে, কিন্তু সাণ্ড কস্মিন্‌কালেও ঐ কর্ম্মে সমর্থ নহে; অতএব একহায়নীতে ভবিষ্যদ্‌বৃত্তি অনুসারে উক্ত অর্থ সমবেত বলিয়া পাঠ্য হইলেও সাণ্ড শব্দের প্রয়োগে উহা বাধিতার্থক বলিয়া উহনীয়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "ন, পরার্থত্বাৎ"—পূর্ব্বপক্ষবাদীর শঙ্কা সঙ্গত নহে, কারণ, "তন্বৈ শৃতম্" ইত্যাদি অংশ প্রকৃত কর্ম্মের কোনও গুণ প্রকাশ করিতেছে না; কিন্তু উহা একহায়নীর প্রশংসার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব উহা 'পরার্থ' অর্থাৎ প্রশংসার্থক বলিয়া এবং অবিদ্যমান বস্তু দ্বারাও প্রশংসা হইতে পারে বলিয়া সাণ্ডের পক্ষেও উক্ত অংশ অবিকৃত ভাবেই পাঠ্য। আরও, সাণ্ড যে বৎসতরী উৎপাদন করিবে, সেই বৎসতরী কালে সন্তান প্রসবপূর্ব্বক দুগ্ধ দিবে বলিয়া তাহার উৎপাদকতা সম্বন্ধ অনুসারে সাণ্ডকেও ঐ অর্থে প্রশংসা করা যায় বলিয়া উহা যে বাধিতার্থক তাহাও নহে। অতএব ঐ মন্ত্রে উহ নাই। ইতি "তন্বৈ শৃতম্" ইত্যাদিমন্ত্রের অনূহতাধিকরণ।

লিঙ্গবিশেষনির্দ্দেশাৎ সমানবিধানেষ্বপ্রাপ্তা সারস্বতী স্ত্রীত্বাৎ॥ ৪৫॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গবিশেষনির্দ্দেশাৎ"—বিশেষ লিঙ্গের নির্দ্দেশ রহিয়াছে বলিয়া, "সমানবিধানেষু"—সমানবিধানস্থলে অর্থাৎ যে পদার্থ-গুলি একই বিধির বিষয় তাদৃশস্থলে, "সারস্বতী অপ্রাপ্তা"—সারস্বতী (সরস্বৎদেবতার উদ্দেশ্য আলভ্যা মেষী) প্রাপ্ত নহে, "স্ত্রীত্বাৎ"—কারণ, তাহা স্ত্রীজাতীয় হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন, "আগ্নেয়ঃ পশুরগ্নিষ্টোমে আলব্ধব্যঃ। ঐন্দ্রাগ্নঃ পশুরুক্‌থ্যে আলব্ধব্যঃ। সারস্বতী মেষী

অতিরাত্রে"—অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমের অগ্নিষ্টোম সংস্থায় অগ্নিদেবতার উদ্দেশে পশু (ছাগ) আলম্ভ্য। উক্থ্যসংস্থায় ইন্দ্রাগ্নিদেবতার উদ্দেশে পশু (ছাগ) আলম্ভ্য। অতিরাত্র সংস্থায় সরস্বৎ দেবতার উদ্দেশে মেষী (স্ত্রীজাতীয় মেষ) আলম্ভ্য। অধ্রিগুনামক যে শমিতা (পশুবধকর্ত্তা) তাহার প্রেষ্যারি জন্য (কর্ম্মে নিয়োগের জন্য) "দৈব্যাঃ শমিতার আরভধ্বম্" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ঐ যে সারস্বতী মেষী তাহার বেলায়ও ঐ অধ্রিগুপ্রৈষ মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে কি না, ইহাই সংশয়। যদি কেহ প্রশ্ন করেন, অগ্নীষোমীয় পশু যখন সবনীয় পশুমাত্রেরই প্রকৃতি, আর বিকৃতিতে ঐ মন্ত্র যখন অতিদেশবলে প্রাপ্ত, তখন তাহাতে আর এরূপ সংশয়ের স্থান কোথায়? ইহার উত্তরে বক্তব্য, ধরিয়া লওয়া যাউক যে অগ্নীষোমীয় পশু সবনীয় পশুর প্রকৃতি নহে—কিন্তু অগ্নীষোমীয় এবং সবনীয় সবগুলিই সমানবিধান; তাহা হইলে এইরূপ 'ক্বাচিন্তা'ত্মক সংশয়ে কি সিদ্ধান্ত হয়? ইহাতে সিদ্ধান্ত পক্ষ বলা হইতেছে, "সমানবিধানেষু অপ্রাপ্তা" —সারস্বতী মেষী স্থলে অধ্রিগুপ্রৈষ প্রাপ্ত হইবে না, অর্থাৎ এস্থলে অধ্রিগুবচন অনাবশ্যক। কারণ, ঐ মন্ত্রটি পুংলিঙ্গবোধক—পুংপশুর বোধক; আর সারস্বতী মেষী পুংপশু নহে, কিন্তু তাহা স্ত্রী জাতীয় হইতেছে। ইহাতে মন্ত্রটি পাঠ করিলে উহা অসমবেতার্থক হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

পশ্বভিধানাদ্ বা তদ্ধি চোদনাভূতং পুংবিষয়ং
পুনঃ পশুত্বম্ ॥ ৪৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পশ্বভিধানাৎ"—পশুত্ব অভিধেয় বলিয়া, "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "তৎ হি"—তাহা অর্থাৎ সেই পশুত্বই, "চোদনাভূতং"—বিধিবিহিত বলিয়া, "পুংবিষয়ং"—পুংলিঙ্গে নির্দ্দেশ, "পুনঃ" —কিন্তু, "পশুত্বম্"—পশুত্বকেই বুঝাইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" এই বাক্যে পশুত্বই বিবক্ষিত; তাহাই বিধির বিষয়। আর সারস্বতী মেষীতেও সেই পশুত্ব রহিয়াছে। অতএব তাহাতেও উক্ত মন্ত্র পঠিতব্য হইবে।

বিশেষো বা তদর্থনির্দ্দেশাৎ ॥ ৪৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বিশেষঃ"—বিশেষ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তের বিরুদ্ধটাই হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "তদর্থনির্দ্দেশাৎ"—কারণ, সেই পুমর্থের নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, মেষী স্ত্রীজাতীয় বলিয়া তাহা মন্ত্রের যে পুংলিঙ্গবোধক পদ রহিয়াছে তদ্দারা বোধিত হইতে পারে না। অতএব ঐ মন্ত্র তাহাতে পাঠ্য নহে।

পশুত্বং চৈকশব্দ্যাৎ ॥ ৪৮ ॥

অক্ষরার্থ। "পশুত্বং চ"—পশুত্বই উক্ত শব্দের অভিধেয়, "ঐকশব্দ্যাৎ"—কারণ, 'অগ্নৈ' ইহা পুংলিঙ্গের স্থায় ক্লীবলিঙ্গকেও বুঝায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় বলিতেছেন, সিদ্ধান্তীর মতানুসারে মন্ত্রের "অগ্নৈ" পদে পুংপশু অভিহিত হয় বলিয়া সারস্বতী মেষীতে মন্ত্র পাঠ্য নহে। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। কারণ, "অগ্নৈ" এই পদটি পুংলিঙ্গেও হয় এবং ক্লীবলিঙ্গেও হয়। আর এখানে যখন যুক্তি দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পশুত্বই বিধির বিষয়, তখন ইহা ক্লীবলিঙ্গই বুঝিতে হইবে। আর তাহা হইলে পশুত্বই যখন বিবক্ষিত তখন লক্ষণাবলে পশুত্বাবচ্ছিন্ন পুংপশু এবং স্ত্রীপশু উভয়ই বোধিত হইতে পারে বলিয়া সারস্বতী মেষীতে যে মন্ত্রটি অসমবেতার্থ হয়, তাহা নহে। অতএব মেষীতেও অধ্রিগু বচন কর্ত্তব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

যথোক্তং বা সন্নিধানাৎ ॥ ৪৯ ॥

অক্ষরার্থ। "যথোক্তং"—যেমন মন্ত্রে আছে তেমনটিই অর্থাৎ পুংলিঙ্গবোধিত পুংপশুই বোধিত হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "সন্নিধানাৎ"—সন্নিধান অর্থাৎ নৈকট্য অনুসারে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অধ্রিগুবচন সারস্বতী মেষীতে কর্ত্তব্য নহে। কারণ, মন্ত্রে "অগ্নৈ" পদে পুংলিঙ্গ অর্থাৎ পুংপশুই বোধিত

হইতেছে। যে হেতু "অস্মৈ" পদের প্রকৃতিভূত যে 'ইদং' শব্দ তাহা সন্নিকৃষ্ট পুরোবর্ত্তী ব্যক্তির বাচক। আর অগ্নীষোমীয়ে সেই পুরোবর্ত্তী ব্যক্তি পুংপশুই হইতেছে। অতএব "অস্মৈ" পদে এখানে পুংপশু বোধিত হইতেছে বলিয়া সারস্বতী মেষীতে উক্ত পদযুক্ত অধ্রিগুবচন পাঠ্য হইতে পারে না। ইতি ১৬শ সারস্বতী মেষীতে অধ্রিগুবচনাভাবাধিকরণ।

আম্নাতাদন্যদধিকারে বচনাদ্ বিকারঃ স্যাৎ ॥ ৫০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অধিকারে"—জ্যোতিষ্টোমাধিকারে, "আম্নাতাৎ অন্যৎ"—আম্নাৎ যে 'গিরা' শব্দ তদতিরিক্ত 'ইরা' শব্দ, "বিকারঃ স্যাৎ"—বিকার অর্থাৎ 'গিরা' শব্দের বাধক হইবে, "বচনাৎ"—বিশেষ বচন রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "যজ্ঞাযজ্ঞীয়েন স্তবীত" অর্থাৎ যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামের দ্বারা স্তুতি করিবে। 'যজ্ঞাযজ্ঞ' এই শব্দযুক্ত যে ঋক্ সেই ঋকে যে সাম গীত হয় তাহার নাম যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম। সেই যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামে "যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরা গিরা চ চক্ষসে" এই অংশে 'গিরা' এই শব্দটি পাওয়া যায়। যে সমস্ত সামগ ব্যক্তিগণ 'যোনিগান' * অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা ঐ 'গিরা' শব্দস্থলে 'গায়ীরা গিরা' এইরূপ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। আর সামব্রাহ্মণে উপদিষ্ট হইয়াছে "ঐরং কৃত্বোদ্গেয়ম্" অর্থাৎ 'ইরা'পদ প্রয়োগ করিয়া গান করিবে। এ স্থলে যোনিভূত ঋক্ হইতে প্রাপ্ত 'গিরা'পদের সহিত কি ইরাপদের বিকল্প হইবে অথবা কেবলমাত্র 'ইরা'পদেরই প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিবার জন্য বলিতেছেন "অধিকারে আম্নাতাৎ অন্যৎ বিকারঃ স্যাৎ"—জ্যোতিষ্টোমের অধিকারে আম্নাত গিরাপদের স্থানে যে 'ইরা'পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বিকৃতিস্বরূপ; অতএব উহাই এস্থলে নিয়মিতভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। কারণ, "বচনাৎ"—ঐ বিশেষ বচনের দ্বারা সামান্যতঃ প্রাপ্ত গিরাপদের বাধ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ইতি সিদ্ধান্ত।

---

* সামগানের গ্রন্থবিশেষ 'যোনিগান' নামে অভিহিত হয়। 'আবির্গান' প্রভৃতিও সামগানের বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের নাম।

দ্বৈধং বা তুল্যহেতুত্বাৎ সামান্যাদ্ বিকল্পঃ স্যাৎ ॥৫১॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্বৈধং"—দুই প্রকার হইবে অর্থাৎ বিকল্প হইবে, "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "তুল্যহেতুত্বাৎ"—কারণ, উভয়েরই হেতু প্রয়োজন তুল্য অর্থাৎ উভয়ই স্তুতিসাধক, "সামান্যাৎ"—যে হেতু উভয়ই সামান্যবোধক, "বিকল্পঃ স্যাৎ"—অতএব বিকল্প হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এস্থলে সামান্যবিশেষ-ভাব নাই, কিন্তু উভয়ই সামান্যবোধক। কাজেই একটির দ্বারা অপরটি বাধিত হইতে পারে না। অতএব উভয়ে তুল্যবল হওয়ায় বিকল্প হইবে। ইতিপূর্ব্বপক্ষ।

উপদেশাচ্চ সাম্নঃ ॥ ৫২ ॥

অক্ষরার্থ। "সাম্নঃ উপদেশাৎ চ"—সামের উপদেশ আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি কেহ বলেন যে, উক্ত 'গিরা' এবং 'ইরা' এতদুভয়ে তুল্যবল নহে, কারণ, 'গিরা'পদটি মাত্র ঋক্ হইতে পারে না। তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "উপদেশাচ্চ সাম্নঃ"—শ্রুতিমধ্যে যখন "যজ্ঞাযজ্ঞীয়েন স্তবীত" এই বিধি রহিয়াছে, তখন 'গিরা'পদও ঐ বিধি দ্বারাই বোধিত। যে হেতু যজ্ঞাযজ্ঞ ঋকেই 'গিরা'পদটি রহিয়াছে। অতএব উভয়েই বিধিবিহিত বলিয়া দুইটিই তুল্যবল। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

নিয়মো বা শ্রুতিবিশেষাদিতরৎ সাপ্তদশ্যবৎ ॥ ৫৩ ॥

অক্ষরার্থ। "নিয়মঃ"—ইরাপদেরই নিয়ম অর্থাৎ কেবলমাত্র 'ইরা' পদই পাঠ্য, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "শ্রুতিবিশেষাৎ"—যে হেতু বিশেষ শ্রুতিবচন রহিয়াছে, "ইতরৎ সাপ্তদশ্যবৎ"—বাকী ইরাপদটি সাপ্তদশ্যের ন্যায় হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, উভয়ে তুল্যবল নহে। কারণ, 'গিরা' পদটির পাঠ বিধিবোধিত নহে, কিন্তু তাহা অর্থাপত্তিসিদ্ধ; যে হেতু

"যজ্ঞাযজ্ঞীয়েন স্তবীত" এই বাক্যে সামই বিহিত হইয়াছে। আর গিরাপদকে ছাড় দিলে সেই সামটি সিদ্ধ হয় না বলিয়া গিরাপদ অর্থাপত্তিসিদ্ধ। পক্ষান্তরে 'ইরা'পদটি "ঐরং কৃত্বা উদ্গায়েৎ" এই বাক্যে সাক্ষাৎ শ্রুতি দ্বারা বিহিত হইয়াছে। এ কারণে যাহা অর্থাপত্তিসিদ্ধ তাহা প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিহিতের সহিত তুল্যবল হইতে পারে না বলিয়া এস্থলে 'ইরা'পদটি নিয়মতঃ পাঠ্য হইবে। আর 'গিরা'পদটি সাপ্তদশ্যের ন্যায় বিকৃতিগামী হইবে। ইতি ১৭শ যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামে 'গিরা'পদের স্থানে 'ইরা'পদেরই কর্ত্তব্যতাধিকরণ।

অপ্রগাণাচ্ছব্দান্যত্বে তথাভূতোপদেশঃ স্যাৎ ॥৫৪॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অপ্রগাণাৎ"—গান বিহিত হয় নাই বলিয়া, "শব্দান্যত্বে"—শব্দের অন্যত্ব হইলে অর্থাৎ 'গিরা'পদের স্থানে 'ইরা'পদ পঠিত হইলে, "তথাভূতোপদেশঃ স্যাৎ"—যেমন উপদেশ আছে অর্থাৎ ঐ যেমন অপ্রগীতপাঠ উল্লিখিত হইয়াছে সেইরূপই হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বাধিকরণে যে 'ইরা'পদের পাঠ ব্যবস্থাপিত হইল, ঐ ইরাপদটি কি অপ্রগীতভাবেই (গান না করিয়াই) পাঠ করিতে হইবে অথবা উহারও গান করিতে হইবে ?—ইহাই সংশয়।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "শব্দান্যত্বে তথাভূতোপদেশঃ স্যাৎ"—'গিরা' শব্দের স্থানে 'ইরা' শব্দ প্রযুক্ত হইলে তাহা গান না করিয়াই পাঠ করিতে হইবে। কারণ, "অপ্রগাণাৎ"—ইরাপদের গান করিবার বিধি নাই। কারণ, প্রগীতাবস্থায় 'ইরা' শব্দ 'আয়ীরা' হইয়া যায় বলিয়া তৎসম্বন্ধ বুঝাইতে হইলে ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে "ঐরং কৃত্বা" এস্থলে "ঐরং" না বলিয়া "আয়ীরীয়ম্" এইরূপই উল্লেখ হইত। তাহা যখন নাই তখন 'ইরা' শব্দ অবিকৃতভাবেই পাঠ্য, অর্থাৎ উহা প্রগীত হইবে না, ইহাই "ঐরং" পদশ্রুতির দ্বারস্থে সিদ্ধ হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

যৎস্থানে বা তদ্গীতিঃ স্যাৎ পদান্যত্বপ্রধানত্বাৎ ॥ ৫৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "যৎস্থানে"—যাহার স্থানে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবর্ত্তক, "তদ্গীতিঃ স্যাৎ"—তাহারই গান হইবে, "পদান্যত্বপ্রধানত্বাৎ"

—কারণ, উক্ত 'ঐর' বাক্যে পদের অন্তত্ত্ববিধান করাই প্রধান প্রয়োজন।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ইরা পদও গেয় হইবে। কারণ, "ঐরং কৃত্বা উদ্গেয়ম্" এই শ্রুতিবাক্যে 'গিরা' পদের স্থানে 'ইরা'পদের বিধান করাই প্রধান প্রয়োজন। কিন্তু উহাতে এমন কিছু কথিত হয় নাই যে, ইরাপদ গেয় হইবে না। সুতরাং 'গিরা' পদে যখন কোন বৈমত্য নাই, তখন সেই 'গিরা' পদের স্থানে আগত যে 'ইরা' পদ তাহা প্রগীত না হইবার কোনও হেতু নাই। অতএব 'ইরা' পদও গেয় হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

গানসংযোগাচ্চ ॥ ৫৬ ॥

অক্ষরার্থ। "গানসংযোগাৎ চ"—গানের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। 'ইরা'পদ যে গেয় তাহার আরও হেতু এই যে, স্থলান্তরে "উদ্গেয়মা ইরা চা দাক্ষাসা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টই উদ্গেয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

বচনমিতি চেৎ ॥ ৫৭ ॥

অক্ষরার্থ। "বচনম্"—উহা বচন অর্থাৎ বিধায়কবাক্য, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, ঐ যে "উদ্গেয়মা ইরা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উহা বিধায়ক বচন। সুতরাং উহা দ্বারা ইহাই বোধিত হইতেছে যে, সেই বিশেষ স্থলেই 'ইরা'পদ উদ্গেয়। কিন্তু উহা যে এস্থলেও গেয় হইবে, তাহা ত ঐ বাক্য হইতে পাওয়া যায় না। ইতি আশঙ্কা।

ন তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ৫৮ ॥ (আঃনিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত শঙ্কা ঠিক নহে, "তৎপ্রধানত্বাৎ"—কারণ, ওখানেও ইরাপদেরই প্রাধান্য বোধিত হইতেছে (কিন্তু উদ্গেয়তা বোধিত হয় নাই)। ইতি আশঙ্কানিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বোক্ত শঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কা ঠিক নহে; কারণ, "উদ্গেয়মা ইরা" ইত্যাদি বাক্যে গান বিহিত হয় নাই; কিন্তু ওখানেও 'ইরা' পদেরই প্রাধান্ত বোধিত হইয়াছে। যেহেতু উহা বিধায়ক নহে, "ইরামহং যজমানে দদানি" এই বাক্যের সহিত একবাক্যতাপন্ন হইয়া ইরাপদের স্তুতি বুঝাইতেছে বলিয়া উহা অর্থবাদ। একারণে ইরাপদের গান যে কেবল ঐ স্থানেই বিহিত, তাহা বলা যায় না। প্রত্যুত উক্ত বাক্যের 'উদ্গেয়ম্' পদের জ্ঞাপকতায় ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, 'ইরা'পদও গেয়। অতএব ইরাপদ প্রগীতপাঠ্য হইবে। ইতি ১৮শ 'ইরা'পদের প্রগীততাধিকরণ ;

ইতি নবম অধ্যায়ের প্রথম পাদ।

অথ নবমাধ্যায়স্থ দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

সামানি মন্ত্রমেকে স্মৃত্যুপদেশাভ্যাম্ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সামানি মন্ত্রম্"—সাম মন্ত্রস্বরূপ, "একে"—ইহা এক সম্প্রদায় আচার্য্য বলিয়া থাকেন, "স্মৃত্যুপদেশাভ্যাম্"—যেহেতু স্মৃতি এবং উপদেশ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপাদের অন্তিম অধিকরণদ্বয়ে বিচারক্রমে সাম-প্রসঙ্গ উঠিয়াছে। এই পাদে সেই সামবিষয়ক উহ সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করিবার জন্য সাম পদের অর্থ কি, তাহা সপ্তমে নিরূপিত হইলেও পুনরায় স্মরণার্থে বিচার করিতেছেন। 'রথন্তর', 'বৃহৎ', 'বৈরূপ', 'বৈরাজ', 'শাকর', 'রৈবত' প্রভৃতি যে সমস্ত সাম আছে, সে গুলি কি প্রগীতমন্ত্রবোধক অথবা সেগুলি গীতিবাচক অর্থাৎ গানারূঢ় মন্ত্রই কি সাম অথবা বিশেষ বিশেষ গানই সাম ?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন "সামানি মন্ত্রম্"—প্রগীত মন্ত্রবাক্যই সাম; কারণ "স্মৃত্যুপদেশাভ্যাম্"—ছন্দোবিদ্‌গণ ঐ ভাবেই স্মরণ করিয়া আসিতেছেন এবং ঐ ভাবেই সামাধ্যায়ী শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়া আসিতেছেন। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

তদুক্তদোষম্ ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তৎ"—তাহা অর্থাৎ প্রগীত মন্ত্রই সাম ইহা, "উক্তদোষম্"—উক্ত দোষ হইয়াছে অর্থাৎ এপক্ষে যে দোষ তাহা সপ্তমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদে বিবৃত হইয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—প্রগীত মন্ত্র সাম নহে কিন্তু গানই সাম; আর 'রথন্তর', 'বৃহৎ' প্রভৃতি গুলি এক একটি বিশেষ বিশেষ সাম। প্রগীত মন্ত্রকে কেন সাম বলা যায় না, তাহা সপ্তমাধ্যায়ের অন্তিম পাদে বিচারিত হইয়াছে। ইতি ১ম বর্ণক।

অথবা, উহগ্রন্থ * অপৌরুষেয় কি পৌরুষেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে

---

* যে গ্রন্থ অনুসারে আগমন ঋক্‌ত্রয়াত্মক তৃচে এক একটি সাম গান করেন তাহার নাম উহগ্রন্থ।

পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—"সামানি মন্ত্রমেকে"—এক সম্প্রদায়ের মতে এই মন্ত্রভূত উহসাম সকলও নিত্য অর্থাৎ অপৌরুষেয়। কারণ, "স্মৃত্যুপদেশাভ্যাম্"—সেই উহগ্রন্থাধ্যায়িগণ এই ভাবেই স্মরণ করিয়া আসিতেছেন এবং শিষ্যগণকেও উহা অপৌরুষেয় বলিয়া উপদেশ দিয়া আসিতেছেন। আরও "উহশ্চিকীর্ষিতঃ" এই প্রকার উপদেশও ব্রাহ্মণ মধ্যে রহিয়াছে। অতএব উহগ্রন্থের কর্ত্তা যখন অস্মর্য্যমাণ এবং তদধ্যেতৃগণ যখন উহাকে অপৌরুষেয় বলিয়া স্মৃতিও উপদেশ দিতেছেন, তখন উহা নিত্য অপৌরুষেয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—"তদুক্তদোষম্"—উহগ্রন্থ অপৌরুষেয়, ইহাতে যে দোষ হয় তাহা পূর্ব্বপক্ষীর বচনেই কথিত হইয়াছে। কারণ, "উহশ্চিকীর্ষিতঃ" এইরূপ যে উপদেশকে পূর্ব্বপক্ষী অপৌরুষেয়ত্বে প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহা দ্বারাই উহার পৌরুষেয়ত্ব প্রমাণিত হয়। কারণ, যাহা চিকীর্ষিত অর্থাৎ করিতে অভিপ্রেত তাহা পুরুষব্যাপার দ্বারাই সিদ্ধ হয়। আর যাহা পূর্ব্বে ছিল না অথচ যোৎপত্তির জন্ম পুরুষব্যাপারসাপেক্ষ, তাহা পৌরুষেয়ই হইয়া থাকে। আর পূর্ব্বপক্ষবাদী যে স্মৃতির কথা বলিয়াছেন, তাহারও মূল বেদবিধি। বেদবচনে যে যে স্থলে বিকৃত করিয়া উহিত করিবার বিধি আছে, সেই সেই স্থলের সেই বিকৃত অংশগুলি উহরূপে স্মৃত হইয়া আসিতেছে। আর যে উহার 'কর্ত্তা অস্মর্য্যমাণ' বলা হইয়াছে তাহা পুরাতন কূপাদির কর্ত্তার স্থায় অনাদরবশতই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ, বেদবিধিবলেই যখন উহের কর্ত্তব্যতা সিদ্ধ হয়, তখন সেই উহ কোন্ ব্যক্তি করিল তাহা স্মরণ রাখিবার আবশ্যকতা কি? অতএব উহ গ্রন্থ পৌরুষেয়ই হইবে। একারণে ন্যায়বিরুদ্ধ উহ সম্প্রদায়ানুরোধে যে প্রমাণ হইবে, তাহা হইতে পারিবে না। ইতি ২য় বর্ণক। ইতি ১ম উহগ্রন্থের পৌরুষেয়তাধিকরণ।

কর্ম্ম বা বিধিলক্ষণম্ ॥ ৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "কর্ম্ম"—প্রধানকর্ম্ম, "বা"—অধিকরণান্তরসূচক, "বিধিলক্ষণম্"—বিধির অর্থাৎ প্রধান কর্ম্ম বিধির লক্ষণ রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বে দুইটি সূত্রে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, "রথন্তরং গায়তি" ইত্যাদি বাক্যে যে গান বিহিত হইয়াছে, তাহাই সামশব্দের অর্থ। এক্ষণে সংশয় এই যে, ঐ যে গান উহা কি ঋগ্ত্রয়ের প্রতি প্রধান

কর্ম্ম অথবা উহা সংস্কারাত্মক গুণকর্ম্ম ? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—"কর্ম্ম বা বিধিলক্ষণম্"—উহা প্রধান কর্ম্মের বিধির লক্ষণযুক্ত কর্ম্ম অর্থাৎ ঐ গান ঋকের প্রতি প্রধান কর্ম্মই হইবে ; কারণ, উহাতে প্রধানকর্ম্মের লক্ষণ যে দ্বিতীয়া বিভক্তি তাহা রহিয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

তদৃগ্‌দ্রব্যং বচনাৎ পাকযজ্ঞবৎ ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। "তৎ"—ঐ প্রধান যে কর্ম্ম, "ঋগ্‌দ্রব্যম্"—ঋক্ উহার দ্রব্যস্বরূপ, "বচনাৎ"—শ্রুতিবচন অনুসারে, "পাকযজ্ঞবৎ"—পাকযজ্ঞের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। আচ্ছা, ঐ যে প্রধানকর্ম্ম উহার সাধনস্বরূপ দ্রব্য কি ? এই প্রকার সংশয় হইলে তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "তদৃগ্‌দ্রব্যম্" —সামের যোনিস্বরূপ যে ঋক্ তাহাই উহার দ্রব্য হইবে। কিরূপে তাহা জানা যায় ? "বচনাৎ"—শ্রুতিবচনই উহার জ্ঞাপক। কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন "ঋচি সাম গায়তি" অর্থাৎ ঋক্ আশ্রয়ে সামগান করিবে। "পাকযজ্ঞবৎ"—যেমন পাকযজ্ঞে লাজ, ধান্য, তণ্ডুল প্রভৃতি দ্রব্য যে তাহার সাধনস্বরূপ, তাহা বিশেষ বচন অনুসারে নিরূপিত হয় এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

তত্রাবিপ্রতিষিদ্ধো দ্রব্যান্তরে ব্যতিরেকঃ প্রদেশশ্চ ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ। "তত্র"—তাহা হইলে, "দ্রব্যান্তরে"—অন্য ঋক্‌দ্রব্যে, "প্রদেশঃ"—অতিদেশ, "ব্যতিরেকঃ চ"—এবং ব্যতিরেক অর্থাৎ অন্য ঋকের অভাব, "অবিপ্রতিষিদ্ধঃ"—বিরুদ্ধ নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। সাম যে ঋক্‌দ্রব্যাশ্রিত প্রধান কর্ম্ম, এরূপ হইলে, যে সাম যে ঋকে আশ্রিত, যে ঋকে গেয় বলিয়া উৎপত্তিবাক্যবোধিত তাহার ত অন্যথা হইতে পারে না, যেহেতু তাহা হইলে সেই ঋক্-আশ্রিত সেই সামজন্য যে অপূর্ব্ব নিয়মবিধিলব্ধ তাহা রহিত হইয়া যায়। সুতরাং এরূপ হইলে "কবতীষু রথন্তরং গায়তি" ইত্যাদি অতিদেশ কিরূপে সম্ভব হয় ? ইহার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—সাম যখন ঋক্‌দ্রব্যাশ্রিত প্রধান কর্ম্ম, তখন অতিদেশ স্থলে উৎপত্তিসিদ্ধ ঋকের ব্যতিরেক হইতে কোন বাধা নাই। যে

হেতু তাদৃশ স্থলে সামান্তবিশেষ ন্যায় অনুসারে, সেই সেই বিশেষ বিধি দ্বারা সামান্ততঃ প্রাপ্ত উৎপত্তিসিদ্ধ ঋকৃদ্রব্য বাধিত হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

শব্দার্থত্বাত্তু নৈবং স্যাৎ ॥ ৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "শব্দার্থত্বাৎ"—ঋগর্থতা অর্থাৎ ঋকের সংস্কার-সাধনরূপ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে বলিয়া, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "এবং ন স্যাৎ"—এরূপ হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"নৈবং স্যাৎ"—গানাত্মক সাম প্রধান কর্ম্ম হইতে পারে না, কিন্তু উহা ঋকৃসংস্কারাত্মক গুণকর্ম্মই হইবে। কারণ, "শব্দার্থত্বাৎ"—সাম গানাত্মক বলিয়া তাহা দ্বারা ঋগ্ বর্ণের সংস্কার—ঋকৃস্থিত বর্ণের অভিব্যক্তি সাধিত হয়; ইহাই উহার দৃষ্ট ফল। উহাকে প্রধান কর্ম্ম বলিলে এই দৃষ্ট ফল পরিত্যাগ করিয়া কেবল অদৃষ্টার্থকতা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

পরার্থত্বাচ্চ শব্দানাম্ ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। "পরার্থত্বাৎ চ"—পরার্থতা আছে বলিয়াও, "শব্দানাম্"—ঋকৃসকলের।

ভাষ্যভাবার্থ। সাম যে ঋকের প্রতি গুণভূত, তাহার আরও কারণ এই যে, ঋক্ সকল স্তুত্যর্থক; কারণ "আজ্যৈঃ স্তুবতে", "পৃষ্ঠৈঃ স্তুবতে" ইত্যাদি বাক্যে স্তুতিই অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু সামকে প্রধানকর্ম্ম বলিলে ঋকৃকে সেই সামার্থক বলিতে হয়। আর তাহা হইলে ঋকের স্তুত্যর্থতা ব্যাহত হইয়া পড়ে। কিন্তু সামকে গুণকর্ম্ম বলিলে সামের দ্বারা ঋকের সংস্কার হয়; আর সেই সাম-সংস্কৃত ঋকে স্তুতি সাধিত হয়; তাহাতেই অপূর্ব্ব হইয়া থাকে।

অসম্বন্ধশ্চ কর্ম্মণা শব্দয়োঃ পৃথগর্থত্বাৎ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। "অসম্বদ্ধঃ"—অসম্বদ্ধ হয়, "চ"—যেহেতু, "কর্ম্মণা"—স্তোত্র কর্ম্মের সহিত, "শব্দয়োঃ পৃথগর্থত্বাৎ"—শব্দ দুইটি বিভিন্নার্থক হইতেছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সাম যে প্রধান কর্ম্ম হইতে পারে না, তাহার আরও হেতু এই যে, "রথন্তরং পৃষ্ঠং ভবতি" অর্থাৎ 'পৃষ্ঠ'নামক স্তোত্র 'রথন্তর'নামক সামগুণযুক্ত হইবে, এই প্রকার বাক্যনিচয়ে যে 'পৃষ্ঠ' প্রভৃতি নামক স্তোত্র এবং 'রথন্তর' প্রভৃতি নামক সামের অভেদান্বয় বোধিত হইতেছে, তাহা বাধিত হইয়া পড়ে। কারণ, "শব্দয়োঃ পৃথগর্থত্বাৎ"—রথন্তর এবং পৃষ্ঠ প্রভৃতি শব্দ বিভিন্নার্থক হইতেছে। যেহেতু রথন্তর বলিতে গীতি বুঝাইবে। আর পূর্ব্বপক্ষীর মতানুসারে তাহা স্তোত্রের উপকারক হইতে পারে না। কারণ, সাম প্রধান কর্ম্ম; আর স্তোত্র তাহার সাধন বা অঙ্গ হইতেছে। এইরূপে উভয়ে ভিন্নার্থক বলিয়া উহাদের সামানাধিকরণ্য হয় না। আর তাহা না হইলে "কর্ম্মণা অসম্বন্ধঃ চ"—স্তোত্ররূপ কর্ম্মের সহিত সামের সম্বন্ধ অর্থাৎ একপ্রয়োজননির্ব্বাহকত্ব হইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে সামকে গুণকর্ম্ম বলিলে উভয়ের সামানাধিকরণ্য সম্ভব হয় বলিয়া, সেই রথন্তরনামক সামরূপ গুণের দ্বারা সংস্কৃত যে পৃষ্ঠনামক স্তোত্র তাহার বিধান অবাধিত থাকে।

সংস্কারশ্চাপ্রকরণেঽগ্নিবৎ স্যাৎ প্রযুক্তত্বাৎ ॥ ৯ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অপ্রকরণে"—কর্ম্ম প্রকরণের বাহিরে (অধ্যয়নকালে), "প্রযুক্তত্বাৎ"—প্রযুক্ত হয় বলিয়া, "সংস্কারঃ স্যাৎ"—ঋকের সংস্কার হইবে, "অগ্নিবৎ"—আধানসিদ্ধ অগ্নির ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন,—সামের দ্বারা ঋকের সংস্কারই যদি কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে তাহা কর্ম্মকালে করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ, যে অগ্নিতে যজ্ঞ করা হয়, তাহা যেমন যজ্ঞের বাহিরে, যজ্ঞের পূর্ব্বে স্বতন্ত্রভাবে আধানরূপ স্বতন্ত্র একটি কর্ম্মের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া থাকে বলিয়া কর্ম্মকালে যত বার কর্ম্ম করা হইবে ততবার আর তাহার সংস্কার করিতে হয় না, সেইরূপ স্বাধ্যায় কালে যে সাম গৃহীত হয় তদ্দ্বারা ঋগাত্মক স্তোত্র সংস্কৃত হইয়া যায় বলিয়া জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মমধ্যে পুনরায় সামের সংস্কার আবশ্যক হয় না। কাজেই কর্ম্মকালে সামের ঋক্‌সংস্কারর্থতা না থাকায় উভয়ের একার্থতা হইতেছে না বলিয়া যে আপত্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সঙ্গত নহে। ইতি আশঙ্কা।

অকার্য্যত্বাচ্চ শব্দানামপ্রয়োগঃ প্রতীয়েত ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ। "অকার্য্যত্বাৎ"—যদি অকার্য্য অর্থাৎ অনুৎপাদ্য হইত তাহা হইলে, "চ"—আশঙ্কাব্যাবর্ত্তক, "শব্দানাম্ অপ্রয়োগঃ প্রতীয়েত"—ঋক্‌সকলের অপ্রয়োগ হইত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বোক্ত আপত্তির পরিহার করে বলিতেছেন,—জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের মধ্যে সামের ঋক্‌সংস্কারার্থতা স্বীকার না করিলে চলিত যদি আধানসিদ্ধ অগ্নি যেমন সেই সেই কর্ম্মের কালেও বিদ্যমান থাকে সেই সংস্কৃত ঋক্ও সেইভাবে সামসংস্কৃত অবস্থায় বরাবর থাকিয়া যাইত। কিন্তু তাহা যখন হয় না, কারণ, শব্দাত্মক ঋক্ উচ্চারণকালেই সামের দ্বারা সংস্কৃত হয়; পরক্ষণেই ধ্বংস্যাত্মক সামের বিনাশে সেই সংস্কারেরও বিনাশ হইয়া যায়, তখন কর্ম্মকালে সামের দ্বারা ঋকের সংস্কার না করিলে কিরূপে শাস্ত্রার্থ অনুষ্ঠিত হয়? অতএব কর্ম্মকালে অবশ্যই সামের দ্বারা স্তোত্রাত্মক ঋকের সংস্কার করিতে হয়। আর সাম সংস্কারার্থক গুণকর্ম্ম না হইলে তাহা সম্ভব হয় না। ইতি আশঙ্কানিরাস।

আশ্রিতত্বাচ্চ ॥ ১১ ॥

অক্ষরার্থ। "আশ্রিতত্বাৎ চ"—তখন আশ্রিত অর্থাৎ ঔদুম্বরী-স্পর্শাশ্রিত বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। কর্ম্মকালে যে সামগান করিতে হয় এবং তদ্দ্বারা স্তোত্রের সংস্কার সাধিত হয় তাহার আরও হেতু এই যে, "ঔদুম্বরীং স্পৃষ্ট্বা অনপাশ্রিতঃ উদ্‌গাতা উদ্‌গায়েৎ" অর্থাৎ "উদ্‌গাতা ঔদুম্বরী নামক স্থূণা স্পর্শ করিয়া তাহা পরিত্যাগ না করিয়াই গান করিবে"—এই বাক্যে ঔদুম্বরী নামক স্থূণা (খুঁটি) স্পর্শ করিয়া গান করিতে বলা হইয়াছে। সুতরাং গান ঐ স্পর্শ আশ্রিত। অতএব তাহা কিরূপে কর্ম্মকালে অকর্ত্তব্য হইবে? আর কর্ম্মকালে তাহা কর্ত্তব্য হইলে তাহার সংস্কারার্থতা কিরূপে অপলাপ করা সম্ভব হয়।

প্রযুজ্যতে ইতি চেৎ ॥ ১২ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রযুজ্যতে"—কেন তবে প্রয়োগ করা হয়, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী প্রশ্ন করিতেছেন,—অধ্যয়নকালে তবে সামের প্রয়োগ করা হয় কেন ?—ইতি আশঙ্কা।

গ্রহণার্থং প্রযুজ্যেত ॥ ১৩ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "গ্রহণার্থং"—গ্রহণ অর্থাৎ আয়ত্ত করিবার জন্য, "প্রযুজ্যেত"—প্রয়োগ করা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। অধ্যয়নকালে যে সামের প্রয়োগ করা হয়, তাহার কারণ এই যে, ঐরূপ না করিলে পটুতা জন্মে না। আর তাহা না হইলে কর্ম্মকালে তাহা যথাযথ প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। এ কারণে, তখন আয়ত্ত করিবার জন্য প্রয়োগ করা হয়। অতএব সাম গুণকর্ম্ম। ইতি ২য় সামের ঋক্‌সংস্কার-কর্ম্মতাধিকরণ।

তৃচে স্যাচ্ছ্রুতিনির্দ্দেশাৎ ॥ ১৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তৃচে"—ঋক্‌ত্রয়াত্মক তৃচে, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ এক একটি সাম সমাপ্ত হইবে, "শ্রুতিনির্দ্দেশাৎ"—শ্রুতিনির্দ্দেশ অনুসারে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "একং সাম তৃচে ক্রিয়তে" অর্থাৎ তিনটি ঋকের সমষ্টিরূপ যে 'তৃচ' তাহাতে এক একটি সাম হইবে। ইহাতে সংশয় এই যে, একটি সাম কি তিনটি ঋকে সমাপ্ত হইবে সুতরাং এক একটি ঋকে তাহা আংশিকভাবে গেয় হইবে অথবা তাহা এক একটি ঋকেই সমাপ্ত হইয়া তিনটি ঋকে তিনবার আবর্ত্তনীয় হইবে ? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—"তৃচে স্যাৎ"—একটি সাম তিনটি ঋকে সমাপ্ত হইবে ; সুতরাং প্রত্যেক ঋকে তাহা ব্যাসজ্যভাবে—আংশিক ভাবে কর্ত্তব্য হইবে। কারণ, "শ্রুতিনির্দ্দেশাৎ"—শ্রুতিমধ্যে "তৃচে ক্রিয়তে" এস্থলে 'তৃচ' পদান্তর্গত ত্রিশব্দরূপ অভিধাত্রী শ্রুতি দ্বারা তাহাই বোধিত হইতেছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

শব্দার্থত্বাদ্ বিকারস্য ॥ ১৫ ॥

অক্ষরার্থ। "বিকারস্য শব্দার্থত্বাৎ"—বিকার অর্থাৎ সাম ঋগাত্মক শব্দের জন্য বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বপক্ষে আরও হেতু দেখাইতেছেন,—"শব্দার্থত্বাৎ বিকারস্ত"—সাম যখন ঋকের গুণভূত এবং সামের দ্বারা যখন ঋকের অক্ষরের বিকার হয় তখন সেই বিকার যত কম হয় ততই ভাল। আর প্রত্যেক তিনটি ঋকে সাম সমাপ্ত অর্থাৎ পূর্ণ হইলে ঋকের যতগুলি অক্ষরের বিকার হয় এক একটি ঋকে সমাপ্ত করিলে তদপেক্ষা অধিক অক্ষরের বিকার হইয়া থাকে। এ কারণে তিনটি ঋকেই একটি সাম পূর্ণ অর্থাৎ সমাপ্ত করা উচিত।

দর্শয়তি চ ॥ ১৬ ॥

অক্ষরার্থ। "দর্শয়তি চ"—শ্রৌত অর্থবাদও তাহাই দেখাইয়া দিতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষী আরও যুক্তি বলিতেছেন,—তিনটি ঋকেই যে একটি সাম সমাপনীয় তাহা "ঋক্সামৌ বাব মিথুনীসম্ভবামেতি। সোঽব্রবীৎ ন বৈ ত্বং মমালমসি জায়ার্থে বেদো মম মহিমেতি। তে দ্বে ভূত্বা উচতুঃ। সোঽব্রবীৎ। ন যুবাং মমালং স্থো জায়ার্থে বেদো মম মহিমেতি। তাস্তিস্রো ভূত্বা উচুঃ। মিথুনীসম্ভবামেতি। সোঽব্রবীৎ সম্ভবামেতি। তস্মাদেকং সাম তৃচে ক্রিয়তে স্তোত্রীয় মিতি।" ভাবার্থ এই যে—একটি ঋক্ সামকে বলিল এস আমরা মিথুন হই। তাহাতে সাম বলিল—আমার মহিমা বেদ অতি উচ্চ; তুমি একলা আমার জায়া হইলে যথেষ্ট হইবে না। তাহার পর দুইটি ঋক্ সামকে ঐরূপ বলিল। তাহাতে সাম বলিল—তোমরা দুজনে জায়া হইলেও আমার যথেষ্ট হইবে না। তখন তিনটি ঋক্ মিলিত হইয়া সামকে ঐকথা বলিল। তখন সাম স্বীকার পাইল। অতএব তিনটি ঋকে একটি সাম করিবে—তাহা স্তোত্র হইবে"—ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ, উক্ত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, তিনটি ঋক্ একটি সামের জায়াস্বরূপ। সুতরাং একটি সাম একটি ঋকে সন্তুষ্ট না হওয়ায় পর্য্যাপ্ত নহে। একারণে একটি সাম তিনটি ঋকে ব্যাসক্ত বলিয়া এক একটি ঋকে তাহার সমাপ্তি হইতে পারে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

বাক্যানাং তু বিভক্তত্বাৎ প্রতিশব্দং সমাপ্তিঃ স্যাৎ সংস্কারস্ত তদর্থত্বাৎ ॥ ১৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বাক্যানাং"—বাক্যসকল, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক,

"বিভক্তত্বাৎ"—বিভক্ত বলিয়া, "প্রতিশব্দং"—প্রত্যেকটি ঋকে, "সমাপ্তিঃ স্যাৎ"—সামের সমাপ্তি হইবে, "সংস্কারস্ত তদর্থত্বাৎ"—কারণ, সাম দ্বারা যে সংস্কার সাধিত হয় স্তুতিভাবনার উপকার করাই তাহার প্রয়োজন।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী নিজ বক্তব্য সমাপ্ত করিলে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—"প্রতিশব্দং সমাপ্তিঃ স্যাৎ"—প্রত্যেকটি ঋকে সাম সমাপ্ত হইবে। কারণ, "বাক্যানাং বিভক্তত্বাৎ"—স্তুতিসম্পাদন করাই সমগ্র সামের প্রধান প্রয়োজন। যেহেতু "আজ্যৈঃ স্তুবতে, পৃষ্ঠৈঃ স্তুবতে" ইত্যাদি বাক্যে সমগ্র সামের স্তুতিনিষ্পাদকত্ব বিহিত হইয়াছে। আর স্তুতি বলিতে যখন গুণকীর্ত্তন বুঝায় এবং সেই গুণকীর্ত্তন যখন এক একটি বাক্যে সমাপ্ত হইয়া যায়, তখন এক একটি ঋকেই সমগ্র সামের সমাপ্তি হওয়া উচিত। কারণ, প্রত্যেকটি ঋক্ এক একটি বিভক্ত বাক্য বলিয়া একটি তৃচে তিনটি বাক্য রহিয়াছে। যদি বলা হয়, ইহাতে সামের দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হয়? তদুত্তরে বক্তব্য "সংস্কারস্ত তদর্থত্বাৎ"—অবঘাতাদির দ্বারা ব্রীহি প্রভৃতিতে যেমন দৃষ্ট দ্বারা অদৃষ্ট উপকার সাধিত, সেইরূপ সামের দ্বারাও ঋক্‌সংকাররূপ দৃষ্ট ফলদ্বারা স্তুতিভাবনার অদৃষ্ট উপকার সাধিত হয়। সুতরাং সমগ্র সামের দ্বারাই সেই উপকার সাধিত হয় বলিয়া এবং এক একটি ঋকে স্তুতি পরিসমাপ্ত বলিয়া তিনটি ঋকে একটি সাম সমাপ্ত করিলে সেই উপকার সম্পন্ন হয় না। অতএব প্রত্যেকটি ঋকেই সাম সমাপ্ত হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

তথা চান্যার্থদর্শনম্ ॥ ১৮ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "অন্যার্থদর্শনং চ"—অন্যার্থদর্শনও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রত্যেকটি ঋকেই যে সাম সমাপ্ত হইবে, তাহা "অষ্টাক্ষরেণ প্রথমায়ামৃচি প্রস্তৌতি দ্ব্যক্ষরেণ উত্তরয়োঃ" ইত্যাদি শ্রুতির অন্যার্থ-দর্শন হইতেও সিদ্ধ হয়। কারণ, ইহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রথম ঋকে আটটি অক্ষরে 'প্রস্তাব' হইবে, আর দ্বিতীয় ঋকে দুইটি ঋকে 'প্রস্তাব' হইবে। সামের যে সাতটি ভক্তি অর্থাৎ ভাগ বা অংশ আছে তাহার প্রথমটির নাম 'প্রস্তাব'। প্রত্যেক ঋকে যদি এক একটি সাম সমাপ্ত না হয় তাহা হইলে একটি সামের

ঐ যে দুইবার দুই রকমে প্রস্তাবের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ, বাদীর মতে ঋকৃত্রয়াত্মক একটি তৃচে যখন একটিমাত্র সাম তখন তাহাতে সেই সামের যে অংশবিশেষ 'প্রস্তাব' তাহা একাধিকবার হইতেই পারে না বলিয়া ঐ প্রকার উল্লেখ অসঙ্গত হয়। অতএব এক একটি ঋকে এক একটি সাম সমাপ্য। 'অর্দ্ধর্চ্চ' প্রগীতে একটি পূর্ণঋকে, 'পাদপ্রগীতে' ঋকের একটি চরণেই বাক্য সমাপ্ত হয় বলিয়া তাহাতেই সাম সমাপ্য।

অনবানোপদেশশ্চ তদ্বৎ ॥ ১৯ ॥

অক্ষরার্থ। "অনবানোপদেশঃ চ"—অনবানোপদেশও, "তদ্বৎ" —ঐরূপে সঙ্গত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রত্যেকটি ঋকেই যে সাম সমাপ্ত হইবে, তাহার আরও হেতু এই যে, শ্রুতিমধ্যে "অনবানং গায়তি" অর্থাৎ "নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া গান করিবে" এই প্রকার যে উপদেশ আছে তাহা এই পক্ষেই সঙ্গত হয়। কারণ, গীতিসহকারে তিনটি ঋক্ উচ্চারণ করিতে যে সময় যায়, ততক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকা যায় না। আর স্বাধ্যায়কালে যে এক একটি ঋকে সাম সমাপন করিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহাও সিদ্ধান্তের অনুকূল। কারণ, প্রয়োগকালে সুকরতার জন্যই ঐ রূপ করা হয়।

অভ্যাসেনেতরা শ্রুতিঃ ॥ ২০ ॥

অক্ষরার্থ। "অভ্যাসেন"—অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তি দ্বারা (চরিতার্থ হইবে), "ইতরা শ্রুতিঃ"—অপর শ্রুতিটি।

ভাষ্যভাবার্থ। আর যে পূর্ব্বপক্ষবাদী "একং সাম তৃচে ক্রিয়তে" এই বাক্যের "তৃচে" এই পদান্তর্গত ত্রিত্বসংখ্যার অন্বয়ানুপপত্তি দেখাইয়াছেন, তাহাও অকিঞ্চিৎকর; কারণ, সামের অভ্যাস অর্থাৎ তিনটি ঋকে তিন বার আবৃত্তি দ্বারা ঐ ত্রিত্বসংখ্যার অন্বয় উপপন্ন হয়। অতএব এক একটি ঋকে একটি সাম সমাপ্ত হইয়া 'তৃচে' তাহা তিন বার প্রয়োক্তব্য হইবে। ইতি ৩য় প্রত্যেক ঋকে সমপ্রসামের সমাপনীয়তাধিকরণ।

তদভ্যাসঃ সমাসু স্যাৎ ॥ ২১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তদভ্যাসঃ"—তাহার অর্থাৎ সেই সামের অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তি, "সমাসু স্যাৎ"—সমচ্ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্ সকলে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বাধিকরণে বলা হইল যে, তিনটি ঋকে একটি সাম হইবে। ইহাতে পুনরায় সংশয় এই যে, ঐ তিনটি ঋক কি সমচ্ছন্দস্ক, সমসংখ্যক অক্ষরবিশিষ্ট হইবে অথবা ঐগুলি বিষমচ্ছন্দস্ক অর্থাৎ বিষমসংখ্যক (অল্পসংখ্যক অথবা অধিকসংখ্যক) অক্ষরবিশিষ্ট হইলেও চলিবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন,—বিশেষনিশ্চায়ক কোন নিয়ম যখন নাই তখন উক্ত দুইপ্রকারই হইতে পারে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—"তদভ্যাসঃ সমাসু স্যাৎ"—সমচ্ছন্দস্ক অর্থাৎ সমানসংখ্যক অক্ষরবিশিষ্ট তিনটি ঋকেই ঐ প্রকার অভ্যাস অর্থাৎ একটি সামের আবৃত্তি হইবে। কারণ, তাহা না হইলে 'সংশর' এবং 'বিলেশ' হইয়া পড়িবে। 'সংশর' অর্থ লোপ এবং 'বিলেশ' অর্থ অল্পীভাব। যেখানে যোনিভূত অর্থাৎ প্রথম ঋকটি অধিক অক্ষরবিশিষ্ট, সেখানে যদি উত্তর (পরবর্ত্তী) ঋক্ দুইটি অল্পাক্ষর হয় তাহা হইলে সেখানে প্রথম ঋকে যে সাম হইয়াছিল শেষের দুইটি ঋকে অক্ষর অল্প হওয়ায় সেই সামের খানিকটা নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে বলিয়া তাহার লোপ করিতে হয়। এইভাবে 'সংশর' দোষ হইয়া থাকে। আবার যদি প্রথম ঋকটি অল্পাক্ষর হয় এবং শেষ দুইটি অধিক অক্ষরবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রথম ঋকে যে সাম হইয়াছিল, তাহা অল্প হওয়ায় শেষ দুইটি ঋকে সেই সাম সমগ্রভাবে ব্যাপ্ত হয় না বলিয়া তাহাদের কিয়দংশ সামরহিত হইয়া পড়ে। এই ভাবে 'বিলেশ' দোষ হইয়া পড়ে। কাজেই এই দুইটি দোষ পরিহার করিতে হইলে তিনটি সমচ্ছন্দস্ক ঋকেই সাম কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ২২ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। সমচ্ছন্দস্ক ঋক্‌ত্রয়েই যে সাম কর্ত্তব্য, তাহা "স্থাল্যাং শক্ত্বধীয়তে সম্ভবতীত্যাহঃ। যদ্ বৃহদ্ গায়ত্রীষু ক্রিয়তে ঋক্ তেনানুরুজতি ন

চান্দ্যাং সম্ভবতি" এই শ্রুতিবাক্যের জ্ঞাপকতা অনুসারে সিদ্ধ হয়। কারণ, উহাতে বলা হইয়াছে এই যে, অধিকাক্ষর বিশিষ্ট 'বৃহৎ' যদি অল্পাক্ষর বিশিষ্ট গায়ত্রীতে করা হয় তাহা হইলে তাহা ক্ষুণ্ণ অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব বিষমাক্ষর সম্বন্ধে এই প্রকার নিন্দা থাকায় ইহাই অবধারিত হয় যে, সমচ্ছন্দস্ক ঋকেই সাম কর্ত্তব্য। ইতি ৪র্থ সমচ্ছন্দস্ক ঋক্‌ত্রয়েই গানাধিকরণ।

নৈমিত্তিকং তূত্তরাত্বমানন্তর্য্যাৎ প্রতীয়েত ॥ ২৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "উত্তরাত্বম্"—উত্তরা এই পদটি, "নৈমিত্তিকং"—সংজ্ঞানিমিত্তক বলিয়া, "প্রতীয়েত"—প্রতীত হইবে, "তু"—অধিকরণান্তর-সূচক, "আনন্তর্য্যাৎ"—সম্বন্ধিসাপেক্ষত্বাভাবরূপ আনন্তর্য্য অর্থাৎ অব্যবধানে অর্থের উপস্থিতিরূপ আনন্তর্য্য হয় বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। "ঋচি সাম গীয়তে" এই শ্রুতিবচন অনুসারে সাম ঋগাশ্রিত অর্থাৎ সাম ঋকে গীত হয়। সব ঋকেই যে সাম হয় তাহা নহে। যে সমস্ত ঋকে সাম হয় সেই ঋক্‌গুলি দুই খানি গ্রন্থে সংগৃহীত আছে। সেই দুই খানি গ্রন্থের নাম 'ছন্দঃ' এবং 'উত্তরা'। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এক একটি সাম এক একটি তৃচে কর্ত্তব্য। আর 'তৃচ' বলিতে যে তিনটি ঋকের সমষ্টি তাহাও বলা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছ যে, ঋক্‌ত্রয়াত্মক তৃচের যে প্রথম ঋক্ সেইটিকে 'যোনি' বলা হয়। আর অপর দুইটি ঋক্ 'উত্তরা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং 'উত্তরা' বলিতে 'যোনি' ঋকের পরবর্ত্তী দুইটি ঋক্‌কেও বুঝায় এবং 'উত্তরা' নামক গ্রন্থকেও বুঝায়।

এইরূপ হইলে পর শ্রুতিমধ্যে "রথন্তরমুত্তরয়োর্গায়তি," "যদ্‌যোন্যাং গায়তি তদুত্তরয়োর্গায়তি" অর্থাৎ "দুইটি উত্তরাতে রথন্তর গান করিতে হইবে, যোনিভূত ঋকে যে গান হইবে দুইটি উত্তরাতেও সেই গান হইবে" এইরূপ যে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাতে সংশয় এই যে, এখানে 'উত্তরা' বলিতে কি ছন্দোনামক গ্রন্থে সেই সেই সামের যোনিভূত যে একটি ঋক্ আছে তাহার পরবর্ত্তী দুইটি ঋক্ বুঝিতে হইবে অথবা 'উত্তরা' শব্দে এখানে উত্তরানামক গ্রন্থে সেই সেই সামের যে ঋক্‌ত্রয়াত্মক 'তৃচ' আছে তাহার যোনিভূত ঋকের পরবর্ত্তী ঋক্ দুইটি পঠিত হইবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন,—এস্থলে যখন বিশেষত্ব নিয়ামক কোন লিঙ্গাদি নাই তখন ইচ্ছানুসারে বিকল্পিত ভাবে দুইটিই গ্রহণীয় হইতে পারে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"নৈমিত্তিকং তূত্তরাত্বম্"—এস্থলে 'উত্তরা' বলিতে উত্তরানামক গ্রন্থই বোদ্ধব্য। কারণ, উক্ত গ্রন্থেই উহা রূঢ়; আর যাহা রূঢ় অর্থ তাহা "আনন্তর্য্যাৎ প্রতীয়েত"—অব্যবধানেই, কোন সম্বন্ধী পদের অপেক্ষা বিনাই প্রতীত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে 'উত্তরা' শব্দে যে যোনিভূত ঋকের পরবর্ত্তী দুইটি ঋক্ রূপ অর্থ প্রতীত হয়, তাহা সম্বন্ধিশব্দ বলিয়া পদান্তরসাপেক্ষ। একারণে, তাহাতে প্রথমে যোনিভূত ঋক্ বুদ্ধিস্থ হয়, তৎপরে তাহার সহিত উত্তরত্ব সম্বন্ধবিশিষ্ট অপর দুইটি ঋকের উপস্থিতি হইয়া থাকে বলিয়া উহা বিলম্বোপস্থিত—ঐরূপ অর্থ পূর্ব্বের ন্যায় ঝটিতি বুদ্ধিস্থ হয় না কিন্তু বিলম্বেই গৃহীত হইয়া থাকে। একারণে, 'উত্তরা' বলিতে উত্তরাগ্রন্থপঠিত দুইটি ঋক্‌গৃহীত হইবে না।

ঐকার্থ্যাচ্চ তদভ্যাসঃ ॥ ২৪ ॥

অক্ষরার্থ। "ঐকার্থ্যাৎ"—একার্থতাহেতু, "তদভ্যাসঃ চ"—তাহার অর্থাৎ সেই সামের অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তিও হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। 'উত্তরা' শব্দে যে এখানে উত্তরানামক সামগ্রন্থই গ্রহীতব্য, তাহার আরও হেতু এই যে, উত্তরা গ্রন্থে পঠিত ঋকেই সামের অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তি বা একাধিকবার পাঠ করিবার নিয়ম। আর এক একটি সাম তিনটি ঋকে তিন তিনবার কর্ত্তব্য হয় বলিয়া এবং উত্তরাগ্রন্থে ঋক্‌ত্রয়াত্মক 'তৃচ' সকল নিবদ্ধ আছে বলিয়া তাহাতে সামের যোনিভূত ঋক্ এবং অপর দুইটি সমচ্ছন্দস্ক ঋক্ পাওয়া যায়। ইহাতে সামের সমচ্ছন্দস্কত্ব অব্যাহত থাকে। পক্ষান্তরে যোনিগ্রন্থে যে সমস্ত ঋক্ পঠিত থাকে, সে গুলি সবই ভিন্ন ভিন্ন সামের যোনিস্বরূপ বলিয়া বিষমচ্ছন্দস্কই হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে একটি সাম তিন রকমের ছন্দে নিবদ্ধ তিনটি ঋকে গীত হয়। ইহাতে একার্থতা ব্যাহত হয়। অতএব "উত্তরয়ো গায়তি" এস্থলে 'উত্তরা' বলিতে উত্তরানামক গ্রন্থে পঠিত দুইটি ঋক্‌ই গ্রহীতব্য। ইতি ৫ম "উত্তরয়োর্গায়তি" এস্থলে উত্তরানামক গ্রন্থে পঠিত ঋক্‌দ্বয়েরই গ্রহণাধিকরণ। ইতি প্রথম বর্ণক।

অথবা,—পূর্ব্বোক্ত চারিটি সূত্রে একটি অধিকরণ হইবে। তন্মধ্যে প্রথম দুইটি সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ এবং অপর দুইটি সূত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। দ্বাদশাহ নামক যে যজ্ঞ আছে, তাহাতে চতুর্থ দিবসে 'ত্রৈশোক' নামক সাম বিহিত

হইয়াছে। এই যে ত্রৈশোক সাম ইহা অতিজগতীচ্ছন্দে উৎপন্ন অর্থাৎ অতিজগতীচ্ছন্দে নিবদ্ধ যে ঋক্ তাহাই উহার যোনিভূত। কিন্তু যে তৃচে ঐ যোনিভূত ঋক্‌টি আছে তাহার শেষ দুইটি ঋক্ বৃহতীচ্ছন্দস্ক। এই জন্য এ স্থলে সংশয় এই যে, সামের যোনিভূত ঐ অতিজগতীচ্ছন্দস্ক ঋকের অনুরোধে কি স্থলান্তর হইতে তাদৃশ অতিজগতীচ্ছন্দস্ক অপর দুইটি ঋক্ আনিয়া ঐ ত্রৈশোক সামের আবৃত্তি করিতে হইবে অথবা ঐ বিষমচ্ছন্দস্ক অতিজগতী এবং বৃহতীচ্ছন্দস্ক ঋক্‌ত্রয়েই সামের অভ্যাস হইবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন,—"তদভ্যাসঃ সমাসু স্যাৎ"—'সংশয়' এবং 'বিলেশ' দোষ পরিহারের জন্য সমচ্ছন্দস্ক ঋকেই একটি সামের অভ্যাস হওয়া উচিত। আর তাহা হইলে স্থলান্তর হইতে অতি-জগতীচ্ছন্দস্ক দুইটি ঋক্ না আনিলে উপায় নাই। আরও, "লিঙ্গদর্শনাচ্চ"—উক্ত ত্রৈশোক সাম সম্বন্ধে শ্রুতিমধ্যে যে বলা হইয়াছে, "অতিজগতীষু স্তবতি" অর্থাৎ বহু অতিজগতীচ্ছন্দে উক্ত স্তুতি হইবে, স্থলান্তর হইতে দুইটি অতি-জগতীচ্ছন্দস্ক ঋক্ না আনিলে "অতিজগতীষু" এই স্থলে যে বহুবচন আছে, তাহা সঙ্গত হয় না। অতএব উক্ত বহুবচনরূপ লিঙ্গদর্শন হইতেও সিদ্ধ হয় যে, স্থলান্তর হইতে দুইটি অতিজগতীচ্ছন্দস্ক ঋক্ আনিয়া তাহাতে উক্ত ত্রৈশোক সামের আবৃত্তি হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—"নৈমিত্তিকং তূত্তরাত্বম্ আনন্তর্য্যাৎ প্রতীয়েত"—এ স্থলে উত্তরানামক গ্রন্থে পঠিত বৃহতী ঋক্ দুইটিই গ্রহণীয় হইবে। কারণ, গ্রন্থবিশেষ অর্থে 'উত্তরা' শব্দটি সংজ্ঞানিমিত্তক রূঢ়িসিদ্ধ বলিয়া সেই অর্থই সর্ব্বাগ্রে অব্যবধানে উপস্থিত হয়। "ঐকার্থ্যাচ্চ"—ইহাদের একার্থতা ও রহিয়াছে। কারণ, ঐ তিনটি ঋকের যে তৃচ তাহা সমানদেবতাযুক্ত। এবং উহারা সকলেই ক্রত্বর্থ বলিয়া যাহা উত্তরাগ্রন্থে পঠিত তাহাও ক্রত্বর্থ; তাহাকে যদি পরিত্যাগ করা হয় তাহা হইলে তাহার আনর্থক্য প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। একারণে বৃহতীদ্বয় রূপ উত্তরাতেই ত্রৈশোক সাম গেয়। আর ইহাতে যে সামের বিষমচ্ছন্দস্কতার আপত্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অকিঞ্চিৎকর। কারণ, সামের সমচ্ছন্দস্কাশ্রিতত্ব ন্যায়মূলক অর্থাৎ যুক্তিলব্ধ; কিন্তু বিষমচ্ছন্দস্ক বৃহতী ঋক্ দুইটি এখানে শ্রুতিমূলক; আর যুক্তি অপেক্ষা শ্রুতিই প্রবল বলিয়া এ স্থলে শ্রুতি অনুসারে অতিজগতীরূপ যোনি এবং বৃহতীদ্বয় রূপ উত্তরাতেই 'ত্রৈশোক'সাম গেয় হইবে। আর যে অতিজগতীর বহুত্ববোধক লিঙ্গ উপস্থাপিত হইয়াছিল, তদুত্তরে বক্তব্য "তদভ্যাসঃ"—শ্রুতিমধ্যে বলা হইয়াছে, "একবিংশঃ ষোড়শী।" ষোড়শী-যাগে সামের একবিংশত্ব সম্পাদন করিতে গেলে সাতবার করিয়া এক একটি

সামের অভ্যাস হয়। আর তাহা হইলে অতিজগতীও সাতবার অভ্যস্ত হয় বলিয়া তাহার বহুত্বের কোনও অসামঞ্জস্য থাকে না। অতএব বৃহতীরূপ উত্তরাতেই ত্রৈশোক সাম গেয়। ইতি ২য় বর্ণক। ইতি অভ্যস্যমান অতি-জগতীতে ত্রিশোক সাম গানাধিকরণ।

প্রাগাথিকং তু ॥ ২৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রাগাথিকং"—প্রাগাথিক করিয়া (প্রগ্রথন করিয়া গান করিতে হইবে), "তু"—অধিকরণান্তর সূচক।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "বৃহৎ পৃষ্ঠং ভবতি রথন্তরং পৃষ্ঠং ভবতি" অর্থাৎ বৃহৎ এবং রথন্তর নামক সাম পৃষ্ঠ স্তোত্র হইবে। ইহাদের মধ্যে রথন্তরের 'যোনি' হইতেছে বৃহতী; কিন্তু উহার 'উত্তরা' পংক্তি। এইরূপ 'বৃহৎ' সামের 'যোনি' বৃহতী; কিন্তু উহার 'উত্তরা' পংক্তি। শ্রুতি বলিতেছেন "ন বৈ বৃহদ্রথন্তরমেকচ্ছন্দো যত্তয়োঃ পূর্ব্বা বৃহতী ককুভাবুত্তরে"। ইহার ভাবার্থ এইরূপ ;—বামদেব্য প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ যে সমস্ত সাম আছে, তাহাদের আশ্রয়ীভূত তৃচে একচ্ছন্দস্ক তিনটি করিয়া ঋক্ থাকে ; একচ্ছন্দস্ক ঋক্ত্রয়েই তাহাদের গান করিতে হয় ; কারণ, তাহা না করিলে 'সংশয়' এবং 'বিলেশ' দোষ হইয়া থাকে। কিন্তু 'বৃহৎ' এবং 'রথন্তর' নামক সামদ্বয় ঐ বিশেষ বচনবলে বিষমচ্ছন্দস্ক ঋকেই গেয়। 'রথন্তর' এবং 'বৃহৎ' সামের আশ্রয়ভূত 'তৃচ' উত্তরাগ্রন্থে পঠিত হয় নাই। কিন্তু তথায় 'প্রগাথ' পঠিত আছে। আর সেই যে প্রগাথ তাহা দুইটি ঋকে নিষ্পন্ন—প্রথমটি বৃহতীচ্ছন্দস্ক, আর দ্বিতীয়টি পংক্তিচ্ছন্দস্ক। একারণে, উহাকে তৃচ বলা যায় না। একারণে, এস্থলে সংশয় এই যে, শ্রুত্যর্থ সফল করিবার নিমিত্ত রথন্তরের উত্তরা যে পংক্তিচ্ছন্দস্ক ঋক্ তাহাকে সরাইয়া তাহার স্থানে কি দাশতয়ী হইতে (ঋক্ সংহিতা হইতে) দুইটি ককুপ্ ছন্দস্ক ঋক্ গ্রহণ করিতে হইবে অথবা তথায় প্রগ্রথন পূর্ব্বক সেই ঋক্ দুইটিকেই ককুভে পরিণত করিয়া গান করিতে হইবে ?

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন,—এরূপ স্থলে দাশতয়ী হইতে দুইটি ককুপ্ ছন্দস্ক ঋক্ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। কারণ, শ্রুতিমধ্যে যখন স্পষ্টই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে "ককুভৌ উত্তরে", তখন ঐরূপ করিলেই শ্রুত্যর্থ অনুষ্ঠিত হয় ; অন্যথা শ্রুত্যর্থ বাধিত হইয়া যায়। আরও এপক্ষে "একং সাম তৃচে ক্রিয়তে" এই নিয়মেরও মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। 'বৃহৎ' সাম সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"প্রাগাথিকং তু"—এ স্থলে প্রগ্রথন সহকারেই 'রথন্তর' এবং 'বৃহৎ' সাম গান করিতে হইবে। রথন্তরের আশ্রয়ভূত যে বৃহতী তাহাতে রথন্তর গান করিয়া তদনন্তর সেই ঋকের কেবলমাত্র চতুর্থ চরণটিকে লইয়া পরবর্ত্তী পংক্তিচ্ছন্দস্ক ঋক্‌টিকে দুইভাগ করিয়া তাহার পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত প্রগ্রথিত করিয়া (গাঁথিয়া) দিতে হইবে। তাহা হইলে সেই প্রগ্রথিত অংশটি 'ককুপ্' হইবে। আর তাহাতে পুনরায় রথন্তর গেয়। ইহা হইল অষ্টাবিংশতি অক্ষর যুক্ত দ্বিতীয় স্তোত্রীয়। এইরূপে ইহা হইল একটি ককুপ্। আর সেই ককুপের শেষ চরণটি সেই পংক্তির অবশিষ্ট উত্তরার্দ্ধের সহিত প্রগ্রথিত করিয়া দিতে হইবে। ইহা তৃতীয় স্তোত্রীয়। ইহা হইল দ্বিতীয় ককুপ্। এইরূপে প্রগ্রথন পূর্ব্বক রথন্তর গেয় হইবে। 'বৃহৎ' সামের বেলায়ও এইভাবে প্রগ্রথন কর্ত্তব্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

স্বে চ ॥ ২৬ ॥

অক্ষরার্থ। "স্বে চ"—স্বীয় ছন্দে গানও হইয়া থাকে

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী আরও বলিতেছেন—এইরূপে প্রগ্রথন করিলে স্বীয় ছন্দে গান হইয়া থাকে; আর তাহাতে উত্তরাপাঠ সমাদৃত হয়; অন্যথা দাশতয়ীগত ককুপ্ দুইটি গ্রহণ করিলে প্রকৃত হান এবং অপ্রকৃত গ্রহণ হইয়া থাকে। তাহা কিন্তু ন্যায্য নহে।

প্রগাথে চ ॥ ২৭ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রগাথে চ"—প্রগাথ শব্দের প্রয়োগও এ পক্ষে উপপন্ন হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। এই ভাবে প্রগ্রথন করিয়া যদি গান করা হয়, তবেই এ স্থলে যে 'প্রগাথ' শব্দের প্রয়োগ আছে তাহা সঙ্গত হয়। কারণ, প্রকর্ষ সহকারে যাহাতে গান হয় তাহারই নাম প্রগাথ। আর একই বর্ণের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া যে গান তাহাই প্রকর্ষ বা আধিক্য। অতএব ঐ প্রকর্ষ বা আধিক্য বোধক 'প্রগাথ' শব্দের অনুরোধও প্রগ্রথনপূর্ব্বক গানের হেতু।

লিঙ্গদর্শনাব্যতিরেকাচ্চ ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাব্যতিরেকাৎ চ"—লিঙ্গদর্শনের অব্যভিচারিতাহেতুও (প্রগ্রথন কর্ত্তব্য)।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে যে প্রগ্রথন পূর্ব্বক ককুপ্ সম্পাদন করিয়া গান কর্ত্তব্য, তাহা "এবা বৈ প্রতিষ্ঠিতা বৃহতী যা পুনঃপদা। তদ্ যৎ পাদং পুনরারভতে তস্মাদ্ বৎসো মাতরমভি হিঙ্করোতি" এই শ্রুতিবাক্যের 'পুনঃপদা' ইত্যাদি বাক্যের জ্ঞাপকতা হইতেও ইহা নিরূপিত হয়। কারণ, প্রগ্রথন না করিলে একই ছন্দের পুনঃপাদত্ব হইতে পারে না। ইতি ৬ষ্ঠ বৃহতী এবং পংক্তিতেই প্রগ্রথন সহকারে রথন্তরগানাধিকরণ। ইতি প্রথম বর্ণক।

অথবা ;—শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "রৌরব-যৌধাজয়ে বার্হতে তৃচে ভবতঃ"। ইহার অর্থ এইরূপ—'রৌরব' এবং 'যৌধাজয়' দুইটি সামের নাম। বৃহতীচ্ছন্দস্ক তৃচ ঐ দুইটির আশ্রয়। কিন্তু উত্তরাগ্রন্থে একটি 'প্রগাথ' ঐ দুইটি সামের আশ্রয়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই প্রগাথের প্রথম ঋকৃটি বৃহতী আর দ্বিতীয়টি 'বিষ্টারপংক্তি'। এ স্থলে সংশয় এই যে—তৃচের সমচ্ছন্দস্কতা রক্ষার জন্য কি অত্রত্য বিষ্টারপংক্তিকে সরাইয়া উক্ত দুইটি সামে দুইটি উত্তরা বৃহতীচ্ছন্দস্ক ঋক্ দাশতয়ী হইতে গ্রহণীয় অথবা এস্থলে প্রগথন পূর্ব্বক দুইটি বৃহতী উত্তরারূপে সম্পাদনীয়? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—সংশয়-বিলেশদোষপ্রসঙ্গ পরিহারের জন্য এস্থলে দাশতয়ীগত দুইটি বৃহতীর আগম করা উচিত।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"প্রাগাথিকং তু"—এস্থলে প্রগ্রথনপূর্ব্বক দুইটি উত্তরা বৃহতী সম্পাদনীয়। কারণ, "স্বে চ"—ইহাতে উত্তরা পাঠ সমাদৃত হয় বলিয়া স্বীয় ছন্দে গান হয়। আরও "প্রগাথে চ"—ইহাতে 'প্রগাথ' শব্দের প্রয়োগ সার্থক হয়। অপি চ "লিঙ্গদর্শনাব্যতিরেকাচ্চ"—ইহাতে শ্রুতিমধ্যে "ষষ্টি স্ত্রিষ্টুভো মাধ্যন্দিনং সবনং" এই বাক্যে যে ষষ্টিস্বরূপ লিঙ্গ দৃষ্ট হয়, তাহারও সার্থকতা থাকে। ইতি ৬ষ্ঠ বৃহতী এবং বিষ্টার পংক্তির প্রগ্রথনসহকারে রৌরব এবং যৌধাজয়সামদ্বয়ের গানাধিকরণ। ইতি ২য় বর্ণক।

অথবা ;—শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "শ্যাবাশ্বাঙ্গীগবে আনুষ্টুভে তৃচে ভবতঃ" অর্থাৎ 'শ্যাবাশ্ব' এবং 'আন্ধীগব' নামক দুইটি সাম অনুষ্টুপ্ ছন্দস্ক তৃচে (ঋকৃত্রয়ে) গেয়। ঐ দুইটি সামের যোনিভূত ঋক্ অনুষ্টুপ্ ছন্দস্ক বটে কিন্তু উহার উত্তরা ঋক্ দুইটি গায়ত্রীছন্দস্ক। অথচ 'সংশয়' এবং 'বিলেশ' দোষ পরিহার করিতে হইলে সমচ্ছন্দস্ক ঋকৃত্রয়েই ঐ দুইটি সাম গেয় হয়। একারণে এস্থলে সংশয় এই যে, এস্থলে কি দাশতয়ীগত দুইটি অনুষ্টুপ্ ছন্দস্ক ঋকের আগম করিয়া তৃচে ঐ দুইটি সাম গেয় অথবা পাদপ্রগ্রথন পূর্ব্বক উত্তরাদ্বয়ে অনুষ্টুপ্ত্ব করিয়া ঐ দুইটি সাম গাতব্য? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—'সমাসু

গানং কর্ত্তব্যম্' এই নিয়ম অনুসারে দুইটি অনুষ্টুপ্‌ছন্দস্ক ঋকের আগম করিয়া তদাশ্রয়ে ঐ দুইটি সাম গেয়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"প্রাগাথিকং তু"—পাদ প্রগ্রথন পূর্ব্বক অনুষ্টুপ্‌ত্বসম্পাদন করিয়াই ঐগুলি গেয়। কারণ; "স্বে চ," "প্রগাথে চ"—এইরূপ করিলে তবেই উঁহাদের উত্তরাপাঠ এবং প্রগাথসংজ্ঞা সার্থক হয়। আরও "লিঙ্গদর্শনাব্যতিরেকাচ্চ"—শ্রুতিমধ্যে "চতুর্বিংশতি জগত্যাম্" ইত্যাদি বাক্যে জগতীচ্ছন্দের যে চতুর্ব্বিংশতিত্বরূপ লিঙ্গ রহিয়াছে তাহা এই প্রগ্রথন পক্ষেই সঙ্গত হয়। অতএব 'শ্যাবাশ্ব' এবং 'আন্ধীগব' নামক সামদ্বয়ও পাদপ্রগ্রথনপূর্ব্বক গেয়। ইতি অনুষ্টুপ্ এবং গায়ত্রীর প্রগ্রথন পূর্ব্বক শ্যাবাশ্ব ও আন্ধীগব সামের গানাধিকরণ। ইতি ৩য় বর্ণক।

অথবা ;—শ্রুতিমধ্যে 'গবাময়ন' যাগের প্রকরণে "অভীবর্ত্তো ব্রহ্মসাম ভবতি" এই বাক্যে ব্রহ্মসাম বিহিত হইয়াছে। তথায় শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন "চতুঃশতমৈন্দ্রা বার্হতাঃ প্রগাথাঃ" অর্থাৎ ইন্দ্রদেবতা সম্বন্ধীয় একশত চারিটি প্রগাথ অর্থাৎ ঋক্‌যুগল হইবে, আর সে গুলি সব বৃহতীচ্ছন্দস্ক হইবে। সে স্থলে কি এক একটি সমগ্র ঋকের প্রগ্রথন পূর্ব্বক তৃচ নিষ্পাদন করিয়া 'অভীবর্ত্ত' নামক সাম গাতব্য অথবা পাদপ্রগ্রথনপূর্ব্বকই তাহা গেয় ?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন,—পাদ প্রগ্রথন করিলে ঋক্ অবিকৃত থাকে না, কিন্তু বিকৃতই হইয়া যায় ; অথচ "একং সাম তৃচে ক্রিয়তে" এই বচন হইতে জানা যায় যে, সম্ভব হইলে অবিকৃত তিনটি ঋকেই সাম গেয়। অতএব এস্থলে পাদপ্রগ্রথন কর্ত্তব্য নহে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"প্রাগাথিকং তু"—এস্থলে পাদ প্রগ্রথনপূর্ব্বকই 'অভীবর্ত্ত' সাম গেয়। কারণ, "স্বে চ, "প্রগাথে চ"—ইহাতে স্বীয় উত্তরাপাঠ সমাদৃত হয় এবং ইহার প্রগাথসংজ্ঞাও অন্বর্থ হয়। আর "লিঙ্গদর্শনাব্যতিরকাচ্চ"—শ্রুতিমধ্যে "অন্যা অন্যা ঋচো ভবন্তি" এই বাক্যে যে সামে ঋকের অন্যথাভাব হয় বলা হইয়াছে, তাহা পাদ প্রগ্রথন বিনা সঙ্গত হয় না ; কারণ, প্রগ্রথন করিলেই আসল ঋকের রূপান্তর ঘটে। অতএব অভীবর্ত্তসামও পাদপ্রগ্রথন পূর্ব্বকই গেয়। ইতি পাদপ্রগ্রথনপূর্ব্বক ব্রহ্মসামগানাধিকরণ। ইতি ৪র্থ বর্ণক। ইতি ৬ষ্ঠ অধিকরণ সমাপ্ত।

অর্থৈকত্বাদ্ বিকল্পঃ স্যাৎ ॥ ২৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অর্থৈকত্বাৎ"—প্রয়োজনের একরূপতা আছে বলিয়া, "বিকল্পঃ স্যাৎ"—বিকল্প হইবে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সামবেদে তলবকার প্রভৃতি শাখাভেদে সহস্র প্রকার গানপদ্ধতি আছে। সুতরাং ছন্দোগগণের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় যে ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরবিকার সহকারে স্বরস্তোভাদিরূপ গান পদ্ধতি আছে, সামগানে সে গুলির কি সমুচ্চয় করিতে হইবে অথবা সে গুলির বিকল্প হইবে? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—সবগুলিই যখন কর্ম্মপ্রয়োগ বিধির দ্বারা বোধিত, তখন সবগুলির সমুচ্চয়ই কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"অর্থৈকত্বাৎ বিকল্পঃ স্যাৎ"—গীতির স্বরূপ নিষ্পাদন করাই ঐ সমস্ত স্বরস্তোভাদিরূপ গান-পদ্ধতির প্রয়োজন। আর এক একটি উপায়ের দ্বারাই যখন তাহা সম্ভব তখন অপর গুলি অনাবশ্যক। কাজেই ঐ গুলির বিকল্পই হইবে। ইতি ৭ম গীতি সম্পাদক অক্ষরবিকারাদির বিকল্পাধিকরণ।

অর্থৈকত্বাদ্ বিকল্পঃ স্যাদৃক্সাময়োস্তদর্থত্বাৎ ॥ ৩০ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অর্থৈকত্বাৎ"—প্রয়োজনের একরূপতা আছে বলিয়া, "বিকল্পঃ স্যাৎ"—(ঋক্ এবং সামের) বিকল্প হইবে, "ঋক্-সময়োঃ তদর্থত্বাৎ"—কারণ, ঋক্ এবং সামের তদর্থতা অর্থাৎ স্তুত্যর্থতা অর্থাৎ স্তুতিনির্ব্বাহকতা আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে কোন কোন স্থলে কর্ম্মবিশেষে উপদিষ্ট হইয়াছে, "ঋচা স্তবতে। সাম্না স্তবতে" অর্থাৎ "ঋকের দ্বারা স্তুতি করিবে সামের দ্বারা স্তুতি করিবে।" এ স্থলে ঋক্ এবং সামের বিকল্প হইবে কি না? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—"অর্থৈকত্বাৎ বিকল্পঃ স্যাৎ"—এস্থলে যখন উভয়েরই অর্থ অর্থাৎ প্রয়েজন এক, তখন বিকল্প হইবে। কারণ, "ঋকসাময়োঃ তদর্থত্বাৎ"—এখানে ঋক্ এবং সাম উভয়েরই প্রয়োজন স্তুতিসম্পাদন করা। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

বচনাদ্ বিনিয়োগঃ স্যাৎ ॥ ৩১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বচনাৎ"—বিশেষ বচন অনুসারে, "বিনিয়োগঃ স্যাৎ"—বিনিয়োগ অর্থাৎ সামের প্রয়োগ হইবে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—এস্থলে কেবলমাত্র সামের দ্বারাই স্তুতি করিতে হইবে। কারণ, শ্রুতিমধ্যে "যদৃচা স্তুবতে তদসুরা অম্বায়ন্" অর্থাৎ ঋকের দ্বারা যে স্তুতি করা হয় তাহাতে অসুরগণ উপস্থিত হয় ; এই প্রকারে ঋকের নিন্দা করিয়া "য এবং বিদ্বান্ সাম্না স্তুবীত" এই বাক্যে সামেরই স্তুতিসাধকতা উপসংহৃত হইয়াছে। ইতি ৮ম সামদ্বারাই স্তববিধানাধিকরণ। ইতি প্রথম বর্ণক।

অথবা ;—শ্রুতিমধ্যে কর্ম্মবিশেষের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "অয়ং সহস্রমানব ইত্যেতয়া আহবনীয়মুপতিষ্ঠতে" অর্থাৎ "অয়ং সহস্রবানব" এই ঋকের দ্বারা আহবনীয় অগ্নির উপস্থান করিবে।—এই যে উপস্থান ইহা কি প্রগীতভাগে অর্থাৎ গীতিসহকারে কর্ত্তব্য অথবা উহা অপ্রগীতভাবেই করণীয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, সংহিতাগ্রন্থে যখন অপ্রগীতপাঠই রহিয়াছে আর গানগ্রন্থে যখন প্রগীত পাঠ আছে, অথচ প্রগীত অপ্রগীত উভয়ের দ্বারা একই উপস্থানরূপ প্রয়োজন সাধিত হয় তখন "অর্থৈকত্বাৎ বিকল্পঃ স্যাৎ, ঋক্সাময়োঃ তদর্থত্বাৎ"—এই ঋক্ এবং সাম উভয়েরই উপস্থানসাধনস্বরূপ প্রয়োজন এক ; অতএব ইহাদের বিকল্প হইবে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ হইলে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"বচনাৎ বিনিয়োগঃ স্যাৎ"—এস্থলে প্রগীত ঋকের দ্বারাই বিনিয়োগ অর্থাৎ উপস্থানসম্পাদন হইবে ; কারণ, "এতয়া আহবনীয়মুপতিষ্ঠতে" এই বচনে "এতয়া" পদে ঐ ঋক্‌টিকেই বুঝাইতেছে। আর উহা সাম প্রকরণীয় বচন বলিয়া ঐ ঋক্‌টির সামসংস্কৃতত্বও আবশ্যক। ইতি প্রগীত ঋক্ দ্বারাই বহ্ন্যুপস্থানসম্পাদনাধিকরণ। ইতি দ্বিতীয় বর্ণক।

অথবা ;—কোন কোন শাখি·গ "অগ্নি মূর্দ্ধা" ইত্যাদি কতকগুলি যাজ্যা ও অনুবাক্যা মন্ত্রকে 'ত্রৈস্বর্য্য' (উদাত্ত, অনুদত্ত ও স্বরিত এই তিন স্বরের) সহযোগে অধ্যয়ন করেন ; আবার অন্য কোন কোন শাখিগণ সে গুলি 'চাতুঃস্বর্য্য' (উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত এবং একশ্রুতি বা প্রচয়—এই চারি স্বরের) সহযোগে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এতাদৃশ স্থলে ঐ ত্রৈস্বর্য্য এবং চাতুঃস্বর্য্যের কি সমুচ্চয় হইবে অথবা উহাদের বিকল্প হইবে কিংবা এস্থলে 'তান' হইবে ?—ইহাই সংশয়। ইহাতে প্রথম পূর্ব্বপক্ষবাদ বলেন উহাদের সমুচ্চয় হওয়াই সমীচীন ; কারণ, তাহা হইলে 'সর্ব্বাঙ্গোপসংহারিত্ব' ন্যায় অনুগৃহীত হয়। দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন "অর্থৈকত্বাৎ বিকল্পঃ স্যাৎ ঋক্সাময়োস্তদর্থত্বাৎ"—এস্থলেও ইহাদের উভয়েরই অধ্যয়ননিষ্পাদনরূপ

প্রয়োজন যখন এক তখন বিকল্পই হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন "বচনাদ্ বিনিয়োগঃ স্যাৎ"—এ স্থলে পাণিনীয় স্মৃতি অনুসারে "তানো যজ্ঞকর্ম্মণি" এই যে 'তান'বিষয়ক বেদবচন অনুমিত হয় তদনুসারে বিনিয়োগ হইবে অর্থাৎ 'তান' সহকারে প্রয়োগ করিতে হইবে। কারণ, "যজ্ঞকর্ম্মণ্যজপন্যুঙ্খসামসু" (১।২।৩৪) এই পাণিনীয় সূত্র হইতে জানা যায় যে, জপাদি ব্যতিরিক্ত স্থলে যজ্ঞকর্ম্মে 'একশ্রুতি' রূপ চতুর্থ স্বরেরই প্রয়োগ হইবে। আর পূর্ব্বাচার্য্যগণ ঐ একশ্রুতিরই 'তান' এই সংজ্ঞা করিয়াছেন। ইতি যাজ্যা অনুবাক্যা প্রভৃতি মন্ত্রের 'তান' সহকারেই প্রয়োগাধিকরণ। ইতি ৩য় বর্ণক। ইতি ৮ম অধিকরণ সমাপ্ত।

সামপ্রদেশে বিকার স্তদপেক্ষঃ স্যাচ্ছাস্ত্রকৃতত্বাৎ

॥ ৩২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সামপ্রদেশে"—সামাতিদেশ স্থলে, "বিকারঃ"—বিকার অর্থাৎ 'আয়ী' ইত্যাদি প্রকার যে সমস্ত বিকার হয় তাহা, "তদপেক্ষঃ স্যাৎ"—তদপেক্ষ অর্থাৎ যোনি-ঋক্ অনুসারে হইবে, "শাস্ত্রকৃতত্বাৎ"—কারণ তাহাই শাস্ত্রকৃত অর্থাৎ শাস্ত্রবোধিত।

ভাষ্যভাবার্থ। নবম অধ্যায়ে ঊহ বিচার; সুতরাং যদিও কেবলমাত্র সেই ঊহবিচারই কর্ত্তব্য তথাপি সামের স্বরূপ এবং প্রকারভেদ অজ্ঞাত থাকিলে ঊহমধ্যে পতিত সামোহ বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া বিচার্য্য যে সামোহ তাহারই উপোদ্‌ঘাতরূপে সামবিষয়ক এত গুলি বিচার এ পর্য্যন্ত করা হইল। এক্ষণে প্রকৃত (আসল) বিচার্য্য যে সামোহ তাহাতে সংশয় এই যে, শ্রুতিমধ্যে "কবতীষু রথন্তরং গায়তি", বিরাট্সু বামদেব্যম্" এইরূপ যে রথন্তর এবং বামদেব্যগানের বিধি আছে, এবং "রথন্তর মুত্তরয়ো র্গায়তি" অর্থাৎ "উত্তরাঋগ্‌দ্বয়ে রথন্তর গান করিবে" এই যে উত্তরাঋগ্‌দ্বয়ে গানের বিধি আছে, এস্থলে সামের ঊহ হইবে কি না? যদি যোনি-ঋকের বর্ণ অনুসারে গান হয় অর্থাৎ যোনি ঋকের যত সংখ্যক অক্ষরের যে রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া গান করা হইয়াছে, উত্তরা ঋকেও ঠিক তত সংখ্যক অক্ষরের সেইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া গান করা উচিত হয় তাহা হইলে সামের ঊহ হইবে না। আর যদি উত্তরা ঋকের বর্ণ অনুসারে গান হয় অর্থাৎ

যোনিঋকের যে যে অক্ষর যেরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া গান করা হইয়াছে, উত্তরাঋকেও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যেখানে যেখানে সেই সেই বর্ণ আছে, সেখানে সেখানে সেই গুলির সকলেরই পরিবর্ত্তন করিয়া গান করা কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে উহ কর্ত্তব্য হইবে।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—"সামপ্রদেশে বিকারঃ তদপেক্ষঃ স্যাৎ"—সামের যোনিঋকের প্রদেশগত বর্ণ অনুসারেই অক্ষরবিকার হইবে। যোনি ঋকের যে প্রদেশে অর্থাৎ যাবৎসংখ্যক অক্ষরে গান কালে "আয়ী" ইত্যাদি প্রকার বিকার করা হয় উত্তরা ঋকেও ঠিক সেই জায়গাতেই—ঠিক সেই সংখ্যক অক্ষরেই সেইরূপ বিকার করিতে হইবে। কারণ, 'শাস্ত্রকৃতত্বাৎ"—তাদৃশ ভাবে যে পরিবর্ত্তন তাহাই শাস্ত্রকৃত—শাস্ত্রানুগত; যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—'যদ্ যোন্যাং তদুত্তরয়োর্গায়তি"—যোনিঋকে যাহা হইবে উত্তরাতে তাহাই গাতব্য; আর তাহা হইলে সামোহ হইবে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

বর্ণে তু বাদরি র্যথাদ্রব্যং দ্রব্যব্যতিরেকাৎ ॥ ৩৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বর্ণে"—বর্ণ অনুসারে বিকার হইবে, "তু"—পূর্ব্ব-পক্ষব্যাবর্ত্তক, "বাদরিঃ"—বাদরি নামক আচার্য্য বলেন, "যথাদ্রব্যম্" —সন্ধি পরিবর্ত্তনীয় বর্ণ অনুসারে, "দ্রব্যব্যতিরেকাৎ"—দ্রব্যের অর্থাৎ সন্ধি পরিবর্ত্তনীয় বর্ণের ব্যতিরেক আছে বলিয়া। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বীয় পক্ষকে দৃঢ় করিবার জন্ত বাদরি-নামক আচার্য্যের মত উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—এস্থলে বর্ণ অনুসারে বিকার হইবে—যোনিঋকে যে যে বর্ণের বিকার হইয়াছে, উত্তরা ঋকে সেই সেই বর্ণের বিকার হইবে। কারণ, বর্ণ সংবৃত এবং বিবৃত করিয়াই বিকার করিতে হয়। যেমন অবর্ণ সংবৃত এবং ইবর্ণ বিবৃত করিলে একার হয়। একারণে সমসংখ্যক অক্ষরের বিকার হয় বলিলে তৎস্থানে এমন অক্ষর থাকিতে পারে সন্ধিতে যাহার পরিবর্ত্তন হয় না। আর যাহার পরিবর্ত্তন হয় না তাহার পরিবর্ত্তন করিতে যাওয়া 'অব্যারে ব্যাপার'। কাজেই বর্ণ অনুসারে—যোনিঋকে যে বর্ণের বিকার হয় তদনুসারেই 'আয়ী'ভাব আদি বিকার হইবে। আর তাহা হইলে সামোহ কর্ত্তব্য হইবে। ইতি ৯ম উত্তরাবর্ণবশে গানাধিকরণ।

স্তোভস্যৈকে দ্রব্যান্তরে নিবৃত্তিমৃগ্বৎ ॥ ৩৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "একে"—কেহ কেহ, "দ্রব্যান্তরে"—অন্য ঋকে, "স্তোভস্য নিবৃত্তিম্"—স্তোভের নিবৃত্তি অর্থাৎ রাহিত্য (স্বীকার করেন), "ঋগ্‌বৎ"— ঋকের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। কোন কোন স্থলে যোনিভূত ঋকে "স্তোভ' থাকে। স্তোভ কি তাহা সূত্রকার স্বয়ং অগ্রে বলিবেন। উত্তরাঋকে সেই স্তোভের অতিদেশ হইবে কি না? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "স্তোভস্য" ইত্যাদি। যেমন পূর্ব্বঋকের অক্ষরসকল গীতিস্বরূপ নহে বলিয়া উত্তরঋকে সেগুলির নিবৃত্তি হইয়া থাকে সেইরূপ স্তোভও গীতিস্বরূপ নহে বলিয়া উত্তরাঋকে তাহার নিবৃত্তি হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সর্ব্বাতিদেশস্তু সামান্যাল্লোকবদ্বিকারঃ স্যাৎ ॥ ৩৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সর্ব্বাতিদেশঃ"—সকলেরই অতিদেশ হইবে, "তু" —পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "সামান্যাৎ"—সামান্য অনুসারে অথবা সামান্যবোধক বলিয়া, "লোকবৎ"—লৌকিক গানপ্রয়োগের ন্যায়, "বিকারঃ স্যাৎ"— বিকার হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"সর্ব্বাতিদেশঃ"—সামের সকল অংশেরই অতিদেশ হইবে অর্থাৎ স্তোভ, স্বর, কাল এবং অভ্যাস এই সমস্ত গুলিরই অতিদেশ হইবে। কারণ, "সামান্যাৎ"—সাম বলিতে ঐ গুলির সকলই অভিহিত হয় অর্থাৎ স্তোভাদিযুক্ত যে গীতি তাহাই সাম শব্দের অর্থ। সুতরাং সামের অতিদেশ কর্ত্তব্য হইলে ঐ সব গুলিরই অতিদেশ হইবে। আর স্তোভের অতিদেশ যে নিরর্থক তাহাও নহে; কারণ, "লোকবৎ বিকারঃ স্যাৎ" —লৌকিক গায়কগণ যেমন কালপরিচ্ছেদাদির জন্য গানকালে যে অতিরিক্ত অক্ষর প্রয়োগ করে, তাহা বাদ দিলে গান হয় না, যেহেতু গানকে সুসম্পন্ন করিবার জন্যই সেইরূপ করা হয়, বৈদিক গান যে সাম তাহাতেও বিকার অর্থাৎ স্তোভ গুলিরও প্রয়োজন তাদৃশ। অতএব গীতি সুসম্পন্ন করিবার জন্য স্তোভেরও অতিদেশ আবশ্যক। ইতি সিদ্ধান্ত।

অন্বয়ং চাপি দর্শয়তি ॥ ৩৬ ॥

অক্ষরার্থ। "চ"—আরও, "অন্বয়ম্ অপি"—(স্তোভের) অন্বয় অর্থাৎ অনুবৃত্তি বা প্রাপ্তি ও, "দর্শয়তি"—(শ্রুতি) দেখাইয়া দিতেছেন।

ভাষ্যভাবার্থ। উত্তরা ঋকে যে স্তোভেরও অনুবৃত্তি হয়, তাহা "যত্রার্চ্চিকানি পদানি নিবর্ত্তন্তে, স্তোভা গেয়া শ্চানুব্যস্তি" ইত্যাদি বাক্যও তাহা দেখাইয়া দিতেছে।

নিবৃত্তি র্বার্থলোপাৎ ॥ ৩৭ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "নিবৃত্তিঃ"—স্তোভের নিবৃত্তি হইবে, "বা"—প্রত্যবস্থানে, "অর্থলোপাৎ"—যেহেতু অর্থের লোপ হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন—স্তোভের নিবৃত্তিই হইবে; কারণ, তাহা না হইলে সেই অংশগুলি অসমবেতার্থক, অধিক কি বিরুদ্ধার্থক হইয়া পড়ে। ইতি আশঙ্কা।

অন্বয়ো বার্থবাদঃ স্যাৎ ॥ ৩৮ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "অন্বয়ঃ"—অনুবৃত্তি (হইবে), "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবর্ত্তক, "অর্থবাদঃ স্যাৎ"—অর্থবাদ হইবে। আশঙ্কা নিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে স্তোভাংশেরও অতিদেশ হইবে। আর তাহাতে যে অসমবেতার্থত্ব প্রসঙ্গ হয়, তাহাও নহে; কারণ, সেই অসমবেত অংশটি অর্থবাদমাত্র। আর অর্থবাদকে যে কোন প্রকারে অন্বিত করা যাইতে পারে। ইতি ১০ম উত্তরাদ্বয়ে স্তোভাতিদেশাধিকরণ।

অধিকঞ্চ বিবর্ণঞ্চ জৈমিনিঃ স্তোভশব্দত্বাৎ ॥ ৩৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অধিকং চ বিবর্ণং চ"—যাহা ঋক্স্থ অক্ষর হইতে অতিরিক্ত এবং যাহা বিবর্ণ তাহাকে স্তোভ (বলেন), "জৈমিনিঃ"

—জৈমিনি নামক আচার্য্য, "স্তোভশব্দত্বাৎ"—যে হেতু তাদৃশ অর্থেই স্তোভশব্দ ব্যবহৃত হয়। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বে যে স্তোভবিষয়ক আলোচনা হইল তাহাতে সংশয় হয়, স্তোভ কাহাকে বলে? এই জন্ত স্তোভের লক্ষণ বলিতেছেন "অধিকং চ বিবর্ণং চ"। যাহা অধিক অথচ ঋক্‌ঘটক নহে তাদৃশ অক্ষরের নাম স্তোভ। 'বিবর্ণ অর্থাৎ ঋক্‌বিরুদ্ধ বর্ণ স্তোভ' ইহা বলিলে বর্ণবিকৃতিস্থলেও (যেমন "অগ্ন অয়াহি" মন্ত্রের গান কালে 'ওগ্নায়ী' এইরূপ যে 'অ'কার স্থানে 'ও'কার রূপ বিকৃতি তাহাও) স্তোভ হইয়া যায়। আবার 'অধিক বর্ণ স্তোভ' ইহা বলিলে যে স্থলে ঋক্‌বর্ণের অভ্যাস হয় সেই অভ্যস্ত বর্ণও স্তোভ হইয়া পড়ে। একারণে "অধিকত্বে সতি ঋক্‌বিলক্ষণবর্ণঃ স্তোভঃ" অর্থাৎ যাহা ঋগক্ষরাতিরিক্ত অথচ ঋগক্ষরের বিরুদ্ধ তাদৃশ যে বর্ণ তাহার নাম স্তোভ। লোকব্যবহারেও দেখা যায়, অনর্থক কথাকে 'স্তোভ' বলা হয়। যেমন 'ইহা স্তোভ বাক্যমাত্র' ইত্যাদি। ইতি ১১শ স্তোভলক্ষণাধিকরণ।

ধর্ম্মস্যার্থকৃতত্বাদ্ দ্রব্যগুণবিকারব্যতিক্রমপ্রতিষেধে চোদনানুবন্ধঃ সমবায়াৎ ॥ ৪০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ধর্ম্মস্য অর্থকৃতত্বাৎ"—প্রোক্ষণাদি ধর্ম্ম অর্থাৎ কার্য্য অর্থকৃত অর্থাৎ অর্থ বা অপূর্ব্বের দ্বারা প্রযুক্ত অর্থাৎ অপূর্ব্ব সম্পাদনের জন্য বলিয়া, "দ্রব্য-গুণ-বিকার-ব্যতিক্রম-প্রতিষেধে"—নীবারাদি দ্রব্যে, মধ্বশনাদি গুণে, নখাবপনাদি বিকারে, পরিধি প্রভৃতি ব্যতিক্রমে এবং প্রতিষেধে অর্থাৎ 'গিরা' পদের প্রতিষেধপূর্ব্বক বিহিত যে 'ইরা'পদ তদ্‌বিষয়ে, "চোদনানুবন্ধঃ"—চোদ্যমান যে প্রোক্ষণাদি ধর্ম্ম তৎসম্বন্ধ হইবে, "সমবায়াৎ"—যেহেতু সেই কার্য্য নীবারাদিতে সমবেত। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সামের যে উহ হয় তদ্বিষয়ক বিচার সমাপ্ত হইল। এইবারে সংস্কার বিষয়ক যে উহ হয় তাহারই আলোচনা হইবে। শ্রুতিমধ্যে বাজপেয় প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "বার্হস্পত্যং চরুং নৈবারং সপ্তদশশরাবং নির্বপতি"—অর্থাৎ বৃহস্পতি দেবতার উদ্দেশে সতরটা সরায় নীবার দ্রব্য দিয়া চরু কর্ত্তব্য।

এই যে নীবারসাধ্য যাগ, ব্রীহিসাধ্য যাগ ইহার প্রকৃতি। তাহাতে কিন্তু ব্রীহির 'প্রোক্ষণ' আছে। তদনুসারে নীবারেও প্রোক্ষণ কর্ত্তব্য কি না ?—ইহাই সংশয়। এইরূপ, "সংস্থিতে ষড়হে মধ্বাশয়েৎ। ঘৃতং বা" অর্থাৎ "ষড়হ সমাপ্ত হইলে মধু অথবা ঘৃত ভক্ষণ কর্ত্তব্য"। এই বাক্যে যে মধুভক্ষণ ও ঘৃতভক্ষণ বিহিত হইয়াছে, তাহাতে ষড়হধর্ম্ম যে ব্রত-নিয়মাদি তাহা কর্ত্তব্য কি না ? এইরূপ রাজসূয় প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "নৈঋর্তং চরুং নখাবপূতানাম্" অর্থাৎ নখের দ্বারা অবপূত (বিতুষীকৃত) ওষধি দ্বারা নিঋর্তিদেবতার চরু কর্ত্তব্য।" প্রকৃতিভূত ইষ্টিযাগে উদূখল মূষলে প্রোক্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা অবঘাতপূর্ব্বক তুষবিমোচন করিতে হয়। সুতরাং তদনুসারে এস্থলেও নখে প্রোক্ষণ কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। এইরূপ, চাতুর্মাস্য যাগের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "পরিধৌ পশুং নিযুঞ্জীত" অর্থাৎ "পরিধিতে পশুনিয়োজন করিবে।"—এস্থলে পরিধিতে যূপধর্ম্ম কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। এইরূপ, "ন গিরা গিরেতি ব্রূয়াৎ। ঐরং কৃত্বা উদ্গেয়ম্" অর্থাৎ "গিরা গিরা বলিবে না, কিন্তু 'ঐর' উচ্চারণ করিয়া গান করিবে"।—এ স্থলে 'ইরা' পদে 'গিরা' পদের ধর্ম্ম প্রয়োক্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—নীবার প্রভৃতি গুলি যে ব্রীহি প্রভৃতি গুলির স্থানে পতিত তাহাতে যখন কোনও প্রমাণ নাই তখন ব্রীহি প্রভৃতির ধর্ম্ম যে প্রোক্ষণাদি তাহা ঐ গুলিতে কর্ত্তব্য নহে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"দ্রব্য-গুণ-বিকার-ব্যতিক্রম-প্রতিষেধে চোদনানুবন্ধঃ"—ঐ নীবার প্রভৃতি দ্রব্যাদিতে প্রোক্ষণাদি ধর্ম্ম অবশ্যই কর্ত্তব্য। কারণ, "সমবায়াৎ ধর্ম্মস্য অর্থকৃতত্বাৎ"—প্রকৃতিযাগে প্রোক্ষণাদি ধর্ম্ম গুলি অপূর্ব্বপ্রযুক্ত বলিয়া সে গুলি যেমন অপূর্ব্বসিদ্ধির জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য, সেইরূপ এ স্থলেও ঐ গুলি অপূর্ব্বপ্রযুক্ত; এ কারণে ঐ সমস্ত দ্রব্যাদিতে ঐ ধর্ম্মগুলি সমবেত। আর নীবার যে ব্রীহি স্থানে পতিত তদ্বিষয়ে "নৈবারঃ" এস্থলে যে বিকারার্থে তদ্ধিত বিহিত হইয়াছে তাহাই প্রমাণ। কারণ, ব্রীহি যেমন তণ্ডুলের দ্বারা চরু নিষ্পাদন করে বলিয়া চরুর সাধন নীবারও সেইরূপেই চরুর সাধন। অতএব চরুসাধনত্ব রূপে নীবার ব্রীহির স্থানাপন্ন। ইতি ১২শ নীবারাদিতে প্রোক্ষণাবঘাতাদিধর্ম্মানুষ্ঠানাধিকরণ।

তদুৎপত্তেস্তু নিবৃত্তিস্তৎকৃতত্বাৎ স্যাৎ ॥ ৪১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তদুৎপত্তেঃ"—তজ্জন্য (আহবনীয় পরিধানের জন্য পরিধির) উৎপত্তি বলিয়া, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "নিবৃত্তিঃ স্যাৎ"—

যুপধর্ম্ম সকলের নিবৃত্তি হইবে, "তৎকৃতত্বাৎ"—যে হেতু (পরিধি) তৎকৃত অর্থাৎ যদর্থ কৃত তদপূর্ব্বপ্রযুক্ত হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণে যে যে বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে 'পরিধিতে যুপধর্ম্ম কর্ত্তব্য' ইহাও অন্ততম। ইহারই বিরুদ্ধে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—পরিধিতে যুপধর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। কারণ, যাহা যাহার জন্ত, তাহা তদ্দারা তদপূর্ব্বপ্রযুক্তই হইয়া থাকে। আর পরিধি আহবনীয়াগ্নি পরিধানের (বেষ্টনের) জন্ত বলিয়া তাহা তদ্দারা তদপূর্ব্বপ্রযুক্ত। একারণে তাহাতে অন্তের ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না। পরিধি যদি যুপ দ্বারা তদপূর্ব্ব-প্রযুক্ত হইত তাহা হইলে তাহাতে যুপকর্ম্ম অনুষ্ঠেয় হইতে পারিত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে তাহা যূপীয় অপূর্ব্বপ্রযুক্ত নহে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

আবেশ্যেরন্ বাহর্থবত্ত্বাৎ সংস্কারস্য তদর্থত্বাৎ ॥ ৪২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "আবেশ্যেরন্"—(যুপধর্ম্মসকল) আবেশিত হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অর্থবত্ত্বাৎ"—ইহাতে সার্থকতা রহিয়াছে বলিয়া, "সংস্কারস্য তদর্থত্বাৎ"—যেহেতু যুপধর্ম্ম সকলেরও তাহাই প্রয়োজন।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—যূপে যে সংস্কার করা হয়, তাহার দৃষ্ট প্রয়োজন পশু-বন্ধন। আর পরিধিতেও এস্থলে সেই একই প্রয়োজন বচনবলে স্বীকৃত হইয়া থাকে। একারণে ঐ দৃষ্ট প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার জন্ত এবং তদ্দারা অপূর্ব্ব সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত পরিধিতেও যুপধর্ম্ম সকল অবশ্যই আবিষ্ট হইবে। তবে ইহাতে তক্ষণাদি যে সমস্ত ধর্ম্ম বা সংস্কার সম্পাদিত হইবার অযোগ্য হওয়ায় বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে সেগুলি অবশ্য বাদ পড়িবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

আখ্যা চৈবং তদাবেশাদ্ বিকৃতৌ স্যাদপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ৪৩ ॥

অক্ষরার্থ। "আখ্যা চ"—সংজ্ঞাও, "এবং"—এইরূপে, "তদাবেশাৎ"—সংস্কার অনুসারে, "বিকৃতৌ স্যাৎ"—বিকৃতিতে অর্থাৎ পরিধিতে হইবে, "অপূর্ব্বত্বাৎ"—যে হেতু তাহাও অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, "যূপায়াজ্যমানায়ানুব্রূহি" এই প্রৈষমন্ত্রে তাহা হইলে যূপ পদের উহ করিতে হইবে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"আখ্যা চৈবম্" ইত্যাদি। পরিধিরই এস্থলে 'যূপ' এই আখ্যা হয় বলিয়া উহ করিতে হইবে না। আর সংস্কার অনুসারেই যূপশব্দের প্রয়োগ বলিয়া এবং পরিধিতেও সেই সংস্কার অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে বলিয়া এস্থলে একই প্রবৃত্তিনিমিত্তবশতঃ পরিধিই যূপশব্দে অভিহিত হইবে। ইতি ১৩শ পরিধিতে যূপধর্ম্মানুষ্ঠানাধিকরণ।

পরার্থে ন ত্বর্থসামান্যং সংস্কারস্য তদর্থত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পরার্থে"—পরার্থ অর্থাৎ প্রধানার্থ যে দধি এবং শৃত তাহাতে, "ন তু অর্থসামান্যং"—অর্থের (প্রয়োজনের) সামান্য অর্থাৎ সমানতা বা একরূপতা নাই, "সংস্কারস্য তদর্থত্বাৎ"—যে হেতু উৎপবনাদি সংস্কার তদর্থ অর্থাৎ অপূর্ব্বার্থ।

ভাষ্যভাবার্থ। অভ্যুদয়েষ্টিতে * "শৃতে চরুং দধনি চরুম্" এই শ্রুতিবাক্যে যে শৃত অর্থাৎ পক্ব দুগ্ধ এবং দধি বিহিত হইয়াছে, তাহাতে প্রণীতাধর্ম্ম কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—দধি এবং শৃতে প্রণীতাধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে। কারণ, উৎপবনাদি ধর্ম্মের দ্বারা সংস্কার করিয়া যে অপ্ (জল) হবিঃ শ্রপণের (পাকের) জন্য স্থাপন করা হইয়াছে তাহার নাম প্রণীতা। এস্থলে যে দধি এবং শৃত অর্থাৎ দুগ্ধ তাহা শ্রপণের জন্য উৎপন্ন নহে, কিন্তু তাহা হবির্দ্রব্যরূপে প্রদানের জন্যই স্থাপিত। একারণে প্রণীতার সহিত ইহাদের সাম্য নাই বলিয়া এস্থলে শৃত এবং দধিতে উৎপবনাদি ধর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ক্রিয়েরন্ বাঽর্থনির্ব্বৃত্তেঃ ॥ ৪৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ক্রিয়েরন্"—প্রণীতাধর্ম্ম সকল কর্ত্তব্য হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অর্থনির্ব্বৃত্তেঃ"—যেহেতু ইহাতে তৎপ্রয়োজন নিষ্পন্ন হয়। সিদ্ধান্ত।

* ৬।৫।১ অধিকরণ দ্রষ্টব্য

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—দধি এবং শৃতেও প্রণীতাধর্ম্ম কর্ত্তব্য ; কারণ, প্রণীতার প্রয়োজন যে চরুপাক সম্পাদন করা এস্থলে দধিশৃতেরও তাহাই প্রয়োজন। যেহেতু অন্য প্রয়োজনে উৎপন্ন হইলেও এস্থলে চন্দ্রোদয়রূপ নিমিত্তবশতঃ দধি এবং শৃত পাকের সাধনরূপে উক্ত বিশেষ বচনের দ্বারা বিহিত। ইতি ১৪ শৃতাদিতে প্রণীতাধর্ম্মানুষ্ঠানাধিকরণ।

একার্থত্বাদবিভাগঃ স্যাৎ ॥ ৪৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "একার্থত্বাৎ"—একার্থতা অর্থাৎ একপ্রয়োজন-নির্ব্বাহকতা আছে বলিয়া, "অবিভাগঃ স্যাৎ"—অবিভাগ অর্থাৎ সমুচ্চয় হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "বৃহৎ পৃষ্ঠং ভবতি। রথন্তরং পৃষ্ঠং ভবতি" এইরূপ যে উপদিষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে রথন্তর এবং বৃহৎ সাম দুইটিই বিকল্পিতভাবে পৃষ্ঠস্তোত্র হইতে পারে। আর "বৃহতি গীয়মানে সমুদ্রং মনসা ধ্যায়েৎ। "রথন্তরে প্রস্তূয়মানে সংমীলয়েৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বৃহৎসামের ধর্ম্ম সমুদ্রধ্যানাদি এবং রথন্তরের ধর্ম্ম 'সংমীলন' প্রভৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মগুলির সমুচ্চয় হইবে কি ব্যবস্থিত বিকল্প হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "একার্থত্বাৎ অবিভাগঃ স্যাৎ"—ইহাদের সমুচ্চয়ই হইবে। কারণ, পৃষ্ঠস্তোত্রকে সুসম্পন্ন করাই ইহাদের প্রয়োজন। আর তাহা উভয়ের মধ্যেই রহিয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

নির্দ্দেশাদ্ বা ব্যবতিষ্ঠেরন্ ॥ ৪৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "নির্দ্দেশাৎ"—শ্রুতি নির্দ্দেশ আছে বলিয়া, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "ব্যবতিষ্ঠেরন্"—ব্যবস্থিত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—উহাদের ব্যবস্থিত বিকল্প অর্থাৎ রথন্তর গীয়মান হইলে তবেই রথন্তরের ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় হইবে এবং 'বৃহৎ' সাম গীয়মান হইলে তবেই তাহার ধর্ম্ম অনুসরণীয় হইবে। কারণ, "নির্দ্দেশাৎ"—রথন্তরাদির নির্দ্দেশ করিয়া সেই সেই ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে বলিয়া সেই সেই ধর্ম্মগুলি উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক, উদ্দেশ্যের নিয়ামক বলিয়া উদ্দেশ্যভূত রথন্তরাদির

সাহচর্য্য আবশ্যক। আরও "উচ্চৈর্গেয়ং বলবদ্ গেয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে উচ্চৈঃস্বরে এবং বলবদ্‌ভাবে গান করা 'বৃহৎ' সামের ধর্ম্ম। পক্ষান্তরে নোচ্চৈর্গেয়ং ন বলবদ্ গেয়ম্" ইত্যাদি বাক্যে রথন্তরে তাহা নিষিদ্ধ। অথচ ঐ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমবায় হয় না। এ কারণে রথন্তরাদি না থাকিলে তাহাদের ধর্ম্মও থাকিতে পারিবে না। ইতি ১৫শ বৃহৎ এবং রথন্তরের ধর্ম্মব্যবস্থাধিকরণ।

অপ্রাকৃতে তদ্‌বিকারাদ্ বিরোধাদ্ ব্যবতিষ্ঠেরন্ ॥৪৮॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপ্রাকৃতে"—অপ্রাকৃত অর্থাৎ যাহা প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত নহে কিন্তু তৎস্থানাপন্ন তাদৃশ 'কণ্বরথন্তর' নামক সামে, "তদ্বিকারত্বাৎ"—তাহাদের অর্থাৎ সেই বৃহৎ এবং রথন্তর নামক দুইটি সামের বিকার অর্থাৎ স্থানাপন্ন বলিয়া (উভয়ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়), "বিরোধাৎ ব্যবস্থিষ্ঠেরন্"—বিরোধ হইলে ধর্ম্মগুলি ব্যবস্থিত হইবে অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মগুলির সমুচ্চয় হইবে না। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। বৈশ্যস্তোম নামক যাগে "কণ্বরথন্তরং পৃষ্ঠং ভবতি" এই শ্রুতিবাক্যে পৃষ্ঠস্তোত্রে 'কণ্বরথন্তর' নামক সাম উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতিভূত যাগে পৃষ্ঠস্তোত্রে 'বৃহৎ' এবং 'রথন্তর' নামক সামদ্বয়ই বিকল্পিতভাবে বিহিত। সুতরাং বৈশ্যস্তোমের এই যে 'কণ্বরথন্তর' ইহা প্রকৃতি যাগীয় 'বৃহৎ' এবং 'রথন্তরে'র স্থানাপন্ন বলিয়া তাহাতে উভয়ের ধর্ম্মই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অথচ ঐ দুইটি সামের এমন কতকগুলি ধর্ম্ম আছে যে গুলি পরস্পর বিরুদ্ধ। সুতরাং কণ্বরথন্তরের গানকালে ঐ দুইটি সামের ধর্ম্মগুলির বিকল্প হইবে কি সমুচ্চয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, বৃহৎ এবং রথন্তরের ধর্ম্মগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া উহাদের সমুচ্চয় যখন সম্ভব নহে তখন পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে উহাদের বিকল্পই হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অতিদেশ বিধি অনুসারে কণ্বরথন্তর যখন বৃহৎ এবং রথন্তর উভয়ের স্থানাপন্ন তখন তাহাতে উভয়ের ধর্ম্মও অর্থাপত্তিবলে প্রাপ্ত। কাজেই তাহা পরিত্যাগ করা যায় না। তবে "বিরোধাৎ ব্যবতিষ্ঠেন্"—যেখানে বিরোধ হয় সেখানে সেই বিরুদ্ধ ধর্ম্মগুলি পরিত্যাজ্য। আর বৃহৎ এবং রথন্তরের সব ধর্ম্মগুলিই

যে বিরুদ্ধ, এমন নহে। অতএব উহাদের অবিরুদ্ধ ধর্ম্মগুলি কণ্বরথন্তরে সমুচ্চিত হইবে।* ইতি কণ্বরথন্তরে বৃহদ্রথন্তরধর্ম্মসমুচ্চয়াধিকরণ।

উভয়সাম্নি চৈবমেকার্থাপত্তেঃ ॥ ৪৯ (পূঃ) ॥

অক্ষরার্থ। "উভয়সাম্নি"—উভয়সামক যাগে, "চ"—প্রত্যবস্থানে, "এবম্"—এইরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় সমুচ্চয় হইবে, "একার্থাপত্তেঃ"—কারণ একার্থতা রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে 'গোসব' নামক যাগের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "গোসবে উভে কুর্য্যাৎ"। সুতরাং তাহাতে যখন 'বৃহৎ' এবং 'রথন্তর' উভয়ই সমুচ্চিত, তখন তাহাদের ধর্ম্মগুলিও কি সমুচ্চিত ভাবে অনুষ্ঠেয় হইবে অথবা বিকল্পিতভাবে প্রয়োজ্য হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—"উভয়সাম্নি চ এবম্ একার্থাপত্তেঃ"—এ স্থলে উভয় সামের দ্বারা যখন একই প্রয়োজন সাধিত হয় তখন পূর্ব্বাধিকরণের নিয়মানুসারে এখানেও ধর্ম্মসকলের সমুচ্চয় হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

স্বার্থত্বাদ্ বা ব্যবস্থা স্যাৎ প্রকৃতিবৎ ॥ ৫০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্বার্থত্বাৎ"—স্বার্থ অর্থাৎ সামার্থ বা সামপ্রযুক্ত বলিয়া, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "ব্যবস্থা স্যাৎ"—ব্যবস্থা হইবে অর্থাৎ উভয় সামের ধর্ম্মসকল ব্যবস্থিত ভাবে অনুষ্ঠেয় হইবে, "প্রকৃতিবৎ"—প্রকৃতিভূত যাগের ন্যায়। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোমে যেমন উভয়ের ব্যবস্থিতত্ব আছে, এস্থলেও সেইরূপ হইবে। কারণ, ঐ ধর্ম্মগুলি সামপ্রযুক্ত। আর সাম দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট উভয়প্রকার প্রয়োজনই সাধন করে।

---

* পূজ্যপাদ বার্ত্তিককার বলেন, এস্থলে বিকল্পই হইবে। কারণ, প্রাকৃত সাম দুইটি যখন বিকল্পিত তখন তাহাদের মধ্যে যেটির অনুষ্ঠেয়তা গ্রাহ্য হইবে কণ্বরথন্তর তাহারই স্থানাপন্ন হয় বলিয়া তাহারই ধর্ম্মগ্রহণ করিবে। আর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশও এস্থলে বিপক্ষবাধক তর্ক।

এ কারণে সংসব এবং গোসব প্রভৃতি যাগে ঐ ধর্ম্মগুলির সমুচ্চয় হইবে না ; কিন্তু যৎকালে যেটি গেয় তৎকালেই তদ্ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, এই প্রকারের ব্যবস্থিতত্ব হইবে। ইতি ১৭ দ্বিসামক যাগে উভয়সামের ধর্ম্মের ব্যবস্থাধিকরণ।

পার্ব্বণহোমযোস্ত্বপ্রবৃত্তিঃ সমুদায়ার্থসংযোগাত্তদভীজ্যা হি ॥ ৫১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "পার্ব্বণহোময়োঃ"—পার্ব্বণহোম দুইটির, "তু"—প্রত্যাহরণার্থক অধিকরণান্তর সূচক, "অপ্রবৃত্তিঃ"—প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি হইবে না, "সমুদায়ার্থসংযোগাৎ"—যেহেতু সমুদয় রূপ অর্থের সহিত সংযোগ অর্থাৎ বাচকতা রহিয়াছে, "তদভীজ্যা হি"—যেহেতু ইজ্যা সেই 'সমুদয়' সাধক।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে "জুবেণ পার্ব্বণৌ জুহোতি" এই বাক্য দুইটি পার্ব্বণহোম বিহিত হইয়াছে। সৌর্য্যযাগে ঐ পার্ব্বণ হোম দুইটি অনুষ্ঠেয় হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিবার জন্য বলিতেছেন, "পার্ব্বণহোময়োস্ত্বপ্রবৃত্তিঃ"—সৌর্য্যযাগে পার্ব্বণহোমদ্বয়ের প্রাপ্তি হইবে না। কারণ, "সমুদায়ার্থসংযোগাৎ"—পর্ব্ব বলিতে এখানে কাল বুঝাইতেছে না, কিন্তু তদ্দারা দর্শীয় ত্রিক এবং পূর্ণমাসীয় ত্রিক (যাগত্রয়) অভিহিত হয়। আর ঐ পার্ব্বণহোমদ্বয়রূপ ইজ্যা সেই ত্রিকদ্বয়ের সাধক। কিন্তু সৌর্য্যযাগে সেই ত্রিকদ্বয় নাই। অতএব সৌর্য্যযাগে পার্ব্বণহোমদ্বয় কর্ত্তব্য নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

কালস্থেতি চেৎ ॥ ৫২ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "কালস্ত ইতি চেৎ"—(পর্ব্বশব্দ) কালের বাচক ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, 'পর্ব্ব' এইশব্দটি যখন কালেরও বাচক, তখন উহার কালবাচকতা

যে বিরুদ্ধ, এমন নহে। অতএব উহাদের অবিরুদ্ধ ধর্ম্মগুলি কণ্বরথন্তরে সমুচিত হইবে।* ইতি কণ্বরথন্তরে বৃহদ্রথন্তরধর্ম্মসমুচ্চয়াধিকরণ।

উভয়সাম্নি চৈবমেকার্থাপত্তেঃ ॥ ৪৯ (পূঃ) ॥

অক্ষরার্থ। "উভয়সাম্নি"—উভয়সামক যাগে, "চ"—প্রত্যবস্থানে, "এবম্"—এইরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় সমুচ্চয় হইবে, "একার্থাপত্তেঃ"—কারণ একার্থতা রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে 'গোসব' নামক যাগের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "গোসবে উভে কুর্য্যাৎ"। সুতরাং তাহাতে যখন 'বৃহৎ' এবং 'রথন্তর' উভয়ই সমুচ্চিত, তখন তাহাদের ধর্ম্মগুলিও কি সমুচ্চিত ভাবে অনুষ্ঠেয় হইবে অথবা বিকল্পিতভাবে প্রয়োজ্য হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—"উভয়সাম্নি চ এবম্ একার্থাপত্তেঃ"—এ স্থলে উভয় সামের দ্বারা যখন একই প্রয়োজন সাধিত হয় তখন পূর্ব্বাধিকরণের নিয়মানুসারে এখানেও ধর্ম্মসকলের সমুচ্চয় হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

স্বার্থত্বাদ্ বা ব্যবস্থা স্যাৎ প্রকৃতিবৎ ॥ ৫০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্বার্থত্বাৎ"—স্বার্থ অর্থাৎ সামার্থ বা সামপ্রযুক্ত বলিয়া, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "ব্যবস্থা স্যাৎ"—ব্যবস্থা হইবে অর্থাৎ উভয় সামের ধর্ম্মসকল ব্যবস্থিত ভাবে অনুষ্ঠেয় হইবে, "প্রকৃতিবৎ"—প্রকৃতিভূত যাগের ন্যায়। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোমে যেমন উভয়ের ব্যবস্থিতত্ব আছে, এস্থলেও সেইরূপ হইবে। কারণ, ঐ ধর্ম্মগুলি সামপ্রযুক্ত। আর সাম দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট উভয়প্রকার প্রয়োজনই সাধন করে।

---

* পূজ্যপাদ বার্ত্তিককার বলেন, এস্থলে বিকল্পই হইবে। কারণ, প্রাকৃত সাম দুইটি যখন বিকল্পিত তখন তাহাদের মধ্যে যেটির অনুষ্ঠেয়তা গ্রাহ্য হইবে কণ্বরথন্তর তাহারই স্থানাপন্ন হয় বলিয়া তাহারই ধর্ম্মগ্রহণ করিবে। আর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশও এস্থলে বিপক্ষবাধক তর্ক।

এ কারণে সংসব এবং গোসব প্রভৃতি যাগে ঐ ধর্ম্মগুলির সমুচ্চয় হইবে না ; কিন্তু যৎকালে যেটি গেয় তৎকালেই তদ্ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, এই প্রকারের ব্যবস্থিতত্ব হইবে। ইতি ১৭ দ্বিসামক যাগে উভয়সামের ধর্ম্মের ব্যবস্থাধিকরণ।

পার্ব্বণহোময়োস্ত্বপ্রবৃত্তিঃ সমুদায়ার্থসংযোগাত্তদভীজ্যা হি ॥ ৫১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "পার্ব্বণহোময়োঃ"—পার্ব্বণহোম দুইটির, "তু"—প্রত্যুদাহরণার্থক অধিকরণান্তর সূচক, "অপ্রবৃত্তিঃ"—প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি হইবে না, "সমুদায়ার্থসংযোগাৎ"—যেহেতু সমুদয় রূপ অর্থের সহিত সংযোগ অর্থাৎ বাচকতা রহিয়াছে, "তদভীজ্যা হি"—যেহেতু ইজ্যা সেই 'সমুদয়' সাধক।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে "ক্রবেণ পার্ব্বণৌ জুহোতি" এই বাক্য দুইটি পার্ব্বণহোম বিহিত হইয়াছে। সৌর্য্যযাগে ঐ পার্ব্বণ হোম দুইটি অনুষ্ঠেয় হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিবার জন্য বলিতেছেন, "পার্ব্বণহোময়োস্ত্বপ্রবৃত্তিঃ"—সৌর্য্যযাগে পার্ব্বণহোমদ্বয়ের প্রাপ্তি হইবে না। কারণ, "সমুদায়ার্থসংযোগাৎ"—পর্ব্ব বলিতে এখানে কাল বুঝাইতেছে না, কিন্তু তদ্দারা দর্শীয় ত্রিক এবং পূর্ণমাসীয় ত্রিক (যাগত্রয়) অভিহিত হয়। আর ঐ পার্ব্বণহোমদ্বয়রূপ ইজ্যা সেই ত্রিকদ্বয়ের সাধক। কিন্তু সৌর্য্যযাগে সেই ত্রিকদ্বয় নাই। অতএব সৌর্য্যযাগে পার্ব্বণহোমদ্বয় কর্ত্তব্য নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

কালস্যেতি চেৎ ॥ ৫২ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "কালস্য ইতি চেৎ"—(পর্ব্বশব্দ) কালের বাচক ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, 'পর্ব্ব' এইশব্দটি যখন কালেরও বাচক, তখন উহার কালবাচকতা

হইলে পার্ব্বণহোমদ্বয় আর সমুদয়ার্থক হয় না। আর তাহা হইলে তাহা যে সৌর্য্যযাগেও প্রাপ্ত হইবে তাহাতে বাধা কি ? ইতি আশঙ্কা।

নাপ্রকরণত্বাৎ ॥ ৫৩ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত প্রকার আশঙ্কা ঠিক নহে, "অপ্রকরণত্বাৎ"—কারণ ইহা কালের প্রকরণ নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী উক্ত প্রকার আশঙ্কার পরিহারকল্পে বলিতেছেন, প্রকরণ অনুসারে দেখিলে জানা যায় যে 'পর্ব্ব' শব্দ এখানে কাল বোধক হইতে পারে না, কিন্তু 'সমুদায়' দ্বয়েরই বোধক। সুতরাং তদনুসারে উহা কিরূপে সৌর্য্য যাগে যাইবে ? আরও 'পর্ব্ব' শব্দটি দানার্থক 'পৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। আর আগ্নেয়াদি ত্রিকদ্বয় দেবতোদ্দেশ্যে ত্যাগাত্মক যাগ বলিয়া ঐ গুলি দানই হইতেছে। এ কারণে উহার দানার্থকতা রক্ষা করিতে হইলেও উহাকে যাগবাচী বলা উচিত। ইতি আশঙ্কানিরাস।

মন্ত্রবর্ণাচ্চ ॥ ৫৪ ॥

অক্ষরার্থ। "মন্ত্রবর্ণাৎ চ"—মন্ত্রবর্ণ অনুসারেও (উহা স্থিরীকৃত হয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। 'পর্ব্ব'শব্দ যে এখানে কালবোধক নহে কিন্তু ত্রিকদ্বয়াভিধায়ক তাহা "পূর্ণমাসং যজামহে, 'অমাবস্যা সুভগা সুশেবা" এই মন্ত্রবর্ণ (মন্ত্রের বর্ণনা) হইতেও নিরূপিত হয়। কারণ, এখানে যাগ অর্থেই 'পূর্ণমাস' এবং 'অমাবস্যা'শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

তদভাবেঽগ্নিবদিতি চেৎ ॥ ৫৫ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "তদভাবে"—সমুদায়ের অভাব হইলেও অর্থাৎ সৌর্য্যযাগে সমুদায়দ্বয় না থাকিলেও (পার্ব্বণ হোম কর্ত্তব্য), "অগ্নিবৎ"—অসন্নিহিত অগ্নির আবাহনের ন্যায়, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন,—বৈকৃত সৌর্য্যযাগে ত্রিকদ্বয়াত্মক সমুদয় না থাকিলেও তাহাতে

পার্ব্বণ হোম কর্ত্তব্য হইবে। কারণ, অগ্নি সন্নিহিত না থাকিলেও যখন "অগ্নিমগ্ন আবহ" ইত্যাদি মন্ত্রে যাগার্থে অগ্নির আবাহন করা হয় তখন এস্থলেও সেইরূপ হইবে না কেন ? ইতি আশঙ্কা।

নাধিকারিকত্বাৎ ॥ ৫৬ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা ঠিক নহে, "আধিকারিকত্বাৎ" —যেহেতু ইহা (এই বচনটি) আধিকারিক অর্থাৎ অধিকৃতবিষয়ক হইতেছে। ইতি আশঙ্কা নিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কা ঠিক নহে ; কারণ, পার্ব্বণহোম সম্বন্ধীয় এই বচনটি অধিকৃত যে আগ্নেয়াদি ত্রিকদ্বয় তদ্বিষয়ক—তাহাদেরই গুণবিধায়ক হইতেছে। আর সৌর্য্যযাগে আগ্নেয়াদি ত্রিকদ্বয় নাই। একারণে সৌর্য্যযাগে পার্ব্বণহোম যাইবে না। ইতি ১৮শ সৌর্য্যাদিযাগে পার্ব্বণহোমাদির অনমুষ্ঠানাধিকরণ।

উভয়োরবিশেষাৎ ॥ ৫৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উভয়োঃ"—উভয়ে অর্থাৎ দর্শ এবং পূর্ণমাস উভয়-যাগেই (হোমদ্বয় সমুচ্চিত ভাবে অনুষ্ঠেয়), "অবিশেষাৎ"—কারণ বিশেষত্বনিয়ামক কোনও হেতু নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যে পার্ব্বণ হোমদ্বয় উহা কি দর্শে এবং পূর্ণমাসে সমস্তভাবে হইবে অর্থাৎ দর্শেও তুইটিই হইবে এবং পূর্ণমাসেও তুইটিই হইবে অথবা দর্শে একটি এবং পূর্ণমাসে একটি, এইরূপে ব্যস্তভাবে কর্ত্তব্য হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—"উভয়োঃ অবিশেষাৎ"—বিশেষত্বনিয়ামক কোন হেতু যখন নাই তখন ঐ তুইটি দর্শে এবং পূর্ণমাসে সমস্ত-ভাবেই কর্ত্তব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

যদভীজ্যা বা তদ্বিষয়ৌ ॥ ৫৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "যদভীজ্যা"—যদ্দেবতাবিষয়ক অভীজ্যা অর্থাৎ যাগ, "বা"—পূর্ব্বপক্ষ ব্যাবর্ত্তক, "তদ্বিষয়ৌ"—তদ্বিষয়ক হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—ঐ পার্ব্বণহোমদ্বয় দর্শে এবং পূর্ণমাসে ব্যস্ত ভাবেই অনুষ্ঠেয়। কারণ, তাহা না হইলে উহাদের মধ্যে একটি অনুপকারক হওয়ায় বৃথা হইবে। যেহেতু "পূর্ণমাসায় স্বাহা" এবং "অমাবাস্যায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্রে হোমদ্বয় অনুষ্ঠেয়। আর দর্শে "পূর্ণমাসায় স্বাহা" এই মন্ত্রটি অসমবেতার্থক বলিয়া নিরর্থক এবং পূর্ণমাসে "অমাবাস্যায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্রটিও অসমবেতার্থক বলিয়া অপার্থক হইয়া পড়ে। অতএব দর্শে একটি হোম এবং পূর্ণমাসে একটি হোম, এইরূপে ব্যস্তভাবেই পার্ব্বণহোমদ্বয় কর্ত্তব্য। ইতি ১৯শ দর্শে এবং পূর্ণমাসে হোমদ্বয়ের ব্যবস্থাধিকরণ।

প্রযাজেঽপীতি চেৎ ॥ ৫৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রযাজে অপি"—প্রযাজেও (ঐরূপ হইবে অর্থাৎ পার্ব্বণহোমের ন্যায় সংস্কার হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসে "সমিধো যজতি, তনূনপাতং যজতি ইড়ো যজতি বর্হি র্যজতি স্বাহাকারং যজতি" এই বাক্যে পঞ্চ প্রযাজ উপদিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে এই যে, 'সমিধ্', 'তনূনপাৎ', 'ইড়ঃ', 'বর্হিঃ' এবং 'স্বাহাকার' এই গুলি কি দেবতা অথবা যাগ, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—"প্রযাজেঽপি তথা"—পার্ব্বণহোমে যেমন দেবতার প্রাধান্য এই পঞ্চ প্রযাজেও সেইরূপ দেবতার প্রাধান্য হইবে অর্থাৎ পঞ্চ প্রযাজের 'সমিধ্' প্রভৃতিগুলি দেবতা বোধক—দেবতার নাম। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

নাচোদিতত্বাৎ ॥ ৬০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা ঠিক নহে, "অচোদিতত্বাৎ"—যেহেতু (ঐগুলি দেবতারূপে) উপদিষ্ট নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"সমিধো যজতি, তনূনপাতং যজতি" ইত্যাদিবাক্যে "সমিধ্", "তনূনপাৎ" প্রভৃতি শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি আছে বলিয়া ঐ গুলি দেবতা বোধক নহে। কারণ, যাহার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করা যায়

তাহাই দেবতা বলিয়া দেবতা বুঝাইতে হইলে চতুর্থী বিভক্তির আবশ্যক। এ কারণে "সমিধো যজতি" ইত্যাদি বাক্যের "সমিধ্", "তনূনপাৎ" প্রভৃতি গুলি দেবতাভিধান নহে, কিন্তু ঐ গুলি কর্ম্মনামধেয়। আর "পাকং পচতি" বলিলে যেমন পাকের কর্ত্তব্যতা প্রতীত হয়, "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" বলিলে যেমন অগ্নিহোত্রের কর্ত্তব্যতা বোধিত হয়, সেইরূপ "সমিধো যজতি" ইত্যাদি বাক্যে 'সমিধ্' প্রভৃতি নামক যাগের কর্ত্তব্যতা বিজ্ঞাপিত হইতেছে। অতএব এস্থলে 'সমিধ্', 'তনূনপাৎ' প্রভৃতি গুলি কর্ম্মনামধেয়।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, প্রযাজবিধায়ক "সমিধো যজতি" ইত্যাদি বাক্যের 'সমিধ্', 'তনূনপাৎ' প্রভৃতি গুলি কর্ম্মনামধেয় হইলেও "সমিধো অগ্ন আজ্যস্য ব্যন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণে যে বহুবচনান্ত এবং একবচনান্ত 'সমিধ্', 'তনূনপাৎ', 'ইড়ঃ', 'বর্হিঃ' এবং 'স্বাহাকার' শব্দ আছে ঐ গুলি দেবতারই নাম। ইতি ২০ সমিধ্ প্রভৃতি শব্দের যাগনামধেয়তাধিকরণ।

ইতি নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ।

অথ নবমেঽধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ।

প্রকৃতৌ যথোৎপত্তিবচনমর্থানাং তথোত্তরস্যাং ততৌ তৎপ্রকৃতিত্বাদর্থে চাকার্য্যত্বাৎ ॥ ১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রকৃতৌ"—প্রকৃতিযাগে, "যথা"—যেমন, "অর্থানাম্ উৎপত্তিবচনম্"—অর্থসকল উৎপত্তিবচন অর্থাৎ অবিকৃতাক্ষর মন্ত্রের দ্বারাই অর্থপ্রকাশ করা হয়, "তথা"—সেই রূপ হইবে, "উত্তরস্যাং ততৌ"—উত্তরকালীন ততিতে (কর্ম্মবিতভিতে) অর্থাৎ বিকৃতিতেও, "তৎপ্রকৃতিত্বাৎ"—যেহেতু তাহাই প্রকৃতি হইতেছে, "চ"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবর্ত্তক, "অর্থে"—বিকৃতিরূপ অর্থে, "অকার্য্যত্বাৎ"—কার্য্যতা অর্থাৎ মন্ত্রপ্রকাশ্যতা থাকে না বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। এই অধ্যায়ের প্রথমপাদে মন্ত্রোহবিচারের মধ্যে অবান্তর সঙ্গতিবশতঃ সামোহের উপোদ্‌ঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল; একারণে সেই প্রসঙ্গে উপোদ্‌ঘাতসমেত সামোহ এবং সেই সামোহের সহিত সংশ্লিষ্ট সংস্কারোহবিচার সমাপ্ত করিয়া এক্ষণে পুনরায় সেই মন্ত্রোহবিষয়ক বিচার করা হইবে।

প্রকৃতিভূত আগ্নেয় যাগে অগ্নিদেবতাপ্রকাশক "অগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামি" এই মন্ত্রটি পঠিত হয়। এইরূপ দ্রব্যবিষয়ক "ব্রীহীণাং মেধ সুমনস্যমানঃ" এই মন্ত্রটি অধীত হইয়া থাকে। এস্থলে বিকৃতিযাগে "সূর্য্যায় জুষ্টং নির্ব্বপামি" এবং "নীবারাণাং মেধ সুমনস্যমানঃ" এইরূপ উহ কর্ত্তব্য হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—"প্রকৃতৌ যথা উৎপত্তিবচনম্ অর্থানাম্ উত্তরস্যাং ততৌ তথা"—প্রকৃতিযাগে যেমন মন্ত্রসকল উৎপত্তিশ্রুত পদযুক্তরূপেই পঠিত হয়, তত্রত্য পদের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় না বিকৃতিযাগেও সেইরূপ হইবে, কোনও পরিবর্ত্তন করা উচিত হইবে না। কারণ, "তৎপ্রকৃতিত্বাৎ"—প্রকৃতিযাগীয় মন্ত্রেরই অতিদেশবিধিবলে যথাবস্থিত ভাবে পাঠ অতিদিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বিকৃতিযাগে মন্ত্রের উহ হইবে না।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"অর্থে চ অকার্য্যত্বাৎ"—ঐরূপ বলিলে বিকৃতিযাগে মন্ত্রগুলি অসমবেতার্থক হয়, অত্যন্তাদৃষ্টার্থক হইয়া পড়ে। কারণ, বিকৃতিযাগে অগ্নি দেবতা নহে, কিন্তু সূর্য্যই দেবতা; এবং ব্রীহি দ্রব্য নহে, কিন্তু নীবারই দ্রব্য। অথচ মন্ত্রে সূর্য্য এবং নীবারের উল্লেখ থাকিতেছে না, কিন্তু অগ্নি এবং ব্রীহিই অভিহিত হইতেছে। অথচ মন্ত্র সকল দৃষ্ট অর্থ প্রকাশ সহকারেই অদৃষ্ট জনক হইয়া থাকে। একারণে ঐ অসমেতার্থকতা পরিত্যাগ করিতে হইলে, অত্যন্ত অদৃষ্টার্থ পরিহার করিতে হইলে, অবশ্যই উহ কর্ত্তব্য। অতএব এস্থলে "সূর্য্যায়" এবং "নীবারাণাম্" এই প্রকার উহ কর্ত্তব্য হইবে।"

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, সূত্রটির "প্রকৃতৌ" ইত্যাদি "তৎপ্রকৃতিত্বাৎ" ইত্যন্ত অংশে পূর্ব্বপক্ষীর মত উল্লিখিত হইয়াছে, আর "অর্থে চাকার্য্যত্বাৎ" এই অংশে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে; আর ঐ 'চ' শব্দের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ২ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—সেইরূপ লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও (বিকৃতি মন্ত্রের উহ কর্ত্তব্য হইবে)।

ভাষ্যভাবার্থ। বিকৃতিযাগীয় মন্ত্রাদিতে যে উহ হয়, তাহা "ন মাতা বর্দ্ধতে ন পিতা ন ভ্রাতা ন সখা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের জ্ঞাপকতা অনুসারেও সিদ্ধ হয়। কারণ, উহাতে বলা হইয়াছে যে—মাতা, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতির বৃদ্ধি হয় না। এস্থলে বৃদ্ধি অর্থ বর্ণপরিবর্ত্তন বা বিকার; সুতরাং ঐ শব্দগুলির বিকার হয় না, এইরূপ যখন নির্দ্দেশ রহিয়াছে তখন উহা হইতেই বুঝা যায় যে, অন্য শব্দের বিকার অর্থাৎ উহ হইবে। ইতি ১ম বিকৃতিযাগে মন্ত্রগত ব্রীহি প্রভৃতি শব্দের উহাধিকরণ।

জাতিনৈমিত্তিকং যথাস্থানম্ ॥ ৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "জাতিনৈমিত্তিকম্"—জাতিশব্দ অর্থাৎ দর্ভাদি শব্দ এবং নৈমিত্তিকশব্দ অর্থাৎ বিশেষণভূত 'হরিত' প্রভৃতি শব্দ, "যথাস্থানম্"—স্থানমত (উহ করিতে হইবে)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণটির আরও কতকগুলি সূত্র অবশিষ্ট থাকিলেও মধ্যে অপর একটি অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন। "শ্রুতিমধ্যে সৌদ্গং চরুং নির্বপেচ্ছ্রিয়ৈ শ্রীকামঃ" এই বাক্যে যে যাগ বিহিত হইয়াছে, তাহাতে "পৌণ্ডরীকাণি বর্হীংষি ভবন্তি" এই শ্রুতিবাক্যে বর্হির স্থানে 'পৌণ্ডরীক' বিহিত হইয়াছে। তাহাতে প্রকৃতিযাগীয় দর্ভাস্তরণের "দর্ভৈঃ স্তৃণীত হরিতৈঃ"এই মন্ত্রটি প্রাপ্ত হয়। আর পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে ঐ মন্ত্রের "দর্ভৈঃ" এই পদের স্থানে 'পুণ্ডরীক' শব্দটির উহ করিতে হয়। কিন্তু উহাতে "হরিতৈঃ" এই অংশটির উহ হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন 'হরিত' শব্দের উহ হইবে না; কারণ, হরিত শব্দটি কোন অপূর্ব্বদ্রব্য বুঝাইতেছে না। এ কারণে "হরিবঃ" (৯।১।১৬) শব্দের যেমন উহ হয় না, সেইরূপ এস্থলে হরিত শব্দেরও উহ হইবে না।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"জাতিনৈমিত্তিকং যথাস্থানম্"—এ স্থলে জাতিশব্দ যে 'দর্ভ' এবং নৈমিত্তিকশব্দ যে 'হরিত' উভয়েরই যথাস্থানে উহ হইবে। কারণ 'হরিব' শব্দের বেলায় অবিদ্যমান গুণের দ্বারাও স্তুতি হইতে পারে, কিন্তু এখানে দর্ভের হরিত গুণের ন্যায় পুণ্ডরীকের রক্তত্বগ্রহণ দৃষ্টার্থ বলিয়া মন্ত্রে তদ্বিরুদ্ধ 'হরিত' গুণ প্রকাশিত হইলে তাহা অসমবেতার্থ হইয়া পড়ে। অতএব ঐ 'হরিত' শব্দটিও গুণদ্বারা গুণিদ্রব্য প্রকাশক বলিয়া উহার উহ হইবে —মন্ত্রে দর্ভ স্থানে 'পুণ্ডরীক" এবং 'হরিত' স্থানে 'রক্ত' এইরূপ উহ হইবে।

অবিকারমেকেঽনার্ষত্বাৎ ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। "অবিকারম্"—বিকার হইবে না, "একে"—কেহ কেহ বলেন, "অনার্ষত্বাৎ"—কারণ (মন্ত্র) অনার্ষ অর্থাৎ অপৌরুষেয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন এতাদৃশস্থলে উহ হইবে না। কারণ, মন্ত্র সকল অনার্ষ—অপৌরুষেয়। সুতরাং যে অংশটির উহ হইবে তাহা পৌরুষেয় হইয়া যাইবে। আর তাহা হইলে তাহার মন্ত্রত্ব থাকিবে না। অতএব তাহার উহ হইবে না।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অগ্নীষোমীয় পশুসম্বন্ধে বলা হইয়াছে "যত্রৈকং যূপমুপস্পৃশেৎ এব তে বায়ো ইতি ব্রূয়াৎ। যদি দ্বৌ এতৌ তে বায়ু।" এস্থলে শ্রুতি স্বয়ং যখন মন্ত্রের পরিবর্ত্তন বলিয়া দিতেছেন তখন ইহার জ্ঞাপকতা হইতে জানা যায় যে, শ্রুতি স্বয়ং না বলিলে উহ করা চলিবে না; —করিলে তাহা মন্ত্র হইবে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

বিকারো বা তদুক্তহেতুঃ ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। "বিকারঃ"—বিকার অর্থাৎ উহ হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "তদুক্তহেতুঃ"—তাহাতে হেতু উক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতের উত্তর বলিতেছেন—"বিকারো বা" ইত্যাদি। বিকৃতিযাগে প্রকৃতিযাগীয় মন্ত্রের অসমবেতার্থক শব্দের উহ করিতে হইবে। তাহার হেতু কি, তাহা পূর্ব্বেই "অর্থে চ অকার্য্যত্বাৎ" (প্রথম সূত্রে) এইস্থলে বলা হইয়াছে। ইতি উত্তর

লিঙ্গং মন্ত্রচিকীর্ষার্থম্ ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গং"—লিঙ্গপ্রদর্শন, "মন্ত্রচিকীর্ষার্থম্"—মন্ত্র করিবার অভিপ্রায়ে অর্থাৎ 'ইহার মন্ত্রত্ব হউক' এই প্রকার ইচ্ছার বেলায় বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। মন্ত্রত্ব করিবার ইচ্ছায় "অগ্নয়ে ছাগস্য" ইত্যাদি মন্ত্রের পাঠরূপ লিঙ্গদর্শন চরিতার্থ হয় বুঝিতে হইবে।

নিয়মো বোভয়ভাগিত্বাৎ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। "নিয়মঃ"—উহা নিয়মবিধি, "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবর্ত্তক, "উভয়ভাগিত্বাৎ"—যেহেতু উভয়ভাগিতা অর্থাৎ বিকল্পে মন্ত্রদ্বয় ভাগিতা রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। অনূহতা স্থাপন করিবার জন্য পূর্ব্বপক্ষবাদী যে শ্রৌত উহের দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন তাহার পরিহার বলিতেছেন "নিয়মো বা" ইত্যাদি।

ঐ যে "এতৌ তে বায়ু" ইত্যাদি উহার দ্বারা ঐ মন্ত্রটিরই পাঠ কর্ত্তব্য এইরূপ নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কারণ, তাহা হইলে একযূপে সব কটি মন্ত্রেরই প্রাপ্তি হইয়া পড়ে। ইতি ২য় পৌণ্ডরীক বর্হিঃ সকলে স্তরণমন্ত্রের উহাধিকরণ।

লৌকিকে দোষসংযোগাদপবৃক্তে হি চোদ্যতে নিমিত্তেন প্রকৃতৌ স্যাদভাগিত্বাৎ ॥ ৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "লৌকিকে স্যাৎ"—লৌকিক উপস্পর্শনে (ঐ মন্ত্র পাঠ বিহিত), "দোষসংযোগাৎ"—যেহেতু তাহাতেই দোষসম্বন্ধ রহিয়াছে, "হি"—যেহেতু, "অপবৃক্তে"—নিষিদ্ধ (স্পর্শে), "নিমিত্তেন"—সেই নিমিত্ত বশতঃ, "চোদ্যতে"— (ঐ মন্ত্র পাঠ) বিহিত হয়, "প্রকৃতৌ"—প্রকৃতিযাগে, "অভাগিত্বাৎ"—(প্রতিষেধ) ভাগী নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম যাগে অগ্নীষোমীয় পশুর প্রকরণে যূপস্পর্শের প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে "যদ্যেকং যূপমুপস্পৃশেৎ এষ তে বায়ো ইতি ব্রূয়াৎ" অর্থাৎ যদি একটি যূপ স্পর্শ করে তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে "এষ তে বায়ো" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। এই যে যূপস্পর্শনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্ত ইহা কি লৌকিক এবং বৈদিক যে কোন যূপ স্পর্শ হইলে কর্ত্তব্য, অথবা ইহা বৈদিক যূপস্পর্শেই করণীয়, কিংবা ইহা লৌকিক যূপস্পর্শেই অনুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে এক দল পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এ স্থলে যখন কোন বিশেষ উল্লেখ বিনাই যূপস্পর্শমাত্রই নিমিত্ত রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন বৈদিক এবং লৌকিক উভয় যূপস্পর্শেই উক্ত মন্ত্রজপরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। অপর এক সম্প্রদায় পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—বৈদিক যূপস্পর্শেই এই প্রায়শ্চিত্ত করণীয়; কারণ, বৈদিক যূপই প্রত্যাসন্ন বলিয়া তৎসম্বন্ধ গ্রহণ করিলে প্রকরণ এবং প্রত্যাসত্তি রক্ষিত হয়; অন্যথা লৌকিক যূপস্পর্শকেও নিমিত্ত বলিলে অপ্রকৃত এবং বিপ্রকৃষ্টের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"লৌকিকে, দোষ সংযোগাৎ"—লৌকিক যূপস্পর্শেই এই প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠেয়, যেহেতু লৌকিক যূপস্পর্শই দোষাবহ, কিন্তু বৈদিক যূপস্পর্শ বিধিবিহিত বলিয়া দোষাবহ নহে। কারণ, "অপবৃক্তে হি চোদ্যতে নিমিত্তেন"—লৌকিক যূপস্পর্শ নিষিদ্ধ বলিয়া তাহা স্পর্শ করিলে তাহা প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তস্বরূপ

হইয়া থাকে। অতএব লৌকিক য়ূপস্পর্শেই ঐ মন্ত্রজপরূপ প্রায়শ্চিত্ত। ইতি ৩য় অগ্নীষোমীয় পশুতে লৌকিক য়ূপস্পর্শেই প্রায়শ্চিত্তাধিকরণ।

অন্যায়স্ত্ববিকারেণাদৃষ্টপ্রতিঘাতিত্বাদবিশেষাচ্চ তেনাস্য ॥ ১০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অন্যায়ঃ"—ন্যায়রহিত যে (বহুবচনান্ত) মন্ত্র তাহা, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "অবিকারেণ"—বিকার অর্থাৎ উহ না করিয়া (পাঠ্য), "অদৃষ্টপ্রতিঘাতিত্বাৎ"—যেহেতু প্রতিঘাত দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ একটি পাশে বহুত্বের বোধকতা থাকিলেও তাহার নিবৃত্তি দৃষ্ট হয় না, "অবিশেষাৎ"—বিশেষত্ব তাই বলিয়া, "চ"—আর, "তেন"—তাহার সহিত অর্থাৎ তাদৃশ প্রয়োগের সহিত, "অস্য"—ইহার।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অগ্নীষোমীয় পশুর পাশবিষয়ক দুইটি মন্ত্র আছে, যথা,—"অদিতিঃ পাশং প্রমুমোক্তেতম্" এবং "অদিতিঃ পাশান্ প্রমুমোক্তেতান্।" ইহার মধ্যে প্রথম মন্ত্রটিতে পাশের একত্ব এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটিতে পাশের বহুত্ব অভিহিত হইয়াছে। আর প্রকৃতিযাগে ঐ দুইটি মন্ত্রই বিকল্পিতভাবে পাঠ করিতে হয়। কিন্তু "মৈত্রং শ্বেতমালভেত বারুণং কৃষ্ণমপাং চৌষধীনাং চ সন্ধাবন্নকামঃ" এই শ্রুতিবাক্যে একটি দ্বিপশুক (পশুদ্বয়সাধ্য) যাগ বিহিত হইয়াছে। ইহা বিকৃতিযাগ; কাজেই ইহাতে প্রকৃতিভূত অগ্নীষোমীয়যাগের ঐ পাশবিষয়ক মন্ত্র দুইটি অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে এই বিকৃতিভূত দ্বিপশুক যাগে ঐ পাশবিষয়ক মন্ত্র দুইটির সম্বন্ধে সংশয় এই যে, এস্থলে কি ঐ পাশের বহুত্ববোধক মন্ত্রটি অবিকৃতভাবে পাঠ করিতে হইবে আর একবচনান্ত মন্ত্রটির নিবৃত্তি হইবে অথবা পাশের বহুত্ববোধক মন্ত্রটিরই নিবৃত্তি হইবে আর একত্ববোধক মন্ত্রটির উহ করিয়া পাঠ করিতে হইবে, কিম্বা দুইটি মন্ত্রই অবিকৃত ভাবে পাঠিতব্য হইবে অথবা দুইটিরই উহ হইবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—"অন্যায়স্ত অবিকারেণ"—ইহাদের মধ্যে অন্যায়নিগদটি অর্থাৎ একটি পাশ অথচ মন্ত্রটি পাশের বহুত্ব বোধক, এতাদৃশ যে অসমবেতার্থক মন্ত্র সেইটিই যথাযথভাবে অবিকৃতরূপে পাঠ করা উচিত, আর পাশের একত্ববোধক মন্ত্রটিকে

নিবৃত্ত করা উচিত। কারণ, "অদৃষ্টপ্রতিঘাতিত্বাৎ"—প্রকৃতিযাগে পাশ একটি হইলেও যখন তাহার অবোধক বহুত্বাভিধায়ক মন্ত্রটি প্রয়োগ করিবার প্রতিঘাত বা নিবৃত্তি দৃষ্ট হয় না তখন বিকৃতি যাগেই বা কেন তাহার প্রতিঘাত হইবে? আর প্রকৃতিযাগের পাশ একটি মাত্র বলিয়া পাশের বহুত্ববোধক মন্ত্রটি তাহাতেও যেমন অসমবেতার্থক, বিকৃতিযাগেও সেইরূপ পাশ দুইটি বলিয়া ঐ মন্ত্রটি ইহাতেও অসমবেতার্থক। অতএব সে অংশে প্রকৃতিযাগ এবং বিকৃতিযাগের মধ্যে যখন কোনও বৈশিষ্ট্য নাই, তখন মন্ত্রের প্রয়োগ বিষয়েও বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত নহে। ইহা সূত্রের "অবিশেষাৎ চ তেনাস্তু" এই অংশে উক্ত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

বিকারো বা তদর্থত্বাৎ ॥ ১১ ॥

অক্ষরার্থ। "বিকারো"—বিকার হইবে অর্থাৎ একত্ববোধক মন্ত্রটির উহ করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে, "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, তদর্থত্বাৎ"—যেহেতু উহার তদ্বাচকতা (একত্ববোধকতা সুতরাং সমবেতার্থতা) রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন, প্রকৃতিযাগে যখন পাশের একত্ববোধক মন্ত্রটি সমবেতার্থক, তখন দ্বিপশুক বিকৃতিযাগে সেইটিকেই উহপূর্ব্বক দ্বিবচনান্তরূপ বিকৃত করিয়া সমবেতার্থক করিয়া পাঠ করা উচিত, আর অসমবেতার্থক বহুত্ববোধক মন্ত্রটির নিবৃত্তি করাই ন্যায়সঙ্গত। ইতি ২য় পূর্ব্বপক্ষ।

অপি ত্বন্যায়সম্বন্ধাৎ প্রকৃতিবৎ পরেষ্বপি যথার্থং স্যাৎ ॥ ১২ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি তু"—পক্ষব্যাবর্ত্তক, "অন্যায়সম্বন্ধাৎ"—অন্যায় অর্থাৎ অসমবেতার্থক পাশবহুত্ববোধক মন্ত্রটি সম্বদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া, "প্রকৃতিবৎ"—প্রকৃতিযাগের ন্যায়, "পরেষু অপি"—পরের গুলিতে অর্থাৎ বিকৃতিযাগেও, "যথার্থং স্যাৎ"—যথাযথভাবে প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রথম পূর্ব্বপক্ষবাদী দ্বিতীয় বাদীর মত নিরাস করিয়া বলিতেছেন—"প্রকৃতিবৎ পরেষু অপি যথার্থং স্যাৎ"—প্রকৃতিযাগের ন্যায় বিকৃতিযাগেও উক্ত অসমবেতার্থক বহুত্ববোধক মন্ত্রটি প্রয়োগ করিতে হইবে। কারণ, "অন্যায়সম্বন্ধাৎ"—প্রকৃতিযাগের ইতিকর্ত্তব্যতা যখন বিকৃতিযাগে অতিদিষ্ট হয় এবং সেইস্থানেই যখন উহা অসমবেতার্থক তখন অদৃষ্টোৎপত্তির জন্য বিকৃতি-যাগেও উহার প্রয়োগ আবশ্যক। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

যথার্থং ত্বন্যায়স্যাচোদিতত্বাৎ ॥ ১৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "যথার্থং"—যথার্থ অর্থাৎ অর্থের অর্থাৎ একস্বরূপ অর্থের যাহাতে বিরোধ না হয় তাদৃশ ভাবেই (উহপূর্ব্বক পঠিতব্য), "তু" —পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অন্যায়স্য অচোদিতত্বাৎ"—কারণ, যাহা অন্যায় অর্থাৎ অসমবেতার্থক তাহা অতিদেশবিধির দ্বারা বোধিত হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"যথার্থম্"—উক্ত দুইটি মন্ত্রেরই উহ করিয়া দ্বিবচনান্ত করিয়া যাহাতে সমবেতার্থক হয় সেই ভাবে পাঠ করিতে হইবে। সুতরাং মন্ত্রগত একবচনান্ত এবং দ্বিবচনান্ত পদগুলির নিবৃত্তি হইবে। কারণ, একবচন অথবা বহুবচন কোনটিই দ্বিত্ববোধক নহে। অথচ এস্থলে পাশ দুইটিই হইতেছে এবং তাহা মন্ত্রের দ্বারা প্রকাশ্যও বটে। যদি বলা হয় অতিদেশবিধিবলে যখন উক্ত অন্যায়নিগদই প্রাপ্ত হয়, তখন তাদৃশ ভাবেই প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠা কেন? তদুত্তরে বক্তব্য—"অন্যায়স্য অচোদিতত্বাৎ"—অতিদেশ-শাস্ত্রবলে ইতিকর্ত্তব্যতারূপে পাঠ্য মন্ত্রই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অসমবেতার্থস্বরূপ যে অন্যায় তাহা অতিদেশ শাস্ত্রের বিষয় হয় না। অতএব দ্বিপশুক যাগে একবচন এবং বহুবচন কোনটিরই প্রয়োগ করা শাস্ত্রার্থ নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ছন্দসি তু যথাদৃষ্টম্ ॥ ১৪ ॥

অক্ষরার্থ। "ছন্দসি"—প্রত্যক্ষবচনস্থলে, "তু"—কিন্তু, "যথা-দৃষ্টম্"—যেমন দৃষ্ট হয় অর্থাৎ যেমন বচন আছে সেই ভাবে পাঠ করিতে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি জিজ্ঞাসা করেন, প্রকৃতিযাগে তবে ঐ অসমবেতার্থক বহুত্ববোধক মন্ত্রটি পাঠ করা হয় কেন ? তদুত্তরে বক্তব্য "ছন্দসি তু যথাদৃষ্টম্"—ঐ স্থলে ঐ মন্ত্রটি প্রত্যক্ষবচনবোধিত ; কাজেই উহার পরিবর্ত্তন করা চলে না। কিন্তু এই বিকৃতিযাগে উহা অনুমানমূলক বলিয়া এবং সেই কারণেই অতিদেশবিধিরই দ্বারস্থে অসমবেতার্থক স্থানে উহ কর্ত্তব্য হয় বলিয়া এস্থলে একবচনান্ত মন্ত্রের ন্যায় বহুবচনান্ত মন্ত্রটিকেও অবশ্যই উহ করিতে হয়। ইতি ৪র্থ দ্বিপশুযাগে পাশবিষয়ক মন্ত্রদ্বয়ের একবচনান্ত ও বহুবচনান্ত পদদ্বয়ের দ্বিবচনান্তরূপে উহ অধিকরণ।

বিপ্রতিপত্তৌ বিকল্পঃ স্যাৎ সমত্বাদ্ গুণে ত্বন্যায়কল্পনৈকদেশত্বাৎ ॥ ১৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বিপ্রতিপত্তৌ"—বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরোধ হইলে, "বিকল্পঃ স্যাৎ"—বিকল্প হইবে, "সমত্বাৎ"—যেহেতু সমতা রহিয়াছে, "গুণে তু"—গুণভূত বিষয়েই, "অন্যায়কল্পনা"—অন্যায় কল্পনা অর্থাৎ লক্ষণা প্রভৃতি (হইয়া থাকে), "একদেশত্বাৎ"—কারণ তাহা একদেশ বুঝাইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নীষোমীয় পশুতে ঐ যে পাশবিষয়ক দুইটি মন্ত্র, উহার মধ্যে বহুত্ববোধক মন্ত্রটির সম্বন্ধে সংশয় এই যে, উহা কি প্রকরণ হইতে উৎকর্ষণীয় হইবে অর্থাৎ অন্য স্থলে চালিত হইবে অথবা উহা প্রকরণেই থাকিবে ? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, প্রকরণ হইতে উহার উৎকর্ষ হইবে। কারণ ঐ মন্ত্রটি বহু পাশের বোধক ; অথচ প্রকৃতিভূত অগ্নীষোমীয় যাগে পাশ মাত্র একটিই হইতেছে। অতএব উহা অবাচক বলিয়া সেই স্থানে পঠিত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"বিপ্রতিপত্তৌ বিকল্পঃ স্যাৎ সমত্বাৎ"—এতাদৃশ বিরোধ স্থলে অনন্বিত মন্ত্রটির উৎকর্ষ হইবে না, কিন্তু মন্ত্রদ্বয়ের বিকল্পই হইবে। কারণ, উভয়স্থলেই দ্বিতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে বলিয়া উভয়েই পাশবিশিষ্ট কর্ম্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে ; এ বিষয়ে উভয়েরই সমতা রহিয়াছে। যদি বলা হয়, একটি মন্ত্র যে বহুত্ব বুঝাইতেছে তাহা ত একটি পাশে বিরুদ্ধ ? তদুত্তরে বক্তব্য "গুণে

স্বত্বায়কল্পনা একদেশত্বাৎ”—এ স্থলে গুণভূত বচনে অবয়ববোধকত্বরূপ লক্ষণা করিতে হইবে; সুতরাং তদনুসারে উহা পাশের বহুত্ব বুঝাইবে না, কিন্তু পাশগত অবয়বের বহুত্ব বুঝাইবে। আর একটি পাশেও বহু অবয়ব থাকিতে পারে। সুতরাং পাশগত অবয়বের বহুত্ব লক্ষ্য করিয়া "পাশান্" এ স্থলে বহু বচন প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া এবং তাহা একটি পাশেও সম্ভব বলিয়া এ স্থলে বহুবচনান্ত মন্ত্রটিও পাঠ করিতে হইবে। যদি বলা হয়, বহুবচন যখন প্রত্যয়ার্থ তখন তাহাকে কিরূপে গুণভূত বলা যায়? তদুত্তরে বক্তব্য শব্দোপাধি অনুসারে প্রকৃত্যর্থ গুণভূত এবং প্রত্যয়ার্থ প্রধানভূত হয় বটে কিন্তু অর্থ অনুসারে গুণগুণিভাব বিপরীতই বুঝিতে হইবে—প্রকৃত্যর্থই প্রধান এবং প্রত্যয়ার্থই গুণ বা অপ্রধান। কারণ প্রকৃতি বা প্রাতিপদিক বিভক্তিবোধ্য কর্ম্মত্বাদির আশ্রয় যে ধর্ম্মী তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে, আর বিভক্তি দ্বারা সেই ধর্ম্মীর কর্ম্মত্বাদি ধর্ম্ম বোধিত হয়। বিভক্তির মধ্যে আবার কারক এবং সংখ্যা দুইটি অংশ থাকে। তন্মধ্যে একত্ব-বহুত্বাদি সংখ্যা কর্ম্মত্বাদি কারকের গুণ বা ধর্ম্ম বুঝাইয়া থাকে বলিয়া কর্ম্মত্বাদিই প্রধান, আর সংখ্যা তাহারও গুণভূত। সুতরাং ধর্ম্মী এবং ধর্ম্মের মধ্যে ধর্ম্মীই প্রধান এবং ধর্ম্ম গুণভূত বা অপ্রধান বলিয়া এবং গুণ সকল প্রধানার্থক বলিয়া প্রধানের অনুরোধই প্রবল। একারণে মুখ্যের অনুরোধে গুণে লক্ষণা করিয়া মুখ্যকে নির্ব্বাধ রাখাই যুক্তিযুক্ত। যদি বলা হয় পূর্ব্ব অধিকরণে এ নিয়ম খাটিল না কেন? তদুত্তরে বক্তব্য, তথায় অতিদেশ বলে মন্ত্রের প্রাপ্তি হয় বলিয়া এবং অতিদেশ বলে প্রাপ্ত অনন্বিত বিষয় গুলির উহ করা হয় বলিয়া তথায় লক্ষণাপক্ষ স্বীকার করিবার পক্ষে যুক্তি নাই। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রকরণবিশেষাচ্চ ॥ ১৬ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রকরণবিশেষাৎ চ"—প্রকরণের বিশেষত্ব আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রকরণের যে বৈশিষ্ট্য আছে তদনুসারেও ইহা নিরূপিত হয় যে, প্রাতিপদিক বহুবচনকে স্বায়ত্ত করিতে পারে, কিন্তু বহুবচন প্রাতিপদিকের উৎকর্ষ অর্থাৎ স্থানচ্যুতি ঘটাইতে পারে না। একারণেও পাশের বহুত্ব বোধক মন্ত্রটির উৎকর্ষ হইবে না।

অর্থাভাবাত্তু নৈবং স্যাদ্ গুণমাত্রমিতরৎ ॥ ১৭ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "অর্থাভাবাৎ"—প্রয়োজনাভাববশতঃ, "তু"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "এবং ন স্যাৎ"—এরূপ হইবে না, "ইতরৎ"—পাশগত বহুত্বটি, "গুণমাত্রম্"—কেবলমাত্র গুণস্বরূপ হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, এস্থলে বহুত্ববোধক পাশমন্ত্র যখন অসমবেতার্থক বলিয়া প্রকরণের সহিত সম্বন্ধরহিত, তখন প্রতিপদধিকরণন্যায়ে (মীঃ দঃ ৩।৩।৯ম অধিকরণ ১৭-১৯ সূত্র) বহুপাশযুক্ত কর্ম্মে উহার উৎকর্ষ হওয়াই উচিত। প্রতিপদধিকরণ যেমন "যুবং হি স্থঃ স্বর্পতী" ইত্যাদি বাক্যবোধিত বিষয়টি জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইলেও তথায় সম্বন্ধ নহে, কারণ, জ্যোতিষ্টোমে যজমান একজন, অথচ যজমান দুই জন এবং বহুজন হইলেই ঐ প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপৎ কর্ত্তব্য; একারণে কুলায়-যজ্ঞে এবং সত্রাদিতে উহাদের উৎকর্ষ হয়; কারণ তাদৃশ স্থলেই যথাক্রমে যজমানের দ্বিত্ব এবং বহুত্ব থাকে।—এস্থলেও সেইরূপ হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"অর্থাভাবাৎ তু নৈবং স্যাৎ"—জ্যোতিষ্টোমে যজমানের দ্বিত্ব এবং বহুত্ব নাই, কাজেই প্রয়োজনশূন্য হইতেছে বলিয়া ঐ 'প্রতিপৎ' দুইটির উৎকর্ষ হইতে পারে; কিন্তু এখানে পাশ ত রহিয়াছে, তবে বহুত্ব নাই এইমাত্র। 'প্রতিপৎ' স্থলে যজমানগত দ্বিত্ব বা বহুত্ব প্রধান, কারণ দ্বিত্ব এবং বহুত্বের উদ্দেশ্যেই ঐ প্রকার 'প্রতিপৎ'ভেদ বিহিত হইয়াছে। কাজেই তাহার অন্যথা করা যায় না; কিন্তু এখানে পাশই প্রধান, আর "গুণমাত্রম্ ইতরৎ"—বহুবচনটি তাহার গুণ মাত্র। কাজেই প্রধানের অনুরোধে গুণে লক্ষণা করা অন্যায় নহে। কিন্তু বহুবচনরূপ গুণের অনুরোধে প্রধানভূত যে পাশ তাহার উৎকর্ষ হইতে পারে না। অতএব ঐ পাশমন্ত্র বিকল্পিত ভাবেই পঠনীয়। ইতি আশঙ্কানিরাস।

দ্যাবোস্তথেতি চেৎ ॥ ১৮ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্যাবোঃ"—দ্যাবাপৃথিবীমন্ত্রের যেমন উৎকর্ষ হয়, "তথা"—সেইরূপ এস্থলেও হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন, দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণের "দ্যাব্যাপৃথিব্যো রহং দেবযজ্যয়া বৃত্রহা ভূয়াসম্

এই অনুমন্ত্রণ মন্ত্রটির যেমন উৎকর্ষ হয়, এ স্থলেও সেইরূপ বহুত্ববোধক পাশমন্ত্রের উৎকর্ষ হইবে। ইতি আশঙ্কা।

নোৎপত্তিশব্দত্বাৎ ॥ ১৯ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, "উৎপত্তিশব্দত্বাৎ"—উৎপত্তির অর্থাৎ অঙ্গত্ববোধকতার শব্দ রহিয়াছে বলিয়া। আশঙ্কানিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে 'দ্যাবাপৃথিবী' মন্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ, দর্শপূর্ণমাসে দ্যাবাপৃথিবীর অঙ্গত্ববোধক কোনও শব্দ নাই। কাজেই অর্থানুরোধে তাহার উৎকর্ষ হইতে পারে, যেহেতু তাহাতে অঙ্গহানি হয় না। পক্ষান্তরে এ স্থলে পাশের অঙ্গত্ববোধক শব্দ রহিয়াছে। যেহেতু "রশনয়া ব্ৃগং পরিব্যয়তি" এই বাক্যে তৃতীয়শ্রুতির দ্বারা রশনার অঙ্গত্ব বোধিত হইয়াছে। একারণে পাশমন্ত্রের উৎকর্ষ হইতে পারে না। ইতি ৫ম অগ্নীষোমীয় পশুতে পাশৈকত্ববহুত্বাভিধায়ক মন্ত্রদ্বয়ের বিকল্পাধিকরণ।

অপূর্ব্বে ত্ববিকারোঽপ্রদেশাৎ প্রতীয়েত ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপূর্ব্বে"—অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বরহিত অর্থাৎ প্রকৃতিভূত কর্ম্মে, "তু"—অধিকরণান্তর সূচক, "অবিকারঃ"—অবিকার অর্থাৎ উহ না হওয়া, "প্রতীয়েত"—বোদ্ধব্য, "অপ্রদেশাৎ"—অতিদেশ নাই বলিয়া। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে "পত্নীং সন্নহ" ইত্যাদি একটি মন্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। এ স্থলে "পত্নীম্" এই পদে এক বচনের বিভক্তি আছে বলিয়া উহা এক জন পত্নীকেই বুঝাইতেছে। যে যজমানের দুই বা তদধিক পত্নী আছে, তাহার পক্ষে পত্নীর একত্ববোধক ঐ মন্ত্রটি কি উহপূর্ব্বক পঠনীয় অথবা উহা অবিকৃতভাবেই পঠনীয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, তাদৃশ স্থলে একত্ব যখন বাধিতার্থক, তখন পত্নী শব্দে অবশ্যই দ্বিবচন কিংবা বহুবচনের উহ করিতে হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"অপূর্ব্বে তু অবিকারঃ প্রতীয়েত"—এতাদৃশ অপূর্ব্বকর্ম্মে উহ কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু মন্ত্রটিকে একবচনান্ত রাখিয়াই যথাযথ পাঠ করা উচিত। কারণ,

"অপ্রদেশাৎ"—এ স্থলে অতিদেশবলে প্রাপ্তি হইতেছে না, কিন্তু উপদেশ বিধিবলেই মন্ত্রটি প্রাপ্ত হইতেছে। আর যাহা উপদেশতঃ প্রাপ্ত, তাহাতে উহ হয় না, কিন্তু অতিদেশতঃ প্রাপ্ত বিষয়েরই উহ হইয়া থাকে। আরও এস্থলে পূর্ব্বোক্ত পাশাধিকরণ ন্যায়ে প্রাতিপদিক এবং দ্বিতীয়া বিভক্তি মাত্র বিবক্ষিত—একবচন অবিবক্ষিত অদৃষ্টার্থক। একারণেও তাহার উহ হইবে না। ইতি ৬ষ্ঠ দর্শপূর্ণমাসযাগে দ্বিপত্নীক প্রয়োগে 'পত্নীং সন্নহ্য' মন্ত্রের অনূহাধিকরণ।

বিকৃতৌ চাপি তদ্বচনাৎ ॥ ২১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বিকৃতৌ অপি চ"—বিকৃতি স্থলে (ঐ মন্ত্র অবিকৃতভাবেই পঠনীয়), "তদ্বচনাৎ"—তাহার অর্থাৎ প্রাতিপদিকার্থমাত্রের বচন অর্থাৎ বিবক্ষিতত্ব রহিয়াছে বলিয়া। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। বিকৃতিভূত সৌর্য্যযাগে দ্বিপত্নীক কিংবা বহুপত্নীক যজমানের পক্ষে ঐ "পত্নীং সন্নহ্য" মন্ত্রটির উহ হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, প্রকৃতিযাগে সমানবিধানতা থাকে—একই বিধিবলে একপত্নীক এবং অনেকপত্নীকের পক্ষে মন্ত্রটি বিহিত হইয়া থাকে; কাজেই তথায় পূর্ব্ববত্ব না থাকায় উহ হইতে পারে না বটে, কিন্তু বিকৃতিস্থলে যখন অতিদেশবলে ধর্ম্মপ্রাপ্তি হইতেছে, তখন তথায় উহ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। কারণ, প্রকৃতিতে শব্দপ্রয়োগ শ্রুত্যুপদেশসাপেক্ষ বলিয়া তথায় যথাবচন প্রয়োগ করাই বিধি, কিন্তু বিকৃতিস্থলে যখন শব্দপ্রয়োগ অস্মদায়ত্ত, তখন অর্থ অনুসারে উহ করিয়া প্রয়োগ করাই উচিত। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"বিকৃতৌ চাপি";—এস্থলে পূর্ব্বসূত্রের "অবিকারঃ" এই অংশটির অনুষঙ্গ করিতে হইবে। সুতরাং বিকৃতিযাগেও—সৌর্য্যাদিযাগেও ঐ "পত্নীং সন্নহ্য" মন্ত্রের উহ হইবে না, কিন্তু উহা যথাযথভাবে অবিকৃতরূপেই পঠিতব্য হইবে। কারণ, "তদ্বচনাৎ"—এস্থলে মাত্র প্রাতিপদিকার্থেরই বচন বিবক্ষিতত্ব—ইহা পূর্ব্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে। ইতি ৭ম দ্বিপত্নীক বিকৃতিযাগেও 'পত্নীং সন্নহ্য' মন্ত্রের অনূহাধিকরণ।

অধ্রিগুঃ সবনীয়েষু তদ্বৎ সমানবিধানা শ্চেৎ ॥ ২২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অধ্রিগুঃ"—অধ্রিগুপ্রৈষ, "সবনীয়েষু"—সবনীয়পশু সকলে, "তদ্বৎ"—পূর্ব্বের ন্যায় উহ না করিয়া অবিকৃতভাবে পঠনীয়,

"সমানবিধানাঃ চেৎ"—যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে ঐগুলি সমানবিধান অর্থাৎ একই উপদেশ বিধির বিষয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমের অগ্নিষ্টোমসংস্থার সবনীয় পশু একটি, উক্থ্য সংস্থায় দুইটি, ষোড়শি নামক সংস্থায় তিনটি, অতিরাত্রনামক সংস্থায় চারিটি—এই ভাবে সাতটি সংস্থায় সবনীয় পশু উত্তরোত্তর একটি করিয়া বেশী আবশ্যক। ইহা "আগ্নেয়ঃ পশুরগ্নিষ্টোমে আলব্ধব্যঃ। "ঐন্দ্রাগ্ন উক্থ্যে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐ সবনীয় পশুগুলি অগ্নীষোমীয় পশুর সহিত সমানবিধান কি না অর্থাৎ ঐগুলি একই উপদেশবিধির বিষয় কি না তাহা তৃতীয় অধ্যায়ে বিচারিত হইয়াছে। তাহাতে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ ছিল যে, ঐগুলি সমানবিধান অর্থাৎ ঐগুলি সকলেই একই উপদেশবিধির বিষয়; সুতরাং উহাদের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতিভাব নাই। এই পূর্ব্বপক্ষটিকে যদি সিদ্ধান্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ইহাতে "প্রাস্মা অগ্নিং ভরত" ইত্যাদি যে অধ্রিগুপ্রৈষ আছে তাহাতে "প্রাস্মৈ" এই পদের বহুবচনান্ত করিয়া উহ হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে সূত্রকার "তদ্বৎ" বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের যুক্তির অতিদেশ করিতেছেন। সুতরাং পূর্ব্বাধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ যাদৃশ এ স্থলের পূর্ব্বপক্ষও তাদৃশ এবং পূর্ব্ব অধিকরণে উক্ত সিদ্ধান্ত যেরূপ এ স্থলের সিদ্ধান্তও সেইরূপ। আর সূত্রের "সমানবিধানাশ্চেৎ" এই অংশে বলা হইয়াছে যে এস্থলে সমানবিধানত্ব উহরাহিত্যের হেতু। অতএব এস্থলেও উহ কর্ত্তব্য হইবে না, কিন্তু মন্ত্রটি অবিকৃতভাবে যথাযথই পঠনীয়। বিচারটি "কৃত্বাচিন্তাত্মক।"—কাজেই সবনীয় পশুগুলি অগ্নীষোমীয়ের সমানবিধান নহে, কিন্তু তাহার বিকৃতি। সুতরাং পাশাধিকরণের নিয়ম অনুসারে উহাদের লিঙ্গ ও বচনের উহই হইবে। ইতি ৮ম সবনীয় পশুসকল যদি অগ্নীষোমীয়ের সমানবিধান হয় তাহা হইলে "প্রাস্মৈ" ইত্যাদি মন্ত্রের অনূহাধিকরণ।

প্রতিনিধৌ চাবিকারাৎ ॥ ২৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রতিনিধৌ চ"—প্রতিনিধিস্থলেও (উহ হইবে না), "অবিকারাৎ"—যেহেতু তাহা বিকার নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুত্যুপদিষ্ট দ্রব্যের অপচার ঘটিলে সেই অপচরিত দ্রব্যের সহিত যাহার অধিক সাদৃশ্য আছে তাদৃশ দ্রব্য প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিতে হয়। যেমন ব্রীহির অপচারে নীবার দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, ইহা ষষ্ঠ

অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং যখন ব্রীহির অপচারে নীবার দ্বারা কার্য্য করা হয় তৎকালে "ব্রীহীণাং মেধ সুমনস্যমানঃ" এই যে ব্রীহিপ্রকাশক মন্ত্রাংশ ইহার উহ হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—ব্রীহিরূপ অর্থ এখানে বিবক্ষিত বলিয়া নীবারসাধনক প্রয়োগে অবশ্যই উহার উহ করা উচিত। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"প্রতিনিধৌ চ অবিকারাৎ"—এতাদৃশ প্রতিনিধি স্থলেও উহ কর্ত্তব্য নহে। কারণ, ইহাও বিকার নহে। যে-হেতু ব্রীহি কিংবা নীবার কেহই পুরোডাশের সাধন নহে, কিন্তু ব্রীহ্যবয়বই তাহার সাধন। আর তাহা নীবারেও বহুলভাবেই বর্ত্তমান থাকে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অনাম্নানাদশব্দত্বমভাবাচ্চেতরস্য স্যাৎ ॥ ২৪ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অনাম্নানাৎ"—আম্নাত হয় নাই বলিয়া, "ইতরস্য অশব্দত্বম্ স্যাৎ"—অপরটি অর্থাৎ নীবারটি অশব্দ অর্থাৎ অশ্রৌত হইবে, "অভাবাৎ"—অপরটির অভাবে (নীবারের হয় বলিয়া)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন—মন্ত্রে যদি ব্রীহিশব্দ আম্নাত (প্রত্যক্ষশ্রুতিবোধিত) না হইত তাহা হইলে উহ না করিলে চলিত। কিন্তু তাহা যখন রহিয়াছে আর সেই ব্রীহির অভাবেই যখন নীবার গ্রহণ করা হয়, তখন প্রতিনিধি স্থলে নীবারটি অশ্রৌত হইয়া পড়িবে। কাজেই তাহার উহ না করিলে শাস্ত্র অনুসৃত হইবে না।

তাদর্থ্যাদ্ বা তদাখ্যং স্যাৎ সংস্কারৈরবিশিষ্টত্বাৎ ॥ ২৫ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "তাদর্থ্যাৎ"—তৎপ্রয়োজনসাধকতা আছে বলিয়া, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "তদাখ্যং স্যাৎ"—তন্নামক অর্থাৎ ব্রীহি নামক হইবে, "সংস্কারৈঃ অবিশিষ্টত্বাৎ"—কারণ সংস্কারের দ্বারাও তাহা অবিশিষ্ট।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহারকল্পে বলিতেছেন—ব্রীহির যাহা প্রয়োজন নীবারের দ্বারা তাহাই সাধিত হয় বলিয়া প্রতিনিধিস্থলে ঐ মন্ত্রে নীবারই ব্রীহি শব্দে অভিহিত হইবে। আর প্রোক্ষণ, অবহনন প্রভৃতি সংস্কারের ফলেও ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। ইতি আশঙ্কা নিরাস।

উক্তঞ্চ তত্ত্বমস্য ॥ ২৬ ॥

অক্ষরার্থ। "উক্তং"—বলা হইয়াছে, "চ"—আরও, "তত্ত্বম্"—তদ্ভাবতা, "অস্য"—ইহার অর্থাৎ নীবারের।

ভাষ্যভাবার্থ। নীবার কি জন্য ব্রীহির প্রতিনিধি হয়, নীবারের সেই তদ্ভাবতা, ব্রীহিস্বরূপতা পূর্ব্বে "সামান্যং তচ্চিকীর্ষা" (৬।৩।২৭ সূঃ) এই স্থলে বলা হইয়াছে। অতএব নীবার ব্রীহির প্রতিনিধি হইলে মন্ত্রে উহ করিতে হইবে না। ইতি ৯ম নীবার ব্রীহির প্রতিনিধি হইলে মন্ত্রের অনূহাধিকরণ।

সংসর্গিষু চার্থস্যাস্থিতপরিমাণত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সংসর্গিষু চ"—সংসর্গী অর্থাৎ শরীরসংসর্গী চক্ষুঃ প্রভৃতিবোধক মন্ত্রসকলেও (উহ হইবে না), "অর্থস্য অস্থিতপরিমাণত্বাৎ"—যেহেতু অর্থের অর্থাৎ তেজঃপ্রভৃতির অস্থিতপরিমাণত্ব অর্থাৎ নিয়তপরিমাণত্ব রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নীষোমীয় পশুর সম্বন্ধে যে অধ্রিগুপ্রৈষমন্ত্র আছে তাহাতে পশুর চক্ষুঃ প্রভৃতি অঙ্গের সূর্য্যাদি সংসর্গপ্রাপ্তি "সূর্য্যং চক্ষুর্গময়তাৎ" বাতং প্রাণময়বসৃজতাৎ। দিশঃ শ্রোত্রম্" অর্থাৎ "চক্ষুঃ সূর্য্যে যাউক, প্রাণ বায়ুতে মিশুক, কর্ণ দিক্ সমূহে সংসৃষ্ট হউক" ইত্যাদি মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিপশু প্রভৃতি পশুগণের বেলায় ঐ চক্ষুঃপ্রভৃতিশব্দের উহ অর্থাৎ দ্বিবচনান্ত বা বহুবচনান্ত করিয়া প্রয়োগ হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এস্থলে চক্ষুঃপ্রভৃতিশব্দের উহ হইবে, কারণ, পশুভেদে চক্ষুরাদি ভিন্ন ভিন্নই হইতেছে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"সংসর্গিষু চ" ইত্যাদি। এস্থলেও পূর্ব্বের "অবিকারঃ" এই অংশটির অনুষঙ্গ হইবে। চক্ষুঃপ্রভৃতি সংসর্গী পদার্থগুলির বেলায়ও উহ হইবে না, কিন্তু ঐগুলি অবিকৃতভাবেই পঠনীয় হইবে। কারণ, "অর্থস্য অস্থিতপরিমাণত্বাৎ"—এস্থলে চক্ষুঃ বলিতে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান যে গোলক তাহা বিবক্ষিত নহে, যে তাহা প্রত্যেক পশুতে ভিন্ন বলিয়া দ্বিবচনাদিতে উহ করিতে হইবে। কারণ, সেই গোলকাদিগুলি সূর্য্যাদিতে যায় না—যাইয়া মিশিতে পারে না। কিন্তু এখানে,

রূপদর্শনাদির সামর্থ্য বা শক্তিরূপ যে তেজ, তাহাই মাত্র চক্ষুঃপ্রভৃতিশব্দে বিবক্ষিত। আর তাহা একটি পশুরই হউক অথবা বহু পশুরই হউক সূর্য্যাদিতে গিয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীর ন্যায় অভিন্ন হইয়া যায় বলিয়া, এস্থলে কোনও ভেদ থাকে না। কাজেই ভেদ না থাকায় দ্বিবচন কিংবা বহুবচনে উহ করিবারও আবশ্যকতা থাকে না। ইতি সিদ্ধান্ত

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে যে চক্ষুঃপ্রভৃতি শব্দের উহ হইবে না তাহা "ন মাতা বর্দ্ধতে ন মজ্জা ন নাভিঃ প্রাণো হি সঃ" এই শ্রুতিবাক্যের জ্ঞাপকতা অনুসারেও সিদ্ধ হয়। কারণ, এখানে বলা হইয়াছে যে, নাভি, মজ্জা প্রভৃতিগুলি প্রাণস্বরূপ বলিয়া উহাদের বৃদ্ধি অর্থাৎ বিকার হইবে না। আর 'প্রাণ' শব্দটিও ঐ প্রৈষমন্ত্রে রহিয়াছে। তাহার বৃদ্ধি বা বিকার যখন নিষিদ্ধ হইল তখন এই দৃষ্টান্তে অন্যেরও বিকার হইবে না বুঝা যায়। ইতি ১০ম দ্বিপশুযাগে "সূর্য্যং চক্ষুর্গময়তাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রের অনূহাধিকরণ।

একধেত্যেকসংযোগাদভ্যাসেনাভিধানং স্যাৎ ॥ ২৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "একধা ইতি"—'একধা' ইত্যাদি মন্ত্রটির, "অভ্যাসেন অভিধানং স্যাৎ"—অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তিপূর্ব্বক পাঠ হইবে, "একসংযোগাৎ"—যেহেতু একটির সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে ঐ একপশুর অধ্রিগুপ্রৈষমধ্যেই "একধাঽস্য ত্বচমাচ্ছ্যেতাৎ" অর্থাৎ একরকমে ইহার ত্বক্ ছেদন কর' এই মন্ত্রটিও পঠিতব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্বিপশু প্রভৃতির স্থলে ঐ মন্ত্রটিও কি অবিকৃত ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে অথবা উহার অভ্যাস অর্থাৎ পশুর সংখ্যা অনুসারে আবৃত্তি করিয়া ততবার প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন "একধা ইতি অভ্যাসেন অভিধানং স্যাৎ"—একাধিকবার উহার পাঠ করিতে হইবে। কারণ, "একসংযোগাৎ"—একটি

ত্বকের সহিতই উক্ত মন্ত্রটির সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেহেতু 'একধা' ইহার দ্বারা 'একবার কর্ত্তব্য' উপদিষ্ট হইয়াছে—যেন প্রত্যেক অবয়বে এক এক বার করিয়া বহুবারে ছিন্ন করা না হয়, এই অর্থই বুঝাইতেছে। সুতরাং প্রকৃতিভূত পশুর ত্বক্‌চ্ছেদনের এই একত্ব বিকৃতি পশুতেও অতিদেশ্য, তথায়ও একাধিক বারই মন্ত্রটি পাঠ্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

অবিকারো বা বহূনামেককর্ম্মবৎ ॥ ৩০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অবিকারঃ"—বিকার অর্থাৎ অভ্যাস হইবে না, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বহূনাম্ এককর্ম্মবৎ"—যেমন বহুর একই কালে কর্ম্ম হইতে পারে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—এস্থলে অভ্যাস হইবে না; কারণ 'একধা গাঃ পায়য়ন্তি' বলিলে যেমন অনেক গুলি গরুকে এক সঙ্গে পান করান বুঝায়, এস্থলেও সেইরূপ অনেকে মিলিয়া এককালে ত্বগুৎপাটন করিয়া জড় করিবে ইহাই বুঝাইতেছে। কাজেই মন্ত্রটির অভ্যাস হইবে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সকৃত্ত্বং ত্বৈকধ্যং স্যাদেকত্বাৎ ত্বচোঽনভিপ্রেতং তৎপ্রকৃতিত্বাৎ পরেষ্বভ্যাসেন বিবৃদ্ধাবভিধানং স্যাৎ ॥ ৩১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সকৃত্ত্বং"—একবারমাত্রই, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যবর্ত্তক, "ঐকধ্যং স্যাৎ"—একধাশব্দের অর্থ হইবে, "ত্বচঃ একত্বাৎ"—ত্বক্ একটি বলিয়া, "অনভিপ্রেতং"—তাহা অভিপ্রেত অর্থাৎ বিবক্ষিত হইতে পারে না, "তৎপ্রকৃতিত্বাৎ"—তাহাই প্রকৃতি বলিয়া, "পরেষু"—অপর স্থলে অর্থাৎ বিকৃতিতে, "বিবৃদ্ধৌ"—পশুর বৃদ্ধি হইলে, "অভ্যাসেন অভিধানং স্যাৎ"—অভ্যাস অর্থাৎ পৌনঃপুন্য সহকারে অভিধান অর্থাৎ মন্ত্রের উল্লেখ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—এ স্থলে মন্ত্রের অভ্যাসই করিতে হইবে। কারণ, ঐ মন্ত্রটি প্রকৃতিযাগ হইতে প্রাপ্ত। আর প্রকৃতিযাগে পশু একটি মাত্র। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর মত অনুসারে

প্রকৃতিতেও পশুর সাহিত্য আবশ্যক। কিন্তু তথায় পশু একটি বলিয়া সাহিত্য অসম্ভব। কাজেই পূর্ব্বে যে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে তদনুসারে 'একধা' ইহার অর্থ সকৃত্বই বলিতে হয়। আর তাহা হইলে বিকৃতিযাগে অনেকপশু স্থলে ঐ মন্ত্রটির আবৃত্তি অর্থাৎ পশুর সংখ্যা অনুসারে একাধিকবার পাঠ না করিলে উহা সমবেতার্থক হয় না। অতএব তথায় অভ্যাসই কর্ত্তব্য। ইতি ১১ শ দ্বিপশুযাগে অধ্রিগুপ্রৈষে 'একধা' শব্দের অভ্যাসাধিকরণ।

মেধপতিত্বং স্বামিদেবতস্য সমবায়াৎ সর্ব্বত্র চ প্রযুক্তত্বাৎ তস্য চান্যায়নিগদত্বাৎ সর্ব্বত্রৈবাবিকারঃ স্যাৎ ॥ ৩২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "মেধপতিত্বম্ স্বামিদেবতস্য"—মেধপতি স্বামী (যজমান) এবং দেবতার অর্থাৎ মন্ত্রে যে 'মেধপতি' শব্দ আছে তাহা স্বামী যজমান এবং দেবতা উভয়কেই বুঝায়, "সমবায়াৎ"—যেহেতু দেবতার সহিত সমবায় অর্থাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে, "চ"—এবং, "সর্ব্বত্র প্রযুক্তত্বাৎ" —সকলস্থলেই (অধিপতি অর্থে) প্রযুক্ত অর্থাৎ ব্যবহৃত হয়, "তস্য চ অন্যায়নিগদত্বাৎ"—আর সেটি অন্যায়নিগদ অর্থাৎ অসমবেত অর্থের বাচক বলিয়া, "সর্ব্বত্র এব"—সকল বিকৃতিতেই, "অবিকারঃ স্যাৎ"—অবিকার হইবে অর্থাৎ বিকার বা উহ না করিয়াই প্রয়োগ করিতে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে অগ্নীষোমীয় পশুর সম্বন্ধে যে অধ্রিগুপ্রৈষ আছে তাহাতে "শমিতার আরভধ্বম্ উপনয়ত মেধপতয়ে আশংসনা মেধপতিভ্যাং মেধম্" এই দ্বিবচনান্ত মন্ত্রটি পঠিত হয়। আর শাখান্তরে "মেধপতয়ে মেধম্" এইরূপ একবচনান্ত প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। উহার অর্থ এইরূপ, "হে শমিতৃগণ,—পশুঘাতকগণ যজ্ঞপতি দুইটির জন্য এবং একজন যজ্ঞপতির জন্য যজ্ঞ অভিলাষ করিয়া হিংসাসাধক পদার্থগুলি আন।" এস্থলে সংশয় হয়, ঐ যে "মেধপতিভ্যাম্" এবং "মেধপতয়ে" এই দুইটি অংশ, দ্বিপশু এবং বহুপশুস্থলে কি উহার উহ না করিয়া অবিকৃতভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে, অথবা উহার উহ করিতে হইবে? যদি উহ করা হয় তাহা হইলে কি যজ্ঞস্বামীর (যজমানের) সংখ্যা অনুসারে উহ হইবে, অথবা দেবতা অনুসারে উহ হইবে?

ইহাতে প্রথম পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—"অবিকারঃ স্যাৎ"—এস্থলে উহ হইবে না, কিন্তু অবিকৃতভাবেই উহা প্রয়োগ করিতে হইবে। কারণ, "মেধপতিত্বং স্বামিদেবতস্য সমবায়াৎ সর্ব্বত্র চ প্রযুক্তত্বাৎ তস্য চ অন্যায়নিগদত্বাৎ"—মন্ত্রের এই যে 'মেধপতি' শব্দ উহা দেবতা এবং যজমানকেই বুঝায়; যেহেতু দেবতার সহিতই যজ্ঞের সম্বন্ধ; আর অধিপতি বলিতে সকলস্থলেই স্বামীকেই বুঝায়। এখানে যজমানই হইতেছে যজ্ঞস্বামী। সুতরাং ঐ অংশটি যখন অসমবেতার্থক বলিয়া 'অন্যায়নিগদ' হইতেছে তখন উহার বিকার অর্থাৎ উহ করিবার প্রয়োজন নাই। ইতি ১ম পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বা দ্বিসমবায়োঽর্থান্যত্বে যথাসংখ্যং প্রয়োগঃ স্যাৎ ॥৩৩॥

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "দ্বি-সমবায়ঃ"—দুইটি সমবায় অর্থাৎ সমবেতার্থতা হইবে, "অর্থান্যত্বে"—অর্থের অন্যত্ব অর্থাৎ ভিন্নত্ব হইলে, "যথাসংখ্যং প্রয়োগঃ স্যাৎ"—বক্তব্য বা প্রকাশ্য বিষয় অনুসারে অর্থাৎ উহ করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—প্রথমবাদী যে ইহাকে 'অন্যায়নিগদ' বলিয়াছেন তাহা ঠিক নহে; কারণ, ইহা প্রকৃতিভূতযাগে সমবেতার্থক হইতে পারে। যেহেতু "মেধপতয়ে" এস্থলে যে 'একবচনান্ত' প্রয়োগ তাহা যজমানকে বুঝাইবে। আর "মেধপতিভ্যাং" এস্থলে যে দ্বিবচনান্ত প্রয়োগ তাহা অগ্নীষোম দেবতাকে বুঝাইবে। অতএব শাখাভেদে মন্ত্র ভিন্ন হইলেও উহা "দ্বিসমবায়ঃ"—যজমান এবং দেবতারূপ অর্থদ্বয়ে সমবেত। সুতরাং প্রকৃতিযাগে উহা সমবেতার্থক। আর তাহাই যদি হয় তাহা হইলে "অর্থান্যত্বে যথাসংখ্যং প্রয়োগঃ স্যাৎ"—বিকৃতিযাগে দেবতা এবং যজমানের সংখ্যা অনুসারে ঐ মেধপতি-শব্দকে অর্থ অনুসারে উহ করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। ইতি ২য় পূর্ব্বপক্ষ।

স্বামিনো বৈকশব্দ্যাদুৎকর্ষো দেবতায়াং স্যাৎ পত্ন্যাং দ্বিতীয়শব্দঃ স্যাৎ ॥ ৩৪ ॥

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "স্বামিনঃ"—(মেধপতি শব্দ) স্বামীর অর্থাৎ যজ্ঞস্বামী যজমানেরই বোধক, "ঐকশব্দ্যাৎ"—

একইশব্দ অর্থাৎ মন্ত্র বলিয়া, "উৎকর্ষঃ স্যাৎ"—উৎকর্ষ হয় অর্থাৎ সরাইয়া অন্যস্থানে লইতে হয়, "দেবতায়াম্"—দেবতাকে বুঝাইলে, "পত্ন্যাং দ্বিতীয়শব্দঃ স্যাৎ"—দ্বিতীয় শব্দটি পত্নীতে যাইবে অর্থাৎ পত্নীকে বুঝাইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন, দ্বিতীয় বাদীর উক্তিও সঙ্গত নহে ; কারণ, শাখাভেদে পাঠভেদ হইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে মন্ত্রভেদ হয় না। আর মন্ত্রভেদ না হইলে অর্থভেদ হওয়াও যুক্তিযুক্ত নহে! সুতরাং দ্বিতীয় বাদী যে বলিয়াছেন—একশাখার দ্বিবচনান্ত প্রয়োগটি দেবতাকে বুঝাইবে আর অন্যশাখার একবচনান্ত প্রয়োগটি যজমানকে বুঝাইবে, ইহা মোটেই সঙ্গত নহে! অতএব 'মেধপতি' শব্দটি যজ্ঞস্বামীকেই বুঝাইবে। যদি বলা হয় একবচনান্ত প্রয়োগে ইহা সম্ভব হইলেও দ্বিবচনান্ত প্রয়োগের বেলায় কি হইবে? তদুত্তরে বক্তব্য "পত্ন্যাং দ্বিতীয়শব্দঃ স্যাৎ"—দ্বিতীয় শব্দ থাকায় এস্থলে যজমান এবং তৎপত্নী উভয়কেই বুঝাইবে। আর উভয়েই যজ্ঞে অধিপতি। যদি বলা হয় দেবতাকেই বা বুঝাইবে না কেন? তদুত্তরে বক্তব্য—"দেবতায়াম্ উৎকর্ষঃ স্যাৎ"—মেধপতি শব্দটি দেবতার্থক হইলে একবচনান্তটিকে প্রকরণ হইতে সরাইয়া একদৈবত যাগে লইয়া যাইতে হয়। কিন্তু যজমানার্থকতা স্বীকার করিলে একবচনান্ত এবং দ্বিবচনান্ত দুইটিই সমবেতার্থক হয়, অথচ কোনটিরও উৎকর্ষ করিতে হয় না। অতএব 'মেধপতি' শব্দ যজমানার্থ বলিয়া যজমানের দ্বিত্ব হইলে একবচনান্তটির উহ হইবে এবং যজমানের বহুত্ব স্থলে দ্বিবচনান্তটিরও উহ হইবে। ইতি ৩য় পূর্ব্বপক্ষ।

দেবতা তু তদাশীষ্ট্বাৎ সম্প্রাপ্তত্বাৎ স্বামিন্যনর্থিকা স্যাৎ ॥ ৩৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "দেবতা"—(মেধপতি-শব্দে) দেবতা বোদ্ধব্য, "তদাশীষ্ট্বাৎ"—তাহার অর্থাৎ সেই মেধটির (প্রদেয় বস্তুটির) আশীষ্ট্ব অর্থাৎ 'অমুকদেবতার হউক' এই প্রকার ইচ্ছাবিষয়ত্ব রহিয়াছে বলিয়া, "স্বামিনি অনর্থিকা স্যাৎ"—সেই যে আশংসনা তাহা যজমানে অনর্থক, "সম্প্রাপ্তত্বাৎ"—কারণ তাহা (যজমানে পূর্ব্ব হইতেই) প্রাপ্ত রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—পূর্ব্বোক্ত পক্ষগুলির কোনটিই সঙ্গত নহে। 'মেধপতি' যজমান হইতে পারে না, কিন্তু দেবতাই মেধপতি ; যেহেতু দেবতার উদ্দেশেই মেধরূপ হবিঃ প্রদান করিবার অভিলাষ ঐমন্ত্রে উক্ত হইয়াছে বলিয়া দেবতার সহিত তাহার যে সম্বন্ধ পূর্ব্বে ছিল না তাহা এখানে ত্যাগের দ্বারা সম্পাদনীয়। পক্ষান্তরে যজমান যে সেই দ্রব্যের অধিপতি তাহা পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ বলিয়া মন্ত্রের দ্বারা তৎসম্পাদনের অভিলাষ জ্ঞাপিত হইতে পারে না, যেহেতু তাহা হইলে মন্ত্রটি নিরর্থক হইয়া পড়ে। অতএব মেধপতি শব্দ প্রকৃতিযাগে দেবতাতেই সমবেতার্থক বলিয়া বিকৃতিযাগে দেবতা অনুসারে তাহার উহ কর্ত্তব্য হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

উৎসর্গাচ্চ ভক্ত্যা তস্মিন্ পতিত্বং স্যাৎ ॥ ৩৬ ॥

অক্ষরার্থ। "উৎসর্গাৎ"—উৎসর্গ হেতু অর্থাৎ উৎসর্গ (ত্যাগ) করিয়াছে বলিয়া, "তস্মিন্ পতিত্বম্"—তাহাতে অর্থাৎ যজমানে যে পতিত্ব অর্থাৎ সেই দ্রব্যের স্বামিত্ব উল্লেখ করা হয় তাহা, "ভক্ত্যা স্যাৎ"—ভক্তি-যোগ অর্থাৎ লক্ষণাযোগ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। যজমান যে মেধপতি হইতে পারে না তাহার আরও কারণ এই যে, যজমান সেই দ্রব্যটিকে "ইদম্ অমুকদেবতায়ৈ ন মম" অর্থাৎ এই দ্রব্যটি অমুকদেবতার হইল, আমার আর রহিল না—এই ত্যাগ মন্ত্র বলিয়া উৎসর্গ করেন। আর যিনি যাহা উৎসর্গ বা ত্যাগ করেন ত্যাগের পর তাহাতে তাঁহার আর কোন স্বত্ব থাকিতে পারেনা। কাজেই এখানে 'মেধপতি' যজমান নহে, কিন্তু সম্প্রদান দেবতাই মেধপতি। তবে ত্যাগের পরেও যে স্থলেবিশেষে ত্যক্তা (দাতা) ব্যক্তিকে অধিপতি বলা হয় তাহা ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ প্রয়োগ।

উৎকৃষ্যেতৈকসংযুক্তো দ্বিদেবতেঽসম্ভবাৎ॥ ৩৭ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "উৎকৃষ্যেত"—উৎকর্ষ করিতে হয়, "একসংযুক্তঃ"—একসংযুক্তমন্ত্রটি, "দ্বিদেবতে অসম্ভবাৎ"—দ্বিদেবতায় সম্ভব হয় না বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন—'মেধপতি' শব্দটি যদি দেবতাবোধক হয় তাহা হইলে একবচনান্ত মন্ত্রটির যে উৎকর্ষ প্রসঙ্গ হয় তাহার পরিহার কি ? ইতি আশঙ্কা।

একস্তু সমবায়াৎ তস্য তল্লক্ষণত্বাৎ ॥ ৩৮ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—আশঙ্কা পরিহারক, "একঃ"—এক হইবে, "সমবায়াৎ"—সমবেতভাবে, "তস্য তল্লক্ষণত্বাৎ"—যেহেতু তাহা তদ্বোধক।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নি এবং সোম, এই যে দুইটি ব্যক্তি ইহাদের গণ অর্থাৎ সমষ্টিই মেধপতি শব্দে বোধিত হইতেছে। সুতরাং 'মেধপতি' শব্দ দেবতা-বোধক হইলে যে একবচনের কোনও অসামঞ্জস্য হয় তাহা নহে। কারণ, উহা ঐ একটিমাত্র গণই বুঝাইতেছে। ইতি আশঙ্কা পরিহার।

সংসর্গিত্বাচ্চ তস্মাত্তেন বিকল্পঃ স্যাৎ ॥ ৩৯ ॥

অক্ষরার্থ। "সংসর্গিত্বাৎ চ"—সংসর্গিতা অর্থাৎ ব্যাসজ্যবৃত্তিতা আছে বলিয়াও, "তস্মাৎ"—সেই কারণে, "তেন বিকল্পঃ স্যাৎ"—তাহার সহিত (দ্বিবচনান্তপদটির সহিত একবচনান্তটির) বিকল্প হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নি এবং সোম মিলিতভাবে একটি দেবতা, কারণ, একটি দ্রব্য উভয়ের উদ্দেশ্যে পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং উহাদের দেবতাত্ব সংসর্গি অর্থাৎ উভয়সংস্পৃষ্ট বা ব্যাসজ্যবৃত্তি। কাজেই একবচনান্তপদযুক্ত হইলেও মন্ত্রটির অসমবেতার্থতা হয় না। কাজেই প্রকরণ হইতে উহার উৎকর্ষ করিতে হয় না। আবার যখন অগ্নিত্ব এবং সোমস্বরূপে দেবতা বিবক্ষিত হয়, উভয়ের উদ্দেশ্যে পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য ত্যাগ করা হয় তখন দ্বিবচনের প্রয়োগ হয় বলিয়া তাহাতেও কোন অসামঞ্জস্য থাকে না। সুতরাং উভয়ই বিবক্ষিত বলিয়া মন্ত্র দুইটির বিকল্প হইবে।

একত্বেঽপি গুণানপায়াৎ ॥ ৪০ ॥

অক্ষরার্থ। "একত্বে অপি"—একত্ব অবিবক্ষিত হইলেও, "গুণানপায়াৎ"—মেধপতিত্বরূপ গুণ ঠিকই থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, এ স্থলে একত্ব সমবেতার্থক নহে, তথাপি এস্থলে মেধপতিস্বরূপ প্রাতিপদিকার্থ অব্যাহত থাকে। একারণেও প্রকরণ হইতে উৎকর্ষ করা আবশ্যক হয় না। অতএব বিকৃতিযাগে উহ কর্ত্তব্য। ইতি ১২শ দ্বিপশু প্রভৃতি পশুবিকৃতিতে মেধপতি শব্দের দেবতানুসারে উহাধিকরণ। *

নিয়মো বহুদেবতে বিকারঃ স্যাৎ ॥ ৪১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বহুদেবতে"—বহুদেবতা স্থলে, "নিয়মঃ"—নিয়ম অর্থাৎ একবচ্নিগদের নিবৃত্তি হইবে, "বিকারঃ স্যাৎ"—(অতএব দ্বিবচ্নিগদের) বিকার অর্থাৎ উহ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে 'স এতান্ পশূন্ আদিত্যেভ্যঃ কামায়ালভতে" এই বাক্যে আদিত্যগণের উদ্দেশ্যে যে পশ্বালম্ভ বিহিত হইয়াছে সে স্থলে 'মেধপতি' শব্দের উহ হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী পূর্ব্বাধিকরণের পূর্ব্বপক্ষমতস্থ হইয়া বলিতেছেন,—এতাদৃশ প্রকৃতিযাগীয় যে দ্বিবচনান্তপদযুক্ত মন্ত্র সেইটিই বিকৃতিতে যাইবে। আর প্রকৃতিযাগে সেইটিই সমবেতার্থক বলিয়া তাহার উহ কর্ত্তব্য হইবে। পক্ষান্তরে প্রকৃতিযাগীয় যে একবচনান্তপদযুক্ত মন্ত্র সেটি তথায় অসমবেতার্থক বলিয়া এই বিকৃতিযাগে তাহার নিবৃত্তি হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

বিকল্পো বা প্রকৃতিবৎ ॥ ৪২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বিকল্পঃ"—বিকল্প হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রকৃতিবৎ"—প্রকৃতিযাগের ন্যায়। ইতি সিদ্ধান্ত।

---

* শাস্ত্রদীপিকার ময়ূখমালিকা টীকায় উক্ত হইয়াছে যে, এই অধিকরণটি কৃত্বাচিন্তা স্বরূপ। কারণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে—"অথো খল্বাহুঃ যস্যৈ বাব কস্যৈচিদ্দেবতায়ৈ পশুরালভ্যতে সৈব মেধপতিরিতি স যদ্যেকদেবত্যঃ পশুঃ স্যান্মেধপতয়ে ইতি ব্রূয়াৎ। যদি দ্বিদেবত্যো মেধপতিভ্যামিতি। যদি বহুদেবত্যো মেধপতিভ্য ইতি"—এই বাক্যে স্পষ্টই উপদিষ্ট হইয়াছে যে 'মেধপতি অর্থ উদ্দিশ্যমান দেবতা'। আর সেই কারণে দেবতার দ্বিত্ব বা বহুত্ব অনুসারে 'মেধপতি' শব্দেরও উহ কর্ত্তব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—এস্থলে দ্বিবচনান্ত পদযুক্ত মন্ত্রটির যে উহ করিতে হইবে তাহা স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলিয়া যে একবচনান্ত পদযুক্ত মন্ত্রটির নিবৃত্তি হইবে তাহা স্বীকার করা যায় না। কারণ, ঐ একবচনান্ত মন্ত্রটি প্রকৃতিযাগেও গণাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত বলিয়া উহা তথায় সমবেতার্থক। আর বিকৃতিস্থলেও উহার গণার্থকতা স্বীকার করিলেও কোন ও অসঙ্গতি হয় না। কাজেই ঐ একবচনান্ত মন্ত্রটি ও অবিকৃতভবে বিকৃতিযাগে যাইবে, তাহার উহ করিতে হইবে না। অতএব "প্রকৃতিবৎ বিকল্পঃ"—প্রকৃতিযাগে যেমন মন্ত্রদ্বয়ের বিকল্প হইয়াছে এস্থলেও সেইরূপ মন্ত্রদ্বয়ের বিকল্প হইবে। আর দ্বিবচনান্তটির বেলায় বিকৃতিতে দ্বিত্ব সমবেতার্থক হয় না বলিয়া তাহার উহ হইবে, কিন্তু এক-বচনান্তটির বেলায় গণার্থকতা অনুসারে সমবেতার্থকতা থাকে বলিয়া উহ হইবে না। ইতি ১৩শ বহুদেবত পশুস্থলেও একবচনান্ত মেধপতিশব্দের বিকল্পা-ধিকরণ।

অর্থান্তরে বিকারঃ স্যাদ্দেবতাপৃথক্ত্বাদেকাভিসমবায়াৎ স্যাৎ ॥ ৪৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অর্থান্তরে"—প্রয়োজনান্তর হইলে অথবা দেবতাভেদ হইলে, "বিকারঃ স্যাৎ"—বিকার অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দ্বিবচনান্ত মন্ত্রটিরই উহ হইবে, "দেবতাপৃথক্ত্বাৎ"—যেহেতু দেবতা পৃথক্ পৃথক্ হইতেছে, "একাভিসমবায়াৎ"—এক একটিতে সমবেত বলিয়া, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ প্রত্যেকটিই দেবতা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে যুপৈকাদশিনী প্রকরণে "আগ্নেয়ঃ কৃষ্ণ-গ্রীবঃ। সারস্বতী মেষী। বভ্রুঃ সৌম্যঃ। পৌষ্ণঃ শ্যামঃ" ইত্যাদি বাক্যে তদ্ধিতের দ্বারা অগ্নি, সরস্বৎ, বভ্রু, পূষা প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন পশু আলম্ভ্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। এস্থলেও যে "মেধপতিভ্যাম্" এই মন্ত্রের উহ হইবে তাহা পূর্ব্বন্যায়ে সিদ্ধ। কিন্তু এস্থলে "মেধপতয়ে মেধম্" এই মন্ত্রটির উহ কর্ত্তব্য হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে এস্থলেও একবচনান্ত মন্ত্রটির অবিকারে প্রাপ্তি হইবে। আর তাহার ফলে পূর্ব্বের ন্যায় এস্থলে ও বিকল্পই হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"অর্থান্তরে বিকারঃ স্যাৎ"—এতাদৃশ পৃথক্ পৃথক্ দেবতার স্থলে বিকারই কর্ত্তব্য হইবে। আর তাহা হইলে একবচনান্ত মন্ত্রটির একবচনের নিবৃত্তিই হইবে। কারণ, প্রকৃতিযাগে একবচনান্ত মেধপতিশব্দ গণার্থক বলিয়া তথায় একত্ব সমবেতার্থক। কিন্তু এস্থলে গণত্ব সম্ভব নহে। কারণ, "দেবতাপৃথক্ত্বাৎ একাভিসমবায়াৎ"—এখানে ভিন্ন ভিন্ন তদ্ধিতান্তপদের তদ্ধিত প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যেকটি পশুর এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতা বোধিত হইতেছে। কাজেই এখানে গণত্ব না থাকায় একবচনান্ত মন্ত্রটি অসমবেতার্থক হইতেছে বলিয়া তাহার উহ কর্ত্তব্য হইবে। ইতি ১৪শ একাদশিনী পশু স্থলে একবচনান্ত মেধপতি শব্দের উহাধিকরণ।

ইতি নবম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ।

অথ নবমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥

ষড়্‌বিংশতিরভ্যাসেন পশুগণে তৎপ্রকৃতিত্বাদ্‌গুণস্য প্রবিভক্তত্বাদবিকারে হি তাসামকার্ৎস্নেনাভিসম্বন্ধো বিকারান্ন সমাসঃ স্যাদসংযোগাচ্চ সর্ব্বাভিঃ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পশুগণে"—পশুগণে, "ষড়্‌বিংশতিঃ অভ্যাসেন"—'ষড়্‌বিংশতি' এই শব্দটির অভ্যাস হইবে অর্থাৎ একাধিকবার প্রয়োগ হইবে, "তৎপ্রকৃতিত্বাৎ"—যেহেতু ঐ পশুগণ তৎপ্রকৃতি (তাহা অর্থাৎ অগ্নীষোমীয় পশু প্রকৃতি যাহার তাদৃশ) হইতেছে, "গুণস্য প্রবিভক্তত্বাৎ" যেহেতু ষড়্‌বিংশতিরূপ গুণ প্রবিভক্ত অর্থাৎ প্রত্যেক পশুতে ভিন্ন ভিন্ন, 'হি'—যেহেতু, "অবিকারে"—বিকার না হইলে অর্থাৎ প্রকৃতিযাগের ন্যায় একবারমাত্র পাঠ হইলে, "তাসাং"—সেই বংক্রীগুলির, "অকার্ৎস্নেন অভিসম্বন্ধঃ"—কৃৎস্ন (সমগ্র) পশুগণের সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ বাচকতা বা নির্দ্দেশ (উল্লেখ) হয় না, "ন সমাসঃ চ"—সমাস অর্থাৎ সাকল্য অর্থাৎ সকল পশুর বংক্রীগুলির সমষ্টির নির্দ্দেশও (সম্ভব) নহে, "অসংযোগাৎ সর্ব্বাভিঃ"—কারণ (একটি পশুর) সকল বংক্রীর সহিত তাহার অর্থাৎ উল্লিখ্যমান সমষ্টির সম্বন্ধ নাই অর্থাৎ একটি পশুতে তাবৎসংখ্যক বংক্রী নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমের অধ্রিগুপ্রৈষে "ষড়্‌বিংশতিরস্য বঙ্‌ক্রয়ঃ। তা অনুষ্ঠ্যোচ্যাবয়তাৎ" এই বাক্যটি পঠিত হয়। ইহার অর্থ এইরূপ ;—এই যে পশুর সংজ্ঞাপন করা হইবে ইহার ছাব্বিশ খানি বংক্রী অর্থাৎ পার্শ্বাস্থি আছে অর্থাৎ দুইপাশে তেরখানি করিয়া পঞ্জরাস্থি আছে। সেইগুলিকে ঠিক পর পর গণনা করিয়া উদ্ধৃত করিতে হইবে। প্রকৃতিভূত অগ্নীষোমীয় যাগের একটি পশুর বেলায় এই যে মন্ত্রটি পঠিত হয় দ্বিপশ্বাদি পশুগণে ঐ মন্ত্রের 'ষড়্‌বিংশতি

শব্দটি কি অবিকৃতভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে, অথবা—উহার একবচনের উহ হইবে, কিংবা ঐ পদের অভ্যাস হইবে, না সমষ্টি অনুসারে সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে হইবে ?—ইহাই সংশয়। সুতরাং উক্ত সংশয় হইতে এস্থলে পাঁচটি পক্ষ পাওয়া যায় ;—মন্ত্রের 'ষড়্‌বিংশতিঃ' এবং 'অস্য' এই দুইটি পদেরই অভ্যাস কর্ত্তব্য, ইহা একটি পক্ষ ; কোনও পদেরই বিকার হইবে না, ইহা আর একটি পক্ষ ; কেবল 'ষড়্‌বিংশতি'পদের একবচনের দ্বিবচন ও বহুবচনে উহ কর্ত্তব্য, ইহা অপর একটি পক্ষ ; কেবলমাত্র 'অস্য' এই পদটির অভ্যাস হইবে, ইহা অন্য একটি পক্ষ ; আর যতগুলি পশু আছে, সবগুলির বংক্রি গণনায় যত হয়, তাহাই ষড়্‌বিংশতিপদের স্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহা চরম পক্ষ। ইহার মধ্যে এই চরম পক্ষটিই সিদ্ধান্ত। আর বাকীগুলি সব পূর্ব্বপক্ষ। তাহার মধ্যেও আবার 'ষড়্‌বিংশতিঃ' এবং 'অস্য' এই দুইটি পদেরই অভ্যাস কর্ত্তব্য—এই পক্ষটি প্রধান পূর্ব্বপক্ষ। উক্ত পক্ষগুলির সকলগুলিই সূত্রে প্রদর্শিত হইবে।

ইহাদের মধ্যে "ষড়্‌বিংশতিরভ্যাসেন" এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষরূপে বলা হইতেছে যে, এস্থলে 'ষড়্‌বিংশতিঃ' এই পদটিরই অভ্যাস কর্ত্তব্য। কারণ, তাহা না হইলে 'ষড়্‌বিংশতি' শব্দটির লোপ করিতে হয়। আর তাহা হইলে আর্থক্রম বাধিত হয়—বেদ বাধিত হয়। আবার উহা একবারমাত্রও প্রয়োগ করা যায় না ; কারণ, অগ্নীষোমীয় পশুই এই পশুগণের প্রকৃতি। তাহা সংখ্যায় একটি ; তাহার যে ষড়্‌বিংশতি বংক্রি আছে, তাহা মন্ত্রে প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া মন্ত্রটি দৃষ্টার্থক। কিন্তু এই পশুগুলির প্রত্যেকেরও ত তাবৎসংখ্যক বংক্রি রহিয়াছে। সুতরাং পশুর সংখ্যা অনুসারে 'ষড়্‌বিংশতিঃ' পদের অভ্যাস না করিলে পশু-গণে ঐ অংশটির দৃষ্টার্থকতা বাধিত হয়। আর সমষ্টিভাবেও যে সংখ্যার উল্লেখ হইবে, তাহাও সম্ভব নহে ; কারণ, তাহাও অসমবেতার্থক হইয়া পড়ে। আর প্রকৃতিযাগেও সেই সংখ্যা নাই। অতএব সমষ্টির উল্লেখও সঙ্গত নাই। ইতি ১ম পক্ষ।

অভ্যাসেঽপি তথেতি চেৎ ॥ ২ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অভ্যাসে অপি"—অভ্যাস পক্ষেও, "তথা"—সেই-রূপ হইয়া পড়ে অর্থাৎ প্রকৃতিতে যাহা নাই, তাহার উল্লেখ হইয়া পড়ে ; "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত পূর্ব্বপক্ষের বিরুদ্ধে কেহ আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতে পারেন যে, সমষ্টি অনুসারে সংখ্যার যে উল্লেখ, তাহাকে যেমন পূর্ব্বপক্ষবাদী প্রকৃত:সমবেত বলিয়াছেন, পূর্ব্বপক্ষীর স্বীকৃত অভ্যাসপক্ষও ত সেইরূপ প্রকৃত্যসমবেত—প্রকৃতিতে নাই।

ন গুণাদর্থকৃতত্বাচ্চ ॥ ৩ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্তপ্রকার আশঙ্কা ঠিক নহে, "গুণাৎ"—যেহেতু অভ্যাসটি গুণস্বরূপ, "অর্থকৃতত্বাৎ চ"—এবং তাহা অর্থকৃত অর্থাৎ প্রয়োজন অনুসারে প্রাপ্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহার করে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—ষড়্‌বিংশতিশব্দের অভ্যাস হইলেও তাহা প্রয়োজনানুরোধে কর্ত্তব্য। আরও এস্থলে 'ষড়্‌বিংশতি' শব্দটি ধর্ম্মী বা প্রধান, আর অভ্যাসটি তাহার ধর্ম্ম বা গুণ। শঙ্কাকারীর মতে যদি সমষ্টি অনুসারে নূতন সংখ্যাবাচক শব্দের প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে প্রাকৃত এবং প্রধানীভূত ধর্ম্মীর অন্যথা করা হয়। পক্ষান্তরে অস্মৎ-পক্ষে ধর্ম্মীটি ঠিক থাকে, কেবল তাহাব অভ্যাসরূপ ধর্ম্ম আনা হয় মাত্র; তাহাও আবার প্রয়োজনের অনুরোধে। আর ধর্ম্মীর লোপ অপেক্ষা তদনুরোধে প্রয়োজনীয় ধর্ম্মের আগম করা যুক্তিসিদ্ধ, ইহা অগ্রে "অঙ্গগুণবিরোধে" ইত্যাদি সূত্রে প্রতিপাদিত হইবে। ইতি আশঙ্কানিরাস।

সমাসেঽপি তথেতি চেৎ ॥ ৪ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "সমাসে অপি"—সমাস অর্থাৎ সমষ্টিবচন পক্ষেও, "তথা"—ঐ যুক্তি, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষীর উক্তির বিরুদ্ধে পুনরায় শঙ্কাকারী বলিতেছেন,—অভ্যাসের পক্ষে পূর্ব্বপক্ষবাদী যে যুক্তি দিলেন, সমষ্টিরূপে উল্লেখের পক্ষেও ঐ যুক্তি প্রয়োগ করা হয়। যেহেতু, সমষ্টিবাচক শব্দে যুগপৎ সবগুলি পশুর বঙ্ক্রির উল্লেখ হয় আর ইহাতে প্রয়োগের লাঘব হইয়া থাকে। ইতি আশঙ্কা।

নাসম্ভবাৎ ॥ ৫ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত শঙ্কা সঙ্গত নহে, "অসম্ভবাৎ" —কারণ, সমষ্টি ভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী উক্ত শঙ্কার পরিহারকল্পে বলিতেছেন,—ঐ যুক্তি অনুসারে সমষ্টি অনুসারে সংখ্যা নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে। কারণ, সমষ্টিবচনে প্রয়োগের সুবিধা হয় বটে, কিন্তু ইহাতে অতিদেশের মর্য্যাদা থাকে না। যেহেতু, অতিদেশবলে 'ষড়বিংশতি'ই প্রাপ্ত। আর প্রয়োগবচন অপেক্ষা অতিদেশ প্রবল; কারণ, প্রয়োগবচনের পূর্ব্বেই তাহা প্রাপ্ত বা উপস্থিত। আর প্রয়োগবচন সেই প্রাপ্তেরই উপসংগ্রাহক; কাজেই উহা পরে আগত বলিয়া পদার্থ হইতে বিপ্রকৃষ্ট হওয়ায় দুর্ব্বল হইয়া থাকে। ইতি আশঙ্কানিরাস।

স্বাভিশ্চ বচনং প্রকৃতৌ তথেহ স্যাৎ ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। "স্বাভিঃ"—স্বীয় বংক্রিগুলির দ্বারা, "বচনম্"—বচন অর্থাৎ নির্দ্দেশ (হয়), "প্রকৃতৌ"—প্রকৃতিভূত যাগে, "তথা"—সেইরূপ, "ইহ"—এস্থলে, "স্যাৎ"—হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কাকারীর পক্ষে আরও দোষ দেখাইতেছেন "স্বাভিঃ" ইত্যাদি। প্রকৃতিভূত যাগে পশুটি স্বীয় বংক্রির দ্বারা নির্দ্দেশিত হয়—তাহার যতগুলি বংক্রি আছে, ততগুলিরই উল্লেখ হয় বলিয়া ঐ বংক্রি তাহার বিশেষণরূপে উল্লিখ্যমান। সুতরাং বিকৃতিযাগেও তাহা হওয়াই উচিত। আর তাহা 'ষড়্‌বিংশতি' পদের অভ্যাস বিনা সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে সমষ্টি ধরিয়া বংক্রির উল্লেখ করিলে সেই সংখ্যা পশুতে অন্বিত হয় না বলিয়া, তাহা প্রকৃতির অনুরূপ হয় না। অথচ বিকৃতিতে প্রকৃতির অনুরূপতা থাকিবে না, ইহাও সঙ্গত নহে। অতএব উক্ত শঙ্কা অনর্থক। ইতি আশঙ্কানিরাস।

বংক্রীণাস্তু প্রধানত্বাৎ সমাসেনাভিধানং স্যাৎ প্রাধান্যমধ্রিগোস্তদর্থত্বাৎ ॥ ৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বংক্রীণাং প্রধানত্বাৎ"—

বংক্রিগুলিরই প্রাধান্য রহিয়াছে বলিয়া, "সমাসেন অভিধানং স্যাৎ"—সমাস অর্থাৎ সমষ্টিভাবেই অভিধান অর্থাৎ উল্লেখ হইবে, "প্রাধান্যং"—(বংক্রির) প্রাধান্য, "অধ্রিগোঃ তদর্থত্বাৎ"—যেহেতু, অধ্রিগুর তৎ-প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে অর্থাৎ বংক্রিগুলিকে উদ্ধৃত করাই অধ্রিগুর কর্ত্তব্য ; (কাজেই বংক্রি প্রধান)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"সমাসেন অভিধানং স্যাৎ"—এস্থলে সমষ্টিভাবেই উল্লেখ হইবে। কারণ, "বংক্রীণাং প্রধানত্বাৎ"—বংক্রিগুলিই এস্থলে প্রধান ; সুতরাং সবগুলি পশুর যতগুলি বংক্রি আছে, তাহারই উল্লেখ আবশ্যক। আর তাহা হইলে সমষ্টিবাচক শব্দের দ্বারাই তাহার নির্দ্দেশ করা উচিত। সুতরাং দুইটি পশুর বেলায় 'ষড়্বিংশতি'র বদলে 'দ্বিপঞ্চাশৎ', তিনটি পশু হইলে 'অষ্টসপ্ততি' ইত্যাদি প্রকারে সমস্তরূপেই উল্লেখ হইবে। যদি বলা হয়, বংক্রি এস্থলে প্রধান হইল কিরূপে ? তদুত্তরে বক্তব্য "প্রাধান্যম্ অধ্রিগোস্তদর্থত্বাৎ"—অধ্রিগুকে বংক্রিগুলি উদ্ধৃত করিতে হইবে বলিয়া তাহার কাছে তৎকর্ম্মে বংক্রিগুলিই প্রধান। আর যে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছিলেন, প্রকৃতিযাগে বংক্রির দ্বারা পশু উপলক্ষিত হয় বলিয়া বিকৃতিযাগেও তাহাই কর্ত্তব্য, ইহা কিন্তু সমীচীন নহে ; কারণ, তাহাতে ফল কি ? বংক্রির দ্বারা যদি পশু উপলক্ষিত হয়, তাহাতে কোনও দৃষ্ট প্রয়োজন সাধিত হয় না। পক্ষান্তরে বংক্রিগুলি গণনা করায় প্রয়োজন দৃষ্ট—কারণ, তাহাতে সবগুলি বংক্রিই উদ্ধৃত হয়। তাহা প্রকৃতিযাগে একটি পশু বলিয়া মাত্র ছাব্বিশটি ; আর বিকৃতিযাগে যতগুলি পশু, বংক্রিও ততগুণিত ছাব্বিশটি হইবে। অতএব বংক্রিগুলি গণিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া তাহাই প্রধান। ইতি সিদ্ধান্ত।

তাসাঞ্চ কৃৎস্নবচনাৎ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। "তাসাং"—সেই বংক্রিগুলির, "কৃৎস্নবচনাৎ চ"—সমষ্টির উল্লেখ আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। বংক্রির দ্বারা পশুটি উল্লিখিত হওয়া যে নিষ্প্রয়োজন, তাহা উক্ত শ্রুতিবাক্যের "তা অনুষ্ঠ্য উচ্চ্যাবয়তাৎ" এই অংশ হইতেও সিদ্ধ হয়।

কারণ, এখানে "তাঃ" এই সর্ব্বনামপদটি স্ত্রীলিঙ্গ ও বহুবচনে প্রযুক্ত থাকায় উহা দ্বারা বংক্রিরই উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু পশুটির উল্লেখ হয় নাই। আর বাক্যের মধ্যে যাহা প্রধান, তাহাই সর্ব্বনাম পদের দ্বারা উল্লিখিত হয়। একারণেও ঐ শ্রুতিবাক্য অনুসারে বংক্রিই প্রধান। অতএব সমষ্টির উল্লেখই কর্ত্তব্য।

অপি ত্বসন্নিপাতিত্বাৎ পত্নীবদাম্নাতেনাভিধানং স্যাৎ ॥ ৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি তু"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "অসন্নিপাতিত্বাৎ" —অসন্নিপাতী অর্থাৎ অসন্নিকৃষ্ট বলিয়া, "পত্নীবৎ"—পত্নীশব্দের ন্যায়, "আম্নাতেন"—আম্নাত অর্থাৎ শ্রুতিমধ্যে যেমন উপদিষ্ট হইয়াছে, ঠিক সেই অবিকৃত শব্দেই "অভিধানং স্যাৎ"—উল্লেখ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন—"আম্নাতেন অভিধানং স্যাৎ"—প্রকৃতিযাগে মন্ত্রটির যেমন পাঠ আছে, এস্থলে বিকৃতিযাগেও তাহা অবিকৃত অর্থাৎ উহ না করিয়া ঠিক সেই ভাবেই পাঠ করিতে হইবে। কারণ, "অসন্নিপাতিত্বাৎ"—মন্ত্রস্মারিত ক্রিয়াটি সন্নিপাতী অর্থাৎ সন্নিকৃষ্ট নহে। কাজেই মন্ত্রটি দৃষ্টার্থকও হইতেছে না, কিন্তু উহা অদৃষ্টার্থক। কেন না, "মন্ত্রান্তেন কর্ম্মাদিসন্নিপাতঃ স্যাৎ (মীঃ দঃ ১২।৩।২৫) ইত্যাদি স্থলে বলা হইবে যে, মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পরই কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা হইলেই মন্ত্রের দ্বারা কর্ত্তব্য কর্ম্মটি স্মারিত হয়। কিন্তু মন্ত্রপাঠের পর যদি অন্য কর্ম্ম করা হয়, তাহা হইলে মন্ত্রস্মারিত পদার্থটি দূরে পড়িয়া যায়। আর তাহার ফলে দৃষ্টার্থকতা বাধিত হয়; তখন উহা কেবল অদৃষ্টার্থকই হইয়া পড়ে। এ স্থলে উক্ত অধ্রিগুপ্রৈষসমনন্তরই বংক্রি উদ্ধৃত হয় না; কারণ, পশুটির সংজ্ঞপনের পূর্ব্বে, তাহার জীবিত অবস্থায় ঐ প্রৈষ পাঠ করা হয়। পরে পশুর সংজ্ঞপনাদি করা হইলে তাহার পর বিশসন, তাহার পর বংক্রি-উদ্ধারণ করা হয়। কাজেই উক্ত প্রৈষ মন্ত্রটির প্রতিপাদ্য যে বংক্রি-উদ্ধারণ, তাহা হইতে উহা অনেক দূরে পড়িয়া যায় বলিয়া উহার দৃষ্টার্থকতা থাকে না; কিন্তু উহা অদৃষ্টার্থকই হয়। আর যাহা অদৃষ্টার্থক, যাহার দৃষ্ট প্রয়োজন নাই, তাহা অবিকৃতভাবে পাঠ করিলেও অদৃষ্ট সিদ্ধ হয় বলিয়া প্রকৃতি যাগের ন্যায় এস্থলেও উহ কর্ত্তব্য নহে। ইহার উদাহরণ দিতেছেন "পত্নীবৎ"। "পত্নীং সন্নহ" এই মন্ত্রটি অদৃষ্টার্থক বলিয়া বহুপত্নীক

যজমানের যাগের স্থলেও যেমন উহা অবিকৃতভাবে পঠিত হয়, এ স্থলেও সেইরূপ হইবে। ইতি ২য় পূর্ব্বপক্ষ।

বিকারস্তু প্রদেশত্বাদ্ যজমানবৎ ॥ ১০ ॥ (উঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বিকারঃ"—বিকার অর্থাৎ উহ হইবে, "প্রদেশত্বাৎ"—প্রদেশ অর্থাৎ অতিদেশ বলিয়া, "যজমানবৎ"—যজমানের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"বিকারস্তু"—এস্থলে বিকার অর্থাৎ উহ করিতে হইবে। কারণ, "প্রদেশত্বাৎ"—যেহেতু, ইহা বিকৃতিযাগ ; ইহাতে অতিদেশবলে ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। আর প্রকৃতিতে যে সমস্ত ধর্ম্ম কার্য্যকারী তাহারই অতিদেশ হয়। আর অতিদেশ হইলেও যাহা ন্যায়সঙ্গত, তাহারই অতিদেশ হওয়া উচিত। এস্থলে বহু পশুতে 'ষড় বিংশতি বংক্রি' হইতে পারে না বলিয়া ঐ ষড়্ বিংশতি পদকে বিকৃত করিয়া সমষ্টিবোধক সমবেতার্থক সংখ্যাশব্দ প্রয়োগ করাই উচিত। আর মন্ত্রটি যে দৃষ্টার্থক নহে এ কথাও বলা চলে না ; কারণ, মন্ত্রের দ্বারা অনুষ্ঠেয় বিষয়টি স্মারিত হয়। দুই একটি পদার্থের দ্বারা ব্যবহিত হইলে সেই স্মৃতি যে লোপ পায় তাহাও নহে। অতএব দ্বিযজমানযুক্ত প্রয়োগে যেমন যজমানসমবেত বিষয়ের উহ করিতে হয়, এস্থলেও সেইরূপ উহ হইবে। ইতি উত্তর।

অপূর্ব্বত্বাৎ তথা পত্ন্যাম্ ॥ ১১ ॥

অক্ষরার্থ। "অপূর্ব্বত্বাৎ"—অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে অপ্রাপ্ত বলিয়া, "পত্ন্যাম্"—পত্নী শব্দে, "তথা"—সেইরূপ প্রয়োগ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে 'পত্নী' শব্দের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, তথায় 'একপত্নীক' যাগ যে প্রকৃতি আর দ্বিপত্নীকাদি যাগ যে বিকৃতি তাহা নহে। কারণ, প্রকৃতিভূত যাগেই ঐ একপত্নীকত্ব এবং অনেকপত্নীকত্ব হয় বলিয়া তথায় একই বিধির দ্বারা পত্নী প্রাপ্ত হয়। এ কারণে তথায় অতিদেশ না থাকায় তাহাতে উহ নাই। কিন্তু এখানে অতিদেশ বলেই প্রাপ্তি হইতেছে বলিয়া অবশ্যই উহ কর্ত্তব্য।

আম্নাতস্ত্ববিকারাৎ সংখ্যাসু সর্ব্বগামিত্বাৎ ॥ ১২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "আম্নাতঃ"—আম্নাত অর্থাৎ প্রকৃতিযাগে পঠিত, "তু"—পক্ষান্তরসূচক, "অবিকারাৎ"—বিকার অর্থাৎ উহ না করিয়া (পঠিতব্য), "সংখ্যাসু"—সংখ্যাবোধক যে একবচনাদি বিভক্তি, তাহাতে (বিকার হইবে), "সর্ব্বগামিত্বাৎ"—যেহেতু, তাহাতেই সমগ্রবাচিতা থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—"আম্নাতঃ অবিকারাৎ"—ষড়্‌বিংশতি শব্দটি যখন 'আম্নাত'—শ্রুতিদৃষ্ট, তখন উহা একেবারে লোপ করা যায় না ; উহাকে রাখিয়া দিতে হইবে। তবে পশুর দ্বিত্ব বা বহুত্ব অনুসারে "অস্য" এই পদের এবং "ষড়্‌বিংশতিঃ" এই পদের একবচনের বিভক্তির বদলে "ষড়্‌বিংশত্তৌ অনয়োঃ বংক্রয়ঃ" ইত্যাদিরূপে দ্বিবচনের বা বহুবচনের বিভক্তি দিতে হইবে। সুতরাং "সংখ্যাসু"—সংখ্যাবোধক যে বচন তাহাতেই বিকার বা উহ হইবে ; "সর্ব্বগামিত্বাৎ"—যেহেতু ইহা দ্বারাই সকল পশু এবং সকল বংক্রির সম্বন্ধ বোধিত হয়। এস্থলে দশম সূত্রের "বিকারঃ" এই পদটি মণ্ডুকপ্লুতিন্যায়ে "সংখ্যাসু" ইহার সহিত অনুবৃত্ত হইবে। ইতি তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষ।

সংখ্যা ত্বেবং প্রধানং স্যাদ্ বংক্রয়ঃ পুনঃ প্রধানম্ ॥১৩॥ (উঃ)

অক্ষরার্থ। "সংখ্যা"—সংখ্যা, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "এবং"—এরূপ হইলে, "প্রধানং স্যাৎ"—প্রধান হইয়া পড়ে, "পুনঃ"—কিন্তু, "বংক্রয়ঃ প্রধানম্"—বংক্রিগুলিই প্রধান।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষবাদী যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সংখ্যার প্রাধান্য হইয়া পড়ে। কিন্তু এস্থলে সংখ্যা প্রধান নহে, বংক্রিই প্রধান, তাহা পূর্ব্বে ৭ম ৮ম সূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ইতি উত্তর।

অনাম্নাতবচনমবচনেন হি বংক্রীণাং স্যান্নির্দ্দেশঃ ॥১৪॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অনাম্নাতবচনম্"—অনুপদিষ্ট বিষয়ের উল্লেখ হয়,

"হি"—যেহেতু (এ পক্ষে), "অবচনেন"—যাহা অনাম্নাত অর্থাৎ যাহা আম্নাত বা ঋষিদৃষ্ট নহে, তাহা দ্বারাও, "বংক্রীণাং নির্দ্দেশঃ স্যাৎ"—বংক্রির উল্লেখ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষবাদীর সিদ্ধান্তে আরও দোষ এই যে, ঐ ভাবে বচনব্যত্যয় করিলে ঐ ব্যত্যয়যুক্ত বচনগুলি অনাম্নাত বলিয়া উহাতেও সেই অনাম্নাতবোধকত্ব প্রসঙ্গ হয়, যাহা তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষবাদী সিদ্ধান্ত পক্ষে দোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অভ্যাসো বাঽবিকারাৎ ॥ ১৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অভ্যাসঃ"—(কেবল 'অস্ত' এই পদটির) অভ্যাস হইবে, "বা"—পক্ষান্তরসূচক, "অবিকারাৎ"—যেহেতু, ইহাতে বিকার হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। চতুর্থ পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—এস্থলে কেবলমাত্র 'অস্ত' এই পদটিরই অভ্যাস হইবে; কারণ, ইহাতে প্রকৃতিযাগে পঠিত 'বড়্‌বিংশতি' পদের বিকার করিতে হয় না। ইতি ৪র্থ পূর্ব্বপক্ষ।

পশুস্ত্বেবং প্রধানং স্যাদভ্যাসস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ তস্মাৎ সমাসশব্দঃ স্যাৎ ॥ ১৬ ॥ (উঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "এবং"—এরূপ হইলে, "পশুঃ প্রধানং স্যাৎ"—পশুই প্রধান হইয়া পড়ে, "অভ্যাসস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ" —যেহেতু, এরূপ অভ্যাসে পশুই নিমিত্ত বা হেতু হয়, "তস্মাৎ"—অতএব, "সমাসশব্দঃ স্যাৎ"—সমাসোক্তি হইবে অর্থাৎ সমষ্টিবোধক পদের উহ করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। ইতি উত্তর।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—'অস্ত' পদের অভ্যাস অর্থাৎ একাধিকবার প্রয়োগ করিলে পশুরই প্রাধান্য হইয়া থাকে। আর তাহাতে অর্থ হয় —এই পশুটি, এই পশুটি বড়্‌বিংশতি বংক্রিযুক্ত—ইহার মধ্যে অবড়্‌বিংশতিবংক্রিক

পশু নাই, অর্থাৎ এমন একটিও পশু নাই, যাহার ষড়্‌বিংশতিটি বংক্রি নাই। কিন্তু এভাবে পশুর প্রাধান্য নির্দ্দেশ নিরর্থক ; যেহেতু, বংক্রিই এস্থলে প্রধান হইতেছে। অতএব এস্থলে "দ্বিপঞ্চাশৎ অনয়োর্বংক্রয়ঃ, "অষ্টসপ্ততিঃ এষাং বংক্রয়ঃ"—এই ভাবে সমষ্টি অনুসারেই সংখ্যা প্রয়োক্তব্য। ইতি ১ম "ষড়্‌বিংশতিরস্য বংক্রয়ঃ" ইত্যাদি স্থলে সমষ্টিবোধক শব্দের উহাধিকরণ।

অশ্বস্য চতুস্ত্রিংশত্তস্য বচনাদ্ বৈশেষিকম্ ॥ ১৭ ॥

অক্ষরার্থ। "অশ্বস্য"—অশ্বের, "চতুস্ত্রিংশৎ"—চৌত্রিশখানি (বংক্রি আছে), "তস্য"—তাহার অর্থাৎ সেই অশ্বের সম্বন্ধে, "বৈশেষিকং" —যে বৈশেষিক অর্থাৎ বিশেষ বচন (মন্ত্র) আছে, যাহা দ্বারা ঐ চতুস্ত্রিংশত্ব প্রকাশিত হয়, তাহাই পঠিতব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। অশ্বমেধ যজ্ঞে "অশ্বস্তূপরো গোমৃগঃ" এই শ্রুতি-বচনে অশ্ব, তূপর এবং গোমৃগ এই তিনটি সবনীয় পশু উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতি-ভূত অগ্নীষোমীয়যাগে অধ্রিগুপ্রৈষে "ষড়্‌বিংশতিরস্য বংক্রয়ঃ" এই যে মন্ত্রটি পঠিত হয়, ইহা সমবেতার্থক ; কারণ, অগ্নীষোমীয় পশুর ছাব্বিশখানিই বংক্রি থাকে। কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞের যে তিনটি সবনীয় পশু আম্নাত হইয়াছে, তন্মধ্যে অশ্বের বংক্রি চৌত্রিশখানি, আর তূপর ও গোমৃগের বংক্রি ছাব্বিশখানি করিয়া। আর অশ্বমেধের সবনীয় পশু সম্বন্ধে—"চতুস্ত্রিংশদ্ বাজিনো দেববন্ধোর্বংক্রিরশ্বস্য স্বধিতিঃ সমেতি। অচ্ছিদ্রা গাত্রা বয়ুনা কৃণোত পরুষ্পরুরনুঘুষ্যাবিশস্ত।" অর্থাৎ "দেবগণের প্রিয় গন্ধর্ব্ববাহী এই অশ্ব ; স্বধিতিনামক অস্ত্র ইহার চৌত্রিশখানি পঞ্জরাস্থির উপর যাইবে। অতএব যাহাতে ইহার গাত্র অচ্ছিদ্র হইয়া যথাযথভাবে ছিন্ন হয়, সেই ভাবে অনুঘোষণ করিতে থাকিয়া খণ্ডিত কর"—এই ঋক্‌টি অধ্রিগুপ্রৈষরূপে পঠিত হয়। এস্থলে সংশয় এই যে, এই মন্ত্রটি কি অশ্বের সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রয়োজ্য আর তূপর ও গোমৃগ সম্বন্ধে সমষ্টিভাবে বংক্রির উল্লেখ কর্ত্তব্য—অথবা অশ্ব, তূপর এবং গোমৃগ সবগুলিরই পঞ্জরাস্থি সমষ্টিভাবে উল্লেখ্য, সুতরাং "চতুস্ত্রিংশৎ" এই অংশটির উহ কর্ত্তব্য। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—অশ্বের জন্য এই প্রৈষমন্ত্রটিই পঠিতব্য ; কারণ, অশ্বের বংক্রি অর্থাৎ পঞ্জরাস্থি চৌত্রিশখানি ; ইহা অশ্বের বিশেষত্ব ; আর তাহাই এই মন্ত্রটিতে অভিহিত হইয়াছে। অতএব এস্থলে তিনটি পশুর যতগুলি বংক্রি আছে, তাহা সমষ্টিভাবে উল্লেখ্য নহে বলিয়া এস্থলে তাদৃশ উহ

হইবে না; কিন্তু অশ্বের পক্ষে ঐ মন্ত্রটিই পাঠ্য; আর অন্য দুইটি পশুর পক্ষে প্রাকৃত মন্ত্রই উহ পূর্ব্বক পঠনীয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

তৎ প্রতিষিধ্য প্রকৃতির্নিযুজ্যতে সা চতুস্ত্রিংশদ্বাচ্যত্বাৎ ॥ ১৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তৎ"—তাহা অর্থাৎ সেই বিশেষ বচনটি, "প্রতিষিধ্য"—নিষিদ্ধ হইয়া, "প্রকৃতিঃ নিযুজ্যতে"—প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতি-যাগীয় মন্ত্র নিযুক্ত হয় অর্থাৎ পাঠ হয়, "সা"—তাহা অর্থাৎ সেই প্রকৃতি, "চতুস্ত্রিংশদ্‌বাচ্যত্বাৎ"—চতুস্ত্রিংশৎ যাহার বাচ্য, তাদৃশ শব্দ হইতে (মন্ত্রকে নিবৃত্ত করিয়া দেয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—এস্থলে "ন চতুস্ত্রিংশদিতি ব্রূয়াৎ, ষড়্‌বিংশতিরিত্যেব ব্রূয়াৎ" অর্থাৎ "চতুস্ত্রিংশৎ বলিবে না, কিন্তু ষড়্‌-বিংশতিই বলিবে" এই বিশেষ বচনে চতুস্ত্রিংশতের নিষেধপূর্ব্বক প্রকৃত অর্থাৎ ষড়্‌বিংশতির বক্তব্যতা বোধিত হইয়াছে বলিয়া তাহা হইতে চতুস্ত্রিংশতের পাঠ্যতা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। অতএব এস্থলে 'চতুস্ত্রিংশৎ' এই অশ্বগত বৈশিষ্ট্যবোধক বচনটি পাঠ্য নহে কিন্তু সমষ্টিগত সংখ্যা উল্লেখ করিয়া মন্ত্রটি পাঠ্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

ঋগ্বা স্যাদাম্নাতত্বাদবিকল্পশ্চ ন্যায্যঃ ॥ ১৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ঋক্"—ঐ 'চতুস্ত্রিংশৎ' পদঘটিত ঋক্, "স্যাৎ"—পাঠ্য হইবে, "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "আম্নাতত্বাৎ"—যেহেতু উহা আম্নাত হইয়াছে, "চ"—যেহেতু, "অবিকল্পঃ ন্যায্যঃ"—বিকল্প না হওয়াই ন্যায্য—ন্যায়সঙ্গত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এস্থলে ঐ বিশেষ ঋক্‌টিই অশ্ববিষয়ক অধ্রিগুপ্রৈষে পঠনীয় হইবে। কারণ, উহাই অশ্বের বিশেষত্ব-বোধক। যদি উহা পঠনীয় না হয়, তাহা হইলে প্রাকৃত মন্ত্রের সহিত উহার

বিকল্প হইবে। আর বিকল্পে পক্ষে বাধ হয় বলিয়া অবিকল্প সম্ভব হইলে বিকল্প অবলম্বন করা ন্যায়সঙ্গত নহে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

তস্যাং তু বচনাদৈরবৎ পদবিকারঃ স্যাৎ ॥ ২০ ॥

অক্ষরার্থ। "তস্যাং"—সেই ঋকে, "তু"—কিন্তু, "বচনাৎ"—বচন বলে, "পদবিকারঃ স্যাৎ"—পদের বিকার অর্থাৎ উহ হইবে, "ঐরবৎ"—ইরা শব্দের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আরও বলিতেছেন—এস্থলে ঐ বিশেষ ঋক্‌টি পঠনীয় হইলেও ঐ ঋকের ঘটক যে 'চতুস্ত্রিংশৎ' পদ, তাহার অবশ্য উহ করিতে হইবে; কারণ, তাহা না হইলে "ন চতুস্ত্রিংশৎ ব্রুয়াৎ" এই নিষেধ বিধির মর্য্যাদা থাকে না।

সর্ব্বপ্রতিষেধো বাহসংযোগাৎ পদেন স্যাৎ ॥ ২১ ॥

অক্ষরার্থ। "সর্ব্বপ্রতিষেধঃ স্যাৎ"—সমগ্র ঋক্‌টিই নিষিদ্ধ হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "পদেন অসংযোগাৎ"—যেহেতু, সেই পদের সহিত সম্বন্ধ থাকিতেছে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষনিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—এস্থলে ঐ সমগ্র ঋক্‌টিরই নিষেধ হইবে। কারণ, পূর্ব্বোক্ত বিশেষ নিষেধবশতঃ এখানে 'চতুস্ত্রিংশৎ' পদটি পাঠ্য হইতে পারে না। আবার তাহার উহ করিয়া অর্থাৎ তাহার স্থানে 'ষড়্-বিংশতি' পদ প্রয়োগ করিয়া যে ঐ ঋক্‌টি পাঠ করা হইবে, তাহাও সম্ভব নহে; কারণ, কেবলমাত্র অশ্বেরও ষড়্‌বিংশতি বংক্রি নাই আর অশ্ব এবং ঐ তূপর ও গোমৃগ এই তিনটিরও বংক্রি মিলিতভাবে ষড়্‌বিংশতি নহে বলিয়া মন্ত্রটি অসমবেতার্থক হইয়া পড়ে। আবার তিনের সমষ্টি যে 'ষড়শীতি' তাহাও ঐ 'চতুস্ত্রিংশৎ' পদের পরিবর্ত্তে ঐ ঋকে পাঠ্য হইতে পারে না; কারণ, সমগ্র ঋক্‌টি অশ্ব সম্বন্ধ-প্রকাশক বলিয়া এ পক্ষেও মন্ত্রটি অত্যন্ত অসমবেতার্থক হইয়া পড়ে। অতএব ঐ ঋক্‌টির লোপই হইবে। সুতরাং এস্থলে অতিদেশপ্রাপ্ত "ষড়্‌বিংশতিরস্য বংক্রয়ঃ" এই মন্ত্রটিরই উহ করিয়া "ষড়শীতিরেষাং বংক্রয়ঃ" এই প্রকার প্রৈষ পাঠ করিতে

হইবে। ইতি ৩য় আশ্বমেধিক সবনীয়াশ্ববিষয়ক "চতুস্ত্রিংশৎ" ইত্যাদি সমগ্র ঋকের নিষেধাধিকরণ।

বনিষ্টুসন্নিধানাদুরূকেণ বপাভিধানম্ ॥ ২২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বনিষ্টুসন্নিধানাৎ"—'বনিষ্টু' শব্দের সন্নিধান অর্থাৎ নৈকট্য আছে বলিয়া, "উরূকেণ"—উরূকশব্দটি, "বপাভিধানম্"—বপা-বোধক। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে অগ্নীষোমীয় পশুর অধ্রিগুপ্রৈষে "বনিষ্টুমস্য মা রাবিষ্টোরূকং মন্যমানা" এই বচনটি পঠিত হয়। এস্থলে বচনে যে 'উরূক' শব্দটি আছে, তাহা কি উলূক (পক্ষিবিশেষ—পেচক) বুঝাইবে, সুতরাং 'বনিষ্টুম্ উরূকং মন্যমানা মা রাবিষ্ট' অর্থাৎ দেহের বনিষ্টু নামক অংশটিকে উলূক মনে করিয়া যেন কাটিয়া ফেলিও না—এইরূপ অন্বয়পূর্ব্বক নিষেধ হইবে, অথবা উহা শরীরের বপা নামক অংশকে বুঝাইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, 'উরূক' শব্দটি যখন 'বপা' অর্থে প্রসিদ্ধ নহে, তখন "রলয়োরভেদঃ" এই নিয়ম অনুসারে উহা উলূক (পেচক) নামক পক্ষিবিশেষকে বুঝাইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"উরূকেণ বপাভিধানং স্যাৎ"—এস্থলে 'উরূক' শব্দে 'বপা'ই বোধিত হইবে। কারণ, "বনিষ্টুসন্নিধানাৎ"—উহা 'বনিষ্টু'শব্দের সহিত উচ্চারিত হইয়াছে। আর বনিষ্টু বলিতে দেহের একটি অংশ বুঝায়—যাহা বপার (হৃদয়াংশের) কাছেই অবস্থিত এবং যাহা ঐ বপারই সদৃশ। আরও 'উরূক' শব্দে 'উলূক' অর্থ ধরিলে 'বনিষ্টু' নামক অংশের ছেদন নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহা ষড়বক্তাদিরূপে ছেত্তব্য বলিয়া তাহার নিষেধ হইতে পারে না। সুতরাং এ পক্ষে মন্ত্র অদৃষ্টার্থক হইয়া পড়ে। অতএব এখানে উরূক অর্থে 'বপা'ই গ্রহণীয়। আর তাহা হইলে যে সমস্ত বিকৃতিযাগে অনেক বপা থাকিবে, তথায় এই 'উরূক' শব্দের উহ করিতে হইবে। ইতি ৪র্থ অগ্নীষোমীয় পশুতে 'উরূক' শব্দে বপাভিধানাধিকরণ।

প্রশসাঽস্যভিধানম্ ॥ ২৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রশসা"—'প্রশসা' শব্দে, "অস্যভিধানম্"—অসি অর্থাৎ খড়্গের অভিধান অর্থাৎ উল্লেখ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ স্থলেই অধ্রিগুপ্রৈষে বচন আছে "প্রশসা বাহু কৃণুতাৎ" ইত্যাদি। এস্থলে 'প্রশসা' শব্দটি কি অসি (খড়্গ) বোধক অথবা উহা 'বাহু' বোধক, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—'প্র' পূর্ব্বক হিংসার্থক 'শস্' ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'প্রশস্' এই শব্দটি নিষ্পন্ন হয়; আর তাহারই তৃতীয়ার এক বচনে 'প্রশসা' পদ হইয়া থাকে। অতএব উহা ছেদনের করণ যে খড়্গ, তাহাই বুঝাইতেছে। ঐ অসি দ্বারা পশুর বাহুদ্বয় ছেদন করিতে হয় বলিয়া অস্ত্রার্থক হইলেই এস্থলে দৃষ্টার্থকতা থাকে। আর "দশ প্রযাজান্ ইষ্ট্বা আহ 'শাসমাহর' ইতি। অসিং বৈ শাসমাচক্ষতে" অর্থাৎ "দশটি প্রযাজযাগ হইলে বলিতে হইবে 'শাস্ গ্রহণ কর'। আর অসিকেই শাস্ বলা হয়" এই যে অর্থবাদাদি রহিয়াছে, ইহা হইতেও নিরূপিত হয় যে, এখানে 'প্রশসা' পদে অসিই অভিহিত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

বাহুপ্রশংসা বা ॥ ২৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বাহুপ্রশংসা"—উহা বাহুর প্রশংসা, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"বাহুপ্রশংসা বা"—উহা বাহুর প্রশংসা। কারণ, এখানে অসির আবশ্যকতা নাই। যেহেতু, "স্বধিতিনা বিশাস্তি" এই বাক্যে স্বধিতি অর্থাৎ কুঠার জাতীয় অস্ত্র বিশেষ দিয়াই ছেদন করিতে বলা হইয়াছে। অতএব এস্থলে "প্রশসা" অর্থ "প্রশস্তৌ" অর্থাৎ 'বাহুদ্বয় যাহাতে কাটিতে গিয়া বিকল বা খণ্ডিত না হয়, সেইভাবে ছেদন কর'—ইহাই ঐ প্রৈষটির তাৎপর্য্য। আর এস্থলে বৈদিক প্রয়োগ অনুসারে দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে 'ঔ' না হইয়া 'আ' হইয়া 'প্রশসা' এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং 'প্রশসা' এই পদটি যখন বাহুর প্রশস্ততা বোধক হইয়া বাহুরই বিশেষণ হইতেছে, তখন অশ্বমেধাদিতে বাহুর বৃদ্ধি হইলে অর্থাৎ বহুবাহু স্থলে ঐ পদটির উহ হইবে। ইতি ৫ম 'প্রশসা' শব্দের প্রশংসাপরত্বাধিকরণ।

শ্যেনশলাকশ্যপকবষস্রেকপর্ণেষ্বাকৃতিবচনং প্রসিদ্ধসন্নিধানাৎ ॥ ২৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "শ্যেন শলা-কশ্যপ-কবষ-স্রেকপর্ণেষু"—শ্যেন, শলাকা, কশ্যপ, কবষ এবং স্রেকপর্ণ এই সমস্ত শব্দে, "আকৃতিবচনম্"—

আকৃতি বুঝাইবে, "প্রসিদ্ধ-সন্নিধানাৎ"—কারণ, প্রসিদ্ধ যে শ্যেন প্রভৃতি পদ, তৎসন্নিধানে তাহাদের আকৃতিরই ঝটিতি প্রতীতি হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ অধ্রিগুপ্রৈষবচনে আরও উপদিষ্ট হইয়াছে, "শ্যেনমস্য বক্ষঃ কৃণু তাৎ শলাদোষণী কশ্যপেবাংসৌ কবষোরু স্রেকপর্ণাষ্ঠীবন্তঃ।" এস্থলে যে শ্যেন, শলা, কশ্যপ, কবষ এবং স্রেকপর্ণ * প্রভৃতি শব্দগুলি রহিয়াছে, এগুলি কি আকৃতি অর্থাৎ শ্যেনপক্ষী প্রভৃতির সাদৃশ্য বোধক অথবা এগুলি সাকল্য-বোধক—সমগ্রার্থক, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—"আকৃতি-বচনম্"—ঐগুলি আকৃতিবোধক অর্থাৎ শ্যেনাদির সাদৃশ্য বোধক। কারণ "প্রসিদ্ধ সন্নিধানাৎ"—ঐগুলি প্রসিদ্ধ যে শ্যেনপক্ষী প্রভৃতি তাহারই সমীপে পঠিত হইয়াছে। আর সন্নিধি হইতে সন্দিগ্ধ অর্থের অবধারণ হইয়া থাকে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

কার্ৎস্ন্যং বা স্যাৎ তথাভাবাৎ ॥ ২৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "কার্ৎস্ন্যং স্যাৎ"—সমগ্রতা বোধিত হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "তথাভাবাৎ"—সেই সেইরূপেই বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—ঐ শব্দগুলি এস্থলে সেই সেই অবয়বের সমগ্রতাই বুঝাইবে। কারণ, সেই সেই অবয়বকে যে শ্যেনপক্ষী প্রভৃতির ন্যায় আকারবিশিষ্ট করিতে হইবে তাহা নহে, যেহেতু ঐ অবয়বগুলি স্বভাবতঃই দেখিতে শ্যেনপক্ষ্যাদির সদৃশ। একারণে এস্থলে ঐ প্রৈষবচনে বলা হইতেছে যে, ঐগুলি এমনভাবে সমগ্রভাবে উদ্ধৃত করিবে যে, উহাদের ঐ সাদৃশ্য যেন বিকৃত হইয়া নষ্ট হইয়া না যায়। অতএব ঐ শ্যেনাদি শব্দগুলি তত্তৎ অবয়বের সমগ্রতাবোধক। ইতি সিদ্ধান্ত।

অধ্রিগোশ্চ তদর্থত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

অক্ষরার্থ। "অধ্রিগোঃ তদর্থত্বাৎ চ"—তাহা করাই অধ্রিগুর প্রয়োজন বলিয়াও।

---

* শাস্ত্রদীপিকার ময়ূখমালিকা টীকায় উক্ত হইয়াছে—ঐ শ্যেনাদি শব্দগুলির মধ্যে 'শলা' অর্থ শজারুর লোমের ন্যায়, 'কশ্যপ' অর্থ কচ্ছপের ন্যায়, 'কবষ' অর্থ কপাট-সদৃশ অথবা খড়্গাসদৃশ, স্রেকপর্ণ অর্থ করবীর পত্রবৎ শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ। অষ্ঠীবৎ অর্থ উরুর পূর্ব্বভাগ।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ শব্দগুলি যে সাকল্যরূপ অর্থই বুঝাইবে, তাহার আরও কারণ এই যে, পশুর অঙ্গসকল যাহাতে অখণ্ডিতভাবে সমগ্র উদ্ধৃত করা যায়, তাহা জানাই অধ্রিগুর প্রয়োজন ; ইহা—"গাত্রং গাত্রমস্যানূনং কৃণুতাৎ" অর্থাৎ "এই পশুটির সকল অবয়বই যেন উন অর্থাৎ ছিন্ন হইয়া গিয়া অল্প হইয়া না যায় সেইরূপ কর"—এই প্রৈষবোধক শ্রুতিবচন হইতেও নিরূপিত হয়। কারণ, সাকল্য না থাকিলে 'অনূন' হওয়া সম্ভব নহে। অতএব ঐগুলি সাকল্যবোধক। ইতি ৬ষ্ঠ অধ্রিগুপ্রৈষে শ্যেনাদিশব্দের কাৎস্ন্যবচনাধিকরণ।

প্রাসঙ্গিকে প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে পরার্থত্বাৎ তদর্থে হি বিধীয়তে ॥ ২৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রাসঙ্গিকে"—প্রাসঙ্গিক উদ্ধরণে, "প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে"—প্রায়শ্চিত্ত নাই, "পরার্থত্বাৎ"—যেহেতু, তাহা পরার্থ, "তদর্থে"—তাহার (অগ্নিহোত্রের) জন্য, "হি"—যেহেতু, "বিধীয়তে"—প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অগ্নিহোত্র প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—"অগ্নয়ে জ্যোতিষ্মতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ যস্যাগ্নিরুদ্ধৃতোঽহুতেঽগ্নিহোত্রে উদ্বায়েৎ" অর্থাৎ অগ্নি উদ্ধৃত করিয়া লইয়া অগ্নিহোত্র করিবার পূর্ব্বে যাহার সেই অগ্নি নিবিয়া যাইবে, তাহাকে 'জ্যোতিষ্মৎ' নামক অগ্নির জন্য অষ্টাকপাল পুরোডাশসাধ্য যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ইহার ভাবার্থ এইরূপ,—প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করিবার পূর্ব্বে গার্হপত্য অগ্নি হইতে অগ্নি উদ্ধৃত করিয়া আহবনীয় অগ্নিতে রাখিতে হয়। আর সেই আহবনীয় অগ্নিতে অগ্নিহোত্র করিতে হয়। অগ্নিহোত্র করিবার পূর্ব্বে যদি সেই উদ্ধৃত অগ্নি নিবিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। দর্শপূর্ণমাসের জন্য যখন ঐ ভাবে অগ্নি উদ্ধৃত করা হয়, তখন সেই অগ্নি যদি ঐ ভাবে নিবিয়া যায়, তাহা হইলে তজ্জন্য ঐ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—অগ্নির উদ্বান অর্থাৎ নিবিয়া যাওয়াই যখন প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত, তখন দর্শপূর্ণমাসেও যদি ঐ ভাবে অগ্নি নিবিয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্যই প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—'প্রাসঙ্গিকে প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে"—এরূপ স্থলে

প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য নহে; কারণ, অগ্নিহোত্রের জন্ত উদ্ধৃত যে অগ্নি, তাহারই নির্ব্বাণে ঐ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় অগ্নি উৎপাদন করিতে হয়, ইহাই বিধি। ইতি ৭ম দর্শার্থে উদ্ধৃত অগ্নির লোপে প্রায়শ্চিত্তাত্মক জ্যোতিষ্মতী ইষ্টির অকর্ত্তব্যতাধিকরণ।

ধারণে চ পরার্থত্বাৎ ॥ ২৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ধারণে চ"—ধারণ স্থলেও (প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য নহে), "পরার্থত্বাৎ"—কারণ, তাহাও পরার্থ অর্থাৎ অন্য প্রয়োজনের জন্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "ধার্য্যো গতশ্রির আবহনীয়ঃ।" অর্থাৎ অধিগতশ্রী ব্যক্তিকে আহবনীয় অগ্নি ধারণ করিয়া রাখিতে হয়। অধীতবেদ ব্রাহ্মণ হইতেছে গতশ্রী অর্থাৎ প্রাপ্তশোভ। এই যে আবহনীয় অগ্নি ধারণ করিবার বিধি আছে, এই অগ্নি যদি উদ্বান হয় অর্থাৎ নিবিয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ঐ যে অগ্নি ধারণ করিয়া রাখা হয়, তাহাতে সকল বৈদিক কর্ম্ম সম্পাদন করাই তাহার প্রয়োজন। সুতরাং অগ্নিহোত্রও সেই সমস্ত কর্ম্মের অন্যতম। আর অগ্নিহোত্রার্থে উদ্ধৃত অগ্নির নির্ব্বাণে প্রায়শ্চিত্ত যখন কর্ত্তব্য, তখন এই অগ্নিও অগ্নিহোত্রার্থ বলিয়া ইহা নিবিয়া গেলেও উক্ত প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—এস্থলে ঐ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য নহে। কারণ, এই যে ধারণ, অগ্নিহোত্র ইহার নিমিত্ত নহে, কিন্তু 'গতশ্রীত্ব'ই ইহার নিমিত্ত। সুতরাং গতশ্রীত্ব ইহার নিমিত্ত বলিয়া আর তৎপ্রসঙ্গে অপরাপর কর্ম্ম প্রসঙ্গক্রমে এই অগ্নিতে সিদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া অগ্নিহোত্র ইহার নিমিত্ত নহে। সুতরাং অগ্নিহোত্রাদির নির্ব্বাণের জন্ত যে প্রায়শ্চিত্ত, তাহা কর্ত্তব্য নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ক্রিয়ার্থত্বাদিতরেষু কর্ম্ম স্যাৎ ॥ ৩০ ॥

অক্ষরার্থ। "ইতরেষু"—পর্য্যুক্ষণাদি অন্য কর্ম্মে, "ক্রিয়ার্থত্বাৎ" —ক্রিয়ার্থতা আছে বলিয়া, "কর্ম্ম স্যাৎ"—সংস্কারকর্ম্ম হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, অগ্নির পর্য্যুক্ষণ, পরিসমূহন প্রভৃতি সংস্কার যেমন অগ্নিহোত্রার্থী না থাকিলেও করা হয়, সেইরূপ এই জ্যোতিষ্মতী ইষ্টিও অগ্নির সংস্কারের জন্য কর্ত্তব্য হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পর্য্যুক্ষণাদি সংস্কারগুলি কর্ত্তব্য হইতে পারে, কারণ, সেগুলি নিত্য। কিন্তু এই জ্যোতিষ্মতী ইষ্টি নৈমিত্তিক। আর নিমিত্ত না থাকিলে নৈমিত্তিক হইতে পারে না। অতএব এরূপস্থলে তাহা কর্ত্তব্য নহে। ইতি ৮ম ধার্য্যোদ্ধানে প্রায়শ্চিত্তরূপ জ্যোতিষ্মতীর অননুষ্ঠানাধিকরণ।

ন তূৎপন্নে যস্য চোদনাঽপ্রাপ্তকালত্বাৎ ॥ ৩১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "উৎপন্নে"—পরের জন্য অর্থাৎ অগ্নিহোত্রের জন্য উদ্ধৃত হইলে, "যস্য চোদনা"—যে অগ্নিহোত্রের বিধি রহিয়াছে, "ন"—তাহাতে মন্ত্র প্রয়োজ্য হইবে না, "অপ্রাপ্তকালত্বাৎ"—কাল অপ্রাপ্ত বলিয়া। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নিহোত্রে যে অগ্নি-উদ্ধরণ করা হয় তাহাতে "বাচা ত্বা হোত্রা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। দর্শপূর্ণমাসের জন্য যখন অগ্নি উদ্ধরণ করা হয় তখন ঐ মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, উদ্ধরণের জন্যই যখন ঐ মন্ত্র তখন এস্থলেও মন্ত্রটি অবশ্যই পঠিতব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—এস্থলে ঐ মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে না; কারণ, "অপ্রাপ্তকালত্বাৎ"—অগ্নিহোত্রের যে উদ্ধরণ তাহার একটি বিশিষ্ট কাল আছে; সুতরাং তৎকাল-বিশিষ্ট যে উদ্ধরণ তাহাতে ঐ মন্ত্রটি পঠিতব্য হয়। কিন্তু দর্শের জন্য যে উদ্ধরণ তাহা অন্যকালে হয়—প্রাতরগ্নিহোত্র সমাপ্ত হইলে করা হয়। কাজেই এখানে সেই কালরূপ নিমিত্ত নাই বলিয়া ঐ মন্ত্রটিও পঠিতব্য হয় না। ইতি ৯ম দর্শার্থ উদ্ধরণের অমন্ত্রকত্বাধিকরণ।

প্রদানদর্শনং শ্রয়ণে তদ্ধর্ম্ম ভোজনার্থত্বাৎ সংসর্গাচ্চ মধূদকবৎ ॥ ৩২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "শ্রয়ণে"—চরুশ্রপণে, "প্রদানদর্শনম্"—দেবতার উদ্দেশে যে প্রদান দৃষ্ট হয় তাহা, "তদ্ধর্ম্ম" প্রদানধর্ম্মযুক্ত হইবে অর্থাৎ

প্রদেয়ের যে সমস্ত ধর্ম্ম বা সংস্কার আছে সেগুলি সেই পয়ে অনুষ্ঠেয় হইবে, "ভোজনার্থত্বাৎ"—যেহেতু তাহা দেবতার ভোজনার্থক অর্থাৎ যাগার্থক, "মধূদকবৎ সংসর্গাৎ চ"—মধু উদক প্রভৃতির ন্যায় সংসর্গ অর্থাৎ সংসৃষ্টতা রহিয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "আদিত্যঃ প্রায়ণীয়ঃ পয়সি চরুঃ"। এস্থলে যে 'পয়ঃ' বিহিত হইয়াছে তাহাতে কি প্রদেয়ধর্ম্মসকল অনুষ্ঠেয় হইবে অথবা তাহাতে প্রণীতা ধর্ম্ম কর্ত্তব্য হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—"প্রদানদর্শনং তদ্ধর্ম্ম"—ঐ যে চরুর ও পয়ের প্রদান দৃষ্ট হইতেছে উহাতে প্রদেয়ধর্ম্মই কর্ত্তব্য হইবে। কারণ, "ভোজনার্থত্বাৎ"—উহা যাগার্থক। আর যাগে দ্রব্য প্রদেয় অর্থাৎ ত্যাজ্যই হইয়া থাকে। "মধূদকবৎ সংসর্গাৎ চ"—আরও এস্থলে যদি 'পয়ঃ' স্বতন্ত্র থাকিত তাহা হইলে তাহাতে প্রদেয় ধর্ম্ম না করিলেও চলিত। কিন্তু এখানে পয়ঃ এবং চরু পরস্পর সংসৃষ্টরূপেই প্রদেয়। যেমন বাজপেয় যাগে দধি, মধু, ঘৃত প্রভৃতি পরস্পর সংসৃষ্টভাবে প্রদেয় এস্থলেও সেইরূপ। কাজেই এখানে একটির ধর্ম্ম অর্থাৎ স্বতন্ত্র পয়োধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় হইবে না। অতএব প্রদেয়ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয় হইবে। আর এস্থলে "পয়সি" এই পদে সপ্তমী থাকিলেও তাহা যে বিধেয় হইতে পারে না, তাহা নহে। কারণ "ওদনে দধি দত্ত্বা ভোক্তব্যম্" অর্থাৎ 'ভাতে দধি মিশাইয়া খাইবে' বলিলে যেমন ভাত খাওয়া নিষিদ্ধ হয় না কিন্তু দই ও ভাত দুইটিই খাইবার কথা বলা হয়, তবে অন্নে যে সপ্তমী বিভক্তি তাহা নির্দ্দেশমাত্র, এস্থলেও 'পয়সি' পদে যে সপ্তমী তাহা ঐরূপ নির্দ্দেশমাত্র। অতএব উহাও বিধেয়। কাজেই উহাতেও প্রদেয়ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সংস্কারপ্রতিষেধশ্চ তদ্বৎ ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরার্থ। "সংস্কারপ্রতিষেধঃ চ"—সংস্কারের নিষেধও, "তদ্বৎ" —সেইরূপ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে যে প্রদেয়ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয় তাহার আরও হেতু এই যে, "অবত্সা বৎসানপাকরোতি, অপবিত্রবতি গাং দোহয়তি" ইত্যাদি

বাক্যে যে যজুঃ এবং পবিত্রের নিষেধ করা হইয়াছে তাহা পয়োদ্রব্যে প্রদেয়-ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রাপ্তি ছাড়া সঙ্গত হয় না। কারণ, অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ হয় না। এখানে যদি পয়ে প্রদেয়ধর্ম্মের প্রাপ্তিই না থাকে তাহা হইলে তাহার নিষেধ হইবে কি রূপে ?

তৎপ্রতিষেধে চ তথাভূতস্য বর্জ্জনাৎ ॥ ৩৪ ॥

অক্ষরার্থ। "তৎপ্রতিষেধে"—তাহার অর্থাৎ পয়োদ্রব্যের প্রতিষেধ হইলে, "তথাভূতস্য চ"—তথাভূত অর্থাৎ পয়োমিশ্রিত দ্রব্যেরও, "বর্জ্জনাৎ"—বর্জ্জন অর্থাৎ পরিত্যাগ করা হয় বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আরও বলিতেছেন,—দুধ খাইতে নিষেধ থাকিলে যেমন দুগ্ধপক্ক পরমান্ন কিংবা দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন সবই অভক্ষ্য হয়, সেইরূপ এস্থলেও পয়ঃ প্রতিষিদ্ধ হইলে পয়োযুক্ত চরুও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে যাগে দ্রব্য না থাকায় যাগই অসিদ্ধ হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

অধর্ম্মত্বমপ্রদানাৎ প্রণীতার্থে বিধানাদতুল্যত্বাদসংসর্গঃ ॥ ৩৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অধর্ম্মত্বম্"—পয়োদ্রব্য অধর্ম্ম হইবে অর্থাৎ প্রদেয়-ধর্ম্মযুক্ত হইবে না, "অপ্রদানাৎ"—যেহেতু তাহা প্রদান করা হয় না, "প্রণীতার্থে বিধানাৎ"—কারণ তাহা প্রণীতার জন্যই বিহিত, "অতুল্যত্বাৎ অসংসর্গঃ"—অতএব তুল্যতা নাই বলিয়া সংস্পৃষ্টতা হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—এস্থলে পয়ঃ প্রদেয় নহে কিন্তু চরুই প্রদেয়। পয়ঃ কেবল প্রণীতার জন্য অর্থাৎ তদ্দ্বারা চরুপাকরূপ প্রণীতাকার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য তাহা বিহিত। আর যে চিত্রা যাগে সংসৃষ্ট দধি, মধু প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, "অতুল্যত্বাৎ অসংসর্গঃ"—এস্থলে চরু এবং পয়োদ্রব্যের প্রদেয়স্বরূপ অঙ্গত্ববিষয়ে তুল্যতা নাই বলিয়া উহারা পরস্পর সংসৃষ্ট হইতে পারে না। আর উহাদের

যে তুল্যতা নাই তাহার কারণ পয়ের যে প্রদেয়ত্ব তাহা বাক্যের দ্বারা বোধিত হয়, কিন্তু পয়ে যে সপ্তমী বিভক্তি আছে সেই বিভক্তিশ্রুতির দ্বারা উহার আধারত্বই বোধিত হয় বলিয়া উহার প্রদেয়ত্ব তদ্দারা বাধিত। অতএব "অধর্ম্মত্বম্ অপ্রদানাৎ"—পয়োদ্রব্য প্রদেয় নহে বলিয়া তাহাতে প্রদেয়ধর্ম্মও অনুষ্ঠেয় নহে। কিন্তু তাহাতে উৎপবনাদি প্রণীতাধর্ম্মই কর্ত্তব্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

পয়ো নিত্যানুবাদঃ স্যাৎ ॥ ৩৬ ॥

অক্ষরার্থ। "পয়ঃ"—অপরটি অর্থাৎ লিঙ্গটি, "নিত্যানুবাদঃ স্যাৎ" —নিত্যানুবাদ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পয়ের প্রদেয়ত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত "অযজুষা বৎসানপাকরোতি" ইত্যাদি যে লিঙ্গদর্শন ৩৩শ সূত্রে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাদ্বারাও পয়ের প্রদেয়ধর্ম্মবত্ত্ব স্থাপিত হয় না, যেহেতু উহা "নিত্যানুবাদঃ স্যাৎ"—নিত্য অর্থাৎ সিদ্ধ যে অপ্রদেয়ত্ব তাহারই অনুবাদ মাত্র। সুতরাং ঐ অর্থবাদটির অর্থ হয়,—পয়ঃ অপ্রদেয়; কাজেই তাহাতে যজুঃপাঠ-পূর্ব্বক বৎসাপাকরণ করিতে হয় না এবং সেই কারণেই 'পবিত্র'যুক্ত পাত্রেও ঐ পয়ের জন্য গোদোহন করিতে হয় না।

বিহিতপ্রতিষেধো বা ॥ ৩৭ ॥

অক্ষরার্থ। "বিহিতপ্রতিষেধঃ বা"—অথবা উহা বিহিতেরই প্রতিষেধ।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি বলা হয় নিত্যানুবাদ অনর্থক—তাহাদ্বারা স্তুতি নিন্দা কিছুই বোধিত হয় না বলিয়া তাহা অর্থবাদের কোনও প্রয়োজন প্রকাশ করে না। এ কারণে সম্ভব হইলে নিত্যানুবাদপক্ষ স্বীকার করা উচিত নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন "বিহিতপ্রতিষেধঃ বা"—কোন কোন শাখিগণের পক্ষে এই যে প্রণীতার্থ পয়ঃ ইহাতেও যজুঃপাঠপূর্ব্বক বৎসাপাকরণ এবং 'পবিত্র'যুক্ত পাত্রে গোদোহন বিহিত আছে। তাহাই এই বাক্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব উহা বিহিত, বিধিপ্রাপ্ত বিষয়েরই প্রতিষেধ বলিয়া অনর্থক হইতেছে না।

বর্জ্জনে গুণভাবিত্বাত্তদুক্তপ্রতিষেধাৎ স্যাৎ কারণাৎ কেবলাশনম্ ॥ ৩৮ ॥

অক্ষরার্থ। "বর্জ্জনে"—পয়ের বর্জ্জনস্থলে, "গুণভাবিত্বাৎ"—গুণভূত বলিয়া, "উক্তপ্রতিষেধাৎ"—পয়োভোজনের প্রতিষেধে, "তৎ স্যাৎ"—তাহা হইবে অর্থাৎ পয়ঃ এবং পয়ঃসংসৃষ্টের বর্জ্জন হইবে, "কারণাৎ কেবলাশনম্"—বিশেষ কারণ থাকিলে কেবল দুগ্ধই ভক্ষ্য হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে পয়োবর্জ্জনের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা এস্থলে খাটে না। কারণ, ভোজনে পয়ঃ গুণভূত; যেহেতু কেহ শুদ্ধ পয়ঃ ভক্ষণ করে না; তবে ব্রত বা রোগাদিরূপ কারণ থাকিলে অবশ্য শুদ্ধ দুগ্ধও খাওয়া হয় বটে। সুতরাং পয়োভক্ষণ নিষিদ্ধ হইলে তৎসংসৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এখানে প্রদেয়ত্ব বিষয়ে চরুর সহিত পয়ের যে তুল্যতা তাহাই মাত্র নিষিদ্ধ হইতেছে বলিয়া পয়ঃসংসৃষ্ট চরু প্রদান করিতে বাধা নাই। অতএব পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি অকিঞ্চিৎকর।

ব্রতধর্ম্মাচ্চ লেপবৎ ॥ ৩৯ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "লেপবৎ"—মাংসাদিলেপের ন্যায়, "ব্রতধর্ম্মাচ্চ"—ব্রতের ধর্ম্ম বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। ব্রহ্মচারীর ভক্ষণে মধুমাংস নিষিদ্ধ। সুতরাং যে পাত্রে মধু অথবা মাংসের লেপ থাকে তাহাতে তাহার ভক্ষণ অথবা সেই পাত্রে তাহাকে পরিবেশনও যেমন নিষিদ্ধ হয় এস্থলেও সেইরূপ হইবে না কেন? তথায় যেমন অদৃষ্টলোপপ্রসঙ্গ হয় এস্থলেও সেইরূপ পয়ঃসংসৃষ্ট দ্রব্যপ্রদানে অদৃষ্টলোপ হইবে। ইতি আশঙ্কা।

রসপ্রতিষেধো বা পুরুষধর্ম্মত্বাৎ ॥ ৪০ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "রসপ্রতিষেধঃ"—রসের নিষেধ, "বা"—ব্যাবর্ত্তক, "পুরুষধর্ম্মত্বাৎ"—পুরুষের অনুরাগের বিষয় বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে মধু বা মাংস পুরুষের অনুরাগের বিষয় বলিয়া তাহার রসও বর্জ্জনীয়। কিন্তু প্রকৃত স্থলে পয়ঃ সেভাবে বর্জ্জনীয় নহে। ইতি ১০ম প্রায়ণীয় চরুতে প্রদানধর্ম্মের অননুষ্ঠানাধিকরণ।

অভ্যুদয়ে দোহাপনয়ঃ স্বধর্ম্মা স্যাৎ প্রবৃত্তত্বাৎ ॥ ৪১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অভ্যুদয়ে"—অভ্যুদয়েষ্টিতে, "দোহাপনয়ঃ"—অপনীতদেবতাক যে দোহ তাহা, "স্বধর্ম্মা স্যাৎ"—প্রদেয়ধর্ম্মযুক্ত হইবে, "প্রবৃত্তত্বাৎ"—যেহেতু তাহা প্রদেয়রূপে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "যস্য হবির্নিরুপ্তং" ইত্যাদি বাক্যে যে অভ্যুদয়েষ্টি বিহিত হইয়াছে, যাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চমপাদের প্রথম অধিকরণে বিচারিত হইয়াছে, সেই অধিকরণের বিষয়বাক্যে "দধ্নশ্চরুং" এবং "শৃতে চরুং" এই অংশে যে দধি এবং শৃত বিহিত হইয়াছে উহাতে প্রদেয়ধর্ম্ম কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন পূর্ব্ব অধিকরণের নিয়ম অনুসারে এখানে প্রদেয়ধর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। কারণ, পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও "দধন্" এবং "শৃতে" এই দুই স্থলে সপ্তমীই রহিয়াছে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"দোহাপনয়ঃ স্বধর্ম্মা স্যাৎ প্রবৃত্তত্বাৎ"—এস্থলে দধি এবং শৃতে প্রদেয়ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়; কারণ, উহাই এখানে যাগের জন্য প্রবৃত্ত প্রদেয় দ্রব্য হইতেছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

শৃতোপদেশাচ্চ ॥ ৪২ ॥

অক্ষরার্থ। "শৃতোপদেশাচ্চ"—শৃতে উপদেশ রহিয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে যে প্রদেয়ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় তাহার আরও হেতু এই যে, "শৃতে চরুম্" এইবাক্যে 'শৃত' বস্তুটি পূর্ব্বসিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রাপ্তের ন্যায় উল্লিখিত হইয়াছে। আর ধর্ম্মবিধানের জন্যই ঐভাবে অনুবাদ করা হয়। ইতি ১১শ অভ্যুদয়েষ্টিতে দধি ও শৃতে প্রদেয়ধর্ম্মানুষ্ঠানাধিকরণ।

অপনয়ো বাঽর্থান্তরে বিধানাচ্চরুপয়োবৎ ॥ ৪৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপনয়ঃ"—প্রদেয়ত্বের অপনয় হইবে অর্থাৎ প্রদেয়ত্বধর্ম্ম থাকিবে না, "বা"—অধিকরণান্তর সূচক, "চরুপয়োবৎ"—

চরুর পয়ের স্থায়, "অর্থান্তরে বিধানাৎ"—অন্য প্রয়োজনে বিহিত হইয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "যঃ পশুকামঃ স্যাৎ সোঽমাবাস্যামিষ্ট্বা বৎসানপাকুর্য্যাৎ" অর্থাৎ "যে ব্যক্তি পশুকামী হইবে সে অমাবাস্যাযাগ করিয়া বৎসাপাকরণ করিবে"—এই বাক্যে যে পশুকামেষ্টি বিহিত হইয়াছে তৎপ্রকরণে "যে মধ্যমাঃ স্যুস্তানগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশমষ্টাকপালং কুর্য্যাৎ। যে স্থবিষ্ঠা স্তানিন্দ্রায় প্রদাত্রে দধনি চরুম্। যেঽণিষ্ঠা স্তান্ বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় শৃতে চরুম্" এই শ্রুতিবাক্যে সেই যাগে দ্রব্য এবং দেবতা উপদিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে "শৃতে চরুম্" এবং "দধংশ্চরুম্" এই দুইটি অংশে যে সপ্তম্যন্ত দধি এবং শৃত বোধিত হইয়াছে ইহাতে কি পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে প্রদেয়ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় হইবে অথবা ইহাতে পূর্ব্বতর অধিকরণের নিয়ম অনুসারে প্রদেয়ধর্ম্ম হইবে না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এই বাক্যগুলি যখন পূর্ব্বাধিকরণের বাক্যের অনুরূপ তখন পূর্ব্বাধিকরণের নিয়মানুসারে ইহাতেও প্রদেয়ধর্ম্ম কর্ত্তব্য হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"অপনয়ো বা" —এস্থলে প্রদেয়ের ধর্ম্ম হইবে। কারণ, "চরুপয়োবৎ অর্থান্তরে বিধানাৎ"— পূর্ব্বতর অধিকরণের 'পয়সি চরুম্' এস্থলে যেমন 'পয়ঃ' প্রণীতারূপ প্রয়োজনের জন্য বিহিত এস্থলে দধি এবং শৃতও সেইরূপ প্রণীতার্থে বিহিত হইয়াছে। কাজেই পূর্ব্বতর অধিকরণের নিয়ম অনুসারে ইহাতে প্রদেয়ধর্ম্ম হইবে না, কিন্তু প্রণীতা-ধর্ম্মই হইবে। আর যে পূর্ব্ব অধিকরণের বিষয়বাক্যের সহিত পাঠসাম্য দেখান হইয়াছে তাহাও অকিঞ্চিৎকর। কারণ, এখানে পাঠসাম্য থাকিলেও ইহা অপূর্ব্বকর্ম্ম বলিয়া অর্থসাম্য নাই। আর অর্থসাম্যই প্রধান ও বলবৎ। ইতি সিদ্ধান্ত।

লক্ষণার্থা শৃতশ্রুতিঃ ॥ ৪৪ ॥

অক্ষরার্থ। "শৃতশ্রুতিঃ"—শৃতবিষয়ক শ্রুতি অর্থাৎ উল্লেখ, "লক্ষণার্থা"—লক্ষণার জন্য অর্থাৎ উহা লক্ষণাবলে শ্রয়ণসম্বদ্ধ দ্রব্যের বোধক।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, শৃতের যে সিদ্ধবৎ নির্দ্দেশ তাহা এ পক্ষে কিরূপে সঙ্গত হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—

"লক্ষণার্থা শৃতশ্রুতিঃ"—উহা লক্ষণাদ্বারা শ্রয়ণবৎ দ্রব্যকে বুঝাইবে। সুতরাং "শৃতে চরুম্" ইহার অর্থ শ্রয়ণবৎ দ্রব্যে চরু। ইতি ১২শ পশুকামেষ্টিতে দধি ও শৃতে প্রদেয়ধর্ম্মের অননুষ্ঠানাধিকরণ।

শ্রয়ণানাং ত্বপূর্ব্বত্বাৎ প্রদানার্থে বিধানং স্যাৎ॥ ৪৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "শ্রয়ণানাং"—শ্রীয়মাণ পয়ঃপ্রভৃতিগুলি, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "অপূর্ব্বত্বাৎ"—অপূর্ব্বতা রহিয়াছে বলিয়া, "প্রদানার্থে বিধানং স্যাৎ"—প্রদানের জন্য বিধান হইবে অর্থাৎ ঐগুলিতে প্রদেয়ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "পয়সা মৈত্রাবরুণং শ্রীণাতি। সক্তুভির্মন্থিনম্" ইত্যাদি। অর্থাৎ পয়ের দ্বারা মৈত্রাবরুণনামক গ্রহের (পাত্রের) সোম পাক করিবে (মিশ্রিত করিবে), সক্তু দ্বারা মন্থিগ্রহ মিশ্রিত করিবে ইত্যাদি। এই যে শ্রয়ণ অর্থাৎ শ্রয়ণীয় দ্রব্য পয়ঃপ্রভৃতি, ইহাতে প্রদেয়ধর্ম্ম কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন সোমের সহিত ঐ দ্রব্যগুলি প্রদান করিবার জন্যই যখন মিশ্রণ করা হইতেছে তখন ঐগুলিতে প্রদেয় যে সোম তাহার যে সমস্ত ধর্ম্ম আছে, যেমন ক্রয় প্রভৃতি, সে গুলি ঐ পয়ঃপ্রভৃতি দ্রব্যেও কর্ত্তব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

গুণো বা শ্রয়ণার্থত্বাৎ॥ ৪৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "গুণঃ"—(ঐ পয়ঃ প্রভৃতিগুলি সোমের) গুণস্বরূপ, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "শ্রয়ণার্থত্বাৎ"—কারণ ঐ গুলি শ্রয়ণের জন্য অর্থাৎ মিশ্রণের জন্যই বিহিত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—ঐ গুলি যদি প্রদানার্থ হয় তাহা হইলে ঐ গুলিকে প্রধান বলিতে হয়। কিন্তু ঐগুলি সোমের গুণভূত—সোমে শ্রয়ণের জন্য; ইহা বাক্যবলে অবগত হওয়া যায়। আর শ্রয়ণার্থ হইলে ঐগুলি প্রদানার্থ হইতে পারে না বলিয়া উহাতে প্রদেয়ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় হইবে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

অনির্দ্দেশাচ্চ ॥ ৪৭ ॥

অক্ষরার্থ। "অনির্দ্দেশাৎ চ"—ত্যাগের নির্দ্দেশ নাই বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐগুলি যে প্রদানার্থক তাহার কোনও নির্দ্দেশ নাই বলিয়াও—কোনও নির্দ্দেশ অনুসারে ঐগুলির প্রদানার্থতা জানা যায় না। কাজেই ঐ গুলিতে প্রদেয়ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না।

শ্রুতেশ্চ তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ৪৮ ॥

অক্ষরার্থ। "শ্রুতেঃ"—দ্বিতীয়াবিভক্তিশ্রুতির, "তৎপ্রধানত্বাৎ চ" —সোমপ্রধানতা আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে পয়ঃপ্রভৃতি যে গুণভূত এবং সোম যে প্রধানভূত তাহার আরও হেতু এই যে, 'মৈত্রাবরুণম্' এস্থলে দ্বিতীয়াশ্রুতি রহিয়াছে। আর যাহাতে দ্বিতীয়াশ্রুতি থাকে তাহার সংস্কার্য্যতা সুতরাং প্রধানতাই থাকে, যাহাতে তৃতীয়াশ্রুতি থাকে তাহার সাধনতা বা করণতা সুতরাং অপ্রধানতাই হয়। আর পয়সা ইত্যাদি স্থলে তৃতীয়া বিভক্তিই রহিয়াছে।

অর্থবাদশ্চ তদর্থবৎ ॥ ৪৯ ॥

অক্ষরার্থ। "তদর্থবৎ"—তাদৃশ অপ্রাধান্যবোধক অথবা সোমার্থতাবোধক, "অর্থবাদশ্চ"—অর্থবাদও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে সোমই যে প্রধান আর পয়ঃপ্রভৃতিগুলি যে সোমার্থ সুতরাং অপ্রধান তাহা—"স মিত্রোঽব্রবীৎ পয়সৈব মে সোমং শ্রীণন্" এই অর্থবাদ হইতেও জানা যায়। যেহেতু এই অর্থবাদেও বলা হইয়াছে যে, সোমে পয়ঃ মিশাইয়া তাহার সংস্কার করিবে; কিন্তু উহাতে এমন কথা বলা হয় নাই যে পয়ঃ প্রদান করিবে।

সংস্কারং প্রতি ভাবাচ্চ তস্মাদপ্যপ্রধানং স্যাৎ ॥৫০॥

অক্ষরার্থ। "সংস্কারং প্রতি"—সংস্কারবিধির সন্নিকটে, "ভাবাচ্চ" —বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া, "তস্মাদপি"—সেই কারণেও, "অপ্রধানং স্যাৎ" —অপ্রধান হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পয়ঃ প্রভৃতিগুলি যে অপ্রধান হইবে তাহার আরও হেতু এই যে, যে স্থলে সোমের অন্যান্য সংস্কার বিহিত হইয়াছে সেই খানেই ঐ শ্রয়ণাদিগুলিও উপদিষ্ট হইয়াছে। কাজেই প্রায়পাঠ অনুসারেও ঐ শ্রয়ণকে সোমসংস্কার বলিতে হয়। অতএব সোমই প্রধান এবং পয়ঃপ্রভৃতিগুলি অপ্রধান। কাজেই প্রধান যে সোম তাহাই প্রদেয় কিন্তু অপ্রধান পয়ঃ প্রভৃতিগুলি প্রদেয় নহে। সুতরাং ঐগুলিতে প্রদেয়ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না। ইতি ১৩শ জ্যোতিষ্টোমে শ্রয়ণের প্রদেয়ধর্ম্মানমুষ্ঠানাধিকরণ।

প্রর্য্যগ্নিকৃতানামুৎসর্গে তাদর্থ্যমুপধানবৎ ॥৫১॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পর্য্যগ্নিকৃতানাম্ উৎসর্গে"—পর্য্যগ্নিকরণ বাক্য অনুসারে পর্য্যগ্নিকৃত গুলির উৎসর্গ হইলে, "তাদর্থ্যম্"—ঈশানবাক্যবিহিত যে আলম্ভ তাহা ঐ প্রয়োজনেই হইবে, "উপধানবৎ"—উপধানের ন্যায় অর্থাৎ চরু যেমন উপধানের জন্য হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অশ্বমেধ প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "ঈশানায় পরস্বত আলভতে পর্য্যগ্নিকৃতানারণ্যানুৎসৃজতি" অর্থাৎ "ঈশান-দেবতার উদ্দেশে পবস্বৎ নামক আরণ্য পশুবিশেষের আলম্ভ করিতে হইবে; আর পর্য্যগ্নিকৃত আরণ্যগুলি উৎসর্গ করিতে হইবে।" এই যে 'পরস্বৎ' পশুর আলম্ভ ইহা কি স্পর্শ মাত্র অথবা ইহা যাগ, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এই যে আলম্ভ ইহা কেবল স্পর্শই হইবে। পর্য্যগ্নিকৃতানামুৎসর্গে তাদর্থ্যম্ উপ-ধানবৎ—'চরুর উপাধান করিবে, বলিলে যেমন চরু উপধানার্থক হয় সেইরূপ ঐ ঐ পশুগুলিকে 'পর্য্যগ্নিকরণ নামক সংস্কার করিয়া উৎসর্গ করিবে' বলায় আলম্ভও উৎসর্গের জন্য বুঝিতে হইবে। আর আলম্ভ অর্থ যদি এখানে বধ ধরা হয় তাহা হইলে সেগুলি উৎসর্গ করিয়া কোন ফল নাই। অতএব আলম্ভ বলিতে এখানে স্পর্শ বোদ্ধব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

শেষপ্রতিষেধো বাহর্থাভাবাদিড়ান্তবৎ ॥৫২॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "শেষপ্রতিষেধঃ"—শেষের অর্থাৎ পর্য্যগ্নিকরণের পরভাবী প্রাকৃত অঙ্গকলাপের প্রতিষেধ অর্থাৎ পরিসংখ্যা বা নিষেধ, "বা"

—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অর্থাভাবাৎ"—প্রয়োজনের অভাব হয় বলিয়া, "ইড়ান্তবৎ"—ইড়ার পরবর্ত্তী কৃত্যগুলির ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"পর্য্যগ্নিকৃতানুৎসৃজন্তি" ইহার দ্বারা পর্য্যগ্নিকরণের পরভাবী প্রাকৃত অঙ্গকলাপের পরিসংখ্যা বুঝাইতেছে; "ইড়ান্তবৎ"—যেমন আতিথ্যা-ইষ্টিতে ইড়ার পরবর্ত্তী কর্ম্মগুলি পরিসংখ্যাত হয় এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। যদি বলা হয় আলম্ভ অর্থে স্পর্শ স্বীকার করিতে আপত্তি কি, তদুত্তরে বক্তব্য "অর্থাভাবাৎ"—ইহাতে কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। কারণ "ঈশানায় আলভেত" এই বাক্যে 'ঈশান' দেবতা। আর যদুদ্দেশে হবিস্ত্যাগ হয় না সে দেবতা হইতে পারে না। কাজেই এখানে 'ঈশানায়' এইটি অনর্থক এই কারণে 'পবন্বৎ'-হবিঃ ঈশানের উদ্দেশে ত্যক্তব্য, ইহাই শ্রুতিটির অর্থ। আর পবন্বৎকে হবিঃ করিতে হইলে তাহার আলম্ভ বিনা তাহা সম্ভব নহে। অতএব উহা আলম্ভার্থক। আরও এস্থলে 'ঈশান' দেবতা এবং 'পবন্বৎ' দ্রব্য। আর যাগ বিনা দ্রব্য ও দেবতার পরস্পর অন্বয় হয় না। আবার যাহা ত্যজ্যমান নহে অর্থাৎ হবিঃ নহে তাহাতে দেবতা উদ্দেশ্য হইতে পারে না। সুতরাং এস্থলে যাগার্থতা স্বীকার না করিলে অন্বয় হয় না। আর আলম্ভ অর্থ বধ না হইলে ইহা যাগ হইতে পারে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

পূর্ব্ববত্ত্বাচ্চ শব্দস্য সংস্থাপয়তীতি চাপ্রবৃত্তে নোপপদ্যতে ॥৫৩॥

অক্ষরার্থ। "চ"—আরও, "শব্দস্য পূর্ব্ববত্ত্বাৎ"—শব্দের অর্থাৎ তাদৃশ উক্তির পূর্ব্ববত্তা থাকা আবশ্যক বলিয়া, "সংস্থাপয়তি ইতি চ"—'সংস্থাপয়তি' এইরূপ নির্দ্দেশও, "অপ্রবৃত্তে"—যাগ প্রবৃত্ত না হইলে, "ন উপপদ্যতে"—উপপন্ন হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে আলম্ভ অর্থে যদি যাগ গ্রহণ করা না হয় তাহা হইলে ঐ প্রকরণেই "আজ্যেন শেষং সংস্থাপয়তি" অর্থাৎ আজ্যের দ্বারা শেষটা সমাপ্ত করিবে "এইপ্রকার যে নির্দ্দেশ আছে তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ, যাগ যদি প্রারব্ধ হয় তবেই তাহার শেষটা সম্পন্ন করিবার কথা উঠে; আর অন্য একটি যাগ অপর একটি যাগের সমাপ্তির সদৃশ হইতে পারে। অতএব আলম্ভ অর্থ যাগ। আর পশুর বধ ভিন্ন এ স্থলে সেই যাগ সম্ভব হয় না।

প্রবৃত্তের্যজ্ঞহেতুত্বাৎ প্রতিষেধে সংস্কারাণামকর্ম্ম স্যাৎ তৎকারিত্বাদ্ যথা প্রযাজপ্রতিষেধে গ্রহণমাজ্যস্য ॥ ৫৪ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রবৃত্তেঃ"—সংস্কারগুলির প্রবৃত্তি অর্থাৎ কর্ত্তব্যতা, "যজ্ঞহেতুত্বাৎ"—যজ্ঞের জন্য (নিমিত্ত) বলিয়া, "প্রতিষেধে"—যজ্ঞের প্রতিষেধ হইলে অর্থাৎ যজ্ঞ না হইলে, "সংস্কারাণাম্ অকর্ম স্যাৎ"—সংস্কারগুলি অকর্ত্তব্য হইয়া পড়ে, "তৎকারিত্বাৎ"—যেহেতু সংস্কারগুলি তৎকারিত অর্থাৎ যজ্ঞকারিত, "যথা"—যেমন, "প্রযাজপ্রতিষেধে"—প্রযাজের নিষেধ হইলে, "আজ্যস্য গ্রহণম্"—আজ্যগ্রহণও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

ভাষ্যভাবার্থ। আলম্ভ বলিতে যদি এখানে যাগ না বুঝায় তাহা হইলে আরও দোষ এই যে, প্রযাজের কর্ত্তব্যতা নিষিদ্ধ হইলে যেমন আজ্য গ্রহণও নিষিদ্ধ হইয়া যায়, কারণ,প্রযাজের জন্যই আজ্যগ্রহণ করা হয়, সেইরূপ এস্থলেও সকল প্রকার সংস্কারগুলিও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে—কারণ, সংস্কার দ্বারা যাগ সম্পন্ন করা হয়, বলিয়া সংস্কার যাগকারিত। সুতরাং যাগই যখন হইতেছে না তখন সংস্কার করা হইবে কিসের জন্য? আর সংস্কার যদি না করা হয় তাহা হইলে আলম্ভও লোপ পাইবে। কারণ, আলম্ভ অর্থ যদি স্পর্শ ধরা যায় তাহা হইলে তাহাও একটি সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নহে।

ক্রিয়া বা স্যাদবচ্ছেদাদকর্ম্ম সর্ব্বহানং স্যাৎ ॥৫৫॥

অক্ষরার্থ। "ক্রিয়া"—ক্রিয়া অর্থাৎ সংস্কারসকলের অনুষ্ঠান, "বা"—নিশ্চয়ই, "স্যাৎ"—হইবে,"অবচ্ছেদাৎ"—কর্ম্মশেষ ব্যবচ্ছেদ হইলেও, "অকর্ম্ম" যাগের অননুষ্ঠান, "সর্ব্বহানং স্যাৎ"—সকল সংস্কারানুষ্ঠানের হান অর্থাৎ অননুষ্ঠান হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন—সিদ্ধান্তীর মতানুসারে "আরণ্যামুৎসৃজতি" ইহা কর্ম্মশেষপ্রতিষেধার্থক হইলে অপর সংস্কারগুলি কি রহিত হইয়া যাইবে? তাহা হইলে ইহার উত্তরে বলিতেছেন "ক্রিয়া বা স্যাৎ ইত্যাদি।

যদি যাগ না হইত তাহা হইলে সংস্কারও হইত না, যাগ যখন হইতেছে তখন সংস্কারও অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে। তবে বিশেষ এই যে, ইহাতে তদন্তাঙ্গরীতি বোধিত হইয়াছে। অর্থাৎ অতিদেশবিধিবলে এ স্থলে যে অঙ্গ প্রাপ্ত হইত এই প্রত্যক্ষ বচন থাকায় তাহা আর হইবে না ; এখানে অতিদেশের লোপ হইবে। আর তাহা হইলে বচন বলে যতগুলি সংস্কার পাওয়া যায় তত গুলিরই অনুষ্ঠান হওয়ায় ফলতঃ অপর গুলি প্রতিবিদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব এ স্থলে আলম্ভ যাগ ; আর অপরটি তাহার গুণবিধি। ইতি ১৪শ 'ঈশানায় পরস্বতঃ' এই বাক্যের যাগান্তরবিধানতাধিকরণ।

আজ্যসংস্থা প্রতিনিধিঃ স্যাদ্ দ্রব্যোৎসর্গাৎ ॥ ৫৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "আজ্যসংস্থা প্রতিনিধিঃ স্যাৎ"—আজ্যের দ্বারা যে সংস্থা অর্থাৎ সমাপ্তি তাহা প্রতিনিধি হইবে, "দ্রব্যোৎসর্গাৎ"—কারণ, দ্রব্য উৎসর্গ হইয়া গিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "ত্বাষ্ট্রং পাত্নীবতমালভেত" এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া "পর্য্যগ্নিকৃতং পাত্নীবতমুৎসৃজতি" অর্থাৎ 'ত্বষ্টা পত্নীবৎ দেবতার উদ্দেশে আলম্ভন করিবে, পত্নীবৎ দেবতার ঐ পশুটিকে পর্য্যগ্নিকৃত করিয়া উৎসর্গ করিবে' এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। সেইস্থলে শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন "আজ্যেন শেষং সংস্থাপয়তি" অর্থাৎ 'আজ্যের দ্বারা শেষ অর্থাৎ অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাপ্ত করিবে।" এই যে 'আজ্যের দ্বারা শেষসংস্থা' এস্থলে আজ্য দ্রব্যটি কি পূর্ব্ব দ্রব্যের প্রতিনিধি-স্বরূপ, অথবা এই শেষসংস্থা একটি নূতন কর্ম্ম, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষ-বাদী বলিতেছেন "আজ্যসংস্থা প্রতিনিধিঃ স্যাৎ"—এই যে আজ্যসংস্থার আজ্য ইহা পূর্ব্বকর্ম্মেরই প্রতিনিধিস্বরূপ। কারণ, "দ্রব্যোৎসর্গাৎ"—এস্থলে পূর্ব্বকর্ম্মের যাহা দ্রব্য ছিল তাহা উৎসর্গ করায়, তাহা পরিত্যক্ত হওয়ায় কর্ম্মটি দ্রব্যহীন হইয়া পড়িতেছে। অথচ কর্ম্ম অসমাপ্ত রাখা যায় ন ; আবার দ্রব্য না হইলেও কর্ম্ম হয় না। অতএব সেই ত্যক্ত দ্রব্যের পরিবর্ত্তে আজ্য দিয়া, আজ্যকে তাহার প্রতিনিধি করিয়া শেষ কর্ম্ম সমাপ্ত করিতে হইবে। কারণ, শেষ বলিতে, যাহার প্রয়োগ হইতেছিল তাহারই অবশিষ্ট অংশ—অভিহিত হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সমাপ্তিবচনাচ্চ ॥ ৫৭ ॥

অক্ষরার্থ। "সমাপ্তিবচনাৎ চ"—সমাপ্তির বচন বলিয়াও (এস্থলে আজ্য প্রতিনিধিভূত)।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে আজ্য যে প্রতিনিধিভূত তাহার আরও হেতু এই যে শ্রুতিমধ্যে "সংস্থাপয়তি" এইরূপ প্রয়োগ রহিয়াছে। কারণ, "সংস্থাপয়তি" অর্থ "সমাপয়তি" অর্থাৎ সমাপ্ত করিবে। আর যাহা অসমাপ্ত তাহারই সমাপ্তির কথা উঠে। পূর্ব্বকর্ম্মটি অসমাপ্ত; কাজেই তাহারই সমাপ্তি আবশ্যক; এবং তজ্জন্য আজ্যকেই তাহার প্রতিনিধিভূত দ্রব্যরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

চোদনা বা কর্ম্মোৎসর্গাদন্যৈঃ স্যাদবিশিষ্টত্বাৎ ॥ ৫৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "চোদনা স্যাৎ"—কর্ম্মচোদনা অর্থাৎ কর্ম্মান্তরবিধি হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "কর্ম্মোৎসর্গাৎ"—যেহেতু কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, "অন্যৈঃ অবিশিষ্টত্বাৎ"—অন্যান্য কর্ম্মের সহিত ইহার অবিশিষ্টতা অর্থাৎ সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"আজ্যেন শেষং সংস্থাপয়তি" ইহা অপূর্ব্ব কর্ম্মান্তরবিধি। কারণ, পূর্ব্বাধিকরণের নিয়মানুসারে এখানেও আলম্ভ অর্থ যাগ বলিয়া আলভ্যপশুদ্বারাই সেইকর্ম্মটি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আর যাহা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য প্রতিনিধি অনাবশ্যক। এ কারণে আজ্য তাহার প্রতিনিধি হইতে পারে না। অতএব "নির্ব্বপতি" প্রভৃতি পদের দ্বারা যেমন কর্ম্মান্তর বিহিত হয় এস্থলে "সংস্থাপয়তি" এই পদের দ্বারাও সেইরূপ অপর একটি নূতন কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। কারণ, সেইগুলির ন্যায় ইহাও ভাবনাবোধকই হইতেছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অনিজ্যাঞ্চ বনস্পতেঃ প্রসিদ্ধাং তেন দর্শয়তি ॥ ৫৯ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রসিদ্ধাং বনস্পতেঃ অনিজ্যাম্"—বনস্পতির যে অনিজ্যা তাহা প্রসিদ্ধের ন্যায়, "তেন"—তাহার সহিত, "দর্শয়তি"—দেখাইতেছেন।

ভাষ্যভাবার্থ। পশুযাগে একাদশটি প্রয়াজ আছে। তন্মধ্যে 'বানস্পত্য' প্রযাজ দশম। "অথ বেনৌ যক্ষ্যসি" ইত্যাদি বচনে যে যাগ বিহিত হইয়াছে তাহাতেই ঐ দশম প্রযাজ চরিতার্থ হইয়া যায়, পুনরায় আর তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয় না, ইহাই "বানস্পত্যা দশম্যত্রেবেষ্টৌ" এই শ্রুতিবাক্য অভিহিত হইয়াছে। ইহা যদি স্বতন্ত্র যাগ (কর্ম্ম) না হইবে তাহা হইলে ইহার জন্য এই স্বতন্ত্র প্রয়াজের উল্লেখ থাকিবে কেন? অতএব ইহা অপূর্ব্ব কর্ম্মান্তর।

সংস্থা তদ্দেবতত্বাৎ স্যাৎ ॥ ৬০ ॥

অক্ষরার্থ। "সংস্থা"—সমাপ্তি, "তদ্দেবতত্বাৎ স্যাৎ"—সেই একই দেবতা—বলিয়া (ঔপচারিক) হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন—ইহা অপূর্ব্ব কর্ম্ম হইলে "সংস্থা" বচন সঙ্গত হয় না তাহার পরিহারে বলিতেছেন "সংস্থা" ইত্যাদি। এস্থলে অসংস্থায় ঔপাচারিকভাবে সংস্থাশব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। কারণ, পূর্ব্ব কর্ম্মে যে 'পত্নীবৎ' দেবতা ছিল এই কর্ম্মটিতেও তাহাই দেবতা এবং এই কর্ম্মটি সেই পূর্ব্ব কর্ম্মটির অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠেয় বলিয়া যেন সেই কর্ম্মটি ইহার উপক্রমস্বরূপ এবং ইহা তাহার উপসংহার স্বরূপ। এই প্রকার সাদৃশ্যবশতই এই কর্ম্মটিকে ঔপচারিকভাবে পূর্ব্ব কর্ম্মের শেষ বলা হইয়াছে। অতএব এস্থলে 'সংস্থিতি' ক্রিয়ার দ্বারা 'আলম্ভ,' 'নির্ব্বাপ' প্রভৃতির ন্যায় যাগই বুঝাইতেছে। আর ইহাতে যে লিঙ্‌প্রত্যয় আছে তাহা অপূর্ব্ব ভাবনা প্রকাশ করিতেছে বলিয়া ইহা আজ্যদ্রব্যক (আজ্য যাহার দ্রব্য) পত্নীবদ্দেবতাক (পত্নীবৎ যাহার দেবতা) শেষবৎ পশুযাগের সমনন্তরভাবী কর্ম্মান্তর। ইতি ১৫ বা "আজ্যেন শেষম্" এই বাক্যে কর্ম্মান্তরবিধানাধিকরণ।

ইতি চতুর্থ পাদ।

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্‌যোগেন্দ্রনাথশর্ম্মশ্রীচরণান্তেবাসি-
শ্রীমৎ ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্নাত্মজ-শ্রীভূতনাথশর্ম্ম-কৃত-
মীমাংসা-ভাষ্যভাবার্থানুবাদে
নবম অধ্যায়।

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ ॥

বিধেঃ প্রকরণান্তরেঽতিদেশাৎ সর্ব্বকর্ম্ম স্যাৎ ॥১॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রকরণান্তরে"—অন্য প্রকরণে অর্থাৎ বিকৃতি-যাগের প্রকরণে, "বিধেঃ অতিদেশাৎ"—বিধির অর্থাৎ বিধীয়মান পদার্থ সকলের অতিদেশ হয় বলিয়া, "সর্ব্বকর্ম্ম স্যাৎ"—সকলের অর্থাৎ প্রকৃতি-যাগীয় সমস্ত ইতিকর্ত্তব্যতারই কর্ম্ম অর্থাৎ অনুষ্ঠান হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধ্যায়ে অতিদিষ্ট পদার্থসকলের উহবিষয়ক বিচার হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে দশম অধ্যায়ে পদার্থবিশেষের নিবৃত্তি বা লোপস্বরূপ যে বাধ এবং উপদিষ্ট ও অতিদিষ্ট পদার্থ সকলের যে অভ্যুচ্চয় (সমবায়) তদ্বিষয়ক বিচার হইবে। বাধবিষয়ক বিচার আরম্ভণীয় কি না, ইহাই সংশয়। ইহার জন্য অগ্রে নিরূপণ করা আবশ্যক যে, প্রকৃতিতে যে সকল ইতিকর্ত্তব্যতা আছে সেই গুলির সমস্তই বিকৃতিতে অনুষ্ঠেয় কি না? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—"প্রকরণান্তরে সর্ব্বকর্ম্ম স্যাৎ"—প্রকৃতিযাগে যে যে ধর্ম্ম যে পরিমাণে যে ভাবে অনুষ্ঠিত হয় বিকৃতিযাগেও তৎসমুদয়ই সেই ভাবে অনুষ্ঠেয় হইবে। কারণ "বিধেঃ অতিদেশাৎ"—প্রকৃতিযাগে বিধীয়মান কার্য্যকৃৎ ধর্ম্মগুলির বিকৃতিযাগে অতিদেশ হইয়া থাকে। সুতরাং সেগুলির মধ্যে কতকগুলিকে বাদ দিবার কোনও প্রকৃষ্ট কারণ নাই। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বাঽভিধানসংস্কারদ্রব্যমর্থে ক্রিয়েত তাদর্থ্যাৎ ॥২॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অভিধানসংস্কারদ্রব্যম্"—অভিধান (অর্থাৎ মন্ত্র) সংস্কার এবং দ্রব্য, "অর্থে"—অর্থ থাকিলে অর্থাৎ প্রয়োজন থাকিলে, "ক্রিয়েত"—কর্ত্তব্য হইবে, "তাদর্থ্যাৎ"—যেহেতু প্রয়োজন সাধন করাই সেগুলির অনুষ্ঠানের হেতু।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—মন্ত্র, সংস্কার এবং দ্রব্য, এগুলি প্রকৃতিযাগে যে প্রয়োজন সাধন করে, বিকৃতিযাগেও যদি ঐগুলি সেই প্রয়োজন সাধনের জন্য আবশ্যক হয়, তাহা হইলে বিকৃতিযাগে ঐগুলির অতিদেশ হইবে। কারণ, বিকৃতিযাগের যে সাধনাকাঙ্ক্ষা থাকে তদ্দ্বারাই সেই আকাঙ্ক্ষিত ধর্ম্মগুলি অপেক্ষা, সন্নিধি এবং যোগ্যতাবশে তথায় উপস্থাপিত হয়। কিন্তু যে ধর্ম্মগুলি বিকৃতিযাগে আকাঙ্ক্ষিত নহে, তথায় সেগুলির প্রয়োজনসাধকতা নাই। আর তাহা হইলে, অর্থাৎ বিকৃতিযাগে সেই প্রয়োজন সাধিত হওয়া আবশ্যক না হইলে তথায় প্রকৃতিযাগীয় অভিধান অর্থাৎ মন্ত্র, সংস্কার এবং দ্রব্য এগুলির লোপই হইবে। ইহা সূত্রের "অর্থে ক্রিয়েত" এই অংশে সূচিত হইয়াছে ইতি সিদ্ধান্ত।

তেষামপ্রত্যক্ষশিষ্টত্বাৎ ॥ ৩ ॥

অক্ষরার্থ। "তেষাম্ অপ্রত্যক্ষশিষ্টত্বাৎ"—সেইগুলি অপ্রত্যক্ষ-শিষ্ট অর্থাৎ আনুমানিকবচনবোধিত বলিয়া (বিনা প্রয়োজনে কর্ত্তব্য হইতে পারে না)।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি বলা হয়, কৃষ্ণলে যে পাক করা হয় তাহা বিনা প্রয়োজনেই করা হয়। কারণ, কৃষ্ণল অর্থ সুবর্ণনির্ম্মিত মাষ ; আর তাহার তণ্ডুলাদির ন্যায় পাক অসম্ভব। তথাপি অতিদেশবলে পাক প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহাতে যেমন বিনা প্রয়োজনেই পাক করা হয়, মন্ত্রাদিগুলিও সেইরূপ দৃষ্ট প্রয়োজন বিনাই প্রয়োক্তব্য হইবে। তদুত্তরে বক্তব্য, সত্য বটে কৃষ্ণলে যে পাক করা হয়, তাহার কোনও দৃষ্ট প্রয়োজন নাই, তথাপি সেই যে পাক তাহা অতিদেশবলে করা হয় না, কিন্তু "ঘৃতে শ্রপয়তি" এই যে প্রত্যক্ষ বিশেষ বচন রহিয়াছে, এতদনুসারেই অদৃষ্টের জন্য পাক করা হয়। কিন্তু বিকৃতিযাগে প্রয়োজন-বিহীন মন্ত্রাদির যে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা অপ্রত্যক্ষশিষ্ট—আনুমানিক, অতিদেশবিধিবোধিত। কাজেই কৃষ্ণলের দৃষ্টান্তে সে গুলির প্রয়োগ হইতে পারে না। অতএব বিকৃতিযাগে প্রয়োজনবিহীন মন্ত্র, সংস্কার এবং দ্রব্যের লোপই হইবে। কাজেই তদ্বিষয়ক বাধবিচার আরম্ভণীয়ই বটে।

যদি বলা হয় উক্ত বিচারিত বিষয়টির প্রয়োগস্থল কোথায় ? তদুত্তরে বক্তব্য; "স্বয়ংদিতং বর্হির্ভবতি" এই শ্রুতিবাক্যে যে বর্হির স্বয়ংদিতত্ব বিহিত হইয়াছে, "স্বয়ংকৃতা বেদির্ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে বেদির স্বয়ংকৃতত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, সে স্থলে

উদ্ধননাদি প্রাকৃত ক্রিয়াগুলি অনপেক্ষিত বলিয়া লোপ পাইবে অর্থাৎ তাহাদের বাধ হইবে। এই যে বাধ ইহাকে 'প্রাপ্তবাধ' বলা হয়। কারণ, এ স্থলে উদ্ধনন প্রভৃতি কার্য্যগুলি অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রথমে উহাদের অনুষ্ঠেয়ত্ব প্রত্যয় হয় অর্থাৎ প্রথমতঃই, 'ঐগুলি অনুষ্ঠেয়' ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে। তদনন্তর এই সমস্ত যুক্তি দ্বারা ঐ অনুষ্ঠেয়ত্বপ্রত্যয়ের ভ্রান্তি নিশ্চয় হয়; অর্থাৎ 'ঐগুলি অনুষ্ঠেয়' ইত্যাকার যে জ্ঞান হইয়াছিল, সেই জ্ঞানটি ঠিক নহে, ইহা নিরূপিত হয়। অতিদেশাদিবলে প্রাপ্ত বিষয়ের এই প্রকারে যে ভ্রান্তিনিশ্চয়, তাহাই এ স্থলে বাধ নামে অভিহিত হয়। আর ইহা প্রাপ্তের বাধ বলিয়া ইহাকে প্রাপ্তবাধ বলা হয়। কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে নিরূপিত যে বাধ তাহা অপ্রাপ্ত বাধ। ইতি ১ম বিকৃতিযাগে লুপ্তার্থ প্রাকৃত পদার্থগুলির বাধাধিকরণ। ইতি ১ম বর্ণক।

অথবা,—শ্রুতিমধ্যে বিকৃতিরূপ কাম্যেষ্টিকাণ্ডে উপদিষ্ট হইয়াছে, "প্রাজাপত্যং চরুং নির্ব্বপেচ্ছতকৃষ্ণলমায়ুষ্কামঃ" অর্থাৎ প্রজাপতিদেবতার উদ্দেশে শতটি কৃষ্ণল দিয়া চরু পাক করিবে। কৃষ্ণল অর্থ সুবর্ণমাষ—মাষকড়াই সদৃশ গোলাকার স্বর্ণখণ্ড। এই যে কৃষ্ণলচরু, ইহার কৃষ্ণলগুলিতে ব্রীহির ন্যায় অবঘাত কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষ—"বিধেঃ প্রকরণান্তরে অতিদেশাৎ সর্ব্বকর্ম্ম স্যাৎ"—বিকৃতিপ্রকরণে প্রকৃতিযাগীয় ইতিকর্ত্তব্যতাসকলের অতিদেশ হয় বলিয়া তাহাদের কোন একটিকেও বাদ দেওয়া যায় না। অতএব কৃষ্ণলেও অবঘাত কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "অপি বা অভিধানসংস্কারদ্রব্যমর্থে ক্রিয়েত তাদর্থ্যাৎ"—প্রকৃতিযাগীয় মন্ত্র, সংস্কার এবং দ্রব্য এগুলি যদি বিকৃতিযাগে প্রয়োজনসাধক হয়, তবেই সেগুলি তথায় অনুষ্ঠেয়। অন্যথা তাহার লোপই হইবে। এখানে কৃষ্ণলে যে অবঘাত করা হইবে তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ, বিতুষীকরণের উদ্দেশ্যেই অবঘাত করা হয়; তাহা কিন্তু এখানে সম্ভব নহে। অতএব এখানে অবঘাত লোপ পাইবে। যদি বলা হয়, কৃষ্ণলে যেমন বিনা প্রয়োজনে পাক করা হয়, এস্থলে অবঘাতও সেইরূপ হইবে, তদুত্তরে বক্তব্য "তেষাম্ অপ্রত্যক্ষশিষ্টত্বাৎ"—অবঘাতাদিগুলি এখানে প্রত্যক্ষশিষ্ট নহে, কিন্তু অনুমানমূলক অতিদেশলভ্য। পক্ষান্তরে কৃষ্ণলের শ্রপণ প্রত্যক্ষবিধিবোধিত। একারণে তদ্দৃষ্টান্তে অবঘাতাদি কর্ত্তব্য হইতে পারে না। ইতি কৃষ্ণলে অবঘাতবাধাধিকরণ। ইতি ২য় বর্ণক।

অথবা,—শ্রুতিমধ্যে কাম্যেষ্টিকাণ্ডে উপদিষ্ট হইয়াছে "বৈশ্বদেবং চরুং নির্ব্বপেদ্ ভ্রাতৃব্যবান্। তং বর্হিষদং কৃত্বা শম্যয়া ক্ষেন ব্যূহেৎ—'ইদমহমমুং

তাম্বং চ বৃ্‌হামি' ইতি। যং দ্বিষ্যাৎ তং ধ্যায়ন্ যদধো বিমৃজ্যেদ্ যচ্চ স্ফ্য আশ্লিষ্যেৎ তদ্ বিষ্ণবে উরুক্রমায়াবত্তেৎ"। ইহার ভাবার্থ এইরূপ,—শত্রুক্ষয় কামনায় 'বিশ্বদেব' দেবতার জন্ম চরুপাক করিয়া তদ্দ্বারা যাগ করিতে হয়। (পরে অবশিষ্ট চরুকে) কুশের উপর রাখিয়া শম্যা এবং স্ফ্যনামক যজ্ঞপাত্রের দ্বারা কাটিয়া ব্রহ্মা প্রভৃতি ঋত্বিকের জন্য ভাগ করিতে হয়। যদি তৎকালে সেই চরুর কোন অংশ ভূমিতে পড়ে কিংবা শম্যা ও স্ফ্যনামক পাত্রে লাগিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা উরুক্রম অর্থাৎ তীব্রপরাক্রম (শত্রুক্ষয় করিতে সমর্থ) বিষ্ণুদেবতার জন্য উদ্ধৃত করিতে হইবে।—এস্থলে চরুর যদি পাত বা সংশ্লেষ হয়, তাহা হইলেই বৈষ্ণবযাগ কর্ত্তব্য। আর ইহা বৈশ্বদেবিক তন্ত্রে (ঐ যাগের প্রকরণে) পঠিত। কাজেই বৈশ্বদেবযাগে যে 'আঘার' 'প্রযাজ' এবং 'আজ্যভাগ' প্রভৃতিগুলি অনুষ্ঠিত হয় সে গুলি প্রসঙ্গক্রমে এই বৈষ্ণবযাগেরও উপকার সাধন করে—একারণে এই বৈষ্ণবযাগে ঐ 'আঘার' 'প্রযাজ' এবং 'আজ্যভাগ' আর স্বতন্ত্র অনুষ্ঠেয় হয় না। কিন্তু এস্থলের আবাহনটি প্রসঙ্গতঃ সিদ্ধ হয় না। কারণ, আবাহনে অনুষ্ঠানের বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। যেহেতু, "বিশ্বান্ দেবান্ আবহ" ইহাই বৈশ্বদেবযাগে আবাহন; কিন্তু এই বৈষ্ণবযাগে "বিষ্ণুমাবহ" ইহাই আবাহন প্রকার। এই যে আবাহন, ইহার একটা সময় আছে। সামিধেনীর পরে এবং প্রযাজের পূর্ব্বে যে মধ্যবর্ত্তী কাল ঐ সময়ে হোতা দেবতার আবাহনের 'নিগদ' পাঠ করিতে থাকেন। উহাই বৈশ্বদেব দেবতার আবাহনের কাল। এ কারণে ঐ সময়েই বিশ্বদেবগণের আবাহন করা হইয়া থাকে। এক্ষণে বৈষ্ণবযাগ লইয়া সংশয় এই যে, ঐ আবাহনের সময়ে বিষ্ণুরও আবাহন কর্ত্তব্য কি না? সংশয়ের কারণ এই যে, বৈষ্ণবযাগ নিত্য নহে, কিন্তু চরুর পাত এবং সংশ্লেষরূপ নিমিত্তজন্য বলিয়া নৈমিত্তিক। আর সেই পাত এবং সংশ্লেষ চতুর্দ্ধাকরণের পরই সম্ভব, ইহা উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। এই চতুর্দ্ধাকরণের পূর্ব্বে আঘার প্রযাজ, আজ্যভাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। তাহারও পূর্ব্বে আবাহনের কাল। যদি চতুর্দ্ধাকরণের সময়ে চরুর পাত এবং সংশ্লেষ না হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণবযাগ কর্ত্তব্য হয় না। আর তাহা না হইলে পূর্ব্বে যে বিষ্ণুর আবাহন করা হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অথচ যাগে দেবতার আবাহনও কর্ত্তব্য। সেই আবাহন আবার স্বেচ্ছানুসারে যে কোন সময়ে করিলে সিদ্ধ হইবে না; কারণ, আবাহনের সময়ও নির্দ্দিষ্ট করা আছে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই জন্যই সংশয় হইতেছে, ভাবী বৈষ্ণবযাগের জন্য মূল যাগের আবাহনকালে বিষ্ণুরও আবাহন কর্ত্তব্য কি না?

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "সর্ব্বকর্ম্ম স্যাৎ"—এস্থলে বিষ্ণুরও আবাহন কর্ত্তব্য হইবে; কারণ, "প্রকরণান্তরে বিধেঃ অতিদেশাৎ"—এই যে উরুক্রমবিষ্ণুর যাগ, ইহা প্রকৃত বিধি হইতে স্বতন্ত্র প্রকরণান্তর; আর ইহাতে প্রাকৃত ইতিকর্ত্তব্যতা সকলের অতিদেশ হয়; সুতরাং সেগুলির মধ্যে একটিকে অর্থাৎ আবাহনটিকে বাদ দিবার কোনও হেতুই নাই। আরও লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায় যে, মাননীয় ব্রাহ্মণাদিগণ নিমন্ত্রিত না হইলে ভোজনের জন্য আসেন না; সেইরূপ পূজ্য দেবতাগণও আবাহিত না হইলে আসিবেন কেন? অতএব ভাবী বৈষ্ণবযাগের জন্যও পূর্ব্ব হইতে বিষ্ণুর আবাহন কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "অপি বা অভিধান-সংস্কারদ্রব্যম্ অর্থে ক্রিয়েত তাদর্থ্যাৎ"—এই যে অভিধানসংস্কার (অভিধান অর্থাৎ মন্ত্রের দ্বারা আবাহনরূপ সংস্কার) ইহা তবেই কর্ত্তব্য হয়—যদি ইহার প্রয়োজন থাকে; বৈষ্ণবযাগের নিমিত্তটি যদি পরে উপস্থিত হয় তবে বৈষ্ণবযাগ কর্ত্তব্য হইবে। সুতরাং তাহার জন্য নিমিত্ত-সমবধানের পূর্ব্ব হইতে নৈমিত্তিকের অনুষ্ঠান কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ, ঐ চরুর পাত এবং সংশ্লেষরূপ নিমিত্তটি যদি উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে দেবতার আবাহন করা হইল অথচ তাঁহার পূজা করা হইল না বলিয়া তিনি কুপিত হইবেন। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন "দেবতাভ্যো বা এষ আবৃশ্চ্যতে যো যক্ষ্য ইত্যুক্ত্বা ন যজতে" অর্থাৎ যে ব্যক্তি 'যাগ করিব' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যাগ না করে, সে দেবতার নিকট অপরাধী হয়। আর তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদী যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তদনুসারে বলা যায় যে, ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহারা উপস্থিত হইয়া যদি পূজিত এবং ভোজিত না হন, তাহা হইলে তাঁহারা যেমন সন্তুষ্ট হন না, প্রত্যুত শাপই দেন, সেইরূপ এস্থলেও বিষ্ণুর আবাহন করিয়া যদি যাগ না করা হয়, তাহা হইলে তিনি কুপিতই হইবেন। আর আবাহন না হইলে যে যাগ হয় না তাহাও নহে। যেমন মাননীয় ব্যক্তিগণ কর্ম্মীর প্রতি অত্যধিক প্রীতিবশতঃ অনিমন্ত্রিত হইয়াও কর্ম্মীর গৃহে যান, এস্থলেও সেইরূপ আবাহন না হইলেও যাগ হইবে। যদি বলা হয়, কুক্ষলে যেমন বিনা প্রয়োজনে পাক করা হয়, এস্থলেও সেইরূপ নিমিত্ত-সমবধান হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও আবাহন হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন, "তেষাম্ অপ্রত্যক্ষশিষ্টত্বাৎ"—কুক্ষলের যে পাক তাহা প্রত্যক্ষবচনবোধিত; কিন্তু এই আবাহন অনুমানলব্ধ অতিদেশবোধিত। আর যাহা নিষ্প্রয়োজন, তাহা অনাকাঙ্ক্ষিত বলিয়া তাহা অতিদেশের বিষয় হয় না। একারণে এস্থলে নিষ্প্রয়োজন আবাহন অতিদেশ বলে প্রাপ্ত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে কুক্ষলের

পাক প্রত্যক্ষ বচনবিহিত বলিয়া তাহা অবশ্যই কর্ত্তব্য হইবে ; তাহার উপর কোন আপত্তি খাটিবে না। অতএব বৈষ্ণবযাগে আবাহন লোপ পাইবে। ইতি বৈশ্বদেবচরুতে বিষ্ণুর আবাহনবাধাধিকরণ। ইতি ৩য় বর্ণক।

ইষ্টিরারম্ভসংযোগাদঙ্গভূতান্নিবর্ত্তেতারম্ভস্য প্রধানসংযোগাৎ ॥ ৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ইষ্টিঃ"—আরম্ভণীয়া ইষ্টি. "অঙ্গভূতাৎ নিবর্ত্ততে"—অঙ্গভূত যে দীক্ষণীয়া ইষ্টি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে, "আরম্ভসংযোগাৎ"—কারণ, তাহা আরম্ভের দ্বারস্বরূপ, "আরম্ভস্য প্রধানসংযোগাৎ"—যেহেতু, আরম্ভ প্রধান কর্ম্মের সহিত সম্বদ্ধ (অতএব অঙ্গকর্ম্মে আর পৃথক্ আরম্ভ হইতে পারে না)। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। যে ব্যক্তি দর্শপূর্ণমাস যাগ আরম্ভ করিবে, তাহার স্বীয় সংস্কারের জন্য আরম্ভণীয়া ইষ্টি করিতে হয়, ইহা "আগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশ-কপালং নির্ব্বপেদ্দর্শপূর্ণমাসাবারপ্স্যমানঃ" এই শ্রুতিবাক্যে বিহিত হইয়াছে। সোমযাগের অঙ্গভূত যে দীক্ষণীয়া প্রভৃতি ইষ্টি তাহা দর্শপূর্ণমাসেরই বিকৃতি। সুতরাং সেই দীক্ষণীয়াদি ইষ্টিতে আরম্ভণীয়া ইষ্টি কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। দীক্ষণীয়া ইষ্টিতে যখন দর্শপূর্ণমাসযাগীয় প্রযাজাদি ইতিকর্ত্তব্যতা সকল অতিদেশ বলে প্রাপ্ত হয়, তখন "বিধেঃ প্রকরণান্তরে অতিদেশাৎ সর্ব্বকর্ম্ম স্যাৎ" এই নিয়ম অনুসারে এখানেও আরম্ভণীয়া ইষ্টি কর্ত্তব্য হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "ইষ্টিঃ অঙ্গভূতাৎ নিবর্ত্তেত"—সোমযাগের অঙ্গভূত এই যে দীক্ষণীয়া ইষ্টি ইহাতে আরম্ভণীয়া ইষ্টির নিবৃত্তিই হইবে অর্থাৎ তাহা এখানে কর্ত্তব্য হইবে না কিন্তু লোপ পাইবে। কারণ, "আরম্ভসংযোগাৎ, আরম্ভস্য প্রধানসংযোগাৎ"—ঐ যে আরম্ভণীয়া ইষ্টি উহা আরম্ভনির্ব্বাহ করে বলিয়া আরম্ভসম্বদ্ধ ; আর আরম্ভ যে হয় তাহা মুখ্য কর্ম্মেরই ; প্রধান যাগেরই আরম্ভ হইয়া থাকে, তদ্‌যাগীয় অঙ্গকর্ম্মের স্বতন্ত্র আরম্ভ নাই। কারণ, আরম্ভ বলিতে 'প্রধানোদ্দেশ্যিকা প্রথমা কৃতি'ই অভিহিত হয়। অতএব আরম্ভরূপ দ্বার লুপ্ত হইতেছে বলিয়া সোমযাগাঙ্গ আরম্ভণীয়া ইষ্টি লুপ্ত হইবে। ইতি ২য় দীক্ষণীয়াদিতে আরম্ভণীয়াবাধাধিকরণ।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "সর্ব্বকর্ম্ম স্যাৎ"—এস্থলে বিষ্ণুরও আবাহন কর্ত্তব্য হইবে; কারণ, "প্রকরণান্তরে বিধেঃ অতিদেশাৎ"—এই যে উরুক্রমবিষ্ণুর যাগ, ইহা প্রকৃত বিধি হইতে স্বতন্ত্র প্রকরণান্তর; আর ইহাতে প্রাকৃত ইতিকর্ত্তব্যতা সকলের অতিদেশ হয়; সুতরাং সেগুলির মধ্যে একটিকে অর্থাৎ আবাহনটিকে বাদ দিবার কোনও হেতুই নাই। আরও লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায় যে, মাননীয় ব্রাহ্মণাদিগণ নিমন্ত্রিত না হইলে ভোজনের জন্য আসেন না; সেইরূপ পূজ্য দেবতাগণও আবাহিত না হইলে আসিবেন কেন? অতএব ভাবী বৈষ্ণবযাগের জন্যও পূর্ব্ব হইতে বিষ্ণুর আবাহন কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "অপি বা অভিধান-সংস্কারদ্রব্যম্ অর্থে ক্রিয়েত তাদর্থ্যাৎ"—এই যে অভিধানসংস্কার (অভিধান অর্থাৎ মন্ত্রের দ্বারা আবাহনরূপ সংস্কার) ইহা তবেই কর্ত্তব্য হয়—যদি ইহার প্রয়োজন থাকে; বৈষ্ণবযাগের নিমিত্তটি যদি পরে উপস্থিত হয় তবে বৈষ্ণবযাগ কর্ত্তব্য হইবে। সুতরাং তাহার জন্য নিমিত্ত-সমবধানের পূর্ব্ব হইতে নৈমিত্তিকের অনুষ্ঠান কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ, ঐ চরুর পাত এবং সংশ্লেষরূপ নিমিত্তটি যদি উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে দেবতার আবাহন করা হইল অথচ তাঁহার পূজা করা হইল না বলিয়া তিনি কুপিত হইবেন। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন "দেবতাভ্যো বা এষ আবৃশ্চ্যতে যো যক্ষ্য ইত্যুক্ত্বা ন যজতে" অর্থাৎ যে ব্যক্তি 'যাগ করিব' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যাগ না করে, সে দেবতার নিকট অপরাধী হয়। আর তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদী যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তদনুসারে বলা যায় যে, ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহারা উপস্থিত হইয়া যদি পূজিত এবং ভোজিত না হন, তাহা হইলে তাঁহারা যেমন সন্তুষ্ট হন না, প্রত্যুত শাপই দেন, সেইরূপ এস্থলেও বিষ্ণুর আবাহন করিয়া যদি যাগ না করা হয়, তাহা হইলে তিনি কুপিতই হইবেন। আর আবাহন না হইলে যে যাগ হয় না তাহাও নহে। যেমন মাননীয় ব্যক্তিগণ কর্ম্মীর প্রতি অত্যধিক প্রীতিবশতঃ অনিমন্ত্রিত হইয়াও কর্ম্মীর গৃহে যান, এস্থলেও সেইরূপ আবাহন না হইলেও যাগ হইবে। যদি বলা হয়, কুক্ষলে যেমন বিনা প্রয়োজনে পাক করা হয়, এস্থলেও সেইরূপ নিমিত্ত-সমবধান হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও আবাহন হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন, "তেষাম্ অপ্রত্যক্ষশিষ্টত্বাৎ"—কুক্ষলের যে পাক তাহা প্রত্যক্ষবচনবোধিত; কিন্তু এই আবাহন অনুমানলব্ধ অতিদেশবোধিত। আর যাহা নিষ্প্রয়োজন, তাহা অনাকাঙ্ক্ষিত বলিয়া তাহা অতিদেশের বিষয় হয় না। একারণে এস্থলে নিষ্প্রয়োজন আবাহন অতিদেশ বলে প্রাপ্ত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে কুক্ষলের

পাক প্রত্যক্ষ বচনবিহিত বলিয়া তাহা অবশ্যই কর্ত্তব্য হইবে ; তাহার উপর কোন আপত্তি খাটিবে না। অতএব বৈষ্ণবযাগে আবাহন লোপ পাইবে। ইতি বৈশ্বদেবচরুতে বিষ্ণুর আবাহনবাধাধিকরণ। ইতি ৩য় বর্ণক।

ইষ্টিরারম্ভসংযোগাদঙ্গভূতান্নিবর্ত্তেতারম্ভস্য প্রধানসংযোগাৎ ॥ ৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ইষ্টিঃ"—আরম্ভণীয়া ইষ্টি. "অঙ্গভূতাৎ নিবর্ত্তেত"—অঙ্গভূত যে দীক্ষণীয়া ইষ্টি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে, "আরম্ভসংযোগাৎ"—কারণ, তাহা আরম্ভের দ্বারস্বরূপ, "আরম্ভস্য প্রধানসংযোগাৎ"—যেহেতু, আরম্ভ প্রধান কর্ম্মের সহিত সম্বদ্ধ (অতএব অঙ্গকর্ম্মে আর পৃথক্ আরম্ভ হইতে পারে না)। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। যে ব্যক্তি দর্শপূর্ণমাস যাগ আরম্ভ করিবে, তাহার স্বীয় সংস্কারের জন্য আরম্ভণীয়া ইষ্টি করিতে হয়, ইহা "আগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশ-কপালং নির্ব্বপেদ্দর্শপূর্ণমাসাবারপ্স্যমানঃ" এই শ্রুতিবাক্যে বিহিত হইয়াছে। সোমযাগের অঙ্গভূত যে দীক্ষণীয়া প্রভৃতি ইষ্টি তাহা দর্শপূর্ণমাসেরই বিকৃতি। সুতরাং সেই দীক্ষণীয়াদি ইষ্টিতে আরম্ভণীয়া ইষ্টি কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। দীক্ষণীয়া ইষ্টিতে যখন দর্শপূর্ণমাসযাগীয় প্রযাজাদি ইতিকর্ত্তব্যতা সকল অতিদেশ বলে প্রাপ্ত হয়, তখন "বিধেঃ প্রকরণান্তরে অতিদেশাৎ সর্ব্বকর্ম্ম স্যাৎ" এই নিয়ম অনুসারে এখানেও আরম্ভণীয়া ইষ্টি কর্ত্তব্য হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "ইষ্টিঃ অঙ্গভূতাৎ নিবর্ত্তেত"—সোমযাগের অঙ্গভূত এই যে দীক্ষণীয়া ইষ্টি ইহাতে আরম্ভণীয়া ইষ্টির নিবৃত্তিই হইবে অর্থাৎ তাহা এখানে কর্ত্তব্য হইবে না কিন্তু লোপ পাইবে। কারণ, "আরম্ভসংযোগাৎ, আরম্ভস্য প্রধানসংযোগাৎ" —ঐ যে আরম্ভণীয়া ইষ্টি উহা আরম্ভনির্ব্বাহ করে বলিয়া আরম্ভসম্বদ্ধ ; আর আরম্ভ যে হয় তাহা মুখ্য কর্ম্মেরই ; প্রধান যাগেরই আরম্ভ হইয়া থাকে, তদ্‌যাগীয় অঙ্গকর্ম্মের স্বতন্ত্র আরম্ভ নাই। কারণ, আরম্ভ বলিতে 'প্রধানোদ্দেশিকা প্রথমা কৃতি'ই অভিহিত হয়। অতএব আরম্ভরূপ দ্বার লুপ্ত হইতেছে বলিয়া সোমযাগাঙ্গ আরম্ভণীয়া ইষ্টি লুপ্ত হইবে। ইতি ২য় দীক্ষণীয়াদিতে আরম্ভণীয়াবাধাধিকরণ।

প্রধানাচ্চান্যসংযুক্তাৎ সর্ব্বারম্ভান্নিবর্ত্তেতানঙ্গত্বাৎ ॥ ৫ ॥(সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অঙ্গসংযুক্তাৎ প্রধানাৎ চ"—অঙ্গসংযুক্ত অর্থাৎ সোমাদিরূপ প্রধানান্তরসংযুক্ত যে অনুমতি প্রভৃতি প্রধান ইষ্টি, তাহা হইতেও, "নিবর্ত্তেত"—আরম্ভণীয়া ইষ্টির নিবৃত্তি (লোপ) হইবে, "সর্ব্বারম্ভাৎ"—সর্ব্বারম্ভ রহিয়াছে বলিয়া, "অনঙ্গত্বাৎ"—যেহেতু, (তাহা) কেবল ইষ্টির অঙ্গ নহে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। রাজসূয়যজ্ঞে 'অনুমতি' প্রভৃতি নামক কতকগুলি ইষ্টিযাগ আছে। ঐগুলি প্রধান কর্ম্ম। সুতরাং ঐগুলি দর্শপূর্ণমাসযাগের বিকৃতি বলিয়া উহাদের জন্য 'আরম্ভণীয়া' ইষ্টি কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—পূর্ব্বাধিকরণের নিয়মানুসারে অঙ্গযাগের যখন পৃথক্ আরম্ভ নাই, তখন তজ্জন্য আরম্ভণীয়া কর্ত্তব্য না হউক কিন্তু অনুমত্যাদিগুলি যখন প্রধান যাগ, তখন ঐগুলির জন্য আরম্ভণীয়া ইষ্টি করা উচিত। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অনুমতি প্রভৃতি ইষ্টিযাগের বেলায়ও আরম্ভণীয়া ইষ্টির নিবৃত্তি হইবে। কারণ, দর্শপূর্ণমাসযাগে যেমন আগ্নেয়াদি ছয়টি প্রধান যাগ থাকিলেও তদনুরোধে ছয়বার আরম্ভণীয়া হয় না, কিন্তু ছয়টির সমষ্টিরূপ সম্ভব অনুসারে একবারই তাহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এখানেও আরম্ভণীয়া কর্ত্তব্য হইলে প্রধানকর্ম্মগুলির সম্ভব বা সমষ্টি ধরিয়া তাহা একবার মাত্রই অনুষ্ঠেয় হয়। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না। কারণ, দর্শপূর্ণমাসে সবগুলিই ইষ্টিযাগ বলিয়া তজ্জন্য আরম্ভণীয়া ইষ্টি হয়। পক্ষান্তরে রাজসূয়ে প্রধান যাগগুলি ইষ্টি, পশু, সোম এবং দর্ব্বিহোমাত্মক—ইহাদের সমষ্টিই রাজসূয়। কাজেই সেখানে মাত্র ইষ্টির অনুরোধে আরম্ভণীয়া কর্ত্তব্য হইতে পারে না। আরও, রাজসূয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ঐ ইষ্টি-পশু-সোম-দর্ব্বিহোমাত্মক যাগগুলির সকলেরই আরম্ভ সিদ্ধির জন্য একটি অগ্নিষ্টোমসংস্থারূপ জ্যোতিষ্টোম করিতে হয়। ইহা "অগ্নিষ্টোমঃ প্রথমমাহরতি" এই শ্রুতিবাক্যে বিহিত হইয়াছে। সুতরাং তাহা দ্বারা ইষ্টিযাগগুলিরও যখন সংস্কার হয়—আরম্ভ সিদ্ধ হয়, তখন পুনরায় তাহাদের জন্য আরম্ভণীয়া ইষ্টির প্রয়োজন কি? অতএব অনুমতি প্রভৃতি যাগে আরম্ভরূপ যার লোপ পাইতেছে বলিয়া—তথায় আরম্ভণীয়া ইষ্টি কর্ত্তব্য নহে। ইতি-ওন্ন অনুমতি প্রভৃতি যাগে আরম্ভণীয়াবাধাধিকরণ।

তস্যাং তু স্যাৎ প্রযাজবৎ ॥ ৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তস্যাং"—সেই আরম্ভণীয়া ইষ্টিতে, "তু"—প্রত্যবস্থানে—অধিকরণান্তরসূচক, "প্রযাজবৎ স্যাৎ"—প্রযাজের ন্যায় হইবে অর্থাৎ অপর আরম্ভণীয়া কর্ত্তব্য হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যে আরম্ভণীয়া, উহাও যখন ইষ্টিবিশেষ তখন উহারও সিদ্ধির জন্য অন্য একটি আরম্ভণীয়া ইষ্টি কর্ত্তব্য হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, দর্শপূর্ণমাসের প্রযাজাদিগুলি যেমন আরম্ভণীয়া ইষ্টিতে কর্ত্তব্য হয়, সেইরূপ উহারও আরম্ভসিদ্ধির জন্য অন্য একটি আরম্ভণীয়া ইষ্টি কর্ত্তব্য। আর পূর্ব্ব দুইটি অধিকরণে বিচার্য্য আরম্ভণীয়াতে যে দোষের প্রসঙ্গ হইত, এক্ষেত্রে তাহার সম্ভাবনা নাই। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন বাঽঙ্গভূতত্বাৎ ॥ ৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ এস্থলেও আরম্ভণীয়া কর্ত্তব্য হইবে না, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অঙ্গভূতত্বাৎ"—যেহেতু, তাহা অপরের অঙ্গভূত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, আরম্ভণীয়ার জন্য অপর একটি আরম্ভণীয়া ইষ্টি কর্ত্তব্য হইবে না। কারণ, অন্য অঙ্গের ন্যায় ইহার অতিদেশ করিতে পারা যায় না; যেহেতু, তাহাতে তাহা নানাপ্রকার গোলযোগ ঘটে। আরম্ভণীয়াতে যে আরম্ভণীয়ান্তর কর্ত্তব্য নহে তাহার আরও হেতু এই যে, তাহা অন্য কর্ম্মের অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসের অঙ্গভূত। আর প্রধানের আরম্ভের দ্বারাই অঙ্গেরও আরম্ভ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইতি সিদ্ধান্ত।

একবাক্যত্বাচ্চ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। "একবাক্যত্বাৎ চ"—একটিমাত্র বিধায়ক বাক্য রহিয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। আরম্ভণীয়াতে যে অন্য একটি আরম্ভণীয়া কর্ত্তব্য হইতে পারে না তাহার আরও হেতু এই যে, আরম্ভণীয়া ইষ্টির বিধায়কবাক্য একটি-মাত্র। তাহা দর্শপূর্ণমাসে আরম্ভণীয়াকে অবিহিত ধরিয়া বিহিত করিবে, আবার

দর্শপূর্ণমাসে উহাকে বিহিত বলিয়া আরম্ভণীয়ায় অতিদিষ্ট করাইবে, ইহা বাক্যভেদ বিনা সম্ভব নহে। অতএব বাক্যভেদপ্রসঙ্গ হয় বলিয়াও আরম্ভণীয়া ইষ্টিতে আরম্ভণীয়ান্তর কর্ত্তব্য নহে। ইতি ৪র্থ আরম্ভণীয়ায় আরম্ভণীয়াবাধাধিকরণ।

কর্ম্ম চ দ্রব্যসংযোগার্থমর্থাভাবান্নিবর্ত্তেত তাদর্থ্যং শ্রুতি-সংযোগাৎ ॥ ৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্রব্যসংযোগার্থং"—যূপরূপ দ্রব্যের উৎপত্তির জন্য যাহা করা হয় তাদৃশ, "কর্ম্ম চ"—কর্ম্মও অর্থাৎ আহুতিরূপ কর্ম্মও, "অর্থাভাবাৎ"—প্রয়োজন নাই বলিয়া, "নিবর্ত্তেত"—নিবৃত্ত হইবে, "তাদর্থ্যং"—আহুতিরূপ কর্ম্ম যে যূপোৎপত্তির জন্য তাহা, "শ্রুতিসংযোগাৎ"—শ্রুতিবাক্য হইতে সিদ্ধ হয়। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সান্তক্রনামক যাগে যে সমস্ত আলম্ভ্য পশু আছে, সেগুলির যে যূপ, তাহাতে শাস্ত্রীয় সংস্কার করিতে হয় না। শ্রুতি বলিতেছেন, "খলেবালী যূপঃ" ;—ধান ঝাড়িবার যে খামার, তাহার মধ্যস্থলে যে খুঁটি থাকে—যাহাতে বৃষাদি পশু বাঁধিয়া ধান মাড়ান হয় তাহার নাম খলেবালী ; ইহার অপর নাম 'মেধি' (মেই); এই খলেবালীই সান্তক্রযাগের যূপ। অগ্নীষোমীয় পশু ইহার প্রকৃতি ; অগ্নীষোমীয় পশুযাগে যূপ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে আহুতি দিতে হয়—হোম করিতে হয়। ইহা দ্বারা ঐ যূপের অদৃষ্ট সংস্কার সাধিত হইয়া থাকে। খলেবালীতে ঐ যূপাহুতি কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, প্রকৃতির ধর্ম্ম যখন বিকৃতিতে অতিদিষ্ট হয় আর প্রকৃতিভূত অগ্নীষোমীয় পশুযাগে যখন যূপাহুতি রহিয়াছে, তখন তদ্‌বিকৃতিভূত সান্তক্রযাগীয় এই পশুযাগেও অবশ্যই যূপাহুতি—খলেবালীর অদৃষ্টার্থক সংস্কারের জন্য আহুতি কর্ত্তব্য হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "কর্ম্ম চ দ্রব্যসংস্কারার্থম্ নিবর্ত্তেত"—এই যে যূপসংস্কারার্থক যূপাহুতিরূপ কর্ম্ম, ইহা খলেবালীতে লোপ পাইবে—তথায় ইহা কর্ত্তব্য হইবে না। কারণ, "অর্থাভাবাৎ"—যূপসিদ্ধির জন্যই ঐ কর্ম্ম। কিন্তু এখানে কৃষকাদি কর্ত্তৃক স্বকার্য্যের জন্য নির্ম্মিত খলেবালীই যখন যূপ এবং তাহা যখন পূর্ব্বসিদ্ধ, তখন যূপচ্ছেদনরূপ দ্বার লুপ্ত হইতেছে বলিয়া তজ্জন্য যূপাহুতিও কর্ত্তব্য হইতে পারে না। আর ঐ আহুতি যে যূপসিদ্ধির জন্য, তাহা শাস্ত্রবচন হইতেই জানা যায়। ইতি ৫ম খলেবালীতে যূপাহুতিবাধাধিকরণ।

স্থাণৌ তু দেশমাত্রত্বাদনিবৃত্তিঃ প্রতীয়েত ॥ ১০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "স্থাণৌ"—স্থাণুতে (আহুতি), "তু"—প্রত্যবস্থানে (অধিকরণান্তরসূচক), "অনিবৃত্তিঃ"—আহুতির অনিবৃত্তি, "প্রতীয়েত"—প্রতীত হইবে, "দেশমাত্রত্বাৎ"—কারণ, উহা আহুতির দেশ অর্থাৎ আধারমাত্র।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নীষোমীয় পশুর প্রকরণে "স্থাণৌ স্থাণ্বাহুতিং জুহোতি" এই শ্রুতিবাক্যে 'স্থাণ্বাহুতি' বিহিত হইয়াছে। যূপ করিবার জন্ম বৃক্ষ ছেদন করা হইলে সেই গাছের যে তলাকার অংশটা মাটীতে থাকিয়া যায় তাহাকে বলা হয় স্থাণু। সেই স্থাণুতে "বনস্পতে শতবল্‌শো বিরোহ" এই মন্ত্রে আহুতি দিতে হয়। এই যে স্থাণ্বাহুতি ইহা খলেবালীর স্থাণুর পক্ষেও কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "স্থাণৌ তু দেশমাত্রত্বাৎ অনিবৃত্তিঃ প্রতীয়েত"—এই যে স্থাণ্বাহুতি যূপ স্থাণু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া ইহা দ্বারা যখন যূপের কোনও দৃষ্ট উপকার অথবা অদৃষ্টসংস্কার সাধিত হয় না, তখন ইহা অদৃষ্টার্থক আরাদুপকারক কর্ম্ম। আর তাহা হইলে 'খলেবালী'র স্থাণুর পক্ষেও ইহার নিবৃত্তি হইবার কোনও হেতু নাই। অতএব খলেবালীতেও স্থাণ্বাহুতি কর্ত্তব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বা শেষভূতত্বাৎ তৎসংস্কারঃ প্রতীয়েত ॥ ১১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "শেষভূতত্বাৎ"—শেষভূত অর্থাৎ অঙ্গভূত বলিয়া, "তৎসংস্কারঃ প্রতীয়েত"—তাহার অর্থাৎ সেই যূপেরই সংস্কার বলিয়া প্রতীত (বোদ্ধব্য) হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এই যে স্থাণ্বাহুতি অবান্তর প্রকরণানুসারে সন্দংশন্যায়ে ইহা যূপেরই অঙ্গ; সুতরাং ইহা দ্বারা যূপেরই সংস্কার হয়। আর ইহা যে কোন স্থাণুতে কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু যূপীয় স্থাণুতে অর্থাৎ যে বৃক্ষ যূপের জন্ম আব্রশ্চন করা হইয়াছিল, সেই স্থাণুতেই কর্ত্তব্য। কিন্তু খলেবালীতে যূপীয় আব্রশ্চন নাই বলিয়া তন্নিমিত্তক স্থাণ্বাহুতিও থাকিতে পারে না। অতএব খলেবালীতে স্থাণ্বাহুতির লোপ হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

সমাখ্যানঞ্চ তদ্বৎ ॥ ১২ ॥

অক্ষরার্থ। "তদ্বৎ"—সেইরূপ, "সমাখ্যানঞ্চ"—সমাখ্যাও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অবান্তর প্রকরণ অনুসারে স্থাণ্বাহুতি যূপাঙ্গ। এক্ষণে বলিতেছেন, স্থাণ্বাহুতি যে যূপেরই অঙ্গ তাহা ষষ্ঠী-সমাসরূপ সমাখ্যা অনুসারেও সিদ্ধ হয়। যেহেতু, 'স্থাণ্বাহুতি' ইহাতে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস হইতে পারে না, কিন্তু ষষ্ঠী তৎপুরুষই হইবে। আর তাহা হইলে সেই যে ষষ্ঠী, তাহা কর্ম্মেই ষষ্ঠী; আর স্থাণু যদি সংস্কার্য্য না হয়, তাহা হইলে উহার কর্ম্মত্ব থাকে না। অতএব স্থাণুর সংস্কার হইলে তদ্দ্বারা যূপেরও সংস্কার হইবে। যদি বলা হয়, স্থাণুর সংস্কার হইলে যে যূপেরও সংস্কার হইবে, তাহার নিয়ম কি? তদুত্তরে বক্তব্য—সম্মাননীয় ব্যক্তির ব্যবহৃত বস্তু যদি অস্থানে ফেলা হয়, তাহা হইলে তাহাতে যেমন তাঁহার অসম্মান হয় আর তাহা যদি প্রশস্ত স্থানে ধারণ করা হয়, তদ্দ্বারা যেমন তাঁহার সম্মানরূপ সংস্কার হইয়া থাকে, এস্থলেও সেইরূপ যূপাব-শিষ্ট বৃক্ষে যে আহুতি করা হয়, তাহা দ্বারা যূপেরই সংস্কার হইয়া থাকে।

মন্ত্রবর্ণশ্চ তদ্বৎ ॥ ১৩ ॥

অক্ষরার্থ। "তদ্বৎ"—সেইরূপ অর্থাৎ যূপসংস্কারতাপ্রতিপাদক, "মন্ত্রবর্ণঃ চ"—মন্ত্রের বর্ণনাও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। স্থাণ্বাহুতি যে সংস্কারকর্ম্ম, তাহা আহুতিপ্রদান মন্ত্রের বর্ণনা হইতেও সিদ্ধ হয়। কারণ, "বনস্পতে শতবল্শো বিরোহ" এই মন্ত্রে সেই ছিন্ন বৃক্ষটিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে যে, 'হে বনস্পতে! যেহেতু যূপের জন্য—প্রশস্ত কর্ম্মের জন্য তোমায় ছেদন করা হইয়াছে; অতএব তোমার একটিমাত্র কাণ্ড ছিল এখন তুমি পুনরায় শত শত কাণ্ড লইয়া বাড়িয়া উঠ। ইহা দ্বারা যূপেরই প্রশস্ততা দ্বারা বনস্পতিকে সান্ত্বনা দেওয়া হইতেছে বলিয়া উহা যূপেরই অঙ্গ। আর খলেবালীতে ঐ ভাবের যূপ নাই। সুতরাং তাহাতে স্থাণ্বাহুতি লোপ পাইবে। ইতি ৬ষ্ঠ সান্তক্রে স্থাণ্বাহুতিবাধাধিকরণ।

প্রযাজে চ তন্ন্যায়ত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রযাজে চ"—উত্তমপ্রযাজেও (সংস্কারকর্ম্মতা স্বীকার্য্য), "তন্ন্যায়ত্বাৎ"—যেহেতু, পূর্ব্বাধিকরণের নিয়মের সাদৃশ্য এখানেও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে যে পাঁচটি প্রযাজ উপদিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে উত্তমপ্রযাজ অর্থাৎ অন্তিম (পঞ্চম) প্রযাজ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন, "স্বাহাকারং যজতি"। এই যে স্বাহাকারবিধি, ইহা কি আরাদুপকারক বলিয়া দেবতাবিধি অথবা ইহা দেবতাসংস্কারক যাগ, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্ব-পক্ষবাদী বলেন, ইহা দেবতাবিধি। কারণ, যাগ দেবতাসাকাঙ্ক্ষ; আর প্রত্যক্ষ-বচনের দ্বারা যদি দেবতাবিধি সম্ভব হয়, তাহা হইলে মন্ত্রবর্ণ অনুসারে দেবতাকল্পনা করা উচিত হয় না। যদি বলা হয়, ইহাতে বিধি এবং মন্ত্রের মধ্যে বৈষম্য হইয়া পড়ে। কারণ, মন্ত্রে আছে—অগ্ন্যাদি দেবতার বর্ণনা, আর এই বিধিবাক্যে পাওয়া যাইতেছে 'স্বাহাকার' দেবতা। ইহার উত্তরে বক্তব্য—একই 'মাতৃ'শব্দ যেমন জননীকেও বুঝায়, আবার স্থলবিশেষে পরিমাণকর্ত্তাকেও বুঝায়, সেইরূপ অগ্নি প্রভৃতি শব্দও কথঞ্চিৎ 'স্বাহাকার' নামক দেবতাকে বুঝাইবে। অতএব ইহা দেবতাবিধায়ক। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বাধিকরণোক্ত ন্যায়ানুসারে ইহাও সংস্কারকর্ম্মই হইবে। কারণ, এস্থলে দেবতাবিধি কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। যেহেতু, এখানে অন্ত কোন যাগ বিহিত হয় নাই বলিয়া এই একটি বাক্যেই যাগ এবং দেবতা উভয়েরই বিধান স্বীকার করিতে হয়। তাহা কিন্তু সম্ভব নহে; কারণ, তাহাতে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। আবার ইহা দ্বারা যে দেবতাবিশিষ্ট যাগ বিহিত হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না, কারণ, এরূপ হইলে বিশিষ্টবিধি স্বীকার করায় গৌরবদোষ হয়। আর কেবলমাত্র দেবতাই যে ইহা দ্বারা বিহিত হইয়াছে তাহাও হইতে পারে না; কারণ, এস্থলে কোন যাগ পূর্ব্ব হইতে প্রাপ্ত নাই, যাহার অনুবাদ করিয়া তদুদ্দেশ্যে এই বাক্য দেবতাবিধি হইতে পারে। আরও কথা—দ্বিতীয়ান্তপদের দেবতাবিধানে সামর্থ্যও নাই। অতএব এস্থলে দেবতাবিধি হইতে পারে না বলিয়া, "পৌর্ণমাসীং যজেত" ইত্যাদি বাক্যবিহিত 'পৌর্ণমাসী' প্রভৃতি শব্দ যেমন কর্ম্মনামধেয়, 'স্বাহাকার' শব্দটিও সেইরূপ কর্ম্মনামধেয়। অতএব এই যে

-স্বাহাকারাত্মক উত্তমপ্রযাজ, ইহা কর্ম্মনামধেয় বলিয়া ইহা দ্বারা আজ্যভাগাদি-দেবতার সংস্কার হয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ১৫ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। স্বাহাকার যে সংস্কার-কর্ম্ম, তাহা চতুর্ম্মাস্যযাগে যে উত্তমপ্রযাজ আছে, তাহার নিগদ হইতেও সূচিত হয়। কারণ, তথায় পঞ্চম স্থানে "স্বাহা পূষণম্" এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। চাতুর্ম্মাস্য যাগ ইষ্টিযাগ বলিয়া দর্শপূর্ণ-মাসের বিকৃতি। সুতরাং দর্শপূর্ণমাসের ধর্ম্ম তাহাতে অতিদেশতঃ প্রাপ্ত হয়। এ কারণে দর্শপূর্ণমাসে 'অগ্নি' দেবতা হইলেও কিন্তু তথায় 'পূষা' দেবতা বলিয়া ঐ পঞ্চম প্রযাজে "স্বাহা পূষণম্" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষ-বাদীর মতানুসারে স্বাহাকার যদি দেবতা হয়, তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। কিন্তু উহা যাগ বা কর্ম্মনামধেয় হইলে বাক্যান্তরবিহিত দেবতার ঊহ হইতে পারে। অতএব স্বাহাকার আরাদুপকারক নহে কিন্তু উহা সংস্কারকর্ম্ম। সুতরাং সৌর্য্যাদিযাগে প্রধানদেবতাবাচী অগ্নি প্রভৃতি শব্দ পরিত্যাগরূপ বাধ হইতে পারিবে। ইতি ৭ম উত্তমপ্রযাজের সংস্কারকর্ম্মতাধিকরণ।

তথাজ্যভাগাগ্নিরপীতি চেৎ ॥ ১৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "আজ্যভাগাগ্নিঃ অপি"—আজ্যভাগের অগ্নিও, "তথা"—সেইরূপ অর্থাৎ সংস্কারকর্ম্ম, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে "আজ্যভাগৌ যজতি" এই বাক্যে আজ্যভাগ বিহিত হইয়াছে। পুনরায় তথায় শ্রুতি বলিতেছেন, "আজ্যভাগৌ অগ্নীষোমাভ্যাং যজতি"। এস্থলে দুইটি আজ্যভাগ রহিয়াছে। তন্মধ্যে যেটি আগ্নেয় আজ্যভাগ সেটি কি প্রধানদেবতা যে অগ্নি তাহার সংস্কারক অথবা তাহা আরাদুপকারক, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "আজ্য-ভাগাগ্নিঃ অপি তথা"—পূর্ব্বের ন্যায় এস্থলের এই যে আজ্যভাগ, ইহাও প্রধান-দেবতা যে অগ্নি তাহারই সংস্কারক। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ব্যপদেশাদ্দেবতান্তরম্ ॥ ১৭ ॥

অক্ষরার্থ। "ব্যপদেশাৎ"—ব্যপদেশ অর্থাৎ নির্দ্দেশ বা পৃথক্ উল্লেখ আছে বলিয়া, "দেবতান্তরম্"—প্রথম অগ্নি এখানে অন্য একটি দেবতা হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, আজ্যভাগের যে অগ্নি, তাহা পুরোডাশভাগী অগ্নি হইতে পৃথক্ দেবতা। কারণ, "অগ্নিমগ্ন আবহ। সোমমাবহ। অগ্নিমাবহ" এই নিগদে অগ্নি শব্দটি মাঝখানে 'সোম' শব্দের দ্বারা ব্যবহিত হইয়া দুইবার পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া আজ্যভাগীয় অগ্নি এবং পুরোডাশভাক্ যে অগ্নি তাহাদের পার্থক্য রহিয়াছে; যেহেতু, তাহা না হইলে অগ্নিপদের দুইবার উল্লেখ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আর এস্থলে পাঠক্রম অনুসারে অন্তিম অগ্নি যে পুরোডাশহবির্ভাগী তাহা সুনিশ্চিত। সুতরাং প্রথমবারে উল্লিখিত অগ্নি আজ্যভাগীয়। আর অগ্নীষোমের 'সোম' যেমন গুণভূত, অগ্নিকেও সেইরূপ গুণভূত বলিতে হয়; কারণ, অগ্নি একটি সমস্ত পদের দ্বারা অভিহিত হইতেছে বলিয়া উহাদের মধ্যে একটি গুণ এবং অপরটি প্রধান হইতে পারে না। আর অগ্নি যদি প্রধান না হয় তাহা হইলে তাহা সংস্কার্য্য হইতে পারে না, যেহেতু, যাহা সংস্কার্য্য তাহা কর্ম্ম, সুতরাং তাহার প্রাধান্য আবশ্যক। আর ইহা যদি প্রধান হইতে পারিতেছে না বলিয়া সংস্কার্য্য না হয়, তাহা হইলে ইহা সন্নিপত্যোপকারক হইবে না। কিন্তু আরাদুপকারকই হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

সমত্বাচ্চ ॥ ১৮ ॥

অক্ষরার্থ। "সমত্বাৎ চ"—আরাদুপকারক কর্ম্মের সহিত সমতা রহিয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। আজ্যভাগ যে আরাদুপকারক তাহার আরও হেতু এই যে, অর্থবাদবাক্যে উহা আরাদুপকারক কর্ম্মের সহিত পঠিত হইয়াছে। "অভীষু বা এতৌ যজ্ঞস্য যদাঘারৌ চক্ষুষী বা এতৌ যদাজ্যভাগৌ যৎ প্রযাজানুযাজা ইজ্যন্তে বর্ম্ম বা এতদ্ যজ্ঞস্য ক্রিয়তে" ইত্যাদি বাক্যে আজ্যভাগের পূর্ব্বে এবং পরে আঘারাদি আরাদুপকারক কর্ম্মের যে ভাবে উল্লেখ আছে,

আজ্যভাগেরও সেইভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। এ কারণে উহা আরাদুপকারক কর্ম্ম। আর তাহা হইলে বিকৃতিভূত সৌর্য্যযাগেও প্রথম অগ্নি দেবতার নিবৃত্তি-রূপ বাধ হইবে না। সুতরাং পূর্ব্বাধিকরণের সিদ্ধান্তিত বাধের ইহা অপবাদ।
ইতি ৮ম অগ্নিযাগের আরাদুপকারকত্বাধিকরণ।

পশাবপীতি চেৎ ॥ ১৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পশৌ অপি"—পশুযাগেও (ঐরূপ আরাদুপ-কারকত্ব থাকিবে), "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে "অগ্নীষোমীয়স্য বপয়া প্রচর্য্যাগ্নীষোমীয়ং পশুপুরোডাশমেকাদশকপালং নির্ব্বপতি" এই শ্রুতিবাক্যে যে পশুপুরোডাশ উক্ত হইয়াছে, তাহা কি পশুযাগের আরাদুপকারক অথবা তাহা স্মরণ দ্বারা পশুদেবতার সংস্কারক, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ইহা আরাদুপকারক। কারণ, "ব্যপদেশাৎ"—পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেবতার উল্লেখ রহিয়াছে। আর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেবতার উল্লেখ থাকিলে দেবতা গুণভূত এবং কর্ম্ম প্রধানভূত অর্থাৎ আরাদুপকারক হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বতর সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আরও, সমাসে এবং তদ্ধিতে শব্দ গুণীভূত হইয়া যায়। সুতরাং 'অগ্নীষোমীয়' এস্থলে তদ্ধিত থাকায় দেবতা গুণভূতই হইতেছে। এইরূপে পূর্ব্বতর সূত্রের হেতুটিকেই প্রকারান্তরে উজ্জীবিত করিয়া এই অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষে লাগাইতে হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন তদ্ভূতবচনাৎ ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষীর উক্তি সঙ্গত নহে, "তদ্ভূতবচনাৎ"—যে হেতু, তাহাদের অভেদ বচন রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, দেবতার পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়াই যদি দেবতা গুণভূত হয় এবং তজ্জন্য পশুপুরোডাশ যাগ আরাদুপ-কারক হয়, তাহা হইলে বলিব "যদ্দেবত্যঃ পশুস্তদ্দেবত্যঃ পুরোডাশঃ" অর্থাৎ 'যে দেবতার জন্য পশু আলভ্য, পুরোডাশও সেই দেবতার জন্য হইবে' এই প্রকার স্পষ্ট বচনে যখন দেবতার অভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন উহাকে

আরাদুপকারক বলা যায় কিরূপে? অতএব এস্থলে দেবতা প্রধান বলিয়া পশু-পুরোডাশ যাগ সন্নিপত্যোপকারক সংস্কারকর্ম্ম। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ২১ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পশু-পুরোডাশ যে সংস্কার কর্ম্ম, দেবতা যে এস্থলে সংস্কার্য্য, তাহা জ্ঞাপক বেদবচন হইতেও অবগত হওয়া যায়। কারণ, "ইন্দ্রায় বজ্রিণে বৃষভমালভেত" এই বাক্যে যে পশুপুরোডাশ বিহিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে যাজ্যা এবং অনুবাক্যাদ্বয় আছে, তাহার দেবতা যে সংস্কার্য্য তাহা উভয় পক্ষেরই স্বীকৃত—তাহা পূর্ব্বপক্ষীরও স্বীকৃত। আর তথায় "ইন্দ্রং স্তুহি বজ্রিণং স্তোমপৃষ্ঠং" ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্র শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকায় তাহার সংস্কার্য্যতা নির্ব্বিবাদ। তদনুসারে এস্থলেও যে পশুপুরোডাশ যাগ সংস্কার কর্ম্ম হইবে, তদ্দারা দেবতার সংস্কার হইবে, ইহা নিরূপিত হয়। কারণ, উভয়েরই মধ্যে পশুপুরোডাশস্বরূপ একরূপতা বা সাদৃশ্য রহিয়াছে।

গুণো বা স্যাৎ কপালবদ্ গুণভূতবিকারাচ্চ ॥ ২২ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—প্রত্যবস্থানে, "গুণঃ স্যাৎ"—দেবতা গুণভূতই হইবে, "কপালবৎ"—কপালের ন্যায়, "গুণভূতবিকারাৎ চ"—গুণভূতের বিকার বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, "গুণো বা স্যাৎ কপালবৎ"—কপাল যেমন শ্রপণ এবং তুষোপবাপ উভয় অর্থই সম্পাদন করে, সেইরূপ এস্থলেও একই দেবতা দুইটি যাগেরই অঙ্গ হইবে। আর তাহা হইলে ইহা সংস্কার কর্ম্ম হইতে পারিবে না, কিন্তু আরাদুপকারকই হইবে। ইহা যে আরাদুপকারক কর্ম্ম তাহার আরও হেতু এই যে, ইহা অগ্নীষোমীয় যাগের বিকৃতি। আর প্রকৃতিভূত অগ্নীষোমীয় যাগে দেবতা গুণভূত। সুতরাং তদনুসারে এস্থলেও অগ্নীষোম গুণভূতই হইবে। কিন্তু ইহাকে সংস্কার কর্ম্ম বলিলে দেবতা প্রধান হইয়া পড়ে। ইতি আশঙ্কা।

অপি বা শেষভূতত্বাৎ তৎসংস্কারঃ প্রতীয়েত
স্বাহাকারবদঙ্গানামর্থসংযোগাৎ ॥ ২৩ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—আশঙ্কাব্যাবর্ত্তক, "শেষভূতত্বাৎ"—যাগ শেষভূত অর্থাৎ দেবতার অঙ্গ বলিয়া, "তৎসংস্কারঃ প্রতীয়েত"—দেবতার সংস্কারই প্রতীত হইবে, "স্বাহাকারবৎ"—স্বাহাকারের ন্যায়, "অঙ্গানাম্ অর্থসংযোগাৎ"—অঙ্গ সকল প্রয়োজন-পর্য্যবসায়ী বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহারকল্পে বলিতেছেন, উত্তম প্রযাজ যে স্বাহাকার, তাহার যেমন সংস্কারকর্ম্মতা স্বীকার করা হয়, কারণ দেবতা দ্বারাও গুণকর্ম্মত্ব সম্ভব হইলে প্রধানকর্ম্মত্ব স্বীকার করা অনুচিত, সেইরূপ এখানেও এই যে পশুপুরোডাশ যাগ, ইহা দেবতার অঙ্গ অর্থাৎ সংস্কারক বলিয়া ইহা দ্বারা দেবতার সংস্কার হয়। অতএব ইহা আরাদুপকারক হইতে পারে না, কিন্তু ইহা সন্নিপত্যোপকারক সংস্কার কর্ম্ম। ইতি আশঙ্কানিরাস।

ব্যৃদ্ধবচনঞ্চ বিপ্রতিপত্তৌ তদর্থত্বাৎ ॥ ২৪ ॥

অক্ষরার্থ। "ব্যৃদ্ধবচনং চ"—ব্যৃদ্ধ অর্থাৎ বিকলাঙ্গতার বচনও, "বিপ্রতিপত্তৌ"—পশুপুরোডাশের বিপ্রতিপত্তি স্থলে অর্থাৎ সন্দেহ স্থলে, "তদর্থত্বাৎ"—তৎপ্রয়োজনে অর্থাৎ ন্যূনতা পরিহারকল্পে রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহা যে সংস্কার কর্ম্ম, তাহা সৌত্রামণী যাগের ব্যৃদ্ধবচন হইতেও অবধারিত হয়। কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন, "যদ্বৈ সৌত্রামণ্যাং ব্যৃদ্ধং তদস্যাঃ সমৃদ্ধং যদন্তদেবত্যাঃ পশুপুরোডাশা ভবন্তি অন্তদেবত্যাঃ পশব ইতি" অর্থাৎ "সৌত্রামণী যাগে যেটা ব্যৃদ্ধ (বিকলাঙ্গ) হয়, এখানে সেটা সমৃদ্ধ (পূর্ণাঙ্গ) হয়, কারণ, পশুপুরোডাশ অন্ত দেবতার জন্য"। এই যে ব্যৃদ্ধবচন অর্থাৎ সৌত্রামণীযাগের বিকলাঙ্গতোক্তি, ইহা দেবতাসংস্কার পক্ষেই সঙ্গত হয়।

গুণেঽপীতি চেৎ ॥ ২৫ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "গুণে অপি"—দেবতার গুণত্বপক্ষেও (ঐ ব্যৃদ্ধবচন সঙ্গত হয়), "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, সিদ্ধান্তী স্বপক্ষ পরিপোষণের জন্য ঐ যে ব্যদ্ধবচনের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা পূর্ব্বপক্ষীর মতেও সংলগ্ন হইতে পারে। সিদ্ধান্তীর পক্ষে যেমন উহা অর্থবাদ, পূর্ব্বপক্ষীর পক্ষেও উহা অর্থবাদরূপে সঙ্গত হয়। ইতি আশঙ্কা।

নাসংহানাৎ কপালবৎ ॥ ২৬ ॥ (আঃ নিঃ).

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত পক্ষ সঙ্গত নহে, "অসংহানাৎ"—যে হেতু, এপক্ষে কোনও হানি অর্থাৎ অঙ্গহীনতা অর্থাৎ বিকলাঙ্গতারূপ ব্যদ্ধত্ব নাই, "কপালবৎ"—কপালের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে বলিতেছেন, পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ, পূর্ব্বপক্ষীর মতানুসারে কোন অঙ্গহীনতার সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহাতে ব্যদ্ধবচন লাগে না। যে হেতু, অনেকগুলি কপাল আছে বটে কিন্তু তন্মধ্যে একটি কপালে যদি তুষোপবাপ করা হয়, তাহা হইলে যেমন অন্য কপালের কোনও হানি হয় না, সেইরূপ অন্য দেবতার দ্বারা পুরোডাশযাগ করা হইলে পশুযাগদেবতার কোন হানি হয় না। আর তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষীর মতানুসারে সেই অব্যদ্ধস্থলে ব্যদ্ধবচন হইয়া পড়ে। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে সিদ্ধান্তপক্ষে দেবতাপ্রকাশরূপ অঙ্গের হানি ঘটিতেছে। কারণ, পশুদেবতার সংস্কাররূপ পুরোডাশযাগে দেবতার স্মরণরূপ সংস্কার লোপ পাইতেছে। ইতি আশঙ্কানিরাস।

গ্রহাণাঞ্চ সম্প্রতিপত্তৌ তদ্বচনং তদর্থত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

অক্ষরার্থ। "গ্রহাণাং চ"—গ্রহ সকলেরও, "সম্প্রতিপত্তৌ"—সম্প্রতিপত্তিস্থলে অর্থাৎ দেবতানিশ্চয়স্থলে, "তদ্বচনম্"—তাহার অর্থাৎ সেই পুরোডাশের যে বচন অর্থাৎ উল্লেখ তাহা (সঙ্গত হয়), "তদর্থত্বাৎ"—উভয়ের একই প্রয়োজন বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে আরও যুক্তি বলিতেছেন,—এস্থলে পুরোডাশ যে দেবতাসংস্কারার্থক, তাহা সৌত্রামণী ইষ্টির অন্য বচন হইতেও

৩০

নিরূপিত হয়। কারণ, "নৈতেষাং পশূনাং পুরোডাশা বিদ্যন্তে। গ্রহপুরোডাশা হ্যেতে পশবঃ"—এই বচনে বলা হইয়াছে যে, তথায় কতকগুলি পশু হইতে পুরোডাশ হইবে না, কারণ, সুরাগ্রহই তথায় পুরোডাশের কার্য্য করিবে। সুতরাং ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, গ্রহ পুরোডাশের স্থানাপন্ন। আর গ্রহের দ্বারা যে দেবতার সংস্কার হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষবাদীও স্বীকার করেন। সুতরাং তাহাই যদি হয়, তবে গ্রহ যাহার স্থানাপন্ন সেই পুরোডাশ দেবতাসংস্কারক না হইবে কেন? অতএব পশুপুরোডাশযাগ সংস্কারকর্ম্ম।

গ্রহাভাবে চ তদ্বচনম্ ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। "গ্রহাভাবে চ"—গ্রহের অভাবস্থলেও, "তদ্বচনম্"—পুরোডাশের নির্দ্দেশ আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। গ্রহ এবং পুরোডাশ যে একই প্রয়োজন সাধন করে, তাহা ঐ স্থলেরই "নৈতস্য পশোর্গ্রহং গৃহ্লাতি। পুরোডাশবানেষ পশুঃ" অর্থাৎ "এই পশুর পুরোডাশ আছে, অতএব ইহার গ্রহ গ্রহণীয় নহে"—এই উক্তি হইতেও নিরূপিত হয়। কারণ, এখানে বলা হইয়াছে যে, পুরোডাশ গ্রহের প্রয়োজন সম্পন্ন করিতেছে। আর গ্রহ যে দেবতাসংস্কারার্থক তাহা অবধারিত। সুতরাং তৎসমানার্থক পুরোডাশও যে অবশ্যই দেবতাসংস্কারার্থক হইবে, তাহাতে কোনও আপত্তি করা চলে না।

দেবতায়াশ্চ হেতুত্বং প্রসিদ্ধং তেন দর্শয়তি ॥ ২৯ ॥

অক্ষরার্থ। "দেবতায়াঃ চ হেতুত্বং"—পুরোডাশের প্রতি দেবতার হেতুত্ব, "প্রসিদ্ধং"—প্রসিদ্ধরূপে, "তেন"—তাহার সহিত, "দর্শয়তি"—দেখান হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পুরোডাশ যাগে 'কাম'নামক অগ্নি দেবতা; অতএব পশুযাগেও তাহাই দেবতা, ইত্যাদি বচনে পশুদেবতাকে পুরোডাশের হেতু বলিয়া যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তাহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, পুরোডাশ দেবতা-সংস্কারার্থক।

অবিরুদ্ধোপপত্তিরর্থাপত্তেঃ শৃতবদ্ গুণভূতবিকারঃ স্যাৎ॥৩০॥

অক্ষরার্থ। "অবিরুদ্ধা"—বিরুদ্ধ নহে, "উপপত্তিঃ"—যে হেতু, অর্থের অর্থাৎ সেই প্রয়োজনসাধনের আপত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি রহিয়াছে, "শৃতবৎ"—শৃতের ন্যায়, "গুণভূতবিকারঃ স্যাৎ"—(অতএব) গুণভূতের বিকার হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আপত্তি দিয়াছিলেন, প্রকৃতিযাগে অগ্নীষোমদেবতা গুণভূত, কিন্তু এখানে তাহা সংস্কার্য্য, সুতরাং প্রধানভূত হইতেছে; ইহা অন্যায়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অভ্যুদয়েষ্টির "শৃতে চরুং দধ্নশ্চরুম্" এই বাক্যবিহিত দধি এবং শৃত যেমন প্রদানার্থ হইলেও প্রণীতার কার্য্য সম্পাদন করে এবং প্রণীতার ধর্ম্ম যে উৎপবনাদি তাহাও দধিশৃতে কর্ত্তব্য হয়, ইহাতে কোনও বিরুদ্ধতা আসে না; যে হেতু তৎকার্য্যসাধন করা আবশ্যক। সেইরূপ এস্থলেও অগ্নীষোম প্রধান হইলেও তাহা প্রকৃতিযাগের গুণভূত দেবতার বিকার হইতে পারে, তাহাতে কোন বিরোধ হয় না।

স দ্ব্যর্থঃ স্যাদুভয়োঃ শ্রুতিভূতত্বাদ্ বিপ্রতিপত্তৌ তাদর্থ্যাদ্ বিকারত্বমুক্তং তস্যার্থবাদত্বম্ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। "সঃ"—সেই পশুপুরোডাশ যাগ, "দ্ব্যর্থঃ স্যাৎ"—দুই প্রয়োজনসাধক হইবে, "উভয়োঃ শ্রুতিভূতত্বাৎ"—যে হেতু, উভয় অর্থই শ্রুতিভূত অর্থাৎ মুখ্য, "বিপ্রতিপত্তৌ"—(দেবতাবিষয়ক) সন্দেহস্থলেবে "তাদর্থ্যাৎ"—তৎকার্য্যতা অনুসারে, "বিকারত্বম্"—বিকৃতি হইবে, "উক্তং তস্য অর্থবাদত্বম্"—তাহা অর্থাৎ ছিদ্রাপিধান যে অর্থবাদ, তাহাও পূর্ব্বে বলাই হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐন্দ্র, বারুণ এবং সাবিত্র পুরোডাশগুলির সৌত্রামণীঃ প্রকরণ হইতে উৎকর্ষপ্রসঙ্গ হয়, এরূপ আপত্তি করাও সঙ্গত হইবে না। কারণ, ঐ যে যাগ উহা দ্ব্যর্থ—উহা দ্বারা দেবতাসংস্কারও হইবে এবং ছিদ্রাপিধানও হইবে;

যে হেতু, এই উভয় অর্থই (কার্য্যই) শব্দের প্রতিভূত বা মুখ্য অর্থ। কাজেই যে যে দেবতার সংস্কার বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ সন্দেহ রহিয়াছে, তথায় যে ছিদ্রাপিধানের জন্ত প্রকরণ হইতে উৎকর্ষ হইবে তাহা আর হইতে পারিবে না। সুতরাং সৌত্রামণীর প্রকরণে থাকিয়াই পশু-পুরোডাশযাগ বিকৃতিভূতই থাকিবে। আর যে ছিদ্রাপিধানের বিষয় বলা হইতেছে উহা অর্থবাদ; ইহা পূর্ব্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) বিবৃত হইয়াছে।

বিপ্রতিপত্তৌ তাসামাখ্যাবিকারঃ স্যাৎ ॥ ৩২ ॥

অক্ষরার্থ। "তাসাং বিপ্রতিপত্তৌ"—সেই দেবতাগুলির সম্বন্ধে বিপ্রতিপত্তি হইলে, "আখ্যাবিকারঃ স্যাৎ"—সেগুলি আখ্যাবিকার অর্থাৎ নামের একদেশ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পুরোডাশদেবতাপ্রতিপাদক শব্দগুলি পশুদেবতা-সকলেরই নামের অংশবিশেষ। কারণ, যে যে যাগে পশুদেবতার সংস্কার হয়, তথায় অন্য দেবতার উল্লেখ অনর্থক হইয়া পড়ে।

অভ্যাসো বা প্রযাজবদেকদেশোঽন্যদেবত্যঃ ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরার্থ। "বা"—যুক্ত্যন্তরসূচক, "অভ্যাসঃ"—দেবতার অভ্যাসই হইবে, "প্রযাজবৎ"—একাদশ প্রযাজে অন্য প্রযাজের ন্যায়, "একদেশঃ অন্যদেবত্যঃ"—একদেশটি দেবতান্তরবোধক।

ভাষ্যভাবার্থ। অথবা, এস্থলে পুরোডাশযাগের অভ্যাসই হইবে। আর তাহা হইলে তাহাতে পশুদেবতা এবং পুরোডাশ দুইটিরই প্রাপ্তি হইবে। তবে তথায় পশুদেবতার জন্য গ্রহরূপ অপর একটি দ্রব্য বিহিত হইয়াছে আর পুরোডাশের জন্য অন্য দেবতা উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে মূল যাগ অবিকৃত, একরূপই থাকিতেছে। তাহাতে কেবল পশুদেবতার সম্বন্ধ এবং গ্রহেরও সংসর্গ বোধিত হইতেছে মাত্র। আর যাগের অভ্যাস অর্থাৎ একাধিকবার অনুষ্ঠান না হইলে এই প্রকারে উভয়ের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। কাজেই যাগের অভ্যাস হইবে। আর পঞ্চ প্রযাজের একদেশত্বসম্পাদনের জন্য প্রযাজের অভ্যাস করিলে তাহাদের

অংশবিশেষে যেমন অন্ত দেবতার সম্বন্ধ হইয়া থাকে. সেইরূপ এস্থলেও পুরোডাশ-যাগে দেবতান্তরসম্বন্ধ হইবে। আর তাহা হইলে, দেবতান্তরের সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া প্রকরণ হইতে উৎকর্ষ করিবার প্রসঙ্গ হয়, এই প্রকার আপত্তি দেওয়া সঙ্গত হইবে না; যে হেতু, ঐ প্রযাজাভ্যাসের ন্যায় ইহাও প্রকরণস্থ হইয়াই দেবতান্তরের সহিত সম্বন্ধ হইবে। ইতি ১ম পশুপুরোডাশযাগের দেবতাসংস্কারার্থতাধিকরণ।

চরুর্হবির্বিকারঃ স্যাদিজ্যাসংযোগাৎ ॥ ৩৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "চরু"—চরুপদার্থ, "হবির্বিকারঃ স্যাৎ"—হবির্দ্রব্যের বিকার হইবে, "ইজ্যাসংযোগাৎ"—দেবতাসম্বন্ধমূলক যাগের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "সৌর্য্যং চরুং নির্ব্বপেৎ"। সৌর্য্যযাগ যে আগ্নেয়যাগের বিকার, তাহা "সামান্যাদ্ বা নিয়ম্যেত" ইত্যাদি সূত্রে নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে অপর সংশয় এই যে, চরু কাহার বিকার—ইহা কি কপালের বিকার অথবা ইহা হবির্দ্রব্যের বিকার? ইহাতে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন, "চরুঃ হবির্বিকারঃ স্যাৎ"—চরু হবির্দ্রব্যেরই বিকার হইবে। কারণ,—"ইজ্যাসংযোগাৎ"—'সৌর্য্য' এই বাক্যের তদ্ধিতপ্রত্যয়ে দেবতাসম্বন্ধ বোধিত হইয়াছে; আর যাগেরই দেবতা থাকে। সুতরাং দেবতাসম্বন্ধ হইতে যে যাগ বোধিত হইতেছে, সেই যাগের সহিত চরুর যখন প্রদেয়ত্ব সম্বন্ধ রহিয়াছে, আর হবির্দ্রব্যই যখন দেবতাকে প্রদেয়, তখন উহা হবির্দ্রব্য; সুতরাং হবির্বিকার হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রসিদ্ধগ্রহণত্বাচ্চ ॥ ৩৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "চ"—পূর্ব্বপক্ষদ্যোতক, "প্রসিদ্ধগ্রহণত্বাৎ"—প্রসিদ্ধার্থের গ্রহণ হয় বলিয়া (উহা কপালবিকার)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, 'চরু' শব্দটি যখন সারা ভারতেই স্থালী অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন সেই প্রসিদ্ধিবাধের কোনও হেতু নাই। অতএব উহা কপালবোধক হইবে অর্থাৎ 'চরু' বলিতে কপাল (মৃৎপাত্র) বুঝাইবে। সুতরাং চরু কপালেরই বিকার। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ওদনো বাঽন্নসংযোগাৎ ॥ ৩৬ ॥

অক্ষরার্থ। "ওদনঃ"—চরু অর্থ ওদন, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অন্নসংযোগাৎ"—যে হেতু, অদনীয় (ভক্ষ্য) দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, চরু বলিতে অন্নও বুঝায়। বিশেষতঃ ভক্ষ্যদ্রব্যের দ্বারা,—যে দ্রব্য ভক্ষণ করা যায়, তদ্দারাই শিষ্টগণ দেবতার যাগ করিয়া থাকেন। আর ওদনত্ব রক্ষা করিতে গেলে চরুকে হবির্বিকারই বলিতে হয়।

ন দ্ব্যর্থত্বাৎ ॥ ৩৭ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ চরুশব্দ অন্নবাচী হইবে না, "দ্ব্যর্থত্বাৎ"—কারণ, ইহাতে দ্ব্যর্থতা প্রসঙ্গ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, সিদ্ধান্তীর কথা অনুসারে চরু বলিতে স্থালী এবং অন্ন উভয়ই হয়। কিন্তু পূর্ব্বে "প্রয়োগ-চোদনাভাবাৎ অর্থৈক ত্বম্" (১৷৩৷৩০) সূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, একটি শব্দের একাধিক অর্থ গ্রহণ করা অনুচিত। সুতরাং স্থালী অর্থেই যখন চরু শব্দের প্রসিদ্ধি তখন উহা স্থালীকেই বুঝাইবে, অন্নকে বুঝাইবে না। অতএব চরু কপালেরই বিকার। আশঙ্কা।

কপালবিকারো বা বিশয়েঽর্থোপপত্তিভ্যাম্ ॥ ৩৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বিশয়ে"—এরূপ সন্দেহস্থলে, "কপালবিকারঃ"—কপালের বিকার হইবে, "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "অর্থোপপত্তিভ্যাম্"—অর্থ এবং উপপত্তি অনুসারে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বসূত্রে সিদ্ধান্তপক্ষে দোষ দেখাইয়া এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বপক্ষস্থাপনকল্পে বলিতেছেন, চরু বলিতে হবির্বিকার কি না, ইহা যখন পূর্ব্বসূত্র অনুসারে সন্দিগ্ধ হইল, তখন ইহা কপালেরই বিকার হইবে।

কারণ, এ পক্ষে অর্থ এবং উপপত্তি উভয়ই থাকে। যে হেতু, চরু কপালের বিকার হইলেও তাহা সূর্য্যেরই জন্ত; আবার কপাল না থাকিলে পাকও হইতে পারে না।

গুণমুখ্যবিশেষাচ্চ ॥ ৩৯ ॥

অক্ষরার্থ। "গুণমুখ্যবিশেষাৎ চ"— গুণ এবং মুখ্যের মধ্যে বাধ্যবাধকভাবে পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। চরু বলিতে যে এখানে কপালের বিকারই গ্রহণীয় তাহার আরও হেতু এই যে, এপক্ষে মুখ্য পদার্থটি অবাধিত থাকে। কারণ, সৌর্য্যযাগ যখন আগ্নের যাগের বিকৃতি আর আগ্নের যাগে যখন পুরোডাশই দ্রব্য, তখন এখানেও পুরোডাশই দ্রব্য। কিন্তু চরু হবির্দ্রব্য হইলে পুরোডাশের বাধ হয়। আর পুরোডাশ প্রধান এবং কপাল তাহার গুণ বা অঙ্গ বলিয়া উক্ত দুই প্রকার অর্থের কোন্‌টি বাধিত হইবে, এই প্রকার সংশয়ে গুণের বাধ হওয়াই ন্যায্য। অতএব চরু কপালেরই বিকার হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

তচ্ছ্রুতৌ চান্যহবিষ্ট্বাৎ ॥ ৪০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, চরুশব্দটি যে হবির্বিকার, তাহা "প্রাজাপত্যং ঘৃতে চরুং নির্ব্বপেৎ শতকৃষ্ণলম্" এই শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়। কারণ, এস্থলে শতকৃষ্ণলই যে হবির্দ্রব্য তাহা নির্ব্বিবাদ। সুতরাং চরুশব্দের সহিত তাহার যখন সামানাধিকরণ্য রহিয়াছে, তখন চরু হবির্দ্রব্য ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে না। সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যভাবার্থ। চরু শব্দ যে হবির্দ্রব্যেরই বাচক, তাহা "মারুতং চরুং নির্ব্বপেৎ পৃশ্নীনাং প্রৈয়ঙ্গবম্" এই শ্রুতিবাক্যের জ্ঞাপকতা হইতেও নিরূপিত হয়। কারণ, এখানে 'প্রিয়ঙ্গুর' বিকার চরু কর্ত্তব্য, বলা হইয়াছে অর্থাৎ

প্রিয়ঙ্গু দ্বারা চরু করিতে বলা হইয়াছে। আর প্রিয়ঙ্গু ব্রীহির ন্যায় শস্যবিশেষ। আর শস্য পাক করিয়া যাহা হয় তাহা অন্নজাতীয়ই হইয়া থাকে। অতএব চরু যে অন্নজাতীয় তাহা উদ্ধৃত শ্রুতিটির জ্ঞাপকতা হইতে নিরূপিত হয়। আর তাহা হইলে চরু হবির্দ্রব্যেরই বিকার হইয়া থাকে।

ওদনো বা প্রযুক্তত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

অক্ষরার্থ। "ওদনঃ"—ওদন অর্থাৎ অন্ন (চরুশব্দের অর্থ), "প্রযুক্তত্বাৎ— তদ্ধিত প্রয়োগ রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী আরও বলিতেছেন, এস্থলে পুরোডাশ দ্রব্য হইতে পারে না, কারণ, চরু তৎপূর্ব্বে শ্রুতিবোধিত—উহা উৎপন্নশিষ্ট। যেহেতু, উৎপত্তিবিধি দ্বারা কর্ম্মস্বরূপ অবগত হইবার পর অতিদেশের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সুতরাং তৎপূর্ব্বে তদ্ধিতসহযোগে দেবতাসম্প্রদানক দ্রব্য সিদ্ধ হইলে পুনরায় দ্রব্যান্তরের প্রাপ্তি হইতে পারে না, কারণ, তাহা অনাকাঙ্ক্ষিত। অতএব ওদনীয় চরুই এখানে হবিঃ।

অপূর্ব্বব্যপদেশাচ্চ ॥ ৪৩ ॥

অক্ষরার্থ। "অপূর্ব্বব্যপদেশাৎ চ"—অপূর্ব্বের উল্লেখ আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। সৌর্য্যযাগীয় চরু যে হবির্দ্রব্যের বিকার তাহার আরও কারণ এই যে, চরু হইতে স্বতন্ত্রভাবে অপূর্ব্ব হয়, এইরূপ উল্লেখ আছে। কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন "পুরোডাশেন বৈ দেবা অস্মিঁল্লোকে আর্ধ্নুবংশ্চরুণামুষ্মিঁল্লোকে," অর্থাৎ দেবগণ পুরোডাশের দ্বারা ইহলোকে এবং চরু দ্বারা পরলোকে ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চরু যদি স্থালীবোধক হয় তাহা হইলে তাহা কপালকেই বুঝাইবে। আর তাহা হইলে যে পক্ষে পুরোডাশ সেইপক্ষেই চরু হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে "পুরোডাশের দ্বারা ইহলোকে এবং চরু দ্বারা ইহলোকে ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল" এইরূপ অর্থ হয়। অথচ শ্রুতি বলিতেছেন "চরু দ্বারা পরলোকে ঋদ্ধি হইয়াছিল"। সুতরাং চরু যদি পুরোডাশ হইতে ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে এই যে অন্তবৎ উল্লেখ ইহা অনর্থক হইয়া পড়ে।

তথাচ লিঙ্গদর্শনম্ ॥ ৪৪ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "লিঙ্গদর্শনং চ"—লিঙ্গদর্শনও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। চরু যে হবির্বিকার এবং তাহা যে পুরোডাশ হইতে ভিন্নপ্রকার ওদন জাতীয়, তাহা শ্রুতির জ্ঞাপকতা হইতেও নিরূপিত হয়। কারণ, "আদিত্যঃ প্রায়ণীয়শ্চরুঃ" এই প্রায়ণীয়চরুবিধির সমীপে "চতুর আজ্যভাগান্ যজতি" এইরূপে আজ্যভাগ বিধান করিয়া অনুবাদরূপে শ্রুতি বলিতেছেন "অদিতিম্ ওদনেন" অর্থাৎ ওদনের দ্বারা অদিতির যাগ কর্ত্তব্য। সুতরাং চরু যে ওদন তাহা এই বাক্য পর্য্যালোচনায় জানা যায়। আরও "যদি তণ্ডুলং বিন্তেত আমং তদ্ধবিঃ স্যাৎ" অর্থাৎ "যদি তাহার মধ্যে তণ্ডুল (অপক্ব অবস্থায়) থাকিয়া যায় তাহা হইলে সেই হবিঃ আম হইবে" এই প্রকার নির্দ্দেশ থাকায়ও জানা যায় যে, চরু তণ্ডুলসাধ্যহবির্বিকার ইতি ১০ম চরুশব্দের ওদনবাচিত্বাধিকরণ।

স কপালে প্রকৃত্যা স্যাদন্যস্য চাশ্রুতিত্বাৎ ॥ ৪৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সঃ"—সেই চরু, "কপালে স্যাৎ"—কপালে পাচ্য হইবে, "প্রকৃত্যা"—প্রকৃতিযাগ অনুসারে, "অন্যস্য চ অশ্রুতিত্বাৎ"—যেহেতু, অন্য পাত্র শ্রুতিবোধিত নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যে চরু উহা কি কপালে পাক করিতে হইবে, অথবা উহা কটাহাদি অন্য যে কোন দ্রব্যে পাক করিতে হইবে, কিংবা উহা উপযুক্ত স্থালীতেই পাক করিতে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, প্রকৃতিভূত আগ্নেয়যাগে যখন হবির্দ্রব্য কপালেই পাক করা হয়, তখন "প্রকৃতিবদ্ বিকৃতিঃ" এই নিয়ম অনুসারে সৌর্য্য চরুও কপালেই পক্তব্য; বিশেষতঃ এখানে যখন অন্য কোন পাকপাত্রের উল্লেখ নাই। আর প্রকৃতিযাগ অনুসারে তাহা অনেকগুলি কপালেই পক্তব্য। ইতি ১ম পূর্ব্বপক্ষ।

একস্মিন্ বা বিপ্রতিষেধাৎ ॥ ৪৬ ॥

অক্ষরার্থ। "একস্মিন্ বা"—একটি কপালেই পক্তব্য, "বিপ্রতিষেধাৎ"—বিরোধ হয় বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর একবাদী বলিতেছেন, প্রকৃতিযাগে পুরোডাশ আছে, সুতরাং তাহা আটটি কপালে পাক করা যায়। কিন্তু চরু একাধিক কপালে পাক করা অসম্ভব। কাজেই প্রকৃতিযাগ অনুসারে চরু কপালেই পক্তব্য বটে, তবে তাহার সংখ্যাটি বাধিত হইবে। সুতরাং আটটির বদলে একটিমাত্র কপালেই চরুর পাক হইবে। ইতি ২য় পূর্ব্বপক্ষ।

ন বাঽর্থান্তরসংযোগাদপূপে পাকসংযুক্তং ধারণার্থং চরৌ ভবতি তত্রার্থাৎ পাত্রলাভঃ স্যাদনিয়মোঽবিশেষাৎ ॥ ৪৭॥

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "ন"—চরু কপালে পক্তব্য নহে, "অপূপে অর্থান্তরসংযোগাৎ"—পুরোডাশ রূপ অপূপে অর্থাৎ পিষ্টকে অগ্নিতপ্ত জলগত অন্তরুষ্মা ছাড়া অন্যপ্রকারে উষ্মার (উত্তাপের) সংযোগ আবশ্যক বলিয়া, "চরৌ"—চরুতে, "পাকসংযুক্ত ধারণার্থং ভবতি" —পাকনিষ্পাদক অগ্নিতপ্ত জলগত উষ্মা ধারণ করিতে পারে এমন পাত্র আবশ্যক, "তত্র অর্থাৎ পাত্রলাভঃ"—(সুতরাং) তাহার জন্য অর্থাপত্তি বলে তদুপযুক্ত পাত্রই গ্রহীতব্য হয়, "অনিয়মঃ"—আর সেই যে পাত্র তাহার কোন নিয়ম বা ব্যবস্থিতত্ব নাই, "অবিশেষত্বৎ"—যেহেতু, বিশেষত্বের কোন কারণ নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর একবাদী বলিতেছেন, চরু কপালে শ্রপণীয় হইতে পারে না ; কারণ, পুরোডাশ অপূপ অর্থাৎ পিষ্টকজাতীয় দ্রব্য, তাহা পাক করিবার পাত্র জলধারণের অনুপযুক্ত কপালই হইয়া থাকে। কিন্তু চরু জল বা তজ্জাতীয় দুগ্ধ পাত্রে স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা অগ্নিসংযুক্ত করত তদ্গত উষ্মা বা উত্তাপের দ্বারা বিক্লিন্ন করিয়া পাক করিতে হয় ; ইহা কিন্তু কপালে সম্ভব হয় না ; কিন্তু তাহা গভীরমধ্য স্থালী, কটাহাদি পাত্রেই সম্ভব। আর তদ্বিষয়ক বিশেষ ব্যবস্থার কোন কারণ নাই বলিয়া চরুপাকের সেই যে পাত্র তাহা স্থালীও হইতে পারে কিংবা কটাহও হইতে পারে। ইতি ৩য় পূর্ব্বপক্ষ।

চরৌ বা লিঙ্গদর্শনাৎ ॥ ৪৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "চরৌ"—স্থালীতেই পাক হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবর্ত্তক, "লিঙ্গদর্শনাৎ"—যেহেতু, তাদৃশ লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, তৃতীয় বাদীর যুক্তি অনুসারে চরু কপালে শ্রপণীয় হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহা কটাহে পাক করা হইবে তাহাও ঠিক নহে। কারণ, "যাসু স্থালীষু সোমাঃ স্যুস্তে চরবঃ স্যুঃ" অর্থাৎ "যে সমস্ত স্থালীতে সোম থাকে তাহাই চরু হইবে" এই বাক্যের জ্ঞাপকতা হইতে সিদ্ধ হয় যে, একমাত্র স্থালীই চরু পাকের পাত্র। অতএব স্থালীতেই চরু শ্রপণীয়। ইতি ১১শ স্থালীতেই সৌর্য্যচরুর পাককর্ত্তব্যতাধিকরণ।

তস্মিন্ পেষণমনর্থলোপাৎ স্যাৎ ॥ ৪৯ ॥ (পূঃ)

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যে সৌর্য্যচরু উহাতে পেষণ কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, যাহার অর্থলোপ হয়, প্রয়োজন না থাকে সেই সমস্ত প্রাকৃত ধর্ম্মেরই বাধ হয়। সুতরাং প্রাকৃত পুরোডাশের তণ্ডুলে যখন পেষণ রহিয়াছে, আর সেই পেষণ চরুর তণ্ডুলে করিলে যখন অর্থের লোপ হয় না তখন "তস্মিন্"—সেই চরুতে, "পেষণং স্যাৎ"—পেষণ কর্ত্তব্য হইবে, "অনর্থলোপাৎ"—যেহেতু ইহাতে অর্থলোপ হয় না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অক্রিয়া বা অপূর্ব্বহেতুত্বাৎ ॥ ৫০ ॥ (সিঃ)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "অক্রিয়া বা"—চরুর তণ্ডুলে পেষণ কর্ত্তব্য হইবে না; "অপূপহেতুত্বাৎ"—কারণ, অপূপ করিবার জন্যই পেষণ করা হয়, যেহেতু, তণ্ডুল পিষ্ট না করিলে অপূপ প্রস্তুত করা যায় না। কিন্তু পেষণ না হইলে যে চরুপাক হয় না তাহা নহে। অতএব অর্থলোপ হইতেছে বলিয়া চরুতে পেষণ কর্ত্তব্য নহে। ইতি ১২শ সৌর্য্যচরুতে পেষণাভাবাধিকরণ।

পিণ্ডার্থত্বাচ্চ সংযবনম্ ॥ ৫১ ॥ (সিঃ)

ভাষ্যভাবার্থ। আগ্নেয় পুরোডাশ প্রকরণে শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "প্রণীতাভির্হবীংষি সংযৌতি" অর্থাৎ প্রণীতা জলের দ্বারা হবির সংযবন

(জল মিশ্রণপূর্ব্বক কর্দ্দমবৎকরণ) কর্ত্তব্য। বিকৃতিভূত সৌর্য্যযাগে ঐ সংযবন কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, প্রাকৃত ধর্ম্ম বিকৃতিযাগে অনুষ্ঠেয় বলিয়া এ স্থলে সংযবন কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "পিণ্ডার্থত্বাৎ সংযবনং চ"—সংযবন করিবার উদ্দেশ্য পিণ্ড করা; পিণ্ড চরুতে অনাবশ্যক; সুতরাং অর্থলোপহেতু চরুতে সংযবন অকর্ত্তব্য। ইতি ১৩শ সৌর্য্যচরুতে সংযবনাভাবাধিকরণ।

সংবপনঞ্চ তাদর্থ্যাৎ ॥ ৫২ ॥ (সিঃ)

ভাষ্যভাবার্থ। প্রকৃতিভূত বিকৃতিযাগে যে 'সংবপন' করা হয় সৌর্য্যচরুতে তাহা কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, প্রাকৃত ধর্ম্ম বিকৃতিতে অনুষ্ঠেয় বলিয়া এস্থলেও সংবপন কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "সংবপনং চ"—সংবপনও কর্ত্তব্য নহে; কারণ, "তাদর্থ্যাৎ"—সেই সংযবনসম্পাদনরূপ প্রয়োজনেই পিষ্টতণ্ডুলকে সংবপন অর্থাৎ উদকমিশ্রণের জন্য পাত্রে প্রক্ষেপ করিতে হয়। অতএব চরুতে যখন সংযবন নাই, তখন অর্থলোপ বশতঃ সংবপনেরও লোপ হইবে। ইতি ১৪শ সৌর্য্যচরুতে সংবপনাভাবাধিকরণ।

সন্তাপনমধঃশ্রপণাৎ ॥ ৫৩ ॥ (সিঃ)

ভাষ্যভাবার্থ। সৌর্য্যচরুতে সন্তাপন কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, চরুতে সন্তাপন কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, চরুতে সন্তাপন কর্ত্তব্য নহে; কারণ "অধঃশ্রপণাৎ"—সন্তাপন অর্থ অঙ্গারের দ্বারা কপাল তপ্ত করা; আর অধঃপাকের জন্যই তাহা করা হয়। চরুতে অধঃপাক অনাবশ্যক। অতএব অর্থলোপ হেতু সন্তাপন অকর্ত্তব্য। ইতি ১৫শ সৌর্য্যচরুতে সন্তাপনাভাবাধিকরণ।

উপধানঞ্চ তাদর্থ্যাৎ ॥ ৫৪ ॥ (সিঃ)

ভাষ্যভাবার্থ। সৌর্য্যচরুতে কপালোপধান কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অবলম্বনে পূর্ব্বপক্ষবাদী] বলিতেছেন, চরুতে কপালোপধান কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "উপধানং চ"—চরুতে কপাল-উপধানও কর্ত্তব্য নহে; কারণ, "তাদর্থ্যাৎ"—সেই অধঃপাকরূপ প্রয়োজনের

জন্তই অঙ্গারের উপর কপাল স্থাপনরূপ উপধান করা হয়। চরুতে তাহা অনাবশ্যক। ইতি ১৬শ সৌর্য্যচরুতে উপধানাভাবাধিকরণ।

পৃথুশ্লক্ষ্ণে বানপূপত্বাৎ ॥ ৫৫ ॥ (সিঃ)

ভাষ্যভাবার্থ। সৌর্য্যচরুতে পৃথ্‌করণ এবং শ্লক্ষীকরণ কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন উহা কর্ত্তব্য। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সৌর্য্যচরুতে পৃথ্‌করণ ও শ্লক্ষীকরণ অনাবশ্যক। কারণ, হাত দিয়া চ্যাপ্‌টা করিয়া দেওয়াই পৃথ্‌করণ ; আর মার্জ্জনা করিয়া মসৃণ করিয়া দেওয়াই শ্লক্ষীকরণ। এই দুইটি অপূপেই (পিষ্টকেই) আবশ্যক। অতএব "পৃথ্‌শ্লক্ষ্ণে"—পৃথ্‌ ও শ্লক্ষ্ণ করা অনাবশ্যক ; কারণ, "অনপূপত্বাৎ"—চরু পিষ্টক নহে। ইতি ১৭শ সৌর্য্যচরুতে পৃথ্‌শ্লক্ষ্ণাভাবাধিকরণ।

অভ্যূহশ্চোপরিপাকার্থত্বাৎ ॥ ৫৬ ॥ (সিঃ)

ভাষ্যভাবার্থ। সৌর্য্যচরুতে 'অভ্যূহ' কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন উহা কর্ত্তব্য। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "অভ্যূহঃ চ"—অভ্যূহও কর্ত্তব্য নহে ; কারণ, "উপরিপাকার্থত্বাৎ"—অভ্যূহ অর্থ উপরে অঙ্গার চাপা দেওয়া। আর উপরের অংশটির পাকের জন্তই ঐরূপ করা হয়। চরুতে উহা অনাবশ্যক। অতএব অভ্যূহ কর্ত্তব্য নহে। ইতি ১৮শ সৌর্য্যচরুতে অভ্যূহাভাবাধিকরণ।

তথাঽবজ্বলনম্ ॥ ৫৭ ॥ (সিঃ)

ভাষ্যভাবার্থ। সৌর্য্যচরুতে অবজ্বলন কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এস্থলেও অবজ্বলন কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "তথা অবজ্বলনম্"—সৌর্য্যচরুতে অবজ্বলনও কর্ত্তব্য নহে। কারণ অবজ্বলন অর্থ এক গোছা কুশ জ্বালাইয়া উপরে ধারণ করা। উপরিভাগের পাকের জন্তই এরূপ করা হয়। চরুতে ইহা অনাবশ্যক। অতএব সৌর্য্যচরুতে অবজ্বলন অকর্ত্তব্য। ইতি ১৯শ সৌর্য্যচরুতে অবজ্বলনাভাবাধিকরণ।

ব্যুদ্ধৃত্যাসাদনঞ্চ প্রকৃতাবশ্রুতিত্বাৎ ॥ ৫৮ ॥ (সিঃ)

ভাষ্যভাবার্থ। প্রকৃতিযাগীয় পুরোডাশকে কপাল হইতে উদ্ধৃত করিয়া বেদিমধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহা সৌর্য্যচরুতে কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ইহা যখন প্রাকৃতধর্ম্ম তখন উহা বিকৃতিতে অবশ্য অনুষ্ঠেয়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "ব্যুদ্ধৃত্য আসাদনং চ"—ঐ যে উদ্ধৃত করিয়া রাখা উহা সৌর্য্যচরুতে কর্ত্তব্য নহে। কারণ, "প্রকৃতৌ অশ্রুতিত্বাৎ" —প্রকৃতিযাগে উহা শ্রুতিবচনের দ্বারা বিহিত হয় নাই ; কিন্তু অর্থাপত্তি অনুসারে ঐরূপ করা হয়। আর যাহা অর্থাপত্তিলভ্য, বিকৃতিতে তাহার অতিদেশ হয় না। ইতি ২০শ সৌর্য্যচরুতে ব্যুদ্ধৃত্যাসাদনাভাবাধিকরণ।

ইতি দশম অধ্যায়ের প্রথম পাদ।

অথ দশমেঽধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

কৃষ্ণলেষ্বর্থলোপাদপাকঃ স্যাৎ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "কৃষ্ণলেষু"—কৃষ্ণলে, "অর্থ-লোপাৎ"—অর্থলোপ হয় বলিয়া। "অপাকঃ স্যাৎ"—পাক হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে—"প্রাজাপত্যং চরুং নির্ব্বপেচ্ছতকৃষ্ণলম্"। এই যে কৃষ্ণলচরু, ইহার পাক কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "কৃষ্ণলেষু অপাকঃ স্যাৎ"—কৃষ্ণলে পাক হইবে না। কারণ "অর্থলোপাৎ—পাকের প্রয়োজন বিক্লিত্তিসাধন ; কৃষ্ণলে তাহা সম্ভব নহে, যেহেতু, স্বুবর্ণনির্ম্মিত মাষকড়াই সদৃশ বস্তুরই নাম কৃষ্ণল। তাহা তণ্ডুলাদির চরুভাবাপত্তির ন্যায় বিক্লিন্ন হয় না। অতএব এস্থলে পাক অতিদেশতঃ প্রাপ্ত হইলেও তাহার বাধই হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

স্যাদ্বা প্রত্যক্ষশিষ্টত্বাৎ প্রদানবৎ ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ কৃষ্ণলে পাক কর্ত্তব্য হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রত্যক্ষশিষ্টত্বাৎ"—প্রত্যক্ষবচনের দ্বারা বিহিত বলিয়া, "প্রদানবৎ"—প্রদানের ন্যায়। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, কৃষ্ণল ভক্ষ্যদ্রব্য না হইলেও তাহা যেমন দেবতার উদ্দেশ্যে চরুরূপে প্রদত্ত হয়, সেইরূপ পাকও এস্থলে কর্ত্তব্য হইবে। কারণ "ঘৃতে শ্রপয়তি" অর্থাৎ "ঘৃতে কৃষ্ণল পাক করিবে" এই বিশেষ বচনের দ্বারা পাক বিহিত হইয়াছে বলিয়া, ইহা অতিদেশতঃ প্রাপ্ত নহে ; কাজেই ইহার বাধ অর্থাৎ লোপ হইতে পারে না। এই পাকের ফলে কেবলমাত্র অদৃষ্ট বা অপূর্ব্ব হইবে। ইতি ১ম কৃষ্ণলচরুতে পাকানুষ্ঠানাধিকরণ।

উপস্তরণাভিঘারণয়োরমৃতার্থত্বাদকর্ম্ম স্যাৎ ॥ ৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "উপস্তরণাভিঘারণয়োঃ অকর্ম্ম স্যাৎ"—উপস্তরণ

এবং অভিঘারণ অকর্ত্তব্য হইবে, "অমৃতার্থত্বাৎ"—যেহেতু, তাহা অমৃতার্থ অর্থাৎ স্বাদিমা (স্বাদুতা) সম্পাদনের জন্য।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রকৃতিযাগীয় চরুতে উপস্তরণ এবং অভিঘারণ করিতে হয়। ইহা "যদুপস্তৃণাত্যভিঘারয়তি অমৃতাহুতিমেবৈনাং করোতি" অর্থাৎ "এই যে উপস্তরণ এবং অভিঘারণ করা হয়, ইহাতে এই আহুতিকে অমৃত করিয়া দেওয়া হয়—এই শ্রুতিবাক্যে বোধিত হইয়াছে। কৃষ্ণল-চরুর বেলায় এই উপস্তরণ এবং অভিঘারণ কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন, উপস্তরণ এবং অভিঘারণ কৃষ্ণলচরুর বেলায় কর্ত্তব্য নহে। কারণ "অমৃতাহুতিমেবৈনাং করোতি" এই বাক্যে অমৃতের সহিত উপমা থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে উহার ফলে চরুতে অমৃতের ন্যায় স্বাদুতা সম্পাদিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণলচরু ভক্ষ্যদ্রব্য নহে। কাজেই তাহার স্বাদুতাদি থাকিতে পারে না। অতএব অর্থলোপ হইতেছে বলিয়া উহা কর্ত্তব্য নহে।

ক্রিয়েত বা্থর্থবাদত্বাৎ তয়োঃ সংসর্গহেতুত্বাৎ ॥ ৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ক্রিয়েত"—উহা করিতে হইবে, "বা"—পক্ষ-পরিবর্ত্তনসূচক, "অর্থবাদত্বাৎ"—যে হেতু, অমৃতত্বশ্রুতি অর্থবাদ, "তয়োঃ সংসর্গহেতুত্বাৎ"—ঐ দুইটির সংশ্লিষ্টতার জন্যই অনুষ্ঠান।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, চরুরূপ হবির্দ্রব্যের সহিত যাহাতে আজ্য সংশ্লিষ্ট হয় এই জন্যই উপস্তরণ ও অভিঘারণ করা। একারণে ঐ যে অমৃতত্বশ্রুতি উহা অর্থবাদ। কাজেই কৃষ্ণলেও হবিঃসংশ্লেষ যখন সম্ভব, তখন তাহাতে উহা কর্ত্তব্য না হইবে কেন? অতএব কৃষ্ণলচরুতেও উপস্তরণ এবং অভিঘারণ কর্ত্তব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অকর্ম্ম বা চতুর্ভিরাপ্তিবচনাৎ সহ পূর্ণং পুনশ্চতুরবত্তম্ ॥৫॥ (উঃ)

অক্ষরার্থ। "অকর্ম্ম"—কর্ত্তব্য হইবে না, "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবর্ত্তক, "চতুর্ভিঃ আপ্তিবচনাৎ"—চারিটিতে প্রাপ্তি হয় বলা হইয়াছে

বলিয়া, "সহ"—উপস্তরণ অভিঘারণের সহিত, "পুনঃ"—পুনরায়, "চতুরবত্তং পূর্ণং স্যাৎ"—চতুরবত্ত পূর্ণ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, উপস্তরণ এবং অভিঘারণ কৃষ্ণলে কর্ত্তব্য হইবে না। কারণ, চারিটি যে অবদান করিতে হয়, এক একটি কৃষ্ণল সেই চারিটি অবদানের এক একটির স্থানাপন্ন। ইহা "চত্বারি কৃষ্ণলান্যবত্তি চতুরবত্তস্যাপ্ত্যৈ" অর্থাৎ "চতুরবত্তের প্রাপ্তির জন্য চারিটি কৃষ্ণলে চারিটি অবদান হইবে" এই বচনে বোধিত হইয়াছে। আর প্রকৃতিযাগীয় উপস্তরণ অভিঘারণ যদি কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে তাহাতেই চতুরবত্ত পূর্ণ হইয়া যায় বলিয়া এস্থলে চতুরবত্তের ঐ প্রাপ্তিবচন অনর্থক হইয়া পড়ে। কারণ, অপ্রাপ্তেরই প্রাপ্তি-নির্দ্দেশ যুক্তিযুক্ত। উপস্তরণ অভিঘারণ না করিলে চতুরবত্ত অপূর্ণ থাকিয়া যায় বলিয়াই শ্রুতি উক্ত বচনে জানাইয়া দিতেছেন যে, উহা না করিলেও চতুরবত্ত সিদ্ধ হইবে। ইতি সিদ্ধান্তপক্ষীয় উত্তর।

ক্রিয়া বা মুখ্যাবদানপরিমাণাৎ সামান্যাৎ তদ্গুণত্বম্ ॥৬॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ক্রিয়া"—উপস্তরণ অভিঘারণ কর্ত্তব্য, "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "মুখ্যাবদানপরিমাণাৎ"—মুখ্য অবদানের পরিমাণ আছে বলিয়া, "সামান্যাৎ"—সাদৃশ্য অনুসারে, "তদ্গুণত্বম্"—তাহা অর্থাৎ সেই পরিমাণ দ্রব্যের গুণস্বরূপে উল্লিখিত হইল।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, উপস্তরণ এবং অভিঘারণ কর্ত্তব্য হইবে। কারণ, "চত্বারি কৃষ্ণলানি অবত্তি চতুররবত্তস্যাপ্ত্যৈ" এই বচনে অবদানের পরিমাণাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করা হইয়াছে। কারণ, প্রকৃতিযাগে এক একটি অবদান অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্র হইয়া থাকে; সুতরাং এই বিকৃতিযাগেও অবদানের পরিমাণ কিরূপ হইবে, এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা হয়; আর উক্ত বচনে ঐ আকাঙ্ক্ষার পূরণ করা হইয়াছে। সুতরাং উহা দ্বারা উপস্তরণাভিঘারণের অপ্রাপ্তিজন্য ন্যূনতার পরিহার হয় নাই।

তেষাং চৈকাবদানত্বাৎ ॥৭॥

অক্ষরার্থ। "তেষাম্ একাবদানত্বাৎ চ"—ঐ চারিটি মিলিয়া একটি অবদান হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আরও বলিতেছেন, চারিটি কৃষ্ণলকে যে একাবদান বলা হইয়াছে, ইহাই বা সিদ্ধান্তপক্ষে সঙ্গত হয় কিরূপে ?

আপ্তিঃ সংখ্যাসামান্যাৎ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। "আপ্তিঃ"—আপ্তিবিষয়ক বচন, "সংখ্যাসামান্যাৎ"—সংখ্যার সাদৃশ্য অনুসারে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী যদি বলেন, চারিটিতে একাবদান হইলে উক্ত আপ্তি বচনের উপপত্তি হয় কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন, "সংখ্যাসামান্যাৎ"—চতুরবদানে এবং চারিটি কৃষ্ণলে সমান সংখ্যা রহিয়াছে বলিয়া উহা স্তুতিবাদ মাত্র। যেমন প্রাতঃসবনের বৈশ্বদেবের সংস্তুতিতে তদীয় অন্য সবনের নিবৃত্তি হয় না—সেইরূপ এস্থলেও স্তুতিভূত আপ্তি বচনের দ্বারা উপস্তরণাভিঘারণের নিবৃত্তি হইতে পারে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষীর শঙ্কা।

সতো স্বাপ্তিবচনং ব্যর্থম্ ॥৯॥

অক্ষরার্থ। "সতোঃ"—ঐ দুইটি বিদ্যমানে, "তু"—আশঙ্কার্থক, "আপ্তিবচনম্ ব্যর্থম্"—আপ্তিবচন অনর্থক।

ভাষ্যভাবার্থ। যেমন—যে ব্যক্তি বশিষ্ঠ গোত্রীয় নহে, তাহাকে 'বাশিষ্ঠ' বলিলে প্রশংসা করা হয়,—সেইরূপ উপস্তরণ অভিঘারণ না থাকিলে আপ্তি বচনের দ্বারা তাহার প্রশংসা করা হয়। কিন্তু বিদ্যমান স্থলে ঐ প্রকার নির্দ্দেশের কোনও সার্থকতা নাই। অতএব পূর্ব্বপক্ষীর উক্তি সঙ্গত নহে। ইতি পূর্ব্বপক্ষে আপত্তি।

বিকল্পস্ত্বেকাবদানত্বাৎ ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ। "বিকল্পঃ"—বিকল্প হইবে, "তু"—শঙ্কাব্যাবর্ত্তক, "একাবদানত্বাৎ"—একাবদান বচন রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী উক্ত শঙ্কার পরিহারকল্পে বলিতেছেন—সিদ্ধান্তীর মতে যেমন 'আপ্তিবচন' উপস্তরণাভিঘারণের নিবৃত্তির জ্ঞাপক, অস্মৎপক্ষে সেইরূপ একাবদানত্ববিষয়ক বচন উহার অনিবৃত্তির জ্ঞাপক। সুতরাং উভয় লিঙ্গ তুল্যবল বলিয়া একতরপক্ষ অনির্ণীত থাকিবে। আর তাহা হইলে উপস্তরণাভিঘারণের নিবৃত্তি অনিবৃত্তির বিকল্পই হইবে।

সর্ব্ববিকারে ত্বভ্যাসানর্থক্যং হবিষো হীতরস্য স্যাদপি বা স্বিষ্টকৃতঃ স্যাদিতরস্যান্যায্যত্বাৎ ॥ ১১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সর্ব্ববিকারে"—সকলের অর্থাৎ চতুরবদানের বিকার হইলে, "তু"—পক্ষব্যাবর্ত্তক, "অভ্যাসানর্থক্যম্"—হবির্গ্রহণের অভ্যাস অর্থাৎ পৌনঃপুন্য অনর্থক হয়, "হি"—যে হেতু, "ইতরস্য হবিষঃ"—অন্য হবিঃ গ্রহণের জন্য, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ অভ্যাস হইবে, "অপি বা"—আশঙ্কার্থক, "স্বিষ্টকৃতঃ"—স্বিষ্টকৃৎ-দেবতার হবির জন্য, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ অভ্যাস হইবে, "ইতরস্য অন্যায্যত্বাৎ"—ইহা অন্যায্য।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বসূত্রে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছেন যে, উভয়ের যুক্তিসাম্য রহিয়াছে বলিয়া না হয় বিকল্পই হইবে। এক্ষণে সিদ্ধান্তপক্ষে দোষ দেখাইয়া পূর্ব্বকথিত বিকল্পপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বপক্ষেরই ঐকান্তিকতা দেখাইতেছেন। সিদ্ধান্তপক্ষ স্বীকার করিলে কৃষলে চতুরবত্তের স্থানে একাবদান কার্য্যই করিতে হয়। কিন্তু ইহাতে "চত্বারি চত্বারি কৃষলান্যবত্ততি" অর্থাৎ "চারিটি চারিটি কৃষলের অবদান করিবে" এই বাক্যে যে 'চতুর্' শব্দের অভ্যাস রহিয়াছে, যাহা দ্বারা হবিঃ প্রদানেরই জন্য বুঝাইতেছে তাহা সিদ্ধান্তপক্ষে খাটে-না, তাহা অনর্থক হয়। কারণ, সিদ্ধান্তপক্ষে দ্বিতীয় অবদান নাই; যে হেতু, চতুরবত্ত হবিঃপ্রদান একবার মাত্র; কারণ, একাবদান চতুরবত্তের স্থানাপন্ন। সিদ্ধান্তী যদি বলেন, স্বিষ্টকৃৎ-হবিঃপ্রদানও কর্ত্তব্য বলিয়া তাহা লইয়া হবিঃপ্রদান একাধিকবারই হইতেছে; সুতরাং অভ্যাসের কোন অনুপপত্তি নাই। কিন্তু ইহাও সঙ্গত নহে; কারণ, ইহা প্রধানের প্রকরণ; সুতরাং প্রধানপ্রদানেই অভ্যাস বুঝাইতেছে। তাহা পরিত্যাগ করিয়া অপ্রধান স্বিষ্টকৃৎ প্রদানের দ্বারা উপপত্তি দেখান সঙ্গত হইবে না। পক্ষান্তরে অস্মৎপক্ষে অভ্যাসের অসঙ্গতি নাই; কারণ, অভ্যস্ত চতুঃশব্দটি দ্বিতীয়াদি

অবদানের পরিমাণ নির্দ্দেশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব অস্মৎপক্ষই নির্দ্দোষ বলিয়া অস্মন্মতানুসারে উপস্তরণ এবং অভিঘারণ কর্ত্তব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

অকর্ম্ম বা সংসর্গার্থনিবৃত্তিত্বাৎ তস্মাদাপ্তিসমর্থত্বম্ ॥ ১২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "অকর্ম্ম"—উপস্তরণাভিঘারণ অকর্ত্তব্য, "সংসর্গার্থনিবৃত্তিত্বাৎ"—সংসৃষ্ট পদার্থের নিবৃত্তির জন্য (অনুষ্ঠিত হয়) বলিয়া, "তস্মাৎ"—অতএব, "আপ্তিসমর্থত্বম্"—আপ্তি দ্বারা সমর্থত্ব অর্থাৎ প্রশংসা (হইয়াছে)। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, কৃষ্ণলে উপস্তরণাভিঘারণ কর্ত্তব্য হইবে না। কারণ, উপস্তরণ অর্থাৎ হবনপাত্র যে স্রুক্, তাহাতে ঘৃত দিয়া স্নিগ্ধ করা; ইহা করিলে হবনীয় দ্রব্য (পুরোডাশ, চরু প্রভৃতি) তাহাতে সংশ্লিষ্ট হইবে না। আর অভিঘারণ অর্থ অবদান পূর্ব্বক গৃহীত পুরোডাশাদিতে ঘৃত নিক্ষেপ; ইহা করিলে পুরোডাশাদির অংশগুলি বিচ্ছিন্ন না থাকিয়া পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইবে। আর এইরূপ করিবার ফলে সমগ্র হবিঃ অগ্নিতে পড়িয়া যাইবে। ইহাই উহার দৃষ্ট প্রয়োজন। এই দুইটি প্রয়োজনই কৃষ্ণলে অনাবশ্যক। কারণ, সুবর্ণখণ্ডাত্মক কৃষ্ণলে ঐ দুইটিরই সম্ভাবনা নাই। কাজেই অর্থলোপ হইতেছে বলিয়া এ স্থলে উপস্তরণাভিঘারণ অকর্ত্তব্য। সুতরাং ইহাই যখন নির্দ্দোষ সিদ্ধান্ত, তখন আপ্তিবচনকে অগত্যা অর্থবাদ—স্তুত্যর্থক না বলিয়া উপায় নাই। ইতি ২য় কৃষ্ণলে উপস্তরণাভিঘারণের অভাবাধিকরণ।

ভক্ষাণাম্ভু প্রীত্যর্থত্বাদকর্ম্ম স্যাৎ ॥ ১৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ভক্ষাণাং"—ভক্ষগুলি, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "প্রীত্যর্থত্বাৎ"—প্রীতিসম্পাদনের জন্য বলিয়া, "অকর্ম্ম স্যাৎ"—অকর্ত্তব্য হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রকৃতিযাগে যেমন ইড়া প্রাশিত্রাদির ভক্ষণ আছে, কৃষ্ণলচরুতে সেইরূপ ভক্ষণ আছে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "ভক্ষাণাম্ অকর্ম্ম স্যাৎ"—কৃষ্ণলের ভক্ষণ কর্ত্তব্য নহে; কারণ, "প্রীত্যর্থত্বাৎ"—ভক্ষণ প্রীতিসম্পাদনের জন্ত। আর সুবর্ণখণ্ড চিবাইয়া কোনও প্রীতিই হইবে না। অধিকন্ত দাঁত ভাঙ্গিবে। অতএব অর্থলোপ হইতেছে বলিয়া এখানে ভক্ষণ অকর্ত্তব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

স্যাদ্ বা নির্ধানদর্শনাৎ ॥ ১৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ কৃষ্ণলে ভক্ষণ কর্ত্তব্য হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "নির্ধানদর্শনাৎ"—নির্ধান (নির্+ধে+অনট্) অর্থাৎ চোষণরূপ পান করা দৃষ্ট হয় বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, কৃষ্ণলেও শেষভক্ষণ কর্ত্তব্য। কারণ, "চুশ্চুষাকারং ভক্ষয়ন্তি নির্ধয়ন্তো ভক্ষয়ন্তি" এই শ্রুতিবাক্যে চুষিয়া শব্দ করিতে করিতে তৎসংশ্লিষ্ট ঘৃতের পানরূপ ভক্ষণ বিহিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা প্রত্যক্ষবচন দ্বারা বোধিত বলিয়া এখানে অর্থলোপ প্রসঙ্গ আপাদন করা সঙ্গত হইবে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

বচনং বাজ্যভক্ষস্য প্রকৃতৌ স্যাদভাগিত্বাৎ ॥ ১৫ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "আজ্যভক্ষস্য বচনং স্যাৎ"—উহা আজ্যভক্ষের বচন হইবে, "প্রকৃতৌ অভাগিত্বাৎ"—যে হেতু, প্রকৃতিযাগে আজ্যভক্ষের প্রাপ্তি নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, ঐ যে বচন দেখান হইল, উহা দ্বারা কৃষ্ণলের ভক্ষণ প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু উহা আজ্যভক্ষণেরই বিধায়ক। কারণ, প্রকৃতিযাগে আজ্যভক্ষের বিধান নাই। কাজেই বিকৃতিতে তাহার প্রাপ্তি হইতে পারে না। এই কারণে বিশেষ বচনে তাহা বিহিত হইয়াছে। ইতি আশঙ্কা।

বচনং বা হিরণ্যস্য প্রদানবদাজ্যস্য গুণভূতত্বাৎ ॥ ১৬ ॥
(আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—আশঙ্কাব্যাবর্ত্তক, "হিরণ্যস্য বচনম্"—হিরণ্য অর্থাৎ কুণ্ডল রূপ সুবর্ণের ভক্ষণের বচন, "প্রদানবৎ"—প্রদানের ন্যায়, "আজ্যস্য গুণভূতত্বাৎ"—যে হেতু, আজ্য গুণভূত। ইতি আশঙ্কানিরাস

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী উক্ত আপত্তির পরিহারকল্পে বলিতেছেন, হিরণ্যাত্মক কুণ্ডল ভক্ষ্যদ্রব্য না হইলেও যেমন তাহা দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, সেইরূপ তাহার ভক্ষণও এস্থলে কর্ত্তব্য হইবে। আর বচনে ভক্ষণমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া এবং প্রধানের সহিত সম্বন্ধ প্রথমগ্রাহ্য বলিয়া আর কুণ্ডলই প্রধান বলিয়া তাহারই ভক্ষণ হইবে, কিন্তু গুণভূত আজ্যের ভক্ষণ বিধেয় নহে; তবে তাহা প্রসঙ্গসিদ্ধ বটে। এ স্থানে জ্ঞাতব্য এই যে, অধিকরণটি কৃত্বাচিন্তাত্মক। কারণ, শেষভক্ষণ তৃপ্ত্যর্থক ইহা ধরিয়া লইয়াই বিচার আরম্ভ হইয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু উহা তৃপ্ত্যর্থক নহে কিন্তু উহা শেষপ্রতিপত্ত্যর্থক, ইহা পূর্ব্বে (৩য় অধ্যায়) বিচারিত হইয়াছে। ইতি ৩য় কুণ্ডলচরুতে ভক্ষসদ্ভাবাধিকরণ।

একধোপহারে সহত্বং ব্রহ্মভক্ষাণাং প্রকৃতৌ বিহৃতত্বাৎ ॥
১৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "একধা উপহারে"—'একধা' পদের দ্বারা যে উপহার উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে, "ব্রহ্মভক্ষাণাং সহত্বম্"—ব্রহ্মা নামক ঋত্বিকের ভক্ষ্যগুলির সহত্বই বিহিত হইয়াছে, "প্রকৃতৌ বিহৃতত্বাৎ"—যে হেতু, প্রকৃতিযাগে সে গুলি বিহৃত অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কালে প্রাপ্ত। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ কুণ্ডলেরই ভক্ষণবিষয়ে শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "একধা ব্রহ্মণে উপহরতি" "অর্থাৎ ব্রহ্মানামক ঋত্বিক্‌কে (শেষভক্ষ) 'একধা' উপহৃত করিবে" (দিবে)। এস্থলে 'একধা' বলিতে কি 'একবার' বুঝাইবে অথবা উহা 'সহত্ব' অর্থাৎ যৌগপদ্য বুঝাইতেছে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, বিনিগমনাভাব হেতু উহা একবারই বুঝাইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,

এখানে একধা বলিতে যৌগপদ্য বোদ্ধব্য। কারণ, এস্থলে ব্রহ্মা ছাড়া অন্যের ভক্ষ নাই। আবার ব্রহ্মার ভক্ষ প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত বলিয়া তাহাও বিধেয় নহে। আবার প্রকৃতি যাগের চারিটি ভক্ষ ভিন্ন ভিন্ন কালে প্রাপ্ত। অথচ এ স্থলে সেগুলির বাধেরও কোনও হেতু নাই। কিন্তু একধা অর্থ 'একবার' বুঝাইলে অপর তিনটি ভক্ষের বাধ হয়। এ কারণে সেগুলিকে অবাধিত রাখিতে গেলে তাহাদের কেবল যে ভিন্নকালতা ছিল, কেবল সেইটিরই বাধ করিয়া যৌগপদ্য বিধান করাই ন্যায্য। ইতি ৪র্থ কৃষ্ণলচরুতে সহপরিহারবিধানাধিকরণ।

সর্ব্বত্বঞ্চ তেষামধিকারাৎ স্যাৎ ॥ ১৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তেষাং"—তাহাদের অর্থাৎ সেই ব্রহ্মভাগগুলির "সর্ব্বত্বং চ"—সর্ব্বত্বও, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ বিধেয় হইবে, "অধিকারাৎ"—অতিদেশবলে সেগুলি প্রাপ্ত বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। কৃষ্ণল চরু সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন, "সর্ব্বং ব্রহ্মণে পরিহরতি" অর্থাৎ ব্রহ্মাকে সমস্তটা সমর্পণ করিবে। এ স্থলের এই যে সর্ব্বতা, ইহা কি ব্রহ্মভাগীয় সর্ব্বতা অথবা অন্যভাগেরও সর্ব্বতা, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ব্রহ্মভাগেরই সর্ব্বতা এখানে বিহিত হইয়াছে। কারণ, ব্রহ্মার ভাগ অতিদেশতঃ প্রাপ্ত বলিয়া তাহার বিধান হইতে পারে না। আর অন্য ঋত্বিকের যাহা ভাগ তাহার বাধ হইবারও কোনও কারণ নাই। অতএব ব্রহ্মার যাহা ভাগ তাহা যদি সমস্ত সমর্পণ করা না হয়, এই জন্য এস্থলে সর্ব্বত্বের নিয়মন করা হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

পুরুষাপনয়ো বা তেষামবাচ্যত্বাৎ ॥ ১৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "পুরুষাপনয়ঃ"—পুরুষের অর্থাৎ অন্য ঋত্বিকের ভাগের অপনয় (রাহিত্য) হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "তেষাম্ অবাচ্যত্বাৎ"—যে হেতু, সেইগুলির বিশেষাংশ অবাচ্য অর্থাৎ অশ্রৌত। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে ব্রহ্মভাগের সমগ্রতা বিধেয় হইতে পারে না, কারণ, তাহা প্রকৃতিযাগ হইতে অতিদেশতঃ প্রাপ্ত।

যেহেতু সমগ্র অংশ প্রাপ্ত না হইলে যে অংশটি বাদ পড়িবে সেইটির সংস্কার লোপ পাইবে। কাজেই বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে, প্রকৃতি যাগে যে ভিন্ন ভিন্ন ঋত্বিক্-পুরুষের ভক্ষ ছিল, সে গুলিতে ব্রহ্মসম্বন্ধ বিহিত হইল। আর তাহা হইলে "পুরুষাপনয়ঃ"—অন্যান্য ঋত্বিগ্‌গণের ভক্ষের বাধ হইবে। ইতি ৫ম কুন্ধলচরুতে ব্রহ্মাকে সর্ব্বভক্ষভাগার্পণাধিকরণ।

পুরুষাপনয়াৎ স্বকালত্বম্ ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "পুরুষাপনয়াৎ"—পুরুষের অপনয় মাত্র বিধি-বিষয়ীভূত বলিয়া, "স্বকালত্বম্"—স্ব স্ব কালেই কর্ত্তব্য। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব বিচার হইতে স্থির হইল যে, অন্য ঋত্বিকের ভক্ষভাগগুলিও ব্রহ্মার; আর "একধা ব্রহ্মণে উপহরতি" এই বাক্যটির বিচার হইতে পাওয়া গেল যে, ঐ সমর্পণ যুগপৎ কর্ত্তব্য। এক্ষণে পুনরায় সংশয় এই যে, ব্রহ্মার ঐ সর্ব্বভক্ষণ কি যুগপৎ কর্ত্তব্য অথবা তাহার স্ব স্ব কালে কর্ত্তব্য ? কারণ, উঁহাদের কাল ভিন্ন ভিন্নই হইতেছে। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন সহত্বনিয়ম অনুসারে সকল ভাগগুলি যুগপৎই ব্রহ্মার ভক্ষণীয়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ঐ ভক্ষণীয় শেষদ্রব্যগুলিতে অন্য ঋত্বিকের যে সম্বন্ধ ছিল, তাহার নিবৃত্তি করিয়াই যখন বিধিকৃতার্থ তখন ঐ ভাগগুলির স্ব স্ব কাল বাধের কোনও হেতুই নাই। কাজেই সর্ব্বভক্ষণ যুগপৎ কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু স্ব স্ব কালেই এক একটি ভাগ ভক্ষণীয়। ইতি ৬ষ্ঠ ভক্ষভাগ সকলের স্ব স্ব কালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভক্ষণীয়-তাধিকরণ।

একার্থত্বাদবিভাগঃ স্যাৎ ॥ ২১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "একার্থত্বাৎ"—একজনের জন্য বলিয়া, "অবিভাগঃ স্যাৎ"—বিভাগ নির্দ্দেশ হইবে না। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। প্রকৃতিযাগে পুরোডাশকে চারিভাগ করিয়া এক এক ভাগ "ইদং ব্রহ্মণঃ" ইত্যাদিক্রমে এক এক জন ঋত্বিকের জন্য নির্দ্দেশ করিতে হয়। এস্থলে কুন্ধলচরুতেও তাহা কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, উহা অতিদেশবলে প্রাপ্ত বলিয়া কুন্ধল চরুতেও অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রকৃতিযাগে ঋত্বিক্ অনেক জন; কাজেই

তাঁহাদের ভাগের গোলমাল হইয়া যাইতে পারে। এই কারণেই ঐ প্রকারে বিভাগ নির্দ্দেশ করা হয়। এস্থলে যখন একজনেরই সকল ভাগ তখন বিভাগ-নির্দ্দেশের কোনও প্রয়োজন নাই। অতএব কুক্ষপচরুতে প্রয়োজনাভাব বশতঃ "ইদং ব্রহ্মণঃ" ইত্যাদি প্রকার বিভাগনির্দ্দেশের বাধই হইবে। ইতি ৭ম ব্রহ্মভক্ষের চতুর্থাকরণাদির অভাবাধিকরণ।

ঋত্বিগ্ দানং ধর্ম্মমাত্রার্থং স্যাদ্দদাতিসামর্থ্যাৎ ॥ ২২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ঋত্বিগ্‌দানং"—ঋত্বিগ্‌গণকে যে দক্ষিণাদান করা হয় তাহা, "ধর্ম্মমাত্রার্থং স্যাৎ"—কেবল মাত্র অদৃষ্টের জন্য হইবে, "দদাতি শব্দসামর্থ্যাৎ"—দদাতিপদসমানশ্রুতিলভ্য দানের সামর্থ্য অনুসারে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণাং দদাতি" অর্থাৎ ঋত্বিগ্‌গণকে দক্ষিণা দিবে। এই যে দক্ষিণাদান, ইহা কি অদৃষ্টার্থক অথবা ইহা আনত্যর্থক, ইহাই সংশয়। পারিশ্রমিক দিয়া যে বশীভূত করা হয় তাহার নাম আনতি। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ইহা অদৃষ্টের জন্যই হইবে; কারণ অদৃষ্টার্থক যে ত্যাগ তাহাকেই দান বলা হয়। আর ঋত্বিগ্‌গণকে দক্ষিণা বেতনরূপে দেওয়া হয় না কিন্তু দক্ষিণা দানই করা হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

পরিক্রয়ার্থং বা কর্ম্মসংযোগাল্লোকবৎ ॥ ২৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "পরিক্রয়ার্থং"—পরিক্রয়ের জন্য (দক্ষিণাদান করা হয়), "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "কর্ম্মসংযোগাৎ"—কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া, "লোকবৎ"—লৌকিক কর্ম্মের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পরিক্রয় অর্থাৎ আনতির জন্যই দক্ষিণা দেওয়া হয়। কারণ, কর্ম্মকারী যে ঋত্বিক্ তাহাদিগকেই দক্ষিণা দেওয়া হয়। যেমন কর্ম্মকর ভৃত্যাদিকে যে বেতন দেওয়া হয় তাহা দান নহে কিন্তু তাহার পারিশ্রমিক, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

দক্ষিণাযুক্তবচনাচ্চ ॥ ২৪ ॥

অক্ষরার্থ। "দক্ষিণাযুক্তবচনাৎ চ"—দক্ষিণাযুক্তবচন আছে বলিয়াও (উহা দান নহে)।

ভাষ্যভাবার্থ। উহা যে দান নহে তাহার আরও হেতু এই যে, "দক্ষিণাযুক্তা বহন্তি ঋত্বিজঃ" অর্থাৎ "ঋত্বিগ্‌গণ দক্ষিণাযুক্ত হইয়া বহন করিতেছেন" এই বাক্যে দক্ষিণাকেই যজ্ঞবহনের হেতু বলা হইয়াছে। কাজেই বহনরূপ ক্রিয়া দক্ষিণা দ্বারা সম্পাদন করা হয় বলিয়া দক্ষিণা আনতিকারকই হইতেছে।

ন চান্যেনানম্যেত পরিক্রয়াৎ কর্ম্মণঃ পরার্থত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। "চ"—আর, "পরিক্রয়াৎ অন্যেন"—পরিক্রয় ছাড়া অন্য কিছুতে, "ন আনম্যেত"—ঋত্বিগ্‌গণ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবে না, "কর্ম্মণঃ পরার্থত্বাৎ"—যে হেতু, কর্ম্মটি পরের জন্য (তাহাতে তাহাদের কোন ফল নাই।)

ভাষ্যভাবার্থ। দক্ষিণা যে আনত্যর্থকই হইবে তাহার আরও হেতু এই যে, কর্ম্মের ফল অপরে ভোগ করিবে। তাহাতে নিঃসম্পর্ক ঋত্বিগ্‌গণের প্রবৃত্তি হইবে কেন? এ জন্য দক্ষিণারূপ পারিশ্রমিকের দ্বারা তাহারা বশীভূত হইয়া প্রবৃত্ত হইতে পারে। কাজেই দক্ষিণা ঋত্বিগ্‌গণকে বশীকরণের জন্য।

পরিক্রীতবচনাচ্চ ॥ ২৬ ॥

অক্ষরার্থ। "পরিক্রীতবচনাৎ চ"—পরিক্রীতবচন আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। "দীক্ষিতমদীক্ষিতা দক্ষিণাপরিক্রীতা যাজয়ন্তি" অর্থাৎ "অদীক্ষিত পরিক্রীত ঋত্বিক্‌গণ দীক্ষিত যজমানকে যাগ করাইবে" এই বাক্যে ঋত্বিগ্‌গণকে পরিক্রীত বলা হইয়াছে। আর অর্থাদির দ্বারাই পরিক্রয় হয়। আর দক্ষিণা তাদৃশ। কাজেই দক্ষিণা পরিক্রয়ার্থক বা আনত্যর্থক।

সনিবন্যেব ভৃতবচনাৎ ॥ ২৭ ॥

অক্ষরার্থ। "সনিবন্যে ব (চ?)"—যাচ্ঞাপ্রাপ্ত অর্থে, "ভৃতিবচনাৎ"—ভৃতি বলিয়া উল্লেখ আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দক্ষিণার জন্য ভৃতিবচন (বনন) উপদিষ্ট হইয়াছে। ভৃতিবচন (বনন) অর্থ অন্যের নিকট ভৃতি ঋত্বিগ্‌দক্ষিণারূপ যাচ্ঞা। সুতরাং দক্ষিণাকে যখন 'ভৃতি' বলা হইয়াছে, তখন তাহা যে আনত্যর্থক নহে তাহা কিরূপে বলা যায়? কারণ, কর্ম্মকর ব্যক্তিকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাহাই ভৃতি।

নৈষ্কর্ত্তৃকেন সংস্তবাচ্চ ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। "নৈষ্কর্ত্তৃকেন"—নৈষ্কর্ত্তৃক বৃক্ষচ্ছেদকের সহিত, "সংস্তবাৎ চ"—তুলনা দিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। দক্ষিণা যে আনত্যর্থক—তাহার আরও হেতু এই যে, "যথা বৈ দারুশয়ো নৈকর্ত্তৃকো নিষ্কর্ত্তনভৃতঃ কর্ম্মযোগে বর্ত্ততে এবং বা এতে যজ্ঞস্য-র্ত্বিজঃ" অর্থাৎ কাঠুরিয়া যেমন কাঠ কাটিয়া অন্যের কর্ম্মের উপযোগিতা সাধন করে, ঋত্বিগ্‌গণও এইরূপ এই শ্রুতিবাক্যে নৈকর্ত্তৃক কাঠুরিয়ার সহিত তুলনা দিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। কাঠুরিয়া যেমন কাঠ কাটার দাম পায়, ঋত্বিক্‌গণও সেইরূপ দক্ষিণা পায়। কাজেই দক্ষিণা তাহাদের পারিশ্রমিক স্বরূপ। অতএব উহা অদৃষ্টার্থক দান নহে বলিয়া সত্রে এই যে আনত্যর্থক দক্ষিণা তাহার বাধ বা লোপ হইবে, ইহাই বিচারের ফল। ইতি ৮ম জ্যোতিষ্টোমে ঋত্বিগ্‌দক্ষিণার আনত্যর্থতাধিকরণ।

শেষভক্ষাশ্চ তদ্বৎ ॥ ২৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "শেষভক্ষাঃ চ"—শেষভক্ষণ সকলও, "তদ্বৎ"—ঐরূপ আনত্যর্থক হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতিতে যে ঋত্বিগ্‌গণকে শেষদ্রব্য ভক্ষণ করান হয়, তাহা কি আনত্যর্থক অথবা তাহা দ্রব্যসংস্কারক প্রতিপত্তিকর্ম্ম, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, দক্ষিণাদান যেমন পরিক্রয়ের জন্য ঋত্বিগ্‌গণকে যে শেষভক্ষণ করান হয়, তাহাও তুল্যযুক্তিতে আনত্যর্থক। ঐ ভক্ষণের ফলে ঋত্বিগ্‌গণের প্রীতি জন্মিবে। আর তাহার ফলে আনতি স্বীকার করিবে, ইহা প্রত্যক্ষ। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সংস্কারো বা দ্রব্যস্য পরার্থত্বাৎ ॥ ৩০ ॥

অক্ষরার্থ। "সংস্কারঃ"—ইহা দ্রব্যের সংস্কার, "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবৃত্ত্যর্থক, "দ্রব্যস্য পরার্থত্বাৎ"—যে হেতু, পুরোডাশাদি দ্রব্য পরার্থ অর্থাৎ যাগার্থ।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ঐ যে শেষভক্ষণ, উহা পুরো-ডাশাদি যাগীয় দ্রব্যের সংস্কারক—উহা দ্বারা প্রতিপত্তিরূপ সংস্কার সাধিত হয়। কারণ, যজমান দ্রব্যটিকে যাগে দেবতার জন্য রাখিয়াছে, কিন্তু ভক্ষণের জন্য রাখে নাই। কাজেই তাহা ভক্ষণার্থক নহে। কিন্তু দেবতাকে দিবার পর তাহার অবশিষ্ট অংশ পড়িয়া থাকে বলিয়া সেটিকে ভক্ষণের দ্বারা সদ্ব্যবহার করা হয়। একারণে তাহা ভক্ষণার্থক নহে বলিয়া ঐ যে শেষ-ভক্ষ ভক্ষণ তাহা যে পরিক্রয়ার্থক হইবে তাহা সম্ভব নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

শেষে চ সমত্বাৎ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। "শেষে"—শেষদ্রব্যে, "সমত্বাৎ চ"—ঋত্বিক্ ও যজ-মানের সমতা রহিয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। শেষ দ্রব্যের দ্বারা যে ঋত্বিক্পরিক্রয় হইতে পারে না, তাহার আরও হেতু এই যে, ঐ শেষদ্রব্যে ঋত্বিকের যেমন অধিকার নাই যজমানেরও তাহাতে সেইরূপ অধিকার নাই। কারণ, যখনই "অগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামি" ইত্যাদি রূপে দেবতার উদ্দেশে গ্রহণের সঙ্কল্প করা হয়, তখনই তাহাতে যজমানের স্বত্ব বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আর যাহাতে স্বত্ব নাই তাহা দ্বারা অপরকে পরিক্রয় করা যায় না।

স্বামিনি চ দর্শনাৎ তৎসামান্যাদিতরেষাং তথাত্বম্ ॥ ৩২ ॥

অক্ষরার্থ। "স্বামিনি চ"—যজমানেও, "দর্শনাৎ"—শেষভক্ষণ দৃষ্ট হয় বলিয়া, "তৎসামান্যাৎ"—সেই সাদৃশ্যে, "ইতরেষাং"—অন্যের অর্থাৎ ঋত্বিক্দেরও, "তথাত্বম্"—ঐরূপ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। আরও—"যজমানপঞ্চমা ইড়াং ভক্ষয়ন্তি" অর্থাৎ "যজ-মান ও চারি জন ঋত্বিক্ ইড়াভক্ষণ করিবে"—এই শ্রুতিবাক্যে ঋত্বিক্ এবং যজমান

উভয়েরই ভক্ষণ সমানভাবে বিহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যজ্ঞস্বামী যজমানের ভক্ষণ যখন পরিক্রয়ার্থক নহে, কারণ নিজেই নিজেকে পরিক্রয় করিতে পারে না, তখন ঋত্বিগ্‌গণের ভক্ষণই বা পরক্রিয়ার্থক হইবে কিরূপে? একই বাক্যে এই প্রকারে বিধেয়বৈষম্যরূপ অর্থবৈষম্য ন্যায়সঙ্গত নহে।

তথা চান্যার্থদর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "অন্যার্থদর্শনং চ"—অন্যার্থদর্শনও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শেষ ভক্ষণ সকলেরই প্রাপ্ত বলিয়া 'কুণ্ডপায়িনা-ময়ন' যাগে "অংসরুকৈশ্চমসৈঃ সোমান্ ভক্ষয়ন্তি" এই বচনে "অংসরুকৈঃ" এই অংশে বিশেষ বিধান করা হইয়াছে। এই অন্যার্থদর্শন হইতেও জানা যায় যে, শেষভক্ষণ পরিক্রয়ার্থক নহে। আর শেষভক্ষণ যদি পরিক্রয়ার্থক অর্থাৎ আনত্যর্থক না হয়, তাহা হইলে সত্রে যজমানাতিরিক্ত ঋত্বিক্ না থাকিলেও শেষভক্ষণের বাধ অর্থাৎ লোপ হইবে না, কিন্তু তথায় তাহা কর্ত্তব্যই হইবে। ইতি ১ম জ্যোতিষ্টোমে শেষভক্ষের প্রতিপত্ত্যর্থতাধিকরণ *।

বরণমৃত্বিজামানমনার্থত্বাৎ সত্রে ন স্যাৎ স্বকর্ম্মত্বাৎ ॥ ৩৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সত্রে বরণং ন স্যাৎ"—সত্রে বরণ কর্ত্তব্য নহে, "ঋত্বিজামানমনার্থত্বাৎ"—যে হেতু, বরণ ঋত্বিগ্‌গণের আনতির জন্য, "স্বকর্ম্মত্বাৎ"—(আর সত্র তাহাদের) স্বকর্ম্ম অর্থাৎ নিজেদেরই কর্ম্ম (কারণ, সত্রে যজমানই ঋত্বিক্) সিদ্ধান্ত।

---

* এই অধিকরণটি তৃতীয় অধ্যায়ে ৪র্থ পাদের ১৭শ অধিকরণের সহিত পুনরুক্ত হইল, এই প্রকার শঙ্কা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, তথায় প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, "ইদং ব্রহ্মণঃ" ইত্যাদি প্রকার নির্দ্দেশ পরিক্রয়ার্থক নহে কিন্তু প্রতিপত্ত্যর্থক ভক্ষণের জন্য। আর ঐ ভক্ষণ যে প্রতিপত্ত্যর্থক, উহা যে ক্রয়ার্থক নহে, তাহা এই অধিকরণে স্থাপন করা হইল। কাজেই উভয়ের মধ্যে পুনরুক্তি ঘটিল না।

ভাষ্যভাবার্থ। সোমযাগে "অগ্নির্হোতা স মে হোতা" ইত্যাদি মন্ত্রে ঋত্বিগ্‌গণকে বরণ করিতে হয়। সত্রে সেই বরণ কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, সত্র যখন সোমযাগেরই বিকৃতি, তখন তাহাতেও বরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সত্রে বরণ কর্ত্তব্য নহে। কারণ, সত্রে স্বতন্ত্র ঋত্বিক্ নাই কিন্তু "য এব যজমানাস্ত এব ঋত্বিজঃ" এই বচনানুসারে যজমানগণই সত্রে ঋত্বিক্। আর বরণ আনত্যর্থক। আর নিজ কর্ম্মে স্বভাবতঃই নিজের প্রবৃত্তি হয় বলিয়া তাহাতে বরণের দ্বারা আনতিরূপ প্রবৃত্তি সম্পাদন করিতে হয় না। কাজেই বরণ তথায় লুপ্তার্থক। অতএব সত্রে বরণের বাধ বা লোপই হইবে। ইতি ১০ম সত্রে ঋত্বিগ্‌বরণাভাবাধিকরণ।

পরিক্রয়শ্চ তাদর্থ্যাৎ ॥ ৩৫ ॥ ('সিঃ)

অক্ষরার্থ। "পরিক্রয়ঃ চ"—পরিক্রয়ও (সত্রে কর্ত্তব্য নহে), "তাদর্থ্যাৎ"—যে হেতু, তাহা আত্মার্থ।

ভাষ্যভাবার্থ। সংকার সহকারে "অগ্নির্হোতা" ইত্যাদি মন্ত্রে ভাবী ঋত্বিকের নিকট যজমানের যে প্রার্থনা তাহার নাম বরণ। সোমযাগে বরণ করিতে হইলে বরণীয় ঋত্বিকের নিকট যজমানকে 'সোমপ্রবচন' করিতে হয়। যেমন, সোমের প্রথমসংস্থা জ্যোতিষ্টোম যদি কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে বরণীয় ভাবী ঋত্বিকের নিকট যজমান বলিবেন—"জ্যোতিষ্টোমেন অগ্নিষ্টোমসংস্থেন রথন্তরপৃষ্ঠেন দ্বাদশশতদক্ষিণেন অহং যক্ষ্যে, তত্র ত্বম্ উদ্‌গাতা ভব" অর্থাৎ "আমি জ্যোতিষ্টোমের অগ্নিষ্টোম সংস্থায় যজ্ঞ করিব। উহাতে 'রথন্তর' পৃষ্ঠস্তোত্র এবং দ্বাদশাধিক শত গোরু দক্ষিণা। আপনি তাহাতে উদ্‌গাতা হউন"। তখন সেই যজ্ঞে দেয় দক্ষিণা নিরূপিত হইলে ব্রাহ্মণ সেই যজ্ঞের কর্ম্মবিশেষে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হন। ইহাকেই ক্রয় বা পরিক্রয় বলা হয়। এই ক্রয় সত্রে কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, সত্রেও ক্রয় কর্ত্তব্য। কারণ, "ন হ্যত্র গৌর্দীয়তে ন বাসো ন হিরণ্যম্" এই বাক্যে সত্রে গোরু, বস্ত্র এবং স্বর্ণ দক্ষিণা নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর সাধারণভাবে দক্ষিণা প্রাপ্ত না হইলে তাহার বিশেষের নিষেধ হইতে পারে না। আর দক্ষিণা পরিক্রয়েরই জন্য, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব সত্রেও ক্রয় কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সত্রে পরিক্রয়ও কর্ত্তব্য নহে। কারণ, সত্রে যাঁহারা যজমান তাঁহারাই ঋত্বিক্ বলিয়া সত্রের ফল অন্যগামী নহে।

আর নিজেকে নিজের কাজে দক্ষিণা দিয়া পরিক্রয় করিতে কাহাকেও কোথাও দেখা যায় না। অতএব সত্রে যেমন বরণ করণীয় নহে, সেইরূপ পরিক্রয়ও কর্ত্তব্য নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রতিষেধশ্চ কর্ম্মবৎ ॥ ৩৬ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রতিষেধঃ চ"—নিষেধ, "কর্ম্মবৎ"—প্রাপ্তিপূর্ব্বক।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বীয় আপত্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছেন,—প্রাপ্তেরই যখন প্রতিষেধ হয়, আর সত্রে দক্ষিণাবিশেষের যখন প্রতিষেধ রহিয়াছে, তখন তাহার প্রাপ্তিও নিশ্চয়ই আছে। আর দক্ষিণা যখন পরিক্রয়েরই জন্য, তখন সত্রে পরিক্রয় কর্ত্তব্য নহে, ইহা কি রকম কথা? উক্ত আপত্তিগুলির পরিহার কি? ইতি আশঙ্কা।

স্যাদ্ বা প্রাসর্পিকস্য ধর্ম্মমাত্রত্বাৎ ॥ ৩৭ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যাৎ"—প্রতিষেধ হইবে, "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তন-সূচক, "প্রাসর্পিকস্য ধর্ম্মমাত্রত্বাৎ"—যে হেতু, প্রাসর্পিক অর্থাৎ দান ধর্ম্মের জন্য অর্থাৎ অদৃষ্টের জন্য।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যে দক্ষিণানিষেধের অনুপপত্তি দেখান হইয়াছে, ঐ দক্ষিণানিষেধ সঙ্গতই হইবে; কারণ ঐ যে দক্ষিণাত্মক দান উহা পরিক্রয়ার্থক নহে কিন্তু উহা ধর্ম্ম বা অদৃষ্টের জন্য। কাজেই তাহার নিষেধ করা হইলে কোনও অসামঞ্জস্য হয় না। এইরূপে একদেশিমতে পরিহার বলা হইল।

ন দক্ষিণাশব্দাৎ তস্মান্নিত্যানুবাদঃ স্যাৎ ॥ ৩৮ ॥

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা দানের প্রতিষেধ নহে, "দক্ষিণাশব্দাৎ"—যে হেতু, 'দক্ষিণা' শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে, "তস্মাৎ"—অতএব, "নিত্যানুবাদঃ স্যাৎ"—উহা নিত্যানুবাদ।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—উহাকে যে, কোন বাদী অদৃষ্টার্থক দানের নিষেধ বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ, এখানে "অদক্ষিণানি সত্রাণি" অর্থাৎ "সত্রে দক্ষিণা নাই" এই বাক্যে দক্ষিণাশব্দ উল্লেখপূর্ব্বক নিষেধ করা হইয়াছে। আর দক্ষিণা যে অদৃষ্টার্থক নহে কিন্তু পরিক্রয়ার্থক, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব উহা নিত্যানুবাদ—বচনান্তরপ্রাপ্ত যে দক্ষিণাভাব তাহাই "অদক্ষিণানি সত্রাণি", "ন হ্যত্র গৌর্দীয়তে" ইত্যাদি বাক্যে অনুবাদ করা হইয়াছে। অতএব ঐ নিত্যানুবাদের দ্বারা দক্ষিণার প্রাপ্তি আপাদন করা যায় না। অতএব সত্রে দক্ষিণা নাই বলিয়া ক্রয়ও কর্ত্তব্য নহে। ইতি ১১ সত্রে পরিক্রয়াভাবাধিকরণ।

উদবসানীয়ঃ সত্রধর্ম্মা স্যাৎ তদঙ্গত্বাৎ তত্র দানং ধর্ম্মমাত্রং স্যাৎ ॥ ৩৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উদবসানীয়ঃ"—উদবসানীয় যাগ, "সত্রধর্ম্মা স্যাৎ"—সত্রের ধর্ম্মযুক্ত অর্থাৎ সত্রের ন্যায় অদক্ষিণ হইবে, "তদঙ্গত্বাৎ"—উহা তাহারই অর্থাৎ সত্রেরই অঙ্গ বলিয়া, "তত্র দানং ধর্ম্মমাত্রং স্যাৎ"—তাহাতে দান ধর্ম্মের জন্য অর্থাৎ অদৃষ্টার্থক হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "সত্রাদুদবসায় পৃষ্ঠশমনীয়েন জ্যোতিষ্টোমেন সহস্রদক্ষিণেন যজেরন্"। এই বাক্যে 'পৃষ্ঠশমনীয়' নামক উদবসানীয় যাগ বিহিত হইয়াছে। এই যে 'পৃষ্ঠশমনীয়' যাগ ইহা কি সত্রের অঙ্গ অথবা অঙ্গ নহে, যদি ইহা সত্রের অঙ্গ হয়, তাহা হইলে ইহাতে যে দক্ষিণাদান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অদৃষ্টার্থক হয় ; আর তাহা না হইলে দক্ষিণা ঋত্বিক্ পরিক্রয়ের জন্যই হইবে। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এই পৃষ্ঠশমনীয় যাগ সত্রের অঙ্গ। কারণ, "সত্রাদুদবসায়" এস্থলে ল্যপ্ প্রত্যয় থাকায় উভয়ের এককর্ত্তৃকত্ব এবং পৌর্ব্বাপর্য্য বোধিত হইতেছে। অতএব "অগ্নিং চিত্বা সৌত্রামণ্যা যজেত," "বাজপেয়েনেষ্ট্বা বৃহস্পতিসবেন যজেত" ইত্যাদি বাক্যবিহিত 'সৌত্রামণী' এবং 'বৃহস্পতিসব' যেমন যথাক্রমে 'অগ্নিচয়ন' এবং 'বাজপেয়' যাগের অঙ্গ, ইহাও সেইরূপ সত্রের অঙ্গ। আর তাহা হইলে উহাতে যে দক্ষিণাদান বিহিত হইয়াছে, তাহা অদৃষ্টার্থকই হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন ত্বেতৎপ্রকৃতিত্বাদ্ বিভক্তচোদিতত্বাচ্চ ॥ ৪০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষ ব্যাবৃত্ত্যর্থক, "ন"—না অর্থাৎ দক্ষিণা দান ধর্ম্মমাত্র নহে, "অতৎপ্রকৃতিত্বাৎ" (এতৎপ্রকৃতিত্বাৎ ?)—যে হেতু, সত্র ইহার প্রকৃতি নহে, "বিভক্তচোদিতত্বাৎ চ"—পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ আছে অর্থাৎ পূর্ব্বটির পরিত্যাগের উল্লেখ বলিয়াও। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। পৃষ্ঠশমনীয় যাগ সত্রের অঙ্গও নহে এবং সত্রের বিকৃতিও নহে; সুতরাং ইহাতে যে দক্ষিণা তাহা ধর্ম্মমাত্রার্থক হইবে না, কিন্তু পরিক্রয়ার্থক। শ্রুতিমধ্যে যখন "উদবসায়" বলিয়া নির্দ্দেশ রহিয়াছে, তখন উহা সত্রের অঙ্গ হইবে কিরূপে ? কারণ, "উদবসায়" অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ; আর সত্র পরিত্যাগ করা হইলে তদনন্তর যাহা করা হয় তাহা তাহার অঙ্গ হইতে পারে না। আর যে 'ল্যপ্' প্রত্যয় রহিয়াছে তাহা দ্বারা পূর্ব্বটির নিমিত্ততা মাত্র বোধিত হয়—সত্র করিলে তবে পৃষ্ঠশমনীয় যাগে অধিকার জন্মে। পক্ষান্তরে সৌত্রামণী ও বৃহস্পতিসব যাগের বেলায় ঐরূপ পরিত্যাগবাচক শব্দ নাই ; কাজেই তাহা ইহার দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। ইতি ১২শ উদবসানীয়ের সত্রানঙ্গতা এবং তদ্‌গতদানের পরিক্রয়ার্থতাধিকরণ।

তেষাং তু বচনাদ্ দ্বিযজ্ঞবৎ সহপ্রয়োগঃ স্যাৎ ॥ ৪১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "তেষাং"—তাহাদের অর্থাৎ সত্রকারিগণের "সহপ্রয়োগঃ স্যাৎ"—পৃষ্ঠশমনীয়যাগে অনেকের মিলিতভাবে কর্ত্তৃত্বপূর্ব্বক অনুষ্ঠান হইবে, "বচনাৎ"—বিশেষ বচন আছে বলিয়া, "দ্বিযজ্ঞবৎ"—দ্বিযজ্ঞ অর্থাৎ কুলায়যজ্ঞের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যে পৃষ্ঠশমনীয় যাগ উহাতে কি বহু যজমানের মিলিতভাবে কর্ত্তৃত্ব অথবা এক এক জনের পৃথক্‌ভাবে কর্ত্তৃত্ব, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, কুলায় নামক যজ্ঞে "রাজপুরোহিতৌ যজেয়াতাম্" এই বাক্যে আখ্যাতে দ্বিবচন আছে বলিয়া যেমন দুই জনের মিলিতভাবে কর্ত্তৃত্ব এস্থলেও সেইরূপ "যজেরন্" এই পদে আখ্যাতে বহুবচন আছে বলিয়া তদ্দ্বারা কর্ত্তার বহুত্ব অর্থাৎ বহু ব্যক্তির মিলিত ভাবে কর্ত্তৃত্ব বোধিত হইতেছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

তত্রান্যানৃত্বিজো বৃণীরন্ ॥ ৪২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তত্র"—তাহাতে অর্থাৎ ঐ পৃষ্ঠশমনীয় যাগে, "অন্যান্ ঋত্বিজঃ"—অপর ঋত্বিক্‌দের, "বৃণীরন্"—বরণ করিতে হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বাধিকরণটি অসমাপ্ত রাখিয়া তদ্‌গর্ভে অপর একটি বিচার করা হইতেছে—। ঐ যে পৃষ্ঠশমনীয় যাগ উহাতে সত্রিগণই কি ঋত্বিক্ হইবে অথবা যে ব্যক্তি সত্র করে নাই এমন লোকও ঋত্বিক্ হইতে পারিবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, "সত্রাদুদবসায়" ইত্যাদি বাক্যে "উদবসায়" এই পদে যখন ল্যপ্ প্রত্যয় রহিয়াছে আর ক্রিয়াদ্বয়ের কর্ত্তা অভিন্ন হইলে তবেই যখন ল্যপ্ প্রত্যয় হয় তখন এস্থলে সত্রিগণেরই আর্ত্বিজ্যে (ঋত্বিক্‌কর্ম্মে) অধিকার। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "তত্র অন্যান্ ঋত্বিজঃ বৃণীরন্"—এস্থলে অন্যান্য সোমযাগের ন্যায় অপর ঋত্বিক্‌কে কর্ম্মার্থে বরণ করিতে হইবে। কারণ, এস্থলে সত্রিকর্ত্তৃত্ব উপাদেয় অর্থাৎ বিধেয় নহে যে, তাহাও বিবক্ষিত হইবে। অতএব যে ব্যক্তি সোমযাগ করে নাই সেও ইহাতে ঋত্বিক্ হইতে পারিবে। ইতি ১৩শ—উদবসানীয় যাগে সত্রী ছাড়া অন্য ব্যক্তিরও কর্ত্তৃত্বাধিকরণ।

একৈকশস্ত্ববিপ্রতিষেধাৎ প্রকৃতেশ্চৈকসংযোগাৎ ॥৪৩ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "একৈকশঃ"—এক এক জনেও (কর্ত্তা হইতে পারিবে), "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অবিপ্রতিষেধাৎ"—যে হেতু, তাহাতে বিরোধ হয় না, "প্রকৃতেঃ চ একসংযোগাৎ"—আর প্রকৃতিযাগে এক জনেরই সম্বন্ধ রহিয়াছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। অপরিসমাপ্ত পূর্ব্ব অধিকরণটির সিদ্ধান্ত বলিতেছেন "একৈকশঃ" ইত্যাদি। পৃষ্ঠশমনীয়যাগে সকলের যে মিলিত ভাবে কর্ত্তৃত্ব তাহা নহে। কারণ, "গ্রহং সম্মার্ষ্টি" এস্থলে গ্রহগত একত্ব যেমন অবিবক্ষিত, সেইরূপ "যজেরন্" এস্থলেরও বহুত্ব বিবক্ষিত হইতে পারে না। কারণ, "উদবসায়" এস্থলে সত্রিগণই উদবসান কর্ত্তা ; সুতরাং তাহাদের যে বহুত্ব প্রাপ্ত ছিল তাহারই অনুবাদ করিয়া অপ্রাপ্ত যাগটি মাত্র বিহিত হইয়াছে বলিয়া ঐ বহুবচন উদ্দেশ্যগত। আর তাই বলিয়া যে এক, দুই অথবা বহু ব্যক্তি অনিয়মিতভাবে উহার কর্ত্তা হইবে তাহাও হইতে পারিবে না। কারণ, জ্যোতিষ্টোম ইহার প্রকৃতি। আর জ্যোতিষ্টোমের

কর্ত্তা এক জন ব্যক্তি মাত্র। কাজেই তাহাই ইহার কর্তৃত্বের নিয়ামক হইবে। অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমের ন্যায় ইহারও কর্ত্তা এক জন ব্যক্তি মাত্র। অতএব সত্রিগণ অর্থাৎ যে সমস্ত ব্যক্তি সত্র করিয়াছে তাহাদের সকলেই এক এক জন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ভাবে পৃষ্ঠশমনীয় যাগের কর্ত্তা হইতে পারিবে। ইতি ১৪শ উদবসানীয় (পৃষ্ঠশমনীয়) যাগে প্রত্যেকের বহ্বৃতাধিকরণ।

কামেষ্টৌ চ দানশব্দাৎ ॥ ৪৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "কামেষ্টৌ চ"—কামেষ্টিতেও (দান পরিক্রয়ার্থক), "দানশব্দাৎ"—যে হেতু, দানশব্দ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সারস্বত নামক সত্রে "অগ্নয়ে কামায়াষ্টাকপালং পুরোডাশং নির্ব্বপতি" অর্থাৎ কাম নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্ব্বাপ করিবে;—এই বাক্যে যে 'কামেষ্টি' বিহিত হইয়াছে, সেই কামেষ্টিতে "অশ্বাং পুরুষীং চ ধেনুকে দদ্যা" এই বাক্যে অশ্ব, মনুষ্য এবং গোজাতীয় স্ত্রী দক্ষিণারূপে দেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। এই যে দান ইহা কি আনতির জন্য অথবা ইহা ধর্ম্মের (অদৃষ্টের) নিমিত্ত, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী পূর্ব্বতম অধিকরণের সিদ্ধান্ত অতিদেশ করিয়া বলিতেছেন যে, এস্থলেও দান পরিক্রয়ার্থক, কারণ, "দানশব্দাৎ"—দান শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে, অথচ ইহা সত্র নহে। সত্র হইলে তাহাতে যজমানাতিরিক্ত ঋত্বিক্ না থাকায় তাহাতে যে দান উপদিষ্ট তাহাকে অগত্যা অদৃষ্টার্থক বলিতে হয়। কিন্তু ইহা যখন সত্র নহে তখন ইহাতে ঋত্বিক্ স্বতন্ত্র ব্যক্তিই হইয়া থাকে বলিয়া ইহাতে যে দান আছে তাহা ঋত্বিক্-পরিক্রয়ার্থকই হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

বচনং বা সত্রত্বাৎ ॥ ৪৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বচনং"—দানবচন (অদৃষ্টার্থক), "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "সত্রত্বাৎ"—যে হেতু ইহা সত্র। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ইহাতে যজমানাতিরিক্ত ঋত্বিক্ নাই বলিয়া অত্রশ্রুত দান অদৃষ্টার্থক। ইহা ইষ্টি হইলেও সত্রের অঙ্গ। আর সাঙ্গ সত্রেই যজমানের কর্তৃত্ব। সুতরাং ইহাও স্বয়ং যজমানের দ্বারাই সম্পাদিত হইবে; অতএব ইহাতে যজমান ছাড়া অন্যের আর্ত্বিজ্যাধিকার নাই

বলিয়া দানও আনত্যর্থক হইতে পারে না। ইতি ১৫শ কামেষ্টিতে দানের অদৃষ্টার্থতাধিকরণ।

দ্বেষ্যে চাচোদনাদ্দক্ষিণাপনয়ঃ স্যাৎ ॥ ৪৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্বেষ্যে চ"—দ্বেষ্যে যে দান তাহাও, "অচোদনাৎ"—দ্বেষ্য ঋত্বিক্ বিধিবোধিত নহে বলিয়া, "দক্ষিণাপনয়ঃ স্যাৎ"—দক্ষিণার অপনয় হইবে অর্থাৎ তাহা অদৃষ্টার্থক হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "তস্যৈকহায়নী গৌর্দক্ষিণা। তাং দ্বেষ্যায় দদ্যাৎ" অর্থাৎ তাহাতে একহায়নী গাভী দক্ষিণা। সেই দক্ষিণা দ্বেষ্য (দ্বেষের পাত্র) ব্যক্তিকে দিবে। এই যে দ্বেষ্যকে দক্ষিণাদান, ইহা কি পরিক্রয়ার্থক অথবা ইহা ধর্ম্মার্থক, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ইহা ক্রয়ার্থকই হইবে; কারণ, প্রকৃতিভূত যাগে দক্ষিণা ক্রয়ার্থকই হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এই যে দ্বেষ্যকে দান ইহা ধর্ম্মার্থক। কারণ, "দানশব্দাৎ,"। সূত্রে 'চ' শব্দ থাকায় এখানে পূর্ব্বসূত্রের "দানশব্দাৎ" এই অংশটির অন্বাচয় হইবে। এখানে যখন দান শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তখন ইহা অদৃষ্টার্থক না হইবে কেন? বিশেষতঃ দ্বেষ্য ব্যক্তি ঋত্বিক্ হইতে পারে না। কারণ, আচার্য্য এবং ঋত্বিক্ ইহাদের প্রতি দ্বেষাদি প্রকাশ করা বা পোষণ করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। সুতরাং ঐ দানে যদি ঋত্বিক্ সম্প্রদান না হয় তাহা হইলে উহাকে ধর্ম্মার্থক না বলিলে গত্যন্তর নাই। ইতি ১৬শ দর্শপূর্ণমাসে দ্বেষ্যে দানের অদৃষ্টার্থকতাধিকরণ।

অস্থিযজ্ঞোঽবিপ্রতিষেধাদিতরেষাং স্যাদ্
বিপ্রতিষেধাদস্থ্নাম্ ॥ ৪৭ ॥ সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অস্থিযজ্ঞঃ"—অস্থিযজ্ঞ, "অবিপ্রতিষেধাৎ"—অবিরোধের জন্য, "ইতরেষাং স্যাৎ"—অস্থিসম্বন্ধীয় মৃত ব্যক্তি ছাড়া অন্যেরই হইবে, "অস্থ্নাম্ বিপ্রতিষেধাৎ"—অস্থির বিরোধ হয় বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "যদি সত্রায় সংদীক্ষিতানাং যজমানঃ প্রমীয়েত তং দগ্ধ্বা কৃষ্ণাজিনেঽস্থীন্যুপনহ্য যোহস্য নেদিষ্ঠঃ

স্যাৎ তং তস্ত স্থানে দীক্ষয়িত্বা তেন সহ যজেরন্। ততঃ সম্বৎসরে অস্থীনি যাজয়েৎ" অর্থাৎ "যাহারা (সত্রের জন্ত সম্যক্‌রূপে দীক্ষিত হইয়াছে, সত্রের দীক্ষা পর্য্যন্ত সংস্কার যাহাদের করা হইয়াছে) তাহাদের মধ্যে যদি এক জন যাগকর্ত্তা মরিয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে দাহ করিয়া তাহার অস্থিগুলি কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্মে সংগৃহীত করিয়া তাহার যে নিকটতম আত্মীয় তাহাকে তাহার স্থানে দীক্ষিত করিয়া তাহার সঙ্গে সেই যাগ করিবে। তাহার পর সম্বৎসরে অস্থিগুলিকে যাগ করাইবে"। এস্থলে "সম্বৎসরে অস্থীনি যাজয়েৎ" এই বাক্যে যে 'অস্থিযজ্ঞ' উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাতে কি সেই মৃত ব্যক্তির অস্থি (হাড়) গুলি যজমান হইবে অথবা ইহাতে অন্য জীবিত ব্যক্তিই যাগকর্ত্তা হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—ঐ অস্থিগুলিই ইহাতে যজমান; আর বচনের প্রামাণ্য রক্ষা করিবার জন্ত যতটুকু কর্ম্মে সেগুলির সহায়তা পাওয়া যায়, ততটুকুতেই কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "অস্থিযজ্ঞঃ ইতরেষাং স্যাৎ"—এই অস্থিযজ্ঞে অন্য ব্যক্তি-গণেরই অধিকার হইবে; কারণ, অস্থিগুলি অচেতন, তাহার পক্ষে চেতনের কাজ করা বিরুদ্ধ। সুতরাং এস্থলে অস্থিপদে লক্ষণা করিয়া সেই অস্থিসম্বন্ধবিশিষ্ট পুরুষের সহিত যাহারা যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাদিগকেই বুঝাইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

যাবদুক্তমুপযোগঃ স্যাৎ ॥ ৪৮ ॥

অক্ষরার্থ। "যাবদুক্তম্"—বচনে যতটুকু হইয়াছে ততটুকু, "উপযোগঃ স্যাৎ"—প্রয়োগ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। তবে অস্থির সহিত সম্বন্ধ করিয়া যতটুকু কর্ম্ম করিলে কোন বিরোধ হয় না ততটুকু কর্ম্মই সেটার সহিত সম্বন্ধ করিয়া করা যাইবে। যেমন "স্তোত্রে অস্থিকুম্ভমুপদধাতি" অর্থাৎ "স্তোত্রকালে অস্থিপূর্ণ কুম্ভ রাখিবে" এই বাক্যে যে কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে অস্থির সহিত সম্বন্ধ করিয়া তাহা সম্পাদন করিলে কোন বিরোধ হয় না। ইতি ১৭শ জীবিত ব্যক্তিরই অস্থিযজ্ঞে অধিকারাধিকরণ।

যদি তু বচনাত্তেষাং জপসংস্কারমর্থলুপ্তং সেষ্টি তদর্থত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "যদি তু"—যদি কিন্তু, "বচনাৎ"—বচন-প্রামাণ্যে (ধরিয়া লওয়া যায় যে অস্থিরই যজ্ঞে অধিকার তাহা হইলে),

"জপসংস্কারম্"—জপ এবং সংস্কার, "সেষ্টি"—ইষ্টির সহিত, "অর্থলুপ্তম্" —লুপ্তার্থ হইবে, "তদর্থত্বাৎ"—যে হেতু, সেগুলি দীক্ষার জন্য (করা হয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। এক্ষণে পাঁচটি অধিকরণে 'ক্বাচিন্তা' রূপে পাঁচটি বিচার করা হইবে। আর 'মৃত ব্যক্তির অস্থিগুলিই ঐ অস্থিযজ্ঞের অধিকারী' এই পূর্ব্বপক্ষটিকে মানিয়া লইয়াই ঐ বিচারগুলির প্রবৃত্তি। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, অস্থিযজ্ঞে অস্থিই কর্ত্তা তাহা হইলে জপ, কেশশ্মশ্রুবপনাদিরূপ সংস্কার এবং দীক্ষণীয়া ইষ্টি এগুলি কর্ত্তব্য হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, অতিদেশের প্রামাণ্য রক্ষা করিবার জন্ম ঐগুলি কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন ঐগুলি কর্ত্তব্য নহে; কারণ, অস্থির পক্ষে ঐগুলি সম্পাদন করা অসম্ভব বলিয়া অর্থলোপ হওয়ায় ঐগুলির বাধই হইবে। কারণ, ঐগুলি দীক্ষা সম্পাদনের জন্মই করা হয়। আর দীক্ষা জীবিত ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। ইতি ১৮শ অস্থিযজ্ঞে অস্থিসকলের জপাদি অননুষ্ঠানাধিকরণ।

ক্রত্বর্থং তু ক্রিয়েত গুণভূতত্বাৎ ॥ ৫০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ক্রত্বর্থং"—ক্রত্বর্থ কর্ম্ম, "তু"—প্রত্যুদাহরণমূলক অধিকরণান্তরসূচক, "ক্রিয়েত"—কর্ত্তব্য হইবে, "গুণভূতত্বাৎ"—যে-হেতু, কর্ত্তা সেখানে গুণভূত অর্থাৎ এস্থলে কর্ত্তা সংস্কার্য্য নহে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। ঔদুম্বরী শাখা যজমানের প্রমাণ করিতে হয়; যজমানকে 'শুক্র' নামক গ্রহ (সোমধারণের পাত্র বিশেষ) স্পর্শ করিতে হয়। এই প্রকার কর্ম্ম কি অস্থির কর্ত্তৃত্বে বাধিতব্য অথবা তাহা অনুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, অচেতন অস্থির পক্ষে জপাদির ন্যায় ঐ দুইটি কর্ম্মও কর্ত্তব্য হইবে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অস্থির কর্ত্তৃত্বেও ঐ সকল ক্রত্বর্থ কর্ম্ম করণীয়। কারণ, অস্থি অচেতন হইলেও তাহা এখানে গুণভূত বলিয়া তাহার মাপে ঔদুম্বরী করিতে কিংবা তাহাকে 'শুক্র' গ্রহ স্পর্শ করাইতে কোন বিরোধ হয় না। ইতি ১৯শ ঔদুম্বরীমান-শুক্রস্পর্শানুষ্ঠানাধিকরণ।

কাম্যানি তু ন বিদ্যন্তে কামাজ্ঞানাদ্
যথেতরস্যানুচ্যমানানি ॥ ৫১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "কাম্যানি"—গুণকামসকল, "তু"—অধিকরণান্তর-সূচক, "ন বিদ্যন্তে"—নাই অর্থাৎ কর্ত্তব্য নহে, "কামাজ্ঞানাৎ"—কামনা অজানা থাকে বলিয়া, "যথা"—যেমন, "ইতরস্য"—অপরের অর্থাৎ জীবিত পুরুষের, "অনুচ্যমানানি"—অনুক্ত কর্ম্মসকল। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "যদি কাময়েত বর্ষুকঃ পর্জ্জন্যঃ স্যাৎ ইতি নীচৈঃ সদো মিনুয়াৎ" অর্থাৎ "যজমান যদি কামনা করে যে, যজ্ঞের সময় বৃষ্টি হউক তাহা হইলে সদোমণ্ডপ নীচু করিবে।"—এই যে গুণকাম অস্থিযজ্ঞে অস্থির কর্তৃত্বে ইহা কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন উহাও কর্ত্তব্য। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, কামনা চেতনের ধর্ম্ম, তাহা অচেতন অস্থিতে অসম্ভব বলিয়া ঐ গুণকামসকল অস্থিযজ্ঞে কর্ত্তব্য নহে। ইতি ২০শ অস্থিযজ্ঞে অস্থির কাম্যকর্ম্মাদি অননুষ্ঠানাধিকরণ।

ঈহার্থাশ্চাভাবাৎ সূক্তবাকবৎ ॥ ৫২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সূক্তবাকবৎ"—সূক্তবাকার্হ (অর্হার্থে 'বতি' প্রত্যয়), "ঈহার্থাঃ চ"—ঈহার্থ ক্রিয়াগুলিও কর্ত্তব্য নহে, "অভাবাৎ"—কাময়িতার অভাব রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "আয়ুরাশাস্তে সুপ্রজাস্ত্বমাশাস্তে" ইত্যাদি বাক্যে সূক্তবাক নামক মন্ত্রপাঠ কালে যজমানের আয়ুঃ প্রার্থনাদিরূপ যে কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহা এতাদৃশ অস্থিযজ্ঞে কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন, ঐ প্রকার আশংসনমূলক কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। কারণ, যে নিজের আয়ুষ্কামনা করিবে তাদৃশ চেতন যজমান এখানে নাই। ইতি সিদ্ধান্ত।

স্যুর্ব ঽর্থবাদত্বাৎ ॥ ৫৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যুঃ"—ঐ সমস্ত ক্রিয়া কর্ত্তব্য হইবে, "অর্থবাদ-ত্বাৎ"—যে হেতু, উহা অর্থবাদ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ঐ যে আয়ুঃপ্রার্থনাদি উহা অর্থবাদ বলিয়া অস্থিকর্ত্তৃক অস্থিযজ্ঞেও উহা কর্ত্তব্য। আর উহা হোতৃপাঠ্য বলিয়া অস্থিরূপ যজমানের পাঠ্য না হওয়ায় কোন বিরোধের সম্ভাবনাও নাই। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

নেচ্ছাভিধানাৎ তদভাবাদিতরস্মিন্ ॥ ৫৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা কর্ত্তব্য নহে, "ইচ্ছাভি-ধানাৎ"—যে হেতু, উহা ইচ্ছা বুঝাইতেছে, "তদভাবাৎ"—অস্থির তাহা নাই, "ইতরস্মিন্"—(অতএব) অন্ত ব্যক্তির অর্থাৎ জীবিত যজমানের কর্ম্মে উহা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষবাদীর মত নিরাস করিয়া বলিতে-ছেন, অস্থিকর্ত্তৃক অস্থিযজ্ঞে উহা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, ঐ সমস্ত বিষয়ে যজমানের যে ইচ্ছা থাকে হোতা তাহা মন্ত্রে প্রকাশ করেন। এখানে অচেতন অস্থিই যজমান; সুতরাং তাহার ইচ্ছা থাকিতে পারে না বলিয়া তৎকর্ত্তৃক যজ্ঞে ঐ গুলি কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু জীবিত যজমানের যজ্ঞেই উহা করণীয়। ইতি ২১শ অস্থিযজ্ঞে সূক্তবাকগত আশাসনানুষ্ঠানাধিকরণ।

স্যুর্বা হোতৃকামাঃ ॥ ৫৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—অধিকরণান্তরসূচক, "হোতৃকামাঃ"—হোতার কামনা প্রকাশ, "স্যুঃ"—কর্ত্তব্য হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। 'যং কাময়েত বর্ষীয়ান্ স্যাৎ উচ্চৈস্তরাং তস্য বষট্ কুর্য্যাৎ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে সমস্ত হোতৃকাম আছে, সেগুলি অস্থিকর্ত্তৃক অস্থিযাগে কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,

এস্থলে অচেতন-অস্থি যজমান হইলেও হোতা যখন জীবিত সচেতন ব্যক্তি তখন তাহার কামনা সকল অবশ্যই মন্ত্রে প্রকাশ্য হইবে। অতএব সেগুলির বাধ হইতে পারে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন তদাশীষ্ট্বাৎ ॥ ৫৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা ঠিক নহে, "তদাশীষ্ট্বাৎ"—যে হেতু, ইহা তাহারই (যজমানেরই) প্রার্থনা। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, হোতৃকাম সকলও কর্ত্তব্য নহে; কারণ, যজমানের যাহা ইষ্যমাণ অর্থাৎ প্রার্থনীয়, হোতা তাহাই মন্ত্রে প্রকাশ করেন মাত্র। যে হেতু, শ্রুতি বলিতেছেন "যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞে ঋত্বিজ আশিষমাশাসতে যজমানায়ৈব তামাশাসতে" অর্থাৎ ঋত্বিগ্‌গণ যজ্ঞে যাহা কিছু প্রার্থনা করেন তাহা যজমানের জন্যই প্রার্থনা করেন। আর অস্থিকর্ত্তৃক যজ্ঞে অচেতন অস্থির প্রার্থনা হইতে পারে না। অতএব হোতার প্রার্থনীয় বিষয়টির প্রকাশক মন্ত্রের পাঠও লোপ পাইবে।

এই যে পাঁচটি অধিকরণ, 'জীবিত ব্যক্তিরই অস্থিযজ্ঞে অধিকার', এই সিদ্ধান্ত পক্ষ অনুসারে ইহা বিরুদ্ধ। কাজেই সিদ্ধান্ত পক্ষে অতিদেশতঃ প্রাপ্ত সেই সেই ধর্ম্মগুলির বাধ হইতে পারে না, ইহা বুঝিতে হইবে। ইতি ২২শ অস্থিযজ্ঞে হোতৃকামাভাবাধিকরণ।

সর্ব্বস্বারস্য দিষ্টগতৌ সমাপনং ন বিদ্যতে কর্ম্মণো জীবসংযোগাৎ ॥ ৫৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দিষ্টগতৌ"—যজমানের দিষ্টগতি অর্থাৎ মৃত্যু হইলে, "সর্ব্বস্বারস্য সমাপনং ন বিদ্যতে"—সর্ব্বস্বার নামক যজ্ঞের সমাপ্তি (অবশিষ্ট অংশের অনুষ্ঠান) কর্ত্তব্য হইবে না, "কর্ম্মণঃ জীবসংযোগাৎ"—যে হেতু, জীবনের সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সর্ব্বস্বার নামক যজ্ঞ আছে। শ্রুতি বলিতেছেন, "মরণকামো হ্যেতেন যজেত। যঃ কাময়েত অনাময়ং স্বর্গং লোকমিয়াম্" অর্থাৎ "যে কামনা করিবে যে অনাময় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইব, সে মরণসঙ্কল্প করিয়া এই যজ্ঞ

স্যুব ংর্থবাদত্বাৎ ॥ ৫৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যুঃ"—ঐ সমস্ত ক্রিয়া কর্ত্তব্য হইবে, "অর্থবাদ-ত্বাৎ"—যে হেতু, উহা অর্থবাদ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ঐ যে আয়ুঃপ্রার্থনাদি উহা অর্থবাদ বলিয়া অস্থিকর্ত্তৃক অস্থিযজ্ঞেও উহা কর্ত্তব্য। আর উহা হোতৃপাঠ্য বলিয়া অস্থিরূপ যজমানের পাঠ্য না হওয়ায় কোন বিরোধের সম্ভাবনাও নাই। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

নেচ্ছাভিধানাৎ তদভাবাদিতরস্মিন্ ॥ ৫৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা কর্ত্তব্য নহে, "ইচ্ছাভি-ধানাৎ"—যে হেতু, উহা ইচ্ছা বুঝাইতেছে, "তদভাবাৎ"—অস্থির তাহা নাই, "ইতরস্মিন্"—(অতএব) অন্য ব্যক্তির অর্থাৎ জীবিত যজমানের কর্ম্মে উহা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষবাদীর মত নিরাস করিয়া বলিতে-ছেন, অস্থিকর্ত্তৃক অস্থিযজ্ঞে উহা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, ঐ সমস্ত বিষয়ে যজমানের যে ইচ্ছা থাকে হোতা তাহা মন্ত্রে প্রকাশ করেন। এখানে অচেতন অস্থিই যজমান; সুতরাং তাহার ইচ্ছা থাকিতে পারে না বলিয়া তৎকর্ত্তৃক যজ্ঞে ঐ গুলি কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু জীবিত যজমানের যজ্ঞেই উহা করণীয়। ইতি ২১শ অস্থিযজ্ঞে সূক্তবাকগত আশাসনানুষ্ঠানাধিকরণ।

স্যুর্বা হোতৃকামাঃ ॥ ৫৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—অধিকরণান্তরসূচক, "হোতৃকামাঃ"—হোতার কামনা প্রকাশ, "স্যুঃ"—কর্ত্তব্য হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। "যং কাময়েত বর্ষীয়ান্ স্যাৎ উচ্চৈস্তরাং তস্য বষট্ কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে সমস্ত হোতৃকাম আছে, সেগুলি অস্থিকর্ত্তৃক অস্থিযাগে কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,

এস্থলে অচেতন-অস্থি যজমান হইলেও হোতা যখন জীবিত সচেতন ব্যক্তি তখন তাহার কামনা সকল অবশ্যই মন্ত্রে প্রকাশ্য হইবে। অতএব সেগুলির বাধ হইতে পারে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন তদাশীষ্ট্বাৎ ॥ ৫৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা ঠিক নহে, "তদাশীষ্ট্বাৎ"—যে হেতু, ইহা তাহারই (যজমানেরই) প্রার্থনা। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, হোতৃকাম সকলও কর্ত্তব্য নহে; কারণ, যজমানের যাহা ইষ্যমাণ অর্থাৎ প্রার্থনীয়, হোতা তাহাই মন্ত্রে প্রকাশ করেন মাত্র। যে হেতু, শ্রুতি বলিতেছেন "যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞে ঋত্বিজ আশিষমাশাসতে যজমানায়ৈব তামাশাসতে" অর্থাৎ ঋত্বিগ্‌গণ যজ্ঞে যাহা কিছু প্রার্থনা করেন তাহা যজমানের জন্যই প্রার্থনা করেন। আর অস্থিকর্ত্তৃক যজ্ঞে অচেতন অস্থির প্রার্থনা হইতে পারে না। অতএব হোতার প্রার্থনীয় বিষয়টির প্রকাশক মন্ত্রের পাঠও লোপ পাইবে।

এই যে পাঁচটি অধিকরণ, 'জীবিত ব্যক্তিরই অস্থিযজ্ঞে অধিকার', এই সিদ্ধান্ত পক্ষ অনুসারে ইহা বিরুদ্ধ। কাজেই সিদ্ধান্ত পক্ষে অতিদেশতঃ প্রাপ্ত সেই সেই ধর্ম্মগুলির বাধ হইতে পারে না, ইহা বুঝিতে হইবে। ইতি ২২শ অস্থিযজ্ঞে হোতৃকামাভাবাধিকরণ।

সর্ব্বস্বারস্য দিষ্টগতৌ সমাপনং ন বিদ্যতে কর্ম্মণো জীবসংযোগাৎ ॥ ৫৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দিষ্টগতৌ"—যজমানের দিষ্টগতি অর্থাৎ মৃত্যু হইলে, "সর্ব্বস্বারস্য সমাপনং ন বিদ্যতে"—সর্ব্বস্বার নামক যজ্ঞের সমাপ্তি (অবশিষ্ট অংশের অনুষ্ঠান) কর্ত্তব্য হইবে না, "কর্ম্মণঃ জীবসংযোগাৎ"—যে হেতু, জীবনের সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সর্ব্বস্বার নামক যজ্ঞ আছে। শ্রুতি বলিতেছেন, "মরণকামো হ্যেতেন যজেত। যঃ কাময়েত অনাময়ঃ স্বর্গং লোকমিয়াম্" অর্থাৎ "যে কামনা করিবে যে অনাময় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইব, সে মরণসঙ্কল্প করিয়া এই যজ্ঞ

করিবে"। শ্রুতি আরও বলিতেছেন, "আর্ভবে স্তূয়মানে ঔদুম্বরীং দক্ষিণেন দেশেন আহতেন বাসসা পরিবেষ্ট্য ব্রাহ্মণাঃ সমাপয়ত মে যজ্ঞমিতি সংপ্রেষ্য অগ্নিং বিশতি"—ভাবার্থ এই যে, যখন ঐ যজ্ঞের তৃতীয় সবন কালে 'আর্ভবপবমান' নামক স্তোত্র গীত হইতে থাকে, তখন ঋত্বিগ্‌গণকে যজমান বলিবে, 'ব্রাহ্মণগণ! আপনারা আমার যজ্ঞ সমাপন করুন'; এই বলিয়া যজমান অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। এই যে সর্ব্বস্বার যজ্ঞ, যজমানের মৃত্যুর পর ইহার শেষ অংশ কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, জীবিত ব্যক্তিই যখন কর্ম্মের অধিকারী, তখন উহার অবশিষ্ট অংশ সমাপনীয় হইবে না; কারণ, কর্ত্তা তখন মরিয়া গিয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

স্যাদ্বোভয়োঃ প্রত্যক্ষশিষ্টত্বাৎ ॥ ৫৮ ॥ (সি)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ উহা সমাপনীয় হইবে, "উভয়োঃ প্রত্যক্ষশিষ্টত্বাৎ"—যে হেতু, ক্রতু এবং তাহার সমাপ্তি দুইটিই প্রত্যক্ষবচনবোধিত। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, আখ্যাতের দ্বারা যে আর্থী ভাবনা বিহিত হয়, সমাপ্তি পর্য্যন্ত কর্ম্মই তাহার বিষয়। আর যদিও যজমানই কর্ত্তা তথাপি সমাপ্তি পর্য্যন্ত সে নিজে কিছু করে না, কিন্তু সে পূর্ব্বে যে 'প্রৈষ' করে অর্থাৎ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বিহিতভাবে ঋত্বিক্‌কে নিযুক্ত করে, তাহারই জন্য ঋত্বিক্ শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কাজেই এস্থলে মরণের পূর্ব্বে সে যখন ঋত্বিগ্‌গণকে 'প্রৈষ' করিয়া যাইতেছে তখন শেষের বেলায় সে জীবিত না থাকিলেও অবশিষ্ট কর্ম্ম ঋত্বিগ্‌গণের সমাপনীয় হইবে। ইতি ২৩ যজমানের মৃত্যুতেও সর্ব্বস্বার যজ্ঞের সমাপনীয়তাধিকরণ।

গতে কর্ম্মাস্থিযজ্ঞবৎ ॥ ৫৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "গতে"—যজমানের মৃত্যুতে, "কর্ম্ম"—কর্ম্মটি, "অস্থিযজ্ঞবৎ"—অস্থিযজ্ঞের ন্যায় অনুসারে কর্ত্তব্য। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সর্ব্বস্বারে যজমানের মৃত্যু হইলে যজমান কর্ত্তৃক যাহা অনুষ্ঠেয়, তাদৃশ কর্ম্মের কোন্‌গুলি অনুষ্ঠেয় এবং কোন্‌গুলি পরিত্যাজ্য, এই প্রকার প্রশ্ন হইলে তদুত্তরে বক্তব্য—এ স্থলে অস্থিযজ্ঞের অগ্নিকর্ত্তৃকত্বপক্ষের

বিচার অনুসারে কৃত্য নির্ণেয়। অর্থাৎ শুক্রগ্রহ স্পর্শ প্রভৃতি ক্রত্বর্থ কর্ম্মগুলি যজমানের শব দ্বারা সম্পাদনীয়, আর শবের দ্বারা অশক্য কর্ম্মগুলি পরিত্যাজ্য। ইতি ২৪শ সর্ব্বস্বারে কার্য্যবাধ্য ব্যবস্থাধিকরণ।

জীবত্যবচনমায়ুরাশিস্তদর্থত্বাৎ ॥ ৬০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "জীবতি"—যজমান জীবিত থাকিলে, "অবচনম্"—আয়ুঃ প্রার্থনাবাক্য বক্তব্য নহে, "আয়ুরাশিষঃ তদর্থত্বাৎ"—যে-হেতু, আয়ুর্বৃদ্ধির জন্যই আয়ুঃ প্রার্থনা।

ভাষ্যভাবার্থ। সর্ব্বস্বারে যজমানের আয়ুরাশীঃ (আয়ুঃ প্রার্থনা) কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, আয়ুর্বৃদ্ধির জন্যই যখন আয়ুরাশীঃ—আয়ুঃপ্রার্থনা, তখন সর্ব্বস্বারে উহা কর্ত্তব্য হইতে পারে না। কারণ, ঐ আয়ুঃ প্রার্থনা মন্ত্রের পাঠকালে যজমান জীবিত থাকিলেও কিছু পরেই সে মরিবে, ইহাই যখন তাহার সঙ্কল্প তখন উহা ত একেবারে নিষ্প্রয়োজন। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

বচনং বা ভাগিত্বাৎ প্রাগ্ যথোক্তাৎ ॥ ৬১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বচনম্"—ঐ আয়ুঃ-প্রার্থনামন্ত্র যজমানের পাঠ্য হইবে, "যথোক্তাৎ প্রাক্ ভাগিত্বাৎ"—যে হেতু, মরণের পূর্ব্বপর্য্যন্ত কর্ম্মের জন্য তাহার জীবন আবশ্যক। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সর্ব্বস্বার যজ্ঞে আয়ুঃ প্রার্থনামন্ত্র যজমানের জন্য হোতার পাঠ্য হইবে, তাহা পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। কারণ, তৃতীয় সবনের আর্ভবপবমান স্তোত্রের পাঠকাল পর্য্যন্ত যজমানকে অবশ্যই বাঁচিতে হইবে। কিন্তু ঐ প্রার্থনার পর হইতে উক্ত আর্ভবপবমানস্তোত্রের কাল পর্য্যন্ত যে যজমান অবশ্যই বাঁচিয়া থাকিবে এমন ত কোনও নিয়ম নাই; তাহার পূর্ব্বেও কোন দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ তাহার মৃত্যু ঘটিতে পারে। আর তাহা হইলে ক্রিয়াটি বিগুণ হইয়া পণ্ড হইবে। কাজেই ক্রিয়ার সাদ্গুণ্যের জন্য আয়ুরাশীর্মন্ত্র অবশ্যই পাঠ করিতে হইবে। ইতি ২৫শ সর্ব্বস্বারে যজমানের দিষ্টগতিতেও আয়ুরাশংসনাধিকরণ।

ক্রিয়া স্যাদ্ধর্ম্মমাত্রাণাম্ ॥ ৬২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ক্রিয়া স্যাৎ"—ক্রিয়া অর্থাৎ অনুষ্ঠান হইবে, "ধর্ম্মমাত্রাণাম্"—যেগুলি কেবলমাত্র ধর্ম্মের (অদৃষ্টের) জন্য সেগুলির।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রকৃতিযাগে আত্রেয়কে হিরণ্যদান এবং ঋতুযাজ্যাবরণ ('ঋতুযাজ্যা' মন্ত্রে বরণ) উপদিষ্ট হইয়াছে। সত্রে সে গুলি অতিদিষ্ট হয়। ঐ অতিদিষ্ট বিষয়গুলি সত্রে কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ঐগুলির অনুষ্ঠান যখন সাক্ষাৎ আনত্যর্থক না হইলেও ফলতঃ আনত্যর্থক ; কারণ, ঐ দান দেখিয়া ঋত্বিক্ ভাবিবে 'এই ব্যক্তি যখন এতাদৃশ দাতা তখন আমিও প্রচুর পাইব।' আর তাহার ফলে সে কর্ম্মে আনত হইবে। কিন্তু বরণ সত্রে নিষিদ্ধই আছে। অতএব সত্রে ঐ গুলিও লোপ পাইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ঐ গুলি ধর্ম্মমাত্রার্থক—কেবলমাত্র অদৃষ্টার্থক বলিয়া সত্রে ঐ গুলির বাধ হইবে না। কারণ, প্রথম বরণই আনতিকারক বলিয়া তাহাই বাধ্য। দ্বিতীয় বরণটি আর আনত্যর্থক নহে, কাজেই তাহার বাধ হইবে। এইরূপ, প্রারম্ভ কালে যে বৃত্তি স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার অধিক ধন লব্ধব্য নহে বলিয়া ঐ দানও অদৃষ্টার্থক। কাজেই উহারও বাধ হইতে পারে না। ইতি ২৬শ দ্বাদশাহে ঋতুযাজ্যাত্তনুষ্ঠানাধিকরণ।

গুণলোপে চ মুখ্যস্য ॥ ৬৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "গুণলোপে চ"—গুণের লোপ হইলেও, "মুখ্যস্য" —মুখ্যের (অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য)। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। 'অগ্নিহোত্রহবনী' নামক যে পাত্র আছে, তাহাতে ইষ্টিযাগের নির্ব্বাপ গ্রহণ করা হয়। অগ্নিহোত্রের পূর্ব্বে ঐ পাত্রটির প্রাপ্তি নাই। কাজেই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যে আধান তাহাতে যে পবমানেষ্টি করা হয় তথায় নির্ব্বাপগ্রহণের ঐ পাত্রটির প্রাপ্তি নাই। এই জন্য সংশয় এই যে, আধানপ্রকরণীয় পবমানেষ্টিতে নির্ব্বাপগ্রহণ কর্ত্তব্য কি না ? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, নির্ব্বাপের যখন সাধন নাই তখন এখানে তাহার লোপই হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, নির্ব্বাপ মুখ্য, অগ্নিহোত্রহবনী তাহার গুণস্বরূপ। কিন্তু গুণের লোপে মুখ্যের অর্থাৎ

প্রধানের লোপ হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। কাজেই এস্থলে নির্ব্বাপের লোপ হইতে পারে না। ইতি ২৭শ পবযানেষ্টিতে নির্ব্বাপানুষ্ঠানাধিকরণ।

মুষ্টিলোপাত্তু সংখ্যালোপস্তদ্গুণত্বাৎ স্যাৎ ॥ ৬৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "মুষ্টিলোপাৎ"—মুষ্টিলোপের চেয়ে, "তু"—অধিকরণান্তরদ্যোতক, "সংখ্যালোপঃ স্যাৎ"—সংখ্যার লোপ হওয়া ভাল, "তদ্গুণত্বাৎ"—যে হেতু, সংখ্যা মুষ্টিরই গুণ।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে বাজপেয়প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—"বার্হস্পত্যো নৈবারঃ সপ্তদশশরাবশ্চরুর্ভবতি" অর্থাৎ "বৃহস্পতিদেবতার জন্য নীবারধান্যজতণ্ডুল দিয়া সপ্তদশ শরাবসংস্কৃত চরু কর্ত্তব্য।" প্রকৃতিযাগে "চতুরো মুষ্টীন্ নির্ব্বপতি" অর্থাৎ "চারি মুষ্টি নির্ব্বাপ করিবে" এই বাক্যে মুষ্টি এবং মুষ্টির সংখ্যা বলিয়া দেওয়া আছে। ঐ যে সপ্তদশশরাব চরু উহা, চারি মুষ্টিতে যতটা ধান্য উঠে তন্নিষ্পন্ন তণ্ডুল দিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না, বেশী আবশ্যক হয়। সুতরাং এখানে চারি মুষ্টির বাধ হইবার উপক্রম হইতেছে। এ কারণে এখানে সংশয় এই যে, এস্থলে কি মুষ্টি এবং সংখ্যা উভয়েরই লোপ হইবে অথবা একটিরই লোপ হইবে? যদি একটিরই লোপ হয় তাহা হইলে কি সংখ্যার লোপ হইবে আর মুষ্টি থাকিবে অথবা মুষ্টির লোপ হইবে সংখ্যা থাকিবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, মুষ্টি প্রধান, সংখ্যা তাহার গুণ। আর প্রধানের বাধ অপেক্ষা গুণেরই বাধ হওয়া যখন যুক্তিসঙ্গত তখন এখানে মুষ্টিলোপ অপেক্ষা সংখ্যার লোপ হওয়াই ভাল। ইতি ১ম পূর্ব্বপক্ষ।

ন নির্ব্বাপশেষত্বাৎ ॥ ৬৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা ঠিক নহে, "নির্ব্বাপশেষত্বাৎ"—যে হেতু, সংখ্যা নির্ব্বাপের শেষ অর্থাৎ অঙ্গ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, সংখ্যা মুষ্টির গুণভূত তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, সংখ্যা নির্ব্বাপের অঙ্গ। যে হেতু, "চতুরঃ নির্বপতি" এই প্রকারেই এস্থলে অন্বয় হইয়া থাকে। আর বাক্য অনুসারে তাহা পরে মুষ্টির সহিত সম্বন্ধ করে। কাজেই এস্থলে চতুঃসংখ্যা যখন শ্রুতিবোধিত আর

মুষ্টির সহিত তাহার সম্বন্ধ যখন বাক্যবোধিত, তখন শ্রুতি দ্বারা বাক্যেরই বাধ হয়, কিন্তু বাক্যের দ্বারা শ্রুতির বাধ হইতে পারে না। অতএব এখানে সংখ্যার লোপ হইতে পারে না।

সংখ্যা তু চোদনাং প্রতি সামান্যাৎ তদ্বিকারঃ
সংযোগ চ্চ পরং মুষ্টেঃ ॥ ৬৬ ॥

অক্ষরার্থ। "তু"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "সংখ্যা তদ্বিকারঃ"—অত্রত্য সংখ্যা তাহার বিকার হইবে অর্থাৎ প্রাকৃত চতুঃসংখ্যার বাধক হইবে, "চোদনাং প্রতি সামান্যাৎ"—যে হেতু, বিধির সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে, "পরং চ"—আর অপরটি অর্থাৎ শরাব দ্রব্যটি, "মুষ্টেঃ"—মুষ্টির বাধক হইবে, "সংযোগাৎ"—দ্রব্য-পরিমাণের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন, এখানে মুষ্টি এবং সংখ্যা উভয়েরই লোপ হইবে। কারণ, প্রকৃতিতে মুষ্টি হইতেছে নির্ব্বাপ-সাধন দ্রব্য, আর সংখ্যা তাহার পরিচ্ছেদ করে অর্থাৎ ইয়ত্তা নির্দ্দেশ করে। সুতরাং এখানকার পরিমাণের দ্রব্য যে শরাব তদ্দারা সেখানকার (প্রকৃতিযাগের) মাপন দ্রব্য যে মুষ্টি তাহার বাধ হইবে, আর এখানকার দ্রব্যপরিচ্ছেদক যে সপ্তদশ সংখ্যা তদ্দারা সেখানকার দ্রব্যপরিমাপক দ্রব্যের পরিচ্ছেদার্থ যে চতুঃসংখ্যা তাহারও বাধ হইবে। অতএব এ স্থলে উভয়বাধই ন্যায্য। ইতি ২য় পূর্ব্বপক্ষ।

ন চোদনাভিসম্বন্ধাৎ প্রকৃতৌ সংস্কারযোগাৎ ॥ ৬৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত মতগুলি সঙ্গত নহে, "চোদনাভিসম্বন্ধাৎ"—যে হেতু, যাগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতেছে, "প্রকৃতৌ"—প্রকৃতিযাগে, "সংস্কারযোগাৎ"—নির্ব্বাপরূপ দ্রব্য সংস্কার-ভাবনার সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এখানে সপ্তদশ সংখ্যা এবং শরাবদ্রব্য দুইটিই যাগসম্বন্ধ, যাগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। পক্ষান্তরে প্রকৃতিযাগে যে মুষ্টিদ্রব্য এবং চতুঃসংখ্যা তাহা যাগসম্বন্ধ নহে, কিন্তু তাহা নির্ব্বাপরূপ সংস্কারের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। আর যাহা নির্ব্বাপের সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহা দ্বারা যাগসম্বন্ধের বাধ হইতে পারে না। কাজেই অতিদেশ অনুসারে এখানে কোনটিরই বাধ হইতে পারে না। তবে চতুর্মুষ্টির দ্বারা সপ্তদশ শরাবের পূর্ত্তি হইতে পারে না বলিয়া কার্য্যান্যথানুপপত্তিবশতঃ হয় সংখ্যা, না হয় মুষ্টির লোপ হইবে। তন্মধ্যে সংখ্যা শ্রুত্যনুগৃহীত বলিয়া তাহার লোপ না হইয়া মুষ্টির লোপ হওয়াই অধিক ন্যায্য। অতএব চারি মুষ্টি না হইয়া চারিবারে ততটা নীবার গ্রহণ যাগতে সপ্তদশশরাব ওদন পূর্ণ হইতে পারে। ইতি ২৮ বাজপেয়ে মুষ্টিলোপাধিকরণ।

ঔৎপত্তিকে তু দ্রব্যতো বিকারঃ স্য দকার্য্যত্বাৎ ॥ ৬৮ ॥ সিঃ

অক্ষরার্থ। "ঔৎপত্তিকে"—ঔৎপত্তিক অর্থাৎ যাহা স্বভাবতঃই দ্রব্যবিশেষগত গুণাভিধায়ক তাদৃশ শব্দে, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "দ্রব্যতঃ বিকারঃ স্যাৎ"—দ্রব্যের বিকার হইবে অর্থাৎ প্রাকৃত দ্রব্যের বাধ হইবে, "অকার্য্যত্বাৎ"—যে হেতু, গুণবিশিষ্ট তাদৃশ দ্রব্য সম্পাদন করা অসম্ভব। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে পশুবিকৃতিযাগে উপদিষ্ট হইয়াছে, "দ্যাবাপৃথিব্যাং ধেনুমালভেত। মারুতং বৎসম্। ঐন্দ্রমৃষভম্"। এই যে ধেনু, বৎস এবং বৃষভ—এগুলি কি ছাগজাতীয়কে বুঝাইবে, অথবা ইহা গোজাতীয়বোধক হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন প্রকৃতিযাগে যখন ছাগই পশু, আর ঐ ধেনু, বৎস এবং বৃষভ যে গোজাতীয়, তাহা যখন স্পষ্ট গোজাতিবোধক শব্দের দ্বারা উল্লিখিত হয় নাই তখন ঐ গুলি সেই সেই গুণবিশিষ্ট ছাগজাতীয়কেই বুঝাইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সত্য বটে, এস্থলে গোজাতীয়ত্বের বোধক স্পষ্ট কোন শব্দ নাই, তথাপি ঐ শব্দগুলি গোজাতীয়েরই বিশেষ বিশেষ অবস্থার বাচক। সুতরাং ছাগে উহা অসম্ভব। কাজেই এস্থলে বাচ্যার্থ ত্যাগের যখন কোন কারণ নাই তখন লক্ষণা করিয়া ঐ গুলিকে ছাগবোধক করা অনুচিত।

অতএব এস্থলে প্রকৃতি প্রাপ্ত ছাগেরই বাধ অর্থাৎ লোপ বা নিবৃত্তি হইবে। ইতি ২৯শ মেষাদিশব্দের গোবাচিত্বাধিকরণ।

নৈমিত্তিকে তু কার্য্যত্বাৎ প্রকৃতেঃ স্যাত্তদাপত্তেঃ ॥ ৬৯ ॥ সিঃ

অক্ষরার্থ। "নৈমিত্তিকে"—যাহা নৈমিত্তিক অর্থাৎ কেবলমাত্র গুণনিমিত্তক তাদৃশ শব্দে, "তু"—প্রত্যুদাহরণার্থক বা অধিকরণান্তরসূচক, "কার্য্যত্বাৎ"—তাদৃশ গুণ সম্পাদন করা সম্ভব বলিয়া, "প্রকৃতেঃ স্যাৎ"—প্রকৃতিযাগীয় দ্রব্যেরই গ্রহণ হইবে, "তদাপত্তেঃ"—যে হেতু, অতিদেশশাস্ত্রের উপপত্তি হয়। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত।" এই শ্বেতটি কি?—ইহা কি যে কোন পশু অথবা ইহা ছাগপশু?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, মেষ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় ইহা যখন জাতিবিশেষের বাচক নহে, তখন ইহা যে কোন পশু হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রকৃতিযাগের পশু হইতেছে ছাগ। তাহাই এখানে অতিদেশতঃ প্রাপ্ত। তাহার বাধের যখন কোন কারণ নাই, তখন তাহার বাধ হইবে কেন? অতএব 'শ্বেত' বলিতে এখানে ছাগই গ্রহণীয়। ইতি ৩০শ 'বায়ব্য শ্বেত' এস্থলে অজেরই আলম্ভনাধিকরণ।

বিপ্রতিষেধে বচনাৎ প্রাকৃতগুণলোপঃ স্যাত্তেন চ কর্ম্মসংযোগাৎ ॥ ৭০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বিপ্রতিষেধে"—সংশয় হইলে, "প্রাকৃতগুণলোপঃ স্যাৎ"—প্রাকৃত গুণের লোপ হইবে, "বচনাৎ"—বচন অর্থাৎ নির্দ্দেশ আছে বলিয়া, "তেন চ"—আর সেই নির্দ্দিষ্ট বস্তুর সহিত, "কর্ম্মসংযোগাৎ"—সেই সেই (নিয়োজন প্রভৃতি) কর্ম্মের সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে সাত্তদ্র ক্রতুর প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "খলেবালী যূপো ভবতি" অর্থাৎ খলেবালী যূপ হইবে। ইহাতে সংশয় এই যে, প্রকৃতি

যাগে যেমন খদিরবৃক্ষ হইতে যূপ হয়, এস্থলেও কি সেইরূপ খদিরবৃক্ষনির্ম্মিত যূপকে 'খলেবালী' করা হইবে অথবা যাহা পূর্ব্ব হইতেই খলেবালী হইয়া আছে তাহাতে যূপ করিতে হইবে অর্থাৎ তাহাতেই যূপের কার্য্য যে পশুনিয়োজনাদি তাহা সম্পাদন করিতে হইবে? এইরূপ চিত্রাযাগে "দধি মধু ঘৃতং ধানা উদকং তণ্ডুলা স্তৎসংসৃষ্টং প্রাজাপত্যং" এই বাক্যে দধি মধু প্রভৃতির ন্যায় যে তণ্ডুলও বিহিত হইয়াছে, সেই তণ্ডুল কি প্রকৃতিযাগের নিয়ম অনুসারে ব্রীহিঘাতেই অবঘাত পূর্ব্বক সম্পাদন করিতে হইবে অথবা তাহা যে কোন ধান্য হইতে নিষ্কাশিত হইলেই চলিবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, খদিরবৃক্ষনির্ম্মিত যূপকেই খলেবালী করা উচিত এবং ব্রীহি হইতেই তণ্ডুল সম্পাদন করা উচিত। কারণ, অতিদেশবিধি অনুসারে তাহাই প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ খলেবালীকে যূপ করিলে যূপ শব্দে যূপকার্য্যসম্পাদকত্বে লক্ষণা করিতে হয়; কিন্তু মুখ্যার্থ সম্ভব হইলে লক্ষণা স্বীকার করা অন্যায্য। কিন্তু যূপকে অনায়াসেই ধানমাড়া খামারের মাঝখানে পুতিয়া তাহাতে বৃষ বাঁধিবার 'মেধি' রূপ খলেবালী করা যায়; আর এ পক্ষে লক্ষণাদোষও নাই।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "বিপ্রতিষেধে প্রাকৃতগুণলোপঃ স্যাৎ"—এরূপ সংশয়স্থলে খদির, ব্রীহি প্রভৃতি প্রাকৃত গুণের লোপ অর্থাৎ বাধ বা নিবৃত্তি হইবে। কারণ, "তদ্বচনাৎ"—ঐ শ্রুতিবচনে খলেবালীরই যূপত্ব বিহিত হইয়াছে; যে হেতু, এরূপ বলিলে তবেই নৈরন্তর্য্যপাঠমূলক যে অব্যবধানরূপ প্রত্যক্ষতা রহিয়াছে, তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হয়; অন্যথা বাক্যটিতে "যূপঃ খলেবালী ভবতি" এই প্রকারে ব্যবধানমূলক অন্বয় কল্পনা করিতে হয়। আর ইহা কল্পনীয় বলিয়া পরোক্ষই হইয়া থাকে। এ ভাবে প্রত্যক্ষ বাক্যকে পরিত্যাগ করা অপেক্ষা বাক্যের একটিমাত্র যূপপদে লক্ষণা করা অধিক ন্যায়সঙ্গত। সুতরাং "খলেবালী যূপো ভবতি" ইহার অর্থ খলেবালী যূপকার্য্য যে পশুনিয়োজনাদি তৎপ্রয়োজনসাধক হইবে। অতএব এ স্থলে যূপত্ব সিদ্ধ নহে বলিয়া তদর্থ যে খাদিরত্বাদি তাহার লোপ বা বাধ হইবে; তাহা নিয়মতঃ প্রাপ্ত হইবে না; খাদির অথবা তদিতর কাঠের যে খলেবালী তাহাই যূপ হইবে। এইরূপ, চিত্রাযাগের যে তণ্ডুল তাহাতে পেষণ, সংযবনাদি না করিয়াই তাহা সাক্ষাৎ ভাবে প্রজাপতি দেবতার জন্য বিহিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতিযাগে পেষণাদি-পরম্পরাক্রমে তণ্ডুল হইতে যে পুরোডাশ নিষ্পন্ন হয়, তাহাই দেবতার জন্য বিহিত হইয়াছে, কিন্তু সাক্ষাৎ তণ্ডুল দেবতার্থরূপে বিহিত হয় নাই। কাজেই এই উভয়প্রকার তণ্ডুলের সমানতা নাই বলিয়া এস্থলেও প্রকৃতিযাগের ধর্ম্ম অতিদেশতঃ প্রাপ্ত হইবে না। আর তাহা

হইলে ব্রীহির বাধ হইবে। সুতরাং নিয়মতঃ প্রাপ্তি হইতে পারে না বলিয়া ব্রীহি অথবা তদ্ভিন্ন যে কোন ধানের তণ্ডুল হইলেই চলিবে। ইতি ৩১শ সান্তক্ষ এবং চিত্রাযাগে খলেবালী ও তণ্ডুলের যথাক্রমে খাদিরত্ব ও ব্রৈহত্বের অনিয়মাধিকরণ।

পরেষাং প্রতিষেধঃ স্যাৎ ॥ ৭১ ॥ (সঃ)

অক্ষরার্থ। "পরেষাং"—ছেদনাদি অপরাপর ধর্ম্মগুলির, "প্রতিষেধঃ স্যাৎ"—নিষেধ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। যূপের যে তক্ষণ, জোষণ, উচ্ছ্রয়ণাদি সংস্কার করা হয় ঐ খলেবালীতে তাহা কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ঐ ধর্ম্মগুলি যখন অতিদেশতঃ প্রাপ্ত, তখন ঐ গুলিরও অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ঐ গুলির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য নহে; কারণ খলেবালী যে অবস্থায় থাকে সেই অবস্থাতেই তাহাকে যূপের কার্য্যে লাগাইবার কথা আছে; আর সেই অবস্থাতেই তাহা যূপের কার্য্য করিতে সমর্থ। বিশেষতঃ যূপত্বসম্পাদনের জন্যই যখন তক্ষণাদি কর্ম্ম করা হয়, আর এখানে খলেবালীকে যূপ করা যখন প্রয়োজন নহে কিন্তু যূপের কার্য্য যে পশুনিয়োজনাদি, তাহাতে লাগানই প্রয়োজন, আর তক্ষণাদি সংস্কার বিনাই যখন খালেবালী সেই কার্য্যের উপযুক্ত, আর তাহাতেই যখন শাস্ত্রার্থ অনুষ্ঠিত হয়—তখন খালেবালীতে তক্ষণাদি করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তাহার বাধই হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৭২ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রতিষেধাৎ চ"—বিরোধ হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। খলেবালীতে যে তক্ষণাদি কর্ত্তব্য নহে তাহার আরও কারণ এই যে, তাহাতে বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ বিরোধ হয়; কারণ, যাহা খলেবালী ছিল তাহাতে তক্ষণাদি করিলে তাহাতে রূপান্তর উপস্থিত হয় বলিয়া তাহার খলেবালীত্ব আর থাকে না। অতএব তাহাতে তক্ষণাদি কর্ত্তব্য নহে। ইতি ৩২শ খলেবালীতে তক্ষণাদির অননুষ্ঠানাধিকরণ।

অর্থাভাবে সংস্কারত্বং স্যাৎ ॥ ৭৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অর্থাভাবে"—দৃষ্টকার্য্যের অভাব হইলে, "সংস্কারত্বং স্যাৎ"—সংস্কারতা হইত।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রকৃতিভূত যূপে পর্য্যূহণ, পরিবৃংহণ, পরিবেচনাদি কতকগুলি দৃষ্টার্থক সংস্কার, আবার অঞ্জনাদি কতকগুলি অদৃষ্টার্থক সংস্কার আছে। সে গুলি খলেবালীতে কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, খলেবালী যখন আসল যূপ নহে, তখন উহাতে যূপের তক্ষণাদি সংস্কারের যেমন লোপ হইয়াছে, ঐ সমস্ত পর্য্যূহণাদি সংস্কারেরও সেইরূপ লোপ হওয়াই উচিত। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পর্য্যূহণ, পরিবৃংহণাদি দ্বারা মেঢ়িটিকে দৃঢ় ভাবে নিখাত করা হয়, তাহা হইলে আর তাহাতে যে বৃষ বন্ধন করা হয় তদ্দারা তাহা চালিত হইবে না। কাজেই ঐগুলি যখন দৃষ্টার্থক তখন ঐ গুলির লোপের কোন কারণ নাই। আর তক্ষণাদির যে বাধ হইয়াছিল বিরোধাপত্তিই তাহার কারণ। এ জন্য তদ্দৃষ্টান্তে অঞ্জনাদি অদৃষ্টার্থক সংস্কারেরও লোপ হইতে পারে না; যে হেতু, খলে-বালীতে অঞ্জনাদি করিলে কোনও বিরোধ হয় না। ইতি তন্ত্র খলেবালীতে পর্য্যূহণাদি সংস্কারের অনুষ্ঠানাধিকরণ।

অর্থেন চ বিপর্য্যাসে তাদর্থ্যাত্তত্ত্বমেব স্যাৎ ॥ ৭৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অর্থেন"—প্রয়োজনের অনুরোধে, "চ"—অধি-করণান্তরসূচক, "বিপর্য্যাসে"—বিপর্য্যাস অর্থাৎ ক্রমের ব্যত্যয় করা হইলে, "তাদর্থ্যাৎ"—সেই প্রয়োজনের জন্য বলিয়া, "তত্ত্বম্ এব স্যাৎ"—তাহাই অবিহত থাকে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে মহাপিতৃযজ্ঞ প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "পিতৃভ্যো বর্হিষদ্ভ্যো ধানাঃ" অর্থাৎ 'বর্হিষৎ পিতৃগণের উদ্দেশে ধানা দিয়া যজ্ঞ কর্ত্তব্য'। ধানা অর্থ ভাজা ধান। এই ধানাতে অবঘাত কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, সত্য বটে অতিদেশবিধিবলে ধানাতে অবঘাত প্রাপ্ত হয়; তথাপি ভৃষ্ট ধান্যরূপ ধানাতে অবঘাত করিলে তাহা চূর্ণ হইয়া সক্তু-ভাবাপন্ন হইয়া যইবে। আর তাহা হইলে তাহার ধানাত্ব থাকিবে না। অতএব অর্থলোপ প্রসঙ্গ হয় বলিয়া এ স্থলে প্রাকৃত অবঘাতের বাধ হওয়াই উচিত। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সত্য বটে প্রথমে ধানা করিয়া পরে তাহাতে অবঘাত করিলে ধানাত্ব বিহত হইয়া যায়, তথাপি ধানা করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ ধান্যগুলিকে ভৃষ্ট করিবার পূর্ব্বে যদি অবঘাত করা যায় তাহা হইলে আর সে ভয় থাকে না। অথচ অবঘাত অতিদেশতঃ প্রাপ্ত একটি পদার্থ; আর ক্রম অর্থাৎ

ধানার পরে অবঘাত করা এই যে ক্রম, ইহা সেই পদার্থাশ্রিত ধর্ম্ম। সুতরাং অবঘাত পদার্থরূপ ধর্ম্মীর বাধ না করিয়া তদাশ্রিত ক্রমরূপ ধর্ম্মের বাধ করাই ন্যায়-সঙ্গত। অতএব এ স্থলে প্রথমে অবঘাত কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ ভর্জ্জন দ্বারা ধানার সম্পাদনীয়। অতএব এস্থলে অবঘাতের বাধ হইবে না। ইতি ৩৪শ মহাপিতৃযজ্ঞে ধানাতে অবঘাতানুষ্ঠানাধিকরণ।

বার্ত্তিককার এস্থলে অন্য দৃষ্টান্ত লইয়া প্রকারান্তরে অধিকরণটি যোজনা করিয়াছেন। তন্মতে,—শ্রুতিমধ্যে ঐ মহাপিতৃযজ্ঞেই যে উপদিষ্ট হইয়াছে "পিতৃভ্যঃ অগ্নিষাত্তেভ্যঃ অভিবান্যায়ৈ দুগ্ধে মন্থম্" অর্থাৎ "অগ্নিষাত্তাদি পিতৃগণের উদ্দেশে অভিবান্যার (মৃতবৎসা গাভীর) দুগ্ধে মন্থ কর্ত্তব্য";—ইহাতে অর্থানুরোধে (প্রয়োজনানুসারে) শ্রপণের (পাকের) পর পেষণ প্রাপ্ত হয়। এই পেষণ কি নূতন অপূর্ব্ব পদার্থ অথবা ইহা প্রাকৃত পদার্থ বটে, তবে ইহাতে কেবল ক্রমের ব্যত্যয় হইয়াছে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ঐ যে পেষণ উহা প্রাকৃত নহে। কারণ, এস্থলে ক্রমের ব্যত্যয় দেখা যাইতেছে। যে হেতু, প্রকৃতিযাগে প্রথমে পেষণ, পরে পুরোডাশ পাক। এখানে কিন্তু প্রথমে পাক করিয়া ধানা-নিষ্পাদন তদনন্তর তাহাকে সক্তু করিবার জন্য পেষণ। যে হেতু, দ্রবপদার্থে সক্তু নিক্ষেপ করিয়া ঘাঁটিয়া দিলে যে পদার্থ হয় তাহার নাম মন্থ। অতএব এস্থলে যে পেষণ তাহা প্রাকৃত নহে, কিন্তু তাহা নূতন। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বপক্ষবাদী যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অতিদেশ অনুসারে প্রাকৃত পেষণ এবং তাহার ক্রম এতদুভয়ের বাধ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কেবলমাত্র প্রাকৃত ক্রমের বাধ স্বীকার করিলেই চলে; প্রকৃতিতে যে পেষণ পূর্ব্বে হইত এখানে তাহা পশ্চাৎ কর্ত্তব্য, এইভাবে ক্রমের ব্যত্যয় স্বীকার করিলেই যখন সকল দিক্ রক্ষা হয়, তখন উভয়ের বাধ স্বীকার করিয়া পেষণের নূতনত্ব বলা ন্যায়সঙ্গত নহে। ইতি পেষণের প্রাকৃততাবোধকতাধিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের দশম অধ্যায়ের

দ্বিতীয় পাদ।

অথ দশমাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ

বিকৃতৌ শব্দবত্ত্বাৎ প্রধানস্য গুণানামধিকোৎপত্তিঃ সন্নিধানাৎ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বিকৃতৌ"—বিকৃতিযাগে, "প্রধানস্য শব্দবত্ত্বাৎ"—কেবলমাত্র প্রধানই শব্দবোধিত বলিয়া, "গুণানাং"—প্রয়াজাদি গুণ সকলের, "অধিকোৎপত্তিঃ"—অন্যসংখ্যাদিবিশিষ্ট ভাবে উৎপত্তি হইবে, "সন্নিধানাৎ"—যে হেতু, তাহাই গুণবিধির সন্নিহিত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বের দুইটি পাদে কোন্ কোন্ স্থলে প্রাকৃত ধর্ম্মের বাধ হয় তাহাই প্রধানতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই পাদে, বিকৃতিযাগে উপদিষ্ট ধর্ম্ম সত্ত্বেও যে প্রাকৃত ধর্ম্মের বাধ হয় না, তাহাই প্রাধানভাবে আলোচিত হইবে। অগ্নীষোমীয়পশুযাগে একাদশটি প্রযাজ, চাতুর্ম্মাস্য যাগে নয়টি প্রযাজ, বায়ব্যপশুযাগে "হিরণ্যগর্ভঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে আঘার কর্ম্ম ইত্যাদি প্রকার ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ক কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা বৈশিষ্ট্য, কারণ প্রকৃতিভূত ইষ্টি যাগে প্রযাজ পাঁচটি ; তদনুসারে এগুলিতেও পাঁচটি প্রযাজই হওয়া উচিত। কিন্তু ঐ সমস্ত যাগে "একাদশ প্রযাজান্ যজতি", "নব প্রযাজান্ যজতি" ইত্যাদি উপদেশবিধি অনুসারে একাদশটি বা নয়টি প্রযাজ করিতে হয়। এখন সংশয় এই যে, বিকৃতিযাগে "একাদশ প্রযাজান্ যজতি" ইত্যাদি যে উপদেশবিধি উহা দ্বারা কি একাদশত্বসংখ্যাবিশিষ্ট প্রয়াজ বিহিত হইয়াছে অথবা উহা দ্বারা অতিদেশতঃ প্রাপ্ত প্রযাজে কেবল একাদশত্বাদি সংখ্যারূপ গুণমাত্র বিহিত হইয়াছে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এস্থলে একাদশত্বাদি সংখ্যাবিশিষ্ট প্রযাজ এবং হিরণ্যগর্ভমন্ত্রবিশিষ্ট আঘার নূতন করিয়াই বিহিত হইয়াছে ; সুতরাং প্রকৃতযাগীয় যে প্রযাজ বা আঘার অতিদেশবিধিবলে প্রাপ্ত হইতেছিল, তাহার এখানে বাধ হইয়াছে। কারণ, ঐ সকল বিধি বিকৃতি যাগের সন্নিহিত ; সুতরাং ঐ গুলির দ্বারাই যদি বিকৃতিযাগের ইতিকর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় তাহা হইলে অতিদেশলভ্য অসন্নিহিত বিধির অপেক্ষা করিবার হেতু কি থাকিতে পারে? অতএব এস্থানে নূতন ইতিকর্ত্তব্যতা এবং ইতিকর্ত্তব্যতার ধর্ম্ম বা গুণ

প্রত্যক্ষ বিধিবলে লব্ধ হইতেছে বলিয়া প্রকৃতিযাগীয় ইতিকর্ত্তব্যতার বাধ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

প্রকৃতিবৎ তস্য চানুপরোধঃ ॥ ২ ॥

অক্ষরার্থ। "তস্য"—সেই অতিদেশের, "চ"—যেহেতু, "প্রকৃতিবৎ"—'প্রকৃতিবৎ' এই প্রকার, "অনুপরোধঃ"—উপরোধ অর্থাৎ কল্পনা করিতে হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহাকে স্বতন্ত্র ভাবে বিকৃতযাগীয় গুণকর্ম্মবিধি বলিলে লাঘবও হয়। কারণ, অতিদেশস্থলে 'প্রকৃতিবৎ কর্ত্তব্য' এই প্রকার কল্পনা করিয়া বহু ব্যবহিত বিধির দ্বারা ইতিকর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে হয়, কিন্তু এ পক্ষে সে বালাই নাই। ইতি পূর্ব্বপক্ষে যুক্তি।

চোদনাপ্রভুত্বাচ্চ ॥ ৩ ॥

অক্ষরার্থ। "চোদনাপ্রভুত্বাৎ চ"—চোদনায় অর্থাৎ প্রযাজাদির বিধান করিতে ঐ গুলির প্রভুত্ব অর্থাৎ সামর্থ্য আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি কেহ বলেন, ঐ বাক্যগুলি দ্বারা প্রযাজাদি বিহিত হইতে পারে না; তদুত্তরে বলিতেছেন, ঐ বাক্যের দ্বারা প্রযাজাদিও বিহিত হইবে এবং তাহার গুণ যে একাদশত্বাদি সংখ্যা তাহাও ইহা দ্বারা বিহিত হইয়া সগুণ কর্ম্ম বিহিত হইবে, কারণ, ইহা বিশিষ্ট বিধি।

প্রধানং ত্বঙ্গসংযুক্তং তথাভূতমপূর্ব্বং স্যাৎ তস্য বিধ্যুপলক্ষণাৎ সর্ব্বো হি পূর্ব্ববান্ বিধিরবিশেষাৎ প্রবর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রধানং"—প্রকৃতিযাগীয় প্রধান কর্ম্ম, "অঙ্গসংযুক্তম্"—যাদৃশ অঙ্গসংযুক্ত, "অপূর্ব্বম্"—অপূর্ব্ব অর্থাৎ বিকৃতিযাগসকল, "তথাভূতং স্যাৎ"—সেইরূপ অঙ্গসংযুক্ত হইবে, "তস্য বিধ্যুপলক্ষণাৎ"—যে হেতু, তাহার অর্থাৎ সেই প্রকৃতিযাগের বিধির উপলক্ষণ অর্থাৎ উপলব্ধি রহিয়াছে, "হি"—যে হেতু, "সর্ব্বঃ

বিধিঃ"—বিকৃতিযাগে যে সমস্ত ইতিকর্ত্তব্যতাবিষয়ক বিধি আছে তৎসমুদয়ই, "পূর্ব্ববান্"—পূর্ব্ববান্ অর্থাৎ প্রকৃতিপূর্ব্বক, "অবিশেষাৎ প্রবর্ত্তিতঃ"—আর তাহা অবিশেষে অর্থাৎ সকলের প্রতি সমান ভাবে সর্ব্ব সাধারণরূপে প্রবৃত্ত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রকৃতিযাগের ইতিকর্ত্তব্যতা কোন একটি বিশেষ বিকৃতিযাগে প্রবৃত্ত হয় না, কিন্তু তাহা সমস্ত বিকৃতিযাগের প্রতিই সমানভাবে অতিদেশবলে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; একারণে যে সকল বিকৃতিযাগে প্রকৃতিযাগের সদৃশ ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ক বচন থাকে, সেগুলি পূর্ব্ববান্ অর্থাৎ অনুবাদী বলিয়া তদ্দ্বারা ইতিকর্ত্তব্যতা বিহিত হইতে পারে না। আর একই ইতিকর্ত্তব্যতা যে বিকৃতিযাগে কোথাও অতিদেশবলে এবং কোথাও বা উপদেশবলে প্রাপ্ত হইবে তাহা বলা চলে না; কারণ, একটি বিকৃতিযাগে যদি অতিদেশবলে প্রাপ্তি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে সেই প্রাপ্তি সামান্যাকারে হইয়া থাকে, সর্ব্ববিকৃতিযাগের জন্যই তাহা সাধারণভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। একারণে কোন কোন বিকৃতিযাগে অতিদেশতঃপ্রাপ্ত সেই ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ক উপদেশ-বচন থাকিলেও তদনুসারে ইতিকর্ত্তব্যতাবিধি স্বীকার করা যায় না। কাজেই এস্থলে "একাদশ প্রযাজান্ যজতি" ইত্যাদি বচনে যে নূতন করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিহিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। আর যদি বলা হয় উক্ত বচনগুলিতে ইতিকর্ত্তব্যতাও বিহিত হইয়াছে এবং সেই ইতিকর্ত্তব্যতার অঙ্গ অর্থাৎ গুণও বিহিত হইয়াছে, কাজেই নূতনত্ব রহিয়াছে বলিয়া ইহা দ্বারা ইতিকর্ত্তব্যতার বিধান স্বীকার করিলে অতিদেশসামান্যের সহিত অনুবাদী হইবে না। তদুত্তরে বক্তব্য—ইহাতে বাক্যভেদ হয়: বাক্যভেদ বিনা একই বচনে ইতিকর্ত্তব্যতা এবং তাহার গুণ এতদুভয় বিহিত হইতে পারে না। যদি বলা হয় এ স্থলে বিশিষ্টবিধি হইবে; ঐ বচনগুলিতে গুণবিশিষ্ট ইতিকর্ত্তব্যতা বিহিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা অনুবাদী নহে। ইহার উত্তরে বক্তব্য, এপক্ষে বিশিষ্টবিধি স্বীকারে গৌরব দোষ হয়। কিন্তু ঐ বিধিগুলি দ্বারা পূর্ব্বপ্রাপ্ত ইতিকর্ত্তব্যতার অনুবাদ পূর্ব্বক একাদশত্বাদি সংখ্যারূপ গুণ বিহিত হইয়াছে বলিলে আর গৌরব দোষের সম্ভাবনা থাকে। অতএব কেবলমাত্র গুণ-বিধান স্বীকার করিলে লাঘব হয় বলিয়া ঐ সমস্ত বাক্যে যে নূতন ভাবে ইতিকর্ত্তব্যতা বিহিত হইয়াছে তাহা স্বীকার করা অন্যায্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

ন চাঙ্গবিধিরনঙ্গে স্যাৎ ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ। "ন"—না, "চ"—আর, "অনঙ্গে"—অঙ্গরহিত কর্ম্মে, "অঙ্গবিধিঃ স্যাৎ"—অঙ্গের (অঙ্গবিষয়ক) বিধি হইতে পারে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ সমস্ত বাক্যে যে অঙ্গেরই বিশেষ বিশেষ গুণ বিহিত হইয়াছে, তাহা মোটেই সম্ভব হয় না যদি অঙ্গগুলি পূর্ব্ব হইতে প্রাপ্ত না হয়। আর অতিদেশ বিনা পূর্ব্ব হইতে অঙ্গপ্রাপ্তি হইতে পারে না। অতএব বলিতে হয় যে, পূর্ব্ব হইতে অতিদেশবলে অঙ্গসকল প্রাপ্ত হইয়াছে, পশ্চাৎ "একাদশ প্রযাজান্" ইত্যাদি বাক্যে সেই অঙ্গেরই বিশেষত্ব বিহিত হইয়াছে।

কর্ম্মণশ্চৈকশব্দ্যাৎ সন্নিধানে বিধেরাখ্যাসংযোগো গুণেন তদ্বিকারঃ স্যাচ্ছব্দস্য বিধিগামিত্বাদ্ গুণস্য চোপদেশ্যত্বাৎ ॥৬॥

অক্ষরার্থ। "কর্ম্মণঃ"—প্রধানকর্ম্ম এবং গুণকর্ম্ম, "চ"—আরও "ঐকশব্দ্যাৎ"—একই শব্দের অর্থাৎ বিধির বিষয় বলিয়া, "সন্নিধানে"—প্রধানবচনের সন্নিধান থাকায় অর্থাৎ গুণগুলি (অঙ্গগুলি) প্রধানবচনের সন্নিহিত বলিয়া, "বিধেঃ"—গুণবিধির, "আখ্যাসংযোগঃ"—আখ্যা অর্থাৎ নাম লইয়া সম্বন্ধ হইবে, "গুণেন তদ্বিকারঃ"—এই প্রকারে গুণের দ্বারা অর্থাৎ সংখ্যা ও মন্ত্ররূপ গুণের দ্বারা তাহার অর্থাৎ প্রকৃতিযাগীয় সেই সংখ্যা এবং মন্ত্ররূপ গুণেরই বিকার অর্থাৎ বাধ হইবে, "শব্দস্য বিধিগামিত্বাৎ"—যে হেতু, ঐ পুনর্বিধায়ক শব্দ অর্থাৎ বচন বিধিগামী অর্থাৎ প্রযাজাদি বিধির সহিত সম্বন্ধযুক্ত, "চ"—আরও, "গুণস্য উপদেশ্যত্বাৎ"—ঐ সংখ্যারূপ গুণই এস্থলে উপদেশ্য অর্থাৎ বিধেয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি শঙ্কা করেন যে, প্রযাজাদিগুলি যদি প্রকৃতিযাগ হইতে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে "একাদশ প্রযাজান্ যজতি" ইত্যাদি বচনে সে গুলির পুনর্বিধান ব্যর্থ হইয়া পড়ে; তদুত্তরে বক্তব্য, অঙ্গ এবং প্রধান কর্ম্মগুলি যুগপৎ প্রাপ্ত হয়। কারণ, 'কি ভাবে প্রয়োগ

(অনুষ্ঠান) করিতে হইবে' এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা হইলে প্রয়োগবিধি দ্বারা অঙ্গ এবং প্রধান সকল কর্ম্মগুলিই যদি উপস্থিত হয় তবেই সেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। আর তাহাতে প্রাকৃত অঙ্গগুলিরই প্রাপ্তি ন্যায়সঙ্গত ; কারণ, সে গুলি কৃৎপ্লোপকর ; কিন্তু বৈকৃত অঙ্গগুলি কল্প্যোপকার বলিয়া সে গুলি দ্বারা উক্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। আর প্রাকৃত অঙ্গগুলির দ্বারা প্রয়োগবিষয়ক আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া বিকৃতিদেশে যে ইতিকর্ত্তব্যতাবিধি, তাহা প্রাকৃত ইতিকর্ত্তব্যতা বিধির সহিত সম্বদ্ধ হইয়া তদ্বিহিত কর্ম্মের সংখ্যাদিরূপ গুণ বিধান করিয়া চরিতার্থ হইবে। অতএব এস্থানে প্রযাজাদিগুলি প্রকৃতিযাগ হইতে প্রাপ্ত, তবে তাহাদের একাদশত্বাদি সংখ্যাই এই বিশেষ বিধির বিষয় হইতেছে।

অকার্য্যত্বাচ্চ নাম্নঃ ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। "নাম্নঃ অকার্য্যত্বাৎ চ"—নাম কার্য্য অর্থাৎ অনুষ্ঠান নিষ্পাদ্য নহে বলিয়া তাহাও বিধেয় হইতে পারে না।

ভাষ্যভাবার্থ। এই বাক্যে যে নামনামিসম্বন্ধ বিহিত হইয়াছে তাহাও বলা যায় না ; কারণ, নাম কার্য্য অর্থাৎ অনুষ্ঠাননিষ্পাদ্য নহে। আরও নামসম্বন্ধ বিধান করিতে গেলে,—একাদশটি যাগ করিবে, আর সেই যাগগুলি প্রযাজানুযাজ নামক হইবে, এই প্রকার বচনব্যক্তি করিতে হয় ; কিন্তু ইহাতে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে।

তুল্যা চ প্রভুতা গুণে ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। "তুল্যা"—সমান, "চ"—যে হেতু, "প্রভুতা"—সামর্থ্য, "গুণে"—গুণবিধানে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যে "একাদশ প্রযাজান্ যজতি" এই বিধিবাক্য, ইহাতে গুণবিশিষ্ট অপূর্ব্বকর্ম্ম এবং কেবলমাত্র গুণ বিধান করিবার শক্তি সমভাবে বিদ্যমান। আর বিশিষ্ট বিধিতে গৌরব হয়, কিন্তু গুণমাত্র বিধান লাঘব হয়। অতএব ইহা দ্বারা কেবলমাত্র গুণই বিহিত হইয়াছে, এইরূপ বলাই সঙ্গত, যে হেতু, ইহাতে লাঘব পক্ষ আশ্রয় করা হয়।

ন চাঙ্গবিধিরনঙ্গে স্যাৎ ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ। "ন"—না, "চ"—আর, "অনঙ্গে"—অঙ্গরহিত কর্ম্মে, "অঙ্গবিধিঃ স্যাৎ"—অঙ্গের (অঙ্গবিষয়ক) বিধি হইতে পারে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ সমস্ত বাক্যে যে অঙ্গেরই বিশেষ বিশেষ গুণ বিহিত হইয়াছে, তাহা মোটেই সম্ভব হয় না যদি অঙ্গগুলি পূর্ব্ব হইতে প্রাপ্ত না হয়। আর অতিদেশ বিনা পূর্ব্ব হইতে অঙ্গপ্রাপ্তি হইতে পারে না। অতএব বলিতে হয় যে, পূর্ব্ব হইতে অতিদেশবলে অঙ্গসকল প্রাপ্ত হইয়াছে, পশ্চাৎ "একাদশ প্রযাজান্" ইত্যাদি বাক্যে সেই অঙ্গেরই বিশেষত্ব বিহিত হইয়াছে।

কর্ম্মণশ্চৈকশব্দ্যাৎ সন্নিধানে বিধেরাখ্যাসংযোগো গুণেন তদ্বিকারঃ স্যাচ্ছব্দস্য বিধিগামিত্বাদ্ গুণস্য চোপদেশ্যত্বাৎ ॥৬॥

অক্ষরার্থ। "কর্ম্মণঃ"—প্রধানকর্ম্ম এবং গুণকর্ম্ম, "চ"—আরও "ঐকশব্দ্যাৎ"—একই শব্দের অর্থাৎ বিধির বিষয় বলিয়া, "সন্নিধানে"—প্রধানবচনের সন্নিধান থাকায় অর্থাৎ গুণগুলি (অঙ্গগুলি) প্রধানবচনের সন্নিহিত বলিয়া, "বিধেঃ"—গুণবিধির, "আখ্যাসংযোগঃ"—আখ্যা অর্থাৎ নাম লইয়া সম্বন্ধ হইবে, "গুণেন তদ্বিকারঃ"—এই প্রকারে গুণের দ্বারা অর্থাৎ সংখ্যা ও মন্ত্ররূপ গুণের দ্বারা তাহার অর্থাৎ প্রকৃতিযাগীয় সেই সংখ্যা এবং মন্ত্ররূপ গুণেরই বিকার অর্থাৎ বাধ হইবে, "শব্দস্য বিধিগামিত্বাৎ"—যে হেতু, ঐ পুনর্বিধায়ক শব্দ অর্থাৎ বচন বিধিগামী অর্থাৎ প্রযাজাদি বিধির সহিত সম্বন্ধযুক্ত, "চ"—আরও, "গুণস্য উপদেশ্যত্বাৎ"—ঐ সংখ্যারূপ গুণই এস্থলে উপদেশ্য অর্থাৎ বিধেয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি শঙ্কা করেন যে, প্রযাজাদিগুলি যদি প্রকৃতিযাগ হইতে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে "একাদশ প্রযাজান্ যজতি" ইত্যাদি বচনে সে গুলির পুনর্বিধান ব্যর্থ হইয়া পড়ে; তদুত্তরে বক্তব্য, অঙ্গ এবং প্রধান কর্ম্মগুলি যুগপৎ প্রাপ্ত হয়। কারণ, 'কি ভাবে প্রয়োগ

(অনুষ্ঠান) করিতে হইবে' এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা হইলে প্রয়োগবিধি দ্বারা অঙ্গ এবং প্রধান সকল কর্ম্মগুলিই যদি উপস্থিত হয় তবেই সেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। আর তাহাতে প্রাকৃত অঙ্গগুলিরই প্রাপ্তি ন্যায়সঙ্গত ; কারণ, সে গুলি কৃ-প্তোপকর ; কিন্তু বৈকৃত অঙ্গগুলি কল্প্যোপকার বলিয়া সে গুলি দ্বারা উক্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। আর প্রাকৃত অঙ্গগুলির দ্বারা প্রয়োগবিষয়ক আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া বিকৃতিদেশে যে ইতিকর্ত্তব্যতাবিধি, তাহা প্রাকৃত ইতিকর্ত্তব্যতা বিধির সহিত সম্বদ্ধ হইয়া তদ্বিহিত কর্ম্মের সংখ্যাদিরূপ গুণ বিধান করিয়া চরিতার্থ হইবে। অতএব এস্থানে প্রযাজাদিগুলি প্রকৃতিযাগ হইতে প্রাপ্ত, তবে তাহাদের একাদশত্বাদি সংখ্যাই এই বিশেষ বিধির বিষয় হইতেছে।

অকার্য্যত্বাচ্চ নাম্নঃ ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। "নাম্নঃ অকার্য্যত্বাৎ চ"—নাম কার্য্য অর্থাৎ অনুষ্ঠান নিষ্পাদ্য নহে বলিয়া তাহাও বিধেয় হইতে পারে না।

ভাষ্যভাবার্থ। এই বাক্যে যে নামনামিসম্বন্ধ বিহিত হইয়াছে তাহাও বলা যায় না ; কারণ, নাম কার্য্য অর্থাৎ অনুষ্ঠাননিষ্পাদ্য নহে। আরও নামসম্বন্ধ বিধান করিতে গেলে,—একাদশটি যাগ করিবে, আর সেই যাগগুলি প্রযাজানুযাজ নামক হইবে, এই প্রকার বচনব্যক্তি করিতে হয় ; কিন্তু ইহাতে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে।

তুল্যা চ প্রভুতা গুণে ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। "তুল্যা"—সমান, "চ"—যে হেতু, "প্রভুতা"—সামর্থ্য, "গুণে"—গুণবিধানে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যে "একাদশ প্রযাজান্ যজতি" এই বিধিবাক্য, ইহাতে গুণবিশিষ্ট অপূর্ব্বকর্ম্ম এবং কেবলমাত্র গুণ বিধান করিবার শক্তি সমভাবে বিদ্যমান। আর বিশিষ্ট বিধিতে গৌরব হয়, কিন্তু গুণমাত্র বিধান লাঘব হয়। অত-এব ইহা দ্বারা কেবলমাত্র গুণই বিহিত হইয়াছে, এইরূপ বলাই সঙ্গত, যে হেতু, ইহাতে লাঘব পক্ষ আশ্রয় করা হয়।

সর্ব্বমেবং প্রধানমিতি চেৎ ॥ ৯ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "সর্ব্বং"—সমস্তই, "এবং"—এরূপ হইলে, "প্রধানং স্যাৎ"—প্রধান হইয়া পড়ে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ব্বপক্ষবাদী আপত্তি দিতেছেন, এরূপ বলিলে ত সমস্তই প্রধানবিধি হইয়া পড়ে, কারণ, সমস্তই আখ্যাতশব্দের বাচ্য হইতেছে। ইতি আশঙ্কা।

তথাভূতেন সংযোগদ্যথার্থবিধয়ঃ স্যুঃ ১০ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "তথাভূতেন সংযোগাৎ"—তাদৃশ কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হইলে, "যথার্থবিধয়ঃ স্যুঃ"—অর্থ অনুসারে বিধি সকল গুণ বা প্রধান হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আপত্তির পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, বিধি স্বভাবতঃ গুণীভূত বা প্রধানীভূত নহে। কিন্তু কর্ম্মের যে গুণত্ব এবং প্রধানত্ব দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিরূপণ করা হইয়াছে, তদনুসারেই বিধির গুণত্ব বা প্রধানত্ব। যদি আখ্যাতের দ্বারা গুণকর্ম্ম বিধেয় হয় তাহা হইলে তাহা গুণবিধি; আর যদি প্রধান কর্ম্ম বিধেয় হয় তাহা হইলে তাহা প্রধান বিধি। কাজেই পূর্ব্বপক্ষবাদী সকল বিধিরই প্রাধানত্ব-প্রসঙ্গরূপ যে আপত্তি দিয়াছিলেন, তাহা অসার। ইতি আশঙ্কা-নিরাস।

বিধিত্বং চাবিশিষ্টমেবং প্রাকৃতানাং বৈকৃতৈঃ কর্ম্মণা যোগাৎ তস্মাৎ সর্ব্বং প্রধানার্থম্ ॥ ১১ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রাকৃতানাং"—প্রাকৃত কর্ম্মসকলের, "বিধিত্বং"—প্রযাজাদি বিধিত্ব, "চ"—আরও "এবং"—এইরূপে, "বৈকৃতৈঃ"—বৈকৃত কর্ম্মের সহিত "অবিশিষ্টম্"—অবিশিষ্ট অর্থাৎ একরূপ, "কর্ম্মণা যোগাৎ" —যেহেতু অর্থবাদকর্ম্মের সহিত উভয়েরই যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে,

"তস্মাৎ"—অতএব, "সর্ব্বং প্রধানার্থম্"—প্রযাজাদিগুলি সব প্রধানের জন্য গুণবিধি।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলের প্রযাজাদি বাক্যগুলি যে গুণবিধি তাহার আরও হেতু এই যে, প্রকৃতিযাগীয় ঐ সমস্ত কর্ম্মে যেমন অর্থবাদ আছে এস্থলেও সেইরূপ অর্থবাদ রহিয়াছে। সুতরাং প্রকৃতি যাগের সহিত ঐগুলির অভিন্নতা রহিয়াছে বলিয়া প্রকৃতিযাগ হইতেই যখন ঐগুলি পাওয়া যায়, তখন এখানে ঐগুলির পুনরুল্লেখ ব্যর্থ হয়। এ কারণে ঐগুলিকে প্রধানার্থ অর্থাৎ গুণাবিধি বলা উচিত। সুতরাং ঐগুলি প্রধান কর্ম্মবিধায়ক নহে।

সমত্বাচ্চ তদুৎপত্তেঃ সংস্কারৈরধিকারঃ স্যাৎ ॥ ১২ ॥

অক্ষরার্থ। "সংস্কারৈঃ"—সংস্কারের সহিত, "তদুৎপত্তেঃ"—ঐ প্রযাজাদির উৎপত্তির ক্রমের, "সমত্বাৎ চ"—সমতা অর্থাৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়াও, "অধিকারঃ স্যাৎ"—এস্থলেও প্রযাজাদির পাঠ সেইরূপ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রকৃতিযাগে প্রযাজানুযাজাদি যে ক্রমে পঠিত হইয়াছে এই বিকৃতিযাগের প্রকরণেও সেগুলি সেই ক্রমেই পঠিত হইয়াছে। কাজেই এ অংশেও সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়াও এগুলি প্রধানকর্ম্ম নহে, কিন্ত এ গুলি প্রধানার্থ গুণকর্ম্ম। ইতি ১ম পশ্বাদিযাগে সামিধেনী প্রভৃতি প্রাকৃত ইতিকর্ত্তব্যতার অনুষ্ঠানাধিকরণ।

হিরণ্যগর্ভঃ পূর্ব্বস্য মন্ত্রলিঙ্গাৎ ॥ ১৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "হিরণ্যগর্ভঃ"—হিরণ্যগর্ভমন্ত্র, "পূর্ব্বস্য"—পূর্ব্ব অর্থাৎ প্রথম আঘারে পাঠ্য, "মন্ত্রলিঙ্গাৎ"—মন্ত্রের লিঙ্গ অর্থাৎ অর্থ-প্রকাশনসামর্থ্য অনুসারে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে বায়ব্যপশুর প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ইত্যাঘারমাঘারয়তি" অর্থাৎ "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া আঘার আঘারিত করিবে। প্রকৃতিযাগ হইতে যে আঘার

অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয় এইটি তাহার গুণবিধি অর্থাৎ এই বাক্যে সেই আঘাররূপ কর্ম্মে মন্ত্ররূপ গুণ বিহিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতিযাগে আঘার দুইটি; তাহার মধ্যে আবার প্রথমটি অমন্ত্রক। সুতরাং তদনুসারে বিকৃতিযাগেও আঘার দুইটিই হইবে। কিন্তু এই বিধিবাক্যটির দ্বারা সেই অমন্ত্রক প্রথম আঘারেই কি মন্ত্ররূপে গুণ বিহিত হইয়াছে অথবা ইহা দ্বারা দ্বিতীয় আঘারটিতেই 'হিরণ্যগর্ভ' মন্ত্ররূপ গুণ বিহিত হইয়াছে সুতরাং তদ্দ্বারা প্রাকৃত মন্ত্রের বাধ হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এই বিধিবাক্যটিতে প্রথম আঘারেই হিরণ্যগর্ভমন্ত্র বিহিত হইয়াছে। কারণ, "মন্ত্রলিঙ্গাৎ"—মন্ত্রের লিঙ্গ অর্থাৎ অর্থপ্রকাশনসামর্থ্য হইতে তাহাই পাওয়া যায়। যে হেতু, প্রকৃতিযাগে প্রথম আঘারটি অমন্ত্রক বটে কিন্তু তৎকালে প্রজাপতিকে চিন্তা (ধ্যান) করিতে করিতে তাহা সম্পাদন করিতে হয় বলিয়া সেই প্রথম আঘারটি প্রাজাপত্য অর্থাৎ প্রজাপতি তাহার দেবতা। আর এই হিরণ্যগর্ভমন্ত্রটিও সেই প্রজাপতিকেই বুঝাইতেছে। কারণ, ঐ মন্ত্রটিরই মধ্যে আছে "ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" অর্থাৎ তিনি ভূতগণের (প্রজাগণের) পতি। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

প্রকৃত্যনুপরোধাচ্চ ॥ ১৪ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রকৃত্যনুপরোধাৎ চ"—প্রকৃতির অনুপরোধ হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহা যে প্রথম আঘারেই পাঠ্য, তাহার আরও কারণ এই যে, এ পক্ষে প্রাকৃতমন্ত্রের উপরোধ অর্থাৎ বাধ হয় না। কারণ, প্রকৃতিযাগে দ্বিতীয় আঘারে "উর্দ্ধোঽধ্বরঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। এখানে যদি প্রথম আঘারে 'হিরণ্যগর্ভ' মন্ত্র পাঠ করা হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় আঘারে ঐ প্রাকৃত মন্ত্রটি অবাধিত থাকে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

উত্তরস্য বা মন্ত্রার্থিত্বাৎ ॥ ১৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "উত্তরস্য"—উত্তর অর্থাৎ পরবর্ত্তী আঘারটিতেই উহা পাঠ্য, "মন্ত্রার্থিত্বাৎ"—যে হেতু, তাহাই মন্ত্রাকাঙ্ক্ষাযুক্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রকৃতিযাগে প্রথম আঘারটিতে মন্ত্র নাই; কাজেই বিকৃতিযাগে যদি তাহাতে মন্ত্র আনা হয়, তাহা হইলে তথায়

মন্ত্রের কার্য্য কি—মন্ত্রের দ্বারা কোন্ অর্থ প্রকাশিত হইবে তাহা কল্পনা করিতে হয়। একারণে প্রথম আঘারটি মন্ত্রসাকাঙ্ক্ষ নহে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আঘারটি প্রকৃতিযাগেই সমন্ত্রক বলিয়া এখানেও তাহা মন্ত্রসাকাঙ্ক্ষ। সুতরাং এখানে সেই মন্ত্রটির কার্য্য আর কল্পনীয় নহে, কিন্ত তাহা কৢপ্ত। কেবল বিশেষবচনের দ্বারা তৎস্থানে মন্ত্রান্তর বিহিত হইয়াছে মাত্র। একারণে ঐ হিরণ্যগর্ভ মন্ত্রটি দ্বিতীয় আঘারেই পাঠ্য। আর ঐ দ্বিতীয় আঘারে যদিও ইন্দ্র দেবতা, তথাপি ঐ মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রেরও গুণ বর্ণিত হইতে পারে বলিয়া ঐ মন্ত্রটিকে ইন্দ্রপক্ষে ব্যাখ্যা করিলেও কোনই অসামঞ্জস্য হয় না। ইতি সিদ্ধান্ত।

বিধ্যতিদেশাচ্ছ্রুতৌ বিকারঃ স্যাদ্‌গুণানামুপদেশ্যত্বাৎ ॥১৬॥

অক্ষরার্থ। "বিধ্যতিদেশাৎ"—প্রকৃতিযাগ হইতে আঘার বিধির অতিদেশ হয় বলিয়া, "তচ্ছ্রুতৌ"—তাহার শ্রুতি অর্থাৎ অনুবাদ (পুনরুল্লেখ) স্থলে, "বিকারঃ স্যাৎ"—গুণের বিকার অর্থাৎ বাধ হইবে, "গুণানাম্ উপদেশ্যত্বাৎ"—যে হেতু, সেই গুণগুলিই উপদেশ্য অর্থাৎ বিধেয়।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহা গুণবিধি; কাজেই অতিদেশবশতঃ প্রাপ্ত যে ইতিকর্ত্তব্যতা, তাহাতে এই প্রত্যক্ষশ্রুত বিশেষ বচনবলে হিরণ্যগর্ভ মন্ত্র রূপ গুণ বিহিত হইয়াছে বলিয়া এই হিরণ্যগর্ভমন্ত্রের দ্বারা প্রাকৃত মন্ত্রের বাধ হইবে।

পূর্ব্বস্মিংশ্চামন্ত্রত্বদর্শনাৎ ॥ ১৭ ॥

অক্ষরার্থ। "পূর্ব্বস্মিন্"—পূর্ব্ব অর্থাৎ প্রথম আঘারটিতে, "অমন্ত্রত্বদর্শনাৎ চ"—মন্ত্রহীনতা দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ হিরণ্যগর্ভ মন্ত্রটি যে প্রথম আঘারে যাইবে তাহাও হইতে পারে না; কারণ, প্রথম আঘারটি অমন্ত্রক ভাবেই প্রাপ্ত, অথচ তাহার সহিত এই হিরণ্যগর্ভ মন্ত্রটির সম্বন্ধবোধক কোন শব্দও নাই। অতএব দ্বিতীয় আঘারে প্রকৃতিপ্রাপ্ত মন্ত্রের বাধ করিয়া হিরণ্যগর্ভ মন্ত্রের প্রবৃত্তি হইবে। ইতি ২য় বায়ব্যপশুতে হিরণ্যগর্ভ মন্ত্রের উত্তরাঘারের গুণত্বাধিকরণ।

সংস্কারে তু ক্রিয়ান্তরং তস্য বিধায়কত্বাৎ ॥ ১৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "সংস্কারে"—আসাদন আদি সংস্কারবোধক শ্রুতিবচনে, "ক্রিয়ান্তরং"—ক্রিয়ান্তর অর্থাৎ স্বতন্ত্র ক্রিয়াই বিধেয়, "তস্য বিধায়কত্বাৎ"—যে হেতু, ঐ বচন তাহারই বিধায়ক।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে সৌমিক চাতুর্মাস্য প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "উৎকরে বাজিনমাসাদয়তি। পরিধৌ পশুং নিযুঙ্ক্তে" অর্থাৎ উৎকরে বাজিন রাখিবে আর পরিধিতে পশুনিয়োজন করিবে। যজ্ঞবেদি হইতে ধুলা-মাটী উঠাইয়া এক জায়গায় যে স্তূপাকারে জমা করিয়া রাখা হয় যাহাতে তাহার মাঝখানটা পর্ব্বতের চূড়ার মত উঁচু হইয়া উঠে তাহার নাম 'উৎকর'। যজ্ঞাগ্নির কাছে যে তিনখানি কাঠ দিয়া ত্রিভুজাকারে বেষ্টন করা হয়, তাহার (সেই ত্রিভুজাকারে মিলিত তিনখানি কাঠের) নাম পরিধি। বাজিন অর্থ যাগের জন্য আমিক্ষা (ছানা) কাটান হইলে যে অবশিষ্ট অংশ থাকে তাহা অর্থাৎ বাজিন মানে ছানার জল। এস্থলে এই যে উৎকরে বাজিন রাখা এবং পরিধিতে পশুনিয়োজন করা, ইহা কি উৎকরবিশিষ্ট এবং পরিধিবিশিষ্ট অপূর্ব্ব কর্ম্মান্তর অথবা ইহা প্রাকৃত কর্ম্মদ্বয়েই উৎকর এবং পরিধিরূপ গুণদ্বয়ের বিধি, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "সংস্কারে তু ক্রিয়ান্তরম্"—ইহা অপূর্ব্ব ক্রিয়ান্তরই হইবে; কারণ, সূক্ষ্মাগ্র ধূলি-স্তূপাত্মক উৎকরে বাজিনাসাদন এবং অঙ্গুলীর ন্যায় অতি সরু কাষ্ঠখণ্ডরূপ পরিধিতে পশুনিয়োজন—একটি পশুকে বাঁধিয়া রাখা, সম্ভব হয় না। অতএব এস্থলে দৃষ্ট প্রয়োজন সম্ভব নহে বলিয়া ইহা অদৃষ্টার্থক ক্রিয়ান্তর। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

প্রকৃত্যনুপরোধাচ্চ ॥ ১৯ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রকৃত্যনুপরোধাৎ চ"—প্রকৃতিযাগীয় ধর্ম্মের অনুপরোধ হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। আরও, এ পক্ষটি স্বীকার করিলে অতিদেশ বিধির মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। কারণ, "বেত্তাং হবীংষি আসাদয়তি, যূপে পশুং নিযুঙ্ক্তে"

এই প্রাকৃত বিধি অনুসারে "প্রকৃতিবৎ বিকৃতিঃ কর্ত্তব্যা" এই অতিদেশসামান্য-বিধায়ক বচন বলে যে, হবিরাসাদন এবং পশুনিয়োজন প্রাপ্ত হয় তাহার বাধ হয় না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

বিধেস্তু তত্র ভাবাৎ সন্দেহে যস্য শব্দস্তদর্থঃ স্যাৎ ॥২০॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "তত্র"—সেই ক্রতু-বিশেষে, "বিধেঃ ভাবাৎ"—আসাদন এবং নিয়োজনবিষয়ক যে বিধি তাহা দৃষ্ট হয় বলিয়া, "সন্দেহে"—ইহা কি গুণবিধি অথবা কর্ম্মান্তর এই প্রকার সন্দেহ হইলে, "যস্য শব্দঃ"—যে গুণের অতিদেশ বিষয়ক শব্দ অর্থাৎ বিধি আছে, "তদর্থঃ স্যাৎ"—তাহারই জন্য গুণবিধি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ইহা অপূর্ব্ব কর্ম্মান্তর নহে, কিন্তু ইহা গুণবিধি। কারণ, গুণমাত্রবিধি স্বীকার করিলে যখন কোন অসঙ্গতি হয় না তখন গৌরবদোষযুক্ত বিশিষ্টবিধি—গুণবিশিষ্ট কর্ম্মান্তর বিধি স্বীকার করা উচিত নহে। বিশেষতঃ, 'ইহা গুণবিধি কি কর্ম্মান্তর' এই প্রকার সন্দেহ হইলে যদি অতিদেশবিধি বলে কর্ম্ম প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহাতে গুণবিধি স্বীকার করাই ন্যায্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

সংস্কারসামর্থ্যাদ্ গুণসংযোগাচ্চ ॥ ২১ ॥

অক্ষরার্থ। "গুণসংযোগাৎ"—স্থূলতাদি গুণের সংযোগে, "সংস্কারসামর্থ্যাৎ চ"—সংস্কারের অর্থাৎ পশুবন্ধনাদিরূপ সংস্কারের যোগ্যতা হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি বলা হয়—সূক্ষ্মাগ্র উৎকরে কিরূপে আসাদন করা যাইবে এবং অতি ক্ষীণ (সরু) পরিধিতেই বা কিরূপে পশুনিয়োজন (বন্ধন) হইবে, তদুত্তরে বক্তব্য—উৎকর এবং পরিধি যথাক্রমে আসাদন এবং নিয়োজন রূপ সংস্কারের জন্য, ইহাই যদি ঠিক হয় তাহা হইলে ঐগুলি যাহাতে ঐ সংস্কারের উপযুক্ত হয় সেইরূপই করিতে হইবে; অর্থাৎ উৎকরের অগ্রভাগ স্থূল করিলেই চলিবে এবং পরিধিকেও পশুবন্ধনের উপযুক্ত করিয়া বৃহৎ এবং স্থূল করা হইবে।

সুতরাং পৃথ্ ব্রতা এবং স্থূলতারূপ গুণ সংযোগে উৎকর এবং পরিধিতে আসাদন এবং নিয়োজনরূপ সংস্কারের সামর্থ্য জাগ্নিবে।

বিপ্রতিষেধাৎ ক্রিয়াপ্রকরণে স্যাৎ ॥ ২২ ॥

অক্ষরার্থ। "বিপ্রতিষেধাৎ"—বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ বিরোধ হয় বলিয়া, "প্রকরণে"—সৌত্রামণীর প্রকরণে, "ক্রিয়া স্যাৎ"—কেবলমাত্র অনুষ্ঠানই হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি বলা হয়, সৌত্রামণী প্রকরণে ব্রাহ্মণের মস্তকে হবিঃ স্থাপনবিধি যেমন অদৃষ্টার্থক, ইহাও সেইরূপ অদৃষ্টার্থক হইবে, তদুত্তরে বলিতেছেন "বিপ্রতিষেধাৎ ক্রিয়া প্রকরণে স্যাৎ"—সৌত্রামণীর প্রকরণে বিরোধ হয় বলিয়া দৃষ্ট কার্য্য সম্ভব নহে ; কাজেই তথায় অদৃষ্টার্থক কেবলমাত্র অনুষ্ঠানই হইবে। কিন্তু এখানে যখন দৃষ্টার্থকতা সম্ভব তখন অদৃষ্টার্থকতা স্বীকার করিবার হেতু কি আছে? ইতি চাতুর্মাস্যে সোমে আসাদন এবং নিয়োজনের প্রাকৃত গুণবিধিত্বাধিকরণ।

ষড়্ভির্দীক্ষয়তীতি তাসাং মন্ত্রবিকারঃ শ্রুতিসংযোগাৎ ॥ ২৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ষড়্ভিঃ দীক্ষয়তি ইতি"—'ষড়্ভিঃ দীক্ষয়তি' এই বিধিস্থলে, "তাসাং"—সেই প্রাকৃত আহুতিগুলির, "মন্ত্রবিকারঃ স্যাৎ"—মন্ত্রের নিবৃত্তি হইবে, "শ্রুতিসংযোগাৎ"—যে হেতু, শ্রুতিতে মন্ত্রান্তর বিহিত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অগ্নিচিতি প্রকরণে "ষড়্ভির্দীক্ষয়তি" এই বাক্যে ছয়টি দীক্ষাহুতি—দীক্ষার জন্য আহুতি উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার প্রকৃতিভূত যাগেও "স্রুবেণ চতস্রো জুহোতি দীক্ষিতত্বায়" এই বাক্যে ছয়টি সমন্ত্রক দীক্ষাহুতি বিহিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতিযাগের ছয়টি দীক্ষাহুতির যে মন্ত্র আছে, বিকৃতিযাগের দীক্ষাহুতির মন্ত্রগুলি তাহা হইতে ভিন্নপ্রকার। এই যে বিকৃতিযাগের দীক্ষাহুতির ছয়টি মন্ত্র ইহা কি প্রাকৃতযাগের দীক্ষাহুতির ছয়টি মন্ত্রের বাধক অথবা এস্থলে প্রকৃতি এবং বিকৃতিযাগের মন্ত্রগুলির সমুচ্চয় অর্থাৎ সমষ্টিই বিবক্ষিত,

ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "মন্ত্রবিকারঃ স্যাৎ, শ্রুতিসংযোগাৎ" —এখানে যখন প্রত্যক্ষ শ্রুতির দ্বারা মন্ত্র বিহিত হইয়াছে, তখন অতিদেশতঃ প্রাপ্ত আনুমানিক শ্রুতিলব্ধ সেই মন্ত্রগুলির বাধ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অভ্যাসাত্তু প্রধানস্য ॥ ২৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রধানস্য অভ্যাসাৎ"—প্রধানের অর্থাৎ হোমের অভ্যাস হয় বলিয়া (বাধ হইবে না)।

ভাষ্যভাবার্থ সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—এ স্থলে "দ্বাদশ জুহোতি" এই বচন অনুসারে বারটি আহুতি দিতে হয়। আর তাহা হইলে মন্ত্রও বারটি আবশ্যক। কিন্তু প্রাকৃত মন্ত্রের বাধ হইলে বৈকৃত মন্ত্র ছয়টিমাত্র বলিয়া সে গুলির আবৃত্তি অর্থাৎ একাধিক বার পাঠ করিতে হয়। আর এস্থলে আবৃত্তি প্রত্যক্ষ শ্রুতিবোধিত নহে বলিয়া তাহা কল্পনা করিতে হয়। অথচ উভয়ের সমুচ্চয় স্বীকার করিলে সে বালাই নাই। কাজেই এখানে সমুচ্চয় স্বীকার্য্য। বিশেষতঃ এককার্য্য-কারিতায় বিরোধ হয় বলিয়া বাধ স্বীকার করা হয়। কিন্তু এখানে যখন বিরোধ হইতেছে না, তখন বাধ স্বীকার করিয়া এবং আবৃত্তি কল্পনা করিয়া কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ গ্রহণ করার প্রয়োজন কি ? ইতি সিদ্ধান্ত।

আবৃত্ত্যা মন্ত্রকর্ম্ম স্যাৎ ॥ ২৫ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "আবৃত্ত্যা"—আবৃত্তি করিয়া, "মন্ত্রকর্ম্ম স্যাৎ"—বৈকৃত মন্ত্রযুক্ত কর্ম্ম হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, এস্থলে সমুচ্চয় হইবে না, কিন্তু বৈকৃত মন্ত্রই আবৃত্তি অর্থাৎ একাধিক বার পাঠ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। কারণ, বৈকৃত মন্ত্রগুলি প্রত্যক্ষ শ্রুতি দ্বারা বিহিত হইয়াছে। ইতি শঙ্কা।

অপি বা প্রতিমন্ত্রত্বাৎ প্রাকৃতানামহানিঃ স্যাদন্যায়শ্চ কৃতেঽভ্যাসঃ ॥২৬॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—আশঙ্কা-ব্যাবৃত্ত্যর্থক, "প্রতি-মন্ত্রত্বাৎ"—প্রত্যেক আহুতিতে মন্ত্র আছে বলিয়া, "প্রাকৃতানাম্ অহানিঃ

৩৪

ত্বাৎ”—প্রাকৃতমন্ত্র পরিত্যাজ্য হইবে না, “কৃতে”—কর্ম্মে, “অভ্যাসঃ” —অবিহিত আবৃত্তি, “চ”—যে হেতু, “অন্যায়ঃ”—অসঙ্গত।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার পরিহার কল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, আহুতি যখন দ্বাদশটি, আর প্রত্যেকটি আহুতিতেই যখন মন্ত্র আছে, তখন প্রাকৃত মন্ত্রের বাধ হইবে না, কিন্তু তাহার সহিত সমুচ্চয়ই হইবে, আবার সমুচ্চয় স্বীকার না করিলে বৈকৃত মন্ত্রের অভ্যাস করিতে হয়। কিন্তু তাহা অন্যায্য। যে হেতু, সমুচ্চয় সম্ভব না হইলেই বাধ হইয়া থাকে। ইতি আশঙ্কা পরিহার।

পৌর্ব্বাপর্য্যঞ্চাভ্যাসে নোপপদ্যতে নৈমিত্তিকত্বাৎ ॥২৭॥

অক্ষরার্থ। “পৌর্ব্বাপর্য্যং চ”—পৌর্ব্বাপর্য্যও, “অভ্যাসে”—অভ্যাসপক্ষ স্বীকার করিলে, “ন উপপদ্যতে”—উপপন্ন হয় না, “নৈমিত্তিকত্বাৎ”—যে হেতু, পূর্ব্বাপরতা নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিমিত্ত-সাপেক্ষ।

ভাষ্যভাবার্থ। বৈকৃতমন্ত্রের অভ্যাস করিয়া কর্ম্ম কর্ত্তব্য, এপক্ষে স্বীকার করিলে আরও দোষ এই যে, “ষট্ পূর্ব্বান্ জুহোতি ষড়ুত্তরান্ জুহোতি” এই শ্রুতিবাক্যে যে ‘পূর্ব্ব’ এবং ‘উত্তর’ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ, পূর্ব্ব এবং উত্তর ইহারা নৈমিত্তিক অর্থাৎ সাপেক্ষ শব্দ। পূর্ব্ব থাকিলে তবে উত্তর হয় বলিয়া উত্তরত্ব পূর্ব্বত্বনিমিত্তক; এইরূপ পূর্ব্বত্বও উত্তরত্বনিমিত্তক। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে মাত্র ছয়টিই যখন মন্ত্র, তখন ছয়টি পূর্ব্বমন্ত্র এবং ছয়টি উত্তরমন্ত্র এই প্রকার নির্দ্দেশ করা চলে না। অথচ শ্রুতিমধ্যে ঐরূপ উল্লেখ রহিয়াছে। কাজেই এখানে অভ্যাস হইতে পারে না, কিন্তু সমুচ্চয়ই হইবে।

তৎপৃথক্ত্বঞ্চ দর্শয়তি ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। “তৎপৃথক্ত্বং”—তাহাদের পার্থক্য, “দর্শয়তি চ”—শ্রুতিমধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছেও।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে যে সমুচ্চয়ই স্বীকার্য্য তাহার আরও হেতু এই যে, “উভয়ীর্জুহোতি আগ্নিকীশ্চাধ্বরিকীশ্চেতি” অর্থাৎ আগ্নিকী এবং আধ্বরিকী উভয়েই হোম করিতে হইবে, এই শ্রুতিবাক্যে প্রাকৃত এবং বৈকৃতমন্ত্রের পার্থক্য

বোধিত হইয়াছে। কারণ, 'আগ্নিকী' বলিতে এখানে বিকৃতিভূত অগ্নিচয়নযাগীয় আহুতি ও তাহার মন্ত্র এবং 'আধ্বরিকী' বলিতে প্রকৃতিযাগীয় আহুতি ও তাহার মন্ত্র বোধিত হইতেছে। আর প্রকৃতিযাগীয় মন্ত্রের প্রাপ্তি না থাকিলে তাহার এই ভাবে উল্লেখ হইতে পারে না। আর সমুচ্চয় না হইলে এখনে প্রাপ্তিও হয় না। অতএব সমুচ্চয় স্বীকার্য্য।

ন চাবিশেষাদ্ ব্যপদেশঃ স্যাৎ ॥ ২৯ ॥

অক্ষরার্থ। "চ"—আরও, "অবিশেষাৎ"—অবিশেষ হইলে, "ব্যপদেশঃ"—ব্যপদেশ, "ন স্যাৎ"—হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। এই প্রকরণেই "অধ্বরস্য পূর্ব্বম্ অথাগ্নেঃ" এই ভাবে যে প্রাকৃত এবং বৈকৃত কর্ম্মের সমুচ্চয় উল্লিখিত হইয়াছে, উভয়ের মধ্যে বিশেষত্ব না থাকিলে তাহা হইতে পারে না। আর সমুচ্চয় না হইলেও তাহা হয় না। অতএব এ স্থলে প্রাকৃতমন্ত্রের বাধ হইবে না, কিন্তু সমুচ্চয়ই হইবে। ইতি ৪র্থ অগ্নিচয়নে প্রাকৃত-বৈকৃত উভয় মন্ত্রে দীক্ষাহুতির অনুষ্ঠানাধিকরণ।

অগ্ন্যাধেয়স্য নৈমিত্তিকে গুণবিকারে দক্ষিণাদানমধিকং স্যাদ্‌বাক্যসংযোগাৎ ॥ ৩০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অগ্ন্যাধেয়স্য"—অগ্ন্যাধেয়ের, "নৈমিত্তিকে"—নৈমিত্তিক স্থলে, "গুণবিকারে"—দক্ষিণারূপ গুণের বিকার অর্থাৎ বাধ প্রাপ্ত হইলেও, "দক্ষিণাদানম্ অধিকং স্যাৎ"—অধিক যে দক্ষিণাদান তাহাও হইবে অর্থাৎ দক্ষিণার সমুচ্চয় হইবে, "বাক্যসংযোগাৎ"—যে হেতু, তাদৃশ বাক্যের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্ন্যাধানে "একা দেয়া" ইত্যাদি বাক্যে গোদ্রব্য দক্ষিণা বিহিত হইয়াছে। নৈমিত্তিক পুনরাধান কর্ম্ম ইহারই বিকৃতি। তাহাতে "পুনর্নিষ্কৃতো রথো দক্ষিণা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে অন্য দক্ষিণা বিহিত হইয়াছে। ইহা বিকৃতি যাগ, কাজেই প্রাকৃত দক্ষিণাও ইহাতে প্রাপ্ত হয়। এই বৈকৃত দক্ষিণা প্রাকৃত দক্ষিণার সহিত কি সমুচ্চিত হইবে অথবা ইহা দ্বারা তাহার বাধ

হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, পূর্ব্বাধিকরণোক্ত বিষয়ের ন্যায় এস্থলেও সমুচ্চয়ই হইবে। কারণ, "উভয়ীর্দাতি আধেয়িকীঃ পৌনরাধেয়িকীশ্চ" এই শ্রুতিবাক্যে উভয় দক্ষিণাই বিহিত হইয়াছে।

শিষ্টত্বাচ্চেতরাসাং যথাস্থানম্ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। "ইতরাসাং শিষ্টত্বাৎ চ যথাস্থানম্"—ইতরগুলি অর্থাৎ অপর প্রাকৃত দক্ষিণাগুলি যথাস্থানে উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি কেহ প্রশ্ন করেন, অতিদিষ্ট এবং উপদিষ্ট দক্ষিণার সমুচ্চয় কিরূপে হইবে? তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "শিষ্টত্বাৎ" ইত্যাদি। যখন শ্রুতি দ্বারা প্রত্যক্ষতঃ "অগ্ন্যাধেয়িকীর্দত্ত্বা পুনরাধেয়িকীর্দাতি" এই বচনে উভয়ের সমুচ্চয় বোধিত হইয়াছে, তখন তাহার বিরুদ্ধে আর বলিবার কি আছে? ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

বিকারস্ত্বপ্রকরণে হি কাম্যানি ॥ ৩২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বিকারঃ"—বাধ অর্থাৎ প্রাকৃত দক্ষিণার বাধ হইবে, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "হি"—যে হেতু, "কাম্যানি অপ্রকরণে"—এই কাম্য কর্ম্ম প্রকৃতিযাগীয় প্রকরণে উপদিষ্ট হয় নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে প্রাকৃত দক্ষিণার বাধই হইবে। কারণ, এই যে পুনরাধেয়রূপ কাম্য কর্ম্ম ইহা প্রকৃতিযাগীয় প্রকরণের বহির্ভূত। এ কারণে ঐ বিকৃতিযাগের সহিত যাহা উপদিষ্ট হইবে তদ্দারা প্রকৃতি-যাগীয় গুণের বাধই হইবে। যে হেতু, "কাম্যো বা নৈমিত্তিকো বা অর্থো নিত্যমর্থং বিকৃত্য নিবিশতে" অর্থাৎ কাম্য অথবা নৈমিত্তিক বিষয় নিত্য প্রাপ্তের বাধ জন্মাইয়া তবেই স্থান লাভ করে। ইতি সিদ্ধান্ত।

শঙ্কতে চ নিবৃত্তেরুভয়ত্বং হি শ্রূয়তে ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরার্থ। "চ"—যে হেতু, "নিবৃত্তেঃ শঙ্কতে"—নিবৃত্তির অর্থাৎ প্রাকৃত দক্ষিণার নিবৃত্তির জন্য অঙ্গলোপ হইবে, এই প্রকার শঙ্কা

করা হইতেছে, "উভয়ত্বং হি শ্রূয়তে"—একটি দক্ষিণারই উভয়ত্ব উক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রাকৃত দক্ষিণার যদি সমুচ্চয় হয়, তাহা হইলে "যদ্ বৈকৃতীর্দাতি দক্ষিণা উভয্যোঽপি তেন দক্ষিণাঃ প্রদত্তা ভবন্তি" এই শ্রুতিবাক্যটি সঙ্গত হয় না। কারণ, ইহাতে বলা হইতেছে এই যে, বৈকৃত দক্ষিণা দিলেই উভয় দক্ষিণা দেওয়া হইল। প্রাকৃত দক্ষিণা না দেওয়ার ফলে বৈগুণ্য ঘটিতেছিল, এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই ঐ প্রকার উক্ত হইয়াছে যে, প্রাকৃত দক্ষিণা না দিলেও কোন হানি ঘটিবে না, বৈকৃত দক্ষিণা দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হইবে। আর যে, "উভয়ীর্দাতি" এই বাক্যে উভয় প্রকার দক্ষিণা দিবার সমর্থন করা হইয়াছে তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, ঐ বাক্যে বিধিলকার নাই, "দদাতি" ইহা বর্ত্তমানাপদেশ—বিধি নহে। উহা দ্বারা, অগ্ন্যাধেয়ে অগ্ন্যাধেয়িকী দক্ষিণা, এইরূপ অর্থের অনুবাদ করা হইয়াছে মাত্র। অতএব নৈমিত্তিক পুনরাধেয়ে প্রাকৃত দক্ষিণার বাধ হইবে। ইতি ৫ম পুনরাধানে অগ্ন্যাধানদক্ষিণার নিবৃত্ত্যধিকরণ।

বাসোবৎসঞ্চ সামান্যাৎ ॥ ৩৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বাসোবৎসং চ"—বাসঃ এবং বৎসও (প্রাকৃত দক্ষিণার বাধক হইবে), "সামান্যাৎ"—সমানতা অর্থাৎ এককার্য্যকারিতা রহিয়াছে বলিয়া। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে 'আগ্রয়ণ' নামক যাগের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "বাসো দক্ষিণা। বৎসঃ প্রথমজো দক্ষিণা"। এই যে বাসঃ অর্থাৎ বস্ত্র এবং প্রথমজ বৎসরূপ দক্ষিণা, ইহা কি প্রাকৃত অন্বাহার্য্যের সহিত সমুচ্চিত হইবে অথবা এ স্থলে প্রাকৃত দক্ষিণার বাধ করিবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এস্থলে সমুচ্চয়ই হইবে ; তাহার কারণ, ইহাতে অতিদেশবিধির মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, উভয়েরই যখন এককার্য্যকারিতা রহিয়াছে, তখন একটির দ্বারাই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া অপরটি নিরর্থক। তন্মধ্যে আবার উপদেশবিধিলব্ধ বাসঃ এবং বৎস শীঘ্রোপস্থিত বলিয়া তদ্দ্বারা প্রাকৃত অন্বাহার্য্যেরই বাধ হইবে ; কারণ, তাহা অতিদেশতঃ প্রাপ্ত বলিয়া বিলম্বে উপস্থিত। ইতি ষষ্ঠ আগ্রয়ণে বাসোবৎসের দ্বারা অন্বাহার্য্যের নিবৃত্ত্যধিকরণ।

অর্থাপত্তেস্তদ্ধর্ম্মা স্যান্নিমিত্তাখ্যাভিসংযোগাৎ ॥ ৩৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অর্থাপত্তেঃ"—অর্থের অর্থাৎ প্রাকৃত মন্ত্রাদির উদ্দেশ্য দক্ষিণার আপত্তি অর্থাৎ তৎস্থানপতিতত্ব রহিয়াছে বলিয়া, "তদ্ধর্ম্মা স্যাৎ"—তদ্ধর্ম্মযুক্ত হইবে, "নিমিত্তাখ্যাভিসংযোগাৎ"—যে হেতু, নিমিত্তরূপে আখ্যার সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। আগ্রয়ণ যাগে প্রাকৃত দক্ষিণার নিবৃত্তি হয় বলা হইল। কিন্তু সেই প্রাকৃত দক্ষিণার কতকগুলি ধর্ম্ম আছে। সেই ধর্ম্মগুলি এই (পূর্ব্বাধিকরণে বিচারিত) বাসো বৎসরূপ দক্ষিণায় কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, প্রাকৃত দক্ষিণার যখন নিবৃত্তি হইয়াছে, তখন তাহার ধর্ম্মেরও নিবৃত্তি হওয়াই উচিত। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রাকৃত দক্ষিণার বাধ হইলেও তদীয় ধর্ম্মগুলি এই বৈকৃত দক্ষিণাতে কর্ত্তব্য হইবে। কারণ, দক্ষিণা আনতির জন্য বলিয়া তাহা আনতির সাধন। সুতরাং তাহার ধর্ম্মগুলি দক্ষিণাস্বরূপে দক্ষিণা দ্বারা প্রযুক্ত নহে, কিন্তু আনতিসাধনত্বরূপেই দক্ষিণা প্রযুক্ত। আর সেই আনতিসাধনত্ব এই বৈকৃতদক্ষিণাতেও রহিয়াছে। কাজেই এ স্থলেও সেগুলি অনুষ্ঠেয় হইবে। ইতি ৭ম আগ্রয়ণে বাসোবৎসে অন্বাহার্য্য-ধর্ম্মানুষ্ঠানাধিকরণ।

দানে পাকোঽর্থলক্ষণঃ ॥ ৩৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দানে"—প্রকৃতিযাগের দক্ষিণাদানে, "পাকঃ"—পাক, "অর্থলক্ষণঃ"—অর্থাপত্তিসিদ্ধ।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রাকৃতিযাগের অন্বাহার্য্যরূপ যে দক্ষিণা—তাহাতে পাক আছে—অন্বাহার্য্যরূপ অন্নপাক করিতে হয়। এই যে বিকৃতিযাগীয় দক্ষিণা বৎস, ইহাতেও সেই পাক কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে বৎসরূপ দক্ষিণাতেও পাক কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রাকৃত দক্ষিণা হইতেছে অন্বাহার্য্য। তাহা অন্ন। আর পাক না করিলে অন্ন হয় না। কাজেই তথায় পাক অর্থাপত্তিসিদ্ধ। কিন্তু এস্থলে বিকৃতিযাগের দক্ষিণা বৎস। তাহা পাক করিতে হইলে তাহা মরিয়া যাইবে।

অথবা কাটিয়া মাংস করিয়া পাক করিতে হইবে। কিন্তু তাহা বিধিবোধিত নহে। কাজেই এ স্থলে পাক কর্ত্তব্য নহে। ইতি ৮ম আগ্রয়ণে বৎসে পাকাভাবাধিকরণ।

পাকস্য চান্নকারিতত্বাৎ ॥ ৩৭ ॥ সিঃ)

অক্ষরার্থ। "পাকস্য"—পাক, "অন্নকারিতত্বাৎ"—অন্নকারিতত্ব বলিয়া, "চ"—অন্যস্থলেও হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পাক অন্নপ্রযুক্ত; একারণে বাসঃ যখন দক্ষিণা তখনও পাক কর্ত্তব্য হইবে না। এস্থলেও অতিদিষ্ট পাকের বাধ হইবে। ইতি ৯ম আগ্রয়ণে বাসোদক্ষিণার পাকাভাবাধিকরণ।

তথাঽভিঘারণস্য ॥৩৮॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "অভিঘারণস্য"—অভিঘারণেরও নিবৃত্তি হইবে (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। অন্নাহার্য্যে যেমন অভিঘারণ করা হয়, ঐ বাসোবৎসেও সেইরূপ অভিঘারণ কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, বাস এবং বৎসেও অভিঘারণ কর্ত্তব্য। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, বাসঃ এবং বৎসে অভিঘারণ কর্ত্তব্য নহে। কারণ, অন্নাহার্য্যে স্বাদুতা সম্পাদানের জন্যই অভিঘারণ করা হয়, যে হেতু, ঘৃতের দ্বারা অভিঘারিত অন্ন খাইতে ভাল—বড় তৃপ্তিকর। কিন্তু বাস ও বৎসে তাহা হয় না। কাজেই প্রয়োজন না থাকায় তাহার লোপ হইবে। ইতি ১০ম আগ্রয়ণে বাসোবৎসের অভিঘারণাভাবাধিকরণ।

দ্রব্যবিধিসন্নিধৌ সংখ্যা তেষাং গুণত্বাৎ স্যাৎ ॥৩৯॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্রব্যবিধিসন্নিধৌ"—গবাদি দ্রব্যের বিধির সমীপে, "সংখ্যা"—(শ্রুতি উল্লিখিত) সংখ্যা, "তেষাং স্যাৎ"—তাহাদের অর্থাৎ সেই দ্রব্যগুলির প্রত্যেকেরই হইবে, "গুণত্বাৎ"—যে হেতু, সংখ্যা গুণস্বরূপ।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে প্রদেয় দ্রব্য সকলের প্রসঙ্গে সংখ্যাবিশিষ্ট দক্ষিণা উপদিষ্ট হইয়াছে, যথা,—"গৌশ্চাশ্বশ্চাশ্বতরশ্চ গর্দ্দভশ্চাজাশ্চাবয়শ্চ ব্রীহয়শ্চ যবাশ্চ তিলাশ্চ মাষাশ্চ তস্য দ্বাদশশতং দক্ষিণা" অর্থাৎ গরু, ঘোড়া, অশ্বতর, গাধা, ছাগল, ভেড়া, ব্রীহি, যব, তিল এবং মাষকড়াই তাহার দ্বাদশশত অর্থাৎ দ্বাদশাধিক শত অর্থাৎ একশত বারটি হইবে দক্ষিণা। এই যে দ্বাদশশত (একশত বারটি) দক্ষিণা বলা হইয়াছে, ইহা কি গরু প্রভৃতি যতগুলি দ্রব্য বলা হইল, উহাদের প্রত্যেক দ্রব্যেই একশত বারটি করিয়া দক্ষিণা দিতে হইবে?—অথবা যে কোন একটি দ্রব্যই দ্বাদশাধিক শত সংখ্যক দক্ষিণা হইবে?—যদি যে কোন একটি দ্রব্যেরই ঐ সংখ্যা হয়, তাহা হইলে কোন্‌টির? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—উক্ত সবগুলি দ্রব্যই একশত বারটি করিয়া দক্ষিণা দিতে হইবে। কারণ, সংখ্যা গুণভূত বলিয়া তাহা প্রত্যেকের সহিতই অন্বিত হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সমত্বাত্তু গুণানামেকস্য শ্রুতিসংযোগাৎ ॥৪০॥

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "গুণানাং সমত্বাৎ"—গবাদি মাষান্ত দ্রব্য এবং সংখ্যা সকলেরই সমতা রহিয়াছে বলিয়া, "একস্য"—উক্ত সংখ্যা একটি দ্রব্যেরই হইবে, "শ্রুতিসংযোগাৎ"—যে হেতু, দ্বাদশশত শব্দরূপ শ্রুতিটির দক্ষিণার সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। গবাদি প্রত্যেক দ্রব্যই যে দ্বাদশাধিক শতটি করিয়া দক্ষিণারূপে দেয়, তাহা নহে কিন্তু একটি দ্রব্যই তাবৎ সংখ্যক দেয়। কারণ, প্রত্যেকটি দ্রব্য দ্বাদশশত দেয় হইলে ঐ দ্বাদশশত সংখ্যাটিকে প্রত্যেকের সহিত অন্বিত করিতে হয়; আর তাহা আবৃত্তি বিনা সম্ভব নহে। কিন্তু ইহাতে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। আরও, প্রধানের অনুরোধে গুণেরই আবৃত্তি হইয়া থাকে, প্রধানের আবৃত্তি হয় না। এখানে গবাদি দ্রব্য এবং দ্বাদশশত সংখ্যা উভয়েই তুল্যরূপ, কেহ গুণ কেহ প্রধান, এরূপ নহে। কারণ, দ্বাদশশত দক্ষিণাশব্দের সন্নিহিত বলিয়া উহা তাহারই সহিত সামানাধিকরণ্যে অন্বিত। আবার গবাদি সংখ্যাও সেই দক্ষিণার সহিত অন্বিত। একারণে দ্বাদশশত সংখ্যা এবং গবাদি ইহাদের মধ্যে গুণপ্রধান ভাব নাই বলিয়া উহাদের অনুরোধে সংখ্যার আবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বসূত্রে পূর্ব্বপক্ষবাদী যে "গুণত্বাৎ" এই হেতুটি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ।

অতএব যে কোন একটি দ্রব্যের সহিত দ্বাদশশতের সম্বন্ধ হইলে দক্ষিণার সহিত তাহার অন্বয় হইতে পারে বলিয়া একটি দ্রব্যই দ্বাদশশতসংখ্যাবিশিষ্ট রূপে দক্ষিণা হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

যস্য বা সন্নিধানে স্যাদ্ বাক্যতো হ্যভিসম্বন্ধঃ ।। ৪১ ।।

অক্ষরার্থ। "যস্য সন্নিধানে স্যাৎ"—যাহার সন্নিধানে হইবে (তাহার সহিতই সংখ্যার সম্বন্ধ হইবে), "বা"—পক্ষান্তরসূচক, "হি"—যে হেতু, "বাক্যতঃ অভিসম্বন্ধঃ"—বাক্য অনুসারে সম্বন্ধ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, একটি দ্রব্যের সহিতই সংখ্যা অন্বিত হইবে। সেই যে একটি দ্রব্য যাহার সহিত 'দ্বাদশ-শত' সংখ্যার সম্বন্ধ হইবে তাহা কোন্‌টি ?—তাহা কি অনিয়মে যে কোন একটি হইবে অথবা তাহার কোন ব্যবস্থা হইবে ? এই প্রকার সংশয়ে একজন বাদী বলিতেছেন, "যস্য বা সন্নিধানে স্যাৎ"—ঐ দ্বাদশশত সংখ্যাটি যে দ্রব্যের সন্নিহিত. অত্যন্তসমীপবর্ত্তী, তাহার সহিতই উহার সম্বন্ধ হইবে। কারণ ? "বাক্যতো হি অভিসম্বন্ধঃ"—এরূপ বলিলে বাক্য অনুসারে সম্বন্ধ এবং বিনিয়োজকতা স্বীকার করা হয় ; যে হেতু, বাক্যেই সন্নিহিত পদের সহিত অন্বয় হইয়া থাকে। আর অসন্নিহিত পদের সহিত যে অন্বয় তাহা প্রকরণ অনুসারেই হইয়া থাকে। আর প্রকরণ অপেক্ষা বাক্য প্রবল। অতএব এখানে বাক্য বিনিয়োগ অনুসারে সন্নিহিত 'মাষ' পদের সহিতই 'দ্বাদশশত' সংখ্যার অন্বয় হইবে।

অসংযুক্তা তু তুল্যবদিতরাভির্বিধীয়ন্তে তস্মাৎ
সর্ব্বাধিকারঃ স্যাৎ ॥ ৪২ ॥

অক্ষরার্থ। "তু"—পক্ষান্তরসূচক, "অসংযুক্তা"—উক্ত সংখ্যা যে কেবলমাত্র মাষের সহিত সম্বন্ধ তাহা নহে, "ইতরাভিঃ"—অপরাপর দ্রব্যশ্রুতির সহিত, "তুল্যবৎ"—তুল্যভাবে, "বিধীয়ন্তে"—(মাষ) বিহিত হইতেছে, "তস্মাৎ"—অতএব, "সর্ব্বাধিকারঃ স্যাৎ"—সকল দ্রব্যগুলিরই অধিকার (অন্বয় বা দক্ষিণারূপে প্রাপ্তি) হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন, এস্থলে কেবল মাষের সহিতই যে সংখ্যার অন্বয় হইবে তাহা হইতে পারে না। কারণ, উক্ত বাক্যে "মাষাশ্চ" এই অংশে নির্দ্দিশ্যমান 'চ' শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। আর 'চ'শব্দ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, গবাদি অন্য দ্রব্যের সহিত সমুচ্চিত হইয়া 'মাষ' উক্ত সংখ্যায় অন্বিত হইবে। সুতরাং সন্নিহিত বলিয়া যে কেবল মাষের সহিতই সংখ্যার অন্বয় হইবে তাহা হইতে পারে না। আর, যে শব্দের সহিত 'চ' শব্দ থাকে তাহা অন্য পদার্থের সহিতই বিধীয়মান হইয়া থাকে এবং তাহা শ্রুতিবিনিয়োগই হয়। কাজেই পূর্ব্ববাদী বাক্যপ্রকরণমূলক যে প্রাবল্যদৌর্ব্বল্য দেখাইয়া মাষের ব্যবস্থা দেখাইয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। অতএব গবাদিরাশি অর্থাৎ গো, অশ্ব, গর্দ্দভ, অজ, মেষ, ব্রীহি, যব, তিল এবং মাষ ইহাদের সমষ্টি তাদৃশসংখ্যা-বিশিষ্টরূপে বিহিত হইবে।

অসংযোগাদ্বিধিশ্রুতাবেকজাতাধিকারঃ
স্যাচ্ছ্রুত্যাকোপাৎ ক্রতোঃ ॥ ৪৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অসংযোগাৎ বিধিশ্রুতৌ"—বিধিশ্রুতির সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া, "একজাতাধিকারঃ স্যাৎ"—একজাতীয় দ্রব্যেরই অধিকার অর্থাৎ সংখ্যাবিশিষ্ট দক্ষিণারূপে প্রাপ্তি হইবে, "শ্রুত্যা-কোপাৎ"—যে হেতু, (তাহা না হইলে) একত্বশ্রুতির বাধ হয়, "ক্রতোঃ"—ক্রতুর সহিত সম্বন্ধ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, গবাদিরাশি সংখ্যার সহিত অন্বিত হইতে পারে না। কারণ, ইহাতে "তস্য দ্বাদশশতং দক্ষিণা" এই স্থলে "তস্য" এই পদে একবচনরূপ যে একত্বশ্রুতি রহিয়াছে তাহার মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইয়া পড়ে। ঐ সবগুলি দ্রব্যের সমষ্টি বিধেয় হইলে শ্রুতিমধ্যে "তেষাং" এইরূপই উল্লেখ থাকিত। আর উহা যে ক্রতুকে (যজ্ঞকে) বুঝাইবে তাহাও হইতে পারে না। অতএব ঐ দ্রব্যগুলির মধ্যে একজাতীয় একটি দ্রব্যের সহিতই সংখ্যার অন্বয় হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

শব্দার্থশ্চাপি লোকবৎ ॥ ৪৪ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি চ"—আরও, "লোকবৎ"—লোকব্যবহারের অনুরূপ, "শব্দার্থঃ"—শব্দের অর্থাৎ বৈদিক শব্দের অর্থ।

ভাষ্যভাবার্থ। আরও, বৈদিক শব্দের অর্থ লৌকিক শব্দেরই অনুরূপ —"যএব লৌকিকাঃ শব্দাস্ত এব বৈদিকাস্ত এব চ অমীষাম্ অর্থাঃ", ইহা পূর্ব্বে (প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে লোকবেদপ্রসিদ্ধ্যধিকরণে) প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখানে যদি যে কোন একজাতীয় দ্রব্যের সহিত সংখ্যার অন্বয় হয়, তবেই ঐ লোকবেদপ্রসিদ্ধ্যধিকরণের মর্য্যাদা থাকে। যে হেতু, লোকব্যবহারে যেমন 'একশত গোরু' বলিলে অশ্ব বা অন্য পদার্থ দিয়া সংখ্যা পূর্ণ করা হয় না, সেইরূপ এ স্থলেও "তস্য দ্বাদশশতং" এই যে উল্লেখ ইহারও সংখ্যাপূর্ত্তি একজাতীয় পদার্থের দ্বারাই হওয়া উচিত। ইতি ১১ জ্যোতিষ্টোমে একজাতীয় দ্রব্যেরই দ্বাদশশতদক্ষিণাত্বাধিকরণ।

সা পশূনামুৎপত্তিতো বিভাগাৎ ॥ ৪৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সা"—সেই যে সংখ্যা তাহা, "পশূনাম্"—পশুর হইবে অর্থাৎ পশুদ্রব্যগতই হইবে, "উৎপত্তিতঃ বিভাগাৎ"—স্বভাবতঃ বিভাগ অর্থাৎ সংখ্যার দ্বারা নির্দ্দেশ হয় বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, "তস্য দ্বাদশশতং দক্ষিণা" ইহা একজাতীয় দ্রব্যের সহিতই অন্বিত হইবে। সেই একজাতীয় দ্রব্যটি কি ?—তাহা কি ব্রীহ্যাদি শস্য অথবা তাহা গবাদি পশু, ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, লোকব্যবহারে ব্রীহ্যাদি শস্যকে কেহ সংখ্যা দ্বারা উল্লেখ করিয়া কার্য্যে প্রয়োগ করে না কিন্তু প্রস্থ, কুড়ব ইত্যাদি পরিমাণ-বোধক শব্দের দ্বারাই নির্দ্দেশ করে। পক্ষান্তরে পশ্বাদি দ্রব্যই সংখ্যা দ্বারা উল্লিখিত হয়। এ কারণে এখানে ঐ দ্বাদশশত সংখ্যা পশুদ্রব্যের সহিতই অন্বিত হইবে। আরও, দক্ষিণা আনতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়। কিন্তু একশত বারটি তিল, যব, ধান্য বা মাষকড়াই পাইলে কাহারও কোনই উপকার হয় না বলিয়া তাহা দক্ষিণাই নহে। অথচ এখানে দক্ষিণাই বিধেয়। এ কারণেও

পশু জাতীয়ের সহিত সংখ্যার অন্বয় হইবে না। কিন্তু পশুদ্রব্যের সহিত দ্বাদশ শত সংখ্যা অন্বিত হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অনিয়মোঽবিশেষাৎ ॥ ৪৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অনিয়মঃ"—নিয়ম (ব্যবস্থা) নাই, "অবিশেষাৎ" —যেহেতু, কোন বিশেষত্ব নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যে দক্ষিণারূপে বিহিত দ্বাদশাধিক শতটি পশু, উহা কি তত্রনির্দিষ্ট গো, অশ্ব, অশ্বতর, অজ প্রভৃতি যে কোন পশু অথবা উহা কোন বিশেষ পশু, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "অনিয়মঃ অবিশেষাৎ"—উহা যে কোন বিশেষ পশু তাহার নিশ্চায়ক কোন বিশেষত্ব যখন নাই, তখন ঐ শ্রুতিবাক্যে উল্লিখিত যে কোন পশু দ্বাদশাধিক শতসংখ্যক হইলেই জ্যোতিষ্টোমের দক্ষিণা হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ভাগিত্বাদ্ বা গবাং স্যাৎ ॥ ৪৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ভাগিত্বাৎ"—মহাভাগতা অর্থাৎ অতিশয় উপকারিতা আছে বলিয়া, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "গবাং স্যাৎ"—ঐ সংখ্যা গোরুরই হইবে অর্থাৎ তাবৎসংখ্যক গোরুই দক্ষিণা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, গোদ্রব্যের সহিত ঐ সংখ্যার অন্বয় হইবে অর্থাৎ দ্বাদশাধিক শতসংখ্যক গোরুই ঐ দক্ষিণা হইবে,—কারণ, গোরু মহাভাগ—মহোপকারী পশু; গোরুর দ্বারা যত উপকার পাওয়া যায় অন্য কোন পশু হইতে মনুষ্যের এত উপকার হয় না। অশ্ব গোরুর প্রতিস্পর্দ্ধী হইলেও অশ্বের দান, প্রতিগ্রহ এবং বিক্রয় শ্রুতিস্মৃতিতে নিষিদ্ধ বলিয়া তাহাও দক্ষিণা হইতে পারে না। তবে বিশেষ বচন থাকিলে স্বতন্ত্র কথা। আর অন্যগুলির উপকারিতা গোরুর সহিত তুলনাতেই আসে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রত্যয়াৎ ॥ ৪৮ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রত্যয়াৎ"—প্রথমে প্রতীতি হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। গোদ্রব্যের সহিতই যে এখানে সংখ্যার অন্বয় হইবে তাহার আরও হেতু এই যে, উক্ত বাক্যে গোরুরই প্রথমে উল্লেখ আছে বলিয়া

সংখ্যেয়রূপে তাহারই প্রথমে প্রতীতি বা স্মরণ হইয়া থাকে। সুতরাং প্রথমোপস্থিত পদার্থটিকে পরিত্যাগ করিবার কোনও কারণ না থাকায় তাহার সহিতই এখানে 'দ্বাদশশত' সংখ্যার অন্বয় গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ৪৯ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে যে দ্বাদশাধিক শত গোরুই দক্ষিণা, সুতরাং গোদ্রব্যের সহিতই যে সংখ্যার অন্বয় তাহা শ্রুতির জ্ঞাপকতা হইতেও নিরূপিত হয়। যে হেতু, সহস্র দক্ষিণার অর্থবাদস্বরূপ "সহস্রং স্তোত্রীয়া যাবদন্ত সাহস্রন্তু উত্তরাধরা গৌর্গবি প্রতিষ্ঠিতা" ইত্যাদি বাক্যে এবং "তাং বা এতাং শবলীং সমামনন্তি। ইড়ে রন্তে হব্যে কাম্যে চন্দ্রে জ্যোতিরদিতি সরস্বতি মহি বিশ্রুতি—এতা তে অঘ্নে নামানি দেবেভ্যো মা সুকৃতং কৃতাং" ইত্যাদি বচনে গোরুর মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হইয়াছে। আর যাহা বিধেয় হয়, তাহারই প্রশংসা করা হইয়া থাকে। অতএব দ্বাদশশত গোদ্রব্যই জ্যোতিষ্টোমে দক্ষিণা। এস্থলে এই বিচারটির ফল এই যে, বিকৃতিযাগে যেখানে গো দক্ষিণার অন্য সংখ্যার উল্লেখ থাকিবে তথায় এই সংখ্যার বাধ হইবে। ইতি ১২ শ গোদ্রব্যেরই দ্বাদশশত দক্ষিণাভিধানাধিকরণ।

তত্র দানং বিভাগেন প্রদানানাং পৃথক্ত্বাৎ ॥৫০॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তত্র"—তথায়, "দানং বিভাগেন"—বিভাগ করিয়াই দক্ষিণাদান হইবে, "প্রদানানাং পৃথক্ত্বাৎ"—যেহেতু, ঋত্বিগ্‌গণকে যে প্রদান অর্থাৎ প্রদেয় দ্রব্য দেওয়া হয় তাহা ভিন্ন ভিন্ন।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যে দ্বাদশাধিকশত গোদ্রব্য দক্ষিণারূপে দেয়, উহা কি স্বেচ্ছানুসারে দেয়, অথবা অবিভক্ত ভাবে দেয় কিংবা বিভাগ করিয়াই প্রদেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে এক সম্প্রদায় পূর্ব্বপক্ষরূপে বলেন যে, উহা নিজ ইচ্ছা অনুসারে বিভাগ করিয়াই হউক অথবা অবিভক্তভাবেই হউক দিলেই হইল। কারণ, শ্রুতিমধ্যে কেবল দানেরই উল্লেখ আছে, বিভাগ-অবিভাগের কথা নাই। ইহাতে অপর এক বাদী বলেন "ঋত্বিগভ্যো দদাতি" এই বাক্যে যখন ঋত্বিক্‌সমষ্টিকেই

দান করিতে বলা হইয়াছে, তখন বিভাগ করিলে আর তাদৃশ সমষ্টিকে দান হইবে না বলিয়া শ্রুত্যর্থ অনুষ্ঠিত হয় না। অতএব দক্ষিণাদান অবিভক্তভাবেই কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "তত্র দানং বিভাগেন"—ঐ যে দ্বাদশশত গোদ্রব্যের দক্ষিণাদান উহা ঋত্বিগ্‌গণের প্রত্যেককে ভাগ করিয়াই দিতে হইবে। কারণ, "প্রদানানাং পৃথক্ত্বাৎ"—সমূহকে দান করিলে পরস্বত্বাপাদন হয় না। অথচ স্বস্বত্ব ত্যাগ পূর্ব্বক পরস্বত্বাপাদনই দান। আরও "ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ" ইহা উদ্দেশ্য বলিয়া উহার বহুত্ব অবিবক্ষিত। আবার সকলকে দান না করিলে সকলে আনত হইবে না, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না। কাজেই দক্ষিণা সকলকেই দিতে হইবে। অথচ ঐ দ্বাদশশতই দক্ষিণা। কাজেই তাহা বিভাগ না করিলে চলে না। অতএব যজমান স্বয়ং উহা বিভাগ করিয়াই দিবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

পরিক্রয়াচ্চ লোকবৎ ॥ ৫১ ॥

অক্ষরার্থ। "লোকবৎ"—লৌকিকব্যবহারের ন্যায়, "পরিক্রয়াৎ চ"—দক্ষিণা পরিক্রয়স্বরূপ বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। লোকব্যবহারে যেমন যাহাদের যাহাদের খাটান হয়, তাহাদের প্রত্যেককেই পৃথক্ পৃথক্ ভৃতি দেওয়া হয়, যজ্ঞের দক্ষিণাও সেইরূপ পরিক্রয়ার্থক ভৃত্যাত্মক বলিয়া তাহাও ঋত্বিগ্‌গণের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে বিভাগ করিয়াই দেয়।

বিভাগঞ্চাপি দর্শয়তি ॥ ৫২ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি চ"—আরও, "বিভাগং দর্শয়তি"—শ্রুতিই বিভাগ দেখাইয়া দিতেছেন।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ দক্ষিণা যে ঋত্বিগ্‌গণকে বিভাগ করিয়াই দিতে হয়, তাহা "তুভ্যং বো বিশ্বেদা বিভজন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রের জ্ঞাপকতা অনুসারেও সিদ্ধ হয়। ইতি ১৩শ গোদক্ষিণার বিভাগপূর্ব্বক দানাধিকরণ।

সমং স্যাদশ্রুতিত্বাৎ ॥ ৫৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সমং স্যাৎ"—দক্ষিণাদান সকলকে সমান হইবে, "অশ্রুতিত্বাৎ"—যেহেতু, পার্থক্যের কোনও উল্লেখ নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, জ্যোতিষ্টোমের ঐ যে দ্বাদশাধিক শত গোদ্রব্যরূপ দক্ষিণা তাহা ঋত্বিগ্ গণকে বিভাগ করিয়া দিতে হইবে। ঐ যে বিভাগ, উহা কি সকল ঋত্বিকের সমান সমান হইবে অথবা উহার মধ্যে কর্ম্মকৃত বৈষম্য থাকিবে অর্থাৎ যে যেমন কাজ করিবে কর্ম্মের অল্পতা বা আধিক্য অনুসারে সে সেই রকম অল্প অথবা অধিক দক্ষিণা পাইবে কিংবা শ্রুতিমধ্যে যাহাকে যে পরিমাণ দিবার উল্লেখ আছে, সে সেই পরিমাণ দক্ষিণা পাইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "সমং স্যাদশ্রুতিত্বাৎ"—দক্ষিণার তারতম্যের যখন কোন উল্লেখ নাই, তখন ঋত্বিগ্ গণ সকলেই সমান সমান ভাবেই দক্ষিণার ভাগ পাইবেন। ইতি ১ম পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বা কর্ম্মবৈষম্যাৎ ॥ ৫৪ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "কর্ম্মবৈষম্যাৎ"—কর্ম্মের বৈষম্য অনুসারে তারতম্য হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর একবাদী বলিতেছেন, দক্ষিণা যখন লৌকিক ভৃতিস্বরূপ, তখন কর্ম্ম অনুসারে তাহার বৈষম্য হওয়া উচিত। লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়, যে ব্যক্তি যেরূপ কাজ করে, তাহাকে সেই পরিমাণ ভৃতি (বেতন) দেওয়া হয়। সুতরাং এস্থলেও ঋত্বিগ্ গণের কর্ম্ম অনুসারেই তাঁহাদের দক্ষিণার ভাগ অল্পাধিক হওয়া উচিত। ইতি ২য় পূর্ব্বপক্ষ।

অতুল্যাঃ স্যুঃ পরিক্রয়ে বিষমাখ্যা বিধিশ্রুতৌ পরিক্রয়ান্ন কর্ম্মণ্যুপপদ্যতে দর্শনাদ্ বিশেষস্য তথাভ্যুদয়ে ॥ ৫৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অতুল্যাঃ স্যুঃ পরিক্রয়ে"—পরিক্রয়ে অর্থাৎ দক্ষিণাদান বিষয়ে অতুল্য হইবে অর্থাৎ বৈষম্য হইবে—অর্থাৎ সমান সমান হইবে না, "বিধিশ্রুতৌ"—দীক্ষাবিষয়ক বিধিশ্রুতিতে, "বিষমা আখ্যা"—বিষম অর্থাৎ বিলক্ষণ (ভিন্নপ্রকার) আখ্যা অর্থাৎ ঋত্বিগ্-গণের সংজ্ঞা বা নাম উল্লেখ আছে, "পরিক্রয়াৎ কর্ম্মণি"—কর্ম্ম পরিক্রয়

অনুসারে হইলে অর্থাৎ কর্ম্মকৃত বৈষম্য অনুসারে দক্ষিণা ভাগ হইলে, "ন উপপদ্যতে"—উহা অর্থাৎ ঐ প্রকার নির্দ্দেশ উপপন্ন হয় না (সঙ্গত হয় না), "অভ্যুদয়ে"—অভ্যুদয়ফলক (ঋদ্ধিফলক) যে দ্বাদশাহ সত্র তাহাতে, "তথা"—ঐ প্রকার, "বিশেষস্য দর্শনাৎ"—বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় বলিয়া। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে কর্ম্মকৃত তারতম্য অনুসারে দক্ষিণার বৈষম্য হইবে না, কিন্তু শ্রুতিকৃত বৈষম্য অনুসারেই দক্ষিণা বিভাগ হইবে। শ্রুতিমধ্যে যে যে ঋত্বিকের যে যে বিশেষ সংজ্ঞা অভিহিত হইয়াছে, তদনুসারে তাঁহাদের মধ্যে দক্ষিণার বিভাগ হইবে। আর তাহাতে দেখা যায়, অভ্যুদয় ফলক দ্বাদশাহ নামক সত্রের প্রকরণে শ্রুতিমধ্যে "অর্দ্ধিনো দীক্ষয়তি", "তৃতীয়িনো দীক্ষয়তি" এবং "পাদিনো দীক্ষয়তি" এইভাবে 'অর্দ্ধী', 'তৃতীয়ী' এবং 'পাদী' এই প্রকার সংজ্ঞা অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং তদনুসারে যাঁহারা 'অর্দ্ধী' তাঁহারা পূর্ণদক্ষিণার অর্দ্ধেক অংশ পাইবেন, যাঁহারা 'তৃতীয়ী' তাঁহারা তৃতীয় অংশ পাইবেন, আর যাঁহারা 'পাদী' তাঁহারা চতুর্থ অংশ পাইবেন। যেহেতু, এইরূপ হইলে তবেই 'অর্দ্ধী' ইত্যাদি শ্রৌত সমাখ্যার মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। অতএব শ্রৌত সমাখ্যা অনুসারে বিষমভাবে দক্ষিণাবিভাগ হইবে। ইতি ১৪শ জ্যোতিষ্টোমে সমাখ্যা অনুসারে দক্ষিণাবিভাগাধিকরণ।

তস্য ধেনুরিতি গবাং প্রকৃতৌ বিভক্তচোদিতত্বাৎ
সামান্যাত্তদ্বিকারঃ স্যাদ্ যথেষ্টির্গুণশব্দেন ॥৫৬॥

অক্ষরার্থ। "তস্য ধেনুঃ ইতি গবাং"—'তস্য ধেনু' এই বাক্যে গোরূই (গোদক্ষিণারই) বাধ হইবে, "প্রকৃতৌ বিভক্তচোদিতত্বাৎ"—যেহেতু; প্রকৃতিযাগে (দক্ষিণা) বিভক্তভাবে অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্রূপে উল্লিখিত হইয়াছে, "সামান্যাৎ তদ্বিকারঃ"—সামান্য অর্থাৎ সাদৃশ্য অনুসারে তাহার অর্থাৎ সেই গোদক্ষিণারই বিকার অর্থাৎ বাধ হইবে, "যথা গুণশব্দেন ইষ্টিঃ"—যেমন 'নির্ব্বপতি' ইত্যাদি গুণশব্দের সাদৃশ্যে বিকৃতিতে ইষ্টিযাগই গৃহীত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। দক্ষিণাবিষয়ক যে বাধবিচার এইবারে করা হইবে পূর্ব্ব দুইটি অধিকরণে তাহারই পাতনিকা করা হইয়াছে। এক্ষণে দক্ষিণাবিষয়ক সেই বাধ বিচার করা যাইতেছে। শ্রুতিমধ্যে "অথৈব ভূঃ" ইত্যাদিরূপে 'ভূ' নামক একাহযাগ বলিতে থাকিয়া "ধেনু দক্ষিণা" এই বাক্যে তদ্‌যাগীয় দক্ষিণা উপদিষ্ট হইয়াছে। এই যে ধেনুরূপ দক্ষিণা ইহা কি প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোম যাগের "গৌশ্চাশ্বশ্চ" ইত্যাদি বাক্যবিহিত কেবলমাত্র গোদক্ষিণারই বাধক হইবে অথবা ইহা দ্বারা ঐ বাক্যবোধিত গবাশ্বাদি সকলগুলিরই বাধ হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "তস্য ধেনুরিতি গবাম্"—ইহা দ্বারা কেবলমাত্র গোদক্ষিণারই বাধ হইবে। কারণ, "প্রকৃতৌ বিভক্তচোদিতত্বাদ্"—প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোমযাগে "গৌশ্চাশ্বশ্চাশ্বতরশ্চ" ইত্যাদি দক্ষিণাবাক্যে গো, অশ্ব, অশ্বতর প্রভৃতিগুলির প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্ররূপে বিভক্তভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঐগুলির প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্ররূপে দক্ষিণা। আর ধেনু গোজাতীয়ই হইতেছে; একারণে "সামান্যাৎ তদ্বিকারঃ স্যাৎ"—ধেনুরূপ দক্ষিণা দ্বারা কেবলমাত্র তৎসজাতীয় গোরূপ দক্ষিণারই বাধ হওয়া উচিত, আর অশ্বাদি অপরাপর দক্ষিণাগুলি নির্ব্বাধই থাকিবে। ইহারই উদাহরণ দিতেছেন "যথা ইষ্টিঃ গুণশব্দেন"—যেমন 'নির্বপতি' ইত্যাদি গুণশব্দের সাদৃশ্যে বিকৃতি স্থলে ইষ্টিযাগই গৃহীত হয় এস্থলেও সেইরূপ সাদৃশ্যবলে গোদ্রব্যেরই বাধ হইবে। সুতরাং অশ্বাদির দক্ষিণাকল্পে ধেনু দ্বারা সেগুলির বাধ হইতে পারে না বলিয়া ধেনুর সহিত সেগুলির বিকল্পই হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সর্ব্বস্য বা ক্রতুসংযোগাদেকত্বং দক্ষিণার্থস্য গুণানাং
কার্য্যৈকত্বাদর্থে বিকৃতৌ শ্রুতিভূতং স্যাৎ
তস্মাৎ সমবায়াদ্ধি কর্ম্মভিঃ ॥ ৫৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "সর্ব্বস্য"—সবগুলিরই (বাধ হইবে) "ক্রতুসংযোগাৎ"—যে হেতু, ক্রতুর সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে," "একত্বং দক্ষিণার্থস্য"—দক্ষিণার প্রয়োজন যে ঋত্বিগানমন তাহা একটি মাত্র, "গুণানাং কার্য্যৈকত্বাৎ"—গো প্রভৃতি গুণগুলির দক্ষিণাদানরূপ একটি কার্য্য (প্রয়োজন) নির্ব্বাহ করাই উদ্দেশ্য বলিয়া, "বিকৃতৌ অর্থে

—বিকৃতির অর্থে অর্থাৎ বিকৃতিযাগীয় ধেনুরূপ দক্ষিণাতে, "শ্রুতিভূতং স্যাৎ"—প্রকৃতিযাগে দক্ষিণার সাধনরূপে যতগুলি পদার্থ ছিল (যেমন গো, অশ্ব,'অশ্বতর ইত্যাদি) সেগুলি যে কার্য্য সম্পাদন করে এ স্থলেও সেই কার্য্য শ্রুতির তাৎপর্য্যের বিষয়, "তস্মাৎ"—অতএব, "সমবায়াৎ হি কর্ম্মভিঃ"—ক্রতুসম্বদ্ধ কর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এই যে 'ভূ' নামক যাগের দক্ষিণা ধেনু ইহা দ্বারা প্রকৃতিযাগীয় সমস্ত দক্ষিণারই বাধ হইবে। কারণ, প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোমযাগে "গৌশ্চ অশ্বশ্চ" ইত্যাদি বচনে গবাদি মাষান্ত দ্রব্যের দ্বারা যে দক্ষিণা বিহিত হইয়াছে তাহা একটি; তথাকার দক্ষিণা অনেক নহে। কারণ দক্ষিণার দৃষ্ট প্রয়োজন হইতেছে যজ্ঞে ঋত্বিক্‌গণের আনতিসম্পাদন করা; আর তাহা একটি দক্ষিণা দ্বারাই সিদ্ধ হয় বলিয়া অপর দক্ষিণাগুলি তথায় নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই কারণেই তথায় 'দক্ষিণা' এই পদটি একবচনেই প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি গবাদি মাষান্ত প্রত্যেকটি পদার্থই দক্ষিণা হইত, তাহা হইলে তদনুরোধে 'দক্ষিণা' শব্দটিতে বহুবচন থাকিত। অতএব প্রকৃতিযাগীয় সেই একটি দক্ষিণার স্থানেই যখন এই 'ভূ'নামক যাগে ধেনু দক্ষিণারূপে বিহিত হইয়াছে, তখন এই ধেনুরূপ দক্ষিণার দ্বারা প্রকৃতিযাগীয় দক্ষিণার বাধ হইলে গবাদি মাষান্ত সকল পদার্থগুলিরই বাধ হইয়া থাকে। সুতরাং এই ধেনু দ্বারা গবাদি মাষান্ত সকল পদার্থেরই বাধ হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

চোদনানামনাশ্রয়াল্লিঙ্গেন নিয়মঃ স্যাৎ ॥ ৫৮ ॥

অক্ষরার্থ। "চোদনানাম্"—বিকৃতিভূত ইষ্টিযাগবিষয়ক বিধি সকলের, "অনাশ্রয়াৎ"—আকাঙ্ক্ষাপূরকশব্দ থাকে না বলিয়া, "লিঙ্গেন" —লিঙ্গ অর্থাৎ সাদৃশ্য অনুসারে, "নিয়মঃ স্যাৎ"—নিয়ম অর্থাৎ আকৃতি-প্রকৃতিগত ব্যবস্থা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে ইষ্টিযাগের দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন, তাহার পরিহার বলিতেছেন, "চোদনানাম্ অনাশ্রয়াৎ" ইত্যাদি। বিকৃতিযাগ বিহিত হইয়াছে, অথচ তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হয় নাই; কাজেই তথায়

সাদৃশ্য অনুসারেই প্রকৃতিযাগীয় ইতিকর্ত্তব্যতা গ্রহণীয় হয়। কিন্তু এখানে যখন প্রত্যক্ষবচন দ্বারা দক্ষিণা বিহিত হইয়াছে, আর প্রকৃতিযাগের দক্ষিণা যখন গবাদি মাযান্ত পদার্থের প্রত্যেকটি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নহে তখন সবগুলিরই বাধ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ইতি ১৫শে 'ভূ'নামক একাহযাগে 'তস্য ধেনুঃ' ইতি বাক্যবিহিত দক্ষিণা দ্বারা কৃৎস্নক্রতুদক্ষিণাবাধাধিকরণ।

একা পঞ্চেতি ধেনুবৎ ॥ ৫৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "একা পঞ্চ ইতি"—'একা' এবং 'পঞ্চ' ইহাও, "ধেনুবৎ"—ধেনুর ন্যায় পূর্ব্বাধিকরণোক্ত কৃৎস্নদক্ষিণার নিবর্ত্তক হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "যস্য সোমমপহরেয়ু-রেকাং গাং দক্ষিণাং দত্যাৎ। অভিদগ্ধে পঞ্চ গাঃ" অর্থাৎ যাহার সোম অপহৃত হইবে সে একটি গোরু দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিবে, আর যাহার সোম দগ্ধ হইয়া যাইবে সে পাঁচটি গরু দক্ষিণা দিবে। এই যে দক্ষিণারূপে একটি এবং পাঁচটি গোরু উপদিষ্ট হইয়াছে ইহাতে কি সমগ্র দক্ষিণার বাধ হইবে, না ইহা দ্বারা কেবল গোগত সংখ্যারই বাধ হইবে—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "একা পঞ্চেতি ধেনুবৎ"—পূর্ব্বাধিকরণে বিচারিত ধেনু দক্ষিণা যেমন প্রকৃতিযাগীয় কৃৎস্ন দক্ষিণারই নিবর্ত্তক ইহাও সেইরূপ সমগ্র দক্ষিণারই বাধক। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ত্রিবৎসশ্চ ॥ ৬০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ত্রিবৎসশ্চ"—ত্রিবৎসরূপ দক্ষিণাও (প্রকৃতিযাগীয় কৃৎস্ন দক্ষিণার বাধক)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণটি অসমাপ্ত রাখিয়া অপর একটি অধিকরণ গর্ভিতস্বরূপে আরম্ভ করিতেছেন। সাত্তক্র নামক যাগে "ত্রিবৎসঃ সাণ্ডঃ সোমক্রয়ণঃ" এই বাক্যে ত্রিবৎস একটি ষাঁড় সোমক্রয়ণরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে; তদ্দারা তথায় সোমক্রয় করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতিভূতযাগে "অজয়া ক্রীণাতি", "হিরণ্যেন ক্রীণাতি, বৃষভেণ ক্রীণাতি" ইত্যাদি বাক্যে অজা (ছাগী), হিরণ্য এবং বৃষভ প্রভৃতিগুলি ক্রয়সাধনরূপে বিহিত হইয়াছে। এস্থলে সাত্তক্র যাগে যে

ত্রিবৎস সাণ্ড ক্রয়সাধনরূপে বিহিত হইয়াছে তদ্দ্বারা কি প্রকৃতিযাগীয় ঐ বৃষভটির মাত্র বাধ হইবে অথবা অজা, হিরণ্য, বৃষভ প্রভৃতি সব গুলিরই বাধ হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, উহা দ্বারা কেবল বৃষভটিরই বাধ হওয়া উচিত। কারণ, বৃষভের সহিত অত্র উপদিষ্ট সাণ্ডের পুংগবস্বরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এই যে ত্রিবৎস সাণ্ড ইহা দ্বারা প্রকৃতিযাগীয় সকলগুলি ক্রয়সাধনেরই বাধ হইবে। কারণ এই যে ত্রিবৎস সাণ্ড ইহা প্রত্যক্ষ উপদিষ্ট ক্রয়সাধন; আর অজা প্রভৃতিগুলি অতিদিষ্ট, সুতরাং আনুমানিক ক্রয়-সাধন। আর প্রত্যক্ষ ক্রয়সাধনের দ্বারা আনুমানিক ক্রয়সাধনের বাধ হওয়া যুক্তিসিদ্ধ। আর অজা প্রভৃতি সবগুলিই যখন আনুমানিক ক্রয়সাধন তখন সেগুলির সব কটিরই বাধ হওয়া ন্যায্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

তথা চ লিঙ্গদর্শনম্ ॥ ৬১ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "লিঙ্গদর্শনং চ"—জ্ঞাপক বচনও দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। এই ত্রিবৎস সাণ্ড যে প্রকৃতিযাগীয় সকলগুলি ক্রয়সাধনের নিবর্ত্তক, তাহা শ্রুতির জ্ঞাপকতা হইতেও সিদ্ধ হয়। কারণ অন্য একটি সাদ্যস্ক্রযাগে এই সাণ্ডের স্থানে স্ত্রী গোরু উপদিষ্ট হইয়াছে। আর তথায় শ্রুতি বলিতেছেন "স্ত্রী গৌঃ সোমক্রয়ণী ব্যাবৃত্তা হ্যেবাং স্পর্দ্ধা" অর্থাৎ "স্ত্রী গোরু সোমক্রয়ণী হইবে, ইহাদের আর স্পর্দ্ধা থাকিবে না।" যদি স্পর্দ্ধা করিবার কেহ থাকে তাহা হইলে স্পর্দ্ধা হইতে পারে; সাণ্ডের দ্বারা যদি কেবলমাত্র বৃষভটিরই নিবৃত্তি হইত তাহা হইলে অজা প্রভৃতিগুলি স্পর্দ্ধা করিবার সাধকরূপে থাকিয়া যাইত। তাহা যখন নাই তখন ঐ স্ত্রী গোরুর সহিত স্পর্দ্ধা করিবারও কেহ নাই। ইহা দ্বারাও জ্ঞাপিত হয় যে, ত্রিবৎস সাণ্ড অজা প্রভৃতি সবগুলিরই নিবর্ত্তক। ইতি ১৭শ সাদ্যস্ক্রযাগে ত্রিবৎস সাণ্ডের দ্বারা সকল ক্রয়সাধনেরই বাধাধিকরণ।

পূর্ব্বে উনষষ্টিতম সূত্রে আরব্ধ যে অধিকরণটি অসমাপ্ত রাখা হইয়াছিল তাহার পূর্ব্বপক্ষই এই অধিকরণটির সিদ্ধান্ত, কাজেই তাহার বিচার করিয়া পূর্ব্ব অধি-করণটির পূর্ব্বপক্ষই ন্যায়ান্তর দ্বারা সমর্থন করিয়া দৃঢ় করা হইল। এক্ষণে অসমাপ্ত অধিকরণটির সমাপ্তির জন্য সিদ্ধান্ত বলিতেছেন।

একে তু শ্রুতিভূতত্বাৎ সংখ্যয়া গবাং
লিঙ্গবিশেষেণ ॥ ৬২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "একে"—এক জাতীয় পদার্থ অর্থাৎ গোপদার্থেরই (বাধ হইবে), "শ্রুতিভূতত্বাৎ"—যে হেতু, তাহাই অর্থাৎ সংখ্যাবিশিষ্ট গোপদার্থই শ্রুতির তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত, "সংখ্যয়া গবাং"—সংখ্যার সহিত গোপদার্থের (বাধ হইবে), "লিঙ্গ-বিশেষেণ"—শ্রুতির 'একাং' এই পদে যে বিশেষ লিঙ্গ (স্ত্রীলিঙ্গ) আছে তাহা দ্বারা (ইহা নিরূপিত হয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে, প্রকৃতিবাগীয় দক্ষিণা যে গো কেবল-মাত্র তদ্‌গত সংখ্যারই বাধ হইবে। কারণ, এখানে সংখ্যাবিশিষ্ট গোদ্রব্যের বিধান স্বীকার করিলে গৌরব হয়; কাজেই তাহা বিধেয় হইতে পারে না। আর গোদ্রব্য পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্ত বলিয়া তাহারও বিধান হইতে পারে না। অতএব কেবলমাত্র 'এক' এবং 'পঞ্চ'রূপ সংখ্যাই এ স্থলে বিধেয়। আর সেই যে 'এক' এবং 'পঞ্চ'রূপ সংখ্যা তাহা গোপদের দ্বারা ব্যবহিত; কাজেই দক্ষিণার সহিত তাহার অন্বয় হইতে পারে না। অতএব "একাং গাং" এই স্থলের 'একাং' এই পদে যে স্ত্রী প্রত্যয় রহিয়াছে তাহা দ্বারা ইহা নিরূপিত হয় যে, দ্বাদশশত সংখ্যাবিশিষ্ট গোদ্রব্যের বাধ করিয়া 'এক' এবং 'পঞ্চ' এই সংখ্যা কেবল গোপদার্থের সহিতই অন্বিত হইবে। ইতি ১৬শ "একাং গাম্" ইহা দ্বারা গোগতসংখ্যাবাধাধিকরণ।

প্রাকাশৌ তথেতি চেৎ ॥ ৬৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রাকাশৌ"—প্রাকাশ দুইটি, "তথা"—সেইরূপ হইবে অর্থাৎ ধেনুদক্ষিণা যেমন সর্ব্বনিবর্ত্তক ইহাও সেইরূপ সর্ব্বনিবর্ত্তক হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অশ্বমেধ প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "হিরণ্ময়ৌ প্রাকাশৌ অধ্বর্য্যবে দদাতি" অর্থাৎ সুবর্ণনির্ম্মিত দুইটি 'প্রাকাশ'

অধ্বর্য্যুকে দিবে। প্রাকাশ অর্থ প্রদীপের স্তম্ভ (পিল্‌শুজ্‌); অথবা উহার অর্থ দর্পণ। এই যে প্রাকাশরূপ দক্ষিণা, ইহা কি প্রকৃতিযাগীয় সমগ্র দক্ষিণারই বাধক অথবা ইহা অধ্বর্য্যুর ভাগের যে দক্ষিণা কেবলমাত্র তাহারই বাধক, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—এ স্থলেও সমগ্র দক্ষিণার বাধ হইবে। কারণ "প্রাকাশৌ দদাতি" এইরূপে দানের সহিতই প্রাকাশের সম্বন্ধ। আর ঐ যে দান উহা আনতিরই জন্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপি ত্ববয়বার্থত্বাদ্ বিভক্তপ্রকৃতিত্বাৎ
গুণেদন্তাবিকারঃ স্যাৎ ॥ ৬৪ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অবয়বার্থত্বাৎ"—দক্ষিণার যে অবয়ব অর্থাৎ অংশ (প্রাকাশ দ্বয়) তৎকার্য্য সম্পাদনের জন্য বলিয়া, "বিভক্তপ্রকৃতিত্বাৎ"—প্রকৃতিভূত যে দক্ষিণা তাহা অধ্বর্য্যু প্রভৃতির বিভক্ত বলিয়া, "গুণেদন্তাবিকারঃ স্যাৎ"—গুণেদন্তার অর্থাৎ অধ্বর্য্যুর ভাগের দক্ষিণা রূপ যে গুণ তাহার ইদন্তার (স্বরূপের) বিকার অর্থাৎ নিবর্ত্তক হইবে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে কেবলমাত্র 'দা' ধাতুর সহিত 'প্রাকাশ' পদের সম্বন্ধ নহে, কিন্তু অধ্বর্য্যুসম্প্রদানক যে 'দা' ধাতু—তাদৃশ সম্প্রদানবিশিষ্ট যে দানক্রিয়া তাহার সহিতই প্রাকাশের সম্বন্ধ; কারণ তাহা না হইলে অধ্বর্য্যু পদটি নিরর্থক হইয়া পড়ে। আর এ পক্ষে 'প্রাকাশ' পদে যে দ্বিতীয়াশ্রুতি তাহারও কোন বিরোধ হয় না। কাজেই অধ্বর্য্যুসম্প্রদানক যে দক্ষিণা দান প্রাকাশ তৎস্থানাপন্ন বলিয়া উহা দ্বারা অতিদেশতঃ প্রাপ্ত অধ্বর্য্যুভাগীয় যে দক্ষিণা কেবলমাত্র তাহারই বাধ হইবে। কারণ, দক্ষিণাদানকালে প্রত্যেক ঋত্বিকের পক্ষে 'ইদং হোত্রে', 'ইদম্ অধ্বর্য্যবে' এই প্রকারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নির্দ্দেশ করিতে হয়। ঐ 'ইদং' পদের দ্বারা প্রকৃতিযাগে যাহা বুঝাইত এস্থলে সেইটির মাত্র বাধ হইবে। ইতি ১৮শ অশ্বমেধে 'প্রাকাশ' দ্বারা অধ্বর্য্যুভাগের বাধাধিকরণ।

ধেনুবচ্চাশ্বদক্ষিণা স ব্রহ্মণ ইতি পুরুষাপনয়ো
যথা হিরণ্যস্য ॥ ৬৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অশ্বদক্ষিণা চ"—অশ্বরূপ দক্ষিণাও, "ধেনুবৎ"—ধেনুর ন্যায় (সকল দক্ষিণার নিবর্ত্তক), "স ব্রহ্মণে ইতি পুরুষাপনয়ঃ"—'স ব্রহ্মণে' এই প্রকার যে বচন তদ্দ্বারা পুরুষের অর্থাৎ অন্য ঋত্বিকের (দক্ষিণাসম্বন্ধের) অপনয় অর্থাৎ বিচ্ছেদ বা নিবৃত্তি হইবে, "যথা হিরণ্যস্য"—রুক্মল নামক হিরণ্যের বেলায় যেমন হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। 'উপহব্য' নামক একাহযাগবিশেষ আছে। তৎপ্রকরণে শ্রুতি বলিতেছেন "অশ্বঃ শ্যাবো রুক্মললাটো দক্ষিণা", "স ব্রহ্মণে দেয়ঃ" অর্থাৎ রুক্মবর্ণ ললাট বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব ইহার দক্ষিণা; আর তাহা ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্‌কেই দেয়। এই যে অশ্বদক্ষিণা ইহা কি কেবল ব্রহ্মভাগীয় দক্ষিণারই বাধা করিবে অথবা ইহা ক্রতুর সমগ্র দক্ষিণারই বাধ জন্মাইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে ইহা কেবল ব্রহ্মার ভাগের যে দক্ষিণা তাহারই নিবর্ত্তক হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিয়েছেন, পঞ্চদশ অধিকরণে বিচারিত ধেনু দক্ষিণা যেমন ক্রতুগত সমগ্র দক্ষিণাই বাধিত করে ইহাও সেইরূপ ক্রতুগত সমগ্র দক্ষিণারই বাধ জন্মাইবে। যদি বলা হয় এ পক্ষে "স ব্রহ্মণে" এই নির্দ্দেশটি কিরূপে সঙ্গত হয়, কারণ 'ইদম্ অধ্বর্য্যোঃ' এই প্রকার নির্দ্দেশ থাকে বলিয়া অধ্বর্য্যুর দক্ষিণা যেমন পৃথক্ হয়, আর তজ্জন্যই 'প্রাকাশ' কেবল অধ্বর্য্যুর দক্ষিণারই বাধক, ইহাও ত সেইরূপ হইয়েছে। এতদুত্তরে বক্তব্য "স ব্রহ্মণে" এই বচনের দ্বারা অন্য ঋত্বিকের দক্ষিণা প্রাপ্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে। যেমন বিশেষ বচন আছে বলিয়া রুক্মলের সকল সুবর্ণই কেবল ব্রহ্মারই প্রাপ্য, এ স্থলেও সেইরূপ। আর অন্য ঋত্বিগ্‌গণকে প্রকারান্তরে অন্য কিছু দিয়া আনত করিলেই চলিবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

একে তু কর্ত্তৃসংযোগাৎ স্রগ্‌বৎ তস্য লিঙ্গবিশেষেণ ॥৬৬॥

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষদ্যোতক, "একে"—কতকগুলি অর্থাৎ দক্ষিণার যে অংশ বিশেষ তাহারই নিবৃত্তি হইবে, "কর্ত্তৃসংযোগাৎ"—কর্ম্মকর্ত্তা ব্রহ্মার সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া, "স্রগ্বৎ"—স্রক্ যেমন

কেবলমাত্র উদ্গাতাকে দেওয়া হয় সেইরূপ, "লিঙ্গবিশেষেণ"—বিশেষ লিঙ্গ অনুসারে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে কেবল ব্রহ্মার যে দক্ষিণা তাহারই নিবৃত্তি হইবে। যেমন "স্রজম্ উদ্গাত্রে দদাতি" অর্থাৎ 'উদ্গাতাকে স্রক্ দিবে' এই বাক্যে স্রকের দ্বারা উদ্গাতার ভাগে যাহা প্রাপ্য কেবল তাহারই নিবৃত্তি হয় এ স্থলেও সেইরূপ কর্ম্মকর্ত্তা যে ব্রহ্মা তাহার সম্বন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মভাগীয় যে দক্ষিণা মাত্র তাহারই নিবৃত্তি হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বা তদধিকারাদ্ধিরণ্যবদ্বিকারঃ স্যাৎ ॥৬৭॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "তদধিকারাৎ" —দক্ষিণার অধিকারে আছে বলিয়া, "হিরণ্যবৎ বিকারঃ স্যাৎ"— হিরণ্যের দৃষ্টান্তেই বিকার (সর্ব্বদক্ষিণার নিবৃত্তি) হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত পূর্ব্বপক্ষের পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে স্রক্‌দৃষ্টান্ত গ্রহণীয় নহে। কারণ, স্রক্‌বাক্যটি একক; উহাকে অর্থদ্বয়বিধায়ক বলিলে বাক্যভেদ হয়; কাজেই তথায় অপূর্ব্ব-দানবিধি স্বীকার্য্য। কিন্তু এস্থলে "অশ্বঃ শ্যাবো রুক্মললাটো দক্ষিণা" এই বাক্যে দক্ষিণা বিহিত হইয়াছে,—আর "স ব্রহ্মণে দেয়ঃ" এই বাক্যে অন্য ঋত্বিকের সম্বন্ধ নিষেধ করা হইয়াছে। এ কারণে এখানে "হিরণ্যন্তু সর্ব্বং ব্রহ্মণে পরিহরতি" এই বাক্যের দৃষ্টান্তই অনুসরণীয়। অতএব শ্যাবাশ্বের দ্বারা সমগ্র দক্ষিণারই বাধ হইবে। ইতি ১১শ উপহব্যে শ্যাবাশ্বের দ্বারা সমগ্র দক্ষিণার বাধাধিকরণ।

তথা চ সোমচমসঃ ॥৬৮॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "সোমচমসঃ চ"—সোমচমসও।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে 'ঋতপেয়' নামক যজ্ঞের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "ঔদুম্বরঃ সোমচমসো দক্ষিণা। স প্রিয়ায় সগোত্রায় ব্রহ্মণে দেয়ঃ" অর্থাৎ "উদুম্বরনির্ম্মিত যে সোমচমস তাহা ইহার দক্ষিণা, আর তাহা ব্রহ্মাকে দেয়"। এই যে সোমচমস ইহা কি ব্রহ্মার ভাগের যে দক্ষিণা কেবলমাত্র তাহারই বাধক

অথবা ইহা যজ্ঞের সমগ্র দক্ষিণারই বাধক, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন স্রক্ যেমন কেবলমাত্র উদ্গাতৃভাগীয় দক্ষিণারই নিবর্ত্তক, এই যে সোম-চমস ইহাও সেইরূপ কেবল ব্রহ্মার সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া কেবলমাত্র ব্রহ্ম-ভাগীয় দক্ষিণারই নিবর্ত্তক। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সর্ব্ববিকারো বা ক্রত্বর্থে প্রতিষেধাৎ পশূনাম্ ॥৬৯॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "সর্ব্ববিকারঃ"—যজ্ঞীয় সমগ্র দক্ষিণারই নিবর্ত্তক, "ক্রত্বর্থে পশূনাং প্রতিষেধাৎ"—যে হেতু, ক্রত্বর্থ যে দান অর্থাৎ ক্রতুর যে দক্ষিণা তাহাতে পশু (দক্ষিণার) নিন্দারূপ প্রতিষেধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, উহা দ্বারা ক্রতুগত সমগ্র দক্ষিণারই বাধ হইবে। কারণ "ঋতং বৈ সোমঃ অনৃতং পশবঃ। যং পশূন্ দদ্যাৎ সোঽনৃতং কুর্য্যাৎ" এই বাক্যে সেই যজ্ঞে পশু দক্ষিণার নিন্দা করা হইয়াছে। আর এই যে নিন্দা ইহা দ্বারা পশুপ্রতিষেধের অনুবাদ করিয়া সোমচমস দক্ষিণারূপে বিহিত হইয়াছে। কারণ সোমচমস দান করা হইলে আর পশু দেওয়া হয় না। কিন্তু কেবলমাত্র ব্রহ্মভাগের যদি নিবৃত্তি হয় তাহা হইলে অন্য সকলকে পশুই দেওয়া হইল। আর তাহা হইলে ঐ পশুদক্ষিণার নিন্দার যে মর্য্যাদা তাহা রক্ষিত হয় না। অতএব সোমচমসের দ্বারা সমগ্র দক্ষিণারই নিবৃত্তি হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ব্রহ্মদানেঽবিশিষ্টমিতি চেৎ ॥৭০॥ (অঃ)

অক্ষরার্থ। "ব্রহ্মদানে"—ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্‌কে যে সোমচমস দক্ষিণা দেওয়া হয় তাহাতে, "অবিশিষ্টম্"—ঐ পরিহার তুল্যপ্রকার, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, ঐ যে "ঋতং বৈ সোম। অনৃতং পশবঃ" ইত্যাদি নিন্দার্থবাদ সিদ্ধান্তপক্ষে উহার যেরূপ পরিহার বলা হইল, পূর্ব্বপক্ষেও উহার ঐ প্রকার পরিহার বলা যাইতে পারে; —ব্রহ্মাকে যদি পশু দক্ষিণা দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ প্রকার দোষ হয়,

কাজেই ব্রহ্মাকে সোমচমসই দক্ষিণা দিবে; এইরূপে পূর্ব্বপক্ষেও ঐ অর্থবাদটির সঙ্গতি থাকে। ইতি আশঙ্কা।

উৎসর্গস্য ক্রত্বর্থত্বাৎ প্রতিষিদ্ধস্য কর্ম্ম স্যান্নচ
গৌণঃ প্রয়োজনমর্থঃ স দক্ষিণানাং স্যাৎ ॥৭১॥

অক্ষরার্থ। "উৎসর্গস্য ক্রত্বর্থত্বাৎ"—উৎসর্গ অর্থাৎ দক্ষিণাদান ক্রত্বর্থ বলিয়া, "প্রতিষিদ্ধস্য কর্ম্ম স্যাৎ"—(কেবলমাত্র ব্রহ্মাকে ঔডুম্বর চমস দক্ষিণা দিয়া অপরাপর ঋত্বিগ্‌গণকে পশু দক্ষিণা দিলে) নিষিদ্ধের অনুষ্ঠান করা হয়, "ন চ গৌণঃ অর্থঃ প্রয়োজনম্"—আর যাহা গৌণ অর্থ তাহা প্রয়োজন হইতে পারে না, "সঃ দক্ষিণানাং স্যাৎ"—দক্ষিণার সেই গৌণ অর্থই হইয়া পড়ে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে শঙ্কা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ দক্ষিণা হইতেছে ক্রত্বর্থঃ। আর দক্ষিণার সহিতই চমসের সম্বন্ধ। সুতরাং কেবলমাত্র ব্রহ্মাকে ঔডুম্বর চমস দক্ষিণা দিয়া অপর সকলকে প্রকৃতিযাগ হইতে অতিদেশবলে প্রাপ্ত যে পশুদক্ষিণা, তাহা দিলে নিষিদ্ধের অনুষ্ঠান করা হয়। আর যদি এখানে দক্ষিণা অর্থে ব্রহ্মদক্ষিণা ধরা হয়, তাহা হইলে দক্ষিণা শব্দটি গৌণার্থক—লাক্ষণিক হইয়া পড়ে। কারণ, দক্ষিণা বলিতে মুখ্যবৃত্তিতে ক্রতু-দক্ষিণাই অভিহিত হয়; ব্রহ্মদক্ষিণা তাহার অবয়ব বা অংশ মাত্র। আর অংশ অর্থে যে অংশীর প্রয়োগ তাহা লক্ষণা বিনা সম্ভব নহে। কিন্তু এখানে লক্ষণার কোন কারণ নাই, যেহেতু মুখ্য অর্থের অনুপপত্তি হইলেই লক্ষণা করা হয়। কিন্তু এখানে মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলে তাৎপর্য্যের কোনও অনুপপত্তি হয় না। অতএব "ন চ গৌণঃ অর্থঃ প্রয়োজনম্"—গৌণ অর্থের প্রয়োজন না থাকায় তাহা এখানে অগ্রাহ্য। ইতি আশঙ্কানিরাস।

যদি তু ব্রহ্মণস্তদূনং তদ্বিকারঃ স্যাৎ ॥৭২॥

অক্ষরার্থ। "যদি তু ব্রহ্মণঃ"—যদি কিন্তু চমস ব্রহ্মার দক্ষিণার নিবর্ত্তক হয়, "তদূনং"—ক্রতুর দক্ষিণা তাহা হইলে ব্রহ্মদক্ষিণা রহিত হইবে, "তদ্বিকারঃ স্যাৎ"—কাজেই তাহার বাধ হইবে।

সর্ব্বং বা পুরুষাপনয়াৎ তাসাং ক্রতুপ্রধানত্বাৎ ॥৭৩॥

অক্ষরার্থ। "সর্ব্বং বা"—সমগ্র দক্ষিণার নিবৃত্তি হইবে, "তাসাং ক্রতুপ্রধানত্বাৎ"—সেই দক্ষিণা ক্রতু প্রধান অর্থাৎ ক্রত্বর্থ বলিয়া, "পুরুষাপনয়াৎ"—পুরুষান্তরের অপনয় (নিবৃত্তি) হয় বলিয়া (তাহা কেবল ব্রহ্মাকেই দেয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। এই দুইটি প্রয়োজন সূত্র; পূর্ব্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্তপক্ষ অনুসারে কোন্ কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহা এই দুইটি সূত্রে বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে পূর্ব্ব সূত্রটিতে পূর্ব্বপক্ষের প্রয়োজন বলা হইয়াছে। আর "সর্ব্বং বা" ইত্যাদি সূত্রে সিদ্ধান্ত পক্ষের প্রয়োজন বলা হইয়াছে। অর্থ স্পষ্ট। ইতি ২০শ খণ্ডে সোমচমসের দ্বারা সমগ্র ক্রতুদক্ষিণার বাধাধিকরণ। ইতি প্রথমবর্ণক।

ভগবান্ ভাষ্যকার "যদি তু ব্রহ্মণঃ" ইত্যাদি সূত্র দুইটিকে বর্ণকান্তরে প্রকারান্তরে যোজনা করিয়াছেন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, "ঔদুম্বরঃ সোমচমসো দক্ষিণা। স প্রিয়ায় সগোত্রায় ব্রহ্মণে দেয়ঃ" এই দুইটি একটি বাক্য। আর ইহাতে কেবলমাত্র ব্রহ্মার জন্তই ঔদুম্বরচমস দক্ষিণা বিহিত হইয়াছে। তাহা হইলে এইরূপ সংশয় হয়,—এস্থলে কি ক্রতুগত সমগ্র দক্ষিণার নিবৃত্তি হইবে অথবা কেবলমাত্র ব্রহ্মভাগের নিবৃত্তি হইবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, চমস শব্দটি এস্থলে 'দক্ষিণা' এবং 'ব্রহ্ম' এই দুইটি শব্দের সহিত অন্বিত বলিয়া ইহা দ্বারা ক্রতুগত সমগ্র দক্ষিণার বাধ হইবে এবং ঐ দক্ষিণার পুরুষান্তর সম্বন্ধও রহিত হইবে, অর্থাৎ ঐ দক্ষিণা ব্রহ্মা ছাড়া অন্ত ঋত্বিক্ পাইবে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—"যদি তু ব্রহ্মণঃ তদূনং তদ্বিকারঃ স্যাৎ"—এস্থলে পূর্ব্বপক্ষীর মতে দক্ষিণার উদ্দেশে চমসের বিধান করিতে হয়, আবার সেই দক্ষিণার উদ্দেশে সেই দক্ষিণার সহিত ব্রহ্মার সম্বন্ধ বিধান করিতে হয়; এইরূপে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। এ কারণে এস্থলে কেবলমাত্র ব্রহ্মভাগীয় দক্ষিণারই নিবৃত্তি হইবে। দক্ষিণাশব্দে লক্ষণা করিয়া দক্ষিণার একাংশ যে ব্রহ্মদক্ষিণা (ব্রহ্মার ভাগের দক্ষিণা) তাহাই এখানে দক্ষিণা শব্দের অর্থ; আর সেই ব্রহ্মসম্বন্ধীয় দক্ষিণার চমসের বিধান করা হয়। কাজেই কেবলমাত্র ব্রহ্মার ভাগের যে দক্ষিণা তাহারই স্থানে চমস বিহিত বলিয়া ক্রতুর দক্ষিণা অর্থাৎ অন্তান্ত ঋত্বিগ্‌গণের ভাগের যে দক্ষিণা তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না।

বস্তুতঃ "সর্ব্বং বা পুরুষাপনয়াৎ তাসাং ক্রতুপ্রধানত্বাৎ"—সোমচমসের দ্বারা ক্রতুর সমগ্র দক্ষিণারই বাধ (নিবৃত্তি) হইবে। কারণ, দক্ষিণায় ক্রতুরই প্রাধান্ত রহিয়াছে বলিয়া উহা ক্রত্বর্থ। আর চমসের দ্বারা সেই দক্ষিণারই বাধ হয়। তবে "স ব্রহ্মণে দেয়ঃ" এই বাক্যে সেই দক্ষিণায় অন্ত ঋত্বিকের প্রাপ্তি রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। ইতি ২য় বর্ণক।

যজুর্যুক্তে ত্বধ্বর্য্যোর্দক্ষিণা বিকারঃ স্যাৎ ॥৭৪॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "যজুর্যুক্তে"—যজুর্মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত যে রথ তাহাতে, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "অধ্বর্য্যোঃ দক্ষিণাবিকারঃ স্যাৎ"—অধ্বর্য্যুর দক্ষিণার নিবৃত্তি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে বাজপেয় যাগের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "যজুর্যুক্তং রথমধ্বর্য্যব দদাতি" অর্থাৎ যজুর্যুক্ত যে রথ তাহা অধ্বর্য্যুকে দক্ষিণা দিবে। এই যজ্ঞে অতিদেশতঃ প্রাপ্ত প্রকৃতিযাগীয় গবাশ্বাদি দক্ষিণার বদলে রথ, শকট, দাসী, নিষ্ক প্রভৃতি দ্রব্যগুলি দক্ষিণারূপে বিহিত হইয়াছে। আর ঐগুলির প্রত্যেকটিই সতরটি করিয়া দিতে হয়। তন্মধ্যে সতরটি রথের বেলায় একটি রথকে "ইন্দ্রস্ত বজ্রোঽসি" ইত্যাদি যজুর্মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সাজাইতে হয়। ইহারই নাম যজুর্যুক্ত রথ। উক্ত শ্রুতিবাক্যে এই যজুর্যুক্ত রথটি অধ্বর্য্যুকে দিতে বলা হইয়াছে। এই যে যজুর্যুক্ত রথ অধ্বর্য্যুকে দেওয়া হইতেছে, ইহা দ্বারা কি অধ্বর্য্যু অন্ত দক্ষিণার যে ভাগ পায় তাহার নিবৃত্তি হইবে অর্থাৎ এই একটিমাত্র যজুর্যুক্ত রথই কি অধ্বর্য্যুর প্রাপ্য দক্ষিণা অথবা ইহা নিয়মবিধি অর্থাৎ অধ্বর্য্যুকে যে যে জিনিস দক্ষিণা দেওয়া হইবে, তাহার মধ্যে যেন এই যজুর্যুক্ত রথটি অবশ্যই থাকে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এই যজুর্যুক্ত রথটি অধ্বর্য্যুভাগীয় দক্ষিণান্তরের বাধক অর্থাৎ নিবর্ত্তক হইবে—অধ্বর্য্যু কেবল এইটিমাত্র দক্ষিণা পাইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বা শ্রুতিভূতত্বাৎ সর্ব্বাসাং তস্য
ভাগো নিয়ম্যতে ॥৭৫॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "শ্রুতিভূতত্বাৎ"—শ্রুতিবিহিত বলিয়া, "সর্ব্বাসাং"—সকলপ্রকার দক্ষিণার প্রাপ্তি হয় বলিয়া, "তস্য ভাগঃ"—অধ্বর্য্যুর দক্ষিণার ভাগ, "নিয়ম্যতে"—নিয়ম করিয়া দেওয়া হইল। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অধ্বর্য্যুর দক্ষিণা ভাগের বাধ অর্থাৎ নিবৃত্তি হইবে না ; কারণ শ্রুতিবিহিত বলিয়া সবগুলির ভাগ অধ্বর্য্যুরও প্রাপ্য। তন্মধ্যে রথের বেলায় যে কোনও একটি রথ—যজুর্য্যুক্ত রথই হউক, অথবা অন্য রথই হউক অধ্বর্য্যুর ভাগে পড়িতে পারে বলিয়া অধ্বর্য্যুর পক্ষে যজুর্যুক্ত রথের অপ্রাপ্তি সম্ভাবনাও রহিয়াছে। এজন্য এস্থলে নিয়মবিধি দ্বারা ব্যবস্থা করিতে দেওয়া হইতেছে যে, যজুর্য্যুক্ত রথটি অধ্বর্য্যুকেই দিতে হইবে। আর অপ্রাপ্ত বিধি অপেক্ষা নিয়মবিধি স্বীকার করায় লাঘবপক্ষই আশ্রয় করা হয়। অতএব এ স্থলে নিয়মবিধিই সঙ্গত। ইতি ২১শ বাজপেয়ে রথের ভাগ নিয়ামক-তাধিকরণ।

ইতি দশম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ।

অথ দশমাধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ

প্রকৃতিলিঙ্গাসংযোগাৎ কর্ম্মসংস্কারং
বিকৃতাবধিকং স্যাৎ ॥১॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রকৃতিলিঙ্গাসংযোগাৎ"—প্রকৃতির কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া, "কর্ম্মসংস্কারং"—সংস্কার অর্থাৎ অদৃষ্টার্থক যে কর্ম্ম তাহা, "বিকৃতৌ"—বিকৃতিযাগে, "অধিকং স্যাৎ"—প্রকৃতিযাগীয় কর্ম্ম হইতে অধিক হইবে অর্থাৎ অধিকভাবে কর্ত্তব্য হইবে, কিন্তু তাহার বাধ হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপাদে বাধের অপবাদরূপে অবাধবিষয়ক বিচার করা হইয়াছে, এই পাদে এক্ষণে অভ্যুচ্চয়বিষয়ক বিচার করা হইবে। অগ্নিচয়ন প্রকরণে 'নক্ষত্রেষ্টি' নামক যাগ আছে; তাহাতে "অগ্নয়ে স্বাহা। কৃত্তিকাভ্যঃ স্বাহা। অম্বায়ৈ স্বাহা" ইত্যাদি 'উপহোম' মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। আর প্রকৃতিভূত ইষ্টিযাগে 'নারিষ্ঠ' হোম করিতে হয়। নক্ষত্রেষ্টিযাগে এই নারিষ্ঠহোমের কি নিবৃত্তি (বাধ) হইবে অথবা ইহার অনিবৃত্তি সুতরাং সমুচ্চয় হইবে, ইহাই সংশয়। এইরূপ শ্যেন যাগে "লোহিতোষ্ণীষা লোহিতবসনা নিবীতা ঋত্বিজঃ প্রচরন্তি" এই শ্রুতিবচনে নিবীত উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতিযাগে "উপব্যয়তে" ইত্যাদি বিধি দ্বারা উপবীত বিহিত আছে। এস্থলে শ্যেন যাগে উপদিষ্ট নিবীতের দ্বারা কি প্রকৃতিযাগীয় অতিদিষ্ট উপবীতের নিবৃত্তি হইবে অথবা অনিবৃত্তি সুতরাং সমুচ্চয় হইবে, ইহাই সংশয়। এইরূপ, পৃষ্ঠ্য ষড়হে উপদিষ্ট হইয়াছে "মধ্বাশয়েদ্ ঘৃতং বা" অর্থাৎ মধু অথবা ঘৃত ভোজন করিবে। কিন্তু প্রকৃতিযাগে "পয়োব্রতং ব্রাহ্মণস্য যবাগূরাজন্যস্য আমিক্ষা বৈশ্যস্য" এই বচনে পয়ঃ প্রভৃতিগুলি বিহিত হইয়াছে। এস্থলে পৃষ্ঠ্যষড়হে মধুপ্রভৃতির দ্বারা পয়ঃ প্রভৃতিগুলির কি বাধ হইবে অথবা অবাধ সুতরাং সমুচ্চয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পূর্ব্বোক্ত উপহোম, নিবীত এবং মধুভক্ষণের দ্বারা যথাক্রমে প্রকৃতিযাগীয় নারিষ্ঠহোম, উপবীত এবং পয়োব্রতাদির নিবৃত্তি অর্থাৎ বাধই হইবে। কারণ, অতিদিষ্ট এবং

উপদিষ্ট ঐ পদার্থগুলির একই প্রয়োজন হইতেছে বলিয়া উপদিষ্টের দ্বারা অতিদিষ্টের বাধ হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "বিকৃতৌ অধিকং স্যাৎ"—বিকৃতিযাগে ঐ অধিকগুলি হইবে। অর্থাৎ বিকৃতিযাগে যেগুলি উপদিষ্ট হইয়াছে সেগুলি অনুষ্ঠের হইবে, অধিকন্ত অতিদেশতঃ প্রাপ্ত প্রকৃতিযাগীয় ঐ পদার্থগুলিরও অনুষ্ঠান হইবে। সুতরাং এস্থলে বাধ না হইয়া সমুচ্চয় হইবে। কারণ "প্রকৃতিলিঙ্গসংযোগাৎ"—প্রকৃতিযাগ হইতে যে পদার্থগুলি অতিদিষ্ট হয় সেগুলির যাহা লিঙ্গ অর্থাৎ কার্য্য তাহার সহিত বিকৃতিযাগে উপদিষ্ট পদার্থগুলির সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ উভয়ের প্রয়োজন এক নহে। যেহেতু, উহাদের মধ্যে কতকগুলি দৃষ্টার্থক এবং কতকগুলি অদৃষ্টার্থক হইতেছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

চোদনালিঙ্গসংযোগে তদ্বিকারঃ প্রতীয়েত
প্রকৃতিসন্নিধানাৎ ॥২॥

অক্ষরার্থ। "চোদনালিঙ্গসংযোগে"—চোদনার অর্থাৎ প্রকৃতি যাগের যে লিঙ্গ অর্থাৎ কার্য্য তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকিলে অর্থাৎ তৎকার্য্যকারিত্ব থাকিলে, "তদ্বিকারঃ প্রতীয়েত"—তাহার অর্থাৎ সেই প্রকৃতিযাগে বিহিত দ্রব্যের বিকার অর্থাৎ বাধ হইবে, "প্রকৃতিসন্নিধানাৎ"—যেহেতু, প্রকৃতিযাগীয় দ্রব্যসাধ্য কার্য্যের সান্নিধ্য অর্থাৎ সামীপ্য বা ঐক্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতে পারেন যে, "শরময়ং বর্হির্ভবতি" এই বাক্যে যে শর (কুশের ন্যায় তৃণবিশেষ) বিহিত হইয়াছে, প্রকৃতিযাগে যে বর্হি আছে তাহার সহিত ইহার যেমন সমুচ্চয় হয় না, কিন্ত এই শরের দ্বারা সেই বর্হির (কুশের) বাধই হয়, এ স্থলেও সেইরূপ উপহোম, নিবীত এবং মধ্বশনের দ্বারা প্রকৃতিযাগ হইতে অতিদেশতঃ প্রাপ্ত যে নারিষ্ঠহোমাদি সেগুলির বাধই হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "চোদনালিঙ্গসংযোগে" ইত্যাদি। প্রকৃতিযাগে বর্হির যাহা কার্য্য বিকৃতিযাগে শরেরও সেই একই কার্য্য বা প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই,

কিংবা কোন অদৃষ্টার্থকতাও নাই। কাজেই একস্থানাপন্ন পশ্চাদুপদিষ্ট শরবিধারক শাস্ত্রের দ্বারা কুশশাস্ত্রের বাধই হইবে; যে হেতু উভয়েরই বিষয় সমান হইতেছে বলিয়া কুশবিষয়ক শাস্ত্রের বাধ না হইলে শরবিষয়ক শাস্ত্রের প্রবৃত্তিই হইতে পারে না; কারণ, ঐ দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া উহাদের সমুচ্চয় অসম্ভব। এখানে কিন্তু নারিষ্ঠহোম এবং উপহোমাদির স্থলে সেরূপ তুল্যবিষয়কত্ব নাই; কাজেই উহাদের বাধ না হইয়া সমুচ্চয়ই হইবে। ইতি ১ম নারিষ্ঠহোমাদির সহিত নক্ষত্রেষ্টি প্রভৃতির সমুচ্চয়াধিকরণ।

অথবা,—শ্রুতিমধ্যে "সৌমারৌদ্রং চরুং নির্ব্বপেৎ কৃষ্ণানাং ব্রীহীণামভিচরন্" এই বাক্যে যে সৌমারৌদ্রযাগ উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাতে "শরময়ং বর্হির্ভবতি" এই বাক্যে শর নামক তৃণবিশেষ আস্তরণাদি কার্য্যের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। অথচ প্রকৃতিযাগে বর্হি দ্বারাই আস্তরণাদি কার্য্য করা হইয়া থাকে। অত্র উপদিষ্ট এই যে শর ইহা কি প্রকৃতিযাগীয় কুশের (বর্হির) সহিত সমুচ্চিত হইবে অথবা এই শরের দ্বারা বর্হির বাধ হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে "প্রকৃতিলিঙ্গাসংযোগাৎ কর্ম্মসংস্কারং বিকৃতাবধিকং স্যাৎ" এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন যে, "শরময়ং" এস্থলে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে বলিয়া প্রকৃতিযাগীয় বর্হির্দ্রব্যের যে কার্য্যকারিতা তাহার সহিত ইহার কোন বিরোধকতা সম্বন্ধ থাকিতেছে না; কাজেই এ স্থলে শরের দ্বারা বর্হির বাধ হইবে না, কিন্তু উভয়ের সমুচ্চয়ই হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "চোদনালিঙ্গসংযোগে তদ্বিকারঃ প্রতীয়েত প্রকৃতিসন্নিধানাৎ"—এ স্থলে শরের দ্বারা কুশের বাধই হইবে; কারণ 'শর' শব্দের উত্তর বিকারার্থেই ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে, প্রাচুর্য্যার্থে নহে আর বর্হির্দ্রব্যটি শরের বিকার হইতে পারে না বলিয়া বর্হিঃশব্দে লক্ষণা করিয়া বর্হির কার্য্য যে আস্তরণাদি তাহাই এখানে বর্হিঃশব্দের অর্থরূপে গ্রহণীয়; আর শরময় শব্দে শরবিকার অর্থাৎ শরজাতীয় তৃণের দ্বারাই সম্পাদ্য এইরূপ অর্থ আসে। আর বর্হির বাধ না হইলে তাহা সম্ভব হয় না। কাজেই শরের দ্বারা বর্হির বাধই হইবে। অতএব উহাদের সমুচ্চয় হইতে পারে না। ইতি শরময়বর্হি দ্বারা কুশময় বর্হির বাধাধিকরণ। ইতি ১ম বর্ণক।

অথবা,—শ্রুতিমধ্যে বাজপেয় প্রকরণ উপদিষ্ট হইয়াছে "রথঘোষেণ মাহেন্দ্রস্য স্তোত্রমুপাকরোতি, দুন্দুভিঘোষেণ মহেন্দ্রস্য স্তোত্রমুপাকরোতি" অর্থাৎ রথঘোষ এবং দুন্দুভিঘোষে মাহেন্দ্রস্তোত্রে উপাকরণ করিবে। কিন্তু প্রকৃতিযাগে বিধি আছে "উপাবর্ত্তধ্বমিতি দর্ভাভ্যাং স্তোত্রমুপাকরোতি" অর্থাৎ উপাবর্ত্তধ্বম্ ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া স্তোত্রে উপাকরণ করিবে। উপাকরণ অর্থ স্তোত্রে প্রেরণ।

এক্ষণে সংশয় এই যে, বিকৃতিযাগে উপদিষ্ট এই যে রথঘোষ, উহার রথরূপ দ্রব্যের দ্বারা কি প্রকৃতিযাগীয় দর্ভস্বরূপ দ্রব্যের নিবৃত্তি বাধ হইবে এবং ঐ ঘোষের (শব্দের) দ্বারা মন্ত্রের নিবৃত্তি হইবে অথবা রথের ঘোষই (ধ্বনিটাই) বিকৃত যাগীয় ঐ দর্ভদ্রব্য এবং মন্ত্র উভয়েরই নিবৃত্তি (বাধ) ঘটাইবে। ইহাতে "প্রকৃতিলিঙ্গ-সংযোগাৎ" ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, রথ হইবে বর্হির নিবর্ত্তক; কারণ, রথও দ্রব্য আর বর্হিও দ্রব্য বলিয়া দ্রব্যের দ্বারাই দ্রব্যের নিবৃত্তি (বাধ) হওয়া উচিত। এইরূপে ঘোষ (শব্দ) হইবে মন্ত্রের নিবর্ত্তক; কারণ, মন্ত্রও শব্দই হইতেছে; আর শব্দের দ্বারাই শব্দের নিবৃত্তি হওয়া উচিত। এরূপ হইলে বিকৃতিযাগে একখানি রথ থাকিলেই চলিবে; আর শব্দ যাহারই হউক না কেন—যে কোন দ্রব্যের শব্দ হউক না কেন, তদ্দারা মন্ত্রের বাধ হইবে। সুতরাং রথের শব্দের দ্বারাই যে মন্ত্রের বাধ হইবে, তাহার কোনও নিয়ম নাই। ইহার উত্তরে "চোদনালিঙ্গসংযোগে" ইত্যাদি সূত্রে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে রথঘোষের দ্বারই —রথসম্বন্ধবিশিষ্ট যে ঘোষ (শব্দ), তদ্দারাই বর্হির্দ্রব্য এবং মন্ত্রের নিবৃত্তি হইবে। কারণ, 'রথঘোষেণ' এস্থলে ইতরেতরদ্বন্দ্ব অথবা সমাহারদ্বন্দ্ব, কোনটিই হইতে পারে না বলিয়া ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসই গ্রাহ্য। আর তাহা হইলে রথের যে ঘোষ, তাহাকেই উভয়ের নিবর্ত্তক বলিতে হয়। দুন্দুভিঘোষ পক্ষেও এই নিয়ম বুঝিতে হইবে। ইতি রথঘোষ ও দুন্দুভিঘোষের দ্বারা দর্ভ এবং মন্ত্র উভয়েরই বাধবোধকত্বাধিকরণ। ইতি ২য় বর্ণক।

সর্ব্বত্রতু গ্রহাম্নানমধিকং স্যাৎ প্রকৃতিবৎ ॥ ৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সর্ব্বত্র"—সকল বিকৃতিযাগস্থলে, "গ্রহাম্নানম্ অধিকং স্যাৎ"—অন্ত গ্রহের যে উপদেশ, তাহা (প্রাকৃত অপেক্ষা) অধিক হইবে অর্থাৎ তথায় সমুচ্চয় হইবে, "প্রকৃতিবৎ"—প্রকৃতিযাগের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। বৃহস্পতি-সব নামক যজ্ঞে বার্হস্পত্য গ্রহ, 'বিষুবৎ' নামক যজ্ঞে অর্ক নামক গ্রহ, মহাব্রত যজ্ঞে শুক্রনামক গ্রহ এবং অশ্বমেধ যজ্ঞে সৌবর্ণ ও রাজত গ্রহ উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতিযাগ হইতে ঐন্দ্রবায়বাদি গ্রহ অতিদেশতঃ প্রাপ্ত হয়। বৃহস্পতিসব প্রভৃতি বিকৃতিযাগীয় ঐ গ্রহগুলি কি প্রকৃতিযাগীয় ঐন্দ্রবায়বাদি গ্রহের বাধক হইবে অথবা এস্থলে উভয়ের সমুচ্চয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এককার্য্যতা রহিয়াছে বলিয়া

এখানে উপদিষ্ট গ্রহগুলির দ্বারা অতিদিষ্ট গ্রহগুলির বাধই হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে বাধ হইবে না, কিন্তু সমুচ্চয়ই হইবে। কারণ, প্রকৃতিভূতযাগে যেমন একাধিক গ্রহ উপদিষ্ট থাকিলেও তাহাদের সমুচ্চয়ই হয়, যেহেতু, তাহাদের মিলিতভাবে এককার্য্যকারিতা রহিয়াছে, এস্থলেও সেইরূপ প্রাকৃত এবং বৈকৃত উভয়েরই মিলিতভাবে এককার্য্যকারিতা রহিয়াছে বলিয়া সমুচ্চয়ই হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত

অধিকৈশ্চৈকবাক্যত্বাৎ ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। "অধিকৈঃ"—অধিক গ্রহগুলির সহিত, "একবাক্যত্বাৎ চ"—একবাক্যতা রহিয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "সোমগ্রহাশ্চ সুরাগ্রহাশ্চ" ইত্যাদি বাক্যে 'চ' শব্দের দ্বারা অধিক যে সুরাগ্রহ, সেগুলির সহিত একবাক্যতা কথিত হইতেছে বলিয়াও এখানে সমুচ্চয়ই হইবে।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে যে সমুচ্চয়ই হইবে, তাহা "বিরণ্যো বা এষ যজ্ঞক্রতুর্যদ্ বাজপেয়ঃ" এই শ্রুতিবাক্যের জ্ঞাপকতা হইতেও সিদ্ধ হয়। কারণ, 'বিরণ্য' অর্থ বিস্তৃত। আর সমুচ্চয় হইলে তবেই অনেকের সহযোগে আধিক্য হওয়ায় বিস্তৃত হইতে পারে, অন্যথা নহে। অতএব সমুচ্চয়ই হইবে। ইতি ওয় বার্হস্পত্যগ্রহাদির সহিত ঐন্দ্রবায়বাদি গ্রহের সমুচ্চয়াধিকরণ।

প্রাজাপত্যেষু চাম্নানাৎ ॥ ৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রাজাপত্যেষু চ"—প্রাজাপত্য পশু সকলেও (সমুচ্চয় হইবে), "আম্নানাৎ"—যে হেতু, সেইরূপ আম্নান অর্থাৎ শ্রুত্য-পদেশ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে বাজপেয় প্রকরণে "সপ্তদশ প্রাজাপত্যান্ পশূনালভেত" এই বাক্যে সতরটি প্রাজাপত্য (প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে

প্রদেয়) পশু উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতিযাগ হইতে আগ্নেয়াদি পশু এস্থলে অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয়। এখানে প্রাজাপত্য পশুগুলির দ্বারা কি আগ্নেয়াদি পশু-গুলির বাধ হইবে অথবা এস্থলে সমুচ্চয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এখানে আগ্নেয় পশুগুলির বাধই হইবে। কারণ, এখানে পশু দ্বারা যাগ বোধিত হইতেছে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে বাধ হইবে না, কিন্তু সমুচ্চয়ই হইবে। কারণ, এখানে যদি প্রাকৃত পশুর অনুবাদ করিয়া পশুগত সংখ্যান্তর এবং দেবতান্তর বিধান করা হয়, তাহা হইলে বাক্য-ভেদ হইয়া পড়ে। কাজেই এস্থলে ইহা কর্ম্মান্তর হইতেছে বলিয়া সমুচ্চয়ই স্বীকার্য্য। ইতি ৪র্থ বাজপেয়যাগে প্রাজাপত্য পশুর সহিত ক্রতুপশু-সকলের সমুচ্চয়াধিকরণ।

আমনে লিঙ্গদর্শনাৎ ॥ ৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "আমনে"—আমনহোমে (সমুচ্চয় হইবে), "লিঙ্গদর্শনাৎ"—যে হেতু অনুযাজনিবৃত্তিরূপ লিঙ্গ দৃষ্ট হয়। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে সাংগ্রহণেষ্টি প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "তিস্র আহুতীর্জ্জুহোতি" অর্থাৎ "তিনটি আহুতি দিয়া হোম করিবে।" ইহাকে 'আমনহোম' বলা হয়; কারণ, এই আহুতির মন্ত্রে 'আমন' এই শব্দটি রহিয়াছে। এই আমনহোমে তিনটি আহুতির বিধান আছে। কিন্তু প্রকৃতিযাগ অনুসারে এস্থলে তিনটি অনুযাজ প্রাপ্ত হয়। ঐ আমনহোমের দ্বারা কি ঐ প্রাকৃত অনুযাজত্রয়ের বাধ হইবে অথবা এস্থলে সমুচ্চয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, অনুযাজত্রয়ের বাধই হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলেও ইহা কর্ম্মান্তর হইতেছে বলিয়া বাধ হইবে না, কিন্তু উভয়ের সমুচ্চয়ই স্বীকার্য্য। ইতি ৫ম সাংগ্রহণেষ্টিতে অনুযাজ সকলের সমুচ্চয়াধিকরণ।

উপগেষু শরবৎ স্যাৎ প্রকৃতিলিঙ্গসংযোগাৎ ॥ ৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উপগেষু"—উপগান কর্ত্তা সকলে, "শরবৎ স্যাৎ"—শরের দ্বারা যেমন কুশের বাধ হয় সেইরূপ বাধ হইবে, "প্রকৃতিলিঙ্গ-সংযোগাৎ"—যে হেতু প্রাকৃত লিঙ্গের সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। গবাময়ন নামক যাগে মহাব্রতনামক যে একাহ আছে, তৎপ্রকরণে শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "পত্ন্য উপগায়ন্তি" অর্থাৎ পত্নীগণ উপগান করিবে। কিন্তু প্রকৃতিযাগে ঋত্বিগ্‌গণই ঐ উপগান করিয়া থাকেন। এজন্ত "পত্ন্য উপগায়ন্তি" ইহা দ্বারা কি ঋত্বিগ্‌গণের যে উপগান তাহার বাধ হইবে অথবা উভয়ের সমুচ্চয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, একার্থতা রহিয়াছে বলিয়া শরের দ্বারা যেমন কুশের বাধ হয়, এস্থলেও সেইরূপ পত্নীগণের উপগানের দ্বারা ঋত্বিগ্‌গণের উপগানের বাধ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

আনর্থক্যাত্ত্বধিকং স্যাৎ ॥ ৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "আনর্থক্যাৎ"—অনর্থক হয় বলিয়া, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "অধিকং স্যাৎ"—অধিক হইবে অর্থাৎ সমুচ্চয় হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "পত্ন্য উপগায়ন্তি" এই বিধিবাক্যের সমীপে পঠিত "কাণ্ডবীণাভিরুপগায়ন্তি" ইত্যাদি বাক্যের আনর্থক্য-প্রসঙ্গ হয় বলিয়া এস্থলেও সমুচ্চয়ই হইবে। ইতি ৬ষ্ঠ মহাব্রতে পত্ন্যুপগানের সহিত ঋত্বিগুপগানের সমুচ্চয়াধিকরণ।

সংস্কারে চান্যসংযোগাৎ ॥ ১০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সংস্কারে চ"—অভ্যঞ্জনসংস্কারেও (সমুচ্চয় হইবে), "অন্যসংযোগাৎ"—যে হেতু ভিন্নপ্রকার কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। অঞ্জনাভ্যঞ্জননামক একোনপঞ্চাশৎরাত্র সত্র-বিশেষ আছে। তৎপ্রকরণে শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "গৌগ্‌গুলবেন প্রাতঃসবনেঽভ্যঞ্জতে পৈলুদারবেণ মাধ্যন্দিনে সবনে সৌগন্ধিকেন তৃতীয়সবনে" অর্থাৎ প্রাতঃসবনে গুগ্‌গুলজাত, মাধ্যন্দিনসবনে পীলুবৃক্ষজাত এবং তৃতীয় সবনে সৌগন্ধিকজাত দ্রব্যে অভ্যঞ্জন করিবে। কিন্তু প্রকৃতিযাগে "নবনীতেনাভ্যঙ্‌ক্তে" এই বাক্যে নবনীতের দ্বারা অভ্যঞ্জন বিহিত হইয়াছে। এস্থলে এই নবনীতাভ্যঙ্গের বাধ হইবে কি সমুচ্চয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, একার্থতা রহিয়াছে বলিয়া এস্থলে নবনীতাভ্যঙ্গের বাধই হইবে। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে সমুচ্চয় হইবে। কারণ, "অন্যসংযোগাৎ"—এখানে নবনীতের দ্বারা যে অভ্যঙ্গ তাহা ভিন্ন কালেই কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট

হইয়াছে। যে হেতু, নবনীতাভ্যঙ্গ দীক্ষাকালে কর্ত্তব্য, কিন্তু গুগ্‌গুলাদি স্নেহের দ্বারা যে অভ্যঞ্জন করা হয়, তাহা সুত্যাহে করণীয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রযাজবদিতি চেৎ ॥ ১১ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রযাজবৎ"—প্রযাজের ন্যায় হইবে, "ইতি চেৎ" —ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ববাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, প্রকৃতিভূত ইষ্টিযাগে হবিরাসাদনের পরে প্রযাজ করা হয়, কিন্তু কুত্রচিৎ বিকৃতি যাগে "তিষ্ঠন্তং পশুং প্রযজন্তি" এই বিশেষ . বচন অনুসারে তাহা কালান্তরেও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সে স্থলে যেমন কালান্তরে অনুষ্ঠিত হইলেও প্রযাজ ভিন্ন কর্ম্ম হইয়া যায় না, সেইরূপ এই নবনীতাভ্যঞ্জন ভিন্নকালে অনুষ্ঠিত হইলেও ভিন্ন হইয়া যাইবে না। কাজেই অন্য অভ্যঞ্জনগুলি তৎস্থানাপন্ন বলিয়া সেগুলির বাধ হওয়াই উচিত। ইতি আশঙ্কা।

নার্থান্যত্বাৎ ॥ ১২ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, "অর্থান্যত্বাৎ"—যে হেতু এস্থলে প্রয়োজনের ভিন্নতা রহিয়াছে। (ইতি আশঙ্কা নিরাস)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্ত আশঙ্কা সঙ্গত নহে। কারণ, নবনীতের দ্বারা অভ্যঞ্জন করা হয় স্নিগ্ধতাসম্পাদনের জন্য, আর গুগ্‌গুলাদি দ্বারা অভ্যঙ্গ করা হয় রূক্ষতা পরিহারের জন্য। ইহা দৃষ্ট প্রয়োজন। কাজেই এস্থলে প্রয়োজন ভিন্ন থাকায় উহাদের বাধ হইবে না, কিন্তু সমুচ্চয়ই হইবে। ইতি ৭ম অঞ্জনাভ্যঞ্জনে গুগ্‌গুলাদি অভ্যঞ্জনের সহিত নবনীতাভ্যঞ্জনের সমুচ্চয়াধিকরণ।

আচ্ছাদনে ত্বেকার্থত্বাৎ প্রাকৃতস্য বিকারঃ স্যাৎ ॥ ১৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "আচ্ছাদনে"—আচ্ছাদন বিষয়ে, "তু"—কিন্তু (অধিকরণান্তরসূচক), "একার্থত্বাৎ"—একপ্রয়োজন নিষ্পাদকতা

রহিয়াছে বলিয়া, "প্রাকৃতস্য বিকারঃ স্যাৎ"—প্রাকৃত দ্রব্যের বাধ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে মহাব্রতনামক ক্রতুর প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—"তার্প্যং যজমানঃ পরিধত্তে দর্ভময়ং পত্নী" অর্থাৎ যজমান (যাগকর্ত্তা) তার্প্য পরিধান করিবে আর তৎপত্নী দর্ভনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিবে। তার্প্য অর্থ ঘৃতাক্ত কম্বল। কিন্তু প্রকৃতিযাগে "অহতং বাসঃ পরিধত্তে" এই বচনে অহত (নূতন) বস্ত্র পরিধানের বিধি আছে। এই তার্প্য এবং দর্ভময় বস্ত্রের দ্বারা কি প্রাকৃত অহত বস্ত্রের নিবৃত্তি (বাধ) হইবে অথবা ইহাদের সমুচ্চয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, অহত বস্ত্র এবং তার্প্য ও দার্ভ সকলেরই প্রয়োজন যখন আচ্ছাদন করা, তখন এস্থলে এককার্য্যতা রহিয়াছে। সুতরাং, বস্ত্রের দ্বারা যে প্রয়োজন সাধিত হয়, তার্প্যাদি দ্বারাও তাহাই সাধিত হইতেছে বলিয়া এস্থলে তার্প্যাদি দ্বারা যজমান এবং তৎপত্নীর প্রাকৃত বস্ত্রের বাধই হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অধিকং বাঽন্যার্থত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অধিকং"—উহা অধিক হইবে, "অন্যার্থত্বাৎ—যে হেতু অন্য প্রয়োজন রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে প্রাকৃত বস্ত্রের নিবৃত্তি হইবে না, কিন্তু এই তার্প্য এবং দার্ভ প্রাকৃত বস্ত্রের সহিত সমুচ্চিত হইবে, সুতরাং ইহা তাহার সহিত অধিকভাবেই প্রযুক্ত হইবে। কারণ, বস্ত্রের যে প্রয়োজন গুহ্য-দেশ প্রভৃতির আচ্ছাদন, তাহা দার্ভের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। আর কম্বল উপরের আবরণরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব এই প্রকারে প্রয়োজনের ভিন্নতা রহিয়াছে বলিয়া এখানে অধিক হইবে অর্থাৎ সমুচ্চয় হইবে।

সমুচ্চয়ঞ্চ দর্শয়তি ॥ ১৫ ॥

অক্ষরার্থ। "সমুচ্চয়ং দর্শয়তি চ"—(শ্রুতিই স্বয়ং) সমুচ্চয় দেখাইয়া দিতেছেন।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে যে সমুচ্চয়ই হইবে, তাহা শ্রুতিও "বাসাংসি বারাহী উপানহৌ বিমুক্তি" এই বচনে "বাসাংসি" এস্থলে বহুবচন প্রয়োগ

করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। কারণ, এখানে সমুচ্চয় না হইলে বহু বস্ত্র সম্ভব হয় না। আর তাহা না হইলে 'বাসাংসি' পদে যে বহুবচন আছে, তাহাও সঙ্গত হয় না। অতএব এস্থলেও সমুচ্চয়ই হইবে। ইতি ৮ম মহাব্রতে 'তার্প্য' প্রভৃতির সহিত অহত বাসের সমুচ্চয়াধিকরণ।

সামস্বর্থান্তরশ্রুতেরবিকারঃ প্রতীয়েত ॥ ১৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সামসু"—(শ্লোকাদি) সামসকলে, "অবিকারঃ প্রতীয়েত"—বিকার (বাধ) হইবে না, "অর্থান্তরশ্রুতেঃ"—অন্য অর্থ রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে মহাব্রতপ্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "শ্লোকেন পুরস্তাৎ সদসঃ স্তুবতে। অনুশ্লোকেন পশ্চাৎ" অর্থাৎ সদোমণ্ডপের পুরোভাগে শ্লোকনামক সাম এবং পশ্চাৎভাগে অনুশ্লোকনামক সাম দ্বারা স্তুতি করিতে হইবে। এস্থলে শ্লোক এবং অনুশ্লোকনামক সাম উপদিষ্ট; প্রকৃতিযাগ হইতে কিন্তু আজ্যস্তোত্র, পৃষ্ঠস্তোত্রগত রথন্তর এবং বামদেব্য নামক সাম প্রাপ্ত হয়। এই শ্লোকসাম এবং অনুশ্লোকসামের দ্বারা কি প্রাকৃত রথন্তরাদি সামের বাধ হইবে অথবা এস্থলে সকলের সমুচ্চয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, স্তুতিনির্ব্বাহকতারূপ একার্থতা রহিয়াছে বলিয়া এস্থলে প্রকৃতিযাগ হইতে প্রাপ্ত যে রথন্তরাদি সাম, সেগুলির বাধই হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে বাধ হইবে না, কিন্তু সমুচ্চয়ই হইবে। কারণ, ইহাদের একার্থতা নাই। যে হেতু, এস্থলে পুরস্তাৎ এবং পশ্চাৎভাগরূপ ভিন্ন-দেশবিশিষ্টরূপেই সামদ্বয় বিহিত হইয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অর্থে ত্বশ্রূয়মাণে শেষত্বাৎ প্রাকৃতস্য বিকারঃ স্যাৎ ॥১৭॥

অক্ষরার্থ। "তু"—কিন্তু, "অর্থে অশ্রূয়মাণে"—বিশেষ প্রয়োজন অনুল্লিখিত থাকিলে, "প্রাকৃতস্য বিকারঃ স্যাৎ"—প্রাকৃত ধর্ম্মের বাধ হইবে, "শেষত্বাৎ"—যে হেতু তাহা প্রাকৃতেরই শেষ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতে পারেন,—তাহা হইলে, "কৌৎসং ভবতি, কাণ্বং ভবতি" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যে কৌৎস, কাণ্ব প্রভৃতি নামক সাম বিহিত হইতেছে, তদ্দ্বারা প্রাকৃত সামের

বাধ হয় কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, "অর্থে অশ্রূয়মাণে" ইত্যাদি। তথায় কোন বিশেষণের দ্বারা কোন প্রয়োজনান্তর বোধিত হইতেছে না, অথচ উপদিষ্ট এবং অতিদিষ্ট সকলেই একই কার্য্যের সাধক; কাজেই তথায় উপদিষ্টের দ্বারা অতিদিষ্টের বাধ হয়। কিন্তু এখানে "পুরস্তাৎ" ইত্যাদিরূপ বিশেষণে অর্থান্তরতা বোধিত হইতেছে। কাজেই এখানে বাধ না হইয়া সমুচ্চয়ই হইবে। ইতি ৯ম মহাব্রতে শ্লোকাদি সামের সহিত রথন্তরাদি সামের সমুচ্চয়াধিকরণ। ইতি ১ম বর্ণক।

অথবা,—"কৌৎসং ভবতি, "কাণ্বং ভবতি" ইত্যাদি বচনে যে কৌৎস, কাণ্ব প্রভৃতি নামক সাম বিহিত হইয়াছে, প্রাকৃত সামের সহিত কি সেগুলির সমুচ্চয় হইবে অথবা সেগুলি দ্বারা প্রাকৃত সামের বাধ হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে "সামসু অর্থান্তরশ্রুতেরবিকারঃ প্রতীয়েত" এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এস্থলে সমুচ্চয়ই হইবে; কারণ, প্রকৃতিযাগের স্তুতির যাহা লিঙ্গ এস্থলে তাহা দৃষ্ট হইতেছে না বলিয়া এককার্য্যতা নাই। ইহার উত্তরে "অর্থে ত্বশ্রূয়মাণে" ইত্যাদি সূত্রে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে উপদিষ্ট কাণ্বরথন্তরাদি দ্বারা অতিদিষ্ট সামের বাধ হইবে। কারণ, ঋগক্ষর অভিব্যক্ত করাই হইতেছে সামের প্রয়োজন। আর তাহা প্রাকৃত সামের ন্যায় অত্র উপদিষ্ট কাণ্ব, রথন্তরাদি সামেও তুল্যভাবেই রহিয়াছে। কাজেই উভয়ের একার্থতা রহিয়াছে বলিয়া এখানে প্রাকৃত সামের বাধ হইবে। ইতি ৯ম বিকৃতিবিশেষে কৌৎসাদিসামের দ্বারা প্রাকৃত সামের বাধাধিকরণ। ইতি ২য় বর্ণক।

সর্ব্বেষামবিশেষাৎ ॥ ১৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সর্ব্বেষাং"—(সকলেই) সকলের (বাধক), "অবিশেষাৎ"—যে হেতু কোন বিশেষত্ব নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বে যে কৌৎস, কাণ্ব প্রভৃতি সামের বিষয় আলোচিত হইল, ঐগুলির প্রত্যেকটিই কি—প্রকৃতিযাগ হইতে অতিদেশতঃ প্রাপ্ত সকল সামের—নিবর্ত্তক অথবা উহাদের মধ্যে যেগুলি একবচন দ্বারা বোধিত, সেগুলি প্রাকৃত একবচনান্ত সামের নিবর্ত্তক, দ্বিবচনান্তগুলি প্রাকৃত দ্বিবচনান্ত সামের এবং বহুবচনান্তগুলি প্রাকৃত বহুবচনান্ত সামের নিবর্ত্তক, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এস্থলে যখন বিশেষত্বের নিয়ামক কোন হেতু নাই, তখন সকলেই অবিশেষে সকলের নিবর্ত্তক হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

একস্য বা শ্রুতিসামর্থ্যাৎ প্রকৃতেশ্চাবিকারাৎ ॥১৯॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "একস্য"—এক একটি বচনের এক একটির প্রতি নিবর্ত্তকতা (হইবে), "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যবৃত্ত্যর্থক, "শ্রুতিসামর্থ্যাৎ"—শ্রুতির সামর্থ্য অর্থাৎ সার্থকতা থাকে বলিয়া, "প্রকৃতেঃ অবিকারাৎ চ"—এবং প্রকৃতিযাগীয় ধর্ম্মের প্রাপক যে অতিদেশ বিধি তাহার বাধ হয় বলিয়া। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অবিশেষে সকলেই যে সকলের নিবর্ত্তক হইবে তাহা নহে, কিন্তু এক একটি সাম এক একটি সামের নিবর্ত্তক হইবে। যে হেতু, ইহাতেই শ্রুতির সার্থকতা থাকে এবং অতিদেশ শাস্ত্রেরও মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। কারণ, বিকৃতযাগে উপদিষ্ট একটি একবচনান্ত সামের দ্বারা অতিদেশতঃ প্রাপ্ত একটি একবচনান্ত সামের, এইরূপ একটি দ্বিবচনান্ত সামের দ্বারা অতিদিষ্ট একটি দ্বিবচনান্ত সামের এবং একটি বহুবচনান্ত সামের দ্বারা বিকৃতির একটি বহুবচনান্ত সামের নিবৃত্তি বা বাধ হয় বলিয়া একটির নিবৃত্তি করিয়াই একটি শ্রুতির সার্থকতা হয়; অন্যথা একটিকে সর্ব্বনিবর্ত্তক বলিলে অপর শ্রুতিগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে। আরও, এক একটিকে একটির নিবর্ত্তক বলিলে যতগুলি উপদিষ্ট সাম আছে, তাহাদের দ্বারা ততগুলিমাত্র অতিদিষ্ট সামের বাধ হয়; আর তাহা হইলে অবশিষ্ট অতিদিষ্ট সামগুলি নির্ব্বাধে থাকিতে পারে বলিয়া ইহাতে অতিদেশশাস্ত্রেরও মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। ইতি ১০ম কৌৎসাদি সামের দ্বারা ব্যবস্থিতরূপ এক একটি সামবাধাধিকরণ।

স্তোমবিবৃদ্ধৌ ত্বধিকং স্যাদবিবৃদ্ধৌ দ্রব্যবিকারঃ স্যাদিতরস্যাশ্রুতিত্বাচ্চ ॥২০॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্তোমবিবৃদ্ধৌ"—স্তোমের বৃদ্ধি হইলে, "তু"—প্রত্যুদাহরণার্থক (অধিকরণান্তরসূচক), "অধিকং স্যাৎ"—অধিক হইবে অর্থাৎ প্রকৃতিযাগীয়ের সহিত সমুচ্চয় হইবে, "অবিবৃদ্ধৌ চ"—এবং স্তোমের বৃদ্ধি না হইলে, "দ্রব্যবিকারঃ স্যাৎ"—সামদ্রব্যের বিকার (বাধ) হইবে, "ইতরস্য অশ্রুতিত্বাৎ"—যে হেতু অপরটি অর্থাৎ অধিকটি অশ্রুত অর্থাৎ অনাকাঙ্ক্ষিত। (সিদ্ধান্ত।)

ভাষ্যভাবার্থ। কতকগুলি বিকৃতিযাগ আছে, যাহাতে স্তোমের (সামাংশবিশেষের) বৃদ্ধি (আধিক্য) আছে; আর কতকগুলি ক্রতু আছে, যাহাতে স্তোমের বৃদ্ধি নাই। এই উভয়প্রকার ক্রতুতেই কি উপদিষ্ট সামের দ্বারা অতিদিষ্ট সামেরও বাধ হইবে অথবা অবিবৃদ্ধস্তোমক ক্রতুতেই অতিদিষ্ট সামের বাধ হইবে?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, স্তোমের বৃদ্ধি হউক আর নাই হউক; উপদিষ্ট সামের দ্বারা অতিদিষ্ট সামের বাধ হইবে। যেহেতু, তাহা না হইলে সামের উৎপত্তি বিফল হয়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, যে স্থলে বৃদ্ধি নাই, সে স্থলেই বাধ হইবে, কিন্তু যেখানে স্তোমের বৃদ্ধি আছে, তথায় বাধ হইবে না। কারণ, উপদিষ্ট সাম অতিদিষ্ট সামের সমানবিষয়ক—সমানসংখ্যক এবং সমান প্রয়োজন-সাধক বলিয়া অতিদিষ্ট সামের বাধ না হইলে উপদিষ্টের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কিন্তু যে স্থলে স্তোমের বৃদ্ধি আছে, তথায় অধিকসংখ্যক সাম আবশ্যক বলিয়া অতিদিষ্ট সামের বাধ করিলে পুনরায় স্থানান্তর হইতে নূতন সামের আগম করিতে হইবে। ইহাতে কৃতহান এবং অকৃতাভ্যাগমরূপ গৌরব হইয়া থাকে। অতএব স্তোমবৃদ্ধিতে অধিকসংখ্যক সাম যেখানে আবশ্যক; তথায় অতিদিষ্ট প্রাকৃত সামের বাধ হইবে না। ইতি ১১শ বিবৃদ্ধাবিবৃদ্ধস্তোমক ক্রতু সকলে প্রাকৃত সামের যথাক্রমে বাধ ও অবাধাধিকরণ।

পবমানে স্যাতাং তস্মিন্নাবাপোদ্বাপদর্শনাৎ ॥২১॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ।—"পবমানে"—পবমানস্তোত্রে, "স্যাতাম্"—আবাপ এবং উদ্বাপ হইবে, "তস্মিন্"—সেই পবমান স্তোত্রে, "আবাপোদ্বাপ-দর্শনাৎ"—আবাপ এবং উদ্বাপ দৃষ্ট হয় বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ।—পূর্ব্বাধিকরণে বিচারিত হইয়াছে যে, বিবৃদ্ধস্তোমক ক্রতুতে প্রাকৃত সামের নিবৃত্তি (বাধ) হইবে না, কিন্তু অবিবৃদ্ধস্তোমক ক্রতুতেই তাহার নিবৃত্তি হইবে। এক্ষণে পুনরায় সংশয় এই যে, যে কোন স্তোত্রতেই কি আবাপ এবং যে কোন স্তোত্র হইতেই কি উদ্বাপ হইবে অথবা কেবল পবমানস্তোত্রতেই আবাপ ও উদ্বাপ হইবে? "আবাপ" অর্থ প্রক্ষেপ বা সমুচ্চয়—অন্য স্থান হইতে আনিয়া সংযুক্ত করা; আর 'উদ্বাপ' অর্থ রহিত করা—কমাইয়া দেওয়া। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, বিশেষ নিয়ামক কোন কিছু যখন নাই, তখন যে কোন স্তোত্রেই আবাপ এবং উদ্বাপ হইতে পারিবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "পবমানে স্যাতাম্"—কেবলমাত্র পবমান স্তোত্রেই আবাপ এবং উদ্বাপ হইবে। কারণ,

"অত্র হ্যেবাবপন্তি অত এবোদ্‌বপবন্তি" এই বচনে 'এব' শব্দ থাকায় অন্ত সকল স্তোত্রে আবাপ এবং উদ্বাপের পরিসংখ্যা (নিষেধ) হইয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ২২ ॥

অক্ষরার্থ।—"বচনানি"—ঐগুলিই বচন (বিধায়কবাক্য); "তু"—আশঙ্কাব্যাবর্ত্তক, "অপূর্ব্বত্বাৎ"—যেহেতু ঐগুলি অপূর্ব্বার্থক।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি প্রশ্ন করেন যে, অন্ত স্থলের আবাপোদ্বাপ না হয় নিষিদ্ধ হইল, কিন্তু পবমানে আবাপোদ্‌বাপের প্রাপ্তি হয় কিরূপে ? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "অত্র হ্যেবাবপন্তি" ইত্যাদি বাক্যগুলিই তাহার প্রাপক বচন ; কারণ, ঐগুলি অপ্রাপ্ত, অবিহিত বিষয়ের প্রাপক। ইতি ১২শ পবমান স্তোত্রেই সামের আবাপোদ্‌বাপাধিকরণ।

বিধিশব্দস্য মন্ত্রত্বে ভাবঃ স্যাত্তেন চোদনা ॥ ২৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ।—"মন্ত্রত্বে"—মন্ত্রযুক্তদেবতাবাচক শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে, "বিধিশব্দস্তভাবঃ স্তাৎ"—বিধিবাক্যগত দেবতাবাচক শব্দই পাঠ্য, "তেন চোদনা"—যেহেতু বিধি শব্দেই হবিঃসম্বন্ধ বিজ্ঞাপিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসযাগে যে সমস্ত নিগম (মন্ত্র) আছে, তাহাতে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকে কি তৎপর্য্যায় বহ্নি, পাবক, শুচি প্রভৃতি যে কোন শব্দে উল্লেখ করিতে পারা যায় অথবা বিধিবাক্যে তদভিধায়ক যে শব্দ আছে, কেবলমাত্র তাহারই দ্বারা উল্লেখ করিতে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পর্য্যায়শব্দসকল স্বরূপতঃ ভিন্ন হইলেও তাহাদের অর্থ যখন অভিন্ন, তখন পর্য্যায় শব্দের দ্বারা দেবতার উল্লেখ করা যাইতে পারিবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, একমাত্র বিধিবাক্যবোধিত শব্দের দ্বারাই দেবতার উল্লেখ করিতে হইবে, পর্য্যায়শব্দে উল্লেখ করিলে চলিবে না। কারণ, এখানে অর্থ প্রধান নহে, কিন্তু শব্দই প্রধান। যেহেতু, বিধি বিনা যাগ ও দেবতার সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না বলিয়া বিধিবাক্যঘটক দেবতাবাচকশব্দেই যাগক্রিয়ার সম্বন্ধ, অন্ত শব্দের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। আর যাহার সহিত সম্বন্ধ নাই তাহা দ্বারা উল্লেখ করিলে তাহা ক্রিয়াসম্পাদক হইবে না। আর শব্দ এখানে অর্থ প্রত্যায়নের জন্ত উচ্চারিত হইতেছে না, কিন্তু যাগক্রিয়া সম্পাদনের জন্তই তাহার উচ্চারণ। ইতি সিদ্ধান্ত।

শেষাণাং চোদনৈকত্বাৎ তস্মাৎ সর্ব্বত্র শ্রূয়তে ॥২৪॥

অক্ষরার্থ। "শেষাণাং চোদনৈকত্বাৎ"—মন্ত্রসকলের একই শব্দ বলিয়া, "তস্মাৎ"—সেই কারণে, "সর্ব্বত্র শ্রূয়তে"—শ্রুতিমধ্যে সকল স্থলেই (তাহারই) উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহার আরও হেতু এই যে, দর্শপূর্ণমাসে অগ্নিশব্দটি বিধিবাক্যবোধিত। আর উত্তমপ্রযাজ, স্বিষ্টকৃদাদির নিগম প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ঐ অগ্নিশব্দেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু তৎপর্য্যায় অন্ত কোন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। একারণেও ইহা নিরূপিত হয় যে, বৈধশব্দেই দেবতার উল্লেখ কর্ত্তব্য। ইতি ১৩শ বিধিশব্দের দ্বারাই দেবতাভিধানকর্ত্তব্যতাধিকরণ।

তথোত্তরস্যাং ততৌ তৎপ্রকৃতিত্বাৎ ॥২৫॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তথা"—ঐরূপ হইবে, "উত্তরস্যাং ততৌ"—বিকৃতিযাগেও, "তৎপ্রকৃতিত্বাৎ"—যেহেতু দর্শযাগাদিই তাহার (সেই বিকৃতিযাগের) প্রকৃতি। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সৌর্য্যযাগ আগ্নেয় যাগের বিকৃতি। তাহাতে অগ্নি শব্দের বদলে 'সূর্য্য' শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়। তথায় আদিত্য, ভাস্কর, সবিতা ইত্যাদি সূর্য্যের পর্য্যায় শব্দে উল্লেখ করা চলিবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এস্থলে পর্য্যায় শব্দে উল্লেখ করা চলিবে। কারণ, এখানে নিগমগুলিতে সূর্য্যের উল্লেখ নাই। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সৌর্য্যযাগাদি বিকৃতি সকলেও সূর্য্য প্রভৃতি শব্দের পর্য্যায় উল্লেখ করা চলিবে না, কিন্তু একমাত্র সেই বৈধ সূর্য্য শব্দটিতেই উল্লেখ করিতে হইবে। ইতি ১৪শ অতিদেশ স্থলেও বৈধশব্দের দ্বারাই দেবতার উল্লেখ কর্ত্তব্যতাধিকরণ।

প্রাকৃতস্য গুণশ্রুতৌ সগুণেনাভিধানং স্যাৎ ॥২৬॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রাকৃতস্য"—প্রাকৃত যে অগ্নিদেবতা তাহার, "গুণশ্রুতৌ"—গুণের উল্লেখ থাকিলে, "সগুণেন অভিধানং স্যাৎ"—সেই গুণবিশিষ্টরূপেই উল্লেখ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে আধানপ্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—"অগ্নয়ে পবমানায় পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ। অগ্নয়ে পাবকায়। অগ্নয়ে শুচয়ে।" এস্থলে পবমান, পাবক এবং শুচি—এই পদগুলি অগ্নির বিশেষণরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে মন্ত্রে কি শুদ্ধ নির্ব্বিশেষণ অগ্নি শব্দেরই উল্লেখ কর্ত্তব্য অথবা উক্ত বিশেষণ বিশিষ্টরূপে তাহার উল্লেখ কর্ত্তব্য, ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন, প্রকৃতিযাগ হইতে প্রাপ্ত যে অগ্নি, তাহাকে এস্থলে ঐ বিশেষণগুলি দিয়াই উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ, শ্রুতিমধ্যে ঐগুলির উল্লেখ রহিয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অবিকারো বা অর্থশব্দানপায়াৎ স্যাদ্ দ্রব্যবৎ ॥২৭॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ।—"অবিকারঃ স্যাৎ"—বিকার (বাধ) হইবে না, "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "অর্থশব্দানপায়াৎ"—যেহেতু, (তাহা হইলে) অগ্নিরূপ অর্থ শব্দ হইতে পরিত্যক্ত হয় না, "দ্রব্যবৎ"—যেমন দ্রব্যের উল্লেখ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এস্থলে বিশেষণ-রহিত ভাবেই অগ্নিশব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমন উৎপত্তি (বিধি) বাক্যে "বদজাবশা" এই বাক্যে 'বশা'দিরূপ গুণের বিধান থাকিলেও মন্ত্রে সেই 'বশা'রূপ গুণের উল্লেখ নাই; কিন্তু ঐ 'বশা'রূপ বিশেষণ বাদ দিয়া কেবল 'ছাগ' শব্দেরই উল্লেখ আছে। এখানেও সেইরূপ হইবে।

তথারম্ভাসমবায়াদ্‌বা চোদিতেনাভিধানং স্যাদর্থস্য শ্রুতি-সমবায়িত্বাদবচনে চ গুণশাস্ত্রমনর্থকং স্যাৎ ॥২৮॥

অক্ষরার্থ।—"বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "তথা"—সেইরূপে, "আরম্ভাসমবায়াৎ"—আরম্ভের সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া, "চোদিতেন অভিধানং স্যাৎ"—শাস্ত্রে যেমন (সগুণভাবে) নির্দ্দেশ আছে সেই-রূপেই উল্লেখ করিতে হইবে, "অর্থস্য শ্রুতিসমবায়িত্বাৎ"—যেহেতু, দেবতা-রূপ অর্থের যে হবিঃসম্বন্ধ তাহা শ্রুতিসমবেত, "চ"—আর, "অবচনে"—

(ঐ গুণবাচক শব্দ) উল্লেখ না করিলে, "গুণশাস্ত্রমনর্থকং স্যাৎ"—ঐ গুণপ্রকাশক শাস্ত্রবাক্য অনর্থক হইয়া পড়ে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আপত্তির পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে ঐ গুণ বা বিশেষণ যুক্ত করিয়াই অগ্নি শব্দের উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ, হবির সহিত যে দেবতার সম্বন্ধ আছে, তাহা কেবলমাত্র শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। আর শাস্ত্রেই ঐ বিশেষণবিশিষ্ট অগ্নির সহিতই হবিঃসম্বন্ধ বোধিত হইয়াছে। সুতরাং ঐরূপভাবে উল্লেখ না করিলে শাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

দ্রব্যেম্বারম্ভগামিত্বাদর্থে বিকারঃ সামর্থ্যাৎ ॥২৯॥

অক্ষরার্থ।—"দ্রব্যেষু আরম্ভগামিত্বাৎ"—দ্রব্য আরম্ভ সমবায়ি বলিয়া, "অর্থে বিকারঃ স্যাৎ"—তাহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, "সামর্থ্যাৎ" —যেহেতু, বচনের তাহা (সামর্থ্য, অর্থপ্রকাশকতা) রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে "অজাবশা" এই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা এখানে খাটে না ; কারণ, তথায় দ্রব্যটি আরম্ভসংযোগী অর্থাৎ উৎপত্তি-বাক্যবোধিত ভাবনার সহিত অন্বিত। কিন্তু এখানে দেবতা সেরূপ নহে। ইতি ১৫শ আধানে অগ্নির সগুণ শব্দেই অভিধানাধিকরণ।

বুধন্বান পবমানবদ্ বিশেষনির্দ্দেশাৎ ॥৩০॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ।—"বুধন্বান্ পবমানবৎ"—'বুধন্বান্' শব্দও পবমান শব্দের ন্যায় উল্লেখ্য, "বিশেষ-নির্দ্দেশাৎ"—যেহেতু এখানেও তাদৃশ বিশেষ নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। আধানপ্রকরণে পবমানেষ্টির দুইটি আজ্যভাগ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন, "বুধন্বান্ আগ্নেয়ঃ কার্য্যঃ। পাবকবান্ সৌম্যঃ" অর্থাৎ অগ্নির আজ্যভাগ 'বুধন্বান্' কর্ত্তব্য আর সোমের আজ্যভাগ 'পাবকবান্' কর্ত্তব্য। নিগমমধ্যে দেবতাকে বুধন্বত্ত্ব এবং পাবকবত্ত্বরূপ গুণ বিশিষ্টরূপে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, পূর্ব্বাধিকরণের নিয়মানু-সারে এখানেও ঐ বুধন্বত্ত্ব এবং পাবকবত্ত্বরূপ গুণ বিশিষ্টরূপেই উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

কারণ, "বিশেষনির্দ্দেশাৎ"—শ্রুতিমধ্যে যখন ঐ প্রকার বিশেষ নির্দ্দেশ রহিয়াছে, তখন তাহা না বলিলে শ্রুতিটি অনর্থক হইয়া পড়ে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

মন্ত্রবিশেষনির্দ্দেশান্ন দেবতাবিকারঃ স্যাৎ ॥৩১॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "মন্ত্রবিশেষনির্দ্দেশাৎ"—মন্ত্রের বিশেষরূপে নির্দ্দেশ আছে বলিয়া, "দেবতাবিকারঃ ন স্যাৎ"—দেবতার বিকার অর্থাৎ বিশেষণযুক্তভাবে উল্লেখ হইবে না। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে আগ্নের শব্দ যাগার্থক নহে, কিন্তু উহা মন্ত্রার্থক। কাজেই উহা দেবতার্থক নহে বলিয়া এখানে মন্ত্রে অগ্নি দেবতার বিশেষণরূপে 'বৃধন্বৎ' শব্দের প্রয়োগ করা উচিত নহে। ইতি ১৬শ আধানগত আজ্যদ্বয়ে অগ্নিদেবতার নিগু‍ৰ্ণভাবে উল্লেখাধিকরণ।

বিধিনিগমভেদাৎ প্রকৃতৌ তৎপ্রকৃতিত্বাদ্বিকৃতাবপি ভেদঃ স্যাৎ ॥৩২॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রকৃতৌ"—প্রকৃতিস্থলে, "বিধিনিগমভেদাৎ"—বিধি এবং নিগমের (মন্ত্রের) মধ্যে ভেদ রহিয়াছে বলিয়া, "বিকৃতৌ অপি"—বিকৃতিতেও, "ভেদঃ স্যাৎ"—ভেদ হইবে, "তৎপ্রকৃতিত্বাৎ"—যেহেতু তাহাই ইহার প্রকৃতি।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমে "গৌরনুবন্ধ্যঃ" এই শ্রুতিবচনে অনুবন্ধদিবসে গোরু বিহিত হইয়াছে। অগ্নীষোমীয় পশু ইহার প্রকৃতি। কিন্তু তথায় "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" এই বিধিবাক্যে 'পশু' শব্দের প্রয়োগ আছে, অথচ নিগমে—অর্থাৎ অনুষ্ঠানকালে "ছাগস্য বপায়া মেদসো অনুব্রূহি" এই যে মন্ত্র পাঠ করা হয়, ইহাতে 'পশু' শব্দের বদলে ছাগ শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এস্থলে বিধিবাক্যে যে শব্দ রহিয়াছে, মন্ত্রে তাহার পরিবৃত্তি (পরিবর্ত্তন) হইতে পারে। সুতরাং এই যে অনুবন্ধ্য 'গো', মন্ত্রে ইহারও পরিবৃত্তি হইতে পারে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, প্রকৃতিযাগে যখন মন্ত্রে বিধিবাক্যীয় শব্দের পরিবৃত্তি হইয়াছে, তখন এস্থলেও

তাহা হইতে পারিবে। অতএব এস্থলে মন্ত্রে গোশব্দের যে কোন পর্য্যায় অর্থাৎ গোবাচক যে কোন শব্দ প্রয়োগ করা চলিবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

যথোক্তং বা বিপ্রতিপত্তে র্ন চোদনা ॥৩৩॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "যথোক্তং"—বিধি-বাক্যে যেমন উল্লেখ আছে মন্ত্রেও তাহাই প্রযোজ্য, "বিপ্রতিপত্তেঃ"—যেহেতু বিধিবাক্যে যে শব্দ পঠিত হইয়াছে তদতিরিক্ত শব্দের, "ন চোদনা"—বিধি নাই। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে অনুবন্ধ্য গোবিষয়ক যে মন্ত্র তাহাতে মন্ত্রপঠিত শব্দেরই পাঠ করিতে হইবে, তদ্বাচক অন্য শব্দ পাঠ করিলে চলিবে না। কারণ, এস্থলে পর্য্যায় শব্দটি প্রকৃতিযাগে অর্থাপত্তিবলে প্রাপ্ত। আর যাহা অর্থাপত্তিগম্য, তাহার অতিদেশ হয় না। এ কারণে এস্থলে নিগমে যে গোবাচক 'উস্রা' এই বিশেষ একটি শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার বদলে অন্য শব্দের প্রয়োগ করা চলিবে না। "পৃষদাজ্যেন বনস্পতিং যজতি" এই বাক্যে যে বনস্পতি যাগ বিহিত হইয়াছে, তাহাতেও এই নিয়ম বুঝিতে হইবে। ইতি ১৭শ গবানুবন্ধন এবং পৃষদাজ্যহোমে বিধিশব্দ যে উস্রা ও বনস্পতি শব্দ তাহারই প্রয়োগাধিকরণ।

স্বিষ্টকৃদ্দেবতান্যত্বে তচ্ছব্দত্বান্নিবর্ত্তেত ॥৩৪॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দেবতান্যত্বে"—দেবতার ভেদ হইলে, "স্বিষ্টকৃৎ নিবর্ত্তেত"—স্বিষ্টকৃৎ শব্দের নিবৃত্তি হইবে, "তচ্ছব্দত্বাৎ"—যে হেতু ইহা অগ্নিবাচক হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে 'অবভৃথ' প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—"অগ্নীবরুণৌ স্বিষ্টকৃতৌ যজতি" অর্থাৎ স্বিষ্টকৃৎ অগ্নীবরুণের পূজা করিবে। নিগম-মধ্যে কি এই 'স্বিষ্টকৃৎ' শব্দ বিশেষণ করিয়া তদ্বিশিষ্টরূপে অগ্নীবরুণের উল্লেখ কর্ত্তব্য অথবা নির্ব্বিশেষণ ভাবে তাহা উল্লেখ্য, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্ব-পক্ষবাদী বলিতেছেন, "দেবতান্যত্বে স্বিষ্টকৃৎ নিবর্ত্তেত"—প্রকৃতিযাগে যে স্বিষ্টকৃৎ দেবতা এখানের দেবতা যখন তাহা হইতে ভিন্ন, তখন এখানে 'স্বিষ্টকৃৎ' শব্দটি লোপ পাইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সংযোগো বা অর্থাপত্তেরভিধানস্য কর্ম্মজত্বাৎ ॥৩৫॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ।—"বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "সংযোগঃ"—স্বিষ্টকৃৎ শব্দের সংযোগ থাকিবে, "অর্থাপত্তেঃ"—যেহেতু, সেই অর্থের প্রাপ্তি রহিয়াছে, "অভিধানস্য কর্ম্মজত্বাৎ"—কারণ অভিধান অর্থাৎ স্বিষ্টকৃৎ-শব্দের উল্লেখ এখানে কর্ম্মজ অর্থাৎ ক্রিয়ানিমিত্তক। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এখানে স্বিষ্টকৃৎ শব্দে বিশেষিত করিয়াই 'অগ্নীবরুণ' দেবতার উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ, স্বিষ্টকৃৎ শব্দটি 'স্বিষ্টং কৃতবান্' অর্থাৎ 'যিনি যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিয়াছেন' এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে ক্রিয়াসম্বন্ধনিমিত্তে ব্যবহৃত হয়। আর প্রকৃতযাগে যেমন অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ এখানে অগ্নাবরুণও সেই ভাবে স্বিষ্টকৃৎই হইতেছেন। ইতি ১০শ অবভৃথে অগ্নী-বরুণ দেবতার স্বিষ্টকৃৎ-শব্দে অভিধানাধিকরণ।

সগুণস্য গুণলোপে নিগমেষু যাবদুক্তং স্যাৎ ॥৩৬॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ।—"সগুণস্য"—প্রকৃতিযাগে যাহা গুণবিশিষ্ট, "গুণলোপে"—বিকৃতিযাগে (তাহার) গুণের লোপ হইলে, "নিগমেষু"—মন্ত্রে, "যাবদুক্তং স্যাৎ"—যে প্রধানে গুণের লোপ আছে, কেবলমাত্র তাহাতেই গুণের লোপ হইবে, অন্যত্র নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নীষোমীয় পশুপুরোডাসে যে স্বিষ্টকৃৎ-যাগ আছে তথায় "অগ্নিং যজতি" এই বাক্যে স্বিষ্টকৃত্ত্ব রূপ গুণ রহিত শুদ্ধ অগ্নিরই উল্লেখ আছে। সুতরাং কেবলমাত্র সেই স্থলেই কি স্বিষ্টকৃত্ত্বগুণের লোপ হইবে, অথবা সেই যাগের সকল স্থলেই তাহার লোপ হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, কেবলমাত্র সেই যাগেই যখন গুণলোপ উল্লিখিত হইয়াছে, তখন কেবল তাহাতেই সেই গুণের লোপ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সর্ব্বস্য বৈককর্ম্ম্যাৎ ॥৩৭॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ।—"বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "সর্ব্বস্য"—সকল গুণ

স্থানেই (গুণবাচক শব্দের লোপ হইবে), "ঐককর্ম্ম্যাৎ"—যেহেতু, তথায় সবগুলি মিলিয়াই একটি কর্ম্ম হয়। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, তথায় সকল নিগমেই গুণবাচক শব্দের লোপ হইবে। কারণ, "অগ্নিং যজতি" এই বাক্যে "যজতি" পদে তদ্‌যোগীয় প্রয়োগমাত্রই বোধিত হইতেছে। ইতি ১৯শ অগ্নীষোমীয় পশুযাগের সকল প্রয়োগেই নির্গুণ অগ্নিশব্দে অগ্নির অভিধানাধিকরণ।

স্বিষ্টকৃদাবাপিকোঽনুযাজে স্যাৎ প্রয়োজন-বদঙ্গানামর্থসংযোগাৎ ॥৩৮॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ।—"অনুযাজে"—অনুযাজে,"স্বিষ্টকৃৎ আবাপিকঃ স্যাৎ" —স্বিষ্টকৃৎ আবাপিক হইবে, "প্রয়োজনবদঙ্গানাং"—প্রয়োজনবৎ যে অঙ্গ সে গুলির, "অর্থসংযোগাৎ"—প্রয়োজন সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণ মাস যাগে তিনটি অনুযাজ আছে; তন্মধ্যে তৃতীয় অনুযাজটির দেবতা হইতেছেন স্বিষ্টকৃৎ। প্রথম দুইটি অনুযাজ আরাদুপকারক প্রধান কর্ম্ম। সুতরাং ঐ তৃতীয় অনুযাজটিও কি আরাদুপকারক প্রধান কর্ম্ম অথবা উহা সংস্কার কর্ম্ম, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, উভয়েই যখন দর্শের অঙ্গ তখন উহাদের মধ্যেও আবার একটি অঙ্গী এবং অপরটি যে তাহার অঙ্গ হইবে, এরূপ বৈষম্য হইতে পারে না। অতএব উহাও আরাদুপ-কারক প্রধান কর্ম্ম। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "অনুযাজে স্বিষ্টকৃৎ আবাপিকঃ স্যাৎ"—অনুযাজের ঐ তৃতীয়টি আবাপিক হইবে। আজ্যভাগ এবং স্বিষ্টকৃতের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতেছে 'আবাপ'। সেই আবাপে যাহা উৎপন্ন তাহা আবাপিক। আর যাহা আবাপিক তাহা সংস্কারকর্ম্ম হইবে। এ স্থলে অনুযাজের দ্বারা দেবতার স্মরণরূপ সংস্কার হয়। কাজেই উহা যখন সংস্কার কর্ম্ম, তখন উহাকে আরাদুপকারক বলা যায় না। ইতি ২০শ অনুযাজত্রয়ের মধ্যে স্বিষ্টকৃদ্‌-যাগের সংস্কারকর্ম্মতাধিকরণ।

অন্বাহেতি চ শস্ত্রবৎ কর্ম্ম স্যাচ্চোদনান্তরাৎ ॥ ৩৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অন্বাহ ইতি চ"—'অন্বাহ' ইত্যাদিও, "শস্ত্রবৎ কর্ম্ম স্যাৎ"—শস্ত্রের ন্যায় কর্ম্ম হইবে অর্থাৎ স্তুতশস্ত্রাধিকরণের ন্যায় অর্থ কর্ম্ম হইবে, "চোদনান্তরাৎ"—যেহেতু, স্বতন্ত্র বিধি রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "তিষ্ঠন্ যাজ্যামন্বাহ। আসীনঃ পুরোনুবাক্যাম্" অর্থাৎ যাজ্য পাঠ করিবে দাঁড়াইয়া, আর পুরোনুবাক্যা পাঠ করিবে বসিয়া। এই যে "যাজ্যামন্বাহ" এই বাক্যবিহিত কর্ম্ম ইহা কি অর্থকর্ম্ম অথবা ইহা সংস্কারকর্ম্ম, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, স্তুতশস্ত্রাধিকরণের (২।১।৫ অধিকঃ) নিয়মানুসারে ইহা অর্থকর্ম্ম অর্থাৎ প্রধান কর্ম্ম। কারণ, ইহা স্বতন্ত্রভাবে বিহিত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সংস্কারো বা চোদিতস্য শব্দবচনার্থত্বাৎ ॥ ৪০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সংস্কারঃ"—ইহা সংস্কারকর্ম্ম, "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবর্ত্তক, "চোদিতস্য শব্দবচনার্থত্বাৎ"—যেহেতু, ইহাতে চোদিত (বচন-বোধিত) মন্ত্র-বাচক শব্দের দৃষ্টার্থতা রক্ষিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ইহা সংস্কার কর্ম্ম। কারণ, এস্থলে ইহা দ্বারা বচনবোধিত দেবতার যে স্মরণ হয়, তাহা দৃষ্ট প্রয়োজন। আর তাহা হইলে ইহাকে অর্থকর্ম্ম বলা যায় না। কারণ, তাহার প্রয়োজন অদৃষ্ট। অতএব ইহা দেবতা-সংস্কারক বলিয়া সংস্কারকর্ম্ম। ইতি সিদ্ধান্ত।

অবাচ্যত্বান্নেতি চেৎ ॥ ৪১ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অবাচ্যত্বাৎ"—অবাচ্য অর্থাৎ অবিধেয় বলিয়া, "ন"—সংস্কারকর্ম্ম হইবে না, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, এস্থলে যখন মন্ত্রের সামর্থ্য হইতেই দেবতাস্মরণ সিদ্ধ হয়, তখন পুনরায় তাহার বিধি হইতে পারে না। অতএব ইহা সংস্কারকর্ম্ম নহে।

স্যাদ্‌গুণার্থত্বাৎ ॥ ৪২ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ বিধান হইবে, "গুণার্থত্বাৎ" —যেহেতু, এখানে গুণ বিধেয়। আশঙ্কানিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে ঐ অনুবচনের অনুবাদ-পূর্ব্বক স্থান (দণ্ডায়মানতা) এবং আসন-(উপবিষ্টতা)-রূপ গুণদ্বয় অধিক ভাবে বিহিত হইয়াছে। অতএব ইহা সংস্কারকর্ম্ম। ইতি ২১শ দর্শপূর্ণমাসে যাজ্যা এবং পুরোনুবাক্যার সংস্কারকর্ম্মতাধিকরণ।

মনোতায়াং তু বচনাদবিকারঃ স্যাৎ ॥ ৪৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "মনোতায়াং"—মনোতামন্ত্রে, "তু"—অধিকরণান্তর-সূচক, "অবিকারঃ স্যাৎ"—অবিকার হইবে অর্থাৎ উহ হইবে না, "বচনাৎ"—বিশেষ বচন আছে বলিয়া। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নীষোমীয় পশুর সম্বন্ধে "ত্বং হ্যগ্নে প্রথমো মনোতা" এই মন্ত্রটি পাঠ করিতে হয়। ইহার নাম মনোতামন্ত্র। অতিদেশ বচন ইহা বায়ব্য পশু স্থলেও পাঠ করিতে হয়। তথায় "ত্বং হ্যগ্নে" এই অংশটি "ত্বং বায়ো" এই প্রকার উহ করিয়া পাঠ করিতে হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ঐ প্রকার উহ সহকারেই মন্ত্রটি পাঠ্য। কারণ, তাহা না হইলে উহা অসমবেতার্থক হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "যদ্যপ্যন্যদেবত্যঃ পশুঃ তথাপি আগ্নেয়ী এব মনোতা কার্য্যা" অর্থাৎ "পশুটি অন্য দেবতার উদ্দেশে উৎস্রষ্টব্য হইলেও মনোতা মন্ত্রটিকে কিন্তু অগ্নিদেবতা দিয়া পাঠ করিতে হইবে"—এই বিশেষ বচন রহিয়াছে বলিয়া বায়ব্যপশুর স্থলেও মনোতামন্ত্রে উহ হইবে না। ইতি ২২শ মনোতামন্ত্রে উহাভাবাধিকরণ।

পৃষ্ঠার্থেঽন্যদ্রথন্তরাৎ তদ্‌যোনিপূর্ব্বত্বাৎ স্যাদ্‌চাং প্রবিভক্তত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পৃষ্ঠার্থে"—পৃষ্ঠস্তোত্রে, "অন্যৎ রথন্তরাৎ"—রথন্তর সাম হইতে ভিন্ন যে কণ্বরথন্তর নামক সাম সেটি, "তদ্‌যোনি

ত্বাৎ" সেই রথন্তরের যোনিতে গেয় হইবে "পূর্ব্বত্বাৎ"—তাহার অর্থাৎ রথন্তরের যোনিভূত ঋক্ উহার পূর্ব্বে রহিয়াছে বলিয়া অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম উহার প্রকৃতি বলিয়া, "ঋচাং প্রবিভক্তত্বাৎ"—যেহেতু, বৃহৎসামের যোনিভূত ঋক্‌সকল (রথন্তর শব্দের দ্বারা) প্রবিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে বৈশ্বস্তোমনামক যাগের পৃষ্ঠস্তোত্রে "কণ্বরথন্তরং পৃষ্ঠং ভবতি" এই বাক্যে কণ্বরথন্তর নামক সাম বিহিত হইয়াছে। কণ্বরথন্তর সাম যে উভয়বিকার,—বৃহৎ এবং রথন্তরের বিকার, তাহা "অপ্রাকৃতে তদ্বিকারত্বাৎ" (৯।২।২৮) ইত্যাদি সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই যে কণ্বরথন্তর সাম ইহা কি বৃহৎসামের যোনিভূত ঋকে গেয় অথবা ইহা রথন্তরের যোনিভূত ঋকে গেয়, কিংবা অনিয়মে উহাদের যে কোন একটির যোনিভূত ঋকে গেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে কেহ কেহ বলেন যে, অতিদেশবলে যখন বৃহৎসাম এবং রথন্তরসাম উভয়েরই প্রাপ্তি হইতেছে, তখন উহাদের যে কোন একটি সামের যোনিতেই কণ্বরথন্তর গেয় হইবে। ইহার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "পৃষ্ঠার্থে অন্তৎ রথন্তরাৎ তদ্‌যোনি পূর্ব্বত্বাৎ"—এই যে বৈশ্বস্তোমের পৃষ্ঠস্তোত্ররূপে কণ্বরথন্তরসাম রথন্তরসাম হইতে অতিরিক্ত ভাবে বিহিত হইয়াছে, ইহা রথন্তরসামের যোনিতেই গেয় হইবে। কারণ, বৈশ্বস্তোমের প্রকৃতি হইতেছে জ্যোতিষ্টোমযাগ; আর জ্যোতিষ্টোমে রথন্তর সামই গেয়। যদি বলা হয় 'বৃহৎ' সামের 'যোনি' এখানে গ্রহণীয় হইবে না কেন, কারণ, কণ্বরথন্তর সাম 'বৃহৎ' সামেরও ত বিকার? তদুত্তরে বক্তব্য, "ঋচাং প্রবিভক্তত্বাৎ"—কণ্বরথন্তর সামের অংশরূপে যখন রথন্তর শব্দটি সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে তখন উহা দ্বারাই রথন্তর হইতে ভিন্ন যে বৃহৎনামক সাম তাহার ব্যাবৃত্তি হইয়া যায়। কাজেই সেই 'বৃহৎ' সামের যোনিভূত যে ঋক্ তাহা কণ্বরথন্তরে উপস্থিত হইতে পারে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

স্বযোনৌ বা সর্ব্বাখ্যত্বাৎ ॥ ৪৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "স্বযোনৌ"—কণ্বরথন্তরের যোনিভূত যে ঋক্ আছে তাহাতেই উহা গেয় হইবে,

"সর্ব্বাখ্যত্বাৎ"—যেহেতু, সর্ব্বাংশটি অর্থাৎ বিশেষণবিশিষ্ট সমুদয়টিই সামের বাচক।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, কণ্বরথন্তর সামের স্বতন্ত্র যোনি ঋক্ আছে; তাহাতেই উহা গেয়। কারণ, কণ্বরথন্তর বলিতে কণ্বত্ববিশিষ্ট রথন্তর-সাম অভিহিত হয় না, কিন্তু উহা স্বতন্ত্র একটি সামেতেই রূঢ় (প্রসিদ্ধ)। কাজেই রথন্তরসামের যোনিতে উহা গেয় হইতে পারে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

যূপবদিতি চেৎ ॥ ৪৬ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "যূপবৎ"—যূপের ন্যায় হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, ছিন্ন বৃক্ষে যেমন কতকগুলি সংস্কার করিলে তাহাকে যূপ বলা হয়, সুতরাং যূপ যে বৃক্ষ হইতে ভিন্ন তাহা নহে, কিন্তু তাহাতে কতকগুলি সংস্কার করা হইয়াছে, এই মাত্র। সেইরূপ 'কণ্বরথন্তর'ও যে রথন্তর হইতে ভিন্ন তাহা নহে, কিন্তু তাহাতে কতকগুলি অতিরিক্ত সংস্কার করা হইয়াছে, এই মাত্র। সুতরাং রথন্তরের যোনিতে তাহা গেয় হইবে না কেন?' ইতি আশঙ্কা।

ন কর্ম্মসংযোগাৎ ॥ ৪৭ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না তাহা হইবে না, "কর্ম্মসংযোগাৎ"—যেহেতু যূপশব্দটি কর্ম্মনিমিত্তক। আশাঙ্কানিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কা সঙ্গত নহে। কারণ, 'যূপ' শব্দটি কর্ম্মনিমিত্তক বটে; কিন্তু কণ্বরথন্তর শব্দটি তাদৃশ নহে। উহা 'হস্তিনখ' (খোড়ো ঘরের 'হাতিনা') প্রভৃতি শব্দের ন্যায় রূঢ়িমূলক। অতএব উহা রথন্তরসামের যোনিতে গেয় নহে; কিন্তু উহা স্বযোনিতেই গাতব্য। ইতি ২৩শ কণ্বরথন্তরের স্ব-যোনিতে গানাধিকরণ।

কার্য্যত্বাদুত্তরয়োর্যথাপ্রকৃতি ॥৪৮॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উত্তরয়োঃ কার্য্যত্বাৎ"—উত্তরা দুইটি পুরুষকৃতি-সম্পাদ্য বলিয়া, "যথাপ্রকৃতি"—প্রকৃতি অনুসারে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। এক একটি সাম তৃচে (তিনটি ঋকে) গেয়। তন্মধ্যে প্রথম ঋকৃটিকে যোনি বলা হয়; ইহা যোনিগ্রন্থে পঠিত। আর শেষের দুইটিকে উত্তরা বলা হয়; ইহা উত্তরা গ্রন্থে অধীত হইয়া থাকে। সুতরাং বৃহৎ, রথন্তর এবং কণ্বরথন্তর ইহাদের সবগুলিরই যোনি ঋক্ এবং উত্তরা ঋক্ আছে। কণ্বরথন্তর কাহার উত্তরা ঋকে গেয় হইবে?—ইহা কি অনিয়মে বৃহৎ অথবা রথন্তরের উত্তরায় গেয়, অথবা ইহা স্বযোনির উত্তরাতেই গাতব্য, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "যথাপ্রকৃতি"—প্রকৃতিভূত যে বৃহৎ এবং রথন্তর সাম সেই দুইটির যে উত্তরা ঋক্ আছে তাহারই যে কোন একটির উত্তরায় ইহা গাতব্য। কারণ "উত্তরয়োঃ কার্য্যত্বাৎ"—উত্তরাদ্বয় যখন এখানে শ্রুতিবিহিত নহে, তখন অতিদেশতঃ প্রাপ্ত যে উত্তরাদ্বয় তাহা পরিত্যাগ করিবার কোনও কারণ নাই। আর প্রকৃতিযাগে বৃহৎ এবং রথন্তরসামই গেয়। কাজেই এখানে তাহাদেরই উত্তরাদ্বয় বিকল্পিতভাবে প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব তাহাতেই কণ্বরথন্তর গেয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সমানদেবতে বা তৃচস্যাবিভাগাৎ ॥৪৯॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "সমানদেবতে"—সমানদেবতাক যে ঋগ্‌দ্বয় তাহাই গ্রাহ্য, "তৃচস্য অবিভাগাৎ"—যেহেতু, ঋক্‌ত্রয়াত্মক তৃচকে ভিন্নদেবতাকত্ব রূপে ভাগ করা যায় না। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, কণ্বরথন্তরের যে দুইটি উত্তরা ঋক্ আছে তাহাতেই উহা গাতব্য। কারণ, সমানদেবতা এবং সমানছন্দোবিশিষ্ট যে ঋক্‌ত্রয় তাহাকেই 'তৃচ' বলা হয়। সুতরাং প্রকৃতিভূত সামের উত্তরাদ্বয়ে কণ্বরথন্তর গান করিলে উহার যোনি ঋক্‌টি অন্য দেবতা ও ছন্দোযুক্ত এবং উত্তরা দুইটি অপর দেবতা ও ছন্দোবিশিষ্ট হইয়া পড়ে বলিয়া তাহাতে উহা গেয় হইতে পারে না। ইতি ২৪শ কণ্বরথন্তর সামের স্বযোনির উত্তরাদ্বয়ে গানাধিকরণ।

গ্রহাণাং দেবতান্যত্বে স্তুতশস্ত্রয়োঃ কর্ম্মত্বাদবিকারঃ স্যাৎ ॥৫০॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "গ্রহাণাং"—গ্রহসকলের, "দেবতান্যত্বে"—অন্য

দেবতা হইলে, "অবিকারঃ স্যাৎ"—বিকার অর্থাৎ উহ হইবে না, "স্তুত-শস্ত্রয়োঃ কর্ম্মত্বাৎ"—যেহেতু, স্তুতশস্ত্র হইতেছে অর্থকর্ম্ম।

ভাষ্যভাবার্থ। 'অগ্নিষ্টুৎ' নামক একাহযাগ আছে। তৎপ্রকরণে শ্রুতি বলিতেছেন "আগ্নেয়া গ্রহা ভবন্তি"। প্রকৃতিযাগে যে নানাদৈবত্য স্তোত্রশস্ত্র আছে, সেগুলি ইহাতে প্রাপ্ত হয়। ঐ স্তোত্রশস্ত্রগুলি যদি 'সংস্কারকর্ম্ম' হয় তাহা হইলে বিকৃতিযাগে উহ করিতে হয়, আর ঐগুলি যদি "অর্থকর্ম্ম" হয় তাহা হইলে উহ করিতে হয় না। এস্থলে উহ কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ইহা যখন সংস্কার কর্ম্ম হইতেছে তখন উহ করিতে হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, স্তোত্রশস্ত্র সংস্কার কর্ম্ম নহে কিন্তু উহা প্রধান কর্ম্ম, ইহা পূর্ব্বে (২।১।১৬ সূত্রে) প্রতিপাদিত হইয়াছে। কাজেই এস্থলে উহ হইবে না। ইতি ২৫শ অগ্নিষ্টুৎ যাগে স্তোত্রশস্ত্রের অবিকারাধিকরণ।

উভয়পানাৎ পৃষদাজ্যে দধ্নঃ স্যাদুপলক্ষণং নিগমেষু পাতব্যস্যোপলক্ষণাৎ ॥৫১॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পৃষদাজ্যে"—পৃষদাজ্য হবিঃ হইলে, "নিগমেষু"—মন্ত্রসকলে, "দধ্নঃ স্যাৎ উপলক্ষণং"—দধির উপলক্ষণ হইবে অর্থাৎ 'দধ্যাজ্যপান্' এই প্রকারে দধিপদেরও প্রয়োগ হইবে, "উভয়পানাৎ"—যেহেতু, দুইটি দ্রব্যেরই পান রহিয়াছে, "পাতব্যস্য উপলক্ষণাৎ"—কারণ, পাতব্য দ্রব্যটি দেবতার উপলক্ষণ।

ভাষ্যভাবার্থ। চাতুর্মাস্যযাগের অনুযাজ সম্বন্ধে শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "পৃষদাজ্যেনানুযাজান্ যজতি" অর্থাৎ পৃষদাজ্য দিয়া অনুযাজ করিবে। প্রকৃতিযাগের অনুযাজে "দেবান্ আজ্যপানাবহ" এই প্রকারে আবাহন করিতে হয়। তথায় কেবল আজ্য হবির্দ্রব্য; কাজেই আবাহনে "আজ্যপান্" বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে পৃষদাজ্য হবির্দ্রব্য। পৃষদাজ্য বলিতে দধিমিশ্রিত আজ্য (ঘৃত) বুঝায়। সুতরাং এখানে আবাহনমন্ত্রে যে উহ হইবে, তাহাতে কি 'দধ্যাজ্যপান্' বলিতে হইবে, না 'দধিপান্' বলিতে হইবে, অথবা 'আজ্যপান্' বলিতে হইবে, না 'পৃষদাজ্যপান্' বলিতে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে দধি এবং

আজ্য উভয়ই যখন দ্রব্য তখন দধিরও উপলক্ষণ হইবে অর্থাৎ 'দধ্যাজ্যপান্' এইরূপ বলিতে হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন বা পরার্থত্বাদ্ যজ্ঞপতিবৎ ॥৫২॥ (পূঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "ন"—না। উহা হইবে না, "পরার্থত্বাৎ"—যেহেতু, পাতব্য দ্রব্যটি পরার্থ—পরপ্রত্যায়ক, "যজ্ঞপতিবৎ"—যজ্ঞপতি শব্দের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্তির নিরাসকল্পে অপর এক বাদী বলিতেছেন, এ স্থলে উভয়ের উল্লেখ হইবে না। কারণ, ঐ যে 'আজ্যপ' শব্দ উহা পরপ্রত্যায়ক—দেবতার বোধক। আর একটির উল্লেখের দ্বারাই যখন দেবতাপ্রত্যায়কত্ব সিদ্ধ হয়,তখন আর একটি শব্দের প্রয়োগ নিরর্থক। যেমন ইড়া নামক হুতশেষ দ্রব্যটি যজ্ঞপতি যজমান এবং অযজ্ঞপতি ঋত্বিক্ উভয়েরই বৃদ্ধি সম্পাদন করিলেও ইড়াস্তুতিমন্ত্রে "যজ্ঞপতিং বর্দ্ধান্" এই ভাবে কেবল যজ্ঞপতিরই উল্লেখ করা হয়, ঋত্বিগ্‌গণের আর উল্লেখ করা হয় না, কারণ, ইড়া যজ্ঞপতির যে বৃদ্ধি সাধন করে কেবলমাত্র তাহা উল্লেখ করিলেও ইড়ার প্রশংসা সিদ্ধ হইয়া যায় সেইরূপ এ স্থলে 'আজ্যপ' শব্দে এবং 'দধ্যাজ্যপ' শব্দ উভয়েই যখন দেবতার স্মৃতি জন্মাইতে সমর্থ, তখন কেবলমাত্র 'আজ্যপ' শব্দেরই প্রয়োগ করা উচিত, কারণ, তাহাতেই অভিপ্রেত যে দেবতাস্মরণ তাহা সিদ্ধ হইয়া যায়। অতএব 'দধ্যাজ্যপান্' এ প্রকার নির্দ্দেশ করিতে হইবে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষনিরাস।

স্যাদ্ বা আবাহনস্য তাদর্থ্যাৎ ॥৫৩॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষসূচক, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ উভয়েরই উল্লেখ হইবে, "আবাহনস্য তাদর্থ্যাৎ"—যেহেতু, আবাহন (পাতা এবং পেয় উভয়েরই) স্মরণের জন্য।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত পক্ষে দোষ উদ্ভাবন করিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে উভয়েরই উল্লেখ হইবে ; কারণ, এখানে পানকর্ত্তা দেবতা এবং পেয় দ্রব্য উভয়েরই স্মৃতি জন্মান আবশ্যক। আর উভয়ের উল্লেখ বিনা তাহা সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে "যজ্ঞপতি" স্থলে যজ্ঞপতির স্মরণ আবশ্যক নহে, কিন্তু ইড়াস্তুতিই

তথায় প্রয়োজন। কাজেই তথায় কেবলমাত্র 'যজ্ঞপতি' শব্দেই অভিপ্রেত অর্থ সিদ্ধ হয়। ইতি আশঙ্কা।

ন বা সংস্কারশব্দত্বাৎ ॥৫৪॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—আশঙ্কাপরিহারার্থক, "ন"—না অর্থাৎ দধি উপলক্ষণ হইবে না, "সংস্কারশব্দত্বাৎ"—যেহেতু, ইহা সংস্কারবোধক।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, দধি এখানে উপলক্ষণ হইবে না। কারণ, দধি সংস্কারার্থক ;—দধি দ্বারা আজ্যের সংস্কার হয়। ঘৃতে দধি মিশ্রিত করিলে তাহা যে বিচিত্র হইয়া যায়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব দধি এখানে চিত্রতারূপ সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে গৃহীত হয় বলিয়া তাহা পানার্থক নহে। আর তাহা পানার্থক নহে বলিয়া তদ্দারা পানকর্ত্তা যে দেবতা তাহার পরিচয় হইতে পারে না। ইতি আশঙ্কানিরাস।

স্যাদ্ বা দ্রব্যাভিধানাৎ ॥৫৫॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ দধি উপলক্ষণ হইবে, "দ্রব্যাভিধানাৎ"—যেহেতু, উহা দ্রব্যের অভিধায়ক।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় বলিতেছেন, এ স্থলে দধি উপলক্ষণ হইবে ; সুতরাং দধিশব্দেরও উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ, যেখানে "পৃষদাজ্যং গৃহ্লাতি" এই বাক্যের পৃষদাজ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে তথায় "সর্পিশ্চৈব দধি চ বন্ধ বৈ মিথুনং প্রজননং" ইত্যাদি বাক্যে দধিকে আজ্যেরই তুল্যরূপ দ্রব্যান্তর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব উহাও আজ্যেরই ন্যায় প্রধান। কিন্তু উহাকে সংস্কারার্থক বলিলে উহা অপ্রধান হইয়া পড়ে। ইতি আশঙ্কা।

দধ্নস্তু গুণভূতত্বাদাজ্যপা নিগমাঃ স্যুর্গুণত্বং শ্রুতে রাজ্যপ্রধানত্বাৎ ॥৫৬॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "দধ্নঃ গুণভূতত্বাৎ"—দধি গুণভূত অর্থাৎ অপ্রধান বলিয়া, "নিগমাঃ"—মন্ত্রসকল, "আজ্যপাঃ

স্যুঃ"—আজ্যপ শব্দযুক্তই হইবে, "গুণত্বং শ্রুতেঃ আজ্যপ্রধানত্বাৎ"—আর দধি যে এখানে গুণভূত তাহার কারণ আজ্যেরই প্রধানভাবে শ্রুতি অর্থাৎ উল্লেখ আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এখানে দধি প্রধান নহে কিন্তু উহা গুণভূত। কারণ, "পৃষদাজ্যেন যজতি" এই বাক্যে আজ্যকেই যাগের কারণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। আর সেই পৃষত্ব অর্থাৎ আজ্যের সেই চিত্রতা সম্পাদনের জন্য দধি গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে। কাজেই এখানে দধির যে উল্লেখ তাহা যাগের জন্য নহে কিন্তু তাহা পৃষত্বসম্পাদনের নিমিত্ত। সুতরাং আজ্যই যখন এখানে দ্রব্য, তখন মন্ত্রগুলিও আজ্যশব্দসহযোগেই উল্লেখ করিতে হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

দধি বা স্যাৎ প্রধানমাজ্যে প্রথমান্ত্যসংযোগাৎ ॥৫৭॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষব্যাবর্ত্তক, "দধি প্রধানং স্যাৎ"—দধি প্রধান হইবে, "প্রথমান্ত্যসংযোগাৎ"—যেহেতু, প্রথম যে উপস্তরণ এবং অন্ত্য (অন্তিম) যে অভিঘারণ তাহার সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন, এখানে মন্ত্রে 'দধিপান্' এইরূপ ঊহ করিতে হইবে। কারণ, দধিই এখানে প্রধান। যেহেতু, দধিতেই উপস্তরণ এবং অভিঘারণ করিবার বিধি আছে। আর উপস্তরণ ও অভিঘারণ প্রধানসংস্কারার্থক ; যেমন পুরোডাশ প্রধান বলিয়াই তাহাতে উপস্তরণও অভিঘারণ করা হয়। অতএব দধিতে যখন উপস্তরণ এবং অভিঘারণ করা হয়, তখন তাহাই প্রধান। আর তাহা যখন প্রধান তখন তাহারই উল্লেখ কর্ত্তব্য। ইতি ২য় পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বাজ্যপ্রধানত্বাদ্গুণার্থে ব্যপদেশে ভক্ত্যা সংস্কার-শব্দঃ স্যাৎ ॥৫৮॥ (পূঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "আজ্যপ্রধান-ত্বাৎ"—আজ্য প্রধান বলিয়া, "গুণার্থে ব্যপদেশে"—গুণের জন্য উল্লেখ

করা দরকার হইলে, "ভক্ত্যা"—লক্ষণাবলে, "সংস্কারশব্দঃ স্যাৎ"—সংস্কারবোধক হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে উপস্তরণ এবং অভিঘারণের নির্দ্দেশ করিয়া দধিকে প্রধান বলিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিলে "পৃষদাজ্যেন যজতি" এই বাক্যে তৃতীয়া শ্রুতিবলে আজ্যের যে কারণতা বোধিত হইয়াছে, তাহা বাধিত হইয়া যায়। কাজেই ঐ উপস্তরণ এবং অভিঘারণকে লক্ষণাবলে সংস্কারার্থক করিয়া আজ্যকে অবদানের দ্বারা সংস্কৃত করিবে—এই প্রকার অর্থ স্বীকার করিতে হয় ইতি পূর্ব্বপক্ষনিরাস।

অপি বাখ্যাবিকারত্বাৎ তেন স্যাদুপলক্ষণম্ ॥৫৯॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "আখ্যাবিকারত্বাৎ"—সংজ্ঞাভেদবশতঃ, "তেন"—ঐ সংজ্ঞা দ্বারা "উপলক্ষণং স্যাৎ"—উপলক্ষণ অর্থাৎ নির্দ্দেশ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এস্থলে মন্ত্রে "পৃষদাজ্যপান্" এই প্রকার উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ, পৃষদাজ্য স্বতন্ত্রই একটি দ্রব্য। উহা আজ্যও নহে এবং দধিও নহে। সুতরাং স্বতন্ত্র সংজ্ঞাবিশিষ্ট হইতেছে বলিয়া তাহা দ্বারাই উল্লেখ কর্ত্তব্য। ইতি ৩য় পূর্ব্বপক্ষ।

ন বা স্যাদ্ গুণশাস্ত্রত্বাৎ ॥৬০॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "ন স্যাৎ"—ঐভাবে উল্লেখ হইবে না, "গুণশাস্ত্রত্বাৎ"—যেহেতু, উহা গুণবোধক। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পৃষদাজ্য স্বতন্ত্র দ্রব্য নহে। কারণ, সুরা যেমন গুড়াদিজন্য হইলেও স্বতন্ত্রই একটি দ্রব্য, ইহা সেরূপ নহে। প্রত্যুত 'পৃষৎ' শব্দটি 'বিন্দু বিন্দু' অর্থে বিচিত্রবর্ণতাই বুঝায়। এই অর্থেই পৃষদ্‌গ, পৃষদ্বাণি প্রভৃতি শব্দ লোকব্যবহারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব পৃষত্ত্ব যখন আজ্যেরই গুণ তখন 'পৃষদাজ্যপান্' না বলিয়া কেবল 'আজ্যপান্' এইরূপই উল্লেখ করিতে হইবে। ইতি ২৬শ চাতুর্মাস্যে আজ্য শব্দের অবিকারে আবাহনাধিকরণ।

ইতি দশম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ।

অথ দশমাধ্যায়ে পঞ্চমঃ পাদঃ

আনুপূর্ব্ব্যবতামেকদেশগ্রহণেম্বাগমবদন্ত্যলোপঃ স্যাৎ ॥ ১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "আনুপূর্ব্ব্যবতাম্"—যাহাদের আনুপূর্ব্ব্য আছে অর্থাৎ ক্রম ব্যবস্থিত আছে সেই সকল বিষয়ের, "একদেশগ্রহণেষু"—একদেশের (অংশবিশেষের) গ্রহণ কর্ত্তব্য হইলে, "আগমবৎ"—আগন্তুকের ন্যায়, "অন্ত্যলোপঃ স্যাৎ"—শেষ অংশের লোপ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রাকৃতধর্ম্মের আংশিক বাধ কোন্ কোন্ স্থলে হয় তাহাই এই পঞ্চমপাদে বিচারিত হইবে। যেমন,—প্রকৃতিযাগে "আগ্নেয়মষ্টা-কপালম্" ইত্যাদি বাক্যে অষ্টসংখ্যক কপাল বিহিত হইয়াছে। কিন্তু বিকৃতিযাগে ন্যূনসংখ্যক কপাল আছে। এইরূপ প্রকৃতিযাগে যতগুলি সামিধেনী বিহিত হইয়াছে, বিকৃতিযাগে তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক সামিধেনী পাঠ্য। এইরূপ দ্বিরাত্র প্রভৃতিযাগে দ্বাদশাহযাগের অংশবিশেষেরই কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সমস্ত স্থলে কি প্রকৃতিযাগের প্রথম অংশটিরই অনুসরণ করিতে হইবে এবং শেষ অংশগুলির লোপ করিতে হইবে অথবা এ স্থলে ইচ্ছানুসারে বিকল্প হইবে অর্থাৎ আদ্য অথবা অন্ত্য যে কোনটি গ্রহণ করা যায় এবং যে কোনগুলির লোপ করা যায়,—ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন, "আনুপূর্ব্ব্যবতাম্" ইত্যাদি। যে সমস্ত বিষয়ের আনুপূর্ব্ব্য অর্থাৎ ক্রম ঠিক করা আছে সেগুলির অংশবিশেষ যদি স্থলান্তরে গ্রহণীয় হয় তাহা হইলে শেষ অংশগুলির লোপ হইবে, আর প্রথম অংশটিই গ্রহণীয় হইবে। কারণ, প্রথমটি হইতেছে মুখ্য আর অপরগুলি হইতেছে জঘন্য—পশ্চাৎপ্রাপ্ত। ইহার উদাহরণ দিতেছেন "আগমবৎ"। সভাসমিতিস্থলে যদি কোন ব্যক্তি আগন্তুক হয়—পশ্চাদুপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার অনুরোধে, যে প্রথম উপস্থিত তাহার যেমন স্থানচ্যুতি ঘটে না কিন্তু সেই পশ্চাদাগত ব্যক্তিকেই হয় দৈন্য স্বীকার করিতে হয় না হয় চলিয়া যাইতে হয় এস্থলেও সেইরূপ প্রথম অংশটি প্রথম প্রাপ্ত বলিয়া তাহার লোপ হইতে পারে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ২ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—তাদৃশ লিঙ্গ (জ্ঞাপক বচন) দেখা যায় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। অন্ত্য অংশগুলিরই যে লোপ হইবে তাহা শ্রুতির জ্ঞাপকতা হইতেও সিদ্ধ হয়। কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন "লুপ্যেত বা এতৎ ষষ্ঠমহো যৎ পঞ্চাহানুপযন্তি", "লুপ্যেত বা এতৎ ষষ্ঠং কপালং যৎ পঞ্চকপালং নির্ব্বপন্তি" অর্থাৎ এই যে পঞ্চাহ যাগ করা হয় ইহাতে ষষ্ঠ অহের লোপই হয়, এই যে পঞ্চকপালনির্ব্বাপ করা হয় ইহাতে ষষ্ঠ কপালের লোপই হয়। এই ভাবে শ্রুতিমধ্যে ষষ্ঠের অর্থাৎ অন্ত্যটির লোপ উল্লিখিত হওয়ায় ইহা হইতে ইহাই সূচিত হয় যে অন্ত্য অংশই লোপার্হ।

বিকল্পো বা সমত্বাৎ ॥ ৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "বিকল্পঃ"—বিকল্প হইবে, "সমত্বাৎ"—তুল্যতা রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এস্থলে বিকল্প হইবে—আদ্য অংশটিরও লোপ হইতে পারে অথবা অন্ত্য অংশগুলিরও লোপ হইতে পারে। সুতরাং আদ্য অংশটি গ্রহণ করা যায় কিংবা অন্ত্য অংশটিও গ্রহণ করা যায়। কারণ, এখানে এমন কোন শ্রুতি নাই যাহার বলে প্রথমটিই গ্রহণীয় এবং শেষটি পরিত্যাজ্য হইতে পারে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ক্রমাদুপজনোঽন্তে স্যাৎ ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। "ক্রমাৎ"—ক্রমিক, "উপজনঃ"—আগন্তুক, "অন্তে স্যাৎ"—অন্তে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ সিদ্ধান্তী যে আগন্তুক লোকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ, আগন্তুক ক্রমিক ভাবে পরে আসিয়াছে। এখানে কিন্তু সেরূপ অগ্রপশ্চাদ্ভাব নাই। যেহেতু, অতিদেশবলে আদ্য এবং অন্ত্য সব অংশগুলিরই যুগপৎ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

লিঙ্গমবিশিষ্টং সংখ্যায়া হি তদ্ বচনম্ ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গং"—যে লিঙ্গদর্শন উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা, "অবশিষ্টম্"—বিকল্পপক্ষেও অবিশিষ্ট, "হি"—যেহেতু, "তদ্বচনম্ সংখ্যায়াঃ"—সেই যে উল্লেখ তাহা সংখ্যাবিষয়ক।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী যে লিঙ্গদর্শন উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, 'ষষ্ঠ' ইহা সংখ্যার পূরণ। যেমন ছয় জন ভ্রাতার মধ্যে যদি এক জন না থাকে, সে জ্যেষ্ঠই হউক অথবা কনিষ্ঠই হউক, তথাপি 'ষষ্ঠ অনুপস্থিত' এইরূপ বলা হয়, সেইরূপ ছয়টির মধ্যে অন্যতম যে আজ্য অংশ সেটির লোপ হইলেও ষষ্ঠের লোপ হইয়াছে বলা চলে। কাজেই উহা বিকল্পপক্ষের বাধক নহে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

আদিতো বা প্রবৃত্তিঃ স্যাদারম্ভস্য তদাদিত্বাদ্ বচনাদন্ত্যবিধিঃ স্যাৎ ॥ ৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "আদিতঃ প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ" —প্রথম হইতে অনুষ্ঠেয় হইবে অর্থাৎ প্রথম অংশটিই গ্রহণীয় হইবে, "আরম্ভস্য তদাদিত্বাৎ"—কারণ, গোড়া থেকেই আরম্ভ হয়, "বচনাৎ"— বচনবলে অর্থাৎ বিশেষ বচন থাকিলে, "অন্ত্যবিধিঃ স্যাৎ"—শেষটির বিধি হইতে পারে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বাপরক্রমবিশিষ্ট কতকগুলি পদার্থের যে প্রথম হইতে অনুসরণ তাহারই নাম আরম্ভ। আবার প্রকৃতিযাগীয় উপদিষ্ট বিধিসকল অতিদেশবলে বিকৃতিযাগে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রকৃতিযাগে সেগুলির যে ক্রম ছিল সেই ক্রমযুক্ত ভাবেই বিকৃতিযাগে সেগুলির প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে সেগুলির ক্রম পরিত্যাগের যখন কোন কারণ নাই তখন প্রথমানুসরণপূর্ব্বকই আরম্ভ করা উচিত। তবে যেখানে বিশেষ বচন থাকিবে তথায় বচনবলেই প্রথম পদার্থগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তিম পদার্থই অনুসরণীয় হইবে। ইতি ১ম একদেশগ্রহণে প্রাথমিক বিষয়সকলেরই গ্রহণকর্ত্তব্যতাধিকরণ।

একত্রিকে তৃচাদিষু মাধ্যন্দিনে ছন্দসাং শ্রুতিভূতত্বাৎ ॥ ৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "একত্রিকে"—একত্রিক নামক যাগে, "মাধ্যন্দিনে" —মাধ্যন্দিন পবমানস্তোত্রে, "তৃচাদিষু"—তৃচের আদিগুলিতে অর্থাৎ প্রথম ঋক্‌গুলিতে গান সম্পাদনীয় হইবে, "ছন্দসাং শ্রুতিভূতত্বাৎ"— যেহেতু (তিনটি তৃচের তিনটি) ছন্দই শ্রুতিবোধিত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে 'একত্রিক' নামে একটি যাগ বিহিত হইয়াছে। ইহা বিকৃতিযাগ ; সুতরাং প্রকৃতিযাগের ধর্ম্ম সকল ইহাতে অতিদিষ্ট হয়। প্রকৃতিযাগে মাধ্যন্দিন পবমানস্তোত্রে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের তিনটি তৃচ উপদিষ্ট আছে। কিন্তু এই 'একত্রিক' যাগে "তিসৃষু মাধ্যন্দিনঃ পবমানঃ" এই শ্রুতিবাক্যে মাধ্যন্দিন পবমানে কেবলমাত্র তিনটি ঋক্ উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতিযাগ হইতে যখন অতিদেশবলে তিনটি তৃচ প্রাপ্ত হইতেছে তখন তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য কি "তিসৃষু মাধ্যন্দিনঃ পবমানঃ" এই বিধি অনুসারে পূর্ব্ব অধিকরণের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক তৃচের আদ্য ঋক্‌টি মাত্র গ্রহণীয় হইবে অথবা প্রথম তৃচেরই পর পর তিনটি ঋক্ স্তোত্রে পঠিতব্য হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলের তিনটি তৃচেরই কেবল আদি অর্থাৎ প্রথম ঋক্ গ্রহণীয় হইবে। কারণ, তিনটি তৃচে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দঃ আছে। আর সেই ছন্দঃগুলি শ্রুতিবিহিত। সুতরাং বিনা কারণে সেই শ্রুতিবোধিত ছন্দঃগুলি পরিত্যাগ করা উচিত হইবে না। অতএব তিনটি তৃচের প্রত্যেকটি থেকে আদ্য ঋক্‌গুলি গ্রহণীয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

আদিতো বা তন্ন্যায়ত্বাদিতরস্যানুমানিকত্বাৎ ॥ ৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "আদিতঃ"—আদি হইতে অর্থাৎ প্রথম তৃচ হইতেই (তিনটি ঋক্ গানার্থে গ্রহণীয়), "তন্ন্যায়ত্বাৎ"—কারণ, পূর্ব্ব অধিকরণের সেই যুক্তি এখানেও রহিয়াছে, "ইতরস্য আনুমানিকত্বাৎ"—যেহেতু, অপরটি অর্থাৎ তিনটি তৃচের তিনটি ছন্দের সহিত যে সম্বন্ধ সেটি আনুমানিক।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রথম তৃচের তিনটি ঋকেই এখানে গান কর্ত্তব্য হইবে। কারণ, পূর্ব্ব অধিকরণের নিয়ম অনুসারে তাহাই প্রারম্ভ এবং প্রত্যক্ষশ্রুত। পক্ষান্তরে তিনটি তৃচের তিনটি ছন্দের যে সম্বন্ধ তাহা অতিদেশবলে লব্ধ বলিয়া আনুমানিক। আর যাহা আনুমানিক, তাহা প্রত্যক্ষ অপেক্ষা দুর্ব্বল বলিয়া উভয়ের বিরোধে প্রত্যক্ষের দ্বারা আনুমানিকেরই বাধ হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

যথানিবেশঞ্চ প্রকৃতিবৎ সংখ্যামাত্রবিকারত্বাৎ ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রকৃতিবৎ"—প্রকৃতিযাগের ন্যায়, "যথানিবেশং চ"—যথা সন্নিবেশ অর্থাৎ ঋক্‌গুলি যে ক্রমে আছে সেই ক্রমেই গ্রহণীয়, "সংখ্যামাত্রবিকারত্বাৎ"—যেহেতু, কেবলমাত্র সংখ্যারই বাধ হইবে অর্থাৎ তৃচের যে সংখ্যা আছে তাহারই বাধ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন,—এ স্থলে যে প্রথম তিনটি ঋক্‌ই গ্রহণীয় হইবে তাহার আরও হেতু এই যে "প্রকৃতিবৎ বিকৃতিঃ" এই নিয়ম অনুসারে প্রকৃতিযাগীয় পদার্থের ক্রমও বিকৃতিযাগে অতিদেশ-বলে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে তিনটি তৃচে যে নয়টি ঋক্ রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে যে পারম্পর্য্য বা ক্রম রহিয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিবার কোনও কারণ নাই। অতএব এস্থলে পর পর তিনটি ঋক্‌ই গানার্থে গ্রহণীয় অর্থাৎ প্রথম তৃচের তিনটি ঋক্‌ই গ্রহণীয়। ইতি ২য় একত্রিকক্রতুতে আদ্য তৃচের গানাধিকরণ

ত্রিকস্তৃচে ধুর্য্যে স্যাৎ ॥ ১০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ধুর্য্যে"—ধূর্গানসম্পাদ্যস্তোত্রমধ্যে, "ত্রিকঃ"—যে ত্রিক অর্থাৎ ত্রিকস্তোমকস্তোত্র তাহা, "তৃচে স্যাৎ"—(ধূর্গান) তৃচে কর্ত্তব্য হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণে যে একত্রিক নামক ক্রতুর বিষয় বলা হইয়াছে তাহাতেই তিনটি ঋকে স্তোত্র করিয়া ধূর্গান করিতে হয়। তাহা কি তৃচে কর্ত্তব্য হইবে অথবা তাহা একটি ঋকেতেই তিনবার আবৃত্তি করিতে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, অতিদেশবিধি অনুসারে তাহা

তৃচেই কর্ত্তব্য। কারণ, প্রকৃতি যাগে যখন তাহা তৃচে করা হয়, তখন বিকৃতিযাগে অতিদেশতঃ প্রাপ্ত সেই তৃচের বাধের কোন হেতু নাই। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

একস্যাং বা স্তোমস্যাবৃত্তিধর্ম্মত্বাৎ ॥ ১১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "একস্যাং"—একটি ঋকেই ধূর্গান কর্ত্তব্য, "স্তোমস্য আবৃত্তিধর্ম্মত্বাৎ"—যেহেতু, আবৃত্তি অর্থাৎ একটি ঋকের যে একাধিকবার পাঠ তাহা স্তোমের ধর্ম্ম। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে একটি ঋকেই ধূর্গান হইবে। কারণ, "আবৃত্তং ধুর্ষু স্তবতে", এই শ্রুতিবাক্যে আবৃত্তি করিয়া স্তোত্র করিবার বিধি আছে। আর একটি স্তোত্রের যে একাধিকবার পাঠ তাহাই আবৃত্তি। সুতরাং একটি ঋকে গান না হইলে আবৃত্তি হইতে পারে না। ইতি ৩য় একটি ঋকে ধূর্গানাধিকরণ।

চোদনাসু ত্বপূর্ব্বত্বাল্লিঙ্গেন ধর্ম্মনিয়মঃ স্যাৎ ॥ ১২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "চোদনাসু"—দ্বিরাত্রাদি চোদনা (বিধি) স্থলে, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "অপূর্ব্বত্বাৎ"—অপূর্ব্ব কর্ম্ম বলিয়া, "লিঙ্গেন" —লিঙ্গ অনুসারে, "ধর্ম্মনিয়মঃ স্যাৎ"—ধর্ম্ম ব্যবস্থা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। দ্বিরাত্র প্রভৃতি যজ্ঞগুলি অহীনাত্মক দ্বাদশাহযাগের বিকৃতি। দ্বাদশাহের প্রথম দিনটিতে প্রায়ণীয় যাগ করিতে হয় বলিয়া তাহাকে বলা হয় প্রায়ণীয় অহঃ; আর শেষ দিনটিতে উদয়নীয় যাগ করিতে হয় বলিয়া তাহাকে বলা হয় উদয়নীয় অহঃ। দ্বিরাত্র প্রভৃতি যাগগুলি যখন অহীনাত্মক দ্বাদশাহযাগের বিকৃতি তখন সেগুলিতে কি প্রায়ণীয় দিবসের বিধ্যন্তে আরম্ভ করিয়া উদয়নীয় দিবসের বিধ্যন্ত পর্য্যন্ত সকল ধর্ম্ম (ইতিকর্ত্তব্যতা) অনুসৃত হইবে অথবা সেগুলিতে প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয় নামক দিবসদ্বয়ের বিধ্যন্ত বাদ দিয়া মাঝের দিনগুলির ইতিকর্ত্তব্যতাসকল অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, বিকৃতিযাগ যখন প্রকৃতিযাগের ন্যায়ই অনুষ্ঠেয়, তখন দ্বাদশরাত্রাদিযাগে প্রায়ণীয়াদি উদয়নীয়ান্ত সকল দিনেরই ইতিকর্ত্তব্যতা অনুসরণীয়, কোন একটি দিনেরও কৃত্য বাদ দেওয়া চলে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "লিঙ্গেন ধর্ম্মনিয়মঃ

স্যাৎ"—এ স্থলে লিঙ্গ অনুসারে ধর্ম্মের (ইতিকর্ত্তব্যতার) ব্যবস্থা হইবে। লিঙ্গ অর্থ জ্ঞাপক বেদবাক্য। দ্বিরাত্র প্রকরণে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রুতি বলিতেছেন, "যৎপ্রথমং তদ্দ্বিতীয়ম্। যদ্দ্বিতীয়ম্ তৎ তৃতীয়ম্" অর্থাৎ দ্বিরাত্রযাগের যেটি প্রথম দিন সেটি দ্বাদশাহযাগের দ্বিতীয় দিন ; দ্বিরাত্রযাগের যেটি দ্বিতীয় দিন দ্বাদশাহযাগের সেটি তৃতীয় দিন। অর্থাৎ দ্বাদশাহ যাগের দ্বিতীয় দিবসের কৃত্যটি দ্বিরাত্রাদি যাগের প্রথম দিনে করণীয়, দ্বাদশাহ যাগের তৃতীয় দিবসের কৃত্যটি দ্বিরাত্রাদি যাগের দ্বিতীয় দিনে কর্ত্তব্য। কাজেই দ্বাদশাহযাগের প্রথম দিনের কৃত্যটি আর দ্বিরাত্রযাগে অনুষ্ঠেয় হয় না। অতএব এই প্রকার অপরাপর জ্ঞাপকতা রহিয়াছে বলিয়া ইহা হইতে নিরূপিত হয় যে, দ্বিরাত্রাদিযাগে অহীনাত্মক দ্বাদশাহযাগের আদিম ও অন্তিম এই দিবসদ্বয়ের ইতিকর্ত্তব্যতা বর্জ্জনীয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রাপ্তিস্তু রাত্রিশব্দসম্বন্ধাৎ ॥ ১৩ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রাপ্তিঃ তু"—ধর্ম্মপ্রাপ্তিটি কিন্তু, "রাত্রি-শব্দসম্বন্ধাৎ"— রাত্রি শব্দের সম্বন্ধ হইতে হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। দ্বাদশাহযাগের আদিম এবং অন্তিম দিবস বাদ দিলে দশরাত্র হয়। সুতরাং দ্বিরাত্রাদি যাগে দশরাত্রযাগীয় ধর্ম্মের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ঐগুলিতে কি কারণে দশরাত্রযাগের ধর্ম্ম প্রাপ্তি হয়, তাহাই বলিতেছেন "প্রাপ্তিস্তু" ইত্যাদি। দ্বিরাত্রাদি যাগে রাত্রি শব্দ আছে এবং দশরাত্রযাগেও রাত্রি শব্দ রহিয়াছে। এই রাত্রিশব্দবত্ত্বরূপ সাদৃশ্য অনুসারে দ্বিরাত্রাদিতে দশরাত্রযাগের ধর্ম্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইতি ৪র্থ দ্বিরাত্রাদিতে দশরাত্রযাগের বিধ্যন্তানুষ্ঠানাধিকরণ।

অপূর্ব্বাসু তু সংখ্যাসু বিকল্পঃ স্যাৎ সর্ব্বাসামর্থবত্ত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "অপূর্ব্বাসু সংখ্যাসু"—অপূর্ব্ব সংখ্যাস্থলে, "বিকল্পঃ স্যাৎ"—বিকল্প হইবে, "সর্ব্বাসাম্ অর্থবত্ত্বাৎ"—যেহেতু, সবগুলিরই সার্থকতা রহিয়াছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নিচয়ন প্রকরণে আধুনন এবং বপনক্রিয়ার জন্য পাঠ্য বহু মন্ত্র শ্রুতিমধ্যে পঠিত হইয়াছে। কিন্তু "সপ্তদশভিরাধুনোতি। চতুর্দশভি-

র্পতি" অর্থাৎ সাতটি মন্ত্রে আধূনন করিবে এবং চতুর্দ্দশটি মন্ত্রে বপন করিবে এই শ্রুতিবাক্যে আধূননের জন্ম কেবলমাত্র সাতটি এবং বপনের জন্ম মাত্র চৌদ্দটি মন্ত্র পাঠ্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে কি মন্ত্রগুলির পাঠক্রম অনুসারে কেবলমাত্র আদি হইতে যথাক্রমে সাতটি এবং চৌদ্দটি মন্ত্র গ্রহণীয় হইবে অথবা আদি, মধ্য এবং অন্ত যে কোন স্থান হইতে ঐ মন্ত্রগুলি গ্রহণীয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এস্থলে প্রথম অধিকরণের নিয়ম অনুসারে পাঠক্রমের ব্যতিক্রম না করিয়া আদি হইতেই যথাক্রমে সাতটি এবং চৌদ্দটি মন্ত্র গ্রহণীয়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, আদি, মধ্য অথবা অন্ত যে কোন স্থান হইতে ঐ মন্ত্রগুলি বিকল্পিতভাবে পাঠ্য হইবে। কারণ, তাহা না হইলে অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অথচ প্রকরণ অনুসারে জানা যায় যে, আধূনন এবং বপনই ঐ মন্ত্রগুলির প্রয়োজন। ইতি ৫ম অগ্নিচয়নের ধূননান্তর্থ মন্ত্রগুলির অনিয়মে গ্রহণাধিকরণ।

স্তোমবিবৃদ্ধৌ প্রাকৃতানামভ্যাসেন সংখ্যাপূরণমবিকারাৎ সংখ্যায়াং গুণশব্দত্বাদন্যস্য চাশ্রুতিত্বাৎ ॥১৫॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "স্তোমবিবৃদ্ধৌ"—স্তোমের বৃদ্ধি করিবার স্থলে, "প্রাকৃতানাম্ অভ্যাসেন"—প্রাকৃত মন্ত্রগুলির অভ্যাস করিয়া, "সংখ্যা পূরণম্"—সংখ্যা পূরণ করিতে হয়, "অবিকারাৎ"—যেহেতু, অতিদেশ-বিধি অনুসারে (সেই প্রাকৃত মন্ত্রগুলিই) সন্নিহিত, "সংখ্যায়াং গুণ-শব্দত্বাৎ"—কেবলমাত্র গুণ রূপেই (এ স্থলে একবিংশতি) সংখ্যার বিধান করা হইয়াছে বলিয়া, "অন্যস্য চ অশ্রুতিত্বাৎ"—এবং অন্য সামও শ্রুত (উপদিষ্ট) হয় নাই বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "একবিংশেনাতিরাত্রেণ প্রজাকামং যাজয়েৎ" অর্থাৎ "প্রজাকামী ব্যক্তি একবিংশস্তোমযুক্ত 'অতিরাত্র' যাগ করিবে" ইত্যাদি বচনে অতিরাত্রাদি যাগে একবিংশতি প্রভৃতি স্তোম উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতিভূত যাগে ন্যূনসংখ্যক স্তোম আছে। সুতরাং প্রকৃতিযাগে যতগুলি স্তোম আছে, বিকৃতি যাগে তদপেক্ষা যে কয়টি স্তোম অধিক হইতেছে, সেগুলি কি প্রকৃতিযাগীয় স্তোমেরই অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তি (একাধিকবার পাঠ) করিয়া পূরণ করিতে হইবে অথবা যতগুলি

স্তোম অধিক হইতেছে তাবৎ সংখ্যক নূতন স্তোমের আগম করিয়া (স্থলান্তর হইতে আনিয়া) সেগুলির পূরণ করিতে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এরূপ স্থলে প্রকৃতিযাগীয় স্তোমেরই অভ্যাস করিয়া সংখ্যাপূরণ করিতে হইবে। কারণ, অতিদেশ বিধিবলে সেই প্রাকৃত মন্ত্রগুলিই এখানে সন্নিহিত, অথচ 'একবিংশতি' সংখ্যা এখানে গুণরূপে বিহিত বলিয়া তাহা পূরণ করিতেই হইবে; আর অন্য সামও এখানে উপদিষ্ট হয় নাই যে, তদ্দারা সংখ্যা পূর্ণ করা যাইবে। কাজেই এখানে অভ্যাসই হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

আগমেন বাহভ্যাসস্যাশ্রুতিত্বাৎ ॥১৬॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "আগমেন"—আগম করিয়া (সংখ্যা পূরণ করিতে হইবে), "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অভ্যাসস্য অশ্রুতিত্বাৎ"—যেহেতু, এখানে অভ্যাস শ্রুতিবোধিত নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এরূপ স্থলে নূতন স্তোমের আগম করিয়াই সংখ্যা পূরণ করিতে হইবে। কারণ, এখানে অভ্যাসের কথা শ্রুতি-মধ্যে অভিহিত হয় নাই। কিন্তু কেবলমাত্র একবিংশতিটি স্তোমের দ্বারা যাগ করিবার কথা বলা হইয়াছে। যদি বলা হয় এখানে আগমের কথাও ত শ্রুতিমধ্যে উল্লিখিত হয় নাই? তদুত্তরে বক্তব্য—অভ্যাস এবং আগম উভয়ই যখন অনুল্লিখিত তখন আগম করাই ন্যায্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

সংখ্যায়াশ্চ পৃথক্ত্বনিবেশাৎ ॥১৭॥

অক্ষরার্থ। "চ"—আরও, "সংখ্যায়াঃ পৃথক্ত্বনিবেশাৎ"—সংখ্যা পৃথক্ত্বেরই বোধক।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে যে নূতন স্তোমের আগম করাই ন্যায্য তাহার কারণ এই যে, সংখ্যা এ স্থলে পৃথক্ত্ববোধিকা;—সংখ্যা দ্বারা এ স্থলে প্রত্যেক স্তোমের পৃথক্ত্ব অর্থাৎ পার্থক্য বা ভেদ বোধিত হইতেছে। কারণ, 'আটটি ঘট আনিবে' বলিলে যেমন একটি ঘটকে আটবার আনিলে ইষ্ট সিদ্ধ হয় না, কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ আটটি ঘটেরই আনয়ন করিতে হয়। এস্থলেও সেইরূপ অভ্যাসের দ্বারা একবিংশতি স্তোমের পূর্ত্তি হইতে পারে না। সুতরাং সংখ্যাপূরণের জন্য নূতন স্তোম আবশ্যক। অতএব আগমই কর্ত্তব্য।

পরাক্‌শব্দত্বাৎ ॥১৮॥

অক্ষরার্থ। "পরাক্‌শব্দত্বাৎ"—পরাক্ শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়াও নূতন সামের আগম হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে "পরাগ্‌ বহিষ্পবমানেন স্তবন্তি" এই শ্রুতি-বাক্যে 'পরাক্' শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়াও অভ্যাসের দ্বারা সংখ্যা পূরণ হইতে পারে না। কারণ, যে স্থলে 'পরাক্' শব্দের নির্দ্দেশ থাকে তথায় অভ্যাস হয় না। যেমন "পরাচীঃ সামিধেনী রন্বাহ" এ স্থলে 'পরাক্' শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া সামিধেনীর অভ্যাস হয় না।

উক্তাবিকারাচ্চ ॥১৯॥

অক্ষরার্থ। "উক্তাবিকারাৎ চ"—উক্ত অর্থের অবিকারতা থাকে বলিয়াও (আগমই কর্ত্তব্য)।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে যে আগমের দ্বারাই সংখ্যাপূরণ কর্ত্তব্য তাহার আরও হেতু এই যে, এ পক্ষে উক্ত বিষয়ের পুনরুক্তি হয় না। একবার যাহা পাঠ করা হইয়াছে তাহাকে আর দ্বিতীয়বার পাঠ না করিলে তবেই পুনরুক্তি হয় না। কারণ, পুনরুক্তিতে 'জামিতা' দোষ হয়। আর জমিতা "জমি বা এতদ্ যজ্ঞস্য ক্রিয়তে যদেকং ভূয়ঃ ক্রিয়তে" অর্থাৎ "একই বিষয় যদি একাধিকবার অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহাতে যজ্ঞের জামিতা (একঘেয়েমি) হইয়া থাকে" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে নিন্দিতই হইয়াছে।

অশ্রুতিত্বান্নেতি চেৎ ॥২০॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অশ্রুতিত্বাৎ"—আগম অশ্রুতি অর্থাৎ উহাও শ্রুতিবোধিত নহে বলিয়া, "ন"—আগম হইবে না, "ইতি চেৎ"—ইতি যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, অভ্যাস যেমন শ্রুতিবোধিত নহে বলিয়া পরিত্যাজ্য, আগমও ত সেইরূপ শ্রুতি-বোধিত নহে, ইহার পরিহার কি ? অতএব আগমও পরিত্যাজ্য। ইতি আশঙ্কা।

স্যাদর্থচোদিতানাং পরিমাণশাস্ত্রম্ ॥২১॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ আগম এস্থলে শ্রুতি-বোধিত হইবে, "অর্থচোদিতানাং পরিমাণশাস্ত্রম্"—কারণ, পরিমাণ শাস্ত্র অর্থাৎ সংখ্যাবিষয়ক শাস্ত্র যাহা অর্থচোদিত অর্থাৎ অর্থাপত্তিলভ্য তাহারই প্রাপক হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। আগম যে এখানে শ্রুতিলভ্য নহে তাহা নহে। কারণ, "একবিংশেন অতিরাত্রেণ প্রজাকামং যাজয়েৎ" এই বাক্যের অর্থের সহিত সামও বিহিত হইয়াছে। আর সামের আগম বিনা এই যে একবিংশতি সংখ্যা ইহা সঙ্গত হয় না, কারণ প্রকৃতিযাগে একুশটি সাম নাই। কাজেই এখানে আগমও শ্রুতিবিহিত অর্থের সহিত অর্থাপত্তিবলে বিহিত হইয়াছে। আর যত্তপি অভ্যাসও ঐভাবে অর্থাপত্তিবলে প্রাপ্ত হয় তথাপি অভ্যাস এবং আগমের মধ্যে আগমই বলীয়ান্। অতএব এখানে অভ্যাস না হইয়া আগমই হইবে। ইতি আশঙ্কা নিরাস।

আবাপবচনং চাভ্যাসে নোপপদ্যতে ॥ ২২ ॥

অক্ষরার্থ। "আবাপবচনং চ"—আবাপবিষয়ক উল্লেখও, "অভ্যাসে"—অভ্যাস স্বীকৃত হইলে অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা সংখ্যাপূরণ স্বীকার করিলে, "ন উপপদ্যতে"—সঙ্গত হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। সামের অভ্যাস করিয়া যে এখানে সংখ্যাপূরণ করা সঙ্গত নহে তাহার আরও কারণ এই যে, তাহা হইলে "অত্র হি এব আবপন্তি। অতএব উদ্বপন্তি" এই বচনে যে আবাপের বিষয় বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ, তাহা হইলে এই বচনে যাহা বিহিত হইয়াছে তাহা নির্বিষয় হইয়া পড়ে। যেহেতু, সকল স্থলেই অভ্যাসের দ্বারা সংখ্যা পূরণ করা যখন সম্ভব, তখন হয় আবাপের আর আবশ্যকতা থাকে না। অতএব আবাপ বচনের সার্থকতা রক্ষা করিবার জন্যও এখানে আগম কর্ত্তব্য।

সাম্নাং চোৎপত্তিসামর্থ্যাৎ ॥ ২৩ ॥

অক্ষরার্থ। "সাম্নাং"—(অপ্রাকৃত) সাম সকলের, "উৎপত্তি-সামর্থ্যাৎ চ"—উৎপত্তি (পাঠ) আছে বলিয়া তদ্বলেও (আগম কর্ত্তব্য)।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি আগম স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে "দশ সামসহস্রাণি" ইত্যাদি বচনে দশসহস্রাদি সংখ্যক অপরাপর সামের যে উৎপত্তি অর্থাৎ পাঠ আছে যেগুলির কুত্রাপি প্রকৃতিযাগে ব্যবহার নাই বলিয়া যেগুলি অপ্রাকৃত হইতেছে সেগুলি কোন কাজেই লাগে না ; সুতরাং সেগুলি নিষ্প্রয়োজন হইয়া নিরর্থক হইয়া পড়ে। এ কারণেও আগম কর্ত্তব্য।

ধূর্ষ্যেষ্বপীতি চেৎ ॥ ২৪ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "ধূর্য্যেষু অপি"—ধূর্গান স্থলেও (আগম হইতে পারে), "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, আগম না করিলে যদি অন্তত্র পঠিত সাম সকলের আনর্থক্য প্রসঙ্গ হয় তাহা হইলে পূর্ব্বে (এই পাদের তৃতীয় অধিকরণে ১০,১১ সূত্রে) বিচারিত ধূর্গানস্থলেও ত অভ্যাস না করিয়া আগম করাই উচিত। ইতি আশঙ্কা।

নাবৃত্তিধর্ম্মত্বাৎ ॥ ২৫ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না উক্ত আশঙ্কা সঙ্গত নহে, "আবৃত্তিধর্ম্ম-ত্বাৎ"—যে হেতু, তথায় বচনবলে আবৃত্তিই তাহার ধর্ম্মরূপে বিহিত হইয়াছে। আশঙ্কানিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কা সঙ্গত নহে ; কারণ "আবৃত্তং ধূর্ষু স্তুবতে" এই শ্রুতিবাক্যে ধূর্গানে আবৃত্তিই তাহার ধর্ম্মরূপে বিহিত হইয়াছে। কাজেই বচনের উপর আর পর্য্যনুযোগ চলে না। সুতরাং সেখানে আবৃত্তিই কর্ত্তব্য। কিন্তু এখানে সেরূপ বচন নাই। অতএব এস্থলে আগমই কর্ত্তব্য। ইতি ৬ষ্ঠ বিবৃদ্ধস্তোমক যাগে অপ্রাকৃত সামের আগমাধিকরণ।

বহিষ্পবমানে তু ঋগাগমঃ সামৈকত্বাৎ ॥ ২৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বহিষ্পবমানে"—বহিষ্পবমান স্তোত্রে, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "ঋগাগমঃ"—ঋকের আগম হইয়াছে, "সামৈকত্বাৎ" —যেহেতু, তথায় সাম একটিমাত্রই হইতেছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। বিকৃতিযাগে বহিষ্পবমান স্তোত্রের স্তোমবৃদ্ধি হইলে তথায় অন্য সামের আগম কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পূর্ব্বন্যায়ে তথায়ও আগম কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "একং হি তত্র সাম" এই শ্রুতিবচনে তথায় একটি মাত্র সামই বিহিত বলিয়া সেখানে অন্য সামের আগম করা চলিবে না। তাই বলিয়া যে তথায় একই ঋকে সেই একই সামের অভ্যাস করিয়া সংখ্যা পূরণ করা হইবে তাহাও চলিবে না। কারণ, তথায় "পরাগ, বহিষ্পবমানেন স্তুবন্তি" এই বাক্যে পরাক্ শব্দের উল্লেখ থাকায় অভ্যাসও নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব তথায় সামের আবৃত্তি না হইলেও ঋকের আগম করিয়া সংখ্যাপূরণ করিতে হইবে। ইতি ৭ম বহিষ্পবমানে ঋগাগমনাধিকরণ।

অভ্যাসেন তু সংখ্যাপূরণং সামিধেনীষ্বভ্যাসপ্রকৃতিত্বাৎ ॥২৭॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অভ্যাসেন"—অভ্যাসের দ্বারা, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "সংখ্যাপূরণং—সংখ্যাপূরণ (কর্ত্তব্য), "সামিধেনীষু"—সামিধেনীসকলে, "অভ্যাসপ্রকৃতিত্বাৎ"—যেহেতু, প্রকৃতিযাগে (সামিধেনীর সংখ্যাপূরণে) অভ্যাস করা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসযাগে পঞ্চদশটি সামিধেনী আছে; কিন্তু কাম্যেষ্টিতে "একবিংশতিমনুব্রূয়াৎ প্রতিষ্ঠাকামস্য" ইত্যাদি বচনে একুশটি প্রভৃতি সামিধেনীর বিধান করা হইয়াছে। এই একুশটি সামিধেনীর বেলায় যে কয়টি ঋক্ বেশী হইতেছে সেগুলি কি আগমের দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে, অথবা সেগুলির অভ্যাসের দ্বারা পূরণ করিতে হইবে, কিংবা যে কয়টির অভ্যাস আছে তদ্ব্যতিরিক্ত অপরগুলি আগমের দ্বারা পূরয়িতব্য হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে যদি কেহ বলেন যে, এখানেও পূর্ব্বন্যায়ে আগমপূর্ব্বকই সংখ্যা পূর্ণ করা উচিত তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষবাদী

বলিতেছেন "অভ্যাসেন সংখ্যাপূরণং"—পঠিত ঋকের অভ্যাস করিয়াই এস্থলে সংখ্যা পূরণ কর্ত্তব্য হইবে। কারণ, প্রকৃতিযাগে অভ্যাস করিয়াই সংখ্যা পূরণ করিবার কথা উপদিষ্ট হইয়াছে। যেহেতু, সামিধেনী ঋক্ আছে এগারটি। দর্শপূর্ণমাসে পনেরটি সামিধেনীর বিষয় বলা হইয়াছে। চারিটি কম পড়িতেছে। তাহাতে শ্রুতি বলিতেছেন "ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমাম্" অর্থাৎ প্রথম ঋকটি তিনবার পড়িবে এবং অন্তিমটিও তিনবার পড়িবে। তাহা হইলেই মোট পনেরটি হইবে। আর একটি ঋকের যে একাধিকবার পাঠ তাহাই অভ্যাস। সুতরাং প্রকৃতিযাগে যখন অভ্যাস করিয়াই সংখ্যা পূরণ করিতে হয়, তখন বিকৃতিযাগেও অভ্যাস করিয়াই একবিংশতি প্রভৃতি সংখ্যা পূরণ করা উচিত। কারণ, প্রকৃতিযাগের ন্যায়ই বিকৃতিযাগের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অবিশেষান্নেতি চেৎ ॥২৮॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অবিশেষাৎ"—পূর্ব্ব অপেক্ষা কোন বিশেষত্ব নাই বলিয়া, "ন"—অভ্যাস কর্ত্তব্য নহে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহাতে কোন বাদী হয় ত শঙ্কা উত্থাপন করিয় বলিতেছেন, পূর্ব্বে যে সমস্ত বিচার করিয়া আগম পক্ষ স্থাপন করা হইলে অত্রবিচার্য্য বিষয়টির তাহা হইতে কোন বিশেষত্ব নাই বলিয়া এখানেও সেই ন্যায়ানুসারে আগম করাই উচিত হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষে আশঙ্কা।

স্যাত্তদ্ধর্ম্মত্বাৎ প্রকৃতিবদভ্যস্যেত আ সংখ্যাপূরণাৎ ॥২৯॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যাৎ"—(বিশেষত্ব) থাকিবে, "তদ্ধর্ম্মত্বাৎ"—যেহেতু, বিকৃতিতে তদ্ধর্ম্মত্ব অর্থাৎ প্রকৃতিধর্ম্মত্ব রহিয়াছে, "আ সংখ্যা-পূরণাৎ অভ্যস্যেত"—(অতএব) যে পর্য্যন্ত না অভীষ্টসংখ্যা পূর্ণ হয় ততক্ষণ অভ্যাস করিতে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতে-ছেন, পূর্ব্ববিচারিত বিষয়টির সহিত অত্রবিচার্য্য বিষয়টির বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ

বিশেষত্ব রহিয়াছে। কারণ, তথায় প্রকৃতিযাগে অভ্যাস নাই। কিন্তু এখানে প্রকৃতিযাগে সংখ্যা পূরণ কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। কাজেই প্রকৃতিযাগ অনুসারে বিকৃতিযাগেও অভ্যাসই কর্ত্তব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

যাবদুক্তং বা কৃতপরিমাণত্বাৎ ॥৩০॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "যাবদুক্তং"—যতটুকু উপদিষ্ট হইয়াছে ততটুকুরই অভ্যাস কর্ত্তব্য, "কৃতপরিমাণত্বাৎ"—যেহেতু, তথায় অভ্যাসের পরিমাণ (সংখ্যানিয়ম) করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রকৃতিযাগে যে যে স্থলে যে পরিমাণ অভ্যাস করা হয় এই সমস্ত বিকৃতিযাগেও ঠিক সেই সেই স্থলে সেই পরিমাণই অভ্যাস কর্ত্তব্য। কারণ, প্রকৃতিযাগে যদি অভ্যাসই বিহিত হইত, তাহা হইলে যে কোন ঋকের যে কোন বার অভ্যাস করিয়া,—যেমন চারিটি ঋকের দুইবার পাঠ করিয়া, কিংবা একটি ঋকের তিন বার পাঠ এবং দুইটি ঋকের দুইবার করিয়া পাঠ করিয়া অথবা যে কোন দুইটি ঋকের তিন বার করিয়া পাঠের দ্বারা অভ্যাস করিয়া সংখ্যা পূরণ করিলে চলিত। কিন্তু তাহা করা হয় না; যে হেতু, "ত্রিঃপ্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমাম্" এই বচন অনুসারে প্রথম ও চরমটিরই তিন বার পাঠ বিহিত। অতএব প্রথম ও চরমের ত্রিত্বই তথায় বিহিত। সুতরাং তদীয় বিকৃতিযাগেও তদনুসারে অতিদেশবলে প্রথম ও চরম ঋকেরই তিন বার করিয়া পাঠ প্রাপ্ত হয়। আর তাহা হইলে অবশিষ্টগুলির আগমই কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। অতএব প্রথম ও চরম ঋকের তিনবার অভ্যাস করিয়া এবং অবশিষ্ট ছয়টি ঋকের আগম করিয়া একবিংশতি সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অধিকানাঞ্চ দর্শনাৎ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। "অধিকানাং দর্শনাৎ চ"—অভ্যাসাতিরিক্ত অধিক ঋকের পাঠ দৃষ্ট হয় বলিয়াও (আগম কর্ত্তব্য)।

ভাষ্যভাবার্থ। অবশিষ্টগুলির যে আগমই কর্ত্তব্য তাহার আরও হেতু এই যে, "ন জগত্যা পরিদধ্যাৎ" এই শ্রুতিবচনে জগতীচ্ছন্দস্ক ঋকের পাঠ

নিষেধ করা হইয়াছে। যদি কেবলমাত্র অভ্যাসের দ্বারাই সংখ্যা পূরণীয় হয়, তাহা হইলে এই নিষেধটি সঙ্গত হয় না। কারণ, সামিধেনীতে জগতীচ্ছন্দস্ক ঋকের প্রসক্তি নাই বলিয়া অপ্রসক্তের নিষেধ সঙ্গত হয় না। কিন্তু আগম করিলে যদি কেহ জগতীচ্ছন্দস্ক ঋকের আগম করে এই জন্য উক্ত বচনে তাহার নিষেধ করা হইল। অতএব এই নিষেধের দ্বারাও ইহা নিরূপিত হয় যে, অবশিষ্টগুলির আগম করিয়াই সংখ্যা পূরণ করা উচিত।

কর্ম্মস্বপীতি চেৎ ॥ ৩২ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "কর্ম্মসু অপি"—ধূর্গান কর্ম্ম প্রভৃতিতেও (এইরূপ হইতে পারে), "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, এরূপ হইলে পূর্ব্বে (তৃতীয় অধিকরণে) বিচারিত ধূর্গান সম্বন্ধেই বা এই নিয়ম খাটিবে না কেন? সেখানেও ত কতকটার অভ্যাস এবং কতকটার আগম করা চলে। ইতি শঙ্কা।

ন চোদিতত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা সঙ্গত নহে, "চোদিতত্বাৎ" —যে হেতু, তথায় অভ্যাসই উপদিষ্ট। আশঙ্কানিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষীর উক্ত আপত্তির পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "আবৃত্তং ধূর্ষু স্তবতে" এই শ্রুতিবাক্যে ধূর্গানে আবৃত্তি অর্থাৎ অভ্যাসই বিহিত বলিয়া তথায় আগম করিলে তাহা অশাস্ত্রীয় হইবে। অতএব সামিধেনীর একবিংশত্যাদিসংখ্যকত্বস্থলে যাবদুক্তের অভ্যাস এবং অবশিষ্টের আগমই করণীয়। ইতি ৮ম সামিধেনী সকলে অবশিষ্টের আগম করিয়া সংখ্যা পুরণাধিকরণ।

ষোড়শিনো বৈকৃতত্বং তত্র কৃৎস্নবিধানাৎ ॥ ৩৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ষোড়শিনঃ"—ষোড়শিনামক গ্রহের (পাত্রের), "বৈকৃতত্বম্"—বৈকৃতত্ব অর্থাৎ বিকৃতিগামিত্বই হইবে, "তত্র কৃৎস্ন-বিধানাৎ"—যে হেতু, তথায় (বিকৃতিতে) সমগ্রভাবে বিহিত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "য এবং বিদ্বান্ ষোড়শিনং গৃহ্লাতি" অর্থাৎ "এইরূপ বুঝিয়া ষোড়শিগ্রহ প্রয়োগ করিবে"। এই ষোড়শিগ্রহ কি প্রকৃতিযাগের জন্য বিহিত হইয়াছে অথবা ইহা বিকৃতিযাগের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ইহা কেবল বিকৃতিযাগের জন্যই বিহিত হইয়াছে। কারণ, "উত্তরে অহন্ দ্বিরাত্রস্য গৃহ্যতে, মধ্যমে অহংস্ত্রিরাত্রস্য" অর্থাৎ "দ্বিরাত্রযাগে শেষের দিনে ইহা গ্রহণীয়, ত্রিরাত্রযাগে মাঝের দিনে ইহা গ্রহণীয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বিকৃতিযাগেই যে ইহার সম্বন্ধ সমগ্রভাবে পরিসমাপ্ত, তাহা বোধিত হইতেছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

প্রকৃতৌ চাভাবদর্শনাৎ ॥ ৩৫ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রকৃতৌ"—প্রকৃতিযাগে, "অভাবদর্শনাৎ চ"—ইহার সম্বন্ধাভাব দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহা যে কেবল বিকৃতিযাগেই গ্রহণীয়, তাহার আরও কারণ এই যে, প্রকৃতিযাগে ইহার সম্বন্ধাভাবই শ্রুতিমধ্যে দৃষ্ট হয়। অতএব জ্যোতিষ্টোমের প্রকৃতিভূত অগ্নিষ্টোম যাগে ষোড়শিগ্রহ নাই।

অযজ্ঞবচনাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

অক্ষরার্থ। "অযজ্ঞবচনাৎ চ"—(ষোড়শিবিহীন জ্যোতিষ্টোমকে) অযজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করা আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "অযজ্ঞো বাবৈষ জ্যোতিষ্টোমো যৎ ষোড়শ্যা হীনঃ" এই বচনে ষোড়শিগ্রহবিহীন জ্যোতিষ্টোমকে অযজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়াও প্রকৃতিযাগে ষোড়শিগ্রহ নাই। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

প্রকৃতৌ বা শিষ্টত্বাৎ ॥ ৩৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রকৃতৌ—প্রকৃতিযাগেই (উহার গতি হইবে), "শিষ্টত্বাৎ"—যে হেতু, উহা উপদেশ শাস্ত্রে বিহিত হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ষোড়শিগ্রহ জ্যোতিষ্টোমের প্রকৃতিভূত যে অগ্নিষ্টোম যাগ তদ্‌গামীই হইবে। কারণ, "অগ্নিষ্টোমে রাজন্যস্য গৃহ্নীয়াৎ" অর্থাৎ 'ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অগ্নিষ্টোমে ষোড়শিগ্রহ আবশ্যক' এই বচনে উহা জ্যোতিষ্টোমের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে। আর অগ্নিষ্টোমরূপ প্রকৃতিযাগ এবং দ্বিরাত্রাদি বিকৃতিযাগ সবই জ্যোতিষ্টোম বলিয়া উহা প্রকৃতিভূত অগ্নিষ্টোমযাগে না যাইবার হেতু নাই। আর যাহা বিকৃতিযাগে উপদিষ্ট হয় তাহা যে প্রকৃতিযাগে প্রাপ্তির নিষেধক এমন কোন নিয়মও নাই। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রকৃতিদর্শনাচ্চ ॥ ৩৮ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রকৃতিদর্শনাৎ চ"—প্রকৃতিযাগে দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রকৃতিযাগে যে তিনটি স্তোত্রীয়া দৃষ্ট হয় তাহা তথায় ষোড়শিগ্রহ না থাকিলে সঙ্গত হয় না। এ কারণেও ইহা নিরূপিত হয় যে, ষোড়শিগ্রহ প্রকৃতিযাগগামী।

আম্নাতং পরিসংখ্যার্থম্ ॥ ৩৯ ॥

অক্ষরার্থ। "আম্নাতং"—বিকৃতিতে পুনরুপদেশ, "পরিসংখ্যার্থম্"—অন্যের সম্বন্ধ নিষেধ করিবার জন্য।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতে পারেন, ষোড়শিগ্রহ যদি প্রকৃতিযাগে সম্বন্ধযুক্ত হয় তাহা হইলে বিকৃতিযাগের জন্য তাহার পুনরুপদেশ নিরর্থক। কারণ, যাহা প্রকৃতিযাগে থাকে বিকৃতিযাগেও তাহা উপদেশবিধি বিনাই অতিদেশবলে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সত্য বটে, বিকৃতিতে পুনরুপদেশ নিরর্থক তথাপি ষোডশিগ্রহ কোন স্থলে যে দ্বিতীয় দিনে এবং কোনও স্থলে যে তৃতীয় দিনে গ্রহণীয় হয়, এই প্রকার বিশেষ বিশেষ দিবসের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ তাহা বচন বিনা প্রাপ্ত হয় না। এই প্রকারে দিবস বিশেষের সহিত ষোড়শিগ্রহের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য এবং বিকৃতিযাগে রাজন্যাদি (ক্ষত্রিয়াদি) নিমিত্ত বিনাই যে ষোড়শিগ্রহ গ্রহণীয় তাহা বুঝাইবার জন্য বিকৃতিযাগে পুনর্বিধানের আবশ্যকতা রহিয়াছে।

উক্তমভাবদর্শনম্ ॥ ৪০ ॥

অক্ষরার্থ। "অভাবদর্শনম্"—প্রকৃতিযাগে অপ্রাপ্তির যে উল্লেখ তাহা, "উক্তম্"—বিকল্পের জন্য উক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। আর কোন কোন বচনের দ্বারাও প্রকৃতিযাগে ষোড়শিগ্রহের অভাব (অবিদ্যমানতা) দৃষ্ট হয় এইরূপ যে বলা হইয়াছে, তাহা প্রকৃতিযাগে ষোড়শিগ্রহের বিকল্পতার বোধক, বুঝিতে হইবে।

গুণাদযজ্ঞত্বম্ ॥ ৪১ ॥

অক্ষরার্থ। "অযজ্ঞত্বম্"—অযজ্ঞত্বনির্দ্দেশ, "গুণাৎ"—গুণবাদ (বুঝিতে হইবে)।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রকৃতিযাগে ষোড়শিগ্রহের গ্রহণ বৈকল্পিক বলিয়া অগ্রহণপক্ষ লক্ষ্য করিয়া 'অযজ্ঞ' বলা হইয়াছে; উহা গুণবাদ। কাজেই "অযজ্ঞবচনাচ্চ" এই (৩৬শ) সূত্রে পূর্ব্বপক্ষী যাহা বলিয়াছেন তাহা সঙ্গত নহে। ইতি ৯ম ষোড়শীর প্রাকৃতত্বাধিকরণ।

তস্যাগ্রয়ণাদ্ গ্রহণম্ ॥ ৪২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তস্য" তাহার অর্থাৎ ঐ ষোড়শিগ্রহের, "গ্রহণম্"—গ্রহণ, "আগ্রয়ণাৎ"—আগ্রয়ণ পাত্র হইতে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যে ষোড়শিগ্রহের বিষয় বিচারিত হইল উহা কি 'আগ্রয়ণ' পাত্র হইতে গ্রহণীয় অথবা উহা 'উক্থ্য' পাত্র হইতে গ্রহীতব্য, ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন, উহা আগ্রয়ণ পাত্র হইতেই গ্রহণীয়। কারণ, সেইরূপই বচন আছে, দেখা যায়। ইতি সিদ্ধান্ত।

উক্থ্যাচ্চ বচনাৎ ॥ ৪৩ ॥

অক্ষরার্থ। "উক্থ্যাৎ চ"—উক্থ্যপাত্র হইতেও (গ্রহণীয়), "বচনাৎ"—বচন রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ষোড়শী যে আগ্রয়ণ পাত্র হইতে গ্রহণীয় তাহা ঠিক। তবে উহা উক্থ্যপাত্র হইতেও গ্রহণীয়। যে হেতু "উক্থ্যাৎ নিগৃহ্লাতি ষোড়শিনম্" এই বাক্যে উক্থ্যপাত্র হইতেও ষোড়শি-গ্রহণ বিহিত হইয়াছে। অতএব ষোড়শি গ্রহ আগ্রয়ণ এবং উক্থ্য উভয় পাত্র হইতেই বিকল্পিতভাবে কিংবা সমুচ্চিতভাবে গ্রহণীয়।

তৃতীয়সবনে বচনাৎ স্যাৎ ॥ ৪৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তৃতীয়সবনে স্যাৎ"—তৃতীয় সবনে ষোড়শী গ্রহণীয় হইবে, "বচনাৎ"—বচন আছে বলিয়া। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণটির পূর্ব্বপক্ষ দেখাইয়া তাহার খণ্ডন বলিবার পূর্ব্বে অপর একটি বিচার করিতেছেন।—জ্যোতিষ্টোমের এই যে ষোড়শি-গ্রহণ ইহা কি প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন এবং তৃতীয়সবন এই সবনত্রয়েই কর্ত্তব্য অথবা ইহা কেবলমাত্র তৃতীয়সবনেই করণীয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ষোড়শিগ্রহণ তিনটি সবনেই কর্ত্তব্য, কারণ তিনটি সবনেই উহার উল্লেখ আছে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, কেবলমাত্র তৃতীয়সবনেই ষোড়শিগ্রহণ কর্ত্তব্য। যেহেতু, প্রাতঃসবন এবং মাধ্যন্দিসবনে যে ষোড়শগ্রহণের উল্লেখ তাহা নিন্দার্থবাদ; কারণ তাহা তৃতীয়সবনে ষোড়শিগ্রহণের প্রশংসার্থক। কারণ, ঐ বচনেই বলা হইয়াছে যে, প্রথম দুইটি সবনে যে ষোড়শিগ্রহণ করা হয় তাহাতে বজ্রপাত দোষ হয়। ইতি ১১শ তৃতীয়সবনেই ষোড়শিগ্রহণাধিকরণ।

অনভ্যাসে পরাক্‌শব্দস্য তাদর্থ্যাৎ ॥ ৪৫ ॥

অক্ষরার্থ। "অনভ্যাসে"—যে হেতু, একবার মাত্র গ্রহণে, "পরাক্‌শব্দস্য তাদর্থ্যাৎ"—'পরাক্' শব্দের সার্থকতা থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বের অসমাপ্ত অধিকরণটির বিষয় পুনরায় বিচার করা হইতেছে। দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছেন, কেবল 'আগ্রয়ণ' পাত্র হইতেই ষোড়শী গ্রহণীয় নহে কিন্তু 'উক্থ্য' পাত্র হইতেও তাহা গ্রহীতব্য। ইহার আরও হেতু এই যে, "পরাক্মুক্থ্যাৎ নিগৃহ্লাতি ষোড়শিনম্" এই বাক্যে "উক্থ্যাৎ নিগৃহ্লাতি" এই অংশে বলা হইয়াছে যে উক্থ্য পাত্র হইতে ষোড়শী গ্রহণীয়। এ স্থলে যদি বলা হয় যে, "উক্থ্যাৎ নিগৃহ্লাতি" এরূপ অন্বয় নহে কিন্তু "উক্থ্যাৎ পরাক্রম্" এইরূপই

অন্বয় হইবে, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, "পরাক্তম্" এ স্থলে যে 'পরাক্' শব্দ রহিয়াছে তাহা অনভ্যাসেরই বোধক, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিকরণে সিদ্ধান্তীই স্বীকার করিয়াছেন। আর তাহা হইলে উহা কালবাচক নহে বলিয়া "উক্থ্যাৎ" এই পদে যে 'পরাক্' শব্দের যোগে পঞ্চমী হইয়াছে তাহা বলা যায় না। অতএব উহাকে অপাদানে পঞ্চমী বলিতে হয়। আর তাহা হইলে উক্থ্যপাত্র হইতেও ষোড়শী অবশ্যই গ্রহণীয় হয়।

উক্থ্যবিচ্ছেদবচনত্বাৎ ॥ ৪৬ ॥

অক্ষরার্থ। "উক্থ্যবিচ্ছেদবচনত্বাৎ"—উক্থ্যবিচ্ছেদের বচন আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্থ্যপাত্র হইতেও যে ষোড়শী গ্রহণীয় তাহার আরও হেতু এই যে, "বিচ্ছিন্দন্তি হ বা এতদুক্থ্যং যদুক্থ্যানি ষোড়শিনঞ্চ ততঃ প্রণয়ন্তি" এই বচনে উক্থ্যের বিচ্ছেদ বুঝাইয়া তাহাতে অপাদানেই পঞ্চমীর প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতএব উক্থ্যপাত্র হইতেও ষোড়শী গ্রহণীয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

আগ্রয়ণাদ্ বা পরাক্শব্দস্য দেশবাচিত্বাৎ পুনরাধেয়বৎ ॥ ৪৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "আগ্রয়ণাৎ"—কেবলমাত্র আগ্রয়ণপাত্র হইতেই (ষোড়শীগ্রহণীয়), "পরাক্শব্দস্য দেশ-বাচিত্বাৎ"—যেহেতু, পরাক্ শব্দটি এখানে দেশ (স্থান) বোধক, "পুনরা-ধেয়বৎ"—পুনরাধানের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, কেবলমাত্র আগ্রয়ণপাত্র হইতেই ষোড়শী গ্রহণীয়। কারণ, "যদাগ্রয়ণাদ্ গৃহ্ণাতি ষোড়শিনম্" অর্থাৎ "আগ্রয়ণ-পাত্র হইতে ষোড়শী গ্রহণ করিবে" এই বাক্যে আগ্রয়ণপাত্র হইতেই সমগ্র ষোড়শী গ্রহণ করিবার বিধান করা হইয়াছে। আর আগ্রয়ণ পাত্র হইতেই যদি ষোড়শী সমগ্রভাবে গৃহীত হয়, তাহা হইলে অন্য পাত্র হইতে তাহা গ্রহণ করিবার অবকাশ থাকে না; যদি করা হয় তাহা হইলে বিকল্প হইয়া পড়ে। কিন্তু উপায় থাকিলে

বিকল্প স্বীকার করা উচিত নহে। যদি বলা হয় "পরাক্বমুক্থ্যাৎ নিগৃহ্ণাতি" এই বাক্যে উক্থ্য শব্দে যে পঞ্চমী বিভক্তি আছে তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে; তদুত্তরে বক্তব্য, এস্থলে অপাদানে পঞ্চমী নহে, কিন্তু উহা 'পরাক্' শব্দ যোগেই পঞ্চমী। "পরাক্বমগ্ন্যাধেয়াৎ পুনরাদধাতি" অর্থাৎ "অগ্ন্যাধানের পর পুনরাধান করিবে" এস্থলে "অগ্ন্যাধেয়াৎ" এই পদে যেমন অপাদানে পঞ্চমী নহে কিন্তু উহা উত্তরকালরূপদেশ-বাচক পরাক্ শব্দ যোগেই পঞ্চমী. "পরাক্বম্ উক্থ্যাৎ" এখানেও সেইরূপ উত্তরকালরূপ দেশবাচক পরাক্ শব্দ যোগেই পঞ্চমী বুঝিতে হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

বিচ্ছেদঃ স্তোমসামান্যাৎ ॥ ৪৮ ॥

অক্ষরার্থ। "বিচ্ছেদঃ"—বিচ্ছেদ বিষয়ক যে উক্তি তাহা, "স্তোমসামান্যাৎ"—স্তোমের সহিত যে সাদৃশ্য আছে তদনুসারে হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বিচ্ছেদ বিষয়ক বচনের উল্লেখ করিয়াছেন, তথায় স্তোমের সহিত যে সাদৃশ্য আছে তদনুসারেই ঐ প্রকার নির্দ্দেশ, বুঝিতে হইবে। আর উভয় স্থলেই যে একবিংশতিটি স্তোম আছে তাহাই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের কারণ। অতএব কেবলমাত্র আগ্রয়ণ পাত্র হইতেই ষোড়শী গ্রহণীয় বলিয়া উক্থ্য পাত্র হইতে উহার গ্রাহ্যতা না থাকায় এস্থলে সমুচ্চয় অথবা বিকল্পও হইতে পারিবে না। ইতি ১০ম আগ্রয়ণ পাত্র হইতেই ষোড়শিগ্রহণাধিকরণ।

উক্থ্যাগ্নিষ্টোমসংযোগাদস্তুতশস্ত্রঃ স্যাৎ সতি হি সংস্থান্যত্বম্ ॥ ৪৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উক্থ্যাগ্নিষ্টোমসংযোগাৎ"—উক্থ্য এবং অগ্নিষ্টোমের সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া, "অস্তুতশস্ত্রঃ স্যাৎ"—(ষোড়শীতে) স্তোত্র কিংবা শস্ত্র থাকিবে না, "হি"—যে হেতু, "সতি"—তাহা থাকিলে, "সংস্থান্যত্বম্"—অন্য সংস্থা হইয়া যাইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত ষোড়শিগ্রহ সম্বন্ধেই শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "অগ্নিষ্টোমে রাজন্যস্য গৃহ্ণীয়াৎ, অপ্যুক্থ্যে গ্রাহ্যঃ" অর্থাৎ "রাজন্যের পক্ষে অগ্নিষ্টোমে ষোড়শী গ্রহণীয়, (জ্যোতিষ্টোমের) উক্থ্যসংস্থাতেও তাহাই"।

জ্যোতিষ্টোমের যে ষোড়শি নামক সংস্থা আছে তাহাতে ষোড়শিগ্রহ গ্রহণকালে স্তোত্র এবং শস্ত্র পঠিতব্য। কিন্তু রাজন্যের পক্ষে অগ্নিষ্টোম এবং উক্‌থ্য সংস্থায় যখন ষোড়শি-গ্রহ গ্রহণীয় হয় তখনও ঐ স্তোত্র এবং শস্ত্র পঠিতব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, তৎকালে ষোড়শিগ্রহের জন্য স্তোত্রশস্ত্র পাঠ করা উচিত নহে। কারণ, এই যে ষোড়শিগ্রহের গ্রহণীয়তা ইহা জ্যোতিষ্টোমের অগ্নিষ্টোম এবং উক্‌থ্য নামক সংস্থা দুইটিতে কর্ত্তব্য। কিন্তু অগ্নিষ্টোমের সমাপ্তিতে স্তোত্রশস্ত্র নাই। কাজেই তাহা পাঠ্য হইতে পারে না। যদি তাহা পাঠ করা হয় তাহা হইলে তাহা ষোড়শিগ্রহে স্তোত্রশস্ত্রে সমাপ্ত হইতেছে বলিয়া তাহা আর অগ্নিষ্টোম কিংবা উক্‌থ্য হইবে না, কিন্তু তাহা ষোড়শিনামক অন্য একটি সংস্থা হইয়া যাইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সস্তুতশস্ত্রো বা তদঙ্গত্বাৎ ॥ ৫০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "সস্তুতশস্ত্রঃ"—উহা স্তুতশস্ত্রযুক্ত হইবে অর্থাৎ স্তোত্র এবং শস্ত্র উহাতে পাঠ্য হইবে, "তদঙ্গত্বাৎ"—যেহেতু তাহা উহার অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে স্তোত্রশস্ত্র পঠিতব্য হইবে। কারণ, তাহা উহার অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে। যে হেতু, সেই ষোড়শিগ্রহের গ্রহণই ঐ স্তুতশস্ত্রের নিমিত্ত। আর নিমিত্ত বর্ত্তমান থাকিলে নৈমিত্তিক পরিত্যক্ত হইতে পারে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ৫১ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও ষোড়শিগ্রহ স্তুতশস্ত্রযুক্ত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলেও যে স্তোত্রশস্ত্র পঠিতব্য হইবে, তাহা "ঊর্দ্ধা বা অন্তে যজ্ঞক্রতবঃ সন্তিষ্ঠন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিবচনের জ্ঞাপকতা হইতেও সিদ্ধ হয়।

বচনাৎ সংস্থান্যত্বম্ ॥ ৫২ ॥

অক্ষরার্থ। "বচনাৎ"—বিশেষ বচন অনুসারে, "সংস্থান্যত্বম্"—অন্য সংস্থা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিতেছেন, অগ্নিষ্টোম এবং উক্থ্যের ষোড়শিগ্রহে স্তুতশস্ত্র থাকিলে তাহা ষোড়শিনামক অন্য একটি সংস্থা হইয়া যাইবে তদুত্তরে বক্তব্য, বিশেষ বচন রহিয়াছে বলিয়া ইহার এইরূপেই সংস্থা (সমাপ্তি) হইবে। ইতি ১২শ ষোড়শিগ্রহের সস্তোত্রশস্ত্রতাধিকরণ।

অভাবাদতিরাত্রেষু গৃহ্যতে ॥ ৫৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অভাবাৎ"—প্রাপ্তির অভাব রহিয়াছে বলিয়া, "অতিরাত্রেষু গৃহ্যতে"—অতিরাত্র হইতে গৃহীত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। দ্বিরাত্র নামক যাগ বহু প্রকার আছে। তন্মধ্যে 'অঙ্গিরসাং দ্বিরাত্র' নামক যাগের প্রকরণে শ্রুতি বলিতেছেন "বৈখানসং পূর্ব্বেঽহন্ সাম ভবতি, ষোড়শ্যুত্তরে" অর্থাৎ প্রথম দিবসে বৈখানস নামক সাম আর চরম দিবসে ষোড়শিসাম গেয়। ষোড়শিসাম ষোড়শিগ্রহের অঙ্গ। ষোড়শিগ্রহ আবার অতিরাত্রযাগে বিকল্পিত। সুতরাং তাহা হইতে উহা দ্বিরাত্রযাগে যে অতিদেশতঃ প্রাপ্ত হয় তাহা বিকল্পিত ভাবেই হইয়া থাকে। সুতরাং এই—'অঙ্গিরসাং দ্বিরাত্র' যাগে যে ষোড়শীর বিধান তাহা কি অপ্রাপ্তের বিধান, অথবা তাহা প্রাপ্তের বিধান, কিংবা তাহা প্রাপ্তের পরিসংখ্যান, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, অতিদেশবলে যে প্রাপ্তি তাহা আনুমানিক, আর বচন বলে যে প্রাপ্তি তাহা প্রত্যক্ষ। আর প্রত্যক্ষ সম্ভব হইলে অনুমান স্বীকার করা সঙ্গত নহে; সুতরাং এখানে উহা "উত্তরেঽহন্" ইত্যাদি বচনে অপ্রাপ্তেরই বিধান হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অন্বয়ো বাঽনারভ্যবিধানাৎ ॥ ৫৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অন্বয়ঃ"—উহা পরিসংখ্যার্থক, "অনারভ্যবিধানাৎ"—অনারভ্যবিধি বলিয়া। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "উত্তরেঽহন্" ইত্যাদি বাক্যটি অনারভ্যবিধি বলিয়া ইহা দ্বারা অন্যত্র সর্ব্বত্র বিকৃতিগামী ষোড়শিসামের পরিসংখ্যা করা হইয়াছে। ইহা বৃত্তিকারের মত। ভগবান্ ভাষ্যকার বলেন, পরিসংখ্যা ত্রিদূষণা বলিয়া তাহা স্বীকার্য্য নহে। বস্তুতঃ "ষোড়শ্যুত্তরে" ইহা বিধি নহে, কিন্তু ইহা বৈখানস সামবিধানের বাক্যশেষ বলিয়া অর্থবাদ। ইতি ১৩শ 'অঙ্গিরসাং দ্বিরাত্রে' ষোড়শীর পরিসংখ্যাধিকরণ।

চতুর্থে চতুর্থেঽহন্যহীনস্য গৃহ্যত ইত্যভ্যাসেন প্রতীয়েত ভোজনবৎ ॥ ৫৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "চতুর্থে চতুর্থে অহনি অহীনস্য গৃহ্যতে ইতি"—'চতুর্থে চতুর্থে অহনি অহীনস্য গৃহ্যতে' এই বচনবিহিত পদার্থটি, "অভ্যাসেন প্রতীয়তে"—একই কর্ম্মে অভ্যাসপূর্ব্বক হইবে, "ভোজনবৎ"—ভোজনের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ ষোড়শীর সম্বন্ধেই শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "চতুর্থে চতুর্থে অহনি অহীনস্য গৃহ্যতে" অর্থাৎ 'অহীনযাগের চতুর্থ চতুর্থ দিবসে ষোড়শী গ্রহণীয়। অহীনযাগ দুই দিন হইতে দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত হইত পারে। অষ্টাহাধিক দিনব্যাপী যে অহীন যাগ সেই একটি অহীনযাগেরই প্রতি চতুর্থ দিনে অর্থাৎ প্রথম চতুর্থ দিনে, তাহার পরের চতুর্থ দিনে—এই ভাবে ষোড়শিগ্রহণ কর্ত্তব্য, ইহাই কি উক্ত "চতুর্থে চতুর্থে অহনি" ইত্যাদি বচনে উপদিষ্ট হইয়াছে ? অথবা ভিন্ন ভিন্ন অহীন যাগের চতুর্থ দিবসে ষোড়শিগ্রহণ কর্ত্তব্য, ইহাই উহা দ্বারা বিহিত হইয়াছে ?—ইহাই এখানে সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন অষ্টাহাধিক-দিনব্যাপী অহীন যাগের প্রতি চতুর্থ দিবসে ষোড়শিগ্রহণ কর্ত্তব্য। একই অহীন যাগে ষোড়শিগ্রহণের অভ্যাস অর্থাৎ একাধিকবার অনুষ্ঠান ঐ বচনে উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ, ঐ বাক্যে 'অহীন' পদে একবচন রহিয়াছে, আর 'চতুর্থ' শব্দটির (একাধিকবার প্রয়োগ) রহিয়াছে। সুতরাং 'চতুর্থ দিনে চতুর্থ দিনে ভোজন করে' বলিলে যেমন বুঝায় এস্থলেও সেইরূপ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বা সংখ্যাবত্ত্বান্নানাহীনেষু গৃহ্যতে পক্ষবদেকস্মিন্ সংখ্যার্থভাবাৎ ॥ ৫৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "সংখ্যাবত্ত্বাৎ"—সংখ্যাবত্ত্ব রহিয়াছে বলিয়া, "নানাহীনেষু গৃহ্যতে"—ভিন্ন ভিন্ন অহীনে গ্রহণীয় হইবে, "পক্ষবৎ"—পক্ষান্তর্গত তিথির ন্যায়, "একস্মিন্ সংখ্যার্থভাবাৎ"—যে হেতু, একটিতেই সংখ্যার সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ভিন্ন ভিন্ন অহীনের একটিমাত্র চতুর্থ দিনেই ষোড়শিগ্রহণ কর্ত্তব্য। কারণ, "পঞ্চম্যাং পঞ্চম্যাং উপবসতি" অর্থাৎ 'পঞ্চমীতে পঞ্চমীতে উপবাস করে' বলিলে যেমন একটি পক্ষেরই পঞ্চমী বুঝায় এ স্থলেও সেইরূপ হইবে। যেহেতু, অহীন যাগই এখানে দিবসসংখ্যাবান্; আর তাহার যে চতুর্থ দিন তাহা একটি মাত্রই হয়; দ্বিতীয় চতুর্থ দিনটি অহীন যাগের চতুর্থ দিবস নহে কিন্তু উহা তাহার অষ্টম দিবস। কাজেই সে দিনে ষোড়শিগ্রহণ করিলে তাহা চতুর্থ দিবসে গ্রহণ করা হইবে না বলিয়া শ্রুতিবোধিত অর্থের অনুষ্ঠান হইল না। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভোজনে তৎসংখ্যং স্যাৎ ॥ ৫৭ ॥

অক্ষরার্থ। "ভোজনে"—ভোজনবিষয়ে, "তৎসংখ্যং স্যাৎ"—সেই সংখ্যা ভোজনেরই বিশেষণ হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে চতুর্থ দিনে ভোজনের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ, তথায় লোকের অভিপ্রায় অনুসারে অর্থ নিরূপিত হয়। আর ভোজনবিশিষ্ট যে দিন তাহা হইতে চতুর্থ দিনে ভোজনই তথায় বিবক্ষিত। পক্ষান্তরে ষোড়শিগ্রহণ লোকাভিপ্রায়মূলক নহে কিন্তু তাহা শাস্ত্রবিধান-মূলক। একারণে এখানে দ্বিতীয় চতুর্থ দিবস অহীনযাগের অষ্টম দিন হয় বলিয়া তাহা এখানে শাস্ত্রার্থ নহে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন অহীনের চতুর্থ দিনে ষোড়শিগ্রহণ কর্ত্তব্য। ইতি ১৪শ নানা অহীনে ষোড়শিগ্রহণাধিকরণ।

জগৎসাম্নি সামাভাবাদ্ ঋকৃতঃ সাম তদাখ্যং স্যাৎ ॥ ৫৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "জগৎসাম্নি"—জগৎসামপদঘটিত যে বিধি তদ্দ্বারা বিহিত কর্ম্মে, "সামাভাবাৎ"—তাদৃশ সাম নাই বলিয়া, "ঋকৃতঃ"—ঋক্ অনুসারে, "তদাখ্যং স্যাৎ"—সাম তন্নামক হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "যদি রথন্তরসামা সোমঃ স্যাদৈন্দ্রবায়বাগ্রান্ গ্রহান্ গৃহ্ণীয়াৎ, যদি বৃহৎসামা শুক্রাগ্রান্, যদি জগৎসামা আগ্রয়ণাগ্রান্" অর্থাৎ সোমযাগ যদি 'রথন্তরসামা' হয় তাহা হইলে

ঐন্দ্রবায়ব নামক গ্রহটিকে প্রথমে গ্রহণ করিয়া পরে অন্যান্য গ্রহ গ্রহণীয়; এইরূপ উহা 'বৃহৎসামা' হইলে শুক্র নামক গ্রহ (সোমপাত্র) প্রথমে গ্রহণীয়; এইরূপ সোমযাগ 'জগৎসামা' হইলে আগ্রয়ণ নামক গ্রহটি প্রথমে গ্রহণীয়। যে সোমযাগে মাধ্যন্দিনসবনে পৃষ্ঠস্তোত্রে 'রথন্তর' নামক সাম থাকে তাহা রথন্তরসামা; এইরূপ 'বৃহৎ' নামক সাম থাকিলে তাহা বৃহৎসামা এবং 'জগৎ' নামক সাম থাকিলে তাহা জগৎসামা হয়। এ স্থলে "জগৎসামা" ইত্যাদি অংশে যে আগ্রয়ণাগ্রতা বিহিত হইয়াছে উহা কি প্রকৃতিগামী অথবা উহা বিকৃতিগামী হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, প্রকরণ অনুসারে উহা প্রকৃতিগামীই হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রকৃতিযাগের জন্য ঐ বিধি হইতে পারে না; কারণ, প্রকৃতিভূত সোমযাগে কুত্রাপি জগৎসাম নাই। কিন্তু 'বিষুবৎ' নামক বিকৃতি-যাগেই ঐ জগৎসাম আছে; একারণে ইহা বিকৃতিগামীই হইবে। ইতি ১৫শ বিকৃতিযাগে গ্রহসকলের আগ্রয়ণাগ্রতাধিকরণ। ইতি প্রথম বর্ণক।

পূর্ব্ব বর্ণকে যে 'জগৎসামা' পদটি রহিয়াছে উহাতে পুনর্ব্বার চারিপ্রকার সংশয় হয়। 'জগৎসাম' বলিতে কি রথন্তর সাম এবং বৃহৎসাম ইহাদের যে কোন একটি অভিহিত হয়, অথবা জগৎসাম বলিতে বৃহৎসাম এবং রথন্তর সাম মিলিত ভাবে দুইটিই বোধিত হয় কিংবা জগৎসাম বলিতে রথন্তর সামই অভিহিত হয় অথবা জগতীতে উৎপন্ন যে সাম তাহাই জগৎসাম নামে কথিত হয়, এই চারি প্রকার সংশয়। ইহাতে প্রথম পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, জগৎসাম অর্থে এখানে বৃহৎ এবং রথন্তর ইহাদের যে কোন একটি সামই অভিহিত হইবে। কারণ, ইহা জ্যোতিষ্টোমের প্রকরণ; আর জ্যোতিষ্টোমে ঐ দুইটি সামই থাকে; অথচ ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি গ্রাহ্য এবং কোন্‌টি ত্যাজ্য তাহা নিরূপণ করিবার কোন নির্ণায়ক নাই। ইহার উত্তরে দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, জগৎসাম যে অন্যতর (ঐ দুইটির যে কোন একটি) সাম হইবে তাহা স্বীকার করা যায় না, কারণ ইহাতে বিকল্প প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। আর বিকল্প অষ্টদোষগ্রস্ত বলিয়া গত্যন্তর থাকিলে তাহা স্বীকার করা উচিত নহে। অতএব এস্থলে উক্ত বৃহৎ এবং রথন্তর এই সামদ্বয়ের সমুচ্চয়ই হইবে অর্থাৎ বৃহৎ এবং রথন্তর এই দুইটি সামের যে সমবায় তাহাই এখানে জগৎসাম নামে অভিহিত হইয়াছে। কারণ 'জগৎ' শব্দটি এখানে সমগ্র বাচক; আর বৃহৎ এবং রথন্তর উভয়ের মিলনই এখানে সমগ্রতা, যে হেতু, ইহাতে কোন সামেরও পরিত্যাগ জন্য ন্যূনতা হইতেছে না। ইহার উত্তরে তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ পক্ষও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্যের "যদি জগৎসামা" এই অংশটি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অতএব রথন্তর সামই এস্থলে জগৎসাম শব্দে অভিহিত

হইয়াছে। কারণ রথন্তর সামের যোনিভূত যে ঋক্ তাহাতে "ঈশানমস্য জগতঃ" এই অংশে 'জগৎ' শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া 'জগৎ' শব্দ ঘটিত ঋকে গেয় যে সাম তাহাই জগৎসাম নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্তির সমীচীন নহে; কারণ, এপক্ষে 'জগৎসাম' ইহার 'জগৎ' অংশটিতে লক্ষণা করিয়া 'জগৎ' উহাকে পদবোধক বলিতে হয়; পুনরায় তাহাতে লক্ষণা কবিয়া তদ্দারা জগৎপদ ঘটিত ঋক্ বুঝাইতে হয়, তদ্দারা আবার সেই ঋকে গেয় সামে লক্ষণা করিতে হয়। ইহাতে বহু লক্ষণা করায় লক্ষণাগৌরব হইয়া থাকে। একারণে 'জগতী ছন্দে উৎপন্ন যে সাম তাহাই জগৎসাম' এই অর্থই স্বীকার করা উচিত; যেহেতু, ইহাতে লাঘব হইয়া থাকে। অতএব এস্থলে এই চতুর্থ পক্ষটিই স্বীকার্য্য। ইতি ১৫শ 'জগৎসাম' শব্দের জগতীচ্ছন্দস্থ-ঋগুৎপন্নসাম-বোধকতাধিকরণ। ইতি দ্বিতীয় বর্ণক।

উভয়সাম্নি নৈমিত্তিকং বিকল্পেন সমত্বাৎ স্যাৎ ॥ ৫৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উভয়সাম্নি"—উভয়সামযুক্ত স্থলে, "নৈমিত্তিকং বিকল্পেন স্যাৎ"—যেটা নৈমিত্তিক সেটা বিকল্পে অনুষ্ঠেয় হইবে, "সমত্বাৎ"—যে হেতু, উভয়ের সমতা অর্থাৎ তুল্যবলতা রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সংসব, গোসব প্রভৃতি কতকগুলি যাগে "সংসবে উভে কুর্য্যাৎ, "গোসবে উভে কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি বাক্যে দুইটি সাম অর্থাৎ রথন্তর সাম এবং বৃহৎসাম এই দুইটি সাম বিহিত হইয়াছে। এ কারণে ঐগুলিকে উভয়সামা বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতিযাগে "উপবতীং রথন্তরপৃষ্ঠস্য প্রতিপদং কুর্য্যাৎ, অপ্রবতীং বৃহৎপৃষ্ঠস্য" এই শ্রুতিবাক্যে রথন্তরসামে উপবতী ঋক্ এবং বৃহৎসামে অপ্রবতী ঋক্ যথাক্রমে রথন্তরপৃষ্ঠের এবং বৃহৎপৃষ্ঠের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে। বিকৃতিভূত গোসবাদি উভয়সামা যাগে ঐ দুইটি ঋক্ই অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয়; কারণ ঐ দুইটি ঋক্ পূর্ব্বোক্ত পৃষ্ঠস্তোত্রদ্বয়ের অঙ্গ। এই গোসবাদি যাগে সংশয় হইতেছে এই যে, এস্থলে ঐ দুইটির কি বিকল্প হইবে অথবা সমুচ্চয় হইবে, কিংবা কোনটিরই প্রাপ্তি হইবে না? ইহাতে প্রথম পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এস্থলে বিকল্প হইবে, কারণ উভয়েরই প্রাপ্তি এখানে রহিয়াছে অথচ উভয়েই ইহারা তুল্যবল। ইতি ১ম পূর্ব্বপক্ষ।

মুখ্যেন বা নিয়ম্যেত ॥ ৬০ ॥

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "মুখ্যেন নিয়ম্যেত"—মুখ্যের দ্বারা নিয়ত (ব্যবস্থিত) হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন, এস্থলে উভয়ের বিকল্প হইবে না, কিন্তু কেবলমাত্র রথন্তরপৃষ্ঠনিমিত্তক যে উপবতী ঋক্ তাহারই প্রাপ্তি হইবে। কারণ তাহাই মুখ্য অর্থাৎ প্রথমপ্রাপ্ত। ইতি ২য় পূর্ব্বপক্ষ।

নিমিত্তবিঘাতাদ্ বা ক্রতুযুক্তস্য কর্ম্ম স্যাৎ ॥ ৬১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "নিমিত্তবিঘাতাৎ"—নিমিত্তদ্বয়েরই বিঘাত (অভাব) হইতেছে বলিয়া, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "ক্রতুযুক্তস্য কর্ম্ম স্যাৎ"—যাহা ক্রতুযুক্ত তাহারই অনুষ্ঠান হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে কোনটিরই গ্রহণ হইবে না। কারণ, প্রকৃতিযাগে এক একটি পৃষ্ঠ অন্যনিরপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্রভাবেই নিমিত্ত। কিন্তু এখানে উভয়ে মিলিত হইয়াই পৃষ্ঠ হইয়াছে। কাজেই প্রকৃতি যাগে যাহা প্রতিপদের নিমিত্ত ছিল এখানে তাহা নিমিত্ত থাকিতেছে না। এ কারণে এখানে নিমিত্ত না থাকায় উভয়ের বিকল্প অথবা সমুচ্চয় অথবা কেবলমাত্র একটিরই প্রাপ্তি ইহার কোনটাই হইতে পারিবে না। ইতি ১৬শ সংসব যাগে উপবতী এবং অগ্রবতীর অভাবাধিকরণ।

ঐন্দ্রবায়বস্যাগ্রবচনাদাদিতঃ প্রতিকর্ষঃ স্যাৎ ॥ ৬২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ঐন্দ্রবায়বস্য অগ্রবচনাৎ"—ঐন্দ্রবায়ব নামক গ্রহের প্রাথম্য উক্তি রহিয়াছে বলিয়া, "আদিতঃ"—সকলের আদিতে, "প্রতিকর্ষঃ স্যাৎ"—প্রতিকর্ষ অর্থাৎ প্রয়োগ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "ঐন্দ্রবায়বাগ্রাঃ গ্রহাঃ গৃহ্যন্তে" অর্থাৎ ঐন্দ্রবায়ব নামক গ্রহকে অগ্রে করিয়া অপরাপর গ্রহ গ্রহণীয়। কিন্তু ব্রাহ্মণকাণ্ডে "উপাংশুগ্রহঃ প্রথমঃ, অন্তর্যামগ্রহো দ্বিতীয়ঃ,

ঐন্দ্রবায়বগ্রহস্তৃতীয়ঃ" ইত্যাদি বচনে ঐন্দ্রবায়বগ্রহকে তৃতীয় বলা হইয়াছে। এই ঐন্দ্রবায়বগ্রহ কি উপাংশুগ্রহের পূর্ব্বে গ্রহণীয় অথবা তাহা পাঠক্রম অনুসারে তৃতীয় স্থানে গ্রহণীয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, উহা উপাংশুগ্রহের প্রথমেই গ্রহণীয়, কারণ "ঐন্দ্রবায়বাগ্রাঃ" ইত্যাদি বচনে উহার অগ্রতা বিহিত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বা ধর্ম্মাবিশেষাৎ তদ্ধর্ম্মাণাং স্বস্থানে প্রকরণা-দগ্রত্বমুচ্যতে ॥ ৬৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "ধর্ম্মাবিশেষাৎ" —অগ্রতারূপ ধর্ম্ম অবিশিষ্ট রহিয়াছে বলিয়া, "তদ্ধর্ম্মাণাং"—তাদৃশধর্ম্ম-বিশিষ্ট গ্রহ সকলের, "স্বস্থানে"—স্বস্থানে (গ্রহণ হইবে), "প্রকরণাৎ" —প্রকরণ অনুসারে, "অগ্রত্বম্ উচ্যতে"—অগ্রতা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ঐ যে ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ উহা সর্ব্বাগ্রে গ্রহণীয় হইবে না, কিন্তু পাঠক্রম অনুসারে উপাংশু গ্রহ প্রথমে, অন্তর্যাম গ্রহ দ্বিতীয় স্থানে এবং ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ তৃতীয় স্থানে গ্রাহ্য। অতএব ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ স্বস্থানেই গ্রহণীয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

ধারাসংযোগাচ্চ ॥ ৬৪ ॥

অক্ষরার্থ। "ধারাসংযোগাৎ চ"—ধারার সহিত সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "অগ্রা অব্যবচ্ছিন্নয়া ধারয়া গৃহ্নাতি" ইত্যাদি বাক্য ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের সহিত ধারার সংযোগ (সম্বন্ধ) রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যাইতেছে যে, যতগুলি ধারাগ্রহ আছে তন্মধ্যে ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ অগ্রে গ্রহণীয়। কাজেই উহা (স্বস্থানে, তৃতীয় স্থানে) গ্রহণীয় হইলেও ধারাগ্রহ সকল তৎপূর্ব্বে প্রাপ্ত নহে বলিয়া ধারাগ্রহ সকলের তুলনায় উহার অগ্রতাই থাকে। কাজেই উহার অগ্রতা উল্লেখ অনর্থক নহে। অতএব ঐন্দ্রবায়বগ্রহের যে স্থান তাহার বাধ হইবে না। ইতি ১৭শ ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের সর্ব্বাগ্রে অগ্রতিকর্ষাধিকরণ।

কামসংযোগে তু বচনাদাদিতঃ প্রতিকর্ষঃ স্যাৎ ॥ ৬৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষদ্যোতক, "কামসংযোগে"—কামনার সম্বন্ধ থাকিলে অর্থাৎ কাম্য স্থলে, "বচনাৎ"—বচনবলে, "আদিতঃ প্রতিকর্ষঃ স্যাৎ"—আদিতেই প্রয়োগ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে "ঐন্দ্রবায়বাগ্রান্ গ্রহান্ গৃহ্লীয়াৎ যঃ কাময়েত যথাপূর্ব্বং প্রজাঃ কল্পেরন্"। ইত্যাদি বচনে বিশেষ কামনায় ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা বিহিত হইয়াছে। এস্থলে ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের যে অগ্রতা তাহা কাম্যবিষয়ক বলিয়া তাহা কি সর্ব্বাদিতে গ্রহণীয় অথবা তাহা যথাস্থানে গ্রহীতব্য, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এস্থলে ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ সর্ব্বাগ্রে গ্রহণীয়। কারণ, ইহা কাম্যবিষয়ক বলিয়া স্বতন্ত্র বচনে বিহিত হইয়াছে, অন্যথা ঐ বচনটি অনর্থক হইয়া পড়ে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

তদ্দেশানাং বাঽগ্রসংযোগাৎ তদ্‌যুক্তং কামশাস্ত্রং
স্যান্নিত্যসংযোগাৎ ॥ ৬৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "তদ্দেশানাম্ অগ্রসংযোগাৎ"—স্ব স্ব দেশ (স্থান) যুক্ত গ্রহ সকলেরই অগ্রতা সম্বন্ধ বিহিত হইয়াছে বলিয়া, "কামশাস্ত্রং তদ্‌যুক্তং স্যাৎ"—কামশাস্ত্র অর্থাৎ কামনাবিষয়ক ঐ বাক্য তদ্দেশযুক্ত গ্রহকেই বুঝাইবে, "নিত্যসংযোগাৎ"—যেহেতু, এখানে নিত্য পদার্থেতেই (সংযোগপৃথক্ত্বন্যায়ে) ফলসংযোগ বোধিত হইতেছে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন, এখানে সর্ব্বাগ্রতা বিহিত হইতে পারে না, কারণ, ঐ বিধিটি ধারাগ্রহের প্রকরণে পঠিত; সেই প্রকরণ লঙ্ঘন করিবার কোন কারণ নাই। অতএব উহা যথাস্থানেই গ্রহণীয় হইবে, আর তাহাতেই উহা সংযোগপৃথক্ত্ব ন্যায়ে কাম্যফলেরও হেতু হইবে। ইতি ১৮শ কামসম্বন্ধ থাকিলেও ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের আদিতে অপ্রতিকর্ষাধিকরণ।

পরেষু চাগ্রশব্দঃ পূর্ব্ববৎ স্যাত্তদাদিষু ॥ ৬৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পরেষু তদাদিষু"—অন্যান্য তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রহসকলে, "চ"—পূর্ব্বপক্ষদ্যোতক, "অগ্রশব্দঃ পূর্ব্ববৎ স্যাৎ"—অগ্রশব্দটি পূর্ব্বের ন্যায় অর্থ বুঝাইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে ঐ স্থলেই উপদিষ্ট হইয়াছে "শুক্রাগ্রান্ গ্রহান্ গৃহ্ণীয়াৎ অভিচরতঃ" অর্থাৎ "অভিচারকালে শুক্র গ্রহকে অগ্রে করিয়া অন্যান্য গ্রহ গ্রহণ করিতে হইবে। এ স্থলেও কি শুক্রগ্রহ স্বস্থানে গ্রহণীয় অথবা সর্ব্বাদিতে উহার প্রতিকর্ষ হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এই শুক্রগ্রহও পূর্ব্বন্যায়ে স্বস্থানেই গ্রহণীয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

প্রতিকর্ষো বা নিত্যার্থেনাগ্রস্য তদসংযোগাৎ ॥ ৬৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রতিকর্ষঃ"—প্রতিকর্ষ হইবে অর্থাৎ ঐন্দ্রবায়ব হইতে চতুর্থ স্থানে স্থিত যে শুক্রগ্রহ ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের পূর্ব্বে তাহার প্রতিকর্ষ অর্থাৎ সম্বন্ধ হইবে, "নিত্যার্থেন অগ্রস্য তদসংযোগাৎ"—যে হেতু, নিত্য যে ঐন্দ্রবায়বতা তাহার প্রাথম্য পরিপ্রাপ্ত বলিয়া শুক্রগ্রহের যে কাম্য অগ্রতা তাহার তথায় প্রাপ্তি—রূপসংযোগ (সম্বন্ধ) নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, শুক্রগ্রহের প্রতিকর্ষ হইবে; কারণ, বিশেষ ফলের কামনায় তাহার অগ্রতা বিহিত হইয়াছে; কারণ, তাহার অগ্রতা পূর্ব্ব হইতে প্রাপ্ত ছিল না, যে হেতু ঐন্দ্রবায়ব হইতে যে চতুর্থ স্থান সেইখানেই শুক্রগ্রহের প্রাপ্তি। পক্ষান্তরে ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের যে অগ্রতা তাহা পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্ত; একারণে কামসংযোগ থাকিলেও তাহার অগ্রত নূতন করিয়া আর বিহিত হইতে পারে না। ইহাই পূর্ব্বাধিকরণে বিচারিত কাম্য ঐন্দ্রবায়বাগ্রতার সহিত অত্রবিচার্য্য শুক্রাগ্রতার প্রভেদ। অতএব পাঠক্রম অনুসারে শুক্র-গ্রহের যে চতুর্থস্থনতা কাম্য অর্থের দ্বারা তাহার বাধ হওয়ায় ঐন্দ্রবায়বগ্রহের পূর্ব্বেই তাহা গ্রহণীয় হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রতিকর্ষঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৬৯ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রতিকর্ষং দর্শয়তি চ"—স্বয়ং শ্রুতিই ইহার প্রতিকর্ষ দেখাইয়া দিতেছেন।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "ধারয়েয়ু স্তং যং কামায় গৃহ্ণীয়ুঃ। ঐন্দ্রবায়বং গৃহীত্বা সাদয়েৎ তং যং কামায় গৃহ্ণীয়ুঃ" অর্থাৎ "যেটা কামনার জন্য গ্রহণ করা হইবে সেটিকে ধারণ করিবে। ঐন্দ্রবায়ব গ্রহটিকে গ্রহণ করিয়া তদনন্তর সেটিকে রাখিয়া দিবে যেটি কামনার জন্ত গ্রহণ করা হইবে"—এই যে বচন রহিয়াছে ইহার তাৎপর্য্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে কাম্য গ্রহের প্রতিকর্ষ হইবে। ইতি ১৯শ আশ্বিনাদি গ্রহের প্রতিকর্ষাধিকরণ।

পুরস্তাদৈন্দ্রবায়বস্যাগ্রস্য কৃতদেশত্বাৎ ॥ ৭০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "পুরস্তাৎ ঐন্দ্রবায়বস্য"—(ঐ যে প্রতিকর্ষ উহা) ঐন্দ্রবায়বের পূর্ব্বে হইবে, "অগ্রস্য কৃতদেশত্বাৎ"—যেহেতু, অগ্রের দেশ (স্থান) কৃত অর্থাৎ নিরূপিত হইয়া আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণে "শুক্রাগ্রানভিচরতঃ" ইত্যাদি বাক্যে ঐ যে শুক্রগ্রহ প্রভৃতির অগ্রতার বিষয় আলোচিত হইল ঐ অগ্রতা কি অবিশেষে সকল গ্রহের পূর্ব্বে হইবে অথবা উহা ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের পূর্ব্বে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, বিশেষত্ববোধক কোন নিয়ম যখন নাই তখন 'উপাংশু' প্রভৃতি সকল গ্রহের পূর্ব্বেই উহা হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অবশেষে সকল গ্রহের পূর্ব্বে প্রতিকর্ষ হইবে না, কিন্তু ঐন্দ্রবায়বগ্রহের পূর্ব্বেই ঐ প্রতিকর্ষ হইবে। কারণ, 'উপাংশু' এবং 'অন্তর্যাম' নামক দুইটি গ্রহের পরে এবং ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের পূর্ব্বে ঐ স্থান বিহিত হইয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

তুল্যধর্ম্মত্বাচ্চ ॥ ৭১ ॥

অক্ষরার্থ। "তুল্যধর্ম্মত্বাৎ চ"—ঐন্দ্রবায়বাগ্রতার ন্যায় এ গুলিও তুল্যধর্ম্মা হইতেছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বসূত্রে যে, "কৃতদেশত্বাৎ" বলা হইয়াছে তাহারই হেতু বলিতেছেন "তুল্যধর্ম্মত্বাৎ"। 'ঐন্দ্রবায়ব' গ্রহ যেমন ধারাগ্রহের স্থানে প্রাপ্ত

হয় তৎপূর্ব্বে নহে, এই শুক্রগ্রহ প্রভৃতিগুলিরও সেইরূপ ধারাগ্রহদেশতা রহিয়াছে। কাজেই সেইস্থানে যে কয়টি গ্রহ আছে তদপেক্ষা অগ্রতাই এখানে বিবক্ষিত। আর উপাংশু প্রভৃতি গ্রহগুলি ধারাগ্রহ নহে। কাজেই তৎপূর্ব্বে আসিতে পারে না।

তথা চ লিঙ্গদর্শনম্ ॥ ৭২ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "লিঙ্গদর্শনং চ"—লিঙ্গদর্শনও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। উহা যে ধারাগ্রহের স্থানেই প্রাপ্ত তাহা "ধরয়েয়ুস্তং কং কামায় গৃহ্লীয়ুঃ" ইত্যাদি শ্রুতির জ্ঞাপকতা হইতেও সিদ্ধ হয়। ইতি ২০শ ঐন্দ্রবায়বাদির পূর্ব্বে আশ্বিনাদি গ্রহের প্রতিকর্ষাধিকরণ।

সাদনঞ্চাপি শেষত্বাৎ ॥ ৭৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সাদনম্ অপি চ"—সাদনও (প্রতিকর্ষ প্রাপ্ত হইবে), "শেষত্বাৎ"—যেহেতু, তাহা গ্রহের অঙ্গ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণ কয়টিতে অপকর্ষবোধক যে বিষয়বাক্য উদাহৃত হইয়াছে তাহাতেই পুনরায় এই প্রকার সংশয় হয় যে, সাদনেরও প্রতিকর্ষ হইবে কি না? সাদন অর্থ স্থাপন। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, শ্রুতিমধ্যে কেবল গ্রহণেরই প্রতিকর্ষ উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সাদনের কথা বলা হয় নাই। কাজেই এ সমস্ত বিষয় যখন শ্রুতিনির্ণেয় তখন শ্রুতি না থাকায় সাদন অশ্রুত বলিয়া তাহার প্রতিকর্ষ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সাদনেরও প্রতিকর্ষ হইবে। কারণ, সাদন এখানে অর্থাপত্তি সিদ্ধ। যেহেতু, একটি গ্রহকে প্রথমে ধারণ করিয়া সেটিকে সাদন (স্থাপন) না করিলে অপর একটি গ্রহ ধারণ করা অসম্ভব। কাজেই সাদন গ্রহের শেষ-(অঙ্গ)-ভূত বলিয়া গ্রহের অপকর্ষে সাদনেরও অপকর্ষ হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ৭৪ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও (সাদনের অপকর্ষ হইবে)।

ভাষ্যভাবার্থ। সাদনের যে অপকর্ষ হইবে তাহা "ঐন্দ্রবায়বং গৃহীত্বা সাদয়েৎ। অথ তং সাদয়েৎ যং কামায় গৃহ্নীয়ুঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবচনের জ্ঞাপকতা হইতেও সিদ্ধ হয়। ইতি ২১শ সাদনের প্রতিকর্ষাধিকরণ।

প্রদানঞ্চাপি সাদনবৎ ॥ ৭৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রদানম্ অপি চ"—প্রদানও (প্রতিকর্ষ প্রাপ্ত হইবে), "সাদনবৎ"—সাদনের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণগুলির বিষয় বাক্যটিতে পুনরায় অন্য প্রকার সংশয় এই যে, ঐ কাম্য গ্রহগুলির গ্রহণের অপকর্ষ হইলে প্রদানেরও (দেবতাকে সেই গ্রহের দ্বারা যে সোমদান করা হয় তাহারও) অপকর্ষ হইবে কি না ? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, সাদনের ন্যায় প্রদানেরও অপকর্ষ হইবে। কারণ প্রদান এবং গ্রহণ পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত ; যে হেতু, প্রদানের জন্যই গ্রহ গ্রহণ করা হয়। আর গ্রহণের যখন অপকর্ষ হইতেছে তখন প্রদানের অপকর্ষ না হইলে গ্রহণের অপকর্ষ নিরর্থক হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন বা প্রধানত্বাচ্ছেষত্বাৎ সাদনং তথা ॥ ৭৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "ন"—না অর্থাৎ তাহা (প্রদানের অপকর্ষ) হইবে না, "প্রধানত্বাৎ"—যে হেতু, তাহা (প্রদান) প্রধান, "শেষত্বাৎ সাদনং তথা"—পক্ষান্তরে সাদন শেষ (অঙ্গ) সুতরাং অপ্রধান বলিয়া তাহার অপকর্ষ হইতে পারে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রদানের প্রতিকর্ষ হইতে পারে না। কারণ, প্রদান প্রধান, আর গ্রহণ তাহার গুণ, সুতরাং তাহার তুলনায় অপ্রধান। আর গুণের অনুরোধে প্রধানের অপকর্ষ যুক্তিযুক্ত নহে। পক্ষান্তরে সাদনের তুলনায় গ্রহণ প্রধান, যে হেতু সাদন তাহার অঙ্গ। আর প্রধানের অনুরোধে গুণের অন্যথাভাব হওয়া বিরুদ্ধ নহে। কাজেই গ্রহণের অপকর্ষ হইলে সাদনেরও অপকর্ষ হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রদানেরও অপকর্ষ হওয়া সঙ্গত নহে। ইতি ২২ প্রদানের অপ্রতিকর্ষাধিকরণ।

ত্র্যানীকায়াং ন্যায়োক্তেষ্বাম্নানং গুণার্থং স্যাৎ ॥ ৭৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ত্র্যনীকায়াং"—ত্রনীকায়, "ন্যায়োক্তেষু আম্নানং" —যাহা ন্যায়োক্ত অর্থাৎ অতিদেশবলে প্রাপ্ত তাহারও যে আম্নান অর্থাৎ পুনর্বিধান তাহা, "গুণার্থং স্যাৎ"—গুণার্থ (অর্থবাদ) হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। দ্বাদশাহ যাগের প্রথম, অন্তিম এবং দশম দিন ছাড়া অবশিষ্ট যে নয়টি দিন তাহার ক্রিয়ার নাম 'ত্র্যনীকা'। সেই নয় দিনের যে ক্রিয়া তাহাতে ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা, শুক্রাগ্রতা এবং আগ্রয়ণাগ্রতা—এই তিনটি অনীক অর্থ অগ্রতা রহিয়াছে বলিয়া তাহাকে 'ত্র্যনীকা' বলা হয়। এতদনুসারে ঐ নয় দিনকেও ত্র্যনীকা বলা হইয়া থাকে। কারণ, ঐ নয় দিনের প্রত্যেক দিনে যথাক্রমে ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা, শুক্রাগ্রতা এবং আগ্রয়ণাগ্রতা—পুনরায় ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা ইত্যাদি প্রকারে তিনটি অগ্রতা বিহিত হইয়াছে। কিন্তু দ্বাদশাহ যাগের দ্বিতীয় দিনের যে ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা, এবং আগ্রয়ণাগ্রতা তাহা রথন্তরনিমিত্তক, রথন্তর সাম তাহার নিমিত্ত অর্থাৎ তথায় রথন্তর নামক সাম থাকে বলিয়া ঐরূপ করিতে হয়। আর দ্বাদশাহযাগের তৃতীয় দিনের যে ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা, তাহা বৃহন্নিমিত্তক অর্থাৎ 'বৃহৎ' নামক সাম তাহার নিমিত্ত। প্রকৃতিযাগেও ঐ দুই দিনেই তাদৃশ অগ্রতা যথাক্রমে রথন্তরনিমিত্তক এবং বৃহন্নিমিত্তক। সুতরাং প্রকৃতিযাগ হইতেই যখন অতিদেশবলে ঐগুলির প্রাপ্তি হইতে পারে তখন এস্থলে ঐগুলির পুনরায় বিধান করা হইল কেন?—এই যে পুনর্বিধান ইহা কি অনুবাদ, না পরিসংখ্যা, না অর্থবাদ, না বিধি?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ইহা প্রাপ্তের বিধি বলিয়া অনুবাদ। ইহার উত্তরে অপর এক বাদী বলেন, ইহা পরিসংখ্যা; যেহেতু, ইহাকে যদি অনুবাদ বলা হয় তাহা হইলে ইহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। অতএব ইহা দ্বারা গুণান্তরের পরিসংখ্যা অর্থাৎ নিষেধ করা হইয়াছে, এইরূপ বলাই সঙ্গত। দ্বিতীয় বাদীর এইপ্রকার যুক্তি শুনিয়া তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, পরিসংখ্যা ত্রিদোষগ্রস্তা; কাজেই গত্যন্তর সম্ভব হইলে তাহা স্বীকার করা উচিত নহে। অতএব "আম্নানং গুণার্থং স্যাৎ"—এই বিকৃতি যাগের স্থলে এই যে পুনরুল্লেখ ইহা স্তুত্যর্থক অর্থবাদ। কারণ, চতুর্থ দিনে আগ্রয়ণাগ্রতা প্রাপ্ত ছিল না। এখানে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকারে তাহার প্রশংসা করা হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বাঽহর্গণেষ্বগ্নিবৎ সমানবিধানং স্যাৎ ॥ ৭৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "অহর্গণেষু"—অহর্গণাত্মক দ্বাদশাহযাগের ত্র্যনীকায়, "সমানবিধানং স্যাৎ"—সমান-বিধান হইবে, "অগ্নিবৎ"—অগ্নির বিধানের স্থায়। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, উহাকে অর্থবাদ বলিলে সমগ্র বাক্যে লক্ষণা করিতে হয়। অতএব "সমানবিধানং স্যাৎ"—আগ্রয়ণাগ্রের স্থায় ইহাও ঐ একই বিধির বিষয়; "অগ্নিবৎ"—যেমন দ্বিরাত্রাদি যাগে অগ্নিষ্টোমীয় বিধিবলেই অতিদেশতঃ অগ্নির প্রাপ্তি হইলেও তথায় পুনরায় অগ্নির বিধান করা হইয়াছে এস্থলেও সেইরূপ স্বতন্ত্রবিধির বিষয়রূপে ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা এবং শুক্রাগ্রতা অভিহিত হইয়াছে। কারণ, অতিদেশবলে যদি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহা রথন্তরনিমিত্তক এবং বৃহন্নিমিত্তক বলিয়া নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে। আর সেই 'রথন্তর' এবং 'বৃহৎ' রূপ নিমিত্তের অভাবে তাহার অপ্রাপ্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু এই বিধি দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা এবং শুক্রাগ্রতা বিহিত হইয়াছে বলিলে যে স্থলে রথন্তরসাম বা বৃহৎসাম রূপ নিমিত্ত নাই তথায়ও উহাদের প্রাপ্তি হইবে। এই কারণেই স্বতন্ত্র বিধি দ্বারা উহার বিধান করা হইয়াছে। ইতি ২৩শ ত্র্যনীকায় ঐন্দ্রবায়বাগ্রতোক্তির সমানবিধ্যগ্রতাধিকরণ।

দ্বাদশাহস্য ব্যূঢ়সমূঢ়ত্বং পৃষ্ঠবৎ সমানবিধানং
স্যাৎ ॥ ৭৯ ॥ (পুঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্বাদশাহস্য"—দ্বাদশাহযাগের, "ব্যূঢ়সমূঢ়ত্বং"—যে ব্যূঢ়তা এবং সমূঢ়তা তাহা, "সমানবিধানং স্যাৎ"—সমানবিধান হইবে, "পৃষ্ঠবৎ"—রথন্তর এবং বৃহৎপৃষ্ঠ সামের স্থায়।

ভাষ্যভাবার্থ। দ্বাদশাহযাগ দ্বিবিধ—সমূঢ় এবং ব্যূঢ়। তন্মধ্যে পূর্ব্ব অধিকরণে যে দ্বাদশাহ যাগের বিষয় আলোচিত হইল তাহা সমূঢ়। তাহাতে যাগের প্রায়ণীয় দিনরূপ প্রথম দিবসে, উদয়নীয়দিনরূপ অন্তিম দিবসে এবং দশম দিনে ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা। আর অবশিষ্ট যে নয় দিন তাহার প্রথম দিনে ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা,

দ্বিতীয় দিনে শুক্রাগ্রতা এবং তৃতীয় দিনে আগ্রয়ণাগ্রতা। অবশিষ্ট ছয় দিনে এই ভাবেই ঐন্দ্রবায়বাগ্রতাদির আবৃত্তি হইবে। অর্থাৎ ঐ অবশিষ্ট নয়দিনের চতুর্থ দিনে ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা, পঞ্চম দিনে শুক্রাগ্রতা এবং ষষ্ঠদিনে আগ্রয়ণাগ্রতা। সপ্তমদিনে আবার ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা, অষ্টম দিনে শুক্রাগ্রতা এবং নবম দিনে আগ্রয়ণাগ্রতা। এইরূপ ভাবে গ্রহ গ্রহণ করিতে হয়। ইহা সমূঢ় দ্বাদশাহ যাগের বৈশিষ্ট্য। ব্যূঢ় দ্বাদশাহ যাগে প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয় দিবসে অর্থাৎ গোটা যাগটার প্রথম এবং চরম দিবসে ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা। আর বাকী দশ দিনের প্রথম দিনে ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা, দ্বিতীয় দিনে শুক্রাগ্রতা, তৃতীয় এবং চতুর্থ দুইটিতে আগ্রয়ণাগ্রতা, পঞ্চম দিনে ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা, ষষ্ঠ এবং সপ্তম দিনদ্বয়ে শুক্রাগ্রতা, অষ্টমদিনে আগ্রয়ণাগ্রতা আর নবম এবং দশম দিন দুইটিতে ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা ;—এই ভাব করিয়া গ্রহ গ্রহণ করিবে। ইহা ব্যূঢ় দ্বাদশাহযাগের বিশেষত্ব। এই যে ব্যূঢ় দ্বাদশাহযাগ ইহা কি প্রকৃতিভূত স্বতন্ত্রযাগ অথবা ইহা সমূঢ়দ্বাদশাহযাগেরই বিকৃতি, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ইহা প্রকৃতিভূত স্বতন্ত্র একটি যাগ। যেহেতু, ইহাদের উভয়েরই বিধির মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া কোন্‌টি বিকৃতি এবং কোন্‌টি প্রকৃতি তাহার বিনিগমনা নাই। "পৃষ্ঠবৎ"—রথন্তর এবং বৃহৎপৃষ্ঠ এই দুই প্রকার জ্যোতিষ্টোমই যেমন প্রকৃত্যাত্মক ইহাও সেইরূপ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ব্যূঢ়ো বা লিঙ্গদর্শনাৎ সমূঢ়বিকারঃ স্যাৎ ॥ ৮০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বাপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "ব্যূঢ়ঃ সমূঢ়বিকারঃ স্যাৎ"—ব্যূঢ় দ্বাদশাহ যাগ সমূঢ়েরই বিকার, "লিঙ্গদর্শনাৎ"—যে হেতু, সেইরূপ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ব্যূঢ় সমূঢ়েরই বিকৃতি হইবে। কারণ ব্যূঢ় যাগের চতুর্থ দিন সম্বন্ধে "ঐন্দ্রবায়বস্য বা এতদায়তনং যচ্চতুর্থমহঃ" অর্থাৎ "এই যে চতুর্থ দিন ইহা ঐন্দ্রবায়বগ্রহেরই আয়তন"—ইত্যাদিরূপ যে শ্রুতিবচন আছে ইহার জ্ঞাপকতা হইতে উহা নিরূপিত হয়। যে হেতু, ব্যূঢ় যদি সমূঢ়ের বিকার না হয়, তাহা হইলে এই প্রকার উক্তি সঙ্গত হয় না। ইতি সিদ্ধান্ত।

কামসংযোগাৎ ॥ ৮১ ॥

অক্ষরার্থ। "কামসংযোগাৎ"—কামনাসম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। ব্যূঢ় দ্বাদশাহ যে সমূঢ়েরই বিকার তাহার আরও কারণ, উহার মধ্যে "যঃ কাময়েত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি বচনে কামনাসম্বন্ধ বোধিত হইয়াছে। আর যাহা কাম্য তাহা নিত্যের বিকার হইয়া থাকে।

তস্যোভয়থা প্রবৃত্তিরৈককর্ম্ম্যাৎ ॥ ৮২ ॥

অক্ষরার্থ। "তস্য"—তাহার অর্থাৎ সেই দ্বাদশাহের, "উভয়থা প্রবৃত্তিঃ"—উভয় প্রকারে অর্থাৎ সমূঢ় এবং ব্যূঢ় উভয় প্রকারে বা উভয়েরই ধর্ম্ম লইয়া প্রবৃত্তি হইবে, "ঐককর্ম্ম্যাৎ"—যেহেতু, দুইটি কর্ম্মই এক অর্থাৎ প্রকৃতিভূত।

ভাষ্যভাবার্থ। সমূঢ় ও ব্যূঢ় দ্বাদশাহ যাগের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতিত্ব বিচারের ফল (প্রয়োজন) কি তাহাই এই সূত্রে বলা হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতানুসারে দুইটিই প্রকৃতিভূতযাগ বলিয়া অহর্গণাদি বিকৃতিযাগে ইহাদের উভয়েরই ধর্ম্ম বিকল্পিত ভাবে প্রাপ্ত হইবে। আর সিদ্ধান্তীর মতানুসারে ব্যূঢ় দ্বাদশাহযাগ বিকৃতিভূত বলিয়া উক্তস্থলে অর্থাৎ অহর্গণাদি বিকৃতিযাগে তাহার ধর্ম্মের অতিদেশ হইবে না। কিন্তু তাদৃশ স্থলে প্রকৃতিভূত সমূঢ় দ্বাদশাহেরই ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইবে। ইতি ২৪শ ব্যূঢ়দ্বাদশাহের সমূঢ়বিকারত্বাধিকরণ।

একাদশিনবৎ ত্র্যনীকাপরিবৃত্তিঃ স্যাৎ ॥ ৮৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "একাদশিনবৎ"—পশ্বেকাদশিনীর ন্যায় "ত্র্যনীকা-পরিবৃত্তিঃ স্যাৎ"—ত্র্যনীকার পরিবৃত্তি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে 'গবাময়ন' নামক যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে। উহা সমূঢ় দ্বাদশাহের বিকৃতি। সমূঢ় দ্বাদশাহের আবার নয়টি দিনে 'ত্র্যনীকা' আছে। ইহার বিবরণ পূর্ব্ব এবং পূর্ব্বতর অধিকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং 'গবাময়ন' যাগটি যখন সমূঢ় দ্বাদশাহের বিকৃতি তখন উহার ত্র্যনীকাও তাহাতে অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু গবাময়ন সম্বৎসরসাধ্য বলিয়া তাহাতে (সাবন গণনা অনুসারে) তিনশত ষাট দিন এবং অধিক একদিন মোট ৩৬১ দিনের অনুষ্ঠান আছে বলিয়া তাঁহার মধ্যে বহুবার ত্র্যনীকার আবৃত্তি করিতে হয়। এই

দ্বিতীয় দিনে শুক্রাগ্রতা এবং তৃতীয় দিনে আগ্রয়ণাগ্রতা। অবশিষ্ট ছয় দিনে এই ভাবেই ঐন্দ্রবায়বাগ্রতাদির আবৃত্তি হইবে। অর্থাৎ ঐ অবশিষ্ট নয়দিনের চতুর্থ দিনে ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা, পঞ্চম দিনে শুক্রাগ্রতা এবং ষষ্ঠদিনে আগ্রয়ণাগ্রতা। সপ্তমদিনে আবার ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা, অষ্টম দিনে শুক্রাগ্রতা এবং নবম দিনে আগ্রয়ণাগ্রতা। এইরূপ ভাবে গ্রহ গ্রহণ করিতে হয়। ইহা সমূঢ় দ্বাদশাহ যাগের বৈশিষ্ট্য। ব্যূঢ় দ্বাদশাহ যাগে প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয় দিবসে অর্থাৎ গোটা যাগটার প্রথম এবং চরম দিবসে ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা। আর বাকী দশ দিনের প্রথম দিনে ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা, দ্বিতীয় দিনে শুক্রাগ্রতা, তৃতীয় এবং চতুর্থ দুইটিতে আগ্রয়ণাগ্রতা, পঞ্চম দিনে ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা, ষষ্ঠ এবং সপ্তম দিনদ্বয়ে শুক্রাগ্রতা, অষ্টমদিনে আগ্রয়ণাগ্রতা আর নবম এবং দশম দিন দুইটিতে ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা ;—এই ভাব করিয়া গ্রহ গ্রহণ করিবে। ইহা ব্যূঢ় দ্বাদশাহযাগের বিশেষত্ব। এই যে ব্যূঢ় দ্বাদশাহযাগ ইহা কি প্রকৃতিভূত স্বতন্ত্রযাগ অথবা ইহা সমূঢ়দ্বাদশাহযাগেরই বিকৃতি, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ইহা প্রকৃতিভূত স্বতন্ত্র একটি যাগ। যেহেতু, ইহাদের উভয়েরই বিধির মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া কোন্‌টি বিকৃতি এবং কোন্‌টি প্রকৃতি তাহার বিনিগমনা নাই। "পৃষ্ঠবৎ"—রথন্তর এবং বৃহৎপৃষ্ঠ এই দুই প্রকার জ্যোতিষ্টোমই যেমন প্রকৃত্যাত্মক ইহাও সেইরূপ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ব্যূঢ়ো বা লিঙ্গদর্শনাৎ সমূঢ়বিকারঃ স্যাৎ ॥ ৮০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বাপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "ব্যূঢ়ঃ সমূঢ়বিকারঃ স্যাৎ"—ব্যূঢ় দ্বাদশাহ যাগ সমূঢ়েরই বিকার, "লিঙ্গদর্শনাৎ"—যে হেতু, সেইরূপ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ব্যূঢ় সমূঢ়েরই বিকৃতি হইবে। কারণ ব্যূঢ় যাগের চতুর্থ দিন সম্বন্ধে "ঐন্দ্রবায়বস্ত বা এতদায়তনং যচ্চতুর্থমহঃ" অর্থাৎ "এই যে চতুর্থ দিন ইহা ঐন্দ্রবায়বগ্রহেরই আয়তন"—ইত্যাদিরূপ যে শ্রুতিবচন আছে ইহার জ্ঞাপকতা হইতে উহা নিরূপিত হয়। যে হেতু, ব্যূঢ় যদি সমূঢ়ের বিকার না হয়, তাহা হইলে এই প্রকার উক্তি সঙ্গত হয় না। ইতি সিদ্ধান্ত।

কামসংযোগাৎ ॥ ৮১ ॥

অক্ষরার্থ। "কামসংযোগাৎ"—কামনাসম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। ব্যূঢ় দ্বাদশাহ যে সমূঢ়েরই বিকার তাহার আরও কারণ, উহার মধ্যে "যঃ কাময়েত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি বচনে কামনাসম্বন্ধ বোধিত হইয়াছে। আর যাহা কাম্য তাহা নিত্যের বিকার হইয়া থাকে।

তস্যোভয়থা প্রবৃত্তিরৈককর্ম্ম্যাৎ ॥ ৮২ ॥

অক্ষরার্থ। "তস্য"—তাহার অর্থাৎ সেই দ্বাদশাহের, "উভয়থা প্রবৃত্তিঃ"—উভয় প্রকারে অর্থাৎ সমূঢ় এবং ব্যূঢ় উভয় প্রকারে বা উভয়েরই ধর্ম্ম লইয়া প্রবৃত্তি হইবে, "ঐককর্ম্ম্যাৎ"—যেহেতু, দুইটি কর্ম্মই এক অর্থাৎ প্রকৃতিভূত।

ভাষ্যভাবার্থ। সমূঢ় ও ব্যূঢ় দ্বাদশাহ যাগের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতিত্ব বিচারের ফল (প্রয়োজন) কি তাহাই এই সূত্রে বলা হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতানুসারে দুইটিই প্রকৃতিভূতযাগ বলিয়া অহর্গণাদি বিকৃতিযাগে ইহাদের উভয়েরই ধর্ম্ম বিকল্পিত ভাবে প্রাপ্ত হইবে। আর সিদ্ধান্তীর মতানুসারে ব্যূঢ় দ্বাদশাহযাগ বিকৃতিভূত বলিয়া উক্তস্থলে অর্থাৎ অহর্গণাদি বিকৃতিযাগে তাহার ধর্ম্মের অতিদেশ হইবে না। কিন্তু তাদৃশ স্থলে প্রকৃতিভূত সমূঢ় দ্বাদশাহেরই ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইবে। ইতি ২৪শ ব্যূঢ়দ্বাদশাহের সমূঢ়বিকারত্বাধিকরণ।

একাদশিনবৎ ত্র্যনীকাপরিবৃত্তিঃ স্যাৎ ॥ ৮৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "একাদশিনবৎ"—পশ্বেকাদশিনীর ন্যায় "ত্র্যনীকা-পরিবৃত্তিঃ স্যাৎ"—ত্র্যনীকার পরিবৃত্তি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে 'গবাময়ন' নামক যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে। উহা সমূঢ় দ্বাদশাহের বিকৃতি। সমূঢ় দ্বাদশাহের আবার নয়টি দিনে 'ত্র্যনীকা' আছে। ইহার বিবরণ পূর্ব্ব এবং পূর্ব্বতর অধিকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং 'গবাময়ন' যাগটি যখন সমূঢ় দ্বাদশাহের বিকৃতি তখন উহার ত্র্যনীকাও তাহাতে অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু গবাময়ন সম্বৎসরসাধ্য বলিয়া তাহাতে (সাবন গণনা অনুসারে) তিনশত ষাট দিন এবং অধিক একদিন মোট ৩৬১ দিনের অনুষ্ঠান আছে বলিয়া তাহার মধ্যে বহুবার ত্র্যনীকার আবৃত্তি করিতে হয়। এই

আবৃত্তি দুই রকমে হইতে পারে। সমূঢ় দ্বাদশাহযাগে যেমন নয়দিনে একটি ত্র্যনীকা সম্পন্ন হয়, সেইরূপ প্রথম নয় দিনে একটি ত্র্যনীকা, দ্বিতীয় নয় দিনে অপর একটি ত্র্যনীকা—এইরূপ যতক্ষণ না বৎসর পূর্ণ হয় ততক্ষণ ত্র্যনীকা করা যায়। ইহাকে 'দণ্ডাকলিত' ন্যায়ে অনুষ্ঠান বলে। আবার ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়দিনাত্মক সম্বৎসরকে দুই ভাগ করিয়া তাহার প্রত্যেক ভাগকে (১৮০ দিনকে) নয় ভাগ করিয়া যতগুলি দিবস পাওয়া যায়, উপর্য্যুপরি ততগুলি দিবসে ত্র্যনীকার প্রথম দিবসের অনুষ্ঠান, অনন্তর তাবৎসংখ্যক দিবসে ত্র্যনীকার দ্বিতীয় দিবসের অনুষ্ঠান, এই ক্রমে নয় দিনের অনুষ্ঠানে প্রথম ভাগের পূর্ত্তি ; তদনন্তর একদিন 'বিষুবৎ' নামক দিবস ; তাহার পর আবার পূর্ব্বের ন্যায় ১৮০ দিন ত্র্যনীকা করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া দ্বিতীয় ভাগে বৎসর পূর্ণ করা যায়। ইহাকে স্বস্থানবিবৃদ্ধি বলা হয়। 'গবাময়নে' ত্র্যনীকার যে আবৃত্তি তাহা কি ভাবে কর্ত্তব্য ?—তাহা কি দণ্ডাকলিতন্যায়ে অনুষ্ঠেয় অথবা তাহা স্বস্থানবিবৃদ্ধিক্রমে করণীয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, পশ্বেকাদশিনীর ন্যায় তাহা দণ্ডাকলিত ন্যায়েই কর্ত্তব্য। কারণ, "ঐন্দ্রবায়বাগ্রং প্রথমমহঃ। অথ শুক্রাগ্রম্ অথাগ্রয়ণাগ্রম্" এই শ্রুতিবাক্যে 'অথ' শব্দবোধিত ক্রমবিশিষ্ট অহঃ শব্দটি বিবক্ষিত। কিন্তু স্বস্থানবিবৃদ্ধি স্বীকার করিলে ইহার বাধ হইয়া পড়ে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

স্বস্থানবিবৃদ্ধির্বাঽহ্নামপ্রত্যক্ষসংখ্যত্বাৎ ॥ ৮৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "স্বস্থানবিবৃদ্ধিঃ"—স্বস্থানবিবৃদ্ধি ন্যায়ে হইবে, "অহ্নাম্ অপ্রত্যক্ষসংখ্যত্বাৎ"—যেহেতু, নয়টি দিনের সংখ্যা প্রত্যক্ষ নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে দণ্ডাকলিতন্যায়ে আবৃত্তি হইবে না, কিন্তু স্বস্থানবিবৃদ্ধিই হইবে। যেহেতু, এ স্থলে নব সংখ্যাবিশিষ্ট দিন প্রত্যক্ষবচনবোধিত নহে। অতএব এ স্থলে অহঃশব্দ বিবক্ষিত নহে, কারণ তাহা হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়িবে। আর অহঃশব্দ অবিবক্ষিত হইলে বিষয়বাক্যটিতে যে আটটি অথশব্দ আছে, তদ্দারা কেবল অগ্রতা গুলিরই আনন্তর্য্য নিয়মিত (ব্যবস্থিত) হয়। ফলে প্রথম ভাগে কুড়ি দিন ঐন্দ্রবায়বাগ্রত্ব তাহার পরের কুড়ি দিন শুক্রাগ্রত্ব তাহার পরের কুড়ি দিন আগ্রয়ণাগ্রত্ব এই ভাবে নয়টি অগ্রতার অনুষ্ঠান করিতে হয়। আর তাহা হইলে স্বস্থানবিবৃদ্ধিই অনুসৃত হইয়া থাকে।

কারণ, 'স্ব' পদে প্রথমতঃ ঐন্দ্রবায়বাগ্রত্ব ধরা হইলে, শুক্রাগ্রত্বের পূর্ব্বে তাহার স্থান। প্রকৃতিযাগে তাহা একটি পর্য্যায়ে একদিন মাত্র হয়। কিন্তু এ স্থলে সেই স্ব স্থান বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়া কুড়ি হইবে। কাজেই প্রথম পর্য্যায়ে উপর্য্যুপরি ঐ কুড়ি দিন ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা, তদনন্তর কুড়ি দিন উপর্য্যুপরি শুক্রাগ্রতা এবং তাহার পরে উপর্য্যুপরি কুড়ি দিন আগ্রয়ণাগ্রতা অনুষ্ঠেয়। এইরূপ করিলে তবেই প্রকৃতি-যাগে যে প্রথম দিন ঐন্দ্রবায়বাগ্রতা, তাহার পরের দিবসে শুক্রাগ্রতা এবং তাহার পরের দিন আগ্রয়ণাগ্রতা এই ক্রম আছে তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

পৃষ্ঠ্যাবৃত্তৌ চাগ্রয়ণস্য দর্শনাৎ ত্রয়স্ত্রিংশে পরিবৃত্তৌ পুনরৈন্দ্রবায়বঃ স্যাৎ ॥ ৮৫ ॥

অক্ষরার্থ। "পৃষ্ঠ্যাবৃত্তৌ"—পৃষ্ঠ্য কর্ম্মের আবৃত্তিতে (পুনরনুষ্ঠানে), "চ"—কিন্তু, "আগ্রয়ণস্য দর্শনাৎ"—আগ্রয়ণ নামক গ্রহসম্বন্ধীয়-কর্ম্মের অনুষ্ঠেয়তা দৃষ্ট হয় বলিয়া, "ত্রয়স্ত্রিংশে পরিবৃত্তৌ"—ত্রয়স্ত্রিংশ-বারের পরিবৃত্তিতে, "পুনরৈন্দ্রবায়বঃ স্যাৎ"—পুনরায় ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের প্রাপ্তি হইয়া পড়ে।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে যে দণ্ডাকলিত ন্যায়ে অনুষ্ঠান হইতে পারে না তাহার আরও হেতু এই যে, তাহা হইলে ত্রয়স্ত্রিংশ বারে যে পরিবৃত্তি হয় তাহাতে যে পৃষ্ঠ্যকর্ম্ম আছে তাহাতে প্রথমে ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের প্রাপ্তি হইয়া পড়ে। অথচ তথায় আগ্রয়ণগ্রহেরই প্রাথম্য শ্রুতিমধ্যে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। এ কারণেও এস্থলে দণ্ডাকলিত ন্যায়ে অনুষ্ঠান হইবে না।

বচনাৎ পরিবৃত্তিরৈকাদশিনেষু ॥ ৮৬ ॥

অক্ষরার্থ। "বচনাৎ"—বিশেষ বচন অনুসারে, "ঐকাদশিনেষু পরিবৃত্তিঃ"—ঐকাদশিনস্থলে দণ্ডাকলিতন্যায়ে পরিবৃত্তি হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন, এই গবাময়নেই তবে পশ্বৈকাদশিনীর যে অভ্যাস, তাহা দণ্ডাকলিতান্যায়ে হয় কেন?—তদুত্তরে বক্তব্য, "বচনাৎ"—বিশেষ আছে বলিয়া বচনপ্রামাণ্যে ঐরূপ করা হয়। কিন্তু এখানে যখন

কোন বচন নাই তখন যুক্তি অনুসারে পৌর্ব্বাপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা সঙ্গত হয় তাহাই অবলম্বনীয়। আর তদনুসারে দেখা যাইতেছে যে, স্বস্থানবিবৃদ্ধি-পক্ষই সঙ্গত। অতএব তাহাই আদরণীয়।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ৮৭ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও (স্বস্থানবিবৃদ্ধিই হইবে)।

ভাষ্যভাবার্থ। একাদশিনের অনুষ্ঠান যে দণ্ডাকলিতন্যায়েই কর্ত্তব্য তাহা শ্রুতিবচনের জ্ঞাপকতা হইতেও সিদ্ধ হয়। "প্রাণা বা একাদশিনা যদেকাদশিনীভিরীয়ুরহানি অতিরিচ্যন্তে পশবো বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে "অতিরিচ্যন্তে" এই অংশে যে অতিরিক্ততার কথা বলা হইয়াছে তাহা দণ্ডাকলিতন্যায়ে অনুষ্ঠান বিনা সম্ভব নহে। কারণ, স্বস্থানবিবৃদ্ধিপক্ষে অতিরেক হয় না। কিন্তু দণ্ডাকলিতন্যায়ে অনুষ্ঠান করিলেই ন্যূনতা বা অতিরিক্ততা পাওয়া যায়। অতএব গবাময়নে একাদশিনে দণ্ডাকলিতন্যায়ে অনুষ্ঠান হইলে ত্র্যনীকার স্বস্থানাবিবৃদ্ধিন্যায়ই অনুসরণীয়। ইতি ২৫শ সম্বৎসরসত্রে অণীকাসকলের স্বস্থানবিবৃদ্ধ্যধিকরণ।

ছন্দোব্যতিক্রমাদ্ ব্যূঢ়ে ভক্ষ-পবমান-পরিধি-কপালস্য মন্ত্রাণাং যথোৎপত্তিবচনমূহবৎ স্যাৎ ॥ ৮৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ছন্দোব্যতিক্রমাৎ"—ছন্দের ব্যতিক্রম হয় বলিয়া, "ব্যূঢ়ে"—ব্যূঢ়দ্বাদশাহযাগে, "ভক্ষ-পবমান-পরিধি-কপালস্য"—ভক্ষ, পবমান, পরিধি ও কপালের মধ্যে, "মন্ত্রাণাং বচনং"—মন্ত্রগত যে গায়ত্র্যাদি ছন্দ সেই গুলিরই বচন অর্থাৎ উল্লেখ, "উহবৎ স্যাৎ"—উহ সহকারে হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। ব্যূঢ় দ্বাদশাহযাগে ভক্ষ, পবমান, পরিধি এবং কপাল এইগুলি অতিদেশতঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রকৃতিযাগে তিনটি সবনে যে তিনটি ভক্ষমন্ত্র আছে সে গুলি যথাক্রমে গায়ত্রচ্ছন্দস্ক, ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দস্ক, এবং জগতীচ্ছন্দস্ক বলিয়া শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ, তিনটি পবমানে যে

অগ্যারোহ মন্ত্র আছে, সেগুলি যথাক্রমে গায়ত্রচ্ছন্দস্ক, ত্রিষ্টুপ্ছন্দস্ক এবং জগতীচ্ছন্দস্ক। পরিধি প্রভৃতি স্থলেও ঐরূপ নিয়মিত ছন্দ উপদিষ্ট আছে। কিন্তু এই ব্যূঢ় দ্বাদশাহ যাগের প্রকরণে "ছন্দাংসি বা অন্যোন্যস্য লোকমভ্যধ্যায়ন্—গায়ত্রী ত্রিষ্টুভঃ, ত্রিষ্টুব্ জগত্যাঃ, জগতী গায়ত্র্যাঃ" এই শ্রুতিবাক্যে ছন্দের ব্যত্যয় উপদিষ্ট হইয়াছে। এই যে ছন্দোব্যতিক্রম ইহা কি ভক্ষণাদিরূপ অর্থ এবং তৎসংসৃষ্ট ছন্দোবাচক শব্দের পক্ষে প্রযোজ্য হইবে অথবা ইহা কেবল মন্ত্রগত ছন্দের বাচক শব্দের বেলাতেই অনুসরণীয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, মন্ত্রগত ছন্দোবাচক শব্দের পক্ষেই যে এই নিয়ম, এতাদৃশ বিশেষত্ববোধক কোন হেতু যখন নাই, তখন ইহা ভক্ষাদি রূপ অর্থ এবং মন্ত্র সর্ব্বত্রই অনুসরণীয়। আর তাহা হইলে, গায়ত্রশব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে প্রাতঃসবনীয় ভক্ষ তাহা ত্রৈষ্টুভশব্দ নির্দ্দিষ্ট মাধ্যন্দিনীয় ভক্ষের স্থানে মাধ্যন্দিন সবনে কর্ত্তব্য হইবে। এইরূপ, ত্রৈষ্টুভ শব্দনির্দ্দিষ্ট যে মাধ্যন্দিনসবনীয় ভক্ষ তাহা জাগতশব্দ নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় সবনীয় ভক্ষের স্থানে তৃতীয় সবনে কর্ত্তব্য হইবে। এইরূপ, জাগতশব্দনির্দ্দিষ্ট তৃতীয় সবনীয় যে ভক্ষ তাহা গায়ত্র শব্দবোধিত প্রাতঃসবনীয় ভক্ষের স্থানে প্রাতঃসবনে করণীয় হইবে। পবমান, পরিধি এবং কপাল সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে কেবলমাত্র মন্ত্রগত ছন্দেরই ব্যতিক্রম হইবে। কারণ, ঐ যে গায়ত্রাদি ছন্দঃ উহা কেবল মন্ত্রেতেই সম্ভব, মন্ত্রেরই গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দঃ হইতে পারে। ভক্ষণাদিরূপ অর্থের কখনও গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ সম্ভব নহে, যেহেতু, ছন্দঃ শব্দেরই ধর্ম্ম, উহা অর্থনিষ্ঠ ধর্ম্ম নহে। তবে যে এখানে ভক্ষ, পবমান, পরিধি প্রভৃতি অর্থেরও ছন্দোনির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা প্রশংসার্থক। অতএব মন্ত্রগত যে গায়ত্রাদি শব্দ তাহারই ব্যতিক্রম হইবে। যেমন,—মন্ত্রে আছে "সুপর্ণোঽসি ত্রিষ্টুপ্ছন্দাঃ; ইহার "ত্রিষ্টুপ্ছন্দাঃ" এই অংশটির পরিবর্ত্তন করিয়া সুপর্ণোসি গায়ত্রীছন্দাঃ" এই প্রকারে পরিবর্ত্তন করিয়া উহ সহকারে পাঠ করিতে হইবে। অন্যান্য মন্ত্রের পক্ষেও এইরূপ উহযুক্ত বচন উল্লেখ্য হইবে। ইতি ২৬শ ব্যূঢ়ে মন্ত্র সকলের ছন্দোব্যতিক্রমাধিকরণ।

ইতি দশম অধ্যায়ের পঞ্চম পাদ।

অথ দশমাধ্যায়ে ষষ্ঠঃ পাদঃ

একর্চস্থানি যজ্ঞে স্যুঃ স্বাধ্যায়বৎ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "যজ্ঞে"—যজ্ঞে, "একর্চস্থানি স্যুঃ"—স্তোত্রীয় সামসকল একর্চ অর্থাৎ একটি ঋকে গেয় হইবে, "স্বাধ্যায়বৎ"—স্বাধ্যায় কালের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। এই পাদে প্রধানতঃ সামবিষয়ক বাধের বিচার করা হইবে। জ্যোতিষ্টোম যাগে 'রথন্তর' প্রভৃতি স্তোত্রীয় সাম আছে। এগুলি কি একটি ঋকে গাতব্য অথবা এগুলি তৃচে গেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "স্বাধ্যায়বৎ যজ্ঞে একর্চস্থানি স্যুঃ"—স্বাধ্যায়কালে যেমন একটি ঋকেতে গান করিয়া আরম্ভ করা হয় যজ্ঞে প্রয়োগকালেও সেইরূপ ঐ রথন্তরাদি স্তোত্রীয় সামগুলি একটি ঋকেই গান করা কর্ত্তব্য : কারণ, যজ্ঞে প্রয়োগ করিবার জন্যই স্বাধ্যায়ে গ্রহণ করা হয় ; আর স্বাধ্যায়কালে এক রকমে গ্রহণ এবং যজ্ঞকালে অন্য রকমে প্রয়োগ করিলে উভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য ঘটে বলিয়া স্বাধ্যায়ের সার্থকতা ভঙ্গ হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

তৃচে বা লিঙ্গদর্শনাৎ ॥ ২ ॥

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "তৃচে"—(রথন্তর প্রভৃতি সামগুলি) তৃচে গাতব্য, "লিঙ্গদর্শনাৎ"—যে হেতু, সেইরূপ লিঙ্গ (জ্ঞাপক বেদবচন) দৃষ্ট হয়। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ঐগুলি তৃচে অর্থাৎ একদৈবত্য একচ্ছন্দস্ক ঋক্‌ত্রয়েই গাতব্য। কারণ, "অষ্টাক্ষরেণ প্রথমায়া ঋচঃ প্রস্তৌতি দ্ব্যক্ষরেণ উত্তরয়োঃ" এই শ্রুতিবচনে যে, ঋকের মধ্যে প্রথমা এবং অন্তিম দুইটি, এইভাবে রথন্তরাদি গুলি নির্দ্দেশ রহিয়াছে, তাহা একটি ঋকে গাতব্য হইলে তবেই সঙ্গত হয় না। যেহেতু, একই ঋকের মধ্যে প্রথম ঋক্ এবং অন্তিম দুইটি ঋক্ এইভাবে তিনটি ঋক্ থাকিতে পারে না। আরও, নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ষোড়শ সূত্রে

"ঋক্‌সামে বাব মিথুনীসম্ভবাবেতি" ইত্যাদি যে শ্রুতিবচন উদাহৃত হইয়াছে তাহার জ্ঞাপকতা হইতেও ইহা সিদ্ধ হয়। ইতি ১ম রথন্তরাদি সামের তৃচে গানাদিকরণ।

স্বর্দৃশং প্রতি বীক্ষণং কালমাত্রং পরার্থত্বাৎ ॥ ৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্বর্দৃশং প্রতি বীক্ষণং"—'স্বর্দৃশং' পদ উচ্চারণ করিবার কালে যে বীক্ষণ তাহা, "কালমাত্রং"—কেবলমাত্র কাল লক্ষক, "পরার্থত্বাৎ"—যেহেতু তাহা পরার্থ অর্থাৎ স্তুত্যর্থক। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। রথন্তর সামের যোনিভূত "অভি ত্বা শূর" ইত্যাদি যে ঋক্ তাহাতে "ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশং" এই অংশে "স্বর্দৃশং" এই শব্দটি রহিয়াছে। শ্রুতি উপদেশ দিতেছেন, "রথন্তরে প্রস্তূয়মানে সংমীলয়েৎ, স্বর্দশং প্রতি বীক্ষেত" অর্থাৎ রথন্তর সামের গান আরম্ভ হইলে চক্ষু নিমীলিত করিবে আর "স্বর্দৃশং" শব্দের বেলায় বীক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা কি স্বর্দৃক্ শব্দের উচ্চারণ ও বীক্ষণের অঙ্গাঙ্গিভাব বলা হইল অথবা ইহা দ্বারা বিধীয়মান সম্মিলনের (চক্ষু নিমীলনের) অবধি নির্দ্দেশ করা হইল অর্থাৎ 'স্বদৃশং' শব্দের আগে পর্য্যন্ত নিমীলন কিন্তু তাহার পর উন্মীলন এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইল, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এস্থলে সম্মীলনবিধায়ক এবং বীক্ষণ বিষয়ক বাক্য যখন পরস্পর ভিন্ন তখন একটি আর একটির অবধিজ্ঞাপক হইতে পারে না। অতএব বীক্ষণ এবং 'স্বর্দৃশ' শব্দের উচ্চারণ পরস্পর অঙ্গাঙ্গিরূপেই বিহিত হইয়াছে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "কালমাত্র"—ইহা কাললক্ষক; ইহা দ্বারা বলা হইয়াছে এই যে, "স্বর্দৃশং" শব্দ উচ্চারণের পূর্ব্বপর্য্যন্ত চক্ষু নিমীলনের অবধি বা সীমা। ইহা "দৃশং প্রতি এই স্থলে "প্রতি" এই কর্ম্মপ্রবচনীয়ের দ্বারা বোধিত হয়। তবে পূর্ব্বপক্ষবাদী যে এস্থলে ভিন্নবাক্যত্ব বলিয়াছেন তাহাও ঠিক নহে, কারণ, এখানে একবাক্যত্বও সম্ভব। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন, এখানে বীক্ষণবিধি স্বীকার করা হউক না কেন; তদুত্তরে বক্তব্য তাহা সম্ভব নহে। কারণ "পরার্থত্বাৎ" —এস্থলে "স্বর্দৃশং" শব্দটি স্তুত্যর্থক, তাহা একবার স্তুতিরূপে বিনিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া পুনরায় 'বীক্ষণে' বিনিযুক্ত হইতে পারে না। আরও, পূর্ব্বে যে চক্ষু নিমীলন বিহিত হইয়াছে তাহার পর চক্ষু উন্মীলনরূপ বীক্ষণবিধি বিনাই স্বতঃপ্রাপ্ত বলিয়া তাহার আর বিধি হইতে পারে না। অতএব "স্বর্দৃশং প্রতি বীক্ষেত" ইহা পূর্ব্ববিহিত নিমীলনেরই অবধিজ্ঞাপক। বিচারটির ফল এ যে, রথন্তরের যে দুইটিই

উত্তরা ঋক্ আছে তাহার যখন পাঠ (গান) হইবে তখন আর নিমীলনই যে করিতে হইবে তাহা নহে। ইতি ২য় স্বদৃ্কশব্দে বীক্ষণের কালার্থতাধিকরণ।

পৃষ্ঠ্যস্য যুগপদ্বিধেরেকাহবদ্ দ্বিসামত্বম্ ॥ ৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পৃষ্ঠ্যস্য যুগপৎ বিধেঃ"—পৃষ্ঠ যে বৃহৎ ও রথন্তর তাহার যুগপৎ বিধান রহিয়াছে বলিয়া, "একাহবৎ"—সংসব গোসব প্রভৃতি একাহযাগে যেমন হয় সেইরূপ, "দ্বিসামত্বম্"—দ্বিসামতা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। দ্বাদশাহযাগে 'পৃষ্ঠ্য ষড়হ' আছে; ইহাই অন্যান্য যাগের পৃষ্ঠ্যষড়হের প্রকৃতি। দ্বাদশাহের ঐ পৃষ্ঠ্যষড়হের ছয় দিনে যথাক্রমে রথন্তর, বৃহৎ, বৈরূপ, বৈরাজ, শাক্বর এবং রৈবত নামক ছয়টি সাম বিহিত আছে। কিন্তু গবাময়নম যাগে যে বিকৃতিভূত পৃষ্ঠ্যষড়হ আছে তাহাতে শ্রুতি বলিতেছেন "পৃষ্ঠ্যঃ ষড়হো বৃহদ্রথন্তরসামা" অর্থাৎ এই পৃষ্ঠ্যষড়হে কেবলমাত্র বৃহৎ এবং রথন্তর এই দুইটিই সাম হইবে। সুতরাং ইহাতে বৈরূপ, বৈরাজ প্রভৃতি অপর সামগুলির বাধ হইয়া থাকে। এখন সংশয় হইতেছে এই যে, এখানে প্রত্যেক দিনেই কি 'রথন্তর' এবং 'বৃহৎ' দুইটি সামই কর্ত্তব্য হইবে অথবা একদিন 'রথন্তর', আর একদিন 'বৃহৎ', পুনরায় একদিন 'রথন্তর' তাহার পর দিন 'বৃহৎ' এইভাবে ছয়দিন বৃহদ্রথন্তরের প্রাপ্তি হইবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "একাহবৎ দ্বিসামত্বম্"—'সংসব' 'গোসব' প্রভৃতি একাহযাগে যেমন একদিনেই দুইটি সামের কার্য্য হইয়া থাকে সেইরূপ এখানেও একদিনেই দুইটি সামের কর্ত্তব্যতা হইবে। সুতরাং ছয় দিনের প্রত্যেক দিবসেই রথন্তর এবং বৃহৎ দুইটি সামই গেয় হইবে। কারণ "যুগপৎ বিধেঃ"—বৃহৎ এবং রথন্তর দুইটি সামই যুগপৎ "বৃহদ্রথন্তরসামা" এই বাক্যে বিহিত হইয়াছে। এখানে দ্বন্দ্বগর্ভ বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে বলিয়া ইতরেতরদ্বন্দ্ব সমাসে বৃহৎ এবং রথন্তর উভয়ের ইতরেতরযোগ অর্থাৎ পরস্পর সাহিত্য বোধিত হইতেছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

বিভক্তে বা সমস্তবিধানাৎ তদ্বিভাগেঽবিপ্রতি-ষিদ্ধম্ ॥ ৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বিভক্তে"—দ্বন্দ্বসমাস শূন্যে, "সমস্তবিধানাৎ"—বহুব্রীহি বিহিত হইয়াছে বলিয়া, "তদ্বিভাগে—

বৃহৎ এবং রথন্তরের বিভাগ হইলে তবেই, "অবিপ্রতিবিদ্ধম্"—অতিদেশশাস্ত্র অবিপ্রতিবিদ্ধ থাকে (অবিরুদ্ধ থাকে অর্থাৎ প্রকৃতি এবং বিকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে)। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে "বৃহদ্রথরসামা" ইহাতে দ্বন্দ্বগর্ভ বহুব্রীহি হয় নাই কিন্তু অনেকপদ বহুব্রীহিই হইয়াছে। সুতরাং বৃহৎ ও রথন্তর সাম যাহাতে (যে যজ্ঞে) তাহা 'বৃহদ্রথন্তরসামা'। আর একদিন রথন্তর সাম এবং অন্য দিন বৃহৎসাম এইভাবে অনুষ্ঠান হইলেও ষড়হযাগে বৃহৎ ও রথন্তরের প্রাপ্তি থাকে। আরও, প্রকৃতিভূতযাগে এক দিন রথন্তর এবং আর একদিন বৃহৎ এইভাবে এক একটি সামের বিধি আছে বলিয়া সিদ্ধান্তীর মতানুসারে প্রকৃতি এবং বিকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকিতেছে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর মতে তাহা থাকে না। আর একাহযাগে এক দিনের বেশী সময় নাই বলিয়া তথায় অগত্যা একদিনেই দুইটি সাম করিতে হয়। অন্যথা "সংসবে উভে কুর্য্যাৎ।" "গোসবে উভে কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি বচনই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। অতএব তাহা এ স্থলের উদাহরণ হইতে পারে না। ইতি ৩য় গবাময়নিকে পৃষ্ঠ্যষড়হে বৃহদ্রথন্তরের বিভাগাধিকরণ।

সমাসস্ত্বৈকাদশিনেষু তৎপ্রকৃতিত্বাৎ ॥ ৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "সমাসঃ"—সমাস অর্থাৎ সমস্ততা অর্থাৎ সমগ্রেরই অনুষ্ঠান হইবে, "ঐকাদশিনেষু"—ঐকাদশিন পশুগুলির বেলায়, "তৎপ্রকৃতিত্বাৎ"—তাহার প্রকৃতি যে জ্যোতিষ্টোম তাহার ধর্ম্ম ইহাতে রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দ্বাদশাহ যাগের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "ঐকাদশিনান্ প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োরতিরাত্রয়োরালভেরন্" অর্থাৎ দুইটি অতিরাত্রযাগের প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয় দিনে একাদশিনসম্বন্ধীয় পশুগুলির আলম্ভ করিবে। ঐকাদশিন পশু এগারটি। এস্থলে সংশয় এই যে, এই বচনে কি ইহাই বলা হইয়াছে যে প্রায়ণীয় দিবসে এগারটি এবং উদয়নীয় দিবসেও এগারটি পশুর আলম্ভ করিতে হইবে অথবা দুই দিনে মোট এগারটি পশু আলম্ভ হইবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, উভয় দিনেই এগারটি করিয়া পশু আলম্ভ্য হইবে। কারণ, ইহার প্রকৃতিযাগে এক সঙ্গেই এগারটি পশুর আলম্ভ করা হয়। আরও,

এস্থলে প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয় উদ্দেশ্য বলিয়া প্রধান; আর প্রধানের অনুরোধে অঙ্গের আবৃত্তি হওয়াই উচিত। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

বিহারপ্রতিষেধাচ্চ ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। "বিহারপ্রতিষেধাৎ চ"—বিহারের (অসামানাধিকরণ্যের) প্রতিষেধ আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "অন্বহমেকৈকম্ আলভেত" এই বাক্য অনুসারে একাদশিনসম্বন্ধীয় যাগগুলির যে পরস্পরের অসামানাধিকরণ্য প্রাপ্ত ছিল "প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োরালভেরন্" ইহা দ্বারা সেই অসামানাধিকরণ্যরূপ বিহারের প্রতিষেধ করা হইয়াছে বলিয়াও উহা সিদ্ধ হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

শ্রুতিতো বা লোকবদ্ বিভাগঃ স্যাৎ ॥ ৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "শ্রুতিতঃ"—দ্বিবচন শ্রুতি রহিয়াছে বলিয়া, "লোকবৎ"—লৌকিক ব্যবহারের ন্যায়, "বিভাগঃ স্যাৎ"—বিভাগ হইবে অর্থাৎ বিভক্ত ভাবে অনুষ্ঠান হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "শতং দেবদত্তযজ্ঞদত্তয়োর্দীয়তাং" অর্থাৎ 'দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্তকে এক শত দাও' বলিলে যেমন একশতটিকে দুই জনকে বিভাগ করিয়াই দেওয়া হয় এস্থলেও সেইরূপ "প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োঃ" এই পদে দ্বিবচন রহিয়াছে বলিয়া মোট এগারটি পশু দুই দিনে বিভক্ত করিয়া আলব্ধব্য হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

বিহারপ্রকৃতিত্বাচ্চ ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। "বিহারপ্রকৃতিত্বাৎ চ"—বিহার (অসামানাধিকরণ্যে ক্রিয়া) প্রকৃত অর্থাৎ বিধেয়রূপে আরব্ধ হইয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে যে বিভক্ত ভাবেই আলম্ভন কর্ত্তব্য তাহার আরও হেতু এই যে "একাদশিন্যামন্বহমেকৈকমালভেত" অর্থাৎ "একাদশিনীতে প্রত্যহ একটি করিয়া পশু আলম্ভ হইবে" এই বচনে বিহারই প্রকৃত—অসামানাধিকরণ্যে

অর্থাৎ বিভক্তভাবে পশ্বালম্ভই উপদিষ্ট হইয়াছে। আর ইহা যখন তাহারই প্রকৃতি তখন যতটা সম্ভব ততটা প্রকৃতির অনুগত করাই কর্ত্তব্য—সেই বিহারের অনুগত করা উচিত। আর তাহা হইলে মোট এগারটি পশুকে প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয়রূপ দ্বিবসদ্বয়ে বিভক্ত করিয়াই আলম্ভ করিতে হয়।

বিশয়ে চ তদাসত্তেঃ ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ। "বিশয়ে"—সংশয়স্থলে, "চ"—কিন্তু, "তদাসত্তেঃ" —তাহার (প্রকৃতির) আসত্তি অর্থাৎ সামীপ্য বা অনুরূপতা গ্রহণীয় বলিয়া (তদনুসারেই বিভাগ কর্ত্তব্য)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন, এগারটি পশুকে পাঁচ এবং ছয় এই ভাবে যে বিভাগ করা হইবে তাহার কোন্‌টি কোন্ দিনে প্রয়োজ্য ইহা নির্ণীত হইতে পারে না বলিয়া অপ্রবৃত্তি (অননুষ্ঠান) মূলক অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বক্তব্য—প্রকৃতি অনুসারে ইহা নিরূপণ করিতে হয়; যাহা প্রকৃতির সন্নিহিত বা অনুরূপ হইবে তাহাই অনুসরণীয়। আর তদনুসারে প্রায়ণীয় দিবসে পাঁচটি এবং উদয়নীয় দিনে ছয়টি গ্রহণীয়।

ত্রয়স্তথেতি চেৎ ॥ ১১ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "ত্রয়ঃ"—তিনটি, "তথা"—সেইরূপ হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, সিদ্ধান্তী যাহা বলিলেন তদনুসারে ত প্রায়ণীয় দিনে তিনটি এবং উদয়নীয় দিবসে অবশিষ্টগুলি গ্রহণ করা যাইতে পারে? ইতি আশঙ্কা।

ন সমত্বাৎ প্রযাজবৎ ॥ ১২ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা ঠিক নহে, "প্রযাজবৎ সমত্বাৎ"—যেহেতু, প্রযাজের ন্যায় সমতা কর্ত্তব্য। আশঙ্কা নিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রযাজের ন্যায় এ স্থলে সাম্য রক্ষা করিতে হইবে। যেমন প্রকৃতিভূত

প্রযাজ পাঁচটি মাত্র। কিন্তু পশুযাগাদিতে এগারটি প্রযাজ আছে; তাহার মধ্যে যে ছয়টি প্রযাজ অধিক রহিয়াছে তাহা ঐ পাঁচটি প্রযাজের প্রথম এবং চরম প্রযাজ দুইটির বিকার; কাজেই তাহা সমান ভাবে ভাগ করিয়াই অনুষ্ঠান করা হয়; এস্থলে পশ্বেকাদশিনীর একাদশটি পশুরও ঐ ভাবে বিভাগ হইবে। আর একটি যে অবশিষ্ট থাকে তাহা উদয়নীয়দিনের প্রত্যাসন্ন বলিয়া তাহাতেই আলব্ধব্য। ইতি ৪র্থ প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয়ে একাদশিনের বিভাগাধিকরণ।

সর্ব্বপৃষ্ঠে পৃষ্ঠশব্দাত্তেষাং স্যাদেকদেশত্বং পৃষ্ঠস্য কৃতদেশত্বাৎ ॥ ১৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সর্ব্বপৃষ্ঠে"—'সর্ব্বপৃষ্ঠ'পদঘটিত বাক্যে, "পৃষ্ঠশব্দাৎ" —পৃষ্ঠ শব্দটির উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া, "তেষাং"—সেই সামগুলির, "একদেশত্বং স্যাৎ"—একদেশত্ব হইবে অর্থাৎ একই স্থলে বিনিয়োগ হইবে, "পৃষ্ঠস্য কৃতদেশত্বাৎ"—যে হেতু, পৃষ্ঠের দেশ (স্থান) কৃত অর্থাৎ নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "বিশ্বজিৎ সর্ব্বপৃষ্ঠো ভবতি" অর্থাৎ বিশ্বজিৎযাগ সর্ব্বপৃষ্ঠ হইবে। ষড়হযাগের ছয়টি দিনে যথাক্রমে 'রথন্তর', 'বৃহৎ', 'বৈরূপ', 'বৈরাজ', 'শাক্বর' এবং 'রৈবত' এই ছয়টি সামের দ্বারা পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। "বিশ্বজিৎ সর্ব্বপৃষ্ঠঃ ভবতি" এই বাক্যের অর্থ— ঐ রথন্তরাদি সর্ব্ব (সবগুলি) হইয়াছে পৃষ্ঠ অর্থাৎ পৃষ্ঠসাম যাহাতে তাহা (তাদৃশ যে বিশ্বজিৎ তাহা) সর্ব্বপৃষ্ঠ। 'মাধ্যন্দিনপবমান' স্তোত্রের পর এবং 'মৈত্রাবরুণ' সামের পূর্ব্বে মধ্যবর্ত্তী যে স্থান (সময়) তাহাই পৃষ্ঠদেশ—পৃষ্ঠস্তোত্রের স্থান। সুতরাং "বিশ্বজিৎ সর্ব্বপৃষ্ঠো ভবতি" এই বাক্যে সংশয় এই যে, রথন্তরাদি সবগুলি (ছয়টি) পৃষ্ঠ সামই কি ঐ পৃষ্ঠদেশে কর্ত্তব্য অথবা বচন অনুসারে উহাদের দেশ ব্যবস্থিত (নিয়মিত বা নির্দ্ধারিত) হইবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এখানে যখন বচনে 'পৃষ্ঠ' শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে তখন ঐ পৃষ্ঠদেশেই সবগুলি সাম কর্ত্তব্য, কারণ পৃষ্ঠদেশ পৃষ্ঠসামেরই স্থানবোধক। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

বিধেস্তু বিপ্রকর্ষঃ স্যাৎ ॥ ১৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বিধেঃ"—বিধি অর্থাৎ বিশেষ বচন আছে বলিয়া, "বিপ্রকর্ষঃ স্যাৎ"—বিপ্রকর্ষ অর্থাৎ দেশভেদ-রূপ দূরত্ব হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, স্যায় (যুক্তি) অনুসারে পূর্ব্বাপক্ষবাদীর উক্তিই এখানে সঙ্গত হয় বটে; কিন্তু বচনের দ্বারা যদি বিশেষ ব্যবস্থা বোধিত হয়, তাহা হইলে তথায় স্যায় অনপেক্ষণীয়। এস্থলে "পবমানে রথন্তরং করোতি আর্ভবে বৃহৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে ঐ পৃষ্ঠসামগুলির বিশেষ বিশেষ দেশ ব্যবস্থিত হইয়াছে। এ কারণে এখানে স্যায় অনাদরণীয়; সুতরাং এখানে বাচনিক দেশেই ঐগুলি কর্ত্তব্য। অতএব এখানে কেবলমাত্র একটি সামই পৃষ্ঠ-দেশে কর্ত্তব্য। ইতি ৫ম 'সর্ব্বপৃষ্ঠে' দেশবিশেষব্যবস্থাধিকরণ। ("বিশ্বজিৎসর্ব্ব-পৃষ্ঠ" এই স্থলে কেবলমাত্র একটি সামেরই পৃষ্ঠদেশে নিবেশাধিকরণ)।

বৈরূপসামা ক্রতুসংযোগাৎ ত্রিবৃদ্‌বদেকসামা স্যাৎ ॥ ১৫॥(পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বৈরূপসামা"—'বৈরূপ' সাম যাহার তাদৃশ যে ক্রতু তাহা, "একসামা স্যাৎ"—একসামা হইবে অর্থাৎ তাহাতে ঐ একটি মাত্রই সাম থাকিবে, "ক্রতুসংযোগাৎ"—যেহেতু, 'বৈরূপসামা' এই পদে বহুব্রীহি সমাস থাকায় সমগ্র ক্রতুর সহিতই উক্ত সামের সম্বন্ধ বোধিত হইতেছে, "ত্রিবৃদ্‌বৎ"—ত্রিবৃতের স্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "উক্থ্যো বৈরূপসামা" অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমের উক্থ্য নামক যে সংস্থা তাহা বৈরূপসামা হইবে। এই 'বৈরূপ' নামক সামটি কি সমস্ত যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ সমগ্র যজ্ঞটিতে কি ঐ একটি মাত্রই সাম কর্ত্তব্য অথবা উক্ত যজ্ঞে উহা পৃষ্ঠসামরূপে বিহিত, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "ত্রিবৃদগ্নিষ্টোম" বলিলে যেমন ঐ অগ্নিষ্টোম নামক সমগ্র যজ্ঞটিতে 'ত্রিবৃৎ' নামক একটিমাত্রই স্তোম হয়, সেইরূপ এখানেও সমস্ত যজ্ঞটিতে 'বৈরূপ' নামক একটিমাত্র সামই কর্ত্তব্য, যেহেতু এ স্থলে বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা সমগ্র ক্রতুটিকে একটিমাত্র সামেরই সম্বন্ধ বোধিত হইতেছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

পৃষ্ঠার্থে বা প্রকৃতিলিঙ্গসংযোগাৎ ॥ ১৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "পৃষ্ঠার্থে"—কেবলমাত্র পৃষ্ঠস্তোত্রের কার্য্যে (বৈরূপসামের প্রাপ্তি হইবে), "প্রকৃতিলিঙ্গসংযোগাৎ"—যে হেতু, প্রকৃতিলিঙ্গের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এখানে সমগ্র ক্রতুতে যে ঐ একটিমাত্র সাম তাহা নহে ; যেহেতু, এখানে স্তোত্রের উদ্দেশ্যে সাম বিহিত নহে, কারণ তাহা হইলে স্তোত্রমাত্রেই 'বৈরূপ' সামের প্রাপ্তি হইয়া পড়িত। কিন্তু এখানে বহুব্রীহি সমাসবলে ক্রতুর সহিত 'বৈরূপ' সামের সম্বন্ধমাত্র বিবক্ষিত। আর সেই ক্রতুর যে কোন একটি স্তোত্রে 'বৈরূপ' সাম থাকিলেও তাহা ক্রতুসম্বন্ধী হইয়া থাকে। কাজেই সমগ্র ক্রতুতে যে ঐ একটিমাত্র সাম তাহা বলা চলে না। কিন্তু উহা "পৃষ্ঠার্থে বা"—কেবলমাত্র পৃষ্ঠস্তোত্রেই বিহিত। কারণ ? "প্রকৃতিলিঙ্গসংযোগাৎ"—যেহেতু প্রকৃতিভূতযাগে "রথন্তরসামা, বৃহৎসামা" ইত্যাদি যে নির্দ্দেশ আছে তাহা কেবল পৃষ্ঠাস্তোত্রসম্বন্ধেই প্রযোজ্য। অতএব প্রকৃতিযাগের লিঙ্গ (ধর্ম্ম) যখন বিকৃতিযাগেও অনুসরণীয় তখন তদনুসারে এই বিকৃতিযাগে বৈরূপ সামেরও পৃষ্ঠার্থতাই হওয়া উচিত। ইতি সিদ্ধান্ত।

ত্রিবৃদ্‌বদিতি চেৎ ॥ ১৭ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "ত্রিবৃদ্বৎ"—ত্রিবৃতের ন্যায় হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, 'ত্রিবৃৎ' যেমন সর্ব্বক্রতুগামী ইহাও সেইরূপ হউক না কেন ? ইতি আশঙ্কা।

ন প্রকৃতাবকৃৎস্নসংযোগাৎ ॥ ১৮ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ তাহা হইবে না, "প্রকৃতৌ অকৃৎস্নসংযোগাৎ"—যে হেতু প্রকৃতিতে কৃৎস্নসংযোগ নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, 'ত্রিবৃৎ' এখানে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, অগ্নিষ্টোম স্বয়ং প্রকৃতিযাগ বলিয়া

অন্য কোন যাগের সামবিষয়ক ধর্ম্ম তাহাতে অনুসরণীয় নহে। কাজেই তথায় যে ত্রিবৃৎস্তোম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কৃৎস্নক্রতুগামীই হইবে। কিন্তু এখানে ইহা বিকৃতিযোগ বলিয়া ইহাতে প্রকৃতিযাগের ধর্ম্ম অনুসারে চলিতে হয়। আর প্রকৃতি-যাগে "রথন্তরসামা" ইত্যাদি যে নির্দ্দেশ আছে, তাহাতে বহুব্রীহিসমাসের দ্বারা ক্রতু সম্বন্ধমাত্র বিবক্ষিত বলিয়া ঐ সমস্ত নির্দ্দেশের দ্বারা তথায় রথন্তর কেবলমাত্র পৃষ্ঠ-স্তোত্ররূপে বিহিত হইয়াছে। অতএব তদনুসারে এখানেও 'বৈরূপ' সাম যে কেবলমাত্র পৃষ্ঠস্তোত্ররূপে বিহিত, ইহা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। ইতি আশঙ্কানিরাস।

বিধিত্বান্নেতি চেৎ ॥ ১৯ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "বিধিত্বাৎ"—বিধি বলিয়া, "ন"—উক্ত সিদ্ধান্ত ঠিক নহে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, "ধেনুর্দক্ষিণা" ইত্যাদি বাক্যে ধেনুরূপ দক্ষিণা দ্বারা যেমন সমগ্র ক্রতুরই অন্য দক্ষিণা নিবারিত হইয়াছে, এস্থলেও বিধি ঐরূপ বলিয়া বৈরূপসাম সমগ্র ক্রতুগামীই হইবে। অতএব সিদ্ধান্তীর উক্তি সঙ্গত নহে। ইতি আশঙ্কা।

স্যাদ্ বিশয়ে তন্ন্যায়ত্বাৎ কর্ম্মাবিভাগাৎ ॥২০॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যাৎ"—ঐ স্থলে ঐ প্রকার হইতে পারে, "বিশয়ে"—যে হেতু ধেনুর দক্ষিণা নিবর্ত্তকতার সংশয় হইলে তথায়, "তন্ন্যায়ত্বাৎ"—উক্ত নিয়মের প্রবৃত্তি, "কর্ম্মাবিভাগাৎ"—যে হেতু দক্ষিণার যাহা কার্য্য, তাহা সমগ্র ক্রতুতে অবিভক্ত বা এক (অভিন্ন)।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কা নিরাস করিবার জন্য সিদ্ধান্তী বলিতে-ছেন, ধেনুদক্ষিণা এখানে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, সমগ্র ক্রতুতে দক্ষিণার কার্য্য এক বলিয়া একমাত্র ধেনুদক্ষিণা দ্বারা সেই কার্য্য বা প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যায়। এ কারণে তথায় অন্য দক্ষিণা অনপেক্ষিত। কাজেই তথায় ঐ ন্যায়ের (নিয়মের) প্রবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু এ স্থলের বিষয় স্বতন্ত্র বলিয়া উক্ত দৃষ্টান্ত অনুসারে এখানে বৈরূপসাম সামান্তরের বাধক হইতে পারে না। ইতি আশঙ্কানিরাস।

প্রকৃতেশ্চাবিকারাৎ ॥ ২১ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রকৃতেঃ"—অতিদেশশাস্ত্রের, "অবিকারাৎ চ"—অবিকার (অবাধ) হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। বৈরূপসাম যে কৃৎস্নক্রতুগামী হইবে না, তাহার আরও হেতু এই যে, এই নিয়ম অনুসরণ করিলে বহু প্রাকৃত ধর্ম্ম অবাধিত থাকিয়া যায়। তাহা না হইলে অতিদেশ শাস্ত্রর বাধ হয় বলিয়া বহু প্রাকৃত ধর্ম্মের বাধ হইয়া পড়ে। অতএব বৈরূপসাম কেবলমাত্র পৃষ্ঠস্তোত্রার্থক। সুতরাং ইহা দ্বারা ঐ ক্রতুর অন্ত সামের বাধ হইবে না। 'বৈরাজ' সামের পক্ষেও এই একই নিয়ম বুঝিতে হইবে। ইতি ৬ষ্ঠ বৈরূপ ও বৈরাজ সামের 'পৃষ্ঠ' কার্য্যে নিবেশাধিকরণ।

ত্রিবৃতি সংখ্যাত্বেন সর্ব্বসংখ্যাবিকারঃ স্যাৎ ॥ ২২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ত্রিবৃতি"—'ত্রিবৃৎ' এই পদে, "সংখ্যাত্বেন"—ত্রৈগুণ্যরূপসংখ্যাবোধকত্ব রহিয়াছে বলিয়া, "সর্ব্বসংখ্যাবিকারঃ স্যাৎ"—উহা সকল সংখ্যার বিকার অর্থাৎ বাধক (বাধকারক) হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "ত্রিবৃদগ্নিষ্টোমঃ" অর্থাৎ অগ্নিষ্টোমযাগ ত্রিবৃৎ হইবে। ইহাতে সংশয়,—এই যে ত্রিবৃত্ব ইহা কি অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের সাধন যত কিছু দ্রব্যাদি আছে তাহাদের সবগুলির সহিত সম্বন্ধ অথবা ইহা কেবল ঐ যজ্ঞের স্তোমের সহিতই অন্বিত? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "ত্রিবৃতি সর্ব্বসংখ্যাবিকারঃ স্যাৎ"—ইহা ঐ যজ্ঞের যত কিছু দ্রব্য আছে সকলেরই স্বতন্ত্র সংখ্যার বাধক হইবে, অর্থাৎ এই 'ত্রিবৃৎ' পদঘটিত শ্রুতি অনুসারে অগ্নিষ্টোমের সকল দ্রব্যই ত্রিবৃৎ অর্থাৎ তিন সংখ্যাবিশিষ্ট বা তিনগুণ হইবে। কারণ? "সংখ্যাত্বেন"—যেহেতু ইহা সংখ্যাবোধক হইতেছে। 'ত্রিবৃৎরজ্জু' বলিলে যেমন তিনগুণ (তিন তার) রজ্জুকে বুঝায় এস্থলেও সেইরূপ অগ্নিষ্টোম ত্রিবৃৎ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

স্তোমস্য বা তল্লিঙ্গত্বাৎ ॥ ২৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "স্তোমস্য"—স্তোমেরই (সংখ্যার বিকার অর্থাৎ বাধক হইবে), "তল্লিঙ্গত্বাৎ"

—যে হেতু তাহারই লিঙ্গ (জ্ঞাপক বেদবচন) রহিয়াছে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, 'ত্রিবৃৎ' ইহা কেবল স্তোমগত সংখ্যারই বাধক হইবে, অর্থাৎ এস্থলে 'ত্রিবৃৎ' শব্দ কেবল স্তোমেরই ত্রৈগুণ্যবোধক। আর এক একটি স্তোমে তিনটি করিয়া স্তোত্রিয়া ঋক্ থাকে বলিয়া এখানে মোট নয়টি স্তোত্রিয়া ঋক্ থাকিবে। কারণ, "ত্রিবৃদ্বহিষ্পাবমানঃ" এস্থলে বহিষ্পবমান স্তোত্রের সহিত ত্রিবৃতের সামানাধিকরণ্য রহিয়াছে বলিয়া এবং উহা দ্বারা স্তোমগত ত্রিত্বই অভিহিত হয় বলিয়া তদনুসারে এখানেও স্তোমেরই ত্রৈগুণ্য বোধিত হওয়া উচিত। যেহেতু, 'ত্রিবৃৎ' শব্দটি বেদে স্তোম অর্থেই রূঢ় (প্রসিদ্ধ)। সুতরাং যদিও লৌকিক প্রসিদ্ধি অনুসারে উহা অবয়ব শক্তিতে ত্রৈগুণ্যের বাচক, তথাপি বেদে বৈদিক প্রসিদ্ধিই প্রবল বলিয়া তাহাই এস্থলে আদরণীয়। ইতি ৭ম 'ত্রিবৃৎ' শব্দে স্তোমগত সংখ্যাবিকারাধিকরণ।

উভয়সাম্নি বিশ্বজিদ্বদ্ বিভাগঃ স্যাৎ ॥ ২৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উভয়সাম্নি"—'সংসব' প্রভৃতি উভয়সামা যজ্ঞে, "বিশ্বজিদ্বৎ"—বিশ্বজিতের ন্যায়, "বিভাগঃ স্যাৎ"—বিভাগ হইবে অর্থাৎ বিভক্ত ভাবে বিনিয়োগ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। 'সংসব' প্রভৃতি নামক কতকগুলি যজ্ঞ আছে। "সংসবে উভে কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে সেগুলিতে দুইটি করিয়া সাম উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সমস্ত যজ্ঞে কি বৃহৎ সাম এবং রথন্তর সাম ইহাদের যে কোন একটি পৃষ্ঠস্তোত্রে এবং অপরটি অন্য স্তোত্রে বিনিযুক্ত হইবে অথবা ইহাদের দুইটিই সমুচ্চিত (মিলিত) ভাবে পৃষ্ঠস্তোত্রে বিনিযুক্ত হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, প্রকৃতিযাগে যখন বৃহৎ এবং রথন্তর ইহাদের একটির দ্বারাই পৃষ্ঠস্তোত্র সাধিত হয় তখন তদনুসারে এখানেও বৃহৎ এবং রথন্তর এই দুইটি সামের যে কোন একটির দ্বারাই পৃষ্ঠস্তোত্র সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। অতএব বিশ্বজিৎযাগে যেমন বৃহৎ প্রভৃতি সামগুলি মাত্র এক স্থলেই বিনিযুক্ত নহে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থলেই তাহাদের সন্নিবেশ বা বিনিয়োগ হইয়া থাকে এস্থলেও সেইরূপ ঐ দুইটির বিভক্তভাবেই বিনিয়োগ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

পৃষ্ঠার্থে বাঽতদর্থত্বাৎ ॥ ২৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "পৃষ্ঠার্থে"—পৃষ্ঠস্তোত্ররূপ কার্য্যেই উহাদের বিনিয়োগ হইবে, "অতদর্থত্বৎ"—যে হেতু উহা তদর্থ অর্থাৎ অন্তস্তোত্রকার্য্যার্থক নহে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে বৃহৎ এবং রথন্তর দুইটিই সমস্তভাবে অর্থাৎ সমুচ্চিত বা মিলিতভাবেই পৃষ্ঠস্তোত্ররূপ কার্য্যে বিনিযুক্ত হইবে। কারণ, প্রকৃতিযাগে বৃহৎ এবং রথন্তর নামক সাম দুইটি বিকল্পিতভাবে পৃষ্ঠস্তোত্রার্থক বলিয়া অতিদেশবলে এখানেও ঐ দুইটি সাম ঠিক সেই পৃষ্ঠস্তোত্রের স্থলেই বিকল্পিতভাবে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাহার আর পুনর্বিধান হইতে পারে না। অথচ "উভে কুর্য্যাৎ" এই শ্রুতিবচনে উভয়েরই স্তোত্রার্থকতা উপদিষ্ট হইয়াছে। একারণে এই শ্রুতিবচনটির আনর্থক্য পরিহার করিতে হইলে বৃহৎ এবং রথন্তর উভয়কেই পৃষ্ঠস্তোত্রসাধক বলিতে হয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ২৬ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ তদর্থজ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে বৃহৎ এবং রথন্তর উভয়েই যে সমস্তভাবে পৃষ্ঠস্তোত্রসাধক, তাহা শ্রুতিবচনের জ্ঞাপকতা অনুসারেও নিরূপিত হয়। যেহেতু, "পূর্ব্বাহ্ণে বৈ রথন্তরমপরাহ্ণে বৃহৎ" এই শ্রুতিবাক্যে একই দিনের পূর্ব্বাহ্ন এবং অপরাহ্ণের সহিত যথাক্রমে রথন্তর এবং বৃহতের সম্বন্ধ উল্লিখিত হওয়ায় রথন্তর এবং বৃহৎ যে একস্থানপতিত তাহা বোধিত হয়। অতএব দুইটিই পৃষ্ঠস্তোত্রে প্রবিষ্ট হইবে। ইতি ৮ম উভয়সামা যাগে বৃহৎ ও রথন্তরের সমুচ্চয়াধিকরণ।

পৃষ্ঠে রসভোজনমাবৃত্তে সংস্থিতে ত্রয়স্ত্রিংশেঽহনি স্যাৎ তদানন্তর্য্যাৎ প্রকৃতিবৎ ॥ ২৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "আবৃত্তে পৃষ্ঠে"—আবৃত্ত অর্থাৎ স্তোম যাহাতে বিপরীত ক্রমে অনুষ্ঠীয়মান হয় তাদৃশ পৃষ্ঠ্য ষড়হে, "ত্রয়স্ত্রিংশে অহনি

সংস্থিতে"—যে দিনে ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম হয় সেই দিনে ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমের অবসানে, "রসভোজনং স্যাৎ"—মধু বা ঘৃতরূপ রসের ভোজন কর্ত্তব্য হইবে, "তদানন্তর্য্যাৎ"—যেহেতু তাহার অর্থাৎ সেই ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমের আনন্তর্য্য আবশ্যক, "প্রকৃতিবৎ"—প্রকৃতিযাগের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পৃষ্ঠ্য ষড়হযাগ দ্বিবিধ—ত্রয়স্ত্রিংশান্ত এবং ত্রয়স্ত্রিংশাদি। দ্বাদশাহযাগের যে পৃষ্ঠ্যষড়হ তাহার ছয়টি দিনে যথাক্রমে ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, ত্রিণব এবং ত্রয়স্ত্রিংশ—এই কয়টি স্তোম আছে। সুতরাং এতদনুসারে পৃষ্ঠ্য ষড়হের অন্তিমদিনে ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম পড়ে বলিয়া ইহা ত্রয়স্ত্রিংশান্ত ষড়হ। আবার কোন কোন বিকৃতিযাগের স্থলে পৃষ্ঠ্যষড়হের ঐ স্তোমগুলি বিপরীত ক্রমে অনুষ্ঠীয়মান হয়। সুতরাং তাহাতে ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম প্রথম দিনে অনুষ্ঠেয়। এ-কারণে ইহা ত্রয়স্ত্রিংশাদি। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "সংস্থিতে পৃষ্ঠ্যে ষড়হে মধু আশয়েদ্ ঘৃতং বা" অর্থাৎ পৃষ্ঠ্য ষড়হ সমাপ্ত হইলে মধু অথবা ঘৃত ভক্ষণ কর্ত্তব্য। ইহাতে ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমের পর ঐ ঘৃত বা মধু ভোজন করা হয়। বিকৃতিযাগে যেখানে ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম বিপরীতক্রমে প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে ঐ মধু বা ঘৃতভোজন কি প্রথম দিনে ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমের পর কর্ত্তব্য অথবা উহা অন্তিম দিনে ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমের আনন্তর্য্য বিনাই অনুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এতাদৃশ স্থলে উহা প্রথমদিনেই ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমের অনন্তর কর্ত্তব্য; কারণ, প্রকৃতিযাগে উহা যখন ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমের অনন্তর অনুষ্ঠিত হয় তখন বিকৃতিযাগেও সেই আনন্তর্য্য রক্ষা করা উচিত। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অন্তে বা কৃতকালত্বাৎ ॥ ২৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "অন্তে"—(ঐ রসভোজন) অন্তিম দিবসে কর্ত্তব্য, "কৃতকালত্বাৎ"—যে হেতু উহার কাল অর্থাৎ সময় কৃত অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট করা আছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে পৃষ্ঠ্যষড়হের প্রথম দিবসে ত্রয়স্ত্রিংশের অনন্তর যে মধু বা ঘৃতরূপ রসের ভোজন কর্ত্তব্য তাহা নহে, কিন্তু সমগ্র ষড়হের প্রয়োগের (অনুষ্ঠানের) পর উহা কর্ত্তব্য। কারণ, "সংস্থিতে পৃষ্ঠ্যে ষড়হে মধ্বাশয়েৎ ঘৃতং বা" এই শ্রুতিবচনে "সংস্থিতে" এই পদের দ্বারা ঐ

রসভোজনের কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে। যেহেতু, উহাতে বলা হইয়াছে যে, ষড়হের প্রয়োগ (অনুষ্ঠান) সংস্থিত অর্থাৎ সমাপ্ত হইলে উহা কর্ত্তব্য। আর প্রকৃতিযাগে ঐ অন্তিমদিবসেই ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম পড়ে বলিয়া উহা তথায় অর্থাপত্তি-সিদ্ধভাবে নান্তরীয়ক অর্থাৎ অযত্নসিদ্ধ। আর যাহা অর্থাপত্তিসিদ্ধ তাহা অতিদিষ্ট হয় না। কাজেই তথায় আনন্তর্য্য পাওয়া গেলেও ঐ আনন্তর্য্য অতিদেশে অপে-ক্ষিত নহে বলিয়া 'আবৃত্ত ষড়হে' রসভোজনের পক্ষে উহার (ঐ ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমের) আনন্তর্য্য অনাবশ্যক। অতএব ষড়হ প্রয়োগের পর্য্যবসানোপলক্ষিত যে কাল তাহাই অপেক্ষিত বলিয়া এস্থলে রসভোজন অন্তিম দিবসেই কর্ত্তব্য। ইতি ৯ম মধ্বশন এবং ঘৃতাশনের ষড়হান্তে অনুষ্ঠানাধিকরণ।

অভ্যাসে চ তদভ্যাসঃ কর্ম্মণঃ পুনপ্রয়োগাৎ ॥২৯॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অভ্যাসে"—ষড়হের অভ্যাসে অর্থাৎ পুনঃপ্রয়োগে, "চ"—কিন্তু (অধিকরণান্তরসূচক), "তদভ্যাসঃ"—তাহার অর্থাৎ সেই রসভোজনের অভ্যাস (পুনরনুষ্ঠান) হইবে, "কর্ম্মণঃ পুনঃপ্রয়োগাৎ"—যে হেতু কর্ম্মটির পুনরনুষ্ঠান হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "আবৃত্তং পৃষ্ঠ্যং ষড়হ-মুপযান্তি" অর্থাৎ পৌনঃপুনিক পৃষ্ঠ্য ষড়হের অনুষ্ঠান করিবে। ষড়হের যতবার অনুষ্ঠান হইবে মধু ঘৃতরূপ রস ভোজনও ততবার কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, কর্ম্মের যখন পুনরনুষ্ঠান হইতেছে তখন তদনুরোধে এই ষড়হযাগীয় স্তোত্রাদির যেমন পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিতে হয়, ঐ রসভোজনেরও সেইরূপ পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। কারণ, উহাও ঐ ষড়হের সহিত সম্বদ্ধ। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অন্তে বা কৃতকালত্বাৎ ॥ ৩০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। ২৮শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এতাদৃশ এস্থলে রসভোজনের পুনরনুষ্ঠান কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু তাহা সর্ব্বান্তে একবারমাত্রই কর্ত্তব্য। কারণ, "সংস্থিতে ষড়হে" ইত্যাদি বচনে সংস্থারূপ রসভোজনের জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া

আছে। আর, সংস্থা অর্থ পর্য্যবসান, ষড়হযাগীর যে ব্যাপার তাহার নিবৃত্তি। আর কর্ত্তা যতক্ষণ না নিবৃত্ত হয় ততক্ষণ ষড়হের সংস্থা হইতে পারে না; যেহেতু সেই ক্রিয়ার প্রতি কর্ত্তার যে ঔদাসীন্য অথবা তৎক্রিয়াতিরিক্ত অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি তাহাই সংস্থা। কিন্তু একবার ষড়হ সমাপ্ত হইয়া গেলেও তাদৃশ সংস্থা হইতেছে না বলিয়া সেই সংস্থা দ্বারা উপলক্ষিত কালও পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং রসভোজনেরও সময় উপস্থিত হইতেছে না। ষড়হের প্রয়োগ যতবার যেখানে কর্ত্তব্য, সেখানে ততবার অনুষ্ঠান হইয়া গেলে সংস্থা পাওয়া যায় বলিয়া আর তাহা সকল প্রয়োগ-গুলির অন্তেই সম্ভব বলিয়া পৌনঃপুনিক ষড়হ স্থলে রসভোজন একবার মাত্রই কর্ত্তব্য। ইতি ১০ম ষড়হের আবৃত্তি হইলেও মধুঘৃতাশনের সকৃদনুষ্ঠানাধিকরণ।

আবৃত্তিস্তু ব্যবায়ে কালভেদাৎ স্যাৎ ॥ ৩১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "ব্যবায়ে"—ব্যবধান হইলে অথবা সমাপ্তি হইলে, "আবৃত্তিঃ স্যাৎ"—রসভোজনের আবৃত্তি অর্থাৎ পুনরনুষ্ঠান হইবে, "কালভেদাৎ"—যে হেতু কালের ভেদ রহিয়াছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। 'গবাময়ন' নামক যাগে প্রথমে একটি ষড়হ, তদনন্তর অভিপ্লবনামক চারিটি ষড়হ (অহঃ সাধ্য যাগ), এইভাবে এক মাসের পর পুনরায় ঐ ভাবে চারিটি অভিপ্লবষড়হযুক্ত ষড়হযাগের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ইহা "চত্বারোঽভিপ্লবাঃ ষড়হাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে উপদিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে প্রতি মাসে রসভোজনের আবৃত্তি কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পূর্ব্ব অধিকরণের নিয়মানুসারে এখানে রসভোজনের পুনরনুষ্ঠান অকর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে প্রত্যেকবার রসভোজন কর্ত্তব্য। কারণ, এস্থলে যদিও ষড়হের আবৃত্তি হইতেছে বটে তথাপি ইহা পূর্ব্বের সমান নহে। যেহেতু পূর্ব্বে দেখা গেল যে, সবগুলি মিলিয়া ষড়হের সমাপ্তি একটিমাত্র; কিন্তু এখানে এক একবারেই একটি একটি ষড়হের পূর্ণ সমাপ্তি ঘটিতেছে। এ কারণে ঐ সমাপ্তিরূপ সংস্থা দ্বারা উপলক্ষিত কাল ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে বলিয়া সেই কালরূপ নিমিত্ত যখন উপস্থিত তখন রস ভোজনরূপ নৈমিত্তিকও অবশ্য কর্ত্তব্য। ইতি ১১শ গবাময়নে মধুঘৃতাশনের প্রতিমাসে আবৃত্ত্যধিকরণ।

মধু ন দীক্ষিতা ব্রহ্মচারিত্বাৎ ॥ ৩২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দীক্ষিতাঃ"—সত্রে দীক্ষিতগণ, "মধু ন"—মধু ভক্ষণ করিবে না; "ব্রহ্মচারিত্বাৎ"—যে হেতু তাহারা ব্রহ্মচারী।

ভাষ্যভাবার্থ। সত্রাত্মক যে দ্বাদশাহযাগ তাহার পৃষ্ঠ্যষড়হ সংস্থিত হইলে তথায় ঋত্বিগ্‌রূপী যজমানগণ ঐ বিধি অনুসারে মধু ভোজন করিবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, তাহারা মধু ভক্ষণ করিবে না; কারণ সত্রে যজমানগণই ঋত্বিক্; আর ঋকৃগণ সোমযাগে দীক্ষিত হইলে তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হয়। আর ব্রহ্মচারীর পক্ষে মধু ভোজন নিষিদ্ধ। অতএব তাহারা মধু ভোজন করিবে না, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বিহিত যে ঘৃতভোজন, তাহাই করিবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

প্রাশ্নেত বা যজ্ঞার্থত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রাশ্নেত"—মধুপ্রাশিত হইবে, "যজ্ঞার্থত্বাৎ"—যে হেতু ঐ যে মধুভোজন উহা যজ্ঞার্থ অর্থাৎ ক্রত্বর্থ। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ব্রহ্মচারীর পক্ষে পুরুষার্থ যে মধুভোজন, স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ প্রাপ্ত যে মধুভোজন তাহাই নিষিদ্ধ। কিন্তু ষড়হসংস্থায় বিহিত যে মধুভক্ষণ তাহা ক্রত্বর্থ; ইহা দ্বারা অদৃষ্ট উৎপাদনক্রমে ক্রতুর উপকার সাধিত হয় বলিয়া উহা বিধির বিষয়;—সুতরাং তাহা নিষিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব সত্রাত্মকদ্বাদশাহে দীক্ষিত ব্যক্তি ষড়হসংস্থায় মধুভক্ষণ, উক্ত বিধিহিত যে মধুভক্ষণ তাহা করিতে পারিবে। ইতি ১২শ দ্বাদশাহে সত্রিগণেরও মধ্বশনাধিকরণ।

মানসমহরন্তরং স্যাদ্‌ভেদব্যপদেশাৎ ॥ ৩৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "মানসম্"—মানসগ্রহের অহঃ, "অহরন্তরম্ স্যাৎ"—অন্য একটি স্বতন্ত্র অহঃ অর্থাৎ স্বতন্ত্রদিনসাধ্য যাগ হইবে, "ভেদব্যপদেশাৎ"—যে হেতু ভেদের ব্যপদেশ (নির্দ্দেশ) রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দ্বাদশাহ যাগের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "প্রাজাপত্যং মনোগ্রহং গৃহ্লাতি" অর্থাৎ প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে 'মানসগ্রহ' গ্রহণরূপ যাগ করিবে। এই যে 'মানসগ্রহ' গ্রহণরূপ যাগ, ইহা কি দ্বাদশাহাতিরিক্ত ত্রয়োদশাহে কর্ত্তব্য স্বতন্ত্র যাগ অথবা ইহা দ্বাদশাহের দ্বাদশ দিনেরই অন্তর্গত অঙ্গভূত যাগ, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "মানসম্ অহরন্তরং স্যাৎ"—এই মানস গ্রহ গ্রহণরূপ যাগ দ্বাদশাহের দ্বাদশদিনাতিরিক্ত ত্রয়োদশ দিবসে কর্ত্তব্য স্বতন্ত্র একটি যাগ। কারণ "ভেদব্যপদেশাৎ"—শ্রুতিমধ্যে "বাগ্বৈ দ্বাদশাহঃ। মনো মানসম্" অর্থাৎ "বাক্ই দ্বাদশাহ আর মনই মানসাহঃ" এইভাবে অর্থবাদে দ্বাদশাহকে বাক্ বলিয়া এবং 'মানস'কে মন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া প্রশংসা করা হইল। আর উপমানীকৃত বাক্ এবং মন যখন অত্যন্ত ভিন্নই হইতেছে তখন উপমেয় দ্বাদশাহ এবং মানসও সেইরূপ ভিন্নই হইবে। অতএব উহা দ্বাদশাহের অন্তর্গত হইতে পারে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

তেন চ সংস্তবাৎ ॥ ৩৫ ॥

অক্ষরার্থ। "তেন"—সেই মানসাহের দ্বারা, "সংস্তবাৎ চ" —স্তুতি (প্রশংসা) করা হইয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। সেই মানসাহের প্রশংসা করা হইয়াছে বলিয়াও উহা স্বতন্ত্রদিনসাধ্য যাগ। যে হেতু, "দ্বাদশাহস্য গতরসানি ছন্দাংসি। তানি-মানসেনৈব আপ্যায়য়ন্তি" অর্থাৎ "দ্বাদশাহের ছন্দসকল গতরস (রসহীন) হইয়াছিল ; আর সেইগুলি মানসাহের দ্বারাই আপ্যায়িত হয়"—এই শ্রুতিবচনে মানসাহকে আপ্যায়ন ক্রিয়াসাধক বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। উভয়ে ভিন্ন না হইলে ইহা সম্ভব হয় না।

অহরন্তরাচ্চ পরেণ চোদনা ॥ ৩৬ ॥

অক্ষরার্থ। "অহরন্তরাৎ পরেণ"—অহঃগুলির যে অন্তর অর্থাৎ চরমাবয়ব তাহার পরে, "চ"—যে হেতু, "চোদনা"—চোদনা অর্থাৎ বিধি রহিয়াছে (এ কারণেও উহা স্বতন্ত্র কর্ম্ম)।

ভাষ্যভাবার্থ। এই মানসগ্রহ গ্রহণ যে একটি স্বতন্ত্রদিবসাধ্য যাগ তাহার আরও হেতু এই যে, "পত্নীঃ সংযাজ্য প্রাঞ্চ উদেত্য মানসায় প্রসর্পন্তি"

এই শ্রুতিবাক্যে পত্নীসংযাজাত্মক কর্ম্মের পরবর্ত্তী সময়কে মানসগ্রহ গ্রহণের কাল বলা হইয়াছে। ঐ মানসগ্রহ গ্রহণ যদি দ্বাদশাহাতিরিক্ত দিবসসাধ্য যাগ না হয়, তাহা হইলে ইহা সঙ্গত হয় না। কারণ, পত্নীসংযাজাত্মক যে কর্ম্ম, তাহা দ্বাদশাহের চরমাবয়ব। সুতরাং তাহার পরে যে কর্ম্মটি করা হয়, তাহা আর দ্বাদশাহের কোন দিবসবিশেষে (দশমদিবসে) সাধ্য যে যাগ তাহার অঙ্গ হইতে পারে না। আর পত্নীসংযাজাত্মক কর্ম্মই যে দ্বাদশাহের চরমাবয়ব, তাহা "পত্নীসংযাজান্তানি অহানি সন্তিষ্ঠন্তে" এই বাক্যের দ্বারা বোধিত হইতেছে।

পক্ষে সংখ্যা সহস্রবৎ ॥ ৩৭ ॥

অক্ষরার্থ। "পক্ষে"—এই পক্ষে, "সংখ্যা"—দ্বাদশসংখ্যা, "সহস্রবৎ"—"সহস্রসংখ্যার ন্যায় হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি কেহ বলেন, মানসগ্রহ গ্রহণ ত্রয়োদশ দিবসে কর্ত্তব্য স্বতন্ত্র যাগ হইলে উহাকে দ্বাদশাহযাগের অন্তর্গত বলা যাইবে কিরূপে? কারণ, ত্রয়োদশকে ত দ্বাদশ বলা চলে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য, "অতিরাত্রঃ সহস্রম্ অহানি। অতিরাত্রেণ সহস্রসাধ্যেন যজেত"—এই শ্রুতিবাক্যে অতিরাত্রযাগে সহস্র অহঃ উপদিষ্ট হইলেও তাহাতে সহস্রেরও অধিক দিন থাকে অথচ তাহাকে যেমন সহস্রাহই বলা হয়, এস্থলেও সেইরূপ ত্রয়োদশাহে দ্বাদশাহ উল্লেখ হইবে, কারণ ইহা শব্দপ্রমাণ বোধিত। অথবা 'দ্বাদশাহ' ইহা নামধেয় মাত্র; সুতরাং উহা যে দ্বাদশটি দিনকেই বুঝাইবে তাহা নহে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

অহরঙ্গং বা হংশুবচ্চোদনাভাবাৎ ॥ ৩৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অহরঙ্গং"—উহা দিবস-বিশেষের (দশমদিবসের) অঙ্গ হইবে, "অংশুবৎ"—অংশুর ন্যায়, "চোদনাভাবাৎ"—যে হেতু পৃথক্ বিধি নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ঐ যে মানসগ্রহ গ্রহণ উহা স্বতন্ত্র দিবসীয় যাগ নহে; যেহেতু, তাদৃশ পৃথক্ বিধি নাই। কিন্তু উহা দশম দিবসীয় যাগের অঙ্গ হইবে। কারণ, এই যে গ্রহণ, ইহা অংশু গ্রহণের ন্যায় সংস্কার কর্ম্ম। আর সংস্কারের ভেদে কর্ম্মের ভেদ হয় না। কাজেই ইহা প্রধান কর্ম্ম হইতে পারে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

দশমবিসর্গবচনাচ্চ ॥ ৩৯ ॥

অক্ষরার্থ। "দশমবিসর্গবচনাৎ চ"—দশমবিসর্গের বচন আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এই মানসগ্রহণ যে দশমদিবসের অঙ্গ তাহার আরও হেতু এই যে, "এষ বৈ দশমস্যাহ্নো বিসর্গো যন্মানসম্" এই বচনে মানস গ্রহণকে দশমদিবসের বিসর্গ অর্থাৎ অন্ত্য কর্ম্ম বলা হইয়াছে। সুতরাং উহা ত্রয়োদশাহে কর্ত্তব্য স্বতন্ত্র যাগ হইতে পারে না।

দশমেঽহন্নিতি চ তদ্গুণশাস্ত্রাৎ ॥ ৪০ ॥

অক্ষরার্থ। "দশমে অহন্ ইতি"—'দশমে অহনি' ইত্যাদি, "তদ্গুণশাস্ত্রাৎ চ"—সেই দশমদিনের গুণবাচক শাস্ত্রবচন রহিয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। উহা যে দশমদিবসের অঙ্গ তাহার আরও হেতু এই যে, "দশমেঽহনি মানসায় প্রসর্পন্তি" এই শ্রুতিবাক্যে দশমদিবসের প্রতি মানস-গ্রহণের গুণত্ব বোধিত হইতেছে।

সংখ্যাসামঞ্জস্যাৎ ॥ ৪১ ॥

অক্ষরার্থ। "সংখ্যাসামঞ্জস্যাৎ"—সংখ্যার সামঞ্জস্য হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। মানসগ্রহণকে দশম দিবসের অঙ্গ বলিলে দ্বাদশাহ-যাগটিতে দ্বাদশদিনের অধিক সময় আর লাগে না; কাজেই ইহাতে দ্বাদশাহ-পদের সংখ্যার সামঞ্জস্য থাকে। অন্যথা গৌণী বৃত্তি স্বীকার করিতে হয়। আর দ্বাদশাহপদের সার্থকতা রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বপক্ষবাদী যাহা বলিয়াছেন, প্রমাণান্তরাবগত বিষয়ের স্থলেই তাহা প্রযোজ্য।

পশ্বতিরেকে চৈকস্য ভাবাৎ ॥ ৪২ ॥

অক্ষরার্থ। "পশ্বতিরেকে"—পশুর অতিরেক বিষয়ে, "একস্য ভাবাৎ চ"—একটিরই নির্দ্দেশ আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে যে যাগ ত্রয়োদশদিনব্যাপী নহে তাহার আরও কারণ, এই শ্রুতি পশ্বেকাদশিনীতে একাদশটি পশুর উল্লেখ করিয়া একটির অভাব নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহা যদি ত্রয়োদশ দিনব্যাপী হইত, তাহা হইলে দুইটি পশুর অভাব নির্দ্দেশ করিতেন। যাগ দ্বাদশদিনব্যাপী বলিয়াই একটির অভাব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর তাহা হইলে ত্রয়োদশ দিবসে যাগ না থাকায় পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে মানস গ্রহণ দশম দিনেরই অঙ্গ হয়।

স্তুতিব্যপদেশমঙ্গেন বিপ্রতিষিদ্ধং ব্রতবৎ ॥ ৪৩ ॥

অক্ষরার্থ। "স্তুতিব্যপদেশং"—স্তুতির নির্দ্দেশ, "অঙ্গে"—অঙ্গে, "ন বিপ্রতিষিদ্ধং"—বিরুদ্ধ বলা হয় না, "ব্রতবৎ"—মহাব্রতের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, স্তুতি দ্বারা ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়া মানসগ্রহ স্বতন্ত্র যাগ, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, অঙ্গের দ্বারাও অঙ্গীর স্তুতি হইতে পারে। যেমন, সম্বৎসর সত্রে চরম দিনটিকে মহাব্রত বলা হয়; আর এই মহাব্রতরূপ অংশের দ্বারা সম্বৎসরসত্ররূপ অংশীর প্রশংসা "বস্তি বা এতে" ইত্যাদি বেদবচনে দৃষ্ট হয়। এ স্থলে যেমন সমুদায়ের অর্থাৎ অংশীর দোষ উল্লেখ করিয়া মহাব্রতরূপ অংশের ধর্ম্মের দ্বারা তাহার পরিহার বলা হইয়াছে,—এইরূপে ঐ অংশের দ্বারা অংশীর স্তুতি করা হইয়াছে, অথচ তাহারা অত্যন্ত ভিন্ন নহে, এ স্থলেও সেইরূপ হইবে। অতএব স্তুতিদ্বারা ভেদ সিদ্ধ হয় না।

বচনাদতদন্তত্বম্ ॥ ৪৪ ॥

অক্ষরার্থ। "বচনাৎ"—বিশেষ বচন অনুসারে, "অতদন্তত্বম্"—পত্নীসংযাজান্ততা হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, মানসগ্রহণ পত্নীসংযাজের পরে কর্ত্তব্য বলিয়া উহা স্বতন্ত্র দিবসসাধ্য স্বতন্ত্র কর্ম্ম, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ সামান্যবিধি বা সাধারণ নিয়ম অনুসারে তাহাই হয় বটে। কিন্তু এখানে যখন বিশেষ বচন রহিয়াছে, তখন তদনুসারে উহা দশমদিবসে কর্ত্তব্য। দ্বাদশাহ পত্নীসংযাজান্ত বটে কিন্তু দশমাহ মানসান্ত—দশম দিবসের কৃত্য মানসগ্রহ গ্রহণেই সমাপ্ত হইবে। অতএব উহা অহরন্তর নহে। ইতি ১৩শ মানসের দশমাহাঙ্গতাধিকরণ।

সত্রমেকঃ প্রকৃতিবৎ ॥ ৪৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সত্রং"—সত্রযাগ, "একঃ"—একজন কর্ত্তাই সম্পন্ন করিবে অর্থাৎ উহাতে একজনই যজমান, "প্রকৃতিবৎ"—প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোমের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। দ্বাদশাহ প্রভৃতি সত্রযাগ আছে; জ্যোতিষ্টোম তাহার প্রকৃতি। ঐ সমস্ত সত্রযাগে কর্ত্তা অর্থাৎ যজমান এক কি বহু, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, বিকৃতি যাগের অনুষ্ঠান যখন প্রকৃতি-যাগের অনুরূপই হয় আর জ্যোতিষ্টোমই যখন সত্রের প্রকৃতি তখন একজন যজমানই সত্রের অনুষ্ঠানে অধিকারী, কারণ প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোম যাগে একজন লোকই যজমান। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

বচনাত্তু বহূনাং স্যাৎ ॥ ৪৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষাব্যাবৃত্ত্যর্থক, "বচনাৎ"—বিশেষবচন অনুসারে, "বহূনাং স্যাৎ"—বহুব্যক্তির কর্ত্তৃত্ব হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সত্রে কর্ত্তা অর্থাৎ যজমান একজন নহে, কিন্তু বহুলোকই উহার কর্ত্তা। কারণ, "আসীরন্, উপেয়ুঃ" ইত্যাদি পদ সত্রের বিধায়ক। আর উহাতে বহুবচনের প্রয়োগ রহিয়াছে বলিয়া ঐ বিধি দ্বারা যে কর্ম্ম বিহিত হইতেছে তাহার বহুকর্ত্তৃকত্ব একপদশ্রুতি দ্বারা বোধিত হয়। আর এই প্রত্যক্ষ শ্রুতি দ্বারা এককর্ত্তৃকত্বের অতিদেশক যে আনুমানিক বিধি তাহার বাধই হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অপদেশঃ স্যাদিতি চেৎ ॥ ৪৭ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অপদেশঃ"—প্রয়োগ অর্থাৎ বহুবচনের প্রয়োগ, "স্যাৎ"—হইতে পারে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতে পারেন যে, বহুবচন আছে বলিয়াই যে কর্ত্তা বহু হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই। কারণ, সামান্যক্রিয়াসম্বন্ধ অভিপ্রায়ে বহুবচনের প্রয়োগ লোকে এবং বেদে দৃষ্ট হয়। যেমন "দেবশ্চেৎ বর্ষেৎ বহবঃ কৃষিং কুর্য্যুঃ" অর্থাৎ যদি বর্ষণ হয়, তাহা হইলে অনেকে

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে যে যাগ ত্রয়োদশদিনব্যাপী নহে তাহার আরও কারণ, এই শ্রুতি পশ্বেকাদশিনীতে একাদশটি পশুর উল্লেখ করিয়া একটির অভাব নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহা যদি ত্রয়োদশ দিনব্যাপী হইত, তাহা হইলে দুইটি পশুর অভাব নির্দ্দেশ করিতেন। যাগ দ্বাদশদিনব্যাপী বলিয়াই একটির অভাব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর তাহা হইলে ত্রয়োদশ দিবসে যাগ না থাকায় পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে মানস গ্রহণ দশম দিনেরই অঙ্গ হয়।

স্তুতিব্যপদেশমঙ্গেন বিপ্রতিষিদ্ধং ব্রতবৎ ॥ ৪৩ ॥

অক্ষরার্থ। "স্তুতিব্যপদেশং"—স্তুতির নির্দ্দেশ, "অঙ্গে"—অঙ্গে, "ন বিপ্রতিষিদ্ধং"—বিরুদ্ধ বলা হয় না, "ব্রতবৎ"—মহাব্রতের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, স্তুতি দ্বারা ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়া মানসগ্রহ স্বতন্ত্র যাগ, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, অঙ্গের দ্বারাও অঙ্গীর স্তুতি হইতে পারে। যেমন, সম্বৎসর সত্রে চরম দিনটিকে মহাব্রত বলা হয়; আর এই মহাব্রতরূপ অংশের দ্বারা সম্বৎসরসত্ররূপ অংশীর প্রশংসা "যস্তি বা এতে" ইত্যাদি বেদবচনে দৃষ্ট হয়। এ স্থলে যেমন সমুদায়ের অর্থাৎ অংশীর দোষ উল্লেখ করিয়া মহাব্রতরূপ অংশের ধর্ম্মের দ্বারা তাহার পরিহার বলা হইয়াছে,—এইরূপে ঐ অংশের দ্বারা অংশীর স্তুতি করা হইয়াছে, অথচ তাহারা অত্যন্ত ভিন্ন নহে, এ স্থলেও সেইরূপ হইবে। অতএব স্তুতিদ্বারা ভেদ সিদ্ধ হয় না।

বচনাদতদন্তত্বম্ ॥ ৪৪ ॥

অক্ষরার্থ। "বচনাৎ"—বিশেষ বচন অনুসারে, "অতদন্তত্বম্"—পত্নীসংযাজান্ততা হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, মানসগ্রহণ পত্নী-সংযাজের পরে কর্ত্তব্য বলিয়া উহা স্বতন্ত্র দিবসসাধ্য স্বতন্ত্র কর্ম্ম, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ সামান্যবিধি বা সাধারণ নিয়ম অনুসারে তাহাই হয় বটে। কিন্তু এখানে যখন বিশেষ বচন রহিয়াছে, তখন তদনুসারে উহা দশমদিবসে কর্ত্তব্য। দ্বাদশাহ পত্নী-সংযাজান্ত বটে কিন্তু দশমাহ মানসান্ত—দশম দিবসের কৃত্য মানসগ্রহ গ্রহণেই সমাপ্ত হইবে। অতএব উহা অহরন্তর নহে। ইতি ১৩শ মানসের দশমাহাঙ্গতাধিকরণ।

সত্রমেকঃ প্রকৃতিবৎ ॥ ৪৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সত্রং"—সত্রযাগ, "একঃ"—একজন কর্ত্তাই সম্পন্ন করিবে অর্থাৎ উহাতে একজনই যজমান, "প্রকৃতিবৎ"—প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোমের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। দ্বাদশাহ প্রভৃতি সত্রযাগ আছে; জ্যোতিষ্টোম তাহার প্রকৃতি। ঐ সমস্ত সত্রযাগে কর্ত্তা অর্থাৎ যজমান এক কি বহু, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, বিকৃতি যাগের অনুষ্ঠান যখন প্রকৃতি-যাগের অনুরূপই হয় আর জ্যোতিষ্টোমই যখন সত্রের প্রকৃতি তখন একজন যজমানই সত্রের অনুষ্ঠানে অধিকারী, কারণ প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোম যাগে একজন লোকই যজমান। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

বচনাত্তু বহূনাং স্যাৎ ॥ ৪৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষাব্যাবৃত্ত্যর্থক, "বচনাৎ"—বিশেষবচন অনুসারে, "বহূনাং স্যাৎ"—বহুব্যক্তির কর্ত্তৃত্ব হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সত্রে কর্ত্তা অর্থাৎ যজমান একজন নহে, কিন্তু বহুলোকই উহার কর্ত্তা। কারণ, "আসীরন্, উপেয়ুঃ" ইত্যাদি পদ সত্রের বিধায়ক। আর উহাতে বহুবচনের প্রয়োগ রহিয়াছে বলিয়া ঐ বিধি দ্বারা যে কর্ম্ম বিহিত হইতেছে তাহার বহুকর্ত্তৃকত্ব একপদশ্রুতি দ্বারা বোধিত হয়। আর এই প্রত্যক্ষ শ্রুতি দ্বারা এককর্ত্তৃকত্বের অতিদেশক যে আনুমানিক বিধি তাহার বাধই হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অপদেশঃ স্যাদিতি চেৎ ॥ ৪৭ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অপদেশঃ"—প্রয়োগ অর্থাৎ বহুবচনের প্রয়োগ, "স্যাৎ"—হইতে পারে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতে পারেন যে, বহুবচন আছে বলিয়াই যে কর্ত্তা বহু হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই। কারণ, সামান্যক্রিয়াসম্বন্ধ অভিপ্রায়ে বহুবচনের প্রয়োগ লোকে এবং বেদে দৃষ্ট হয়। যেমন "দেবশ্চেৎ বর্ষেৎ বহবঃ কৃষিং কুর্য্যুঃ" অর্থাৎ যদি বর্ষণ হয়, তাহা হইলে অনেকে

চাষ করিতে পারে—এই লৌকিক প্রয়োগে যেমন ক্রিয়ায় বহুবচন থাকিলেও বহু-কর্ত্তার সাহিত্য বিবক্ষিত নহে, কিন্তু বহু ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে চাষ করিবে, ইহাই বিবক্ষিত ; এইরূপ বেদের "সত্রাদুদবসায় পৃষ্ঠশমনীয়েন যজেরন্" এই পৃষ্ঠশমনীয় যাগ বিধায়ক বাক্যে ক্রিয়ায় বহুবচন থাকিলেও বহু কর্ত্তার সাহিত্য যেমন অভিপ্রেত নহে সত্রবিধায়ক বাক্যেও সেইরূপ হইবে। ইতি আশঙ্কা।

নৈকব্যপদেশাৎ ॥ ৪৮ ॥

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা সঙ্গত নহে, "একব্যপদেশাৎ—(সত্রভিন্নস্থলে) কর্ত্তার একত্বের ব্যপদেশ (নির্দ্দেশ) আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া যে ভাবে বহু-বচনের উপপত্তি দেখাইয়াছেন, তাহা এখানে খাটে না। কারণ, লৌকিকব্যবহারে প্রমাণান্তরের সাহায্যে যাহা অবগত হওয়া যায় শব্দের দ্বারা তাহার অনুবাদ মাত্র করা হয়। কাজেই লোকে কি ভাবে ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা দেখিয়া নিরূপণ করা যায় যে, সামান্তক্রিয়াসম্বন্ধাভিপ্রায়ে বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে। আর তাহাতে কর্ত্তার বহুত্ব অনপেক্ষিত অবগত হইতে পারা যায়। কিন্তু বৈদিক ব্যবহারে অর্থাৎ বেদ-বিধিস্থলে শব্দ অনুসারেই ক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এ কারণে তথায় শব্দ অনু-সারেই অর্থ নিরূপণ করিতে হয়। তদনুসারে দেখা যায় যে, সত্রে কর্ত্তার বহুত্ব অবশ্য অপেক্ষিত। ইহা দ্বাদশাহযাগীয় শ্রুতিবাক্য হইতে নিরূপিত হয়। কারণ দ্বাদশাহ যাগ দ্বিবিধ, সত্রাত্মক এবং অহীনাত্মক। তন্মধ্যে অহীনাত্মক যে দ্বাদশাহযাগ তাহাতে সত্রগত ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া "এক এব যজেত" এই বাক্যে কর্ত্তার একত্ব বিহিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে নিরূপিত হয় যে, অহীনাত্মক দ্বাদশাহযাগেই কর্ত্তার একত্ব আবশ্যক। আর সত্রাত্মক দ্বাদশাহযাগে কর্ত্তার অনেকত্ব প্রাপ্ত বলিয়াই এ স্থলে একত্ববিধান সঙ্গত হয়। আর পূর্ব্বপক্ষবাদী যে 'পৃষ্ঠশমনীয়' যাগবিধায়ক বাক্যের বহুবচনের অবিবক্ষিত্ব দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাও এখানে খাটে না, কারণ তাহাও অনুবাদ মাত্র। ইতি আশঙ্কানিরাস।

সন্নিবাপঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৪৯ ॥

অক্ষরার্থ। "চ"—আরও, "সন্নিবাপং"—ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অগ্নির সমাবেশ, "দর্শয়তি"—দেখান হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সত্রে যে কর্তার বহুত্ব অপেক্ষিত, তাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অগ্নি সকলের সন্নিবাপ অর্থাৎ একত্র সমাবেশ হইতেও অবগত হওয়া যায়। যেহেতু সত্রপ্রকরণে শ্রুতি বলিতেছেন, "সাবিত্রাণি হোষ্যন্তঃ সন্নিবপেরন্" অর্থাৎ সাবিত্র হোম করিবার পূর্ব্বে অগ্নি সকলের সন্নিবাপ করিবে। যদি বহুব্যক্তি সঙ্ঘ-বদ্ধভাবে অনুষ্ঠান করে তবেই এই প্রকারের সন্নিবাপবচন সঙ্গত হয়। ইহা হইতেও জানা যায় যে, সত্রে বহুব্যক্তিরই মিলিত ভাবে অধিকার।

বহূনামিতি চৈকস্মিন্ বিশেষবচনং ব্যর্থম্ ॥ ৫০ ॥

অক্ষরার্থ। "বহূনাম্ ইতি বিশেষবচনম্"—'বহূনাম্' এই প্রকারের বিশেষ উল্লেখ, "চ"—যে হেতু, "একস্মিন্ ব্যর্থম্"—একজন ব্যক্তি কর্ত্তা হইলে ব্যর্থ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সত্রে যজমান যদি একজনমাত্রই হইত, তাহা হইলে শ্রুতিমধ্যে সত্রপ্রকরণে "যো বৈ বহূনাং যজমানানাং গৃহপতিঃ" এই ভাবে যজমানের যে বহুত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়িত। একারণেও নিরূপিত হয় যে সত্রে যজমানের বহুত্বই আবশ্যক। অতএব বহু ব্যক্তিই সঙ্ঘবদ্ধভাবে সত্রের অধিকারী বলিয়া এস্থলে অতিদেশতঃপ্রাপ্ত কর্ত্তৃগত একত্বের বাধ হইবে। ইতি ১৪শ সত্রের বহুকর্ত্তৃকত্বাধিকরণ।

অন্যে স্যুর্ঋত্বিজঃ প্রকৃতিবৎ ॥ ৫১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অন্যে"—যজমানাতিরিক্ত অন্য ব্যক্তি সকল, "ঋত্বিজঃ স্যুঃ"—সত্রের ঋত্বিক্ হইবে, "প্রকৃতিবৎ"—প্রকৃতিযাগের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সত্রে বহুজন কর্ত্তা আবশ্যক। এক্ষণে পুনরায় সংশয় এই যে, সত্রে যজমান ছাড়া অন্য ব্যক্তিরা কি ঋত্বিক্ হইবে অথবা যজমানেরাই ঋত্বিক্ হইবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোম যাগে যেমন যজমান ছাড়া অন্য ব্যক্তিরাই ঋত্বিক্ হইয়া থাকে বিকৃতিভূত সত্রেও সেইরূপ যজমানাতিরিক্তব্যক্তিগণই ঋত্বিক্কর্ম্মের অধিকারী। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বা যজমানাঃ স্যুঃৠত্বিজামভিধানসংযোগাত্তেষাং স্যাদ্‌যজমানত্বম্ ॥ ৫২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "যজমানাঃ স্যুঃ"—"যজমানেরাই ঋত্বিক্ হইবে, "ঋত্বিজাম্ অভিধানসংযোগাৎ"—ঋত্বিগ্‌গণের অভিধানের (নামের) সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া, "তেষাং"—সেই নাম বিশিষ্টগণের, "যজমানত্বং স্যাৎ"—যজমানত্ব হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সত্রে যাহারা যজমান, তাহারাই ঋত্বিক্ হইবে। কারণ, সত্রে ঋত্বিক্‌দিগকে দীক্ষিত করিবার বিধি আছে। আর দীক্ষাপদের অর্থ যজমানের সংস্কার। ঋত্বিগ্‌গণের 'অধ্বর্য্যু' প্রভৃতি যে সমস্ত সংজ্ঞা (নাম) তাহা কর্ম্মনিমিত্তক যৌগিক। আর "অধ্বর্য্যুর্গৃহপতিং দীক্ষয়িত্বা ব্রহ্মাণং দীক্ষয়তি। ততো হোতারং। তত উদ্‌গাতারম্" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে সেই সমস্ত কর্ম্মনিমিত্তক যৌগিক শব্দরূপ সংজ্ঞা (নাম) উল্লেখ করিয়াই সকল ঋত্বিকেরই যজমানসংস্কাররূপ সেই দীক্ষা বিহিত হইয়াছে। গৃহপতি অর্থ যজমান—যাগকর্ত্তা। অতএব যাহারা সেই অধ্বর্য্যু প্রভৃতি নামবিশিষ্ট, তাহাদেরই যজমানত্ব বলিয়া যজমানেরাই সত্রের ঋত্বিক্। ইতি সিদ্ধান্ত।

কর্ত্তৃসংস্কারো বচনাদাধাতৃবদিতি চেৎ ॥ ৫৩ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "কর্ত্তৃসংস্কারঃ"—উহা ঋত্বিক্‌গণেরই সংস্কার হইবে, "বচনাৎ"—বিশেষবচন অনুসারে, "আধাতৃবৎ"—আধানের ন্যায়, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা করিতেছেন, অগ্ন্যাধান কর্ম্মে আধানকর্ত্তা যজমান একজন, কিন্তু তথায় অধ্বর্য্যুপ্রভৃতি ঋত্বিক্ আবশ্যক। আর বিশেষ বচন আছে বলিয়া তদনুসারে তথায় ঋত্বিগ্‌গণেরও কতকগুলি সংস্কার করিতে হয়। সুতরাং তথায় সংস্কার করা হইলেও যেমন ঋত্বিগ্‌গণ যজমান হইয়া যায় না, সেইরূপ এখানেও অধ্বর্য্যুপ্রভৃতি ঋত্বিকের দীক্ষারূপ সংস্কার করা হইলেও তাহাদের যজমানত্ব হইবে না। ইতি আশঙ্কা।

স্যাদ্ বিশয়ে তন্ন্যায়ত্বাৎ প্রকৃতিবৎ ॥ ৫৪ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ যজমানেরই আর্ত্বিজ্য হইবে অথবা সংস্কারহেতু ঋত্বিগ্‌গণেরই যজমানত্ব হইবে, "বিশয়ে"—সংশয়স্থলে, "তন্ন্যায়ত্বাৎ"—যে হেতু, পূর্ব্বতরসূত্রোক্ত নিয়মই অনুসরণীয়, "প্রকৃতিবৎ"—প্রকৃতিভূত যাগের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, যজমানগণই কি ঋত্বিক্ অথবা স্বতন্ত্র ব্যক্তিরাই ঋত্বিক্,এই প্রকার সংশয় হইলে,"অপি বা যজমানাঃ স্যুঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বতর সূত্রে যে নিয়ম বলা হইয়াছে, তাহাই অনুসরণীয়। কারণ, সত্রে ঐ যে ঋত্বিগ্‌গণের দীক্ষা বিহিত হইয়াছে, উহার দুই রকম গতি হইতে পারে—উহা প্রকৃতিযাগীয় প্রয়োজন সাধন করিবে না কিন্তু অপূর্ব্বরূপে বিহিত হইয়াছে, ইহা হইতে পারে, অথবা প্রকৃতিযাগে যে প্রয়োজন সাধিত হয় এ স্থলেও উহার দ্বারা সেই প্রয়োজনই সাধিত হইবে, কেবল যজমানের ক্রম বা পারম্পর্য্য অতিরিক্ত ভাবে বুঝাইবে, ইহাও হইতে পারে। তন্মধ্যে, উহা অপূর্ব্বরূপে বিহিত হইয়াছে বলিলে অদৃষ্টকল্পনা এবং অধিকার্থ বিধান স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে কল্পনাগৌরব হয়। কিন্তু উহাকে প্রকৃত প্রয়োজনমূলক ক্রমমাত্রবিধায়ক বলিলে কল্পনালাঘব হয়; ইহা সূত্রের "প্রকৃতিবৎ" এই অংশের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। একারণে এই পক্ষই স্বীকার্য্য। অতএব সত্রে ঋত্বিগ্‌গণের দীক্ষা বিধান আছে বলিয়া সত্রে যাহারা যজমান তাহারাই ঋত্বিক্। ইতি আশঙ্কানিরাস।

স্বাম্যাখ্যাঃ স্যুর্গৃহপতিবদিতি চেৎ ॥ ৫৫ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "স্বাম্যাখ্যাঃ স্যুঃ"—অধ্বর্য্যু প্রভৃতি শব্দ স্বামীর (যজমানের) বাচক হইবে, "গৃহপতিবৎ"—গৃহপতি শব্দের ন্যায়, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। অন্য এক বাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, আচ্ছা! এত ভজকটর দরকার কি? 'গৃহপতি' শব্দটি যেমন যজ্ঞস্বামী যজমানেরই বাচক 'অধ্বর্য্যু' প্রভৃতি ষোলটি শব্দও সেইরূপ যজ্ঞস্বামী যজমানেরই আখ্যা (নাম) হউক না কেন?

ন প্রসিদ্ধগ্রহণত্বাদসংযুক্তস্য তদ্ধর্ম্মেণ ॥ ৫৬ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, "প্রসিদ্ধ-গ্রহণত্বাৎ"—যে হেতু, উহার গ্রহণ (শক্তিগ্রহ) প্রসিদ্ধ, "তদ্ধর্ম্মেণ অসংযুক্তস্য"—সেই আধ্বর্য্যবাদিধর্ম্ম অসংযুক্তেরই (গৃহপতি সংজ্ঞা)।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার নিরাসকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অধ্বর যোজনাদি (যজ্ঞাবয়ব বিতত করা ইত্যাদি) আধ্বর্য্যব প্রভৃতি কার্য্যনিমিত্তই যে অধ্বর্য্যু প্রভৃতি শব্দের শক্তিগ্রহ হয় তাহা প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ ঐ সমস্ত কর্ম্ম যাহারা করেন তাঁহারাই 'অধ্বর্য্যু' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হন, এই প্রকারেই অধ্বর্য্যু প্রভৃতি শব্দের শক্তিগ্রহ প্রসিদ্ধ। কিন্তু গৃহপতিশব্দ তাদৃশ নহে; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উক্ত কর্ম্ম না করিলেও যজমানকেই 'গৃহপতি' বলা হয়; ইহা একযজমানক (যে স্থলে একজন মাত্রই যজমান তাদৃশ) যাগেও প্রসিদ্ধ। কাজেই 'অধ্বর্য্যু' প্রভৃতি শব্দ স্বাম্যাখ্যা (যজমানের নাম) হইতে পারে না। ইতি আশঙ্কানিরাস *

দীক্ষিতাদীক্ষিতব্যপদেশশ্চ নোপপদ্যতেঽর্থয়োর্নিত্য-
ভাবিত্বাৎ ॥ ৫৭ ॥

অক্ষরার্থ। "দীক্ষিতাদীক্ষিতব্যপদেশঃ চ"—দীক্ষিত ও অদীক্ষিত এই প্রকার উল্লেখ, "ন উপপদ্যতে"—সঙ্গত হয় না,

* ইহার পরে "বহূনামিতি চ তুল্যেষু বিশেষবচনং নোপপদ্যতে" এই অংশটি কোন কোন ব্যাখ্যাতার মতে সূত্ররূপে ব্যাখ্যাত হইতে দেখা যায়। বস্তুতঃ ইহা ৫৬তম সূত্রেরই ভাষ্যাংশ। ইহার অর্থ এইরূপ—"তুল্যেষু" অর্থাৎ সকল যজমানেরই যদি গৃহপতিত্ব তুল্য হয় অর্থাৎ সকলেই যদি ঋত্বিক্‌কর্ম্ম রহিত হইয়া কেবল গৃহপতি হয় তাহা হইলে, "বিশেষবচনং" অর্থাৎ 'গৃহপতি' এই প্রকার বিশেষ উল্লেখ, "ন উপপদ্যতে" অর্থাৎ সঙ্গত হয় না। ফলিতার্থ এই যে, সত্রে যদি সকল যজমানই গৃহপতির কর্ম্ম করে তাহা হইলে "যো বৈ বহূনাং যজমানানাং গৃহপতিঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে "বহূনাং" এই প্রকার যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয় না,

"অর্থয়োঃ নিত্যভাবিত্বাৎ"—যে হেতু, এই অন্বর্থয় নিত্য অর্থাৎ নিয়ত বা ব্যবস্থিত।

ভাষ্যভাবার্থ। সত্রে ঋত্বিগ্‌গণ যদি যজমান হইতে পৃথক্ হয়, তাহা হইলে "দীক্ষিতাঃ সত্রৈর্যজন্তে অদীক্ষিতা অহীনৈর্যজন্তি" এই শ্রুতিবাক্যে দীক্ষিত এবং অদীক্ষিতের যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ, দীক্ষিতগণ স্বার্থে যাগ করিয়া থাকে আর অদীক্ষিতগণ পরার্থে যাগ করে, ইহা যখন 'সত্র' বা 'অহীন' সকল যাগেই ব্যবস্থিত তখন পুনরায় ঐ প্রকারের বিশেষ উল্লেখ নিরর্থক হয়। এ কারণেও স্বীকার করিতে হয় যে, সত্রে দীক্ষিত যজমানগণই ঋত্বিক্—যজমানগণই ঋত্বিক্‌কর্ম্ম করিবে।

অদক্ষিণত্বাচ্চ ॥ ৫৮ ॥

অক্ষরার্থ। "অদক্ষিণত্বাৎ চ"—সত্র অদক্ষিণ অর্থাৎ আনতি-করী যে দক্ষিণা তাহা সত্রে নাই বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। সত্রে দক্ষিণা দিতে হয় না। ইহা "অদক্ষিণানি সত্রাণি" এই শ্রুতিবচনে উপদিষ্ট হইয়াছে। সত্রে যে যজমানগণই ঋত্বিক্ ইহাও তাহার জ্ঞাপক। কারণ ঋত্বিগ্‌গণ যজমান হইতে ভিন্ন হইলে তাহাদের আনতির জন্য অবশ্যই দক্ষিণা দিতে হইত। তাহা যখন দিতে হয় না, তখন সত্রে যজমানগণই ঋত্বিক্। কারণ নিজের কর্ম্মে স্বভাবতঃই নিজের প্রবৃত্তি হয় বলিয়া তজ্জন্য দক্ষিণার অপেক্ষা নাই। আর শ্রৌত দক্ষিণা যে নিয়মাপূর্ব্বরূপে আনতিফলক তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব সত্রে অতিদেশতঃ প্রাপ্ত যজমানাতিরিক্ত ঋত্বিকের বাধ হইবে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ষষ্ঠ পাদের ৩য় অধিকরণের সহিত এই অধিকরণের পুনরুক্তি হয় নাই। কারণ, এই অধিকরণে যাহা বিচারিত হইয়াছে যে সত্রে যজমানই ঋত্বিক্ কর্ম্ম করিবে তাহা তথায় সিদ্ধবৎ ধরিয়া লইয়া বিচার করা হইয়াছে যে সত্রে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের অধিকার নাই। ইতি ১৫শ সত্রে যজমানেরই ঋত্বিক্ত্বাধিকরণ।

কারণ, ইহাদের মধ্যে কোন বিশেষত্ব থাকিতেছে না। পক্ষান্তরে যদি গৃহপতি কেবল যাজমান (যজমানসম্পাদ্য) কর্ম্ম করে আর অপরে উভয় প্রকার কর্ম্ম করে, তবেই শ্রুতির ঐ প্রকার বিশেষোক্তি সঙ্গত হয়।

দ্বাদশাহস্য সত্রত্বমাসনোপায়িচোদনেন যজমানবহুত্বেন চ সত্রশব্দাভিসংযোগাৎ ॥ ৫৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্বাদশাহস্য সত্রত্বম্"—দ্বাদশযাগ সত্রাত্মক; "আসনোপায়িচোদনেন"—যে হেতু, তাহাতে আসনোপায়িচোদনা অর্থাৎ 'আস্' ধাতু এবং 'উপ'-পূর্ব্বক 'ই' ধাতু ঘটিত বিধি রহিয়াছে; "যজমানবহুত্বেন চ"—এবং তাহাতে যজমানের বহুত্ব আছে বলিয়া, "সত্রশব্দাভিসংযোগাৎ"—'সত্র' শব্দের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

যজতিচোদনাদহীনত্বং স্বামিনাং চাস্থিত-পরিমাণত্বাৎ ॥ ৬০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "যজতিচোদনাৎ"—'যজতি চোদনা' অর্থাৎ 'যজ্' ধাতু ঘটিত বিধি আছে বলিয়া, "অহীনত্বং"—দ্বাদশাহযাগ অহীনাত্মক, "স্বামিনাং"—যজমানগণের, "অস্থিতপরিমাণত্বাৎ চ"—পরিমাণ অস্থিত অর্থাৎ অনিয়মিত বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। যে দ্বাদশাহযাগ লইয়া এই সমস্ত বিচার হইল, তাহা সত্রাত্মক এবং অহীনাত্মক ইহা পূর্ব্বে অনাগতাবেক্ষণন্যায়ে বহুবার বলা হইয়াছে। এক্ষণে সূত্রে তাহা বলা হইতেছে। দ্বাদশাহযাগকে কেন সত্রাত্মক এবং অহীনাত্মক বলা হয় তাহা জানিতে হইলে 'সত্র' এবং 'অহীন' যাগের লক্ষণ আবশ্যক। এ কারণে "দ্বাদশাহস্য সত্রত্বম্" ইত্যাদি দুইটি সূত্রে দ্বাদশাহযাগের সত্রত্ব এবং অহীনত্ব নির্দ্দেশ করিবার জন্য সত্র এবং অহীনের লক্ষণ বলা হয়। তন্মধ্যে প্রথম সূত্রে (৫৯তম) বলা হইয়াছে যে, 'আসনোপায়িচোদনা' দ্বারা অর্থাৎ 'আস্' ধাতু এবং 'উপ'-পূর্ব্বক 'ই' ধাতু ঘটিত বিধি দ্বারা যে সমস্ত যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে এবং যাহাতে যজমানের বহুত্ব, ন্যূনকল্পে সপ্তদশ জন আবশ্যক তাহাকে 'সত্র' বলে। দ্বাদশাহ যাগ তাদৃশ বলিয়া তাহা সত্রাত্মক। আর দ্বিতীয়সূত্রে বলা হইয়াছে, দ্ব্যহ প্রভৃতি দ্বাদশাহব্যাপী যে সোমযাগ যাহা 'যজ্'ধাতু ঘটিত বিধি দ্বারা

উপদিষ্ট এবং যাহাতে যজমানের সংখ্যা অনিয়ত তাহার নাম 'অহীন'। দ্বাদশাহ যাগ তাদৃশ বলিয়া তাহা অহীনাত্মকও বটে। অতএব উহা সত্র ও অহীনযাগের লক্ষণ বুঝিতে হইবে। ইতি ১৬শ সত্র এবং অহীনের পার্থক্যনিরূপণাধিকরণ।

অহীনে দক্ষিণাশাস্ত্রং গুণত্বাৎ প্রত্যহং কর্ম্মভেদঃ স্যাৎ ॥ ৬১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অহীনে"—পৌণ্ডরীকনামক অহীনযাগে, "দক্ষিণা-শাস্ত্রম্"—দক্ষিণাবিধি, "প্রত্যহং"—প্রত্যহ হইবে, "গুণত্বাৎ"—যে হেতু, তাহা গুণ অর্থাৎ অহরঙ্গ, "কর্ম্মভেদঃ স্যাৎ"—দক্ষিণাকর্ম্মের ভেদ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "পৌণ্ডরীকেণ একাদশরাত্রেণ স্বারাজ্য-কামো যজেত" এই বাক্যে একাদশদিনসাধ্য পৌণ্ডরীক নামক অহীনযাগ উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে "অযুতং পৌণ্ডরীকে দদ্যাদশ্বসহস্রমেকাদশম্" "এই শ্রুতিবচনে অযুতসংখ্যক গোরু এবং একাদশসহস্র অশ্ব প্রদেয়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা কি প্রত্যেক দিবসই দিতে হইবে অথবা ইহা একবারমাত্র একদিনই দিতে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, পৌণ্ডরীক নামক অহীন যাগের এই যে দক্ষিণাদান কর্ম্ম ইহা প্রত্যেক দিনই কর্ত্তব্য। কারণ, একাদশদিনরূপ অহঃসঙ্ঘাতাত্মক যে যাগ তাহাতে প্রত্যেকটি অহঃ অর্থাৎ প্রত্যেক দিনে সম্পাদ্য যে যাগ তাহা প্রধান; দক্ষিণা তাহার গুণভূত। আর প্রধানের অনুরোধে গুণের ভেদই হইয়া থাকে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সর্ব্বস্য বৈককর্ম্ম্যাৎ ॥ ৬২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সর্ব্বস্য"—সমুদায়ের দক্ষিণা একটি, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "ঐককর্ম্ম্যাৎ"—যে হেতু, দক্ষিণার কর্ম্ম অর্থাৎ কার্য্য বা প্রয়োজন একটি মাত্র।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, একাদশদিনসাধ্য যাগ সমুদায়ে একটিমাত্র। আর দক্ষিণার প্রয়োজন ঋত্বিগ্‌গণের আনতিসম্পাদন।

কাজেই এস্থলে দক্ষিণাভেদ হইতে পারে। দক্ষিণা যদি প্রত্যেক দিনের অঙ্গ হইত তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষীর উক্তি সঙ্গত হইত। কিন্তু দক্ষিণার অহরঙ্গত্ব সিদ্ধ নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

পৃষদাজ্যবদ্‌বাহ্নাং গুণশাস্ত্রং স্যাৎ ॥ ৬৩ ॥

অক্ষরার্থ। "পৃষদাজ্যবৎ"—পৃষদাজ্যের ন্যায়, "বা"—পক্ষ-ব্যাবর্ত্তক, "অহ্নাং"—অহর্গণের, "গুণশাস্ত্রং স্যাৎ"—গুণবিধি (অঙ্গবিধি) হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় বলিতেছেন, "পৃষদাজ্যেন অনুযাজান্ যজতি" এইরূপ বিধি থাকিলেও যেমন প্রত্যেকটি অনুযাজে আজ্যের পৃথক্ গুণ আবশ্যক হয় এ স্থলেও সেইরূপ প্রত্যেক দিনের যাগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যথোক্ত দক্ষিণা আবশ্যক হইবে। অতএব দক্ষিণা গুণশাস্ত্র।

জ্যোতিষ্টোম্যস্তু দক্ষিণাঃ সর্ব্বাসামেককর্ম্মত্বাৎ প্রকৃতি-বত্তস্মাত্তাসাং বিকারঃ স্যাৎ ॥৬৪॥

অক্ষরার্থ। "তু"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "জ্যোতিষ্টোম্যঃ দক্ষিণাঃ"—জ্যোতিষ্টোমীয় দক্ষিণা দেয়, "সর্ব্বাসাম্ এককর্ম্মত্বাৎ"—যেহেতু সকল দক্ষিণারই কর্ম্ম (আনতিরূপ ফল বা প্রয়োজন) এক, "প্রকৃতিবৎ" প্রকৃতিযাগের ন্যায়, "তস্মাৎ"—সেই কারণে, "তাসাং"—সেই দক্ষিণা সকলের, বিকারঃ স্যাৎ"—ইহা বিকার হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্তির পরিহারকল্পে বক্তব্য এই যে, জ্যোতিষ্টোমে যেমন সাঙ্গ কর্ম্মকলাপের উদ্দেশ্যে একবারমাত্র দক্ষিণা দেওয়া হয় আর তাহা দ্বারাই সমুদয় কর্ম্মেই আনতিরূপ যে একটি ফল যাহা দক্ষিণার প্রয়োজন তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ এখানেও একবারমাত্রই দক্ষিণা দিতে হইবে, তাহা হইলেই দক্ষিণার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। তবে প্রভেদ এই যে, এখানকার উপদিষ্ট দক্ষিণার দ্বারা জ্যোতিষ্টোমীয় অতিদিষ্ট দক্ষিণার বাধ হইবে অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমে যাহা দক্ষিণা

এখানেও তাহা অতিদেশবলে প্রাপ্ত হইলেও তাহার পরিবর্ত্তে এখানে যে দক্ষিণা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই দেয় হইবে। আর পূর্ব্বপক্ষবাদী যে অনুযাজের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাও সঙ্গত হয় নাই! কারণ, অনুযাজরূপ যাগে দ্রব্য গুণভূত বলিয়া তথায় যাগভেদে গুণের আবৃত্তি হইবে। এখানে কিন্তু আনতির উদ্দেশে দক্ষিণা বিহিত বলিয়া আর আনতি একটিমাত্র বলিয়া তাহার ভেদ না থাকায় দক্ষিণারও ভেদ হইতে পারে না।

দ্বাদশাহে বচনাৎ প্রত্যহং দক্ষিণাভেদস্তৎ প্রকৃতিত্বাৎ পরেষু তাসাং সংখ্যাবিকারঃ স্যাৎ ॥৬৫॥

অক্ষরার্থ। "দ্বাদশাহে"—দ্বাদশাহযাগে, "বচনাৎ প্রত্যহং দক্ষিণাভেদঃ"—বিশেষ বচন আছে বলিয়া প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন দক্ষিণা দিতে হয়, "তৎপ্রকৃতিত্বাৎ"—তাহাই প্রকৃতিভূত বলিয়া, "পরেষু"—দ্বাদশাহের বিকৃতি যে পৌণ্ডরীকাদি যাগ তাহাতে, "তাসাং"—সেই দক্ষিণার, "সংখ্যাবিকারঃ স্যাৎ"—কেবলমাত্র সংখ্যারই বাধ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় বলিতেছেন, দ্বাদশাহযাগে যেমন প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন দক্ষিণা দিতে হয়, কারণ শ্রুতিবচনে তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ পৌণ্ডরীকযাগেও প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন দক্ষিণা দিতে হইবে. যে হেতু, পৌণ্ডরীকাদি অহর্গণাত্মক যাগগুলি দ্বাদশাহেরই বিকৃতি বলিয়া অতিদেশবলে দ্বাদশাহের ধর্ম্ম ইহাতে প্রাপ্ত হয়। এইরূপে দ্বাদশাহগত প্রাত্যহিক দক্ষিণা প্রাপ্ত হইলে অত্রত্য দক্ষিণাবিধি দ্বারা কেবলমাত্র সেই দক্ষিণাগত সংখ্যার বাধ হইবে, ইহাই কেবল পার্থক্য। অতএব পৌণ্ডরীকযাগে প্রত্যহ দক্ষিণাভেদ হইবে; ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

পরিক্রয়াবিভাগাদ্ বা সমস্তস্য বিকারঃ স্যাৎ ॥৬৬॥

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্তিসূচক, "পরিক্রয়াবিভাগাৎ"—পরিক্রয়ের বিভাগ অর্থাৎ ভেদ নাই বলিয়া, "সমস্তস্য বিকারঃ স্যাৎ"—সমস্ত অংশেরই বিকার অর্থাৎ বাধ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর বক্তব্য শেষ হইলে এক্ষণে মহা-সিদ্ধান্ত বলিতেছেন, পৌণ্ডরীকযাগে দক্ষিণার ভেদ হইবে না, কিন্তু একবারমাত্রই দক্ষিণা দেয় হইবে। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, অতিদেশতঃ প্রাপ্ত দ্বাদশাহযাগীয় দক্ষিণার সংখ্যাই কেবল বাধিত হইবে তাহা নহে, কিন্তু "সমস্তস্য বিকারঃ স্যাৎ" দ্বাদশাহযাগীয় সমস্ত দক্ষিণারই বাধ হইবে; কারণ, "পরিক্রয়াবিভাগাৎ"—দক্ষিণা দ্বারা ঋত্বিগ-গণের নিকট যাগফল পরিক্রয় করা হয়; আর সেই পরিক্রয় ভিন্ন ভিন্ন নহে; কিন্তু একটিমাত্র, কারণ ফলেরই পরিক্রয় আর ফল যাগাবয়ব হইতে হয় না, কিন্তু সমগ্র যাগ হইতেই জন্মায়, কাজেই দক্ষিণার ভেদ হইতে পারে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভেদস্তু গুণসংযোগাৎ ॥ ৬৭ ॥

অক্ষরার্থ। "ভেদঃ তু"—দ্বাদশাহের যে দক্ষিণাভেদ তাহা কিন্তু, "গুণসংযোগাৎ"—দিবস সম্বন্ধবশতঃ (হইয়া থাকে)।

ভাষ্যভাবার্থ। আর যে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছেন, পৌণ্ডরীকযাগ দ্বাদশাহের বিকৃতি বলিয়া দ্বাদশাহের ন্যায় উহাতেও প্রত্যহ দক্ষিণাভেদ হইবে, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, দক্ষিণার প্রয়োজন একটি মাত্র, ইহা যখন স্থির, তথাপি দ্বাদশাহে যে প্রত্যহ দক্ষিণা তাহা সুত্যার সহিত দক্ষিণার সম্বন্ধ সাধন করিবার জন্যই বিহিত হইয়াছে; ইহা অদৃষ্টার্থক এবং ইহা দ্বাদশাহের জন্যই ব্যবস্থিত। কিন্তু পৌণ্ডরীকে সেই সুত্যার সহিত অদৃষ্টার্থক দক্ষিণাসম্বন্ধ সাধনের যখন কোন কারণ নাই, তখন তাহা এখানে অনুসরণীয় নহে। অতএব পৌণ্ডরীকযাগে দক্ষিণা ভেদ হইবে না। ইতি ১৭শ পৌণ্ডরীকে একবার মাত্র দক্ষিণাদানাধিকরণ।

প্রত্যহং সর্ব্বসংস্কারঃ প্রকৃতিবৎ সর্ব্বাসাং সর্ব্বশেষত্বাৎ ॥৬৮॥

অক্ষরার্থ। "প্রত্যহং"—প্রতিদিন, "সর্ব্বসংস্কারঃ"—সমগ্র দক্ষিণার সংস্কার কর্ত্তব্য, "প্রকৃতিবৎ"—প্রকৃতিযাগের ন্যায়, "সর্ব্বাসাং সর্ব্বশেষত্বাৎ"—যে হেতু, সকল দক্ষিণাই সকল মাধ্যন্দিনসবনের শেষভূত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বঅধিকরণে পৌণ্ডরীকযাগের দক্ষিণাবিষয়ক বিচারে পাওয়া গেল যে, যথোক্ত দক্ষিণা একবার মাত্রই দেয়। প্রকৃতিযাগে

মাধ্যন্দিন সবনকালে দক্ষিণার নয়নাদি সংস্কার করা হয়। সুতরাং এই পৌণ্ডরীক যাগেও তাহা অতিদেশতঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে এইরূপ সংশয় হয়, ঐ দক্ষিণাসংস্কারের নিমিত্ত কি প্রতিদিনই সমগ্রভাবে নয়ন করিতে হইবে, অথবা উহা একবার মাত্র নয়ন করিতে কিংবা প্রত্যেক দিন উহা ভাগ করিয়া করিয়া নয়ন করিতে হইবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, প্রকৃতিযাগের ন্যায় এস্থলেও মাধ্যন্দিনসবনকালে সংস্কারের নিমিত্ত সমগ্র ভাবেই নয়ন করিতে হইবে। কারণ, অহঃ এখানে প্রধান, আর এই সমগ্র দক্ষিণাটিই প্রত্যেক দিনের শেষভূত অর্থাৎ অঙ্গ। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

একার্থত্বান্নেতি চেৎ ॥ ৬৯ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "একার্থত্বাৎ"—দক্ষিণার একটি মাত্রই কার্য্য অর্থাৎ প্রয়োজন বলিয়া, "ন"—প্রত্যেক দিন নয়ন করিতে হইবে না, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। কেহ হয় ত ইহাতে শঙ্কা উত্থাপন করিতে পারেন যে, দক্ষিণার একটি মাত্র প্রয়োজন; তাহা হইতেছে ঋত্বিগ্‌গণের আনতিসাধন। উক্ত নয়নরূপ সংস্কার একবার মাত্র করা হইলেও যখন শাস্ত্রার্থ অনুষ্ঠিত হয় এবং তদ্দারাই যখন অপূর্ব্ব সিদ্ধ হয় তখন প্রত্যেক দিন নয়ন সংস্কার অনাবশ্যক। অতএব সমগ্র দক্ষিণার নয়নাদিরূপ সংস্কার এক দিন মাত্রই কর্ত্তব্য। ইতি আশঙ্কা।

স্যাদুৎপত্তৌ কালভেদাৎ ॥ ৭০ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ প্রত্যেক দিনই উহা কর্ত্তব্য হইবে, "উৎপত্তৌ কালভেদাৎ"—যে হেতু, উৎপত্তিতে অর্থাৎ প্রকৃতি-যাগে কালভেদ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার নিরাসার্থে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, প্রকৃতিযাগে যে প্রত্যহ নয়নাদি সংস্কার করা হয় তাহা বিশেষ বিশেষ অদৃষ্টোৎপত্তির নিমিত্তই করা হইয়া থাকে। অতএব প্রকৃতিযাগে যখন কালভেদে দক্ষিণার সংস্কার-ভেদ রহিয়াছে তখন তদনুসারে এ স্থলেও প্রতিদিন সংস্কার করিতে হইবে। আর তাহা সমগ্র দক্ষিণাতেই কর্ত্তব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

বিভজ্য তু সংস্কারবচনাদ্ দ্বাদশাহবৎ ॥ ৭১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বিভজ্য"—বিভাগ করিয়াই প্রত্যহ সংস্কার করিতে হইবে, "সংস্কারবচনাৎ"—যে হেতু, সংস্কারের বিধি রহিয়াছে, "দ্বাদশাহবৎ"—দ্বাদশাহযাগের ন্যায়। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সংস্কার প্রত্যহ কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তাহা বিভক্তভাবেই কর্ত্তব্য, সমগ্রের নহে। কারণ, এই যে দ্বাদশাহযাগ ইহার সাক্ষাৎ প্রকৃতি জ্যোতিষ্টোম নহে। কাযেই জ্যোতিষ্টোমের স্থায় ইহাতে একদিনমাত্র উক্ত সংস্কার কর্ত্তব্য হইবে না। কারণ,দক্ষিণার সংস্কার দ্বাদশাহযাগে বিভক্তভাবেই করা হইয়া থাকে ; যেহেতু, বিশেষ বচনে তাদৃশ সংস্কারই বিহিত হইয়াছে। অতএব দশদিন প্রত্যহ এক সহস্র করিয়া গোরুর নয়ন এবং একাদশ, দিবসে এক সহস্র অশ্বের নয়ন, এইভাবে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দিন সংস্কার কর্ত্তব্য। ইতি ১৮শ পৌণ্ডরীকে বভক্ত করিয়া সমস্ত দক্ষিণার নয়নাদি সংস্কারাধিকরণ।

লিঙ্গেন দ্রব্যনির্দ্দেশে সর্ব্বত্র প্রত্যয়ঃ স্যাল্লিঙ্গস্য
সর্ব্বগামিত্বাদাগ্নেয়বৎ ॥ ৭২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গেন" শব্দরূপ লিঙ্গের (চিহ্নের) দ্বারা, "দ্রব্যনির্দ্দেশে"—ঋক্-রূপদ্রব্যের নির্দ্দেশ (বিধি) স্থলে, "সর্ব্বত্র"—সকল-স্থলে অর্থাৎ তাদৃশ শব্দরূপ লিঙ্গ যেখানে যেখানে আছে সেই সব জায়গাতেই ঋক্ দ্রব্যেই, "প্রত্যয়ঃ স্যাৎ"—প্রতীতি হইবে অর্থাৎ বিধান হইবে, "লিঙ্গস্য সর্ব্বগামিত্বাৎ"—যে হেতু, লিঙ্গটি সর্ব্বগামী অর্থাৎ সকলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতেছে, "আগ্নেয়বৎ"—আগ্নেয়সূক্তের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "মনোর্ঋচঃ সামিধেন্যঃ ভবন্তি" অর্থাৎ মনুশব্দযুক্ত ঋক্গুলি সামিধেনী হইবে। মনুশব্দযুক্ত যত ঋক্

আছে সব গুলিই কি সামিধেনী হইবে অথবা তাদৃশ কতকগুলি মাত্র বিশিষ্ট ঋক্‌ই সামিধেনী হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, তাদৃশ সবগুলি ঋক্‌ই সামিধেনী হইবে। কারণ, শ্রুতিমধ্যে সর্ব্বসাধারণভাবেই বলা হইয়াছে "মনোর্ব্বচঃ সামিধেন্যো ভবন্তি।" অতএব "আগ্নেয়ৈঃ সূক্তৈঃ" ইত্যাদি বচনে আগ্নেয়সূক্ত বিহিত হইয়াছে বলিয়া যেমন সমস্ত আগ্নেয়সূক্তই তথায় গৃহীত হয় এ স্থলেও সেইরূপ মনুশব্দসম্বন্ধ যত ঋক্ আছে তৎসমুদয়ই সামিধেনীরূপে গ্রহীতব্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

যাবদর্থং বাঽর্থশেষত্বাদল্পেন পরিমাণং স্যাৎ তস্মিংশ্চ লিঙ্গসামর্থ্যম্ ॥ ৭৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "যাবদর্থং"—যতটি প্রয়োজন কেবলমাত্র ততটি ঋক্‌ই গ্রহণীয়, "অর্থশেষত্বাৎ"—যে হেতু, সামিধেনীগুলি অর্থে অর্থাৎ কার্য্যে বা প্রয়োজনের শেষ অর্থাৎ নির্ব্বাহক, "অল্পেন পরিমাণং স্যাৎ"—আর অল্পের দ্বারাই পরিমাণ হয়, "তস্মিন্ চ লিঙ্গসামর্থ্যম্"—যে হেতু, তাহাতেই লিঙ্গের সামর্থ্য অবাধিত থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অগ্নিসমিন্ধনই এই সমস্ত ঋকের কার্য্য। আর তাহা পঞ্চদশটি ঋকের দ্বারাই সাধিত হয়, ইহা প্রকৃতিযাগীয় বিধি হইতে জানা যায়। সুতরাং তাহা দ্বারাই যখন এই বিকৃতিযাগেও কার্য্য (প্রয়োজন) সিদ্ধ হয় এবং তাহাতেও যখন লিঙ্গ (মনুশব্দ সম্বন্ধ) অবাধিত থাকে তখন অধিকসংখ্যক ঋক্ গ্রহণ করা নিষ্প্রয়োজন। ইতি সিদ্ধান্ত।

আগ্নেয়ে কৃৎস্নবিধিঃ ॥ ৭৪ ॥

অক্ষরার্থ। "আগ্নেয়ে"—আগ্নেয় সূক্তের সম্বন্ধে, "কৃৎস্নবিধিঃ—সমগ্রেরই বিধি আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে আগ্নেয় সূক্তের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ, আগ্নেয় সূক্ত ইষ্টকা উপধানের অঙ্গভূত। আর ইষ্টকা বহুসংখ্যক। কাযেই প্রত্যেকটি ইষ্টকার উপধানের জন্য সূক্ত আবশ্যক

বলিয়া সমস্ত আগ্নেয় সূক্তগুলিই তথায় গ্রহণীয় হয়। কিন্তু এ স্থলে সামিধেনী-গুলির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা আছে। কাযেই অধিকসংখ্যক গ্রহণীয় হইতে পারে না।

ঋজীষস্য প্রধানত্বাদহর্গণে সর্ব্বস্য প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ ॥ ৭৫ ॥

অক্ষরার্থ। "ঋজীষস্য প্রধানত্বাৎ"—ঋজীষ প্রধান বলিয়া, "অহর্গণে"—অহর্গণে, "সর্ব্বস্য প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ"—সমস্তেরই প্রতিপত্তি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া যদি বলেন যে, অহর্গণে "ঋজীষমপ্সু প্রক্ষিপেৎ" এই বাক্যে ঋজীষের (সোমের নিষ্কাসিত রস—সোমের ছিপ্‌ড়ের) যে জলে প্রক্ষেপ করিবার বিধি তাহা একদিনের ঋজীষেরই কর্ত্তব্য হয়, ইহা কিন্তু অভিপ্রেত নহে। ইহার উত্তরে বক্তব্য—ঋজীষ এস্থলে প্রধান আর জলে প্রক্ষেপ তাহার প্রতিপত্তিরূপ সংস্কার; কাজেই তাহা এক দিন করিলে চলিবে না; কিন্তু প্রধানের অনুরোধে অহর্গণে যতগুলি দিন আছে ততগুলি দিনের ঋজীষেরই জলে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে মন্বুশব্দযুক্ত সামিধেনী ঋকের পাঠ্যতা বিধি তাদৃশ নহে; কাজেই সকল ঋক্‌ই সামিধেনী হইতে পারিবে না। ইতি ১৯শ মন্বুশব্দযুক্ত ঋক্‌সকলে প্রয়োজনানুসারে ঋকের উপাদানাধিকরণ।

বাসসি মানোপাবহরণে প্রকৃতৌ সোমস্য
বচনাৎ ॥ ৭৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রকৃতৌ"—প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোমযাগ, "সোমস্য মানোপাবহরণে"—সোমের পরিমাণ এবং উপাবহরণ অর্থাৎ হবির্ধান-নামক শকট হইতে প্রস্তরের উপর অবতারণ করা, "বাসসি"—বস্ত্রের দ্বারাই করিতে হইবে, "বচনাৎ"—যে হেতু, সেইরূপই বচন আছে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমে সোমের পরিমাণ এবং উপাবহরণ অর্থাৎ হবির্ধাননামক শকট হইতে প্রস্তরের উপর অবতারণ করিবার বিধি আছে।

তাহা কি যে কোন দ্রব্যের দ্বারা করা যাইবে অথবা তাহা বস্ত্রের দ্বারাই করিতে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, উহা যে কোন দ্রব্যের দ্বারা করিলেই চলিবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, উহা বস্ত্রের দ্বারাই করিতে হইবে। কারণ, "বাসসি মিনোতি বাসসা চ উপাবহরতি" এই প্রত্যক্ষ বচনে বস্ত্রের দ্বারা মান এবং উপাবহরণ কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। ইতি ২০শ বাসসি মনোপাবহরণকর্ত্তব্যতাধিকরণ।

তত্রাহর্গণেঽর্থাদ্ বাসঃ প্রকৃতিঃ স্যাৎ ॥৭৭॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তত্র"—তাহা সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ বস্ত্রের দ্বারাই "অহর্গণে"—দ্বাদশাহাদি অহর্গণে সোমের মান এবং উপাবহরণ সিদ্ধ হইলে, "অর্থাৎ"—অর্থাপত্তিবশতঃ, "বাসঃ প্রকৃতিঃ স্যাৎ"—বস্ত্র প্রক্রিয়মাণ অর্থাৎ গ্রহণীয় হইবে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। দ্বাদশাহাদি অহর্গণে উপাবহরণের জন্য অন্য বস্ত্র গ্রহণীয় কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, সোমের পরিমাণ এবং উপাবহরণ করিবার জন্য একটি বস্ত্র যখন অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয় তখন তদতিরিক্ত অন্য বস্ত্রের আবশ্যক নাই। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অহর্গণে প্রত্যেক দিনের সোমের পরিমাণ এবং উপাবহরণের জন্য অন্য বস্ত্র অবশ্যই অপেক্ষিত। কারণ, প্রকৃতিযাগে একটি দিনমাত্র সোমাভিষব হইয়া থাকে; কাযেই সেখানে একখানি মাত্র বস্ত্রে কার্য্য সমাধা হয়। কিন্তু এই সমস্ত বিকৃতি-যাগে অনেকগুলি সুত্যাহ আছে; আর প্রত্যেক দিনেই এক এক দিনের মত সোম হবির্ধানশকট হইতে বস্ত্রে লইয়া অবশিষ্টটুকু বস্ত্রে বাঁধিয়া পুঁটলি করিয়া সেই শকটে রাখিয়া দিতে হয়। কাজেই প্রকৃতিযাগ হইতে অতিদেশবলে যে একখানি বস্ত্র পাওয়া যায় তাহা এই ভাবে নিযুক্ত (আটক) হইয়া যায় বলিয়া প্রত্যেক দিনই যে তত্তদ্দিবসীয় সোমের উপাবহরণ করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বস্ত্র আবশ্যক ইহা অর্থাপত্তিবলেই প্রাপ্ত হয়। যেহেতু, স্বতন্ত্র বস্ত্র বিনা সোমের উপাবহরণ উৎপন্ন হয় না। তবে অন্তিম দিবসে স্বতন্ত্র আবশ্যক নহে, কারণ সেদিন আর বস্ত্রে বাঁধিয়া হবির্ধানশকটে সোম রাখিয়া দিতে হয় না, যে হেতু সমস্ত সোমই সে দিনের যজ্ঞে বিনিযুক্ত হয়। অতএব অহর্গণে উপাবহরণের নিমিত্ত অন্য বস্ত্র আবশ্যক। ইতি ২১শ অহর্গণে উপাবহরণের নিমিত্ত অন্য বস্ত্রের উৎপাদনাধিকরণ।

মানং প্রত্যুৎপাদয়েৎ প্রকৃতৌ তেন দর্শনাদুপাবহরণস্য ॥৭৮॥

অক্ষরার্থ। "মানং প্রতি"—মান কালে, "উৎপাদয়েৎ"—অন্য বস্ত্র গ্রহণীয়, "প্রকৃতৌ"—প্রকৃতিযাগে, "তেন"—সেই মানবস্ত্রের দ্বারা, "উপাবহরণস্য দর্শনাৎ"—উপাবহরণ দৃষ্ট হয় বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। অহর্গণে উপাবহরণের জন্য এই যে বস্ত্রান্তর গ্রহণ করা হয় ইহা কি সোমের পরিমাণ করিবার সময় গ্রহণীয় অথবা ইহা উপাবহরণকালে গ্রহীতব্য ইহাই সংশয়,ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, সোমের পরিমাণ করিবার সময়েই এই বস্ত্রান্তর গ্রহণীয়। কারণ প্রকৃতিযাগে ঐরূপই দৃষ্ট হয়। যেহেতু, প্রকৃতিযাগে যে বস্ত্রে সোমের পরিমাণ করা হয় সেই বস্ত্রেই উপাবহরণ করা হইয়া থাকে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

হরণে বা শ্রুত্যসংযোগাদর্থাদ্ বিকৃতৌ তেন ॥ ৭৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "হরণে"—উপাবহরণ কালেই উহা গ্রাহীতব্য, "শ্রুত্যসংযোগাৎ"—যে হেতু, মানকালে বস্ত্রগ্রহণ শ্রুতিবোধিত নহে, "অর্থাৎ"—অর্থাপত্তিলভ্য বলিয়া, "বিকৃতৌ"—বিকৃতি-যাগে, "তেন"—সেই বস্ত্রান্তরের দ্বারা (উপাবহরণ করা হয়।) (সিদ্ধান্ত),

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রকৃতিযাগে যে পরিমাণ করিবার বস্ত্রের দ্বারাই উপাবহরণ করা হয় তাহা অর্থাপত্তিসিদ্ধ। কারণ, প্রকৃতি-যাগে সোমাভিষব একদিন মাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া যে বস্ত্রের দ্বারা সোম পরিমাণ করিয়া হবির্ধান শকটে রাখা হইয়াছিল উপাবহরণকালে যখন বস্ত্রের আবশ্যক হয় তখন সেই বস্ত্রটিই সন্নিহিত বলিয়া কাযের সুবিধার জন্য তাহাই গ্রহণ করা হয়; কাযেই এই পরিমাণ বস্ত্রটিকে যে উপাবহরণের জন্য গ্রহণ করা হয় তাহা অর্থাপত্তিসিদ্ধ। আর যাহা অর্থাপত্তিলভ্য তাহার অতিদেশ হয় না। আরও, অহর্গণে অনেক দিনের সোম একবারেই বস্ত্রের দ্বারা পরিমাণ করিয়া সেই বস্ত্রে বাঁধিয়া হবির্দ্ধান শকটে রাখিয়া দেওয়া হয় বলিয়া প্রত্যেক দিন উপাবহরণ করিতে গেলে বস্ত্রান্তর বিনাও তাহা সম্ভব হয়। কাজেই অহর্গণে মান (সোমের পরিমাণ) করিবার কালে বস্ত্রান্তর আবশ্যক হয় না, কিন্তু উপাবহরণকালেই তাহা গ্রহণীয়। ইতি ২২ উপাবহরণের জন্যই বস্ত্রান্তরগ্রহণাধিকরণ।

ইতি দশম অধ্যায়ের ষষ্ঠ পাদ।

অথ দশমাধ্যায়ে সপ্তমঃ পাদঃ ॥

পশোরেকহবিষ্ট্বং সমস্তচোদিত্বাৎ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পশোঃ একহবিষ্ট্বং"—সমস্ত পশুটিই একটিমাত্র হবির্দ্রব্য হইবে, "সমস্তচোদিত্বাৎ"—যে হেতু, সমস্ত পশুটাই দেবতাসম্বন্ধী অর্থাৎ দেবতাকে হবির্দ্রব্যরূপে দেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপাদের শেষে প্রধান যে সোম যাগ তদ্‌বিষয়ক বাধ বিচার করা হইয়াছে। এক্ষণে এই সপ্তম পাদে সোমযাগের অঙ্গভূত পশ্বাদিতে মধ্য, পূর্ব্বার্দ্ধ প্রভৃতির বাধ বিচার করা হইবে। "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে যে পশুযাগ বিহিত হইয়াছে পশু তথায় হবির্দ্রব্য। ঐ যে আলব্ধ পশু উহা সমগ্রভাবে কি একটি হবির্দ্রব্য অথবা পশুটির অঙ্গভেদে হবির্দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, সমস্ত পশুটাই একটিমাত্র হবির্দ্রব্য হইবে। কারণ, অগ্নীষোমীয় বাক্যে সমস্ত পশুটিকেই দেবতাকে দেয় হবির্দ্রব্য বলিয়া বিধান করা হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

প্রত্যঙ্গং বা গ্রহবদঙ্গানাং পৃথক্‌প্রকল্পনত্বাৎ ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "প্রত্যঙ্গং"—প্রতি অঙ্গে অর্থাৎ পশুর ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে হবির্দ্রব্যের ভেদ হইবে, "গ্রহবৎ"—সোমগ্রহণের ন্যায়, "অঙ্গানাং পৃথক্‌প্রকল্পনত্বাৎ"—অঙ্গসকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কল্পিত অর্থাৎ অবদেয়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "সোমেন যজেত" এই শ্রুতি-বাক্যে সোমলতা হবির্দ্রব্যরূপে উপদিষ্ট হইলেও "ঐন্দ্রবায়বং গৃহ্লাতি" ইত্যাদি পৃথক্ গ্রহণ বিধি থাকায় যেমন সোমলতাটাই হবির্দ্রব্য নহে কিন্তু তন্নিষ্কাসিত রসই হবির্দ্রব্য সেইরূপ পশুযাগেও "হৃদয়স্য অগ্রে অবদ্যতি। অথ জিহ্বায়াঃ। অথ বক্ষসঃ" ইত্যাদি বাক্যে হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষঃ প্রভৃতি অঙ্গগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবদান করিবার উপদেশ থাকায় সমগ্র পশুটি আর একটি হবির্দ্রব্য হইতে পারে না।

কিন্তু অবত্ত অঙ্গগুলির প্রত্যেকটিই পৃথক্ পৃথক্ হবির্দ্রব্য। যেহেতু, বিশসন এবং অবদান করিলে পশুর আকৃতি অন্তর্হিত হয়। আরও, সর্ব্বত্র অবদানই হবিষ্ট্ব প্রয়োজক; যেহেতু পুরোডাশাদি স্থলেও অবদান করিয়া অবত্ত অংশটিকেই হবির্দ্রব্যরূপে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয়। কাযেই সোমগ্রহণের ন্যায় হৃদয়াদি অঙ্গকে দ্বার করিয়াই পশুটি দেবতাসম্বন্ধী হইয়া থাকে বলিয়া অবত্ত অঙ্গের ভেদে হবির্দ্রব্যও ভিন্ন ভিন্নই হইবে। ইতি ১ম জ্যোতিষ্টোমে প্রত্যঙ্গ-হবির্ভেদাধিকরণ।

হবির্ভেদাৎ কর্ম্মণোঽভ্যাসস্তস্মাৎ তেভ্যোঽবদানং স্যাৎ ॥ ৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "হবির্ভেদাৎ"—পশুর অঙ্গের ভেদবশতঃ হবির্দ্রব্যের ভেদ হয় বলিয়া, "কর্ম্মণঃ অভ্যাসঃ"—অবদান কর্ম্মেরও অভ্যাস (আবৃত্তি) হইয়া থাকে, "তস্মাৎ" সেই কারণে, "তেভ্যঃ"—সকল স্থান হইতেই, "অবদানং স্যাৎ"—অবদান কর্ত্তব্য হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, পশুর অঙ্গভেদে হবির্দ্রব্যের ভেদ হয়। এক্ষণে সংশয় হইতেছে এই যে, পশুর যে কোন অঙ্গ কি হবির্দ্রব্য হইবে অথবা সকল অঙ্গগুলিই হবির্দ্রব্য হইবে কিংবা কতকগুলি বিশিষ্ট অঙ্গই হবির্দ্রব্য হইবে যাহা দ্বারা যাগ সম্পাদন করিতে হইবে। ইহাতে একজন পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, সকল অঙ্গ হইতেই অবদান করিতে হইবে—পশুর দেহে যতগুলি অঙ্গ আছে সব গুলিরই অবদান হইবে, সুতরাং তাবৎসংখ্যক অবদান করিতে হইবে। কারণ, পশুর অঙ্গভেদে হবির্দ্রব্যের ভেদ হয়। আর সমস্ত পশুটাই যখন হবির্দ্রব্য, কেন না, সমস্ত পশুটার দ্বারাই যাগ করিবার বিধি আছে, তখন তাহার কোনও অঙ্গ বাদ দিলে চলিবে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

আজ্যভাগবদ্বা নির্দ্দেশাৎ পরিসংখ্যা স্যাৎ ॥ ৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "আজ্যভাগবৎ"—গৃহমেধীয় যাগের আজ্যভাগের ন্যায়, "পরিসংখ্যা স্যাৎ" পরিসংখ্যা হইবে, "নির্দ্দেশাৎ" যে হেতু, হৃদয়াদির নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—মাত্র হৃদয়াদি একাদশটি অঙ্গ হইতেই অবদান করিতে হইবে, আর বাকী অঙ্গগুলি বাদ পড়িবে। কারণ, "একাদশ বা এতানি পশোরবদানানি" এই বাক্যে একাদশটি অঙ্গেরই উল্লেখ আছে। আর ইহা অনুবাদ নহে, কিন্তু পরিসংখ্যা; ইহা দ্বারা অন্য অঙ্গের অবদান সুতরাং হবিষ্ট নিষিদ্ধ হইয়াছে। সিদ্ধান্ত।

তেষাং বা দ্ব্যবদানত্বং বিবক্ষন্নভিনির্দ্দিশেৎ পশোঃ পঞ্চাবদানত্বাৎ ॥ ৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "তেষাং"—সেই হৃদয়াদি অঙ্গগুলির, "দ্ব্যবদানত্বং বিবক্ষন্"—দ্ব্যবদানতা বিবক্ষায়, "অভি-নির্দ্দিশেৎ"—অভিনির্দ্দেশ (উল্লেখ) হইবে, "পশোঃ পঞ্চাবদানত্বাৎ" যে হেতু, পশুটি হইতে পাঁচটি অবদান হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় বলিতেছেন, এ স্থলে পরিসংখ্যা হইতে পারে না; কারণ, পরিসংখ্যায় তিনটি দোষ হয় বলিয়া গত্যন্তর থাকিলে তাহা স্বীকার করা উচিত নহে। আরও, এস্থলে দ্ব্যবদান নির্দ্দেশ রহিয়াছে অর্থাৎ যতগুলি অবদান আছে সে গুলির দ্ব্যবদান—সেইগুলির প্রত্যেকটি দুইটি দুইটি করিয়া অবদান (খণ্ড) হইবে, এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। কাজেই একাদশটি দ্ব্যবদান হইবে। তবে সমগ্র পশুটির পঞ্চাবদান শ্রুতিবিহিত বলিয়া হৃদয়াদি একাদশটি অঙ্গের দ্ব্যবদান এস্থলে অনুবাদ নহে। কাজেই তাহার পরিসংখ্যা হইতে পারে না। অতএব সকল অঙ্গ হইতেই অবদান হইবে। ইতি আশঙ্কা।

অংস-শিরো-হনূক-সকৃথিপ্রতিষেধশ্চ তদন্যপরিসংখ্যানেঽন-র্থকঃ স্যাৎ প্রদানত্বাৎ তেষাং নিরবদানপ্রতিষেধঃ স্যাৎ ॥ ৬ ॥ (পূঃ যুঃ)

অক্ষরার্থ। "অংস-শিরো-হনূক-সকৃথিপ্রতিষেধঃ চ"—অংস (স্কন্ধ) শিরঃ (শিরোভাগ), অনূক (পৃষ্ঠাস্থির মূত্রবস্তি) এবং সকৃথির

(উরুদেশের) যে নিষেধ অর্থাৎ হবির্দ্রব্যরূপে প্রদেয়ত্বনিষেধ তাহাও, "তদন্তপরিসংখ্যানে" হৃদয়াদিবচনকে অন্তপরিসংখ্যার্থক বলিলে, "অনর্থকঃ স্যাৎ" অনর্থক হইয়া পড়ে, "তেষাং প্রদানত্বাৎ"—সেইগুলি প্রদেয় বলিয়া, "নিরবদানপ্রতিষেধঃ স্যাৎ" নিকৃষ্টভাবে যে অবদান তাহার প্রতিষেধ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বমতে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন, "হৃদয়স্য অগ্রে অবদ্যতি" ইত্যাদি বচনকে যদি অন্তপরিসংখ্যার্থ অর্থাৎ ঐ বচনে নির্দ্দিষ্ট হৃদয়াদি অঙ্গ ছাড়া অন্ত অঙ্গের প্রতিষেধার্থক বলা হয়, তাহা হইলে "নাংসয়োরবদ্যতি ন শিরসা" ইত্যাদি বচনে যে অংস, শিরঃ প্রভৃতি অঙ্গের অবদান নিষেধ করা হইয়াছে তাহা অনর্থক হয়। কারণ, উক্ত পরিসংখ্যা হইতেই ঐ গুলির নিষেধ পরিপ্রাপ্ত বলিয়া পুনরায় নিষেধ নিরর্থক। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গের হবিষ্ট্ব পক্ষ স্বীকার করিলে উহাদের যে দ্ব্যবদানরূপ নিরবদান অর্থাৎ নিকৃষ্টভাবে অবদান তাহাই মাত্র প্রতিষিদ্ধ হয়। অতএব উহা পরিসংখ্যা নহে বলিয়া সমস্ত অঙ্গই হবির্দ্রব্য হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষে যুক্তি।

অপি বা পরিসংখ্যা স্যাদনবদানীয়শব্দত্বাৎ ॥ ৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "পরিসংখ্যা স্যাৎ"—অঙ্গান্তরের পরিসংখ্যা বা নিষেধ হইবে, "অনবদানীয়শব্দত্বাৎ"—যেহেতু, অনবদানীয় শব্দ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এখানে হৃদয়াদি যে একাদশটি অঙ্গের উল্লেখ আছে তদ্‌ভিন্ন অন্ত অঙ্গের পরিসংখ্যা বা নিষেধই বুঝাইবে। কারণ, "মারুত্যাননবদানীয়ান্ আজিস্হদ্‌ভ্যো হরতি" এই শ্রুতিবাক্যে অনবদানীয় অংশগুলি দিয়া দেবতান্তরের যাগ বিহিত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, একাদশটি অঙ্গের অবদান ছাড়া অন্ত অঙ্গের অবদান হইবে না। কাজেই ইহা পরিসংখ্যা। আর এই যে একাদশটি অঙ্গের অবদান ইহাও বিধি নহে, অনুবাদ; কারণ ইহা অতিদেশবলেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু হৃদয়াদি একাদশটি অঙ্গের সহিত সেই অবদানের সম্বন্ধ বিধানই এস্থলে বিধেয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

অব্রাহ্মণে চ দর্শনাৎ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। "অব্রাহ্মণে"—অব্রাহ্মণে, "দর্শনাৎ চ" ভক্ষণবিধি দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহা যে পরিসংখ্যা তাহার আরও হেতু এই যে, "ককুভো রাজপুত্রঃ প্রাশ্নাতি" এই বাক্যে আলভ্য পশুটির অবয়ববিশেষ অব্রাহ্মণ রাজপুত্রের ভক্ষ্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা পরিসংখ্যা পক্ষেই সম্ভব; কারণ, তাহাতে অন্য অঙ্গ অবশিষ্ট থাকে; কিন্তু সর্ব্বাঙ্গের হবিষ্ট্‌পক্ষে ইহা সঙ্গত হয় না।

শৃতাশৃতোপদেশাচ্চ তেষামুৎসর্গবদযজ্ঞশেষত্বম্ ॥ ৯ ॥

অক্ষরার্থ। "শৃতাশৃতোপদেশাৎ চ"—শৃত এবং অশৃতের উপদেশ (উল্লেখ) আছে বলিয়াও, "উৎসর্গবৎ"—পাত্নীবত-উৎসর্গের ন্যায়, "তেষাম্ অযজ্ঞশেষত্বম্"—সেই গুলি যজ্ঞশেষ অর্থাৎ যজ্ঞীয় নহে অর্থাৎ দেবতাকে প্রদেয় নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। সমস্ত অঙ্গই যে হবির্দ্রব্যরূপে প্রদেয় নহে তাহার আরও হেতু এই যে, "স্বয়ানি অঙ্গানি অভিমৃশতি শৃতানি অশৃতানি চেতি" এই শ্রুতিবাক্যে যে শৃত অর্থাৎ পক্ক (পাক করা) এবং অশৃত অর্থাৎ অপক্ক (পাক না করা) অঙ্গের উল্লেখ আছে তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ, দেবতার উদ্দেশে পশুর অঙ্গ পাক করিয়াই আহুতি দিবার বিধি, অপক্ক অঙ্গ হবিঃ হয় না। সুতরাং এস্থলে যখন অশৃত (অপক্ক) অঙ্গের উল্লেখ রহিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে সেগুলি যজ্ঞশেষ অর্থাৎ হবির্দ্রব্য নহে। অতএব পশুর একটি অঙ্গও হবিঃ নহে এবং সর্ব্বাঙ্গও হবির্দ্রব্য নহে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট একাদশটি অঙ্গই হবির্দ্রব্য। ইতি ৩য় পশুর হৃদয়াদি বিশেষ বিশেষ অঙ্গের দ্বারাই যাগানুষ্ঠানাধিকরণ।

ইজ্যাশেষাৎ স্বিষ্টকৃদিজ্যেত প্রকৃতিবৎ ॥ ১০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ইজ্যাশেষাৎ"—যাগাবশিষ্ট লইয়া, "স্বিষ্টকৃৎ ইজ্যেত"—স্বিষ্টকৃৎদেবতার যাগ হইবে, "প্রকৃতিবৎ"—প্রকৃতিযাগের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোমীয় পশুযাগ প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "ত্র্যঙ্গৈঃ স্বিষ্টকৃতং যজতি" অর্থাৎ তিনটি অঙ্গের দ্বারা স্বিষ্টকৃৎ দেবতার যাগ করিবে। এই যে স্বিষ্টকৃদ্‌যোগ ইহা কি পশুর যে অঙ্গগুলি দেবতাকে নিবেদন করা হইয়াছিল তাহারই অবশিষ্ট অংশের দ্বারা কর্ত্তব্য অথবা পশুর যে কোন তিনটি অঙ্গের দ্বারা কর্ত্তব্য, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "ইজ্যাশেষাৎ স্বিষ্টকৃৎ ইজ্যেত"—যে অঙ্গগুলি ইজ্যাশেষ অর্থাৎ যাগের করণ অর্থাৎ যে অঙ্গগুলি হবির্দ্রব্যরূপে আহুতি দিয়া যাগ করা হয় তাহা দ্বারাই স্বিষ্টকৃদ্‌যাগ কর্ত্তব্য। কারণ, প্রকৃতিযাগে সেইরূপই করা হইয়া থাকে, ইজ্যাশেষ যে পুরোডাশ তাহা দ্বারাই স্বিষ্টকৃদ্‌যাগ করা হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ত্র্যঙ্গৈর্বা শরবদ্ বিকারঃ স্যাৎ ॥ ১১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "ত্র্যঙ্গৈঃ"—অন্য তিনটি অঙ্গের দ্বারাই স্বিষ্টকৃদ্‌যোগ কর্ত্তব্য, "শরবৎ"—শরের ন্যায় অর্থাৎ প্রকৃতিযাগে উপদিষ্ট শরবিষয়ক বিধির দ্বারা যেমন অতিদেশতঃ প্রাপ্ত কুশের বাধ হয় সেইরূপ, "বিকারঃ স্যাৎ"—এস্থলেও বাধ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, যে কোন তিনটি অঙ্গের দ্বারা স্বিষ্টকৃদ্‌যোগ হইবে না, কিংবা ইজ্যাশেষ তিনটি অঙ্গের দ্বারাও তাহা হইবে। কিন্তু "দোষতঃ পূর্ব্বার্দ্ধাদগ্নয়ে সমবন্তুতি" ইত্যাদি বচনে দোঃপ্রভৃতি যে তিনটি অঙ্গের নির্দ্দেশ আছে সেইগুলি দিয়াই স্বিষ্টকৃৎ যাগ হইবে। আর বিকৃতিযাগে উপদিষ্ট 'শর' বিষয়ক শাস্ত্রের দ্বারা যেমন অতিদেশতঃ প্রাপ্ত প্রাকৃত কুশবিষয়ক শাস্ত্রের বাধ হয়, এস্থলেও সেইরূপ উপদিষ্ট ঐ তিনটি বিশেষ অঙ্গবিষয়ক শাস্ত্রের দ্বারা প্রাকৃত ইজ্যাশেষবিষয়ক অতিদেশ শাস্ত্রের বাধ হইবে। ইতি ৬ষ্ঠ জ্যোতিষ্টোমে অনিজ্যাশেষ অঙ্গত্রয়ের দ্বারা স্বিষ্টকৃদ্‌যাগাধিকরণ।

অধ্রুগ্নী তু হোতুস্ত্র্যঙ্গবদিড়াভক্ষবিকারঃ স্যাৎ ॥ ১২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "অধ্রুগ্নী"—পশুর অধ্রুগ্নী নামক অঙ্গ (তদ্‌বিষয়ক শাস্ত্র), "হোতুঃ"—হোতার, "ইড়া

ভক্ষাবিকারঃ স্যাৎ"—ইড়া ভক্ষের (প্রাকৃতবিষয়ের) বিকার অর্থাৎ বাধক হইবে, "ত্র্যঙ্গবৎ"—ত্র্যঙ্গের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ পশুযাগ প্রকরণেই শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "অধ্রীং হোত্রে হরন্তি" অর্থাৎ হোতা নামক ঋত্বিকের জন্য অধ্রী নামক অঙ্গটি লইবে। এই যে অধ্রী ইহা কি হোতার ইড়াভক্ষের নিয়মার্থক অথবা ইহা প্রাকৃত-বাধার্থক, ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিবার জন্য বলিতেছেন, পূর্ব্বাধিকরণের বিচারে যেমন ত্র্যঙ্গশাস্ত্রের দ্বারা, অতিদেশতঃ প্রাপ্ত ইজ্যাশেষের দ্বারা যে স্বিষ্টকৃৎ হোম হইত তাহার বাধ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ এস্থলেও এই অধ্রীবিষয়ক শাস্ত্রের দ্বারা হোতৃভাগীয় ইড়ান্তরের বাধ হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

শেষে বা সমবৈতি তস্মাদ্রথবন্নিয়মঃ স্যাৎ ॥ ১৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তন সূচক, "শেষে"—ইড়ারূপ শেষে, "সমবৈতি"—ইহা (ঐ অধ্রী) সমবেত হইবে, "তস্মাৎ"—সেই কারণে, "রথবৎ"—যজুর্যুক্ত রথের ন্যায়, "নিয়মঃ স্যাৎ"—নিয়মবিধি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এই যে অধ্রীবিষয়ক শাস্ত্র ইহা নিয়মার্থ। "যজুর্যুক্তং রথমধ্বর্য্যবে দদাতি" এই বাক্যে যেমন অধ্বর্য্যুকে যজুর্যুক্ত রথের দান নিয়মার্থ অভিহিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে ১০ম অধ্যায়ে ৩য় পাদে ২০শ অধিকরণে বিচারিত হইয়াছে। সেইরূপ এস্থলেও এই অধ্রীশাস্ত্র নিয়মার্থ; ইহা দ্বারা এই অধ্রী অংশটি হোতারই প্রাপ্য অন্যের নহে, এই প্রকারে হোতার ভাগের যে ইড়ারূপ শেষ তাহার নিয়ম (ব্যবস্থা) করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কারণ, অবদানপূর্ব্বক আহুতি দিবার জন্য পশুর হৃদয়াদি যে একাদশটি অঙ্গের উল্লেখ আছে অধ্রী তদ্ব্যতিরিক্ত একটি অঙ্গবিশেষ। আর সেই হৃদয়াদি অংশগুলির প্রত্যেকটিরই যতটুকু আহুতি দিয়া (কারণ প্রত্যেক অঙ্গের সমস্তটাই আহুতি দেওয়া হয় না,) অবশিষ্টটা একটি পাত্রে রাখিয়া দিতে হয়, ভক্ষণের জন্য ইহা ইজ্যাশেষ অর্থাৎ যাগীয় অংশের অবশিষ্ট। আর সেই পাত্রেই যাহা

ইজ্যাশেষ নহে অর্থাৎ হৃদয়াদি একাদশটি অঙ্গ ছাড়া অন্য যে সমস্ত অঙ্গ আছে যেগুলি দিয়া যাগ করা হয় নাই তাহাও অনস্থি করিয়া (অস্থি বাদ দিয়া) সেই পাত্রটিতেই রাখিয়া দিতে হয়। ইহা "অনস্থিভিরিড়াং বর্দ্ধয়ন্তি" এই বাক্য হইতে এবং সূত্রের "শেষে সমবৈতি" এই অংশ হইতে অবগত হওয়া যায়। ঐ যে পাত্রমধ্যে রক্ষিত ইজ্যাশেষ এবং অনিজ্যাশেষ উহা ঋত্বিগ্‌গণকে ভক্ষণ করিতে হয়। আর ঐ ইজ্যাশেষ অংশটি ইড়া; অনিজ্যাশেষ অংশটি ইড়ার সহিত সমবেত হইয়া তাহারই (ঐ ইড়ারই) বৃদ্ধি করিয়া দেয়। সুতরাং ঐ ইজ্যাশেষ এবং অনিজ্যাশেষ অংশগুলি যখন ঋত্বিগ্‌গণের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তখন ঐ 'অধ্রুগ্নী' নামক অংশটি হোতা নামক ঋত্বিকের ভাগে নাও পড়িতে পারে। একারণে নিয়মাদৃষ্টের জন্য শ্রুতি বলিয়া দিতেছেন "অধ্রুগ্নীং হোত্রে হরন্তি।" কাজেই ইহা প্রাপ্তের বিধান বলিয়া ইহা অতিদেশতঃ প্রাপ্ত ঋত্বিগ্‌ভক্ষের বিকার (বাধক) নহে, কিন্তু ইহা নিয়মার্থ। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অশাস্ত্রত্বাত্তু নৈবং স্যাৎ ॥ ১৪ ॥ (উঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অশাস্ত্রত্বাৎ"—অপ্রাপ্ত বলিয়া, "ন এবং স্যাৎ"—এরূপ হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে নিয়মবিধি হইতে পারে না। কারণ, "অনস্থিভিরিড়াং বর্দ্ধয়ন্তি" ইহাতে বর্ত্তমানকালের বিভক্তি রহিয়াছে বলিয়া ইহা বিধি নহে, কিন্তু অনুবাদ। আর "অথ যদ্‌যৎ পরিশিষ্যতে" ইত্যাদি বাক্যটিই ইড়াসম্বন্ধীয় অংশের প্রাপক। কিন্তু উহাতে অধ্রুগ্নীর উল্লেখ নাই। কাজেই অধ্রুগ্নীর বিষয়ক এই বাক্যটি অপ্রাপ্তের প্রাপক বলিয়া ইহা দ্বারা হোতৃভাগীয় ইড়ার বিধান করা হইয়াছে। অতএব ইহা দ্বারা প্রকৃতি হইতে অতিদেশতঃ প্রাপ্ত যে হোতৃসম্বন্ধীয় ইড়া তাহার বাধ হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অপি বা দানমাত্রং স্যাদ্‌ভক্ষশব্দানভিসম্বন্ধাৎ ॥ ১৫ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পক্ষপরিবর্ত্তন সূচক, "দানমাত্রং স্যাৎ"—ইহা কেবল দানমাত্র কিন্তু ভক্ষবোধক নহে, "ভক্ষশব্দানভিসম্বন্ধাৎ"—যেহেতু, ভক্ষশব্দের সহিত সম্বন্ধ নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। অন্ত একবাদী শঙ্কারূপে বলিতেছেন, সিদ্ধান্তীর মতানুসারে যদি অধ্র্যুম্নী বচনান্তরের দ্বারা ইড়াভক্ষরূপে প্রাপ্তই না হয়, তাহা হইলে ইহা হরণের উদ্দেশ্যে অপূর্ব্বরূপেই বিহিত হইয়াছে; আর ইহা যখন হরণার্থেই বিহিত, কিন্তু ভক্ষণের সঙ্গে ইহার যখন কোন সম্বন্ধ শ্রুতিবাক্য হইতে পাওয়া যাইতেছে না, তখন ইহা ভক্ষার্থক নহে। অতএব ইহা দ্বারা হোতার প্রাকৃতভক্ষের বাধ হইতে পারে না। অতএব অতিদেশতঃ প্রাপ্ত হোতৃভাগীয় যে ইড়া ভক্ষ তাহা থাকিয়া যাইবে, অধিকন্তু এই অধ্যুম্নী অংশটিও হোতাকে দিতে হইবে। কারণ, ইহা কেবল দানমাত্রই হইতেছে। ইতি আশঙ্কা।

দাতুস্ত্ববিদ্যমানত্বাদিড়াভক্ষবিকারঃ স্যাচ্ছেষং
প্রত্যবিশিষ্টত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

অক্ষরার্থ। "তু"—আশঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থক, "দাতুঃ অবিদ্যমানত্বাৎ" —দাতার অবিদ্যমানতাহেতু অর্থাৎ দানকর্ত্তা অশ্রুত বলিয়া, "ইড়াভক্ষ-বিকারঃ স্যাৎ"—অধ্যুম্নী প্রাকৃত ইড়াভক্ষের বিকার অর্থাৎ বাধক হইবে, "শেষং প্রতি অবিশিষ্টত্বাৎ"—যেহেতু, হুতশেষ বিষয়ে যজমান ও হোতা অবিশিষ্ট।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার পরিহার করে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ইহা যে কেবল দানমাত্র তাহা হইতে পারে না; কারণ, এখানে কোনও দাতার কথা শ্রুতিমধ্যে অভিহিত হয় নাই। পক্ষান্তরে এই যে অধ্যুম্নী ইহা অপরাপর হুতশেষের ন্যায় শেষস্বরূপ। আর ইড়াভক্ষণ শেষ বস্তুর প্রতিপত্তিস্বরূপ। কাজেই হোতার সহিত ইহার যখন সম্বন্ধ শ্রুতিবোধিত হইতেছে তখন ইহারও প্রতিপত্তি আবশ্যক। আর ভক্ষণের দ্বারাই শেষবস্তুর প্রতিপত্তি হয়। কাজেই হোতার যে ইড়াভক্ষ প্রকৃতিযাগ হইতে প্রাপ্ত হয় ইহা তাহার বাধক হইবে। অতএব অধ্যুম্নী-নিয়মার্থক হইতে পারে না। সুতরাং, হোতার অংশে যে শেষভক্ষ পড়িবে তাহা অধ্যুম্নী হইবে এবং তাহা দ্বারা হোতার প্রাকৃত ভাগের বাধ হইবে। ইতি ৪র্থ অধ্যুম্নীর ইড়াবিকারতাধিকরণ।

অগ্নীধশ্চ বনিষ্ঠুরধ্যুগ্নীবৎ ॥ ১৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অগ্নাধঃ"—অগ্নীৎনামক ঋত্বিকের, "বনিষ্ঠুঃ"—বনিষ্ঠুনামক অংশটি, "চ"—অধিকরণান্তরসূচক, "অধ্যুগ্নীবৎ"—অধ্যুগ্নীর স্থায়। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ পশুযাগের প্রকরণেই শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "বনিষ্ঠুমগ্নীধে" অর্থাৎ পশুর দেহের বনিষ্ঠ নামক অংশটি অগ্নীৎনামক ঋত্বিকের প্রাপ্য। এই যে বনিষ্ঠু বিষয়ক বাক্য ইহা কি অগ্নীৎনামক ঋত্বিকের প্রাপ্তি বিষয়ে নিয়মার্থক অথবা ইহা প্রাকৃত ইড়ার বিকারার্থক (বাধার্থক) ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বাধিকরণ-স্থায়ের অতিদেশ করিয়া বলিতেছেন "অধ্যুগ্নীবৎ"। কাজেই এস্থলের পূর্ব্বপক্ষাদি পূর্ব্বাধিকরণের স্থায় প্রযোজনীয়। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে ইহা নিয়মার্থক, আর সিদ্ধান্তীর মতে ইহা প্রাকৃত ইড়ার বিকারার্থক (বাধার্থক)। তবে এ স্থলে "বনিষ্ঠুং প্রাশ্নতি" এই বাক্যে প্রাসন (ইড়ার প্রক্ষেপ) উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের বিষয় হইতে ইহার কিছু বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে; কাজেই এ স্থলে পূর্ব্বপক্ষের ইহা একটি বীজ। আর সিদ্ধান্তীর মতে ঐ যে প্রাশন, উহা ইড়াসংস্কারার্থক মাত্র। একারণে ইহা দ্বারা ঐ বনিষ্ঠুনামক পশ্বয়বটির ভক্ষণ অপ্রাপ্ত। এ জন্য ইহা অপূর্ব্ব; অতএব ইহা প্রাকৃতের বাধকারক। ইতি ৫ম বনিষ্ঠুর ভক্ষবিকারতাধিকরণ।

অপ্রাকৃতত্বান্মৈত্রাবরুণস্যাভক্ষত্বম্ ॥ ১৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অপ্রাকৃতত্বাৎ"—প্রাকৃত নহে বলিয়া অর্থাৎ প্রকৃতিযাগে নাই বলিয়া, "মৈত্রাবরুণস্য"—মৈত্রাবরুণনামক ঋত্বিকের, "অভক্ষত্বম্"—ভক্ষণ হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমে মৈত্রাবরুণ নামক ঋত্বিক্ আছেন। জ্যোতিষ্টোমীয় পশুর যে ইড়াভক্ষণ তাহা ঐ মৈত্রাবরুণ নামক ঋত্বিকের হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, প্রকৃতিভূত পশুযাগে যখন মৈত্রাবরুণের প্রাপ্তি নাই তখন অতিদেশ না থাকায় এ স্থলেও তাহার ভক্ষণ হইবে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

স্যাদ্ বা হোত্রধ্বর্য্যুবিকারত্বাত্তয়োঃ
কর্ম্মাভিসম্বন্ধাৎ ॥ ১৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ মৈত্রাবরুণ নামক ঋত্বিকের শেষভক্ষ হইবে, "হোত্রধ্বর্য্যুবিকারত্বাৎ"—হোতার এবং অধ্বর্য্যুর বিকার বলিয়া, "তয়োঃ কর্ম্মাভিসম্বন্ধাৎ"—যেহেতু, তাহাদের দুই জনের অর্থাৎ হোতার এবং অধ্বর্য্যুর কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। (সিদ্ধান্ত)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, মৈত্রাবরুণ নামক ঋত্বিকের শেষভক্ষ থাকিবে। কারণ, তাহাকে হোতা এবং অধ্বর্য্যুর কর্ম্ম যে 'অনুবচন' এবং 'প্রৈষ' তদুভয়ই করিতে হয়। কাজেই তাহাদের কর্ম্মের সহিত যখন সম্বন্ধ রহিয়াছে তখন তাহাদের যে শেষভক্ষ তাহার সহিতও মৈত্রাবরুণনামক ঋত্বিকের সম্বন্ধ অবশ্যই থাকিবে। ইতি ৬ষ্ঠ মৈত্রাবরুণের শেষভক্ষত্বাধিকরণ।

দ্বিভাগঃ স্যাদ্ দ্বিকর্ম্মত্বাৎ ॥ ২০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্বিভাগঃ স্যাৎ"—সেই মৈত্রাবরুণ দ্বিভাগ হইবে অর্থাৎ সে শেষভক্ষের দুইটি ভাগ পাইবে, "দ্বিকর্ম্মত্বাৎ"—যে হেতু, দুই জনের কর্ম্ম তাহাতে আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণে স্থাপন করা হইয়াছে যে, মৈত্রাবরুণ হোতা এবং অধ্বর্য্যু উভয়ের কর্ম্ম করে বলিয়া তাহারও শেষভক্ষের ভাগ আছে। এক্ষণে পুনরায় সংশয় এই যে, তাহার ঐ ভাগ কি দুটি হইবে, না একটি ভাগ সে পাইবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, সে দুটি ভাগ পাইবে; কারণ, সে দুই-জনের কর্ম্ম করে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

একত্বাদ্বৈকভাগঃ স্যাদ্‌ভাগস্যাশ্রুতিভূতত্বাৎ ॥ ২১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "একত্বাৎ"—এক বলিয়া, "একভাগঃ স্যাৎ"—একটিমাত্র ভাগ হইবে, "ভাগস্য

অশ্রুতিভূতত্বাৎ”—যে হেতু, ঐ যে ভাগ উহা শ্রুতিবোধিত নহে (কিন্তু অর্থাপত্তিলভ্য)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, মৈত্রাবরুণের ভাগ একটিই হইবে; কারণ ঐ যে ভাগ উহা শ্রুতিবোধিত নহে কিন্তু উহা অর্থাপত্তিসিদ্ধ। আর মৈত্রাবরুণ একজনমাত্র বলিয়া একটি ভাগের দ্বারাই ভাগবিষয়ক আকাঙ্ক্ষাদি চরিতার্থ হইয়া যায়; কাজেই অন্য ভাগের (দ্বিতীয় ভাগের) অবকাশ নাই। ইতি ৭ম মৈত্রাবরুণের একভাগতাধিকরণ।

প্রতিপ্রস্থাতুশ্চ বপাশ্রপণাৎ ॥ ২২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। “প্রতিপ্রস্থাতুঃ চ”—প্রতিপ্রস্থাতারও (শেষভক্ষের ভাগ থাকিবে), “বপাশ্রপণাৎ”—যেহেতু, তাহাকেও বপাশ্রপণরূপ যে কর্ম্ম—যাহা অধ্বর্য্যুর কর্ত্তব্য তাহা করিতে হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রতিপ্রস্থাতা নামে আর একজন ঋত্বিক্ আছেন। জ্যোতিষ্টোমের পশুযাগের শেষভক্ষে তাঁহার কোন ভাগ আছে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, প্রতিপ্রস্থাতাকেও যখন অধ্বর্য্যুর কর্ম্ম যে বপাশ্রপণ তাহা করিতে হয়, তখন তাঁহারও নিশ্চয়ই শেষভক্ষে ভাগ আছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অভক্ষো বা কর্ম্মভেদাত্তস্যাঃ সর্ব্বদানত্বাৎ ॥ ২৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। “বা”—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, “অভক্ষঃ”—ভক্ষ থাকিবে না, “কর্ম্মভেদাৎ”—যে হেতু কর্ম্মের ভেদ রহিয়াছে, “তস্যাঃ সর্ব্বপ্রদানত্বাৎ”—যে হেতু, তাহার সবটাই আহুতি দেওয়া হয়। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রতিপ্রস্থাতার শেষভক্ষ হইবে না। কারণ, প্রতিপ্রস্থাতা যে কর্ম্মের কর্ত্তা তাহারই শেষভক্ষে তাহার অধিকার হইবে। কিন্তু তৎকৃত যে বপাশ্রপণ সেই শ্রপিত বপার সবটাই আহুতি প্রদান করা হয়। কাজেই অবশিষ্ট কিছুই থাকে না; সুতরাং শেষ (অবশিষ্ট) না থাকায় শেষভক্ষও হইতে পারে না। আর পশ্বঙ্গহোম শব্দান্তরভাবে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম

বলিয়া, এ স্থলে কর্ম্মের ভেদ রহিয়াছে বলিয়া অন্য দ্রব্যের শেষভক্ষে প্রতিপ্রস্থাতার অধিকার নাই। ইতি ৮ম প্রতিপ্রস্থাতার ভক্ষাভাবাধিকরণ।

বিকৃতৌ প্রাকৃতস্য বিধের্গ্রহণাৎ পুনঃশ্রুতিরনর্থিকা স্যাৎ ॥ ২৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বিকৃতৌ"—বিকৃতিযাগে, "প্রাকৃতস্য বিধেঃ গ্রহণাৎ"—প্রকৃতিযাগীয় বিধি অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্যতা গৃহীত হয় বলিয়া, "পুনঃশ্রুতিঃ"—বিকৃতি যাগমধ্যে সেই ইতিকর্ত্তব্যতার যে পুনরুল্লেখ তাহা, "অনর্থিকা স্যাৎ"—অনর্থক অর্থাৎ অনুবাদমাত্র হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "মরুদ্ভ্যো গৃহমেধিভ্যঃ সর্ব্বাসাং দুগ্ধে সায়মোদনে" এই বাক্যে গৃহমেধীয় নামক যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে। তৎপ্রকরণে শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন "আজ্যভাগৌ যজতি" অর্থাৎ আজ্যভাগদ্বয় দিয়া যাগ করিবে। ইহাতে আট প্রকার সংশয় উত্থিত হইয়া থাকে। ইহা কি অতিদেশতঃ প্রাপ্ত আজ্যভাগদ্বয়ের অনুবাদমাত্র? অথবা এস্থলে অতিদেশবিধি এবং এই উপদেশবিধি উভয়ের দ্বারাই মিলিত ভাবে এই একটি কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে? কিংবা অর্থবাদরূপে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে? অথবা ইহা স্বতন্ত্র দুইটি কর্ম্মের বিধায়ক উৎপত্তিবিধি? অথবা ইহা পরিসংখ্যাবিধি? কিংবা অতিদেশবিধি দ্বারা এস্থলে বিহিত আজ্যভাগদ্বয়াতিরিক্ত অন্য বিষয়েরই প্রাপ্তি হয়? কিংবা অতিদেশবলে কেবলমাত্র আজ্যভাগদ্বয়ই প্রাপ্ত হয়? অথবা এস্থলে মোটেই অতিদেশ নাই, কিন্তু গৃহমেধীয় একটি অপূর্ব্ব কর্ম্ম? ইহাতে একজন পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "পুনঃশ্রুতিঃ অনর্থিকা স্যাৎ"—এই যে পুনরুল্লেখ, অতিদেশবলে যাহা প্রাপ্ত হয় তাহারই নির্দ্দেশ, ইহার কোন অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন নাই বলিয়া ইহা অনর্থক অর্থাৎ অনুবাদমাত্র হইবে। ইতি ১ম পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বাগ্নেয়বদ্ দ্বিশব্দত্বং স্যাৎ ॥২৫॥

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "আগ্নেয়বৎ"—আগ্নেয় আবাহনের ন্যায়, "দ্বিশব্দত্বং স্যাৎ"—দুইটি শব্দের দ্বারা অর্থাৎ দুইটি বেদবাক্যের দ্বারা বোধিত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি বাক্যের সার্থকতা রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে নিরর্থক বলা অনুচিত; এ কারণে পূর্ব্বসূত্রোক্ত মতের নিরাস করিয়া অপর এক বাদী বলিতেছেন "অগ্নেয়বৎ দ্বিশব্দত্বং স্যাৎ"—অগ্নির আবাহনে যেমন "অগ্নিময় আবহ" এই মন্ত্রে দুইবার অগ্নিশব্দ প্রয়োগ থাকিলেও এক অগ্নিকেই বুঝাইতেছে এস্থলেও সেইরূপ অতিদেশবিধি এবং উপদেশবিধির দুইটি বাক্য মিলিত হইয়া আজ্যভাগদ্বয়ের বিধান করিতেছে। ইতি দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ।

ন বা শব্দপৃথক্ত্বাৎ ॥২৬॥

অক্ষরার্থ। "ন"—না, তাহা হইবে না, "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবর্ত্তক, "শব্দপৃথক্ত্বাৎ"—যে হেতু, শব্দের অর্থাৎ শব্দবোধ্য অর্থের পার্থক্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। তৃতীয় বাদী বলিতেছেন, এস্থলে উভয় বাক্যের দ্বারা যে একটি অর্থেরই বিধান হইবে তাহা হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্ববাদী যে আগ্নেয় আবাহনের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তথায় দুইটি অগ্নি শব্দ দুই রকম অর্থ প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু এখানে অতিদেশ এবং উপদেশ একই অর্থ প্রকাশ করিতেছে। কাজেই একটিকে এখানে অনুবাদ বলিতে হয়। আর অনুবাদ হইলেও তাহা নিরর্থক নহে, যেহেতু তাহা অর্থবাদ। ইতি তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষ।

অধিকং বাঽর্থবত্ত্বাৎ স্যাদর্থবাদগুণাভাবে বচনাদবিকারে তেষু হি তাদর্থ্যং স্যাদপূর্ব্বত্বাৎ ॥২৭॥

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অধিকং স্যাৎ"—ইহা অধিক অর্থাৎ স্বতন্ত্র কর্ম্ম হইবে (সুতরাং ইহা স্বতন্ত্রবিধি) "অর্থবত্ত্বাৎ"—যেহেতু, তাহাতেই সার্থকতা থাকে, "অর্থবাদগুণাভাবে"—অর্থবাদ এবং অনুবাদ না হওয়ায়, "বচনাৎ অবিকারে"—বিশেষ বচন থাকায় বিকারার্থতাও না হওয়ায়, "তেষু"—ঐ গুলি থাকিলে, "তাদর্থ্যং স্যাৎ"—তদর্থতা অর্থাৎ তদর্থতাৎপর্য্যকতা থাকিতে পারে, "অপূর্ব্বত্বাৎ"—কিন্তু উহা নাই বলিয়া এ স্থলে অপূর্ব্ব কর্ম্মের বিধান হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন, এস্থলে অর্থবাদাদি হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া ইহা অতিদেশতঃ প্রাপ্ত আজ্যভাগদ্বয়াতিরিক্ত অধিক আজ্যভাগরূপ অঙ্গান্তরের বিধান হইবে। ইতি ৪র্থ পূর্ব্বপক্ষ।

প্রতিষেধঃ স্যাদিতি চেৎ ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রতিষেধঃ স্যাৎ"—প্রতিষেধ অর্থাৎ অন্তের পরিসংখ্যা হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন, এই যে আজ্যভাগদ্বয়, প্রত্যভিজ্ঞাবলে ইষ্টিযাগীয় আজ্যভাগদ্বয়ের সহিত ইহার যখন ঐক্য রহিয়াছে, তখন ইহাকে নূতন অঙ্গান্তরের বিধান বলা সঙ্গত হয় না। অতএব এ পক্ষটিও সমীচীন নহে বলিয়া ইহা পরিসংখ্যার্থক; ইহা দ্বারা আজ্যভাগাতিরিক্ত প্রযাজাদি অঙ্গের পরিসংখ্যা অর্থাৎ নিষেধ করা হইয়াছে। এইরূপ বলিলে তবেই এই পুনরুল্লেখ সার্থক হয়। ইতি পঞ্চম পূর্ব্বপক্ষ।

নাশ্রুতত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা সঙ্গত নহে, "অশ্রুতত্বাৎ" যেহেতু উহা অশ্রুত অর্থাৎ উহা শ্রুতিবোধিত নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন, উক্ত পরিসংখ্যাপক্ষও সঙ্গত নহে। কারণ, ঐ যে পরিসংখ্যাবোধিত অঙ্গনিষেধ উহা শ্রুতিবোধিত নহে; আর পরিসংখ্যায় দোষত্রয় ত আছেই।

অগ্রহণাদিতি চেৎ ॥ ৩০ ॥

অক্ষরার্থ। "অগ্রহণাৎ"—অতিদেশ শাস্ত্রের দ্বারা উহা গৃহীত হইবে না, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। অন্য একজন বাদী বলিতেছেন, এ স্থলে সকল দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে বলিতে হয় যে, অতিদেশবিধি আজ্যভাগদ্বয়কে বিষয়ীভূত করিবে না অর্থাৎ অতিদেশবলে ঐ আজ্যভাগদ্বয় ছাড়া অন্য অঙ্গগুলি

বিহিত হইবে। আর কেবল আজ্যভাগদ্বয় প্রত্যক্ষবচনের দ্বারা বিহিত হইবে। এইরূপে অতিদেশ শাস্ত্রের সঙ্কোচ করাই এস্থলে সঙ্গত। ইতি ষষ্ঠ পূর্ব্বপক্ষ।

ন তুল্যত্বাৎ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহাও সঙ্গত নহে, "তুল্যত্বাৎ"—যেহেতু, ইহাও তুল্য প্রকারেই অতিদেশ বিধির বিষয়।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত পক্ষ খণ্ডন করিয়া আর এক বাদী বলিতেছেন, ষষ্ঠ বাদীর উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ "প্রকৃতিবৎ বিকৃতিঃ কর্ত্তব্যা" এই প্রকারে প্রকৃতির সমস্ত ধর্ম্মই যখন তুল্যরূপে একই অতিদেশবিধির বিষয় হয়, তখন উহার মধ্যে কতকগুলি গ্রহণ এবং কতকগুলি বর্জ্জন করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। অতএব অতিদেশ শাস্ত্রের সঙ্কোচ হইবে না।

তথা তদ্‌গ্রহণে স্যাৎ ॥ ৩২ ॥

অক্ষরার্থ। "তদ্‌গ্রহণে"—আজ্যভাগ গ্রহণে, "তথা স্যাৎ"—ঐরূপ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহাতে সপ্তম পক্ষরূপে অন্য এক বাদী বলেন; এ স্থলে আজ্যভাগবিধি দ্বারা অতিদেশের উপসংহার করা হইয়াছে। সুতরাং এ স্থলে আজ্যদ্বয়ই অনুষ্ঠেয় অঙ্গ। আর ইহা পরিসংখ্যাত্মক নয় বলিয়া ইহাতে পূর্ব্বোক্ত দোষের প্রসঙ্গ নাই। এইরূপে সপ্তম পক্ষ প্রাপ্ত হইলে ইহার খণ্ডনার্থে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "তথা স্যাৎ"—এই সপ্তম পক্ষেও দোষ ষষ্ঠ পক্ষেরই তুল্য। কাজেই এ পক্ষটিও সমীচীন নহে।

অপূর্ব্বতাস্তু দর্শয়েদ্ গ্রহণস্যার্থবত্ত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "অপূর্ব্বতাং দর্শয়েৎ"—উক্ত শ্রুতিবাক্য ইহার অপূর্ব্বকর্ম্মতাই দেখাইতেছে, "গ্রহণস্য অর্থবত্ত্বাৎ"—যেহেতু, ইহাতেই আজ্যভাগ গ্রহণের সার্থকতা হয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এই যে আজ্যভাগদ্বয় দ্বারা যাগ ইহা অপূর্ব্ব কর্ম্ম। অতএব গৃহমেধীয় অপূর্ব্ব কর্ম্ম বলিয়া ইহাতে অতিদেশ-বলে ইতিকর্ত্তব্যতার প্রাপ্তি হইবে না, কিন্তু প্রত্যক্ষ বচনবোধিত অঙ্গের দ্বারাই সেই ইতিকর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। অতএব এস্থলে অতিদেশ বিধির লোপ হইবে। ইতি ৯ম গৃহমেধীয় সম্বন্ধে অপূর্ব্বাজ্যভাগবিধানাধিকরণ।

ততোঽপি যাবদুক্তং স্যাৎ ॥ ৩৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ততঃ অপি"—তাহাতেও, "যাবদুক্তং স্যাৎ" —যাহা যাহার উপদেশ আছে তাহারই অনুষ্ঠান হইবে। (সিদ্ধান্ত)।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ গৃহমেধীয় যাগে অপরাপর অঙ্গের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, অন্য অঙ্গ আকাঙ্ক্ষিত নহে বলিয়া সে গুলি আর অনুষ্ঠেয় হইবে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, স্বিষ্টকৃৎ, ইড়া প্রভৃতি অঙ্গগুলি বচনবিহিত বলিয়া সেগুলির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য হইবে। ইতি ১০ম গৃহমেধীয়ে স্বিষ্টকৃদাদির অনুষ্ঠানাধিকরণ।

স্বিষ্টকৃদ্ভক্ষপ্রতিষেধঃ স্যাত্তুল্যকারণত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্বিষ্টকৃদ্ভক্ষপ্রতিষেধঃ স্যাৎ"—স্বিষ্টকৃতের মধ্যে যে ভক্ষণ তাহা নিষিদ্ধ হইবে, "তুল্যকারণত্বাৎ"—যেহেতু, উভয়েই কারণ তুল্য।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বতর অধিকরণের গৃহমেধীয় যাগে যে কয়টি পক্ষ আছে তন্মধ্যে পঞ্চম পরিসংখ্যাপক্ষটিকে যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে 'ক্ত্বাচিন্তা' রূপে আর একটি বিচার উঠে। ঐ পক্ষে প্রাশিত্র প্রভৃতির ভক্ষণ পরিসংখ্যাত কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলা হইতেছে যে, ঐ প্রাশিত্রাদি ভক্ষণেরও পরিসংখ্যা অর্থাৎ নিষেধ হইয়াছে। তাহাই প্রাশিত্রভক্ষনিষেধেরও কারণ। ইতি সিদ্ধান্ত।

অপ্রতিষেধো বা দর্শনাদিড়ায়াং স্যাৎ ॥ ৩৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "অপ্রতিষেধঃ স্যাৎ"—প্রতিষেধ হইবে না, "ইড়ায়াং দর্শনাৎ"—যেহেতু, ইড়াভক্ষণের বেলায় অপ্রতিষেধ দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে ইড়াভক্ষণের বেলায় যখন অপ্রতিষেধ দৃষ্ট হয়, কারণ ইড়াভক্ষণ এখানে নিষিদ্ধ নহে কিন্তু অনুষ্ঠেয়, তখন ঐ একই কারণে প্রাশিত্রভক্ষণও প্রতিষিদ্ধ হইবে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

প্রতিষেধো বা বিধিপূর্ব্বস্য দর্শনাৎ ॥ ৩৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রতিষেধঃ"—প্রাশিত্র-ভক্ষণের প্রতিষেধ হইবে, "বিধিপূর্ব্বস্য দর্শনাৎ"—যেহেতু, ইড়াভক্ষণের স্বতন্ত্র বিধি আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, গৃহমেধীয় যাগে ইড়াভক্ষণের স্বতন্ত্র বিধি আছে। কাজেই তদনুসারে তাহা কর্ত্তব্য। কিন্তু অন্য গুলি যখন পরিসংখ্যা বলে সাধারণ ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে তখন তাহার প্রতিপ্রসবের কোন কারণ নাই। অতএব প্রাশিত্রভক্ষণ অকর্ত্তব্য। ইতি ১১শ গৃহমেধীয় প্রাশিত্রাদিভক্ষণাভাবাধিকরণ।

শংয্বিড়ান্তত্বে বিকল্পঃ স্যাৎ পরেষু পত্ন্যনুযাজ-
প্রতিষেধোঽনর্থকঃ স্যাৎ ॥ ৩৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "শংয্বিড়ান্তত্বে"—শংযু-অন্ততা এবং ইড়ান্ততার বিষয়ে, "বিকল্পঃ স্যাৎ"—বিকল্প হইবে, "পত্ন্যনুযাজপ্রতিষেধঃ অনর্থকঃ স্যাৎ"—যেহেতু, তাহা না হইলে পত্নীসংযাজ এবং অনুযাজের নিষেধ অনর্থক হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "শংয্বন্তা প্রায়ণীয়া সন্তিষ্ঠতে ন পত্নীঃ সংযাজয়ন্তি। ইড়ান্তা আতিথ্যা সন্তিষ্ঠতে

নানুযাজান্ যজতি" অর্থাৎ "প্রায়ণীয় যাগ শংযুপাঠের শেষে হইবে। পত্নীসংযাজ করিতে হইবে না। আর আতিথ্যা ইষ্টি ইড়াভক্ষণে সমাপ্ত হইবে। অনুযাজ কর্ত্তব্য হইবে না। এই যে প্রায়ণীয় যাগের শংযুন্ততা এবং আতিথ্যা ইষ্টির এই যে ইড়ান্ততা ইহা কি বিকল্প অথবা ইহা নিয়ম, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "বিকল্পঃ স্যাৎ"—এ স্থলে বিকল্পই হইবে; কারণ "পরেষু পত্ন্যনুযাজপ্রতিষেধঃ অনর্থকঃ স্যাৎ"—তাহা না হইলে শংযু এবং ইড়ার পরবর্ত্তী ঐ পত্নীসংযাজ এবং অনুযাজের নিষেধ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অতএব প্রায়ণীয় যাগ শংযুন্তও হইতে পারে এবং তৎপরে বা তৎপূর্ব্বেও সমাপ্ত করা যাইতে পারে। আতিথ্যার পক্ষেও এই ব্যবস্থা। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

নিত্যানুবাদো বা কর্ম্মণঃ স্যাদশব্দত্বাৎ ॥৩৯॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "নিত্যানুবাদঃ স্যাৎ" —ঐ যে নিষেধ উহা নিত্যানুবাদ হইবে, "কর্ম্মণঃ অশব্দত্বাৎ"—যেহেতু, ঐ উত্তরবর্ত্তী কর্ম্মগুলি অশব্দ অর্থাৎ অবিহিত। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে নিয়মপক্ষই স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ শংযুপাঠের পূর্ব্বেই প্রায়ণীয়ের সমাপ্তি এবং ইড়া ভক্ষণের পূর্ব্বেই আতিথ্যার অবসান হইবে। কারণ, "শংযুন্তা সন্তিষ্ঠতে" এবং "ইড়ান্তা সন্তিষ্ঠতে" এই শ্রুতিবচনে তাহাই বলা হইয়াছে। কাজেই পত্নীসংযাজাদি কর্ম্মগুলি এ স্থলে শাস্ত্র-বিহিত নহে। তবে যে পরবর্ত্তী বাক্যে ঐ গুলির নিষেধ উহা নিত্যানুবাদ—নিত্যপ্রাপ্ত নিষেধেরই অনুবাদমাত্র। ইতি ১২শ প্রায়ণীয়া এবং আতিথ্যার শংযিড়ান্ততাধিকরণ।

প্রতিষেধার্থবত্ত্বাচ্চোত্তরস্য পরস্তাৎ প্রতিষেধঃ স্যাৎ ॥৪০॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রতিষেধার্থবত্ত্বাৎ"—প্রতিষেধের সার্থকতার জন্য, "চ"—অধিকরণান্তরসূচক, "উত্তরস্য"—উত্তরের অর্থাৎ পরবর্ত্তী যে শংযু এবং তাহার, "পরস্তাৎ"—পরে যাহা কর্ত্তব্য তাহার, "প্রতিষেধঃ স্যাৎ"—প্রতিষেধ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণে যে শংযুন্ততা এবং ইড়ান্ততা লইয়া বিচার করা হইল উহাতেই আবার অন্য একপ্রকার সংশয় হয়। কারণ, প্রকৃতি যাগে শংযু এবং ইড়া দ্বিবিধই আছে ; পত্নীসংযাজের পূর্ব্বে শংযু ও ইড়া আছে এবং উহার পরেও শংযু ও ইড়া আছে। শংযন্ত এবং ইড়ান্ত বলিতে কোন্ শংযু এবং ইড়া গ্রহণীয় ? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এই বাক্যে পরবর্ত্তী শংযু ও ইড়ার নিষেধ হইয়াছে ; কারণ, 'শংযন্ত' বলিলেই যখন অভিপ্রেত অর্থ পাওয়া যাইত, পত্নীসংযাজ নিষেধ হইত, তখন পুনরায় নিষেধ অনর্থক হইয়া পড়ে বলিয়া ঐ দ্বিতীয় শংযন্ততাই এখানে অভিপ্রেত।

প্রাপ্তের্বা পূর্ব্বস্য বচনাদতিক্রমঃ স্যাৎ ॥৪১॥ সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "পূর্ব্বস্য অতিক্রমঃ স্যাৎ"—প্রথম শংযুরই অতিক্রম হইবে, "প্রাপ্তেঃ"—তাহাই প্রথমতঃ প্রাপ্ত বলিয়া, "বচনাৎ"—শ্রুতিবচন অনুসারে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এই নিষেধটি যে নিত্যানুবাদ তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কাজেই এ স্থলে যখন নিষেধরূপে শংযু সামান্যতঃ প্রাপ্ত, তখন পূর্ব্ববর্ত্তীরই নিষেধ অভিপ্রেত। আর পরবর্ত্তীটির নিষেধ অর্থাপত্তি দ্বারা সিদ্ধ। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রতিষেধস্য ত্বরাযুক্তত্বাত্তস্য চ নান্যদেশত্বম্ ॥৪২॥

অক্ষরার্থ। "প্রতিষেধস্য ত্বরাযুক্তত্বাৎ"—প্রতিষেধটি ত্বরাযুক্ত বলিয়া, "তস্য"—ঐ শংযু এবং ইড়ার, "ন চ অন্যদেশত্বং"—পরবর্ত্তিদেশত্ব অর্থাৎ পরবর্ত্তীগুলিও গ্রহণীয় নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। উহার অর্থবাদ বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ত্বরাপূর্ব্বক প্রায়ণীয়াদি সমাপন করিবার জন্য শংযন্ততাদি সংস্থার বিধি। তাহাই যদি হয় তাহা হইলে পূর্ব্বটিতে সমাপ্ত হইলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। অতএব পূর্ব্বটিতে সমাপ্ত করাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। ইতি ১৩শ প্রায়ণীয় ও আতিথ্যার প্রথমশংযিড়ান্তেই সংস্থাবিধানাধিকরণ।

উপসংস্থ যাবদুক্তমকর্ম্ম স্যাৎ ॥৪৩॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উপসংস্থ"—উপসংযাগে, "যাবদুক্তম্"— যতটুকু বলা হইয়াছে ততটুকুমাত্র, "অকর্ম্ম স্যাৎ" - অকর্ম্ম হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "ষড়ুপষদ উপসাত্তস্তে। অপ্রযাজান্তা অননুযাজাঃ" অর্থাৎ "ছয়টি উপসংযাগ হইবে, তাহাতে প্রযাজও নাই এবং অনুযাজও নাই।" এ স্থলে কি যেটির নিষেধ আছে কেবল সেইটি বাদ দিয়া অন্য সকল কর্ম্মই অনুষ্ঠেয় অথবা যতটুকুর উপদেশ আছে কেবলমাত্র ততটুকুই কর্ত্তব্য, বাকী সব অকর্ত্তব্য—পরিত্যাজ্য ? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "যাবদুক্তম্ অকর্ম্ম"—যতটুকুর নিষেধ আছে কেবলমাত্র তাহাই বর্জ্জনীয়। অতএব উপসংযাগে প্রযাজ এবং অনুযাজ ছাড়া অন্যান্য সকল অঙ্গই অনুষ্ঠেয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

স্রৌবেণ বাঽগুণত্বাচ্ছেষপ্রতিষেধঃ স্যাৎ ॥ ৪৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "স্রৌবেণ"—স্রৌব আঘারের দ্বারা, "শেষপ্রতিষেধঃ স্যাৎ"—তদতিরিক্ত অঙ্গের প্রতিষেধ হইবে, "অগুণত্বাৎ"—যেহেতু, ইহাতে গুণ নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। অন্য এক বাদী বলিতেছেন, এই যাগে প্রকৃতি যাগ হইতেই স্রৌব আঘারের প্রাপ্তি হয়। তথাপি ইহাতে পুনরায় স্রৌব আঘার বিহিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, স্রৌব আঘার ছাড়া অন্য সমস্ত অঙ্গেরই পরিসংখ্যা করা হইতেছে। যে হেতু তাহা অগুণ ; তাহাতে অপর কোন বিশিষ্ট গুণের বিধান নাই। ইতি সিদ্ধান্ত।

অপ্রতিষিদ্ধং বা প্রতিষিধ্য প্রতিপ্রসবাৎ ॥ ৪৫ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অপ্রতিষিদ্ধং"—প্রতিবিদ্ধ ছাড়া সব অনুষ্ঠেয়, "বা"—পক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রতিষিধ্য প্রতিপ্রসবাৎ"—যেহেতু, প্রতিষেধ করিয়া পুনরায় প্রতিপ্রসব করা হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ববাদী বলিতেছেন, এস্থলে প্রতিবিদ্ধ ছাড়া সমস্ত অঙ্গই অনুষ্ঠেয়; কারণ "অপ্রযাজাঃ অননুযাজাঃ" বলিয়া যখন একবার নিষেধ আবার গ্রৌব আঘারের প্রতিপ্রসব করা হইয়াছে, তখন এইরূপ অর্থই অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। ইতি আশঙ্কা।

অনিজ্যা বা শেষস্য মুখ্যদেবতানভীজ্যত্বাৎ ॥ ৪৬ ॥ (সিঃ).

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, ""শেষস্য অনিজ্যা"—শেষের অর্থাৎ অঙ্গের যাগ হইবে না, "মুখ্যদেবতানভীজ্যত্বাৎ"—যেহেতু, মুখ্যদেবতা যে বিষ্ণু প্রভৃতি তাঁহাদেরই ইজ্যা নাই। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ইহা অপূর্ব্ব কর্ম্ম; সুতরাং এখানে কোন অঙ্গেরই অনুষ্ঠান হইবে না, কিন্তু যতটুকুর উপদেশ আছে ততটুকুই অনুষ্ঠেয়। কারণ, প্রাকৃতযাগে মুখ্যদেবতা অগ্নি, বিষ্ণু এবং অগ্নীষোম! তন্মধ্যে অগ্নি ছাড়া বিষ্ণু এবং অগ্নীষোমরূপ মুখ্য দেবতাই যখন "নান্যামাহুতিম্" ইত্যাদি বচনে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন অন্য অঙ্গের ত কথাই নাই। ইতি ১৪শ "ষড়্‌পবদঃ" ইত্যাদি স্থলে অপূর্ব্ব উপসৎকর্ম্মবিধানাধিকরণ।

অবভৃথে বর্হিষঃ প্রতিষেধাচ্ছেষকর্ম্ম স্যাৎ ॥ ৪৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অবভৃথে"—অবভৃথ যাগে, "বর্হিষঃ প্রতিষেধাৎ"—বর্হির নিষেধ আছে বলিয়া, "শেষকর্ম্ম স্যাৎ"—অবশিষ্ট অঙ্গ কর্ত্তব্য হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমে যে অবভৃথযাগ আছে তৎপ্রকরণে শ্রুতি বলিতেছেন, "অপবর্হিষঃ প্রযাজান্ যজতি অপবর্হিষৌ অনুযাজৌ।" এস্থলে কি কেবলমাত্র বর্হির্নামক চতুর্থ প্রযাজ এবং প্রথম অনুযাজ নিষিদ্ধ, সুতরাং তাহাই অকর্ত্তব্য এবং অবশিষ্টগুলি কর্ত্তব্য; অথবা আজ্যভাগ ছাড়া অন্য সকল অঙ্গের ইহা পরিসংখ্যা কিংবা ইহা অপূর্ব্ব কর্ম্ম?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, কেবলমাত্র বর্হির্নামক চতুর্থ প্রযাজ এবং প্রথম অনুযাজটি পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট কর্ম্মই অনুষ্ঠেয়, যে হেতু, উহারই বর্জ্জন "অপবর্হিষঃ" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বোধিত হইয়াছে! ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

আজ্যভাগয়োর্বা গুণত্বাচ্ছেষপ্রতিষেধঃ স্যাৎ ॥ ৪৮ ॥

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষব্যাবর্ত্তক, "আজ্যভাগয়োঃ গুণত্বাৎ"—আজ্যভাগদ্বয় গুণ বলিয়া, "শেষপ্রতিষেধঃ স্যাৎ"—শেষের প্রতিষেধ (নিষেধ) হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। অন্য এক বাদী বলিতেছেন, আজ্যভাগদ্বয় এস্থলে গুণরূপে বিহিত বলিয়া উহা দ্বারা অন্যান্য অঙ্গকলাপের পরিসংখ্যা অর্থাৎ নিষেধ হইবে। অতএব অঙ্গকলাপের মধ্যে এস্থলে কেবল আজ্যভাগদ্বয়ই অনুষ্ঠেয়, অবশিষ্ট সব পরিবর্জ্জনীয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

প্রযাজানাং ত্বেকদেশপ্রতিষেধাদ্ বাক্যশেষত্বং তস্মান্নিত্যানুবাদঃ স্যাৎ ॥ ৪৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রযাজানাম্ একদেশপ্রতিষেধাৎ"—প্রযাজগুলির মধ্যে একটি অংশের প্রতিষেধ হইতেছে বলিয়া, "বাক্যশেষত্বং"—ইহা তদ্‌বাক্যেরই শেষাংশ, "তস্মাৎ নিত্যানুবাদঃ স্যাৎ"—অতএব ইহা নিত্যানুবাদ। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে পরিসংখ্যা হইতে পারে না। কারণ, "অপবর্হিষঃ" ইত্যাদি প্রযাজ-বাক্যের শেষ অংশ। উহা দ্বারা যদি প্রযাজের বিধি হয় তাহা হইলে বর্হির নিষেধ হইতে পারে না। আবার যদি বর্হির নিষেধ হয় তাহা হইলে প্রযাজের বিধি হইতে পারে না। কারণ, ইহাতে উভয়বিধান হওয়ায় বাক্যভেদ হয়, অথচ ইহা একটিই বাক্য। আর এপক্ষে আজ্যভাগের উল্লেখ নিত্যানুবাদ—অতিদেশবলে যাহা নিত্যপ্রাপ্ত তাহারই অনুবাদমাত্র। অতএব পরিসংখ্যা সঙ্গত নহে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ নিরাস।

আজ্যভাগয়োর্গ্রহণং নিত্যানুবাদো গৃহমেধীয়বৎ স্যাৎ ॥ ৫০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "আজ্যভাগয়োঃ গ্রহণং"—আজ্যভাগদ্বয়ের যে উল্লেখ তাহা, "নিত্যানুবাদঃ"—নিত্যানুবাদ হইবে (না), "গৃহমেধীয়বৎ

স্যাৎ"—অতএব ইহা গৃহমেধীয় যাগের ন্যায় (অপূর্ব্বকর্ম্ম) হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এই যে অবভৃথ যাগ, ইহা গৃহমেধীয় যাগের ন্যায় অপূর্ব্ব কর্ম্ম হইবে। কারণ, এস্থলে প্রত্যক্ষবচনবিহিত আজ্যভাগের দ্বারাই কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় বলিয়া এস্থলে প্রকৃতিযাগীয় ইতিকর্ত্তব্যতার অপেক্ষা নাই। সুতরাং আজ্যভাগ নিত্যানুবাদ নহে। ইতি ১৫শ অবভৃথে অপূর্ব্বকর্ম্মতাধিকরণ।

বিরোধিনামেকশ্রুতৌ নিয়মঃ স্যাদ্ গ্রহণস্যার্থবত্ত্বাচ্ছরবচ্চ শ্রুতিতো বিশিষ্টত্বাৎ ॥ ৫১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বিরোধিনাম্ একশ্রুতৌ"—পরস্পরবিরোধী পদার্থ-সকলের মধ্যে একটির উল্লেখ থাকিলে, "নিয়মঃ স্যাৎ"—নিয়মবিধি বুঝিতে হইবে, "গ্রহণস্য অর্থবত্ত্বাৎ"—যে হেতু, ইহাতেই গ্রহণের (ঐ প্রকার উল্লেখের) সার্থকতা থাকে, "শরবৎ চ"—শরবিধির ন্যায়, "শ্রুতিতঃ বিশিষ্টত্বাৎ"—যে হেতু, প্রত্যক্ষশ্রুতিবিহিতত্বরূপ বিশিষ্টতা রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। কোন কোন বিকৃতিযাগে "বৃহৎ পৃষ্ঠং ভবতি, "যবময়ো মধ্যমঃ," "খাদিরো যূপো ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহৎসাম, মধ্যম পুরোডাশের জন্য যব এবং যূপের জন্য খদির কাষ্ঠ বিহিত হইয়াছে। অথচ ঐগুলির প্রকৃতিযাগে রথন্তরসাম, ব্রীহি এবং বিল্বপলাশাদির বিকল্পই দৃষ্ট হয়। এস্থলে প্রকৃতিযাগীয় দ্রব্যের সহিত কি বৃহৎসামাদির বিকল্প হইবে অথবা বৃহৎ সাম, যব এবং খদিরের নিয়মবিধি হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন, "বিরোধিনাম্" ইত্যাদি। বিকৃতিমধ্যে উপদিষ্ট শরবিধায়ক শাস্ত্রের দ্বারা যেমন প্রাকৃত কুশবিধায়ক শাস্ত্রের বাধ হয়, এ স্থলেও সেইরূপ বৃহৎ, যব এবং খাদিরতাবিধায়ক শাস্ত্রের দ্বারা প্রাকৃত রথন্তরাদির বাধ হইবে। অতএব বৃহৎসাম যবদ্রব্য এবং খাদিরের ইহা নিয়মবিধি। ইতি সিদ্ধান্ত।

উভয়প্রদেশান্নেতি চেৎ ॥ ৫২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উভয়প্রদেশাৎ"—উভয়েরই অতিদেশ হয় বলিয়া, "ন"—নিয়মবিধি হইবে না, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, প্রকৃতিযাগে যখন যব-ব্রীহি প্রভৃতির বিকল্পই দৃষ্ট হয়, আর বিকৃতিযাগে যখন সেই উভয়েরই অতিদেশ হইয়া থাকে, তখন এ স্থলে যবাদির নিয়ম হইতে পারে না, কিন্তু বিকল্পই হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

শরেষ্বপীতি চেৎ ॥ ৫৩ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "শরেষু অপি"—(তাহা হইলে) শর সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা হউক, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা শুনিয়া কেহ আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, এ স্থলে যদি বিকল্প হয় তাহা হইলে শরবিষয়ক শাস্ত্রের বেলায়ও তাহাই হউক না কেন, তথায় প্রাকৃতকুশের বাধ হইবার কারণ কি? ইতি আশঙ্কা।

বিরোধ্যগ্রহণাত্তথা শরেষ্বিতি চেৎ ॥ ৫৪ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "বিরোধ্যগ্রহণাৎ"—প্রকৃতিযাগে কুশের বিরোধী কোন কিছুর উল্লেখ নাই বলিয়া, "শরেষু তথা"—শরের পক্ষে যে বিধান তাহা সেইরূপই হইবে, "ইতি চেৎ"—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ যদি হয়?

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহারকল্পে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে শর-শাস্ত্রের দৃষ্টান্তটি সঙ্গত হয় নাই। কারণ, প্রাকৃত কুশের কোন বিরোধী দ্রব্যান্তর নাই বলিয়া বিকৃতিযাগে অতিদেশবলে কেবল কুশেরই প্রাপ্তি হয়; আর তথায় উপদিষ্ট শরের দ্বারা ঐ অতিদিষ্ট কুশের বাধ হয়। কিন্তু এ স্থলে প্রকৃতি-যাগেই ব্রীহি খদির পলাশাদি বিরোধী রহিয়াছে। আর বিকৃতিযাগে সে গুলির সবই অতিদিষ্ট হয়। আবার তথায় নূতন করিয়া ব্রীহি, খদিরাদির উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে। কাজেই প্রকৃতিযাগের ন্যায় তথায়ও বিকল্প হওয়াই সঙ্গত। ইতি-পূর্ব্বপক্ষের আশঙ্কা নিরাস।

তথেতরস্মিন্ ॥ ৫৫ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "ইতরস্মিন্"—খদিরাদি অপরগুলি বিরোধী হইলে, "তথা"—ঐরূপ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। খদিরাদি অপরগুলিকেও যদি বিরোধী বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে পলাশাদি দ্রব্যগুলিকে ত আর অঙ্গরূপে গ্রহণ করা যায় না। কাজেই উহার নিবৃত্তি হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষে আশঙ্কা।

শ্রুত্যানর্থক্যমিতি চেৎ ॥ ৫৬ ॥

অক্ষরার্থ। "শ্রুত্যানর্থক্যম্"—ইহাতে শ্রুতির আনর্থক্য হয়, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়?

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহারকল্পে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ইহাতে অতিদেশ শ্রুতির নিরর্থকতা প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। কারণ, অতিদেশবলে খদিরের ন্যায় পলাশেরও প্রাপ্তি হইয়া থাকে; আর যদি পলাশবর্জ্জন করা হয়, তাহা হইলে পলাশাতিদেশশাস্ত্র অনর্থক হইয়া পড়ে। অতএব পলাশাদির সহিত খদিরের বিকল্পই হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

গ্রহণস্যার্থবত্ত্বাদুভয়োরপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ ॥ ৫৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "গ্রহণস্য"—বিকৃতিপ্রকরণে যে গ্রহণ অর্থাৎ পুনরুল্লেখ তাহার, "অর্থবত্ত্বাৎ"—সার্থকতাসম্পাদনের জন্য, "উভয়োঃ"—দুইটি দ্রব্যের, "অপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ"—প্রতিপত্তি অর্থাৎ কার্য্যজনকতা-বোধ হইবে না। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, বিকৃতিযাগে অতিদেশ বলে খদিরাদির প্রাপ্তি হওয়া সত্ত্বেও যখন তথায় উহাদের পুনরুল্লেখ আছে, তখন নিশ্চিতই তাহার কোন প্রয়োজন আছে; অন্যথা তাহা অনর্থক হয়। আর নিয়ম বিধান করাই সেই প্রয়োজন। সুতরাং খদির, ব্রীহি এবং বৃহৎসামের প্রয়োগই যদি

নিয়ম হয়, তখন তাহার স্থানে অন্য যে যে দ্রব্যের প্রাপ্তি সম্ভাবনা ছিল, তাহা অর্থাপত্তিবলে নিবিদ্ধ হইয়া যায়। অতএব সে গুলির সহিত বিকল্প হইতে পারে না। ইতি ১৬শ বাজপেয়াদিতে যূপাদির খাদিরত্বাদিনিয়মাধিকরণ।

সর্ব্বাসাঞ্চ গুণানামর্থবত্ত্বাদ্ গ্রহণমপ্রবৃত্তে স্যাৎ ॥৫৮॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "গুণানাং"—দ্রব্যদেবতাদিগুণযুক্ত, "সর্ব্বাসাং"—সমস্ত বৈকৃতচোদনার, "চ"—অধিকরণান্তরসূচক, "অর্থবত্ত্বাৎ"—সার্থকতা থাকে বলিয়া, "অপ্রবৃত্তে"—দ্রব্যাদিবিষয়ক অতিদেশের প্রবৃত্তি না হইলে, "গ্রহণং স্যাৎ"—বৈকৃত (বিকৃতিযাগপ্রকরণে উপদিষ্ট দ্রব্যাদির) গ্রহণ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। অর্থলোপ হইলে অর্থাৎ প্রয়োজন না থাকিলে অতিদেশতঃ প্রাপ্ত দ্রব্য দেবতাদির বাধ হয়; ইহা অধ্যায়ের প্রারম্ভ হইতে বিচার করা হইল। আর বিকৃতিযাগে যে প্রত্যাম্নান অর্থাৎ পুনরুল্লেখ তাহা বাধক হইয়া থাকে, ইহা ধরিয়া লইয়াই উক্ত বিচারগুলি চলিয়াছিল। বাস্তবিক ঐ প্রত্যাম্নান বাধক হইতে পারে কি না, ইহাই এখানে বিচার্য্য। শ্রুতিমধ্যে কাম্যেষ্টিকাণ্ডে উপদিষ্ট হইয়াছে, "ঐন্দ্রমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ প্রজাকামঃ"। বিকৃতিযাগপ্রকরণীয় এই বাক্যে যে ইন্দ্র দেবতা এবং একাদশ কপালের উপদেশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা প্রাকৃত যাগের অগ্নিদেবতা এবং অষ্টাকপালরূপ দ্রব্যের নিবৃত্তি অর্থাৎ বাধ হইতে পারে কি না, ইহাই সংশয়। বিকৃতিযাগীয় এতাদৃশ অপরাপর বাক্যও ইহা দ্বারাই গতার্থ হইবে। ইহাতে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন, এ স্থলে প্রাকৃত দ্রব্যদেবতাদির নিবৃত্তি হইবে। কারণ, ইহা যাগের উৎপত্তিবিধি; অথচ দ্রব্য এবং দেবতা বিশিষ্ট রূপেই এ স্থলে অপূর্ব্বযাগের উপদেশ হইতেছে। কিন্তু অতিদেশ স্থলে উৎপন্ন অর্থাৎ উৎপত্তিবিধিসিদ্ধ যাগেই অতিদেশ হয়। প্রথমে যাগের স্বরূপ সিদ্ধ এবং জ্ঞাত হইলে পশ্চাৎ তাহার কথন্তাবাকাঙ্ক্ষাপূরণের জন্যই অতিদেশের অপেক্ষা। কিন্তু এস্থলে উৎপত্তি বিধিবলে দ্রব্য এবং দেবতাদিযুক্ত হইয়াই যখন যাগ উৎপন্ন হইতেছে, তখন তদ্বিষয়ক আকাঙ্ক্ষা আর থাকিতেছে না। কাজেই অতিদেশবলে অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় দেবতাদির প্রাপ্তি হইলেও সে গুলি অনপেক্ষিত বলিয়া সেগুলির নিবৃত্তি বা বাধ অবশ্যম্ভাবী। ইতি সিদ্ধান্ত।

অধিকং স্যাদিতি চেৎ ॥ ৫৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অধিকং স্যাৎ—এগুলি না হয় অধিক হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয় ?

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়া কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন, অতিদেশতঃ প্রাপ্ত বিষয়গুলি না হয় অধিকই হইবে, অর্থাৎ উপদিষ্ট বিষয়গুলির ত অনুষ্ঠান হইবেই ; অধিকন্তু অতিদিষ্ট বিষয়গুলিরও তাহার সহিত অনুষ্ঠান করা উচিত। কারণ, অতিদেশবিধি যখন যুগপৎ একই প্রযত্নে প্রাকৃত অঙ্গকলাপ প্রাপিত করায়, তখন তাহার মধ্য হইতে কতকগুলির গ্রহণ এবং কতকগুলির বর্জ্জন, এরূপ "অর্দ্ধজরতীয়তা" করা সঙ্গত হয় না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

নার্থাভাবাৎ ॥ ৬০ ॥

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা সঙ্গত নহে, "অর্থাভাবাৎ"—প্রয়োজন নাই বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, উহা সঙ্গত নহে। কারণ, যাহার প্রয়োজন নাই তাহার অনুষ্ঠানে ফল কি ? যেহেতু, যাগটিকে পূর্ণ করার নিমিত্ত—সম্পন্ন করিবার জন্যই দ্রব্য-দেবতাদি আবশ্যক। অথচ শ্রুতিবাক্য অনুসারে একটি দ্রব্য এবং একটি দেবতা দ্বারাই তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে। আর উৎপত্তিশিষ্ট দ্রব্যদেবতাদির দ্বারাই যদি তাহা পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে অতিদেশবলে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির প্রয়োজন কি ? অতএব এস্থলে অতিদিষ্ট দ্রব্য-দেবতাদি নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তাহার নিবৃত্তি অর্থাৎ বাধা হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ইতি ১৭শ কাম্যেষ্টি সকলে প্রাকৃত দ্রব্যদেবতার নিবৃত্ত্যধিকরণ।

তথৈকার্থবিকারে প্রাকৃতস্যাপ্রবৃত্তিঃ প্রবৃত্তৌ হি বিকল্পঃ স্যাৎ ॥ ৬১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তথা"—ঐরূপ, "একার্থবিকারে"—একই অর্থের (প্রয়োজনের) বিকার হইলে, "প্রাকৃতস্য অপ্রবৃত্তিঃ"—প্রকৃতিযাগীয়

দ্রব্যের অপ্রবৃত্তি (নিবৃত্তি) হইবে, "হি"—যেহেতু, "প্রবৃত্তৌ"—প্রাকৃত দ্রব্যের প্রবৃত্তি হইলে, "বিকল্পঃ স্যাৎ"—বিকল্প প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে পশুকামানুষ্ঠেয় সৌমাপৌষ্ণ পশুযাগের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "ঔডুম্বরো যূপো ভবতি"। অতিদেশতঃ প্রাপ্ত খদিরের সহিত এই উডুম্বরের সমুচ্চয় হইবে কি বাধ হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন, এস্থলে প্রকৃতিযাগীয় খদিরদ্রব্যের অর্থাৎ খাদির যূপের প্রবৃত্তি হইবে না ; কারণ, তাহা হইলে উভয়ের বিকল্প হইয়া পড়ে। অথচ যাহা উপদিষ্ট তাহা প্রবল বলিয়া তাহার সহিত দুর্ব্বল অতিদিষ্টের বিকল্প স্বীকার করা ন্যায্য নহে। কারণ, তুল্যবলেরই বিকল্প হয়। অতএব এস্থলে খাদিরতার নিবৃত্তি অর্থাৎ বাধ হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

যাবচ্ছ্রুতীতি চেৎ ॥ ৬২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "যাবচ্ছ্রুতি"—যতটুকু শ্রুতি আছে ততটুকু কর্ত্তব্য, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এস্থলে বিকল্প স্বীকার করা অন্যায্য হইলেও সমুচ্চয় স্বীকার করা ভাল। কারণ, ইহাতে উপদেশ এবং অতিদেশ উভয় শ্রুতিরই সার্থকতা থাকে। অতএব এখানে খাদির এবং ঔডুম্বর দুইটি যূপ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন প্রকৃতাবশব্দত্বাৎ ॥ ৬৩ ॥

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা সঙ্গত নহে, "প্রকৃতৌ অশব্দত্বাৎ"—যেহেতু, প্রকৃতিযাগে দুইটি যূপ শ্রুতিবোধিত নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে সমুচ্চয় পক্ষ অবলম্বনে দুইটি যূপ স্বীকার্য্য হইতে পারে না। কারণ, দুইটি যূপ এখানে প্রকৃতি এবং বিকৃতি কুত্রাপি শ্রুত্যনুমোদিত নহে। কারণ, প্রকৃতিতে কেবল "খাদিরে বধ্নাতি" বাক্যে খদিরময় একটি যূপ, আর বিকৃতিতে "ঔডুম্বরো যূপঃ" এই বাক্যে একটি ঔডুম্বর যূপ বিহিত বলিয়া উভয়ের সমুচ্চয়ে কোনও প্রমাণ নাই। ইতি ১৮শ সৌমাপৌষ্ণপশুতে খাদির যূপের নিয়মাধিকরণ।

বিকৃতৌ ত্বনিয়মঃ স্যাৎ পৃষদাজ্যবদ্ গ্রহণস্য
গুণার্থত্বাদুভয়োশ্চ প্রদিষ্টত্বাদ্ গুণশাস্ত্রং
যদেতি স্যাৎ ॥ ৬৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বিকৃতৌ"—সৌমারৌদ্র বিকৃতিতে, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "অনিয়মঃ স্যাৎ"—অনিয়ম হইবে, "পৃষদাজ্যবৎ".—পৃষদাজ্যের ন্যায়, "গ্রহণস্য গুণার্থত্বাৎ"—যেহেতু, গ্রহণ এ স্থলে গুণার্থ, "উভয়োঃ"—ব্রীহি এবং যব উভয়ের, "প্রদিষ্টত্বাৎ চ"—অতিদিষ্টতাহেতু, "গুণশাস্ত্রং"—গুণবিষয়ক বিধি, "যদা"—যখন ব্রীহির গ্রহণ তখন অনুষ্ঠাপক, "ইতি স্যাৎ"—এই প্রকার হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "সৌমারৌদ্রং চরুং নির্ব্বপেৎ শুক্লানাং ব্রীহীণাং ব্রহ্মবর্চ্চসকামঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মবর্চ্চসকামী ব্যক্তি সোম এবং রুদ্রদেবতার যাগ করিবার জন্য শুক্লব্রীহি দিয়া চরু পাক করিবে। প্রকৃতিযাগে কিন্তু চরুর জন্য ব্রীহি এবং যব উভয়েরই উপদেশ আছে। প্রকৃতিযাগ অনুসারে এ স্থলে কি বিকল্পিতভাবে ব্রীহি এবং যব উভয়ের দ্বারাই যাগ করা যায়, তবে ব্রীহিপক্ষেই কেবল শুক্লগুণ আবশ্যক, অথবা কেবল শুক্লগুণযুক্ত ব্রীহি দ্বারাই যাগ করিবার নিয়ম করা হইতেছে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, পৃষদাজ্যবিধিস্থলে যেমন 'আজ্য' শব্দের যে উল্লেখ তাহা নিয়মার্থ নহে, কিন্তু কেবলমাত্র পৃষত্বরূপ গুণবিধানার্থক, সেইরূপ এস্থলে "গ্রহণস্য গুণার্থত্বাৎ"—ব্রীহির যে গ্রহণ (উল্লেখ) তাহাও কেবল শুক্লগুণ বিধানেরই জন্য, কিন্তু উহা নিয়মবিধি নহে। কাজেই এ স্থলে "অনিয়মঃ স্যাৎ"—বিকল্প হইবে। কারণ, "উভয়োঃ প্রদিষ্টত্বাৎ"—ব্রীহি এবং যব দুইটিই এ স্থলে প্রাপ্ত হয়। অতএব "গুণশাস্ত্রং যদেতি স্যাৎ"—যখন ব্রীহি দিয়া যাগ করা হইবে তখনই কেবল ঐ শুক্লত্ব গুণ আবশ্যক। কাজেই যব দিয়াও যাগ করা যাইতে পারে। আর তখন শুক্লত্ব অনাবশ্যক। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ঐকার্থ্যাদ্ বা নিয়ম্যেত শ্রুতিতো বিশিষ্টত্বাৎ ॥ ৬৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ঐকার্থ্যাৎ"—একপ্রয়োজনতা আছে বলিয়া, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "নিয়ম্যেত"—নিয়মবিধি হইবে, "শ্রুতিতঃ বিশিষ্টত্বাৎ"—যেহেতু, প্রত্যক্ষশ্রুতি থাকার জন্য ইহার বিশিষ্টতা রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে নিয়মবিধিই হইবে, অর্থাৎ গুরুত্ববিশিষ্ট ব্রীহি দ্বারাই নিয়মতঃ যাগ করিতে হইবে। কারণ, ব্রীহি এবং যবের প্রয়োজন এক। অথচ অতিদেশবলে উভয়ের প্রাপ্তি হইলেও পুনরায় ব্রীহির উল্লেখ করা হইয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

বিরোধিত্বাচ্চ লোকবৎ ॥ ৬৬ ॥

অক্ষরার্থ। "বিরোধিত্বাৎ চ"—পরস্পরবিরোধী বলিয়াও "লোকবৎ"—লৌকিক ব্যবহারের ন্যায় (কার্য্যকারিতা হইবে);

ভাষ্যভাবার্থ। যাহারা বিকল্পিতভাবে একই কার্য্যের সাধক তাহারা পরস্পরবিরোধীই হইয়া থাকে। আর তাহাদের একটির বিশেষ করিয়া উল্লেখ হইলে অপরটির নিবৃত্তি বা বাধই হয়। ইহা লোকব্যবহারে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ক্রতোশ্চ তদ্গুণত্বাৎ ॥ ৬৭ ॥

অক্ষরার্থ। "ক্রতোঃ"—যজ্ঞের, "তদ্গুণত্বাৎ চ"—তদ্গুণতা-হেতুও (গুরু ব্রীহিই গ্রহণীয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যে গুরুগুণ যজ্ঞের সহিতই উহার সম্বন্ধ। কাজেই যবপক্ষে ব্রীহি গ্রহণ হয় না বলিয়া ঐ গুরুগুণেরও গ্রহণ হয় না। আর তাহা হইলে ক্রতুর বৈগুণ্যই হইয়া থাকে। অতএব বিকল্প সঙ্গত নহে।

বিরোধিনাঞ্চ তচ্ছ্রুতাবশব্দত্বাদ্ বিকল্পঃ স্যাৎ ॥ ৬৮ ॥

অক্ষরার্থ। "বিরোধিনাং চ"—বিরোধী দ্রব্যের, "তচ্ছ্রুতৌ" —একটির প্রত্যক্ষ উল্লেখ থাকিলে, "অশব্দত্বাৎ"—অতিদিষ্টটি অশব্দ

বলিয়া অর্থাৎ প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিহিত নহে বলিয়া, "বিকল্পঃ স্যাৎ"—তাহাদের বিকল্প হইয়া পড়ে।

ভাষ্যভাবার্থ। পরস্পরবিরোধী দ্রব্যের একটি যদি প্রত্যক্ষবচন-বোধিত এবং অপরটি যদি অতিদিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিকল্প স্বীকার করিলে অতুল্যবল পদার্থদ্বয়ের বিকল্প স্বীকার করা হয়। কিন্তু ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। অতএব এ স্থলে ব্রীহিযবের বিকল্প হইতে পারে না।

পৃষদাজ্যে সমুচ্চয়াদ্ গ্রহণস্য গুণার্থত্বম্ ॥ ৬৯ ॥

অক্ষরার্থ। "পৃষদাজ্যে"—পৃষদাজ্য স্থলে, "সমুচ্চয়াৎ"—সমুচ্চয় বিহিত বলিয়া, "গ্রহণস্য গুণার্থত্বম্"—তথায় আজ্যের যে গ্রহণ অর্থাৎ উল্লেখ তাহা গুণার্থক।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে পৃষদাজ্যের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, সেখানে আজ্যের সহিত দধির সমুচ্চয় না করিলে পৃষত্বরূপ গুণ হইতে পারে না। কাজেই সেখানে যে আজ্যের উল্লেখ তাহা গুণবিধানের জন্য। কিন্তু এখানে যবব্রীহির সমুচ্চয় পূর্ব্বপক্ষবাদীরও অভিপ্রেত নহে। অতএব উক্ত দৃষ্টান্তে এখানে বিকল্প হইতে পারে না।

যদ্যপি চতুরবত্তীতি তু নিয়মে নোপপদ্যতে ॥ ৭০ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "যদ্যপি চতুরবত্তী ইতি"—যদ্যপি চতুরবত্তী হয় এই প্রকার উল্লেখ, "তু"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "নিয়মে"—নিয়ম পক্ষ স্বীকার করা হইলে, "ন উপপদ্যতে"—সঙ্গত হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, সিদ্ধান্তীর মতানুসারে নিয়মপক্ষ স্বীকার করিলে "যদ্যপি চতুরবত্তী যজমানঃ পঞ্চাবত্তৈব বপা কার্য্যা" অর্থাৎ "যজমান যদি চতুরবত্তী হয় তথাপি বপাটিকে পঞ্চাবত্তই করিতে হইবে" এই শ্রুতিবাক্যটি সঙ্গত হয় না।

ক্রত্বন্তরে বা২তন্ন্যায়ত্বাৎ কর্ম্মভেদাৎ ॥ ৭১ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "ক্রত্বন্তরে"—অন্য ক্রতুতে উহা হইবে, "অতন্ন্যায়ত্বাৎ"—যেহেতু, উহারা বিরোধী, "কর্ম্মভেদাৎ"—কর্ম্মের ভেদ রহিয়াছে বলিয়া। আশঙ্কানিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার নিরাস করিয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ক্রত্বন্তর বিষয়েই ঐ নিয়ম ; কারণ, দর্শপূর্ণমাসের পক্ষেই ঐ চতুরবত্তদর্শন। সুতরাং, ফলিতার্থ এই যে, যজমান দর্শপূর্ণমাসে চতুরবত্তী হইলেও বপাযাগে পঞ্চাবদানই হইবে। কাজেই এক কর্ম্মে চারিটি অবদান আর এক কর্ম্মে পঞ্চাবদান হইতেছে বলিয়া উহাতে কোন অসামঞ্জস্য নাই। ইতি ১৯শ ব্রহ্মবর্চ্চসকামীর পক্ষে ব্রীহি-দ্বারাই যাগনিয়মাধিকরণ।

যথাশ্রুতীতি চেৎ ॥ ৭২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "যথাশ্রুতি"—শ্রুতিমধ্যে যেটির উল্লেখ আছে সেইটির পক্ষেই উহা প্রযোজ্য, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বোদ্ধৃত "যদ্যপি চতুরবত্তী" ইত্যাদি বাক্যে যে পঞ্চাবদানতার কথা বলা হইয়াছে উহা কি কেবল বপার পক্ষেই প্রযোজ্য অথবা পশুর হৃদয়াদি অঙ্গের পক্ষেও ঐ নিয়ম অনুসরণীয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্ব-পক্ষবাদী বলিতেছেন, শ্রুতিমধ্যে যখন কেবল বপারই উল্লেখ আছে তখন তদনু-সারে কেবল বপাতেই পঞ্চাবদান হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন চোদনৈকত্বাৎ ॥ ৭৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না তাহা হইবে না, "চোদনৈকত্বাৎ"—যেহেতু, একবিধিবোধিত্ব রহিয়াছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে বপার উদ্দেশে পঞ্চাবদান বিহিত হইতেছে না, কারণ, অবদান পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্ত। কিন্তু এ স্থলে অবদানের উদ্দেশ্যেই পঞ্চসংখ্যাবিহিত। অতএব যত যত অবদান আছে সবগুলিই পঞ্চসংখ্যক করিতে হইবে। ইতি ২০শ পঞ্চাবদানতার সর্ব্বাঙ্গসাধারণতাধিকরণ।

ইতি মীমাংসা-দর্শনের দশম অধ্যায়ের সপ্তম পাদ।

অথ দশমাধ্যায়ে অষ্টমঃ পাদঃ

প্রতিষেধঃ প্রদেশেঽনারভ্যবিধানে চ প্রাপ্ত-প্রতিষিদ্ধত্বাদ্‌বিকল্পঃ স্যাৎ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রদেশে অনারভ্যবিধানে চ প্রতিষেধঃ"—প্রদেশ অর্থাৎ অতিদেশ এবং অনারভ্যবিধিস্থলে যে প্রতিষেধ তাহা, "বিকল্পঃ স্যাৎ"—বিকল্প হইবে, "প্রাপ্তপ্রতিষিদ্ধত্বাৎ"—যে হেতু, তাহা প্রাপ্ত অর্থাৎ বিহিত অথচ প্রতিষিদ্ধ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বে অস্পষ্ট বাধের বিচার করা হইয়াছে। এখানে এই অষ্টম পাদে স্পষ্টবাধের বিচার করা হইবে। সাক্ষাৎ নঞ্‌শব্দের দ্বারা বোধিত যে বাধ তাহা স্পষ্ট বাধ। বিগত সাতটি পাদে যে বাধ বিচারিত হইয়াছে তাহা সাক্ষাৎ নঞ্‌শব্দ দ্বারা বোধিত নহে। এ কারণে তাহা অস্পষ্ট বাধ। যদিও পূর্ব্বে চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে তৃতীয় অধিকরণে (৩—৬ সূত্রে) "নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যম্" এই বাক্য অবলম্বনে নঞের পর্য্যুদাসার্থতা এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের পঞ্চম অধিকরণে (১৯, ২০ সূত্রে) "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" এই বাক্য অবলম্বনে নঞের প্রতিষেধার্থকতা বিচারিত হইয়াছে; তথাপি তথায় নঞর্থবিচারমূলক বাধবিচার প্রধান নহে। কিন্তু এই পাদে নঞর্থবিচারই প্রধান; আর বাধবিবেচন তাহার ফল। কাজেই পূর্ব্বের সহিত এই বিচারের পুনরুক্তি বা গতার্থতা হইতেছে না।

প্রকৃতিভূত যাগে বরণ করিবার বিধি আছে। সুতরাং বিকৃতিভূত সমস্ত যাগে সেই বরণ অতিদেশবিধিবলে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু 'মহাপিতৃযজ্ঞ' নামক যাগের প্রকরণে শ্রুতি বলিতেছেন 'নার্ষেয়ং বৃণীতে ন হোতারম্'। এইরূপ অনারভ্যবিধিরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে "নানুযাজেষু যেযজামহং করোতি"। এস্থলে এই যে বরণ এবং যেযজামহকরণের নিষেধ ইহা কি বিকল্প, না পর্য্যুদাস?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এস্থলে বিকল্পই হইবে। কারণ, অতিদেশবিধির দ্বারা যে বরণের প্রাপ্তি হইতেছে, বচনান্তরের দ্বারা তাহারই নিষেধ করা হইতেছে। এইরূপে একবচনের দ্বারা 'যেযজামহে' মন্ত্রের বিধান করা হইয়াছে এবং অন্য বচনের

দ্বারা তাহারই নিষেধ করা হইয়াছে। আর শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ উভয়ই তুল্যবল; এ কারণে বিধিকেও মানিতে হয় এবং নিষেধকেও মানিতে হয়। আর একই সময়ে বিধি অনুসারে অনুষ্ঠান এবং নিষেধ অনুসারে অনমুষ্ঠান দুইটিই সম্ভব হয় না। এ কারণে উহাদের বিকল্পই হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে পাওয়া যায় এই যে, আর্ষেয় বরণ করিলেও চলিবে এবং উহা না করিলেও চলিবে। এইরূপ, অনুযাজে 'যেযজামহ' মন্ত্র পাঠ করিলেও চলিবে, না করিলেও চলিবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অর্থপ্রাপ্তবদিতি চেৎ ॥ ২ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অর্থপ্রাপ্তবৎ"—অর্থপ্রাপ্তের ন্যায় হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়?

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত পূর্ব্বপক্ষের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কেহ বলিতেছেন, অর্থতঃ প্রাপ্ত, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিষয় যে কলঞ্জভক্ষণাদি তথায় যেমন "ন কলঞ্জং ভাক্ষয়েৎ" এই নিষেধবিধিই প্রবল, সেইরূপ এস্থলেও নিষেধবিধিই প্রবল হইবে। অতএব পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন বিকল্প হইবে, তাহা সঙ্গত নহে, কিন্তু এখানে নিষেধেরই প্রাবল্য বলিয়া তদনুসারে ঐগুলি অকর্ত্তব্য হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষে আশঙ্কা।

ন তুল্যহেতুত্বাদুভয়ং শব্দলক্ষণম্ ॥ ৩ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা সঙ্গত নহে, "তুল্যহেতুত্বাৎ"—উভয়ের হেতু তুল্য (একরূপ) বলিয়া, "উভয়ং শব্দলক্ষণং"—যে হেতু, দুইটিই এখানে শাস্ত্রবোধিত।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহার করে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে নিষেধ প্রবল হইতে পারে না; কারণ, কলঞ্জভক্ষণ শাস্ত্রবোধিত নহে, কিন্তু তাহা স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ প্রাপ্ত; একারণে তদ্বিষয়ক নিষেধ শাস্ত্রই প্রবল। কিন্তু এ স্থলে বরণ এবং তদভাব, 'যেযজামহ' মন্ত্রের পাঠ এবং তদভাব দুইটিই শাস্ত্রবোধিত। আর শাস্ত্রের বিধি এবং নিষেধ উভয়ই তুল্যবল; কাজেই তাহাদের বিকল্পই হইবে। ইতি আশঙ্কা নিরাস; ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

অপি তু বাক্যশেষঃ স্যাদন্যায্যত্বাদ্‌বিকল্পস্য
বিধীনামেকদেশঃ স্যাৎ ॥ ৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "বাক্যশেষঃ স্যাৎ"—পূর্ব্ববাক্যেরই শেষ অর্থাৎ অবশিষ্টাংশ হইবে, "অন্যায্যত্বাৎ বিকল্পস্য"—যে হেতু, বিকল্প অন্যায্য, "বিধীনাম্ একদেশঃ স্যাৎ"—অতএব ইহা বিধিরই একদেশ অর্থাৎ পর্য্যুদাস হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, বিকল্প অষ্টদোষগ্রস্ত বলিয়া এবং তাহাতে বিধি ও নিষেধ উভয়েরই এক একবার অপ্রামাণ্য প্রসঙ্গ হইয়া থাকে বলিয়া গত্যন্তর সম্ভব হইলে বিকল্প স্বীকার করা অন্যায্য—অনুচিত। বস্তুতঃ এখানে নঞের অর্থ যদি প্রসজ্যপ্রতিষেধ হয় তাহা হইলেই বিকল্প হইবার কথা উঠে। কিন্তু নঞ্ এখানে পর্য্যুদাসার্থক। যেখানে উপক্রমে 'তস্য ব্রতম্' এই প্রকারে ব্রতের বিষয় বক্তব্য হইতেছে এবং যেখানে বিকল্পপ্রসঙ্গ হয় তথায়—এই দুই স্থানে নঞের অর্থ পর্য্যুদাস স্বীকার করা হয়। প্রত্যয়ার্থের সহিত যদি নঞের অন্বয় হয় তবেই তাহা প্রতিষেধার্থক হইয়া থাকে। যেমন "ন সুরাং পিবেৎ" অর্থাৎ সুরাপান করিবে না—এ স্থলে "পিবেৎ" এই পদে পা ধাতু এবং লিঙ্ বিভক্তিরূপ দুইটি অংশ রহিয়াছে। তন্মধ্যে লিঙ্প্রত্যয়টির সহিতই এখানে নঞের সম্বন্ধ। কাজেই লিঙ্প্রত্যয়ের দ্বারা যে প্রবর্ত্তনা বুঝায় এখানে তাহা নঞের দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় তাহার (সেই প্রবর্ত্তনার) অভাব অর্থাৎ নিবর্ত্তনাই বুঝাইয়া থাকে। আর যে স্থলে ধাত্বর্থের সহিত কিংবা নামপদের সহিত নঞের অন্বয় হয় তথায় তাহার অর্থ পর্য্যুদাস হইয়া থাকে। যেমন "নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যম্" এই বাক্যে 'ঈক্ষেত' এই পদে যে ঈক্ষ্ ধাতু আছে তাহার সহিতই নঞের অন্বয় হয়। আর যে হেতু 'ঈক্ষেত' অর্থ 'ইক্ষণং কুর্য্যাৎ' অর্থাৎ ঈক্ষণ করিবে, সেই কারণে ঈক্ষণের সহিত নঞের অন্বয় হইলে অর্থ হইবে 'অনীক্ষণং কুর্য্যাৎ'। আর অনীক্ষণ করা সম্ভব নহে বলিয়া, প্রকরণ অনুসারে উহার অর্থ হইবে 'অনীক্ষণসঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ' অর্থাৎ অনীক্ষণের (না দেখিবার) সঙ্কল্প করিবে। সুতরাং পর্য্যুদাসে প্রতিষেধ বা নিবর্ত্তনা বুঝাইতেছে না, কিন্তু প্রবর্ত্তনাই বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ, "নার্ষেয়ং বৃণীতে" এস্থলে বৃধাতুর সঙ্গে এবং "নানুযাজেষু" এ স্থলে অনুযাজের সহিত নঞের সম্বন্ধ হইতেছে বলিয়া ইহাদের অর্থ হইবে

"বরণব্যতিরিক্ত অপরাপর অঙ্গকলাপ অনুষ্ঠেয়' এবং 'অনুযাজ ব্যতিরিক্ত অন্য যাগে যেযজামহ মন্ত্র পঠনীয়'। তবে এখানে একটি কথা উঠিতে পারে এই যে, ক্রিয়া ছাড়া অন্য পদের সহিত নঞের অন্বয় করিতে গেলে তথায় সমাস অবশ্য কর্ত্তব্য,—নঞের সহিত সমাস করা না থাকিলে তাহা নামপদের সহিত কিংবা ধাত্বর্থের সহিত অন্বিত হইতে পারে না, যে হেতু, এরূপ স্থলে নিত্য সমাস স্বীকার করা হইয়া থাকে। কিন্তু এ আপত্তিও সঙ্গত নহে; কারণ, এই যে নিত্যসমাসবাদ, ইহা বার্ত্তিককার কাত্যায়নের মত। কিন্তু সূত্রকার ভগবান্ পাণিনি নিত্যসমাস স্বীকার করেন নাই। আর বার্ত্তিককার অপেক্ষা সূত্রকার অধিক প্রামাণিক। কাজেই তাঁহার মতই আদরণীয়। অতএব এ স্থলে সমাস করা না থাকিলেও কোন দোষ হইতে পারে না। সুতরাং এখানে নঞের অর্থ পর্য্যুদাস হইতে কোন অসমীচীনতা হইতে পারিতেছে না। ইতি ১ম প্রদেশ ও অনারভ্যবিধানে নিষেধের পর্য্যুদাসার্থতাধিকরণ।

অপূর্ব্বে চার্থবাদঃ স্যাৎ ॥ ৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপূর্ব্বে"—অপূর্ব্ব অর্থাৎ অপ্রাপ্ত স্থলে, "চ"—অধিকরণান্তরসূচক, "অর্থবাদঃ স্যাৎ"—নঞ্ অর্থবাদ হইবে।

সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস যাগের আজ্যভাগদ্বয়ের প্রকরণে "ন তৌ পশৌ করোতি" এই বাক্যে আজ্যভাগদ্বয়ের নিষেধ করিয়া পুনরায় শ্রুতি বলিতেছেন "ন সোমেঽধ্বরে"। এই যে দ্বিতীয়বাক্যগত নঞ্, ইহা কি পর্য্যুদাস অথবা প্রতিষেধ কিংবা অর্থবাদ? —ইহাই সংশয়। ইহাতে কেহ যদি বলেন যে, পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে ইহা পর্য্যুদাসই হইবে, তদুত্তরে অপর এক পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পর্য্যুদাস প্রাপ্তিসাপেক্ষ। কিন্তু এখানে পূর্ব্ব হইতে প্রাপ্তি নাই—ইহা অপূর্ব্ব। কাজেই ইহা পর্য্যুদাস হইতে পারে না। অতএব ইহা প্রসজ্য-প্রতিষেধার্থক। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "অপূর্ব্বে চার্থবাদঃ স্যাৎ"—এ স্থলে শ্রুতিমধ্যে যে নঞ্ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা অর্থবাদ হইবে। সুতরাং উহার অর্থ হইবে—ঐ দুইটি যেমন সৌমিক অধ্বরে কর্ত্তব্য নহে সেইরূপ উহা পশুযাগেও কর্ত্তব্য নহে। ইতি ২য় "ন তৌ পশৌ করোতি" ইত্যাদি নিষেধের অর্থবাদতাধিকরণ।

শিষ্ট্বা তু প্রতিষেধঃ স্যাৎ ॥ ৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "শিষ্ট্বা"—একবার বিহিত হইলে, "প্রতিষেধঃ স্যাৎ"—(পুনরায় তদ্বিষয়ক যে নঞ্ তাহার অর্থ) প্রতিষেধ হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রথম অধিকরণে নঞের অর্থ পর্য্যুদাস এবং দ্বিতীয় অধিকরণে নঞের অর্থ যে অর্থবাদ তাহা বিচারিত হইয়াছে। এইবারে নঞের অর্থ কখন প্রসজ্যপ্রতিষেধ হয় তাহা দেখান হইবে। শ্রুতিমধ্যে সোমযাগের অতিরাত্র নামক সংস্থা বিশেষে এক স্থানে উপদিষ্ট হইয়াছে "অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি" অর্থাৎ অতিরাত্র যাগে ষোড়শিনামক গ্রহপাত্র গ্রহণ করিবে। আবার স্থলান্তরে শ্রুতি বলিতেছেন "নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি" অর্থাৎ অতিরাত্র যাগে ষোড়শিনামক গ্রহ পাত্র গ্রহণ করিবে না। এ স্থলের দ্বিতীয় বাক্যে এই যে নঞ্, ইহার অর্থ কি পর্য্যুদাস অথবা ইহা অর্থবাদ কিংবা ইহা প্রসজ্য-প্রতিষেধ ?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, প্রথম অধিকরণের নিয়ম অনুসারে ইহা পর্য্যুদাস হইবে। ইহার উত্তরে অপর এক বাদী বলেন, একই বিষয়ে পর্য্যুদাস স্বীকার করিলে 'অতিরাত্র ব্যতিরিক্ত অতিরাত্র যাগে ষোড়শিপাত্র গ্রহণ করিবে' এই প্রকার অর্থে পর্য্যবসান হয় বলিয়া ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। অতএব ইহা পর্য্যুদাস নহে, কিন্তু পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে ইহার অর্থবাদতা স্বীকার করাই উচিত।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, একই বিষয়ে যেমন পর্য্যুদাস স্বীকার করা যায় না, সেইরূপ একই বিষয়ে অর্থবাদও স্বীকার্য্য হইতে পারে না, যে হেতু, ইহাতেও পূর্ব্বের ন্যায়ই ব্যাঘাতদোষ থাকিয়া যায়। অতএব এ স্থলে নঞের অর্থ প্রসজ্যপ্রতিষেধ। আর তাহা হইলে একই বিষয়ে বিধি ও নিষেধের যুগপৎ প্রবৃত্তি হয় বলিয়া এস্থলে অনুষ্ঠানের বিকল্পই স্বীকার করিতে হয়। আর বিকল্প অষ্টদোষগ্রস্ত হইলেও এতাদৃশ স্থলে গত্যন্তর নাই বলিয়া তাহা গ্রহণ না করিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। অতএব অতিরাত্র যাগে ষোড়শিনামক পাত্র গ্রহণ করা বা না করা বিকল্পিত ইচ্ছাধীন। গ্রহণ না করিলেও যজ্ঞটি সাঙ্গ হইবে আর গ্রহণ করিলে ত যজ্ঞ সাঙ্গ হইবেই, অধিকন্তু কিছু ফলাধিক্যও হইবে। ইতি ৩য় অতিরাত্রযাগে ষোড়শিগ্রহণনিষেধের বিকল্পরূপতাধিকরণ।

ন চেদন্যং প্রকল্পয়েৎ প্রক্লৃপ্তাবদর্থবাদঃ স্যাদানর্থক্যাৎ পরসামর্থ্যাচ্চ ॥ ৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "চেৎ"—যদি, "অন্যং ন প্রকল্পয়েৎ"—অন্য বিধেয় পাওয়া না যায় (তাহা হইলে নঞ্ প্রতিষেধার্থক হওয়ায় বিকল্প হইয়া থাকে), "প্রক্লৃপ্তৌ"—কিন্তু অন্য বিধেয় পাওয়া গেলে, "অর্থবাদঃ স্যাৎ" —নঞ্‌যুক্ত বাক্য অর্থবাদ হইবে, "আনর্থক্যাৎ পরসামর্থ্যাৎ চ"—যে হেতু, পরবর্ত্তীটির সামর্থ্য অনুসারে নঞের আনর্থক্যপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অগ্নিহোত্র প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "জর্ত্তিলযবাগ্বা বা জুহুয়াৎ গবেধুকযবাগ্বা বা জুহুয়াৎ ন গ্রাম্যান্ পশূন্ হিনস্তি নারণ্যান্। অথো খল্বাহুরনাহুতির্বৈ জর্ত্তিলাশ্চ গবেধুকাশ্চ। পয়সা অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" অর্থাৎ "জর্ত্তিল নামক শস্য বিশেষের যবাগূ দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করিবে অথবা গবেধুক নামক শস্য বিশেষের যবাগূ দ্বারা হোম করিবে; ইহাতে গ্রাম্য অথবা আরণ্য পশু হিংসা প্রাপ্ত হইবে না। তবে এইরূপ বলায় পাওয়া যায় এই যে, এই যে জর্ত্তিল এবং গবেধুক এগুলি আহুতিমধ্যেই গণ্য নয়। সুতরাং পয়ঃ (দুগ্ধ) দিয়া অগ্নিহোত্র হোম করিবে।" এস্থলে কি প্রথম অংশে জর্ত্তিল এবং গবেধুক দ্বারা আহুতি দিবার বিধান করা হইয়াছে? আবার "অনাহুতির্বৈ" ইত্যাদি অংশে তাহার নিষেধ করা হইয়াছে? সুতরাং পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায় জর্ত্তিল ও যবাগূর দ্বারা আহুতি দেওয়া না দেওয়ার বিকল্প হইয়াছে; অথবা এস্থলে "পয়সা জুহোতি" এইটাই বিধি আর পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ এবং নঞ্‌সমভিব্যাহৃত অংশটি তাহার অর্থবাদ?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এস্থলে নঞের অর্থ পর্য্যুদাস সম্ভব নহে বলিয়া প্রতিষেধই স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা হইলে পূর্ব্ব অধিকরণের ন্যায় বিকল্পই হইয়া থাকে। সুতরাং তদনুসারে—জর্ত্তিলযবাগূ দ্বারা হোম করা চলে অথবা গবেধুকযবাগূ দ্বারাও হোম করা চলে অথবা ঐ দুইটির দ্বারাই হোম না করিলেও চলিবে, তখন পয়ের দ্বারাই হোম করিতে হইবে। ইহাই এস্থলের বিকল্প পক্ষের তাৎপর্য্য।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে যদি অন্য বিধি সম্ভব না হইত, তাহা হইলে বিকল্প হইতে পারিত। কিন্তু এখানে "পয়সা জুহোতি" এই

অংশটির দ্বারা যখন পয়ের বিধান করা হইয়াছে তখন পূর্ব্ববর্ত্তী নঞ্‌ রহিত এবং নঞ্‌ সমভিব্যাহৃত অংশ দুইটি অর্থবাদ। অতএব নঞ্‌ও এখানে অর্থবাদ। 'জর্ত্তিলযবাগূ এবং গবেধুকযবাগূ দ্বারা যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহাতে গ্রাম্য এবং আরণ্য কোনও পশুরই হিংসা হয় না, এমনই প্রশস্ত ঐ দুইটি বস্তু দ্বারা আহুতি। কিন্তু তথাপি অগ্নিহোত্রে উহাদের আহুতিযোগ্যতা নাই, পরন্তু পয়েরই তাহা আছে। 'ওঃ! কত দূর প্রশস্ত ঐ পয়ঃ !!'—এই প্রকার প্রশংসাই এস্থলে ঐ অর্থবাদের অর্থ। সুতরাং পূর্ব্ব অধিকরণে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল, ইহা তাহারই অপবাদ অর্থাৎ ব্যতিক্রম। আর এই বিচার হইতে পাওয়া গেল এই যে, একবার একটি বাক্যে যাহার বিধান করা হইয়াছে, পুনরায় আর একটি বাক্যে নঞ্‌ দ্বারা তাহার নিষেধ বোধিত হইলেও সেই নঞ্‌ সেখানে প্রসজ্যপ্রতিষেধ (ষোড়শিগ্রহণের ন্যায় নিষেধ) বুঝাইবে না, কিন্তু তাহা অর্থবাদই হইবে—যদি ঠিক পরেই আর একটি বিধির সহিত তাহার একবাক্যতা থাকে। এস্থলে প্রথমে জর্ত্তিলযবাগূ ও গবেধুকযবাগূর বিধি, পরেই তাহার নিষেধ এবং অব্যবহিত পরেই পয়ের বিধি হইতেছে অথচ সকলের একবাক্যতাও রহিয়াছে। কাজেই এস্থলে নঞ্‌ অর্থবাদ মাত্র। ইতি ৪র্থ জর্ত্তিলোক্তিতে নিষেধের অর্থবাদতাধিকরণ।

পূর্ব্বৈশ্চ তুল্যকালত্বাৎ ॥ ৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "পূর্ব্বৈঃ"—পূর্ব্বোক্ত উদাহরণের সমান হইবে, "তুল্যকালত্বাৎ"—যেহেতু, তুল্যব্যাপারতা অর্থাৎ অন্তশেষতা রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে চাতুর্মাস্য যাগের প্রকরণে ত্র্যম্বকযাগের প্রসঙ্গে উপদিষ্ট হইয়াছে, "অভিঘার্য্যা অনভিঘার্য্যা ইতি মীমাংসন্তে ব্রহ্মবাদিনঃ"। এইরূপ আধানপ্রকরণেও উপদিষ্ট হইয়াছে "হোতব্যমগ্নিহোত্রং ন হোতব্যমিতি মীমাংসন্তে"। ত্র্যম্বকযাগে এই যে অভিঘারণ করা এবং না করা, আধানে অগ্নিহোত্র করা এবং না করা, ইহা কি ষোড়শিগ্রহণের ন্যায় বিকল্পিত অর্থাৎ এখানে কি নঞের অর্থ প্রতিষেধ অথবা ইহা অন্তশেষ অর্থবাদ, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ষোড়শিগ্রহণ নিষেধের ন্যায় এখানেও নঞ্‌ প্রতিষেধার্থক; অতএব এখানেও সেই নিয়ম অনুসারে অভিঘারণাদির বিকল্প হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে এখানেও নঞ্‌ অর্থবাদ—উত্তরাংশের সহিত একবাক্যতা রহিয়াছে বলিয়া অনভিঘারণাদিবিষয়ক অংশটিই অর্থবাদমাত্র।

অতএব এস্থলে অভিঘারণ এবং হোমই কর্ত্তব্য। ইতি ৫ম ত্রৈয়ম্বকাদিতে অভিঘারণা-নভিঘারণের অর্থবাদতাধিকরণ।

উপবাদশ্চ তদ্বৎ ॥ ৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "উপবাদঃ চ"—'উপ' এই শব্দযুক্ত যে বাদ অর্থাৎ উক্তি তাহাও, "তদ্বৎ"—সেইরূপ অর্থাৎ ষোড়শিগ্রহণ এবং অগ্রহণের স্থায় বিকল্পিত। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে আধানপ্রকরণে পঠিত হইয়াছে, "উপবীতা বা এতস্যাগ্নয়ো ভবন্তি যস্যাগ্ন্যাধেয়ে ব্রহ্মা সামানি গায়তি" অর্থাৎ "যাহার (যে যজমানের) অগ্ন্যাধান কর্ম্মে ব্রহ্মা সামগান করে তাহার অগ্নিসকল "উপবীত"—উপ অর্থাৎ অবিলম্বে বীত অর্থাৎ পরিত্যক্ত হয়"। শ্রুতির এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, অগ্ন্যাধেয় কর্ম্মে ব্রহ্মার পক্ষে সামগান নিন্দিত সুতরাং নিষিদ্ধ। এক্ষণে সংশয়, এই যে 'উপবাদ' অর্থাৎ শ্রুতির "উপবীতাঃ" এই প্রকার উল্লেখ ইহা কি প্রতিষেধার্থক অথবা পর্য্যুদাসার্থক কিংবা ইহা অর্থবাদ? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, যজ্ঞমধ্যে 'ব্রহ্মা'নামক ঋত্বিকের পক্ষে যখন সামগানের প্রাপ্তিই নাই তখন এই যে নিন্দা ইহা 'প্রজাপতির বপা-উৎখেদন' উল্লেখের স্থায় অর্থবাদ (১ম অধ্যায়ের ২য় পাদের প্রথম অধিকরণ দ্রষ্টব্য)। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "উপবাদশ্চ তদ্বৎ"—এই যে 'উপ' শব্দযুক্ত 'বীত' এই উল্লেখ, এই 'উপবীত' শব্দযুক্ত বাক্যেও পূর্ব্বতর অধিকরণের স্থায় বিকল্পই বোধিত হইতেছে। কারণ, 'ব্রহ্মা' বলিতে এখানে ব্রহ্মগণীয় ঋত্বিক্ বুঝাইতেছে না, কিন্তু ব্রহ্মা অর্থ এখানে ব্রাহ্মণ। আর উদ্গাতা নামক ঋত্বিকের পক্ষেই সামগান বিহিত বলিয়া, সেই যে "ব্রহ্মা" এই পদের দ্বারা বোধিত ব্রাহ্মণ সে এখানে উদ্গাতাই হইতেছে। আর সেই উদ্গাতার পক্ষে সামগান প্রাপ্ত আছে বলিয়া এই 'উপবীত' বাক্যে নিন্দাশ্রুতি দ্বারা যে নিষেধ উন্নীত হইতেছে, তাহা প্রতিষেধার্থক। অতএব উদ্গাতার পক্ষে সামগান বিহিত এবং প্রতিষিদ্ধ বলিয়া আধানে তাহা বিকল্পিতই হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রতিষেধাদকর্ম্মেতি চেৎ ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রতিষেধাৎ"—প্রতিষেধ রহিয়াছে বলিয়া, "অকর্ম্ম"—উহা অকর্ত্তব্য, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, এ স্থলে যখন নিন্দাগম্য প্রতিষেধ রহিয়াছে, তখন ইহা সামগানেরই প্রতিষেধ। অতএব সামগান এ স্থলে নিন্দিত বলিয়া আধানে সামগান কর্ত্তব্য হইতে পারে না। কারণ, যাহা নিন্দিত, তাহা কর্ত্তব্য হইতে পারে না। ইতি আশঙ্কা।

ন শব্দপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ১১ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, "শব্দ-পূর্ব্বত্বাৎ"—যে হেতু, উহা বিধিবিহিত। আশঙ্কানিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কা সঙ্গত নহে। কারণ, যে স্থলে নিন্দা কোন বিধির সহিত সমভিব্যাহৃত তথায় তাহা অর্থবাদ হইয়া সেই বিধিরই প্রশংসা বুঝায়। কিন্তু এখানে কোন বিধি নাই। কাজেই তাহার প্রশংসা বুঝাইতেছে না। অতএব এই নিন্দা নিন্দিত বিষয়টির (অর্থাৎ আধানে সামগানের) পরিবর্জ্জন বুঝাইতেছে। আবার অন্ত একটি বিধি দ্বারা আধানে সামগান বিহিত হইয়াছে। কাজেই এখানে বিকল্পই হইবে। ইতি ৬ষ্ঠ আধানে উপবাদের বিকল্পতাধিকরণ।

দীক্ষিতস্য দানহোমপাকপ্রতিষেধোঽবিশেষাৎ সর্ব্বদান-হোমপাকপ্রতিষেধঃ স্যাৎ ॥ ১২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দীক্ষিতস্য"—সোমযাগে দীক্ষিত ব্যক্তির, "দান-হোমপাকপ্রতিষেধঃ"—দান, হোম এবং পাকের যে প্রতিষেধ তাহা, "অবিশেষাৎ"—কোন বিশেষত্ব নাই বলিয়া, "সর্ব্বদানহোমপাক-প্রতিষেধঃ স্যাৎ"—সর্ব্বপ্রকার দান, হোম এবং পাকের প্রতিষেধ বুঝাইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "দীক্ষিতো ন দদাতি ন জুহোতি ন পচতি" অর্থাৎ সোমযাগে দীক্ষিত হইলে সেই দীক্ষিত ব্যক্তি দানও করিবে না, হোমও করিবে না এবং পাকও করিবে না। ইহা কি সর্ব্বপ্রকার দান, হোম এবং পাকের প্রতিষেধ অথবা ইহা অক্রত্বর্থ

দানাদির নিষেধ, কিংবা ইহা অতিদিষ্ট এবং পুরুষার্থ যে দানাদি তাহার প্রতিষেধ অথবা ইহা পর্য্যুদাস ?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ইহা ক্রত্বর্থ, পুরুষার্থ, উপদিষ্ট, অতিদিষ্ট সর্ব্বপ্রকার দান, হোম এবং পাকের প্রতিষেধ। কারণ, এ স্থলে নিষেধ্য দানাদির কোন প্রকার বৈশিষ্ট্য বোধিত হইতেছে না। যে হেতু, এই নিষেধটি সামান্যস্বরূপ অর্থাৎ ইহা সাধারণভাবে সর্ব্বনিষেধ। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অক্রতুযুক্তানাং বা ধর্ম্মঃ স্যাৎ ক্রতোঃ
প্রত্যক্ষশিষ্টত্বাৎ ॥ ১৩ ॥

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "অক্রতুযুক্তানাং ধর্ম্মঃ স্যাৎ"—ইহা অক্রতুযুক্ত অর্থাৎ অক্রত্বর্থ বা পুরুষার্থ যে দানাদি তাহারই ধর্ম্ম অর্থাৎ তাঁহারই নিষেধ, "ক্রতোঃ প্রত্যক্ষশিষ্টত্বাৎ"—যে হেতু, ক্রত্বর্থ যে দানাদি তাহা প্রত্যক্ষ শ্রুতি দ্বারা বিহিত।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, প্রথম বাদী যে বলিয়াছেন, ইহা সর্ব্বপ্রকার দানাদিরই নিষেধ, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, তাহা হইলে ক্রত্বর্থ অর্থাৎ ক্রতূপকারক, যজ্ঞের সাঙ্গতাসাধক যে দানাদি তাহারও নিষেধ হইয়া পড়ে। অথচ ক্রত্বর্থ দানাদি প্রত্যক্ষ শ্রুতিবচন দ্বারা বিহিত বলিয়া তাহা এখানে নিষিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব ইহা অক্রত্বর্থ দানাদিরই নিষেধ। সুতরাং ক্রত্বর্থ দানাদি এ স্থলে পরিত্যাজ্য নহে। ইতি দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ।

তস্য বাপ্যানুমানিকমবিশেষাৎ ॥ ১৪ ॥

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "আনুমানিকম্ অপি"—আনুমানিক অর্থাৎ অতিদিষ্ট দানাদি অনুষ্ঠানগুলিও, "তস্য"—ঐ নিষেধের বিষয় হইবে, "অবিশেষাৎ"—যে হেতু কোন বিশেষত্ব নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। অন্য এক পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "দীক্ষিতো ন দদাতি" ইত্যাদি বাক্যে অক্রত্বর্থদানাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে ত বটেই, উহা দ্বারা আনুমানিক অর্থাৎ অতিদেশবলে প্রাপ্ত যে দানাদি তাহারও নিষেধ করা হইয়াছে।

কারণ, ক্রত্বর্থ পদার্থ প্রত্যক্ষশিষ্ট হইলে তাহার নিষেধ এ স্থলে হইতে পারে না; কিন্তু অতিদিষ্ট বিষয়গুলি প্রত্যক্ষশিষ্ট নহে। অতএব অক্রত্বর্থ এবং অতিদিষ্ট দানাদিই এখানে নিষিদ্ধ। ইতি তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষ।

অপি তু বাক্যশেষত্বাদিতরপর্য্যুদাসঃ স্যাৎ প্রতিষেধে বিকল্পঃ স্যাৎ ॥ ১৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "বাক্যশেষত্বাৎ" —বাক্যশেষ বলিয়া, "ইতরপর্য্যুদাসঃ স্যাৎ"—অন্যের পর্য্যুদাস হইবে, "প্রতিষেধে বিকল্পঃ স্যাৎ"—যেহেতু, প্রতিষেধ হইলে বিকল্প হইয়া পড়ে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে পর্য্যুদাসই আশ্রয়ণীয়। কারণ এই যে "ন দদাতি" "ন জুহোতি" এবং "ন পচতি" এই বাক্যগুলির যে প্রতিষেধ অর্থাৎ নঞ্, এ গুলি অপর কতকগুলি বাক্যের শেষ অংশ। যেমন "দীক্ষিতঃ ন দদাতি" ইহা "অহরহঃ দদ্যাৎ" এই বাক্যের শেষ অর্থাৎ অবশিষ্ট অংশ। সুতরাং "ন দদাতি" ইহা "অহরহঃ দদ্যাৎ" এই শ্রুতির বাক্যশেষ বলিয়া ঐ দুইটির একবাক্যতা করিলে 'দীক্ষিতত্বোপলক্ষিত কাল ছাড়া অন্য সকল সময়ে দান করিবে' এই অর্থে পর্য্যবসান হয়। আর ইহা নঞের পর্য্যুদাসার্থতা বিনা সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে এ স্থলে নঞের অর্থ প্রসজ্যপ্রতিষেধ হইলে "দদাতি" এবং "ন দদাতি" ইহাদের মধ্যে বিকল্প হইয়া পড়ে। আর গত্যন্তর সম্ভব হইলে বিকল্প স্বীকার করা উচিত নহে। অতএব এ স্থলে নঞের অর্থ প্রতিষেধ হইবে না কিন্তু পর্য্যুদাসই হইবে। "ন জুহোতি, ন পচতি" ইত্যাদি বাক্য সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম বুঝিতে হইবে। যে হেতু "ন জুহোতি" ইহা প্রাত্যহিক অগ্নিহোত্রবিধির শেষ অর্থাৎ বাক্যশেষ এবং "ন পচতি" ইহা বলিবৈশ্বদেবার্থ প্রাত্যহিক পাকবিধির বাক্যশেষ। ইতি ৭ম "দীক্ষিতো ন দদাতি" ইত্যাদি নিষেধের পর্য্যুদাসতাধিকরণ।

অবিশেষেণ যচ্ছাস্ত্রমন্যায্যত্বাদ্বিকল্পস্য তৎ সন্দিগ্ধমারাদ্বিশেষশিষ্টং স্যাৎ ॥ ১৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অবিশেষেণ যৎ শাস্ত্রং"—অবিশেষরূপে অর্থাৎ সামান্যরূপে যে শাস্ত্র অর্থাৎ সামান্য বিধি, "আরাৎ"—তাহা অপেক্ষা

দূরে অর্থাৎ তদ্ব্যতিরিক্তভাবে, "বিশেষশাস্ত্রং স্যাৎ"—বিশেষ বিধির প্রবৃত্তি হইবে অর্থাৎ বিশেষ বিধির স্থল ছাড়া অন্য স্থলে সামান্যবিধির প্রবৃত্তি হইবে, "তৎ সন্দিগ্ধং"—সামান্য শাস্ত্র কি অশেষ বিশেষবিষয়ক অথবা তাহা কতিপয় বিশেষবিষয়ক ইহা সন্দিগ্ধ বলিয়া, "বিকল্পস্য অন্যায্যত্বাৎ চ"—এবং বিকল্প অন্যায্য বলিয়াও (ঐরূপ স্বীকার করিতে হয়)। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অনারভ্যবিধিরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে "যদাহবনীয়ে জুহোতি"। ইহা দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে যে, যে কোন হোম আহবনীয় অগ্নিতেই কর্ত্তব্য। কিন্তু জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "পদে জুহোতি বর্ত্মনি জুহোতি" অর্থাৎ সোমক্রয়ণী গবীর 'পদে' হোম করিতে হইবে, হবির্ধান নামক শকটের "বর্ত্মনি" পথে হোম করিতে হইবে। এ স্থলে আহবনীয় অগ্নিতে হোম এবং পদে ও বর্ত্মে হোমের কি বিকল্প হইবে অথবা পদে হোম ও বর্ত্মে হোমাদির দ্বারা আহবনীয়ে হোমের বাধ হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, উভয়ই যখন প্রত্যক্ষ শ্রুতিবচনের দ্বারা বিহিত, তখন আহবনীয় হোমবিধি এবং পদাদিতে হোমবিধি দুইটিই তুল্যবল। অতএব ইহাদের বিকল্প হওয়াই ন্যায্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে পদাদিতে যে হোমবিধি তাহা দ্বারা আহবনীয় হোমবিধির বাধই হইবে। কারণ, আহবনীয় বিষয়ক শাস্ত্র হোমসামান্যের অনুবাদে মুখ্য বলিয়া হোমবিশেষের অনুবাদে তাহা লাক্ষণিক, অতএব দুর্ব্বল। পক্ষান্তরে পদাদিবিষয়ক শাস্ত্র হোমবিশেষের অনুবাদে মুখ্য বলিয়া প্রবল। অতএব এস্থলে সমানবিষয়ক প্রবল বিশেষবিধি দ্বারা আহবনীয় বিষয়ক সামান্য শাস্ত্রের বাধ হইবে। ইতি ৮ম বর্ত্মহোমাদি দ্বারা আহবনীয়ের বাধাধিকরণ।

অপ্রকরণে তু যচ্ছাস্ত্রং বিশেষে শ্রূয়মাণমবকৃতমাজ্যভাগবৎ প্রাকৃতপ্রতিষেধার্থম্ ॥ ১৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "অপ্রকরণে যৎ শাস্ত্রং" —অপ্রকরণে যে শাস্ত্র অর্থাৎ যাহা অনারভ্যাধীতবিধি, "বিশেষে শ্রূয়মাণং"—বিকৃতিবিশেষে, পুনরায় উপদিষ্ট হইলে, "অবিকৃতম্"—তাহা

অবিকৃত অর্থাৎ অবাধিত থাকিয়া, "আজ্যভাগবৎ"—আজ্যভাগের ন্যায়, "প্রাকৃতপ্রতিষেধার্থং"—প্রাকৃতের অর্থাৎ অতিদিষ্ট পদার্থের প্রতিষেধের (লোপের) কারণ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অনারভ্যাধীতরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে "সপ্তদশ সামিধেনীরনুব্রূয়াৎ" অর্থাৎ সতরটি সামিধেনী ঋক্ পাঠ করিতে হইবে। প্রকৃতিযাগে পঞ্চদশ সামিধেনীর বিধান থাকায় ইহা যে বিকৃতিগামী তাহা তৃতীয় অধ্যায়ে (ষষ্ঠ পাদ ২য় অধিকরণ ৯ম সূত্রে) প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু 'বৈমৃধ' 'অধ্বরকল্পা' 'মিত্রবিন্দা' প্রভৃতি কতকগুলি বিকৃতিযাগের প্রকরণে শ্রুতিমধ্যে পুনরায় ঐ সপ্তদশ সামিধেনীর অনুবচন উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং বিকৃতিযাগে সপ্তদশ সামিধেনীর ঐ যে পুনরায় বিধান উহা কি অপূর্ব্বার্থ অথবা উপসংহারার্থ ?— ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এই যে সাপ্তদশ্যপুনঃশ্রুতি অর্থাৎ সপ্তদশ সামিধেনী পাঠের পুনর্বার বিধান, ইহা এই দশম অধ্যায়ের সপ্তমপাদের নবম অধিকরণে বিচারিত আজ্যভাগের ন্যায় অতিদিষ্ট বিষয়গুলির লোপের জন্যই পঠিত হইয়াছে। সুতরাং যে যে স্থলে ঐ সাপ্তদশ্যপুনঃশ্রুতি আছে, তথায় প্রাকৃত অঙ্গকলাপের লোপ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

বিকারে তু তদর্থং স্যাৎ ॥ ১৮ ॥

অক্ষরার্থ। "বিকারে"—বিকার থাকিলে, "তু"—কিন্তু, "তদর্থং স্যাৎ"—তদর্থ হইত।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি এস্থলে সামিধেনীর কোন বিকার শ্রুতিমধ্যে উল্লিখিত হইত তাহা হইলে ইহাকে বিকারার্থ বলা যাইত। কিন্তু তাহা যখন নাই, তখন ইহাকে প্রাকৃতপ্রতিষেধার্থই বলিতে হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

বাক্যশেষো বা ক্রতুনা গ্রহণাৎ স্যাদনারভ্য-বিধানস্য ॥ ১৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বাক্যশেষঃ"—ইহা বাক্যশেষ অর্থাৎ ক্রতুপ্রকরণীয় সাপ্তদশ্যবাক্যের শেষাংশ,

"অনারভ্যবিধানস্তু ক্রতুনা অগ্রহণাৎ"—যেহেতু, অনারভ্যবিধিটি ক্রতু দ্বারা গৃহীত হয় না। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে সাপ্তদশ্যপুনঃশ্রুতি-শ্রুতিটি অর্থাৎ ক্রতুপ্রকরণীয় সাপ্তদশ্যবিধিটি ক্রতুসম্বন্ধবোধক এবং অনারভ্যাধীত সাপ্তদশ্যবিধিটি সামিধেনীর সম্বন্ধবোধক। সুতরাং ক্রতুপ্রকরণীয় সাপ্তদশ্যবিধিটি উপসংহারার্থক। যাহা সামান্যতঃ প্রাপ্ত অর্থাৎ সকল ক্রতুর মধ্যে সর্ব্ব সাধারণভাবে প্রাপ্ত তাহাকে যে বিশেষে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ক্রতুতে নিয়মিত করা হয়, এতাদৃশ ভাবে সামান্যতঃ প্রাপ্তের যে বিশেষে নিয়মন তাহার নাম উপসংহার। সুতরাং পূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ের বিচারে ঠিক হইয়াছিল যে, সাপ্তদশ্যবিধি বিকৃতিগামী; আর এই বিচারে নিরূপিত হইল যে, উহা সর্ব্ববিকৃতিগামী নহে, কিন্তু বৈমৃধ, অধ্বরকল্পা, মিত্রবিন্দা প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বিকৃতিতেই প্রবিষ্ট হইবে। ইতি ৯ম বৈমৃধ প্রভৃতি যাগে সাপ্তদশ্যবিধির বাক্যশেষতা-(উপসংহারার্থতা)-ধিকরণ।

মন্ত্রেষ্ববাক্যশেষত্বং গুণোপদেশাৎ স্যাৎ ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "মন্ত্রেষু"—মন্ত্রসকলে, "অবাক্যশেষত্বং"—বাক্য-শেষতা অর্থাৎ পূর্ব্বন্যায়োক্ত উপসংহার নাই, "গুণোপদেশাৎ"—যেহেতু, বর্ণানুপূর্ব্বীরূপ গুণের উপদেশ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অনারভ্যবিধিরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে "বষট্‌কারেণ বা স্বাহাকারেণ বা দেবেভ্যোঽন্নং দীয়তে" অর্থাৎ "দেবতাগণকে অগ্নিরূপ মুখে যে পুরোডাশাদি অন্ন দেওয়া হয় তাহা 'স্বাহা' শব্দ কিংবা বষট্‌শব্দ উচ্চারণ করিয়াই দিতে হয়"। আবার দর্ব্বীহোমপ্রকরণে শ্রুতিমধ্যে পঠিত হইয়াছে "পৃথিব্যৈ স্বাহা। অন্তরিক্ষায় স্বাহা" ইত্যাদি। এই যে "পৃথিব্যৈ স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা উন্নীত বিধি, ইহা কি উপসংহারার্থ অথবা ইহা নিয়মার্থ?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পূর্ব্বাধিকরণের নিয়মানু-সারে ইহা উপসংহারার্থ। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এই সকল মন্ত্রের বাক্যশেষতা অর্থাৎ উপসংহারার্থতা হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বাধিকরণে যে দৃষ্টান্ত ছিল, সেই সাপ্তদশ্যপুনঃশ্রুতির আনর্থক্য হয় বলিয়া তাহাকে উপসংহারার্থ বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু এস্থলে "বষট্‌কারেণ বা স্বাহাকারেণ বা দেবেভ্যো-ঽন্নং প্রদীয়তে" এই শ্রুতি অনুসারে এস্থলে স্বাহাকার এবং বষট্‌কারের যে বৈকল্পিক

প্রাপ্তি হইতেছিল, "স্বাহা পৃথিব্যৈ" ইত্যাদি গুণোপদেশক মন্ত্র হইতে যে বিধি ঐ দুইটির মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা স্বাহাকারেরই নিয়ম করিয়া দেওয়া হইবে। অর্থাৎ এই এই স্থলে মন্ত্রের স্বাহাকারই প্রয়োগ করিতে হইবে, আর তাহা মন্ত্রের অন্তেই প্রয়োগ করিতে হইবে, আদিতে নহে, যেহেতু কোন কোন স্থলে মন্ত্রের আদিতে স্বাহাকার দেখা যায়। সুতরাং এস্থলে বষট্‌কার প্রয়োজ্য নহে. ইহাই ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। ইতি সিদ্ধান্ত।

অনাম্নাতে চ দর্শনাৎ ॥ ২১ ॥

অক্ষরার্থ। "অনাম্নাতে"—যে স্থলে মন্ত্রে স্বাহাকার আম্নাত (শ্রুতিমধ্যে উল্লিখিত) হয় নাই তথায়, "দর্শনাৎ চ"—স্বাহাকার দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে ইহা উপসংহারার্থ বলিয়াছেন, তদনুসারে এই কয়টি স্থল ছাড়া অন্যত্র স্বাহাকার প্রযুক্ত হইতে পারে না, যেহেতু তাহাই উপসংহারের অর্থ। অথচ অন্য অনেক স্থল আছে, যেখানে স্বাহাকার আম্নাত না হইলেও মন্ত্রে স্বাহাকার প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর মতানুসারে তাহা হইতে পারে না। অথচ তাহাই যাজ্ঞিকগণের ব্যবহার। এ কারণে ইহা উপসংহারার্থ নহে।

প্রতিষেধাচ্চ ॥ ২২ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রতিষেধাৎ চ"—স্বাহাকারের প্রতিষেধ আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। কোন কোন স্থলে "ন স্বাহেতি বচনং করোতি" ইত্যাদি শ্রুতি বচনে স্বাহাকারের নিষেধ করা হইয়াছে। আর প্রাপ্তি না হইলে নিষেধ হইতে পারে না। আর উপসংহার স্বীকার করিলে উল্লিখিত সেই সেই বিশেষ স্থল ছাড়া অন্যত্র কুত্রাপি প্রাপ্তিও হইতে পারে না। অতএব স্বাহাকারের ঐ প্রকার নিষেধ আছে বলিয়াও উহা উপসংহারার্থ নহে, কিন্তু উহা নিয়মার্থ। ইতি ১০ম অবিহিতস্বাহাকার প্রদান সকলে স্বাহাকারবিধানাধিকরণ।

অগ্ন্যতিগ্রাহ্যস্য বিকৃতাবুপদেশাদপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ॥২৩॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অগ্ন্যতিগ্রাহ্যস্য"—অগ্নির এবং অতিগ্রাহ্য নামক গ্রহের, "বিকৃতৌ উপদেশাৎ"—বিকৃতিযাগে পৃথক্ উপদেশ আছে বলিয়া, "অপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ"—অতিদেশবলে প্রবৃত্তি (প্রাপ্তি) হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নি অনারভ্যবিধিবিহিত; তাহা বাক্যবিনিয়োগ অনুসারে প্রকৃতিযাগে এবং কতকগুলি বিকৃতিযাগে প্রাপ্ত হয়। এইরূপ 'অতিগ্রাহ্য' নামক গ্রহ প্রকৃতিযাগে এবং কতকগুলি বিকৃতিযাগেও উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐ দুইটি কি অন্যান্য বিকৃতি যাগেও যাইবে অথবা যাইবে না?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ঐ দুইটি অপরাপর বিকৃতিযাগে প্রাপ্ত হইবে না? কারণ, প্রকৃতিযাগে ঐগুলির উপদেশ আছে। আর তাহা হইতেই সকল বিকৃতিযাগে অতিদেশবলে প্রাপ্ত হইতে পারিত। সুতরাং যে কোন বিকৃতিযাগে পুনর্ব্বার উপদেশ অনর্থক। অতএব শ্রুতিবাক্যের এই আনর্থক্যপরিহারের জন্য বলিতে হয় যে, বিকৃতিযাগে উহার পুনরুল্লেখ উপসংহারার্থক। সুতরাং যে যে বিকৃতিযাগে ঐ দুইটির পুনরুল্লেখ তাহা ছাড়া অন্য কোন বিকৃতিযাগে উহার প্রাপ্তি হইবে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

মাসিগ্রহণঞ্চ তদ্বৎ ॥ ২৪ ॥

অক্ষরার্থ। "মাসিগ্রহণং চ"—মাসে মাসে গ্রহণের যে উল্লেখ আছে তাহাও, "তদ্বৎ"—ঐরূপ অর্থাৎ প্রাকৃতের নিবর্ত্তক।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আরও বলিতেছেন, "মাসি মাসি অতিগ্রাহ্যা গৃহ্যন্তে" এই শ্রুতিবাক্যে যে প্রত্যেক মাসে অতিগ্রাহ্য নামক গ্রহগুলির গ্রহণের বিধান করা হইয়াছে, ইহাও সঙ্গত হয় না—যদি অতিদেশবলে ঐগুলির প্রাপ্তি হয়। অতএব ঐ যে 'মাসিগ্রহণ' উহাও প্রাকৃতের নিবর্ত্তক অর্থাৎ অতিদেশের নিবারক। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

গ্রহণং বা তুল্যত্বাৎ ॥ ২৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "গ্রহণং"—অতিদেশ-বলে গ্রহণ হইবে, "তুল্যত্বাৎ"—তুল্যতা রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অগ্নি এবং অতিগ্রাহ্য গ্রহ ইহারাও অতিদেশ বলেই প্রাপ্ত হইবে। কারণ, অন্যান্য অঙ্গের সহিত ইহাদের তুল্যতা রহিয়াছে। যে হেতু, বিকৃতিযাগে যখন ইতিকর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা হয়, তখন তাহার পূরকরূপে সকল অঙ্গগুলিই অখণ্ডভাবে অতিদেশ বিধির বিষয় হয়, সকল অঙ্গগুলিই অতিদেশবলে প্রাপিত হয়। আর তাহা হইলে অগ্নি এবং অতিগ্রাহ্য এ দুটাও যখন অঙ্গ তখন ইহাদের রহিত করা যাইবে কিরূপে ? ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ২৬ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নি এবং অতিগ্রাহ্যও যে অপরাপর অঙ্গের ন্যায় অতিদেশ বলেই প্রাপ্ত হয় তাহা "কঙ্কচিতং চিন্বীত" ইত্যাদি শ্রুতিবচনের জ্ঞাপকতা হইতেও সিদ্ধ হয়।

গ্রহণং সমানবিধানং স্যাৎ ॥ ২৭ ॥

অক্ষরার্থ। "গ্রহণং"—বিকৃতিযাগে যে পুনরুল্লেখ তাহা, "সমানবিধানং স্যাৎ"—সমানবিধান হইবে অর্থাৎ একই প্রকারে উপদেশবিধির বিষয় হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। যে যে স্থলে বিকৃতিযাগে ঐগুলির পুনরুল্লেখ আছে তথায় ঐ গুলিকে অতিদিষ্ট না বলিয়া উপদিষ্টই ধরিতে হইবে। সুতরাং প্রকৃতি-যাগের ন্যায় এ গুলিও তথায় 'সমানবিধান' অর্থাৎ একই প্রকারে উপদেশবিধির বিষয়। এরূপ বলিবার প্রয়োজন এই যে, ইহা দ্বারা গুণকাম বিষয়গুলির আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। কারণ, গুণফলসম্বন্ধবিধি সকলের অতিদেশ হয় না, অথচ "শ্যেনচিতিং চিন্বীত স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি গুণকামগুলির প্রবৃত্তি ঐ সমস্ত স্থলে রহিয়াছে। এ কারণে ঐ সমস্ত বিকৃতি যাগে অগ্নি ও অতিগ্রাহ্যের উপদেশ আবশ্যক।

মাসিগ্রহণমভ্যাসপ্রতিষেধার্থম্ ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। "মাসিগ্রহণং"—মাসে মাসে গ্রহণের যে উল্লেখ তাহা, "অভ্যাসপ্রতিষেধার্থম্"—প্রাত্যহিক অভ্যাসের নিবৃত্তির জন্য।

ভাষ্যভাবার্থ। আর যে পূর্ব্বপক্ষী 'মাসিগ্রহণ' দৃষ্টান্তে অতিদেশের নিবৃত্তি করিতেছেন তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, যদি কেহ প্রতিদিন অতিগ্রাহ্য গ্রহণ করে, এই জন্য তাহার নিষেধের নিমিত্ত ঐ 'মাসিগ্রহণে'র উল্লেখ করা হইয়াছে। ইতি ১১শ অগ্ন্যতিগ্রাহ্যের বিকৃতিযাগে উপদেশাধিকরণ।

উৎপত্তি তাদর্থ্যাচ্চতুরবত্তং প্রধানস্য হোমসংযোগাদ-
ধিকমাজ্যমতুল্যত্বাল্লোকবদুৎপত্তে-
র্গুণভূতত্বাৎ ॥ ২৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উৎপত্তিতাদর্থ্যাৎ"—উৎপত্তির অর্থাৎ পুরোডাশ উৎপত্তির তদর্থতা অর্থাৎ হোমার্থতা আছে বলিয়া, "চতুরবত্তং"—চারি অবদান, "প্রধানস্য"—প্রধানের অর্থাৎ পুরোডাশের কর্ত্তব্য, "হোমসংযোগাৎ"—যে হেতু, হোমের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে, "অধিকম্ আজ্যম্"—আজ্য অধিক, "অতুল্যত্বাৎ"—যে হেতু, তাহা পুরোডাশের তুল্য নহে, "উৎপত্তেঃ গুণভূতত্বাৎ"—যে হেতু উপস্তরণ এবং অভি-ঘারণের যে উৎপত্তি তাহা (সংস্কারার্থ বলিয়া) গুণভূত, "লোকবৎ" লৌকিক দৃষ্টান্তের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "চতুরবত্তং জুহোতি" অর্থাৎ চারিটি অবদান (খণ্ড) করিয়া হোম করিতে হইবে। এই যে চতুরবত্ত হোমের কথা বলা হইল, ইহা কি হবির্দ্রব্য যে পুরোডাশ তাহাতে চারিটি অবদান করিবার বিধি আর উপস্তরণ এবং অভিঘারণ তাহার উপর অধিকত্ত ভাবে কর্ত্তব্য অথবা এস্থলে দ্ব্যবদানেরই বিধি, উপস্তরণ এবং অভিঘারণ লইয়া তাহা চতুরবত্ত হইবে?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এস্থলে হবির্দ্রব্য যে পুরোডাশ তাহাকে চতুরবদান করিতে হইবে এবং উপস্তরণ, অভিঘারণও কর্ত্তব্য হইবে। কারণ, হোমের জন্যই পুরোডাশ করা হয়; আর যাহা হোতব্য তাহাই প্রধান এবং তাহারই চতুরবদান। পক্ষান্তরে আজ্যের দ্বারা যে উপস্তরণ এবং অভিঘারণ তাহা পুরোডাশেরই সংস্কারার্থ বলিয়া আজ্য দ্বারা ঐ উপস্তরণ এবং

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অগ্নি এবং অতিগ্রাহ্য গ্রহ ইহারাও অতিদেশ বলেই প্রাপ্ত হইবে। কারণ, অন্যান্য অঙ্গের সহিত ইহাদের তুল্যতা রহিয়াছে। যে হেতু, বিকৃতিযাগে যখন ইতিকর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা হয়, তখন তাহার পূরকরূপে সকল অঙ্গগুলিই অখণ্ডভাবে অতিদেশ বিধির বিষয় হয়, সকল অঙ্গগুলিই অতিদেশবলে প্রাপিত হয়। আর তাহা হইলে অগ্নি এবং অতিগ্রাহ্য এ দুটাও যখন অঙ্গ তখন ইহাদের রহিত করা যাইবে কিরূপে? ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ২৬ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নি এবং অতিগ্রাহ্যও যে অপরাপর অঙ্গের ন্যায় অতিদেশ বলেই প্রাপ্ত হয় তাহা "কঙ্কচিতং চিন্বীত" ইত্যাদি শ্রুতিবচনের জ্ঞাপকতা হইতেও সিদ্ধ হয়।

গ্রহণং সমানবিধানং স্যাৎ ॥ ২৭ ॥

অক্ষরার্থ। "গ্রহণং"—বিকৃতিযাগে যে পুনরুল্লেখ তাহা, "সমানবিধানং স্যাৎ"—সমানবিধান হইবে অর্থাৎ একই প্রকারে উপদেশবিধির বিষয় হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। যে যে স্থলে বিকৃতিযাগে ঐগুলির পুনরুল্লেখ আছে তথায় ঐ গুলিকে অতিদিষ্ট না বলিয়া উপদিষ্টই ধরিতে হইবে। সুতরাং প্রকৃতিযাগের ন্যায় এ গুলিও তথায় 'সমানবিধান' অর্থাৎ একই প্রকারে উপদেশবিধির বিষয়। এরূপ বলিবার প্রয়োজন এই যে, ইহা দ্বারা গুণকাম বিষয়গুলির আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। কারণ, গুণফলসম্বন্ধবিধি সকলের অতিদেশ হয় না, অথচ "শ্যেনচিতিং চিন্বীত স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি গুণকামগুলির প্রবৃত্তি ঐ সমস্ত স্থলে রহিয়াছে। এ কারণে ঐ সমস্ত বিকৃতি যাগে অগ্নি ও অতিগ্রাহ্যের উপদেশ আবশ্যক।

মাসিগ্রহণমভ্যাসপ্রতিষেধার্থম্ ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। "মাসিগ্রহণং"—মাসে মাসে গ্রহণের যে উল্লেখ তাহা, "অভ্যাসপ্রতিষেধার্থম্"—প্রাত্যহিক অভ্যাসের নিবৃত্তির জন্য।

ভাষ্যভাবার্থ। আর যে পূর্ব্বপক্ষী 'মাসিগ্রহণ' দৃষ্টান্তে অতিদেশের নিবৃত্তি করিতেছেন তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, যদি কেহ প্রতিদিন অতিগ্রাহ্য গ্রহণ করে, এই জন্য তাহার নিষেধের নিমিত্ত ঐ 'মাসিগ্রহণে'র উল্লেখ করা হইয়াছে। ইতি ১১শ অগ্ন্যতিগ্রাহ্যের বিকৃতিযাগে উপদেশাধিকরণ।

উৎপত্তি তাদর্থ্যাচ্চতুরবত্তং প্রধানস্য হোমসংযোগাদ-
ধিকমাজ্যমতুল্যত্বাল্লোকবদুৎপত্তে-
র্গুণভূতত্বাৎ ॥ ২৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উৎপত্তিতাদর্থ্যাৎ"—উৎপত্তির অর্থাৎ পুরোডাশ উৎপত্তির তদর্থতা অর্থাৎ হোমার্থতা আছে বলিয়া, "চতুরবত্তং"—চারি অবদান, "প্রধানস্য"—প্রধানের অর্থাৎ পুরোডাশের কর্ত্তব্য, "হোমসংযোগাৎ"—যে হেতু, হোমের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে, "অধিকম্ আজ্যম্"—আজ্য অধিক, "অতুল্যত্বাৎ"—যে হেতু, তাহা পুরোডাশের তুল্য নহে, "উৎপত্তেঃ গুণভূতত্বাৎ"—যে হেতু উপস্তরণ এবং অভিঘারণের যে উৎপত্তি তাহা (সংস্কারার্থ বলিয়া) গুণভূত, "লোকবৎ" লৌকিক দৃষ্টান্তের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "চতুরবত্তং জুহোতি" অর্থাৎ চারিটি অবদান (খণ্ড) করিয়া হোম করিতে হইবে। এই যে চতুরবত্ত হোমের কথা বলা হইল, ইহা কি হবির্দ্রব্য যে পুরোডাশ তাহাতে চারিটি অবদান করিবার বিধি আর উপস্তরণ এবং অভিঘারণ তাহার উপর অধিকন্ত ভাবে কর্ত্তব্য অথবা এস্থলে দ্ব্যবদানেরই বিধি, উপস্তরণ এবং অভিঘারণ লইয়া তাহা চতুরবত্ত হইবে ?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এস্থলে হবির্দ্রব্য যে পুরোডাশ তাহাকে চতুরবদান করিতে হইবে এবং উপস্তরণ, অভিঘারণও কর্ত্তব্য হইবে। কারণ, হোমের জন্যই পুরোডাশ করা হয়; আর যাহা হোতব্য তাহাই প্রধান এবং তাহারই চতুরবদান। পক্ষান্তরে আজ্যের দ্বারা যে উপস্তরণ এবং অভিঘারণ তাহা পুরোডাশেরই সংস্কারার্থ বলিয়া আজ্য দ্বারা ঐ উপস্তরণ এবং

অভিঘারণটিও কর্ত্তব্য হইবে। যেমন লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়,—'দেবদত্ত এক থালা ভাত খায়' বলিলে কেবলমাত্র অন্নকে বুঝাইলেও সূপ (ডাল) এবং ব্যঞ্জনাদি তাহা হইতে অতিরিক্ত এবং তাহাও কর্ত্তব্য বুঝায়—তাহা বাদ পড়ে না কিংবা তজ্জন্য অন্নও কমে না সেইরূপ এস্থলে আজ্যের দ্বারা যে উপস্তরণ এবং অভিঘারণ তাহাও ঐরূপ চতুরবদান হইতে অতিরিক্ত বুঝিতে হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

তৎসংস্কারশ্রুতেশ্চ ॥ ৩০ ॥

অক্ষরার্থ। "তৎসংস্কারশ্রুতেঃ চ"—উপস্তরণ এবং অভিঘারণ ঐ পুরোডাশেরই সংস্কাররূপে উল্লিখিত আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। উপস্তরণ এবং অভিঘারণ যে চতুরবদান হইতে অতিরিক্ত তাহা "যদুপস্তৃণাত্যভিঘারয়তি অমৃতাহুতিমেবৈনাং করোতি" এই শ্রুতিবাক্যে উপস্তরণ এবং অভিঘারণের দ্বারা অমৃতীকরণরূপ সংস্কার অভিহিত হইয়াছে বলিয়াও নিরূপিত হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

তাভ্যাং বা সহ স্বিষ্টকৃতঃ সকৃত্ত্বে দ্বিরভিঘারণেন তদাপ্তিবচনাৎ ॥ ৩১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "তাভ্যাং সহ"—ঐ উপস্তরণ এবং অভিঘারণের সহিতই চতুরবদান কর্ত্তব্য, "স্বিষ্টকৃতঃ সকৃত্ত্বে"—স্বিষ্টকৃৎ-দেবতার যে হবিঃ তাহার একবার মাত্র অবদান দ্বারা, "দ্বিরভিঘারণেন"—দুই বার অভিঘারণের দ্বারা, "তদাপ্তিবচনাৎ"—চতুরবদানের প্রাপ্তি (পূর্ত্তি অর্থাৎ পূরণ) বলা হইয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে অবদান দুইটিই মাত্র হইবে; আর উপস্তরণ এবং অভিঘারণের দ্বারা তাহার চারিসংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে। যেহেতু, স্বিষ্টকৃৎ-দেবতার হবির্দ্রব্যের যে চতুরবদান তাহা ঐ ভাবেই পূরণ করিবার কথা শ্রুতিমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে "সকৃদুপস্তৃণাতি। সকৃদবদ্যতি। দ্বিরভিঘারয়তি। চতুরবত্তস্যাপ্ত্যৈ" অর্থাৎ "চতুরবত্তত্ব পূরণ করিবার জন্য একবার উপস্তরণ করিতে হইবে, একবার অবদান করিতে হইবে আর দুইবার

অভিঘারণ করিতে হইবে।" এই ভাবে দুইবার অভিঘারণের দ্বারা স্বিষ্টকৃৎ দেবতার হবির্দ্রব্যের চতুরবদানের সংখ্যা পূরণ করিবার কথা যখন শ্রুতিমধ্যে বলা হইয়াছে, তখন যে যাগের সাহচর্য্যে ঐ স্বিষ্টকৃদ্‌যাগের ঐ ভাবের চতুরবদানের উপদেশ সেই প্রধান যাগগত হবির্দ্রব্যের চতুরবত্তত্বও যে ঐ ভাবেই উপস্তরণ এবং অভিঘারণের দ্বারাই পূরণীয় তাহাও উহা দ্বারাই বোধিত হইতেছে। সুতরাং এখানে লৌকিক দৃষ্টান্ত উপেক্ষণীয়। অতএব এখানে দ্ব্যবদানই কর্ত্তব্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

তুল্যবচ্চাভিধায় সর্ব্বেষু ভক্ত্যনুক্রমাৎ ॥ ৩২ ॥

অক্ষরার্থ। "তুল্যবৎ অভিধায়"—তুল্যের ন্যায় উল্লেখ করিয়া "সর্ব্বেষু"—সকলের মধ্যে, "ভক্ত্যনুক্রমাৎ চ"—অনুক্রমে ভক্তি অর্থাৎ বিভাগের উল্লেখ আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে যে উপস্তরণ এবং অভিঘারণ লইয়াই চতুরবদান তাহা অন্যপ্রকারেও নিরূপিত হয়। যে হেতু, "চত্বারি বা এতানি দেবদধানি অবদানানি। যদুপস্তৃণাতি তদনুবাক্যায়ৈ। যৎপূর্ব্বমবদানং তদ্ যাজ্যায়ৈ। যদুত্তরং তদ্দেবতায়ৈ। যদভিঘারয়তি তদ্‌বষট্‌কারায়" অর্থাৎ "এই যে অবদান ইহা দেবগণের চারিটি ভাগ। তন্মধ্যে, যে উপস্তরণ করা হয় তাহা অনুবাক্যার জন্য, যে পূর্ব্ব অবদান করা হয় তাহা যাজ্যার জন্য, যে উত্তর অবদান করা হয় তাহা দেবতার জন্য আর যে অভিঘারণ করা হয় তাহা বষট্‌কারের জন্য"—এইভাবে উপস্তরণ ও অভিঘারণকে অবদানেরই তুল্যরূপে উল্লেখ করিয়া যাজ্যাদির জন্য প্রত্যেকেরই বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব এ স্থলে দ্ব্যবদানই কর্ত্তব্য। ইতি ১২শ উপস্তরণাভিঘারণের সহিতই চতুরবদানাধিকরণ।

সাপ্তদশ্যবন্নিয়ম্যেত ॥ ৩৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সাপ্তদশ্যবৎ"—সাপ্তদশ্যের ন্যায়, "নিয়ম্যেত"—নিয়মিত (ব্যবস্থিত) হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসযাগে উপাংশুযাজ আছে। ঐ দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণের "চতুরবত্তং জুহোতি" এই বাক্যে যে চতুরবত্তহোম বিহিত হইয়াছে,

তাহা ঐ উপাংশুযাজেও কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ঐ যে চতুরবদান উহা সাপ্তদশ্যন্যায়ে উপসংহৃত হইবে। সাপ্তদশ্যবিধি যেমন অনারভ্যাধীত হইয়াও 'মিত্রবিন্দা' প্রভৃতি যে কয়টি যাগে তাহার পুনঃশ্রুতি আছে কেবল সে কয়টি স্থানেই তাহার উপসংহার করা হয়, সেইরূপ এই যে চতুরবত্ত হোম ইহাও কেবলমাত্র পুরোডাশ এবং সান্নায্যরূপ হবির্দ্রব্যেই উপসংহৃত হইবে। যে হেতু, ঐ পুরোডাশ এবং সান্নায্যরূপ হবির্দ্রব্যদ্বয়েই উপস্তরণ এবং অভিঘারণের নির্দ্দেশ আছে, কিন্তু উপাংশুযাজের হবির্দ্রব্য যে আজ্য তাহাতে উপস্তরণ এবং অভিঘারণ শ্রুতিমধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। অতএব উপাংশুযাজে চতুরবদান নাই। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

হবিষো বা গুণভূতত্বাৎ তথাভূতবিবক্ষা স্যাৎ ॥৩৪॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "হবিষঃ গুণভূতত্বাৎ" —উহা হবির্দ্রব্যের গুণভূত বলিয়া, "তথাভূতবিবক্ষা স্যাৎ"—সেইরূপ চতুরবদান বিবক্ষিত হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, উপাংশুযাজের হবির্দ্রব্যেও চতুরবদান কর্ত্তব্য। কারণ, ঐ যে চতুরবদান উহা হবির্দ্রব্যের গুণভূত। ইহার অভিপ্রায় এইরূপ,—এ স্থলে অবত্ত বাক্য অনুবাদ। কারণ, এ স্থলে হোমের অনুবাদ করিয়া যে চতুরবত্ত বিহিত হইবে তাহা হইতে পারে না। যে হেতু, হোম এখানে অপ্রাপ্ত; আর যাহা অপ্রাপ্ত তাহার অনুবাদ হয় না। আবার এখানে চতুরবত্তবিশিষ্ট হোম যে বিহিত হইবে তাহাও হইতে পারে না; কারণ, ইহাতে গৌরবপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। সুতরাং এস্থলে চতুরবত্তের অনুবাদপূর্ব্বক হোমের বিধান বলিতে হয়। অতএব চতুরবত্ত এখানে অনুবাদ। আর যাহা অনুবাদ তাহা পুনর্বিধান নহে। তাহা দ্বারা উপসংহারের কথাই উঠিতে পারে না। সুতরাং যেহেতু যাহা এক স্থলে বিহিত হইয়া সামান্তভাবে পরিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই যদি স্থলান্তরে সামান্ততঃ পরিপ্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় বিহিত হয় তবেই তথার তাহার উপসংহার হইয়া থাকে। অতএব উপাংশুযাজে চতুরবত্তের উপসংহার হইতে পারে না। আর উপাংশুযাজে "চতুর্গৃহীতং জুহোতি" এই বাক্য অনুসারেই চতুরবদান প্রাপ্ত হয়। ইতি ১০শ উপাংশুযাজেও চতুরবত্তের আবশ্যকতাধিকরণ।

পুরোডাশাভ্যামিত্যধিকৃতানাং পুরোডাশয়োরুপদেশ-
স্তচ্ছ্রুতিত্বাদ্‌বৈশ্যস্তোমবৎ ॥ ৩৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পুরোডাশাভ্যামিতি"—শ্রুতিমধ্যে যে "পুরো-ডাশাভ্যাম্" ইত্যাদি বাক্য আছে, তাহা "অধিকৃতানাং"—অধিকৃত অর্থাৎ সেই কর্ম্মের অধিকারী যে অসোমযাজী ব্যক্তি তাহাদের পক্ষেই, "পুরোডাশয়োঃ উপদেশঃ"—ছুইটি পুরোডাশের উপদেশ অর্থাৎ বিধি, "তচ্ছ্রুতিত্বাৎ"—যে হেতু, তথায় শ্রুতিমধ্যে সেই অসোমযাজী ব্যক্তিরই নির্দ্দেশ রহিয়াছে, "বৈশ্যস্তোমবৎ"—বৈশ্যস্তোমের স্থায়।

ভাষ্যভাবার্থ। 'শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "পুরোডাশাভ্যামেবাসোমযাজিনং যাজয়েৎ যাবেতাবাগ্নেয়শ্চৈন্দ্রাগ্নশ্চ সান্নায্যেন তু সোমযাজিনং" অর্থাৎ অসোমযাজী ব্যক্তি পুরোডাশ দিয়া আগ্নেয় এবং ঐন্দ্রাগ্ন যাগ করিবে আর সোমযাজী ব্যক্তি সান্নায্য দিয়া করিবে।—এই বাক্যটি বিধি কি অনুবাদ, ইহাই সংশয়। যদি বিধি হয়, তাহা হইলে পুনরায় ইহা কি অধিকৃতোপ-দেশ, অথবা ইহা কর্ম্মান্তরবিধি, কিংবা ইহা যাজনবিধি, অথবা ইহা কালোপদেশ, কিংবা ইহা আগ্নেয়ের অনুবাদ অথবা ইহা পৌর্ণমাসীযাগে ঐন্দ্রাগ্নের বিধি—এই ছয় প্রকার সংশয় হওয়ায় মোট সাতটি পক্ষ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এক জন পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, বৈশ্যস্তোমে যেমন তত্রত্য শ্রুতিবাক্যনির্দ্দিষ্ট বৈশ্যেরই কেবল অধিকার, সেইরূপ এস্থলেও শ্রুতিবাক্যনির্দ্দিষ্ট অসোমযাজীরই অধিকার; যে হেতু, সে স্থলে শ্রুতিবাক্যে অসোমযাজীরই নির্দ্দেশ আছে। ইতি ১ম পূর্ব্বপক্ষ।

ন ত্বনিত্যাধিকারোঽস্তি বিধৌ নিত্যেন সম্বন্ধ-
স্তস্মাদবাক্যশেষত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

অক্ষরার্থ। "তু"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "ন অধিকারঃ অস্তি" —অধিকার নাই, "বিধৌ নিত্যেন সম্বন্ধঃ"—বিধির সহিত নিত্য সম্বন্ধ, "তস্মাৎ অবাক্যশেষত্বম্"—অতএব ইহা বাক্যশেষ নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। অন্ত এক বাদী বলিতেছেন, ইহা অধিকৃতোপদেশ নহে কিন্তু ইহা কর্ম্মান্তরবিধি। কারণ, দর্শপূর্ণমাস যাবজ্জীবন অনুষ্ঠেয় বলিয়া নিত্য-কর্ম্ম। তাহা যদি অসোমযাজী ব্যক্তির পক্ষে বিহিত হয় তাহা হইলে উহা অনিত্য হইয়া পড়ে। অতএব ইহা অসোমযাজী যে অধিকারী তদ্বিষয়ক শ্রুতি-বাক্যের শেষভূত নহে। অতএব ঐ যে আগ্নেয় এবং ঐন্দ্রাগ্নযাগবিষয়ক পুরোডাশ-বোধক বাক্য উহা ঐ দুইটি স্বতন্ত্র কর্ম্মেরই বিধি।

সতি চ নৈকদেশেন কর্ত্তুঃ প্রধানভূতত্বাৎ ॥ ৩৭ ॥

অক্ষরার্থ। "সতি চ"—যদি উহা অধিকৃতোপদেশ হয় তাহা হইলে, "কর্ত্তুঃ প্রধানভূতত্বাৎ"—কর্ত্তার প্রাধান্য হয় বলিয়া (পুরো-ডাশের উদ্দেশ্যে সোমযাজিকর্ত্তার সম্বন্ধ হইতে পারে না), "ন চ এক-দেশেন"—আর দর্শপূর্ণমাসের একদেশ ঐ পুরোডাশদ্বয় অর্থাৎ তৎ-সাধ্যযাগদ্বয় ফলের সাধক নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি উহা অধিকারীর বিশেষণ হয় তাহা হইলে অধিকারী যে কর্ত্তা তাহারই প্রাধান্য হয় বলিয়া পুরোডাশদ্বয়ের উদ্দেশে অসোম-যাজী কর্ত্তার সম্বন্ধ হইতে পারে না। আর ঐ পুরোডাশদ্বয়োপলক্ষিত যাগ দুইটি মাত্র বলিয়া উহা সমগ্র যাগের অংশমাত্র কিন্তু উহা সমুদয় নহে। এ কারণে মাত্র দুইটি যাগ হইতে ফল হইতে পারে না। আর ফল না হইলে কর্ত্তা প্রধানও হইতে পারে না। কারণ, কর্ত্তার উদ্দেশেই ফল বিধীয়মান বলিয়া ফলের তুলনায় কর্ত্তা প্রধান, অন্যথা কর্ত্তা অপ্রধান।

কৃৎস্নত্বাত্তু তথা স্তোমে ॥ ৩৮ ॥

অক্ষরার্থ। "কৃৎস্নত্বাৎ"—সমগ্রতা রহিয়াছে বলিয়া, "তু" শঙ্কাব্যাবর্ত্তক, "স্তোমে"—বৈশ্যস্তোম নামক যাগে, "তথা"—ঐরূপ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। আর প্রথম বাদিকর্ত্তৃক যে বৈশ্যস্তোমের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা এখানে খাটে না। কারণ, বৈশ্যস্তোম একটি সম্পূর্ণ যাগ; তাহা হইতেই ফল জন্মে; আর বৈশ্যজাতীয় অধিকারী তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

পক্ষান্তরে এখানে প্রথম বাদীর মতে অত্রত্য আগ্নেয় এবং ঐন্দ্রাগ্ন যাগদ্বয় একটি সমগ্র যাগের অংশমাত্র। আর অংশ হইতে ফল হয় না, কিন্তু সমগ্র হইতেই ফল হয়। কাজেই ইহা অধিকৃতোপদেশ হইতে পারে না। অতএব ইহা অপূর্ব্বকর্ম্মান্তরের বিধি। ইতি ২য় পূর্ব্বপক্ষ।

কর্ত্তুঃ স্যাদিতি চেৎ ॥ ৩৯ ॥

অক্ষরার্থ। "কর্ত্তুঃ"—গৌণকর্ত্তা যে ঋত্বিক্ তাঁহার পক্ষেই, "স্যাৎ"—ঐ বিধি হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। অন্য এক বাদী বলিতেছেন, এস্থলে কর্ম্মান্তরের বিধি হইতে পারে না। কারণ, উক্ত শ্রুতিমধ্যে "যৌ এতৌ" এই দুইটি পদের প্রয়োগ দ্বারা পূর্ব্বসিদ্ধেরই অনুবাদ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ইহাও প্রসিদ্ধ দর্শপূর্ণমাস ছাড়া অন্য কর্ম্ম নহে। আর "পুরোডাশাভ্যাম্ এব" এ স্থলে যে 'এব' শব্দটি রহিয়াছে তাহাও কর্ম্মান্তরবিধি স্বীকার করিলে ব্যর্থ হয়। অতএব এ স্থলে ঐ প্রসিদ্ধ দর্শপূর্ণমাসেরই অনুবাদ করিয়া "যাজয়েৎ" এই অংশের 'ণিচ্' প্রত্যয়ের দ্বারা তাহাই ঋত্বিকের উদ্দেশে বিহিত হইয়াছে। আর এবকারের দ্বারা সান্নায্যের নিবৃত্তি বুঝাইতেছে। অতএব ইহা অঙ্গযাগের কর্ত্তা যে ঋত্বিক্ তাহার পক্ষেই বিধি, কিন্তু ইহা প্রধান যাগের কর্ত্তা যে যজমান তাহার প্রতি প্রযোজ্য নহে। ইতি ৩য় পূর্ব্বপক্ষ।

ন গুণার্থত্বাৎ প্রাপ্তে চ নোপদেশার্থঃ ॥ ৪০ ॥

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত পক্ষটিও সঙ্গত নহে, "গুণার্থত্বাৎ"—যে হেতু, ইহা গুণার্থ অর্থাৎ গুণরূপে প্রাপ্ত, "চ"—আর, "প্রাপ্তে"—প্রাপ্তবিষয়ে, "ন উপদেশার্থঃ"—উপদেশের শাস্ত্রবিধির কোন সার্থকতা নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। তৃতীয় বাদীর উক্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়া দ্বিতীয় বাদী পুনরায় বলিতেছেন, তৃতীয় বাদী যে বলিয়াছেন 'ইহা অঙ্গকর্ত্তার (ঋত্বিকের) পক্ষে যাগবিধি' তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, অঙ্গকর্ত্তা অর্থঅঙ্গভূত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠাতা ঋত্বিক্। আর ঋত্বিক্, প্রধান যাগের সহিত যাহার মুখ্য কর্ত্তৃত্বসম্বন্ধ

রহিয়াছে সেই যজমানেরই গুণভূতরূপে প্রাপ্ত। আর সেই যে গুণভূত অর্থাৎ গৌণ কর্ত্তা ঋত্বিক্ সে কর্ম্মজন্য ফলেরও ভাগী নহে। আর তাহার গৌণকর্ত্তৃত্ব বচনান্তর-বলে প্রাপ্ত বলিয়া পুনর্ব্বিধান সঙ্গত হয় না, যে হেতু, তাহা অনর্থক। অতএব ইহা নূতন দুইটি কর্ম্মেরই বিধি হইবে। ইতি ২য় পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

কর্ম্মণোস্তু প্রকরণে তন্ন্যায়ত্বাদ্ গুণানাং লিঙ্গেন কালশাস্ত্রং স্যাৎ ॥ ৪১ ॥

অক্ষরার্থ। "তু"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "কর্ম্মণোঃ প্রকরণে"—পুরোডাশযাগদ্বয়রূপ কর্ম্মের প্রকরণে, "লিঙ্গেন"—অসোমযাজিপদ-প্রয়োগরূপ লিঙ্গ দ্বারা লক্ষিত, "কালশাস্ত্রং স্যাৎ"—কালবিধি হইবে, "তন্ন্যায়ত্বাৎ"—সেই (৪।৪।৬ সূত্রোক্ত) নিয়ম অনুসারে।

ভাষ্যভাবার্থ। চতুর্থ বাদী বলিতেছেন, ইহা অতিরিক্ত কর্ম্মদ্বয়ের বিধি নহে, কিন্তু ইহা কালবিধি; ঐ কর্ম্মদ্বয়ের প্রকরণে কালের উপদেশ করা হইয়াছে;—চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদের ষষ্ঠ সূত্রে যে নিয়ম বলা হইয়াছে, তদনুসারে এখানেও বুঝিতে হইবে যে, যে পর্য্যন্ত না সোমযাগ করা হয় তাবৎকাল দর্শপূর্ণমাসযাগে ঐ দুইটি পুরোডাশ হইবে, এই প্রকারে কালের উপদেশ করা হইয়াছে। ইহা শ্রুতিবাক্যের 'অসোমযাজী' এই প্রয়োগ হইতে বুঝা যায়। ইতি ৪র্থ পূর্ব্বপক্ষ।

যদি তু সান্নায্যং সোমযাজিনো ন তাভ্যাং সমবায়োঽস্তি বিভক্তকালত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

অক্ষরার্থ। "তু"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "যদি সোমযাজিনঃ সান্নায্যং"—যদি সোমযাজীর সান্নায্য হয় তাহা হইলে, "তাভ্যাং"—সেই পুরোডাশদ্বয়ের সহিত, "ন সমবায়ঃ অস্তি"—সম্বন্ধ নাই, "বিভক্তকালত্বাৎ"—যে হেতু, সান্নায্য এবং পুরোডাশ এ দুইটির কাল বিভিন্ন।

ভাষ্যভাবার্থ। কর্ম্মান্তরতাপক্ষাবলম্বী দ্বিতীয়বাদী উক্ত চতুর্থ পক্ষে দোষ উদ্‌ভাবন করিয়া বলিতেছেন, সোমযাজীর পক্ষে যদি সান্নায্য বিহিত হয় তাহা হইলে উহা কালোপদেশ হইতে পারে না ; কারণ, পুরোডাশ এবং সান্নায্য এ দুইটির কাল পৃথক্ পৃথক্। কাজেই পুরোডাশের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ নাই। অধিকন্তু এ পক্ষে 'অসোমযাজী' পদে লক্ষণা করিয়া কাল বুঝাইতে হয়। অতএব ইহা কর্ম্মান্তরবিধিই হইবে।

অপি বা বিহিতত্বাদ্ গুণার্থায়াং পুনঃশ্রুতৌ সন্দেহে শ্রুতি-র্দ্বিদেবতার্থা স্যাদ্ যথানভিপ্রেতস্তথাগ্নেয়ো দর্শনাদেকদেবতে ॥ ৪৩ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "বিহিতত্বাৎ"—দর্শ এবং পূর্ণমাস উভয়স্থলেই আগ্নেয় যাগ বিহিত হইয়াছে বলিয়া, "গুণার্থায়াং পুনঃশ্রুতৌ"—পুনঃশ্রুতি দেবতারূপ গুণবিধানার্থ হইলে, "সন্দেহে"—উক্ত পুনঃশ্রুতি কি জন্য এই প্রকার সন্দেহ হইলে, "শ্রুতিঃ দ্বিদেবতার্থা স্যাৎ"—ঐ শ্রুতি পৌর্ণমাসী যাগে ঐন্দ্রাগ্নরূপ দুইটি দেবতা বিধানের জন্য হইবে, "একদেবতে যথা অনভিপ্রেতঃ"—একটি দেবতাযুক্ত আগ্নেয় যাগে যেমন পুনরুল্লিখিত আগ্নেয় অনভিপ্রেত হইতেছে অর্থাৎ তথায় আর তাহার বিধি স্বীকার করা হয় না কিন্তু তাহা কেবল অনুবাদস্বরূপ, "তথা দর্শনাৎ"—সেইরূপ অন্যত্র (ঐন্দ্রাগ্ন যাগের বিধি) দৃষ্ট হয় বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। অন্য এক বাদী বলিতেছেন, ইহা কর্ম্মান্তরবিধি নহে, কিন্তু ইহা 'আগ্নেয়' যাগের অনুবাদ। কারণ, ঐ আগ্নেয় যাগ দুই জায়গায় বিহিত হইয়াছে। যে হেতু "যদাগ্নেয়ঃ অষ্টাকপালঃ অমাবাস্যায়াং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ" এই বাক্যে অমাবস্যায় (দর্শে) এবং পৌর্ণমাসীতে (পূর্ণমাসে) উভয় স্থলেই আগ্নেয় যাগ একবার বিহিত হইয়াছে। আবার "যৌ এতৌ আগ্নেয়শ্চ ঐন্দ্রাগ্নশ্চ" এই বাক্যে পুনরায় তাহা উল্লিখিত হইতেছে। সুতরাং ইহা ঐন্দ্রাগ্ন যাগের বিধি।

কারণ, ঐন্দ্রাগ্নযাগ দর্শে বচনবিহিত বটে কিন্তু উহা পৌর্ণমাসীতে বচন বলে প্রাপ্ত হয় নাই; অতএব তাহারই এস্থলে বিধান করা হইল। ইতি ৫ম পূর্ব্বপক্ষ।

বিধিং তু বাদরায়ণঃ ॥ ৪৪ ॥

অক্ষরার্থ। "তু"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "বাদরায়ণঃ"—বাদরায়ণ আচার্য্য, "বিধিং"—ইহাকে কালবিধি বলেন।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন, এস্থলে একই বাক্যের মধ্যে একবার মাত্র প্রযুক্ত যে লিঙ্ প্রত্যয় তাহাকে একবার বিধি এবং একবার অনুবাদ বলিলে বিধিবৈরূপ্য হইয়া পড়ে। কাজেই এস্থলে আগ্নেয়ের অনুবাদ এবং ঐন্দ্রাগ্নের বিধি হইতে পারে না। অতএব এস্থলে যখন গত্যন্তর নাই তখন লক্ষণা স্বীকার করিয়াও কালবিধি বলাই সঙ্গত। আর ইহা পূর্ব্বে এবং পরে এই উভয় স্থলে সান্নায্যের কালবিধি। ফলিতার্থ এই যে, সোমযাগের পূর্ব্বে সান্নায্য এবং পুরোডাশের বিকল্প, আর তাহার পরে সান্নায্যের নিয়ম বিধান করিতেছে। সোমযাগের পরে পুরোডাশ চলিবে না কিন্তু সান্নায্যই প্রদেয়। ইতি ৬ষ্ঠ পূর্ব্বপক্ষ।

প্রতিষিদ্ধবিজ্ঞানাদ্ বা ॥ ৪৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "প্রতিষিদ্ধবিজ্ঞানাৎ"—সান্নায্যের প্রতিষেধ জ্ঞান হইতেছে বলিয়া (ইহা কালবিধি নহে)।

ভাষ্যভাবার্থ। এক্ষণে সিদ্ধান্তপক্ষ দেখাইতেছেন,—ইহা কালবিধি নহে, অপূর্ব্ব কর্ম্মদ্বয়েরও উপদেশ নহে কিংবা আগ্নেয়ের অনুবাদ এবং ঐন্দ্রাগ্নের বিধিও নহে। কিন্তু ইহা উভয়েরই অনুবাদ। কারণ, এস্থলে অসোমযাজীর সান্নায্য প্রতিষেধ জানা যাইতেছে বলিয়া ইহা কালবিধি হইতে পারে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

তথা চান্যার্থদর্শনম্ ॥ ৪৬ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "অন্যার্থদর্শনং চ"—অন্যার্থদর্শন রহিয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহা অপূর্ব্বকর্ম্মান্তরেরও উপদেশ হইতে পারে না। কারণ, "চতুর্দ্দশ পৌর্ণমাস্যামাহুতয়ো হুয়ন্তে ত্রয়োদশামাবাস্যায়াম্" এই শ্রুতি-বাক্যের অন্তার্থদর্শন হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়। যে হেতু, উহাতে বলা হইয়াছে যে, পৌর্ণমাসীতে চৌদ্দটি আহুতি এবং অমাবাস্যাতে তেরটি আহুতি। কিন্তু ইহা কর্ম্মান্তর হইলে আহুতির সংখ্যা বাড়িয়া যায়। অতএব ইহা সান্নায্য-প্রশংসার্থক বলিয়া অনুবাদ। ইতি ১৪শ দর্শপূর্ণমাসে আগ্নের এবং ঐন্দ্রাগ্নের অনুবাদতাধিকরণ।

উপাংশুযাজমন্তরা যজতীতি হবির্লিঙ্গাশ্রুতিত্বাদ্ যথাকামী প্রতীয়েত ॥ ৪৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উপাংশুযাজম্ অন্তরা যজতি ইতি"—শ্রুতিমধ্যে 'উপাংশুযাজমন্তরা যজতি' এই প্রকার যে উল্লেখ আছে তাহাতে, "হবির্লিঙ্গাশ্রুতিত্বাৎ"—বিশেষ হবির্দ্রব্যের উল্লেখ নাই বলিয়া, "যথা-কামী প্রতীয়তে"—যাথাকাম্য অর্থাৎ স্বেচ্ছা অনুসারে হবির্দ্রব্যের গ্রহণ প্রতীত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "উপাংশুযাজম্ অন্তরা যজতি" অর্থাৎ মাঝখানে উপাংশুযাজ নামক যাগ করিবে। এই উপাংশুযাজে কোন বিশেষ হবির্দ্রব্যের উল্লেখ নাই। সুতরাং এখানে কি অনিয়মে স্বেচ্ছানুসারে যে কোন হবির্দ্রব্য গ্রহণ করা যায় অথবা এখানে কোন হবির্দ্রব্যের নিয়ম (ব্যবস্থা) আছে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এখানে কোন বিশেষ হবির্দ্রব্যের যখন উল্লেখ নাই. তখন স্বেচ্ছানুসারে যে কোন হবির্দ্রব্য গ্রহণ (প্রদান) করিলেই চলিবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ধ্রৌবাদ্ বা সর্ব্বসংযোগাৎ ॥ ৪৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "ধ্রৌবাৎ"—ধ্রুবানামক পাত্রস্থিত যে দ্রব্য অর্থাৎ আজ্য তাহাই এ স্থলে গ্রহণীয়, "সর্ব্ব-সংযোগাৎ"—যে হেতু, সকল যাগের সহিতই তাহার সম্বন্ধ হয়াছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে ধ্রুবা নামক পাত্রে যে আজ্য আছে তাহাই হবির্দ্রব্যরূপে গ্রহণীয়। কারণ, "সর্ব্বস্মৈ বা এতদ্ যজ্ঞায় গৃহ্যতে যদ্ ধ্রুবায়ামাজ্যম্" এই শ্রুতিবচনে বলা আছে যে, ধ্রুবানামক পাত্রে যে আজ্য দ্রব্য থাকে তাহা সকল যজ্ঞের জন্তই রক্ষিত। কাজেই এস্থলে হবির্দ্রব্য বিশেষভাবে উক্ত না হইলেও সর্ব্বযজ্ঞের পক্ষে সাধারণ ঐ ধ্রৌব আজ্যই হবির্দ্রব্য হইবে। ইতি ১৫শ উপাংশুযাজে ধ্রৌবাজ্যদ্রব্যতাধিকরণ।

তদ্বচ্চ দেবতায়াং স্যাৎ ॥ ৪৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তদ্বৎ"—ঐরূপ, "চ"—অধিকরণান্তরসূচক, "দেবতায়াং স্যাৎ"—দেবতার সম্বন্ধেও নিয়ম হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত উপাংশুযাজে যেমন কোন বিশেষ হবির্দ্রব্যের উল্লেখ নাই সেইরূপ উহাতে কোন বিশেষ দেবতারও নির্দ্দেশ নাই। সুতরাং উহাতে কি যে কোন দেবতাই উদ্দিষ্ট হইবে অথবা কোন বিশেষ দেবতারই উদ্দেশ করিতে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, পূর্ব্বাধিকরণের পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি অনুসারে এখানে অনিয়মে যে কোন দেবতার উদ্দেশ করা যাইতে পারিবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

তান্ত্রীণাং বা প্রকরণাৎ ॥ ৫০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "তান্ত্রীণাং"—দর্শপূর্ণমাসতন্ত্রের দেবতাগণেরই উদ্দেশ হওয়া উচিত, "প্রকরণাৎ"—প্রকরণ অনুসারে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, উপাংশুযাজ যখন দর্শপূর্ণমাস যাগের অন্তর্গত তখন দর্শপূর্ণমাস তন্ত্রে যে সমস্ত দেবতা আছেন তাঁহাদেরই একজন এখানে দেবতা হইবেন। ইতি ১৬শ উপাংশুযাজে প্রকৃত দেবতানিয়মাধিকরণ।

ধর্ম্মাদ্ বা স্যাৎ প্রজাপতিঃ ॥ ৫১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—অধিকরণান্তরসূচক, "ধর্ম্মাৎ"—ধর্ম্ম অনুসারে, "প্রজাপতিঃ স্যাৎ"—প্রজাপতি দেবতা হইবেন।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে যে, উপাংশুযাজ যখন দর্শপূর্ণমাস তন্ত্রে পঠিত তখন দর্শপূর্ণমাসতন্ত্রীয় কোন একজন দেবতাই এখানে উদ্দিষ্ট হইবেন। এখন পুনরায় সংশয়, ঐ তান্ত্রী (দর্শপূর্ণমাসতন্ত্রীয়) দেবতাগণের যে কোন একজন কি অনিয়মে গৃহীত হইবেন অথবা কোন বিশেষ দেবতাই অর্চ্চনীয় হইবেন? ইহাতে যদি কেহ কেহ বলেন যে, এস্থলে যখন নিয়মের কোন কারণ নাই, তখন অনিয়মে যে কোন দেবতাই এখানে গ্রহণীয়। তদুত্তরে অন্য একজন পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে প্রজাপতিই দেবতা হইবেন। কারণ, উপাংশু-যাজের ধর্ম্ম উপাংশুত্ব (মৃদুস্বরত্ব); আর প্রজাপতি দেবতারও ধর্ম্ম উপাংশুত্ব। যেহেতু "যৎকিঞ্চিৎ প্রাজাপত্যং যজ্ঞে ক্রিয়তে উপাংশ্বেব তৎ ক্রিয়তে" অর্থাৎ যজ্ঞে প্রজাপতির জন্য যাহা কিছু করা হয় তাহা উপাংশুই (মৃদু শব্দেই) করিতে হয়— এই শ্রুতিবাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে। ইতি ২য় পূর্ব্বপক্ষ।

দেবতায়াস্ত্বনির্ব্বচনং তত্র শব্দস্থেহ মৃদুত্বং তস্মাদিহাধিকারেণ ॥ ৫২ ॥

অক্ষরার্থ। "দেবতায়াঃ"—প্রজাপতি দেবতার (ধর্ম্ম), "তু" —পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "অনির্ব্বচনং"—শব্দ না করা অর্থাৎ নিঃশব্দ বা তূষ্ণীম্ভাব, "তত্র"—তাহা হইলে, "ইহ"—এ স্থলে, "শব্দস্য মৃদুত্বং"— শব্দের মৃদুতা মাত্র রহিয়াছে, "তস্মাৎ"—অতএব, "ইহ"—এখানে, "অধিকারেণ"—অধিকার অনুসারে (মুখ্য যে অগ্নি তিনিই দেবতা হইবেন)।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন, প্রজাপতি এখানে দেবতা হইতে পারেন না। কারণ, প্রজাপতি দেবতার ধর্ম্ম তূষ্ণীম্ভাব অর্থাৎ নিঃশব্দত্ব। যেহেতু "প্রজাপতিং মনসা ধ্যায়েৎ" এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে প্রজাপতি দেবতার যে যাগ তাহা মনে মনে নিঃশব্দে করিতে হয়। পক্ষান্তরে এস্থলে উপাংশুযাজে তূষ্ণীম্ভাব অর্থাৎ নিঃশব্দ ধর্ম্ম নহে কিন্তু অনুচ্চ স্বরে—অন্যে যাহাতে স্পষ্ট না বুঝিতে পারে এমন ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যাগ করিতে হয়। সুতরাং ধর্ম্মের মিল হইতেছে না বলিয়া এস্থলে প্রজাপতি দেবতা হইতে পারেন না পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বচন উদ্ধার করিয়া প্রজাপতি দেবতার উপাংশুত্ব (মৃদুস্বরত্ব)

দেখাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ, তাহা অর্থবাদ। অতএব এস্থলে অধিকৃত দেবতাগণের মধ্যে মুখ্য যে অগ্নি তিনিই দেবতা হইবেন। আর অগ্নি এখানে মুখ্য কারণ, তিনি মুখস্বরূপ যে প্রথম যাগ তাহার দেবতা। ইতি ৩য় পূর্ব্বপক্ষ।

বিষ্ণুর্বা স্যাদ্ধৌত্রাম্নানাদমাবাস্যাহবিশ্চ স্যাদ্ধৌত্রস্য তত্র দর্শনাৎ ॥ ৫৩ ॥

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "বিষ্ণুঃ স্যাৎ"—বিষ্ণুই দেবতা হইবেন, "হৌত্রাম্নানাৎ"—হৌত্র অর্থাৎ হোতৃপাঠ্যমন্ত্রের আম্নান অনুসারে, "অমাবাস্যাহবিঃ চ স্যাৎ"—অমাবস্যার হবির্দ্রব্য হইবে, "তত্র" —সেই অমাবস্যা (দর্শ) যাগে, "হৌত্রস্য দর্শনাৎ"—হৌত্র অর্থাৎ হোতৃ-পাঠ্য মন্ত্র দৃষ্ট হয় বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন, এ স্থলে বিষ্ণুই দেবতা হইবেন। কারণ, উপাংশুযাজের ক্রম অনুসারে বিষ্ণু দেবতার ঋক্ পঠিত হইয়াছে। আর উহা দর্শপ্রকরণে পঠিত হইয়াছে বলিয়া উপাংশুযাজ দর্শেই কর্ত্তব্য।

অপি বা পৌর্ণমাস্যাং স্যাৎ প্রধানশব্দসংযোগাদ্ গুণত্বান্মন্ত্রো যথাপ্রধানং স্যাৎ ॥ ৫৪ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পক্ষব্যাবর্ত্তক, "পৌর্ণমাস্যাং স্যাৎ"—উপাংশুযাজ পৌর্ণমাসীতে কর্ত্তব্য হইবে, "প্রধানশব্দসংযোগাৎ"—যে হেতু প্রধান যে পৌর্ণমাসী শব্দ তাহার সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে, "গুণত্বাৎ" —গুণভূত বলিয়া, "মন্ত্রঃ যথাপ্রধানং স্যাৎ"—ঐ বৈষ্ণবমন্ত্র প্রধান অনুসারেই হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে, উপাংশুযাজে বিষ্ণু দেবতা; আর সেই উপাংশুযাজ দর্শে কর্ত্তব্য। ইহাতে অপর এক বাদী বলিতেছেন, উপাংশু-যাজে যে বিষ্ণু দেবতা তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাই বলিয়া যে উহা দর্শে কর্ত্তব্য তাহা নহে, কিন্তু উহা পৌর্ণমাসীতে অনুষ্ঠেয়। কারণ, "উপাংশু পৌর্ণমাস্যাং

যজন্" এই শ্রুতিবাক্যে পৌর্ণমাসীর সহিতই উপাংশুযাজ পঠিত হইয়াছে। আর তাহা হইলে বিষ্ণু যখন উপাংশুযাজের দেবতা, আর প্রধানভূত উপাংশুযাজ যখন পৌর্ণমাসীতেই কর্ত্তব্য তখন প্রধানের অনুরোধে ঐ উপাংশুযাজের গুণীভূত যে বৈষ্ণব মন্ত্র, অমাবস্যাযাগের প্রকরণ হইতে পৌর্ণমাসীযাগের প্রকরণে তাহার উৎকর্ষ করিতে হইবে।

অতএব এ স্থলে উপাংশুযাজে দেবতার কোন নিয়ম আছে কি না, এই প্রকার যে বিচার চলিতেছে সেই অধিকরণের মধ্যে গর্ভিতত্বস্বরূপে অপর একটি অধিকরণ পাওয়া গেল। তাহা এইরূপ ;—"উপাংশুযাজমন্তরা যজতি" এই শ্রুতিবাক্যে যে উপাংশুযাজ বিহিত হইয়াছে, উহার কালনিয়ম আছে কি না, উহা কি দর্শে এবং পূর্ণমাসে উভয়ত্রই কর্ত্তব্য অথবা উহা দর্শে কর্ত্তব্য, কিংবা উহা পৌর্ণমাসীতে অনুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে ৫৩শ সূত্রে যে পূর্ব্বপক্ষ পাওয়া গেল তদনুসারে উহা দর্শে কর্ত্তব্য। আর ৫৪শ সূত্রে উহার সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল যে উহা পৌর্ণমাসীতে অনুষ্ঠেয়।

আনন্তর্য্যঞ্চ সান্নায্যস্য পুরোডাশেন দর্শয়তি অমাবাস্যাবিকারে ॥ ৫৫ ॥

অক্ষরার্থ। "আনন্তর্য্যং চ"—আনন্তর্য্যও, "সান্নায্যস্য দর্শয়তি" —সান্নায্যের দেখাইতেছেন, "অমাবাস্যাবিকারে"—অমাবাস্যা যাগের বিকৃতিভূত সাকংপ্রস্থাপ্যযাগে।

ভাষ্যভাবার্থ। উপাংশুযাজ যে পৌর্ণমাসীতেই কর্ত্তব্য তাহার আরও হেতু এই যে, অমাবাস্যা যাগের বিকৃতিভূত যে সাকংপ্রস্থাপ্য যাগ তাহাতে "আগ্নেয়েন পুরোডাশেন প্রচর্য্য" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি পুরোডাশের সহিত সান্নায্যের আনন্তর্য্য দেখাইতেছেন, কিন্তু উপাংশুযাজের আনন্তর্য্য দেখাইতেছেন না।

অগ্নীষোমবিধানাত্তু পৌর্ণমাস্যামুভয়ত্র বিধীয়তে ॥ ৫৬ ॥

অক্ষরার্থ। "পৌর্ণমাস্যাং"—পৌর্ণমাসীতে, "অগ্নীষোমবিধানাৎ" —অগ্নীষোমের বিধান আছে বলিয়া, "উভয়ত্র"—দর্শে এবং পূর্ণমাসে উভয় স্থলে, "বিধীয়তে"—উপাংশুযাজ বিহিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ অন্ত এক বাদী বলিতেছেন, উপাংশুযাজ দর্শে এবং পূর্ণমাসে উভয়ত্রই কর্ত্তব্য। কারণ, সিদ্ধান্তী ৫৪শ সূত্রে যে বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন উহা পৌর্ণমাসীতেই কর্ত্তব্য তাহা অগ্নীষোম দেবতা বিধায়ক বলিয়া তদ্দারা কেবল পৌর্ণমাসীতেই নিয়ম হয় না। অতএব বৈষ্ণব মন্ত্রের পাঠ অনুসারে উপাংশুযাজ দর্শে এবং সিদ্ধান্তীর কথা অনুসারে উহা পূর্ণমাসে উভয়ত্রই অনুষ্ঠেয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

প্রতিষিধ্য বিধানাদ্ বা বিষ্ণুঃ সমানদেশঃ স্যাৎ ॥ ৫৭ ॥

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্তিসূচক, "প্রতিষিধ্য বিধানাৎ" —অমাবাস্যায় প্রতিষেধ করিয়া বিধান আছে বলিয়া, "বিষ্ণুঃ সমানদেশঃ স্যাৎ"—বিষ্ণুদেবতার স্থান সমান হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী বাদী যে বলিয়াছেন, উপাংশুযাজ উভয়ত্র কর্ত্তব্য আর বিষ্ণু এবং অগ্নীষোম দেবতার বিকল্প হইবে, তাহা সঙ্গত নহে। কিন্তু কেবল পৌর্ণমাসীতেই উপাংশু যাজের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, আর তথায় বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার বিকল্প হইবে। যাজ্যা এবং পুরোনুবাক্যারূপ মন্ত্র অনুসারে বিষ্ণু, প্রজাপতি এবং অগ্নীষোম এখানে বিকল্পিতভাবে দেবতা হইবেন। যেহেতু, উপাংশুযাজের বিধিশেষরূপে অর্থবাদ হইতেছে "বিষ্ণুরুপাংশু যষ্টব্যোঽজামিত্বায়। প্রজাপতিরুপাংশু যষ্টব্যোঽজামিত্বায়। অগ্নীষোমাবুপাংশুযষ্টব্যাবজামিত্বায়" অর্থাৎ জামিতাপরিহারের জন্ত বিষ্ণু, প্রজাপতি এবং অগ্নীষোম উপাংশু অর্চ্চনীয়। ইহাতে ঐ তিনটি দেবতার কথাই উপাংশুযাজ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে; কাজেই উপাংশুযাজে উহাদের বিকল্পই হওয়া উচিত। আর "আজ্যস্যৈব নৌ উপাংশু পৌর্ণমাস্যাং যজন্" এই বাক্যের পর "জামি বা এতদ্ যজ্ঞস্য ক্রিয়তে যদন্বঞ্চৌ পুরোডাশৌ" এই বাক্যে বলা হইয়াছে পৌর্ণমাসীতে পর পর দুইটি পুরোডাশের অনুষ্ঠানে জামিতাদোষ হয়; কাজেই তাহা পরিহার করিবার জন্ত মাঝখানে উপাংশুযাজ কর্ত্তব্য। এইরূপে অমাবস্যাতে উহার প্রতিষেধ করা হইয়াছে। কাজেই পৌর্ণমাসীতেই উপাংশুযাজ; আর ঐ সমানদেশেতেই বিষ্ণু দেবতার প্রাপ্তি। ইতি সিদ্ধান্ত।

তথা চান্যার্থদর্শনম্ ॥ ৫৮ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "অন্যার্থদর্শনং চ"—অন্যার্থ-দর্শনও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "চতুর্দ্দশ পৌর্ণমাস্যাম্ আহুতয়:" ইত্যাদি বাক্যে পৌর্ণমাসীতে যে চৌদ্দটি আহুতি এবং অমাবাস্যাতে যে তেরটি আহুতির বিষয় বলা হইয়াছে, সেই অন্যার্থদর্শন হইতেও সিদ্ধান্তপক্ষ সমর্থিত হয়।

ন চানঙ্গং সকৃচ্ছ্রুতাবুভয়ত্র বিধীয়েতাসম্বন্ধাৎ ॥ ৫৯ ॥

অক্ষরার্থ। "চ"—আর, "অনঙ্গং"—যাহা অঙ্গ নহে অর্থাৎ যাহা প্রধান তাহা, "সকৃচ্ছ্রুতৌ"—একটি বাক্য থাকিলেও, "উভয়ত্র ন বিধীয়েত"—উভয় স্থলে (একাধিক স্থলে) বিহিত হইতে পারে না, "অসম্বন্ধাৎ"—যে হেতু সম্বন্ধ নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। উপাংশুযাজ যে উভয়ত্র হইতে পারে না, তাহার আরও হেতু এই যে, উহা প্রধান যাগ। আর যাহা অনঙ্গ অর্থাৎ প্রধান তাহা একটি বিধিবলে একাধিক স্থলে যাইতে পারে না ; যে হেতু, দ্বিতীয় স্থলটিতে তাহার সম্বন্ধ নাই। অতএব পৌর্ণমাসীতেই যখন উপাংশুযাজ কর্ত্তব্য তখন অমাবাস্যায় উপাংশুযাজ হইতে পারে না।

গুণানাঞ্চ পরার্থত্বাৎ প্রবৃত্তৌ বিধিলিঙ্গানি দর্শয়তি ॥ ৬০ ॥

অক্ষরার্থ। "গুণানাঞ্চ পরার্থত্বাৎ"—গুণসকল পরার্থ বলিয়া, "প্রবৃত্তৌ"—প্রবৃত্তিবিষয়ে, "বিধিলিঙ্গানি দর্শয়তি"—বিধির লিঙ্গ (জ্ঞাপকতা) দেখাইতেছেন।

ভাষ্যভাবার্থ। গুণসকল পরার্থ—প্রধানের অনুগত। কাজেই গুণের উপদেশ একবার মাত্র হইলেও প্রধানের অনুরোধে গুণের প্রবৃত্তির আবৃত্তি হইতে পারে ; তাহাতে সকৃৎ-শ্রুতির বাক্যলোপ হয় না। ইহা "অগ্ন্যমন্তাবাজ্য ভাগৌ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই দেখাইয়া দিতেছেন।

বিকারে চাশ্রুতিত্বাৎ ॥ ৬১ ॥

অক্ষরার্থ। "বিকারে"—অমাবাস্যা যাগের বিকার যে সাকংপ্রস্থাপ্য যাগ তাহাতে, "অশ্রুতিত্বাৎ"—উপাংশুযাজের উল্লেখ নাই বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। অমাবাস্যাযাগের বিকার যে সাকংপ্রস্থাপ্য যাগ তাহাতে উপাংশুযাজের নির্দ্দেশ নাই বলিয়াও অমাবাস্যায় উপাংশুযাজ কর্ত্তব্য নহে। ইতি ১৭শ উপাংশুযাজের বিষ্ণ্বাদিদেবতাকত্ব এবং পৌর্ণমাসীকর্ত্তব্যত্বাধিকরণ।

দ্বিপুরোডাশায়াং স্যাদন্তরার্থত্বাৎ ॥ ৬২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্বিপুরোডাশায়াং"—দ্বিপুরোডাশা যে পৌর্ণমাসী অর্থাৎ যে পৌর্ণমাসীযাগে দুইটি পুরোডাশসাধ্য দুইটি যাগ আছে তাহাতেই উপাংশুযাজ কর্ত্তব্য, "অন্তরার্থত্বাৎ"—অন্তরালরূপ অর্থ সিদ্ধ হয় বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণের বিচারে পাওয়া গেল যে, পৌর্ণমাসীতেই উপাংশুযাজ কর্ত্তব্য ; আর তাহাতেই বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা ব্যবস্থিতভাবে বিকল্পিত। কিন্তু ঐ পৌর্ণমাসীযাগ দ্বিপুরোডাশা আছে এবং একপুরোডাশাও আছে। আগ্নেয় প্রভৃতি তিনটি যাগের সমষ্টি লইয়া পৌর্ণমাসী যাগ। যে ব্যক্তি সোমযাগ করে নাই সে ঐ পৌর্ণমাসীর তিনটি যাগের একটি মাত্র যাগ পুরোডাশ দিয়া সম্পাদন করিবে ; সুতরাং তাহার পক্ষে ঐ পৌর্ণমাসী যাগ একপুরোডাশ। আর যে ব্যক্তি সোমযাগ করিয়াছে তাহার পক্ষে ঐ পৌর্ণমাসীর যাগত্রয়ের মধ্যে দুইটি যাগ পুরোডাশ দিয়া কর্ত্তব্য। সুতরাং তাহার পক্ষে ঐ পৌর্ণমাসী যাগ দ্বিপুরোডাশ। এখন সংশয় হইতেছে এই যে, উপাংশুযাজ কি দ্বিপুরোডাশা পৌর্ণমাসীতে কর্ত্তব্য অথবা উহা একপুরোডাশা পৌর্ণমাসীতেই অনুষ্ঠেয় ? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, দ্বিপুরোডাশা যে পৌর্ণমাসী যাগ তাহাতেই উপাংশুযাজ করণীয়। কারণ, "উপাংশুযাজমন্তরা যজতি" এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে যে, পুরোডাশসাধ্য দুইটি যাগের মাঝখানে উপাংশুযাজ করিবে। উহা কিন্তু এক-পুরোডাশায় সম্ভব নহে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অজামিকরণার্থত্বাচ্চ ॥ ৬৩ ॥

অক্ষরার্থ। "অজামিকরণার্থত্বাৎ চ"—অজামিতাকরণরূপ প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। দ্বিপুরোডাশা পৌর্ণমাসীতেই যে উপাংশুযাজ কর্ত্তব্য তাহার আরও কারণ এই যে, জামিতারূপ দোষ পরিহার করিবার নিমিত্ত দুইটি

পুরোডাশের মাঝখানে উপাংশুযাজ করা হয়। কারণ, পর পর দুইটি পুরোডাশের অনুষ্ঠানে সাদৃশ্য নিবন্ধন অর্থাৎ একই প্রকারের কর্ম্মের জন্য আলস্য বা একঘেয়েমি আসে। কিন্তু মাঝখানে যদি অপর একটি যাগরূপ কর্ম্ম করা যায়—যাহা পুরোডাশ-সাধ্য নহে তাহাতে ঐ আলস্য আসিতে পারে না। ইহা "উপাংশুযাজমন্তরা যজতি। বিষ্ণুরুপাংশু যষ্টব্যঃ অজামিত্বায়" অর্থাৎ "উপাংশুযাজ মাঝখানে করিবে। অজামিতার জন্য অর্থাৎ জামিতা বা একঘেয়েমির ফলে যে আলস্য হয় তাহা পরিহার করিবার জন্য বিষ্ণুর পূজারূপ উপাংশুযাজ কর্ত্তব্য" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তদর্থমিতি চেন্ন তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ৬৪ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "তদর্থম্"—অন্তরাল প্রাপ্তির জন্য (দ্বিপুরো-ডাশাতে কর্ত্তব্য), "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়, "ন"—তাহা সঙ্গত হইবে না, "তৎপ্রধানত্বাৎ"—যে হেতু, তাহারই (পৌর্ণমাসীরই) প্রধানতা রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত পূর্ব্বপক্ষে আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলা হই-তেছে, পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন অন্তরা (মধ্যস্থলে) কর্ত্তব্যস্বরূপ প্রয়োজনের জন্য দ্বিপুরোডাশা পৌর্ণমাসীতে উপাংশুযাজ কর্ত্তব্য তাহা সঙ্গত নহে! কারণ, এখানে পৌর্ণমাসীই প্রধান ; যে হেতু, উপাংশুযাজ যাগত্রয়াত্মক পূর্ণমাস যাগেরই অবয়ব। কাজেই পৌর্ণমাসীতেই উপাংশুযাজ কর্ত্তব্য। সুতরাং দ্বিপুরোডাশত্ব বা অন্তরালত্বরূপ গুণ অনাদরণীয়। অতএব দ্বিপুরোডাশা পৌর্ণমাসীতেই যে উপাংশুযাজ কর্ত্তব্য তাহা নহে। ইতি পূর্ব্বপক্ষে সাক্ষী।

অশিষ্টেন চ সম্বন্ধাৎ ॥ ৬৫ ॥

অক্ষরার্থ। "অশিষ্টেন"—অনুপদিষ্ট অন্তরালত্বের সহিত, "সম্বন্ধাৎ চ"—সম্বন্ধ হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। কেবলমাত্র দ্বিপুরোডাশা পৌর্ণমাসীতেই উপাংশুযাজ কর্ত্তব্য নহে। তাহার আরও কারণ এই যে, ইহাতে অন্তরালত্বরূপ গুণের সম্বন্ধ, ঐ অন্তরালত্ব গুণরূপে রক্ষা করা হয়। অথচ শ্রুতি-উপদিষ্ট নহে।

উৎপত্তেস্তু নিবেশঃ স্যাদ্ গুণস্যানুপরোধেনার্থস্য
বিদ্যমানত্বাদ্ বিধানাদন্তরার্থস্য নৈমিত্তিকত্বাৎ
তদভাবেঽশ্রুতৌ স্যাৎ ॥ ৬৬ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—আশঙ্কাব্যাবর্ত্তক, "উৎপত্তেঃ"—উৎপত্তি বাক্য অনুসারে, "নিবেশঃ স্যাৎ"—(পুরোডাশদ্বয়ের অন্তরালে) নিবেশ হইবে, "গুণস্য অনুপরোধেন"—গুণের উপরোধ (বাধা) না করিয়া, "অর্থস্য বিদ্যমানত্বাৎ"—যে হেতু, অন্তরালরূপ অর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, "অন্তরার্থস্য বিধানাৎ"—অন্তরারূপ অর্থের বিধান রহিয়াছে বলিয়া, "নৈমিত্তিকত্বাৎ"—যে হেতু উহা নৈমিত্তিক অর্থাৎ অপূর্ব্বনিমিত্তক অপূর্ব্বসাধক, "তদভাবে"—তাহা অর্থাৎ সেই অন্তরালরূপ অর্থ না থাকিলে, "অশ্রুতৌ"—দ্বিপুরোডাশরূপ পৌর্ণমাসীযাগের অশ্রুতি (অনুল্লেখ) হেতু, "স্যাৎ"—একপুরাডাশা পৌর্ণমাসীতে হইত।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, আশঙ্কা উত্থাপনকারী যাহা বলিয়াছেন তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, এ স্থলে উপাংশুযাজের উৎপত্তিবাক্যেই অন্তরালত্বরূপ গুণ বিহিত হইয়াছে। আর গুণের বাধা না করিয়াই প্রধানের প্রবৃত্তি হওয়া উচিত। বিশেষতঃ দ্বিপুরোডাশা পৌর্ণমাসীতে সম্ভব না হইলে ঐরূপ বলা যাইত। কিন্তু দ্বিপুরোডাশা পৌর্ণমাসীতে ঐ অন্তরালত্বগুণ রক্ষা করা যখন সম্ভব হইতেছে। অতএব অপূর্ব্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঐ অন্তরালত্ব স্বীকার করা উচিত। আর তাহা দ্বিপুরোডাশাতেই সম্ভব। অতএব কেবলমাত্র দ্বিপুরোডাশা পৌর্ণমাসীতেই উপাংশুযাজ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

উভয়োস্তু বিধানাৎ ॥ ৬৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "উভয়োঃ"—একপুরোডাশা এবং দ্বিপুরোডাশা উভয় পৌর্ণমাসীতেই উপাংশুযাজ হইবে, "বিধানাৎ"—যে হেতু, সেইরূপ বিধান রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, একপুরোডাশা এবং দ্বিপুরোডাশা উভয় পৌর্ণমাসীতেই উপাংশুযাজ কর্ত্তব্য হইবে। কারণ, পৌর্ণমাসীর উদ্দেশ্যে উপাংশুযাজ বিহিত, ইহা পূর্ব্ব অধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর একপুরোডাশা এবং দ্বিপুরোডাশা উভয়ই পৌর্ণমাসীই হইতেছে। সুতরাং "আজ্যেনৈব নাবুপাংশু পৌর্ণমাস্যাং যজন্" এই শ্রুতিবাক্যে যখন অবিশেষে পৌর্ণমাসীর উল্লেখ রহিয়াছে তখন কেবলমাত্র দ্বিপুরোডাশা পৌর্ণমাসীতে উপাংশুযাজ করিলে উক্ত শ্রুতিবাক্য ভঙ্গ হইয়া পড়ে। ইতি সিদ্ধান্ত।

গুণানাঞ্চ পরার্থত্বাদুপবেষবদ্ যদেতি স্যাৎ ॥ ৬৮ ॥

অক্ষরার্থ। "গুণানাং পরার্থত্বাৎ চ"—গুণ (অঙ্গ) সকল প্রধানের জন্য বলিয়া, উপবেষবৎ"—উপবেষের ন্যায়, "যদা ইতি স্যাৎ" যখন গুণ প্রাপ্ত হইবে তখন তাহা গৃহীত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন, একপুরোডাশা পৌর্ণমাসীতে উপাংশুযাজ হইলে অন্তরালস্বরূপ গুণের বাধ হয় তদুত্তরে বক্তব্য, যে অবস্থায় অন্তরালস্বরূপ গুণ প্রাপ্ত হয় সেই অবস্থাতেই তাহা গ্রহণীয়, আর তাহা প্রাপ্ত না হইলে গ্রহণীয় নহে। ইহার উদাহরণ যেমন 'উপবেষ'। শ্রুতি বলিতেছেন, 'উপবেষেণ কপালানি উপদধাতি" অর্থাৎ উপবেষের দ্বারা কপালের উপধান করিবে। এ স্থলে যেমন, উপবেষের দ্বারা কপালের উপধান করিতে হইবেই, এরূপ অর্থ নহে; কিন্তু যখন উপবেষ প্রাপ্ত হইবে তখন তদ্দারা উপধান কর্ত্তব্য, নচেৎ নহে, এইরূপই অর্থ। সেইরূপ এখানেও যখন অন্তরাল প্রাপ্ত হইবে তখন তাহার অনুরোধ অনুপেক্ষণীয়, নচেৎ নহে; এইরূপ অর্থই বোদ্ধব্য।

অনপায়শ্চ কালস্য লক্ষণং হি পুরোডাশৌ ॥ ৬৯ ॥

অক্ষরার্থ। "কালস্য অনপায়ঃ চ"—কালের অনপায়ও (অপরিত্যাগও) রহিয়াছে, "হি"—যে হেতু, "পুরোডাশৌ"—পুরোডাশদ্বয়, "লক্ষণং"—এ স্থলে উপলক্ষণ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন, এ স্থলে অন্তরালত্ব না রাখিলে বৈগুণ্য হইবে, তদুত্তরে বক্তব্য—অন্তরালত্ব এখানে গুণভূত নহে যে

অঙ্গবৈগুণ্য ঘটিবে। কিন্তু উহা কালের উপলক্ষণ; উহা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, এই সময়ে উপাংশুযাজ কর্ত্তব্য। আর একপুরোডাশা পৌর্ণমাসীতেই সেই কাল অক্ষুণ্ণই থাকে। যে হেতু, এখানে 'শঙ্খবেলা' ন্যায়ে কালের বোধ হইয়া থাকে।

প্রশংসার্থমজামিত্বম্ ॥ ৭০

অক্ষরার্থ। "অজামিত্বং"—অজামিতার উল্লেখ, "প্রশংসার্থম্" উপাংশুযাজের প্রশংসার জন্য।

ভাষ্যভাবার্থ। আর পূর্ব্বপক্ষবাদী যে অজামিতার কথা বলিয়াছেন তাহাও অকিঞ্চিৎকর। কারণ, এখানে 'অজামিতা' উপাংশুযাজের ফল নহে। কিন্তু অপূর্ব্বই তাহার ফল। ঐ অজামিতার উল্লেখ অর্থবাদমাত্র। এমনই প্রশস্ত এই উপাংশুযাজ যে ইহা দ্বারা জামিতাদোষ পরিহৃত হয়, এই প্রশংসার্থবাদই এ স্থলে বিবক্ষিত। অতএব উভয়স্থলেই উপাংশুযাজ কর্ত্তব্য। ইতি ১৮শ একপুরোডাশাত্বেও উপাংশুযাজাধিকরণ।

ইতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্‌যোগেন্দ্রনাথশর্ম্মশ্রীচরণান্তেবাসি-
শ্রীমৎ ক্ষেত্রমোহনবিদ্যারত্নাত্মজ শ্রীভূতনাথ শর্ম্মকৃত
মীমাংসাভাষ্যভাবার্থানুবাদে
দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

অথ একাদশেঽধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ

প্রয়োজনাভিসম্বন্ধাৎ পৃথক্‌সতাং ততঃ স্যাদৈককর্ম্ম্য-মেকশব্দাভিসংযোগাৎ ॥ ১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রয়োজনাভিসম্বন্ধাৎ"—প্রয়োজনের আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে বলিয়া, "পৃথক্ সতাং"—পৃথক্ ভাবে অবস্থিত অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ উৎপত্তিবাক্যের দ্বারা বোধিত কর্ম্মসকলের, "ততঃ"—ঐ কারণে, "ঐককর্ম্ম্যং স্যাৎ"—এককর্ম্মত্ব অর্থাৎ একফলত্ব হইবে, "একশব্দাভি-সংযোগাৎ"—যে হেতু, একটি শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ থাকায় সকলেরই যুগপৎ প্রয়োজনের (ফলের) সহিত একই সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধ্যায়ে বাধবিষয়ক বিচার করা হইয়াছে; এক্ষণে এই একাদশ অধ্যায়ে তন্ত্র এবং আবাপ লইয়া বিচার করা হইবে। বাধ বিচারের ফল অঙ্গের পরিমাণ নিরূপণ করা আর তন্ত্র এবং আবাপ বিচারের প্রয়োজন প্রয়োগের (অনুষ্ঠানের) পরিমাণ অবধারণ করা। অনেকের উদ্দেশ্যে একের যে প্রবৃত্তি কিংবা উপকারিতা তাহার নাম **তন্ত্রতা**; যাহা তাদৃশ ভাবে প্রবৃত্ত হয় বা উপকার সাধন করে তাহাকে বলে তন্ত্র; তাহার ভাব তন্ত্রতা। যেমন রাত্রিকালে একই সময়ে একই স্থানে অনেক লোক ভোজনে বসিয়াছে; সেখানে যদি একটি দীপ আনা হয় তাহা হইলে তন্ত্রতায় সকলেরই ভোজনের উপকার সাধন করে, সেরূপ স্থলে প্রত্যেকটি লোকের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দীপ নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ কর্ম্মের প্রয়োগ অর্থাৎ অনুষ্ঠান বিষয়ে যাহা একবার প্রবৃত্ত (অনুষ্ঠিত) হইলেই সকল প্রয়োজন নির্ব্বাহ করে তাহার আবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি অনর্থক। যাগাদির মধ্যে কোন্ কোন্ পদার্থে সেই তন্ত্রতা থাকে তাহা বিচার করিয়া দেখান হইবে। আর আবৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ একাধিকবার প্রয়োগের দ্বারা যে উপকার সাধন তাহাকে **আবাপ** বলা হয়।

শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত স্বর্গকামঃ"। এ স্থলে যথাক্রমে অমাবস্যায় এবং পূর্ণিমায় কর্ত্তব্য দর্শ এবং পূর্ণমাস নামক দুটি যাগ

উপদিষ্ট হইয়াছে। আর দর্শে আগ্নেয়াদি তিনটি যাগ এবং পূর্ণমাসেও তিনটি যাগ রহিয়াছে। ঐ ছয়টি যাগের সমষ্টিই দর্শপূর্ণমাস। দর্শপূর্ণমাসের ফল স্বর্গ। সুতরাং ঐ আগ্নেয়াদি ছয়টি যাগের স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকেরই ফল কি স্বর্গ অথবা উহাদের সমষ্টির ফল স্বর্গ, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ঐ ছয়টির প্রত্যেকটি যাগই যখন পরস্পর নিরপেক্ষ এবং পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন তখন ঐ গুলির প্রত্যেকটিরই ফল স্বতন্ত্রভাবে স্বর্গ হওয়া উচিত, অন্যথা ঐ গুলি নিষ্ফল হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ঐ ছয়টি যাগের সমষ্টিকেই যখন দর্শপূর্ণমাস বলা হয়, আর দর্শপূর্ণমাসের ফল যখন স্বর্গ তখন তন্ত্রতা অনুসারে স্বর্গ উহাদের সাধারণভাবে ফল হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

শেষবদ্ বা প্রয়োজনং প্রতিকর্ম্ম বিভজ্যেত ॥ ২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "শেষবৎ"—শেষের ন্যায় অর্থাৎ অঙ্গের ন্যায়, "প্রয়োজনং"—প্রয়োজন অর্থাৎ ফল, "প্রতি-কর্ম্ম"—প্রত্যেক কর্ম্মে, "বিভজ্যেত"—আলাদা আলাদা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, প্রত্যেক প্রধানের অনুরোধে যেমন অঙ্গের আবৃত্তি হয়, অনেক ব্রাহ্মণকে অনুলেপন করিতে হইলে যেমন তন্ত্রতা চলে না, এ স্থলেও সেইরূপ তন্ত্রতা চলিবে না। যে হেতু, প্রত্যেকটি যাগই প্রয়োজনসাকাঙ্ক্ষ। আর স্বর্গরূপ ফল বা প্রয়োজন ঐ যাগষট্‌কের সমুদায়ীর সহিতই সম্বন্ধ কিন্তু সমুদায় বা সমষ্টির সহিত সম্বন্ধ নহে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অবিধানাত্তু নৈবং স্যাৎ ॥ ৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অবিধানাৎ"—বিধান নাই বলিয়া, "তু"—পূর্ব্ব-পক্ষব্যাবর্ত্তক, "ন এবং স্যাৎ"—এরূপ হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, তাহা হইবে না, সমুদায়ী অর্থাৎ প্রত্যেকের সহিত যে এখানে ফলের সম্বন্ধ হইবে তাহা নহে। কারণ, "অবিধানাৎ"—ফলের বিধান নাই বলিয়া; এ স্থলে যদি যাগের উদ্দেশে ফলের বিধান থাকিত তাহা হইলে সমুদায়ীর অনুরোধে স্বর্গ প্রত্যেকের স্বতন্ত্রভাবে ফল হইতে পারিত। কিন্তু এ স্থলে স্বর্গের (ফলের) উদ্দেশেই যাগ

বিহিত। কাজেই স্বর্গ প্রত্যেকের ফল হইতে পারে না; কারণ, ইহাতে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। কিন্তু উহা অন্যতায় সমুদায়াত্মক ঐ যাগের ফল।

শেষস্য হি পরার্থত্বাদ্ বিধানাৎ প্রতিপ্রধানভাবঃ স্যাৎ ॥৪॥

অক্ষরার্থ। "শেষস্য"—অনুলেপনাদিরূপ যে শেষ অর্থাৎ অঙ্গ তাহা, "পরার্থত্বাৎ হি"—পরার্থ অর্থাৎ প্রধানের উপকারক বলিয়া, "বিধানাৎ"—যে হেতু, তাহা সেই ভাবেই বিহিত থাকে, "প্রতিপ্রধান-ভাবঃ স্যাৎ"—প্রত্যেক প্রধানের সহিত স্বতন্ত্র ভাবে আবৃত্তি সহকারে অন্বিত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে অনুলেপনের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা এখানে খাটে না। কারণ, এখানে অনুলেপন গুণরূপেই বিহিত। কাজেই প্রত্যেকের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই তাহা কর্ত্তব্য। যেমন চক্রভ্রমণের দ্বারা (চাক ঘুরাইয়া) ঘট, শরাবাদি নির্ম্মাণ করিতে হয়; আর তাদৃশ স্থলে প্রত্যেকটি ঘট বা শরাবের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চক্রভ্রমণ আবশ্যক। আর ফলের জন্য যাগের বিধান থাকে বলিয়া তাহাই শেষ; সুতরাং ফলের জন্য যাগের ঐ ভাবে আবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু স্বর্গ তাদৃশ শেষ নহে। অতএব সমুদায়ী বা ছয়টি প্রধান যাগের প্রত্যেকটির সহিত পৃথক্ভাবে তাহার সম্বন্ধ হইবে না। ইতি ১ম আগ্নেয়াদি যাগষট্কের সমষ্টির অন্যতায় স্বর্গফলকত্বাধিকরণ।

অঙ্গানান্তু শব্দভেদাৎ ক্রতুবৎ ফলান্যত্বম্ ॥ ৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অঙ্গানাং"—অঙ্গ সকলের, "তু"—প্রত্যবস্থানে অর্থাৎ অধিকরণান্তরসূচক, "শব্দভেদাৎ"—বিধিবাক্যের ভেদ রহিয়াছে বলিয়া, "ক্রতুবৎ"—ভিন্ন ভিন্ন ক্রতুর ন্যায়, "ফলান্যত্বম্"—ভিন্ন ভিন্ন ফল হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসে প্রযাজ, অনুযাজ প্রভৃতি যে সমস্ত অঙ্গকর্ম্ম আছে, সেগুলির প্রত্যেকের ফল কি পৃথক্ পৃথক্ অথবা সেগুলির ফল এক, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্ব পক্ষবাদী বলিতেছেন, ভিন্ন ভিন্ন ক্রতুর ফল

যেমন ভিন্ন ভিন্নই হইয়া থাকে, প্রযাজাদি অঙ্গ কর্ম্ম সকলেরও ফল সেইরূপ ভিন্ন ভিন্নই হইবে। কারণ, ঐ গুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিধিবাক্যের দ্বারা বিহিত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অর্থভেদস্তু তত্রার্থেহৈকার্থ্যাদৈককর্ম্ম্যম্ ॥ ৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অর্থভেদঃ"—অর্থের (প্রয়োজনের) ভেদ আছে, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "তত্র"—সেরূপ স্থলে, "অথ"—পক্ষান্তরে, "ইহ"—এখানে, "ঐককর্ম্ম্যম্"—একই প্রয়োজন।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ভিন্ন ভিন্ন ক্রতুর ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন ; কাজেই তথায় প্রয়োজনাত্মক ফলের ভেদ হইতে পারে। বিশেষতঃ সেই সেই শ্রুতিবাক্যেই তাহাদের ফলভেদ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বিচার্য্য স্থলে প্রযাজাদি গুলি অঙ্গ ; আর অঙ্গী অর্থাৎ প্রধানের উপকার সাধন করাই সবগুলি অঙ্গের একমাত্র প্রয়োজন। কাজেই তদতিরিক্ত অন্য কোন ফল ইহাদের হইতে পারে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

শব্দভেদান্নেতি চেৎ ॥ ৭ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "শব্দভেদাৎ"—ভিন্ন ভিন্ন বিধিবাক্য রহিয়াছে বলিয়া, "ন"—একই ফল হইবে না, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, এ স্থলে যখন প্রত্যেকটি বাক্যে বিধি প্রত্যয়ের ভেদ রহিয়াছে, তখন এখানে একই ফল হইবে না কিন্তু ফলের ভেদ হইবে।

কর্ম্মার্থত্বাৎ প্রয়োগে তাচ্ছব্দ্যং স্যাত্তদর্থত্বাৎ ॥৮॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "কর্ম্মার্থত্বাৎ"—ফলনিষ্পত্তিরূপ কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া (প্রধান যাগের) প্রয়োজন বলিয়া, "প্রয়োগে"—প্রধান যাগের প্রয়োগ অভিহিত হইলে, "তাচ্ছব্দ্যং স্যাৎ"—অঙ্গ-কর্ম্ম সকলেরও

প্রয়োগ সেই শব্দের বিষয় হইয়া থাকে, "তদর্থত্বাৎ"—যে হেতু, অঙ্গ সকল প্রধানার্থই হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহারার্থে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে অঙ্গকর্ম্মসকলের পৃথক্ পৃথক্ ফল হইবে না। কারণ, অঙ্গে স্বতন্ত্র বিধি নাই। কিন্তু প্রধান কর্ম্মের কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষার পরিপূরকরূপেই অঙ্গকর্ম্ম সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অঙ্গকর্ম্মসকলে যদি স্বতন্ত্র বিধি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে প্রধান কর্ম্মের বিধিতে যেমন 'কিং', 'কেন' এবং 'কথং' এই তিন প্রকার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির জন্য যথাক্রমে স্বর্গাদিফল সাধ্যরূপে, যাগাদি করণরূপে এবং প্রযাজাদি ইতিকর্ত্তব্যতারূপে অন্বিত হয় অঙ্গ কর্ম্মসকলেও তাহা হইলে ঐ ভাবে আকাঙ্ক্ষাত্রয়ের পরিপূরক কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু উহাদের মধ্যে কেবল ফলাকাঙ্ক্ষার নিবর্ত্তক-রূপে ফলই কল্পিত হইবে, আর অপর দুইটির কল্পনা করা হইবে না, ইহা বলা চলে না। কাজেই এ স্থলে স্বতন্ত্র, ফলও কল্পনা করা যাইতে পারে না। অতএব অঙ্গ-কর্ম্মসকলের স্বতন্ত্র ফল নাই। ইতি আশঙ্কানিরাস।

কর্ত্তৃবিধের্নানার্থত্বাদ্ গুণপ্রধানেষু ॥ ৯ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "কর্ত্তৃবিধেঃ"—কর্ত্তার প্রতি গুণ এবং প্রধানরূপ যে কর্ম্মদ্বয় বিহিত হয় তাহা, "নানার্থত্বাৎ"—নানার্থ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য হয় বলিয়া, "গুণপ্রধানেষু"—গুণ এবং প্রধান কর্ম্মে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, প্রধান কর্ম্মকে ফলার্থ বলিলে আবার অঙ্গ কর্ম্মকে প্রধানার্থ বলিলে বিরুদ্ধত্রিকদ্বয়াপত্তিরূপ দোষ উপস্থিত হয়। যে হেতু, ইহাতে একই প্রধান কর্ম্ম একবার বিধেয় এবং আর একবার উদ্দেশ্য বা অনুবাদ্য হইয়া পড়িতেছে। এই ত্রিকদ্বয়ের বিরুদ্ধতা কিরূপ তাহা প্রথমভাগের ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এই দোষের পরিহার করিতে হইলে অঙ্গ কর্ম্মসকলেও স্বতন্ত্র বিধি স্বীকার করিতে হয়। ইতি আশঙ্কা।

আরম্ভস্য শব্দপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ১০ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "আরম্ভস্য"—আরম্ভের অর্থাৎ আরম্ভরূপ ব্যাপারের অন্বয়বোধজনিকা আকাঙ্ক্ষা, "শব্দপূর্ব্বত্বাৎ"—ভাবনাবাচক-শব্দজনিত বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার সমাধান কল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—এ স্থলে বিরুদ্ধত্রিকদ্বয়াপত্তিরূপ দোষ হইবে না। কারণ, এ স্থলে যদি যাগরূপ প্রধান কর্ম্মের অনুবাদ করিয়া ঐ অঙ্গগুলি বিহিত হইত, তাহা হইলে ঐ দোষ হইতে পারিত। কিন্তু এখানে প্রধান যাগবিধায়ক বিধির কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষার পরিপূরকরূপেই অঙ্গ কর্ম্মসকল ভাবনার সহিত অন্বিত হয়, কিন্তু ঐগুলি সাক্ষাৎ যাগের সহিত অন্বিত হয় না। কাজেই যাগরূপ প্রধান কর্ম্মের অনুবাদপূর্ব্বক অঙ্গ কর্ম্মগুলি বিহিত না হওয়ায় উক্ত দোষের অবকাশ নাই। অতএব প্রধান কর্ম্মের প্রয়োগবচনের দ্বারাই অঙ্গ কর্ম্মসকল প্রাপ্ত বলিয়া অঙ্গকর্ম্মে স্বতন্ত্র বিধি নাই; সুতরাং অঙ্গকর্ম্মের স্বতন্ত্র ফলও হইবে না। ইতি ২য় অঙ্গসকলের এককার্য্যাধিকরণ।

একেনাপি সমাপ্যেত কৃতার্থত্বাদ্ যথা ক্রত্বন্তরেষু
প্রাপ্তেষু চোত্তরাবৎ স্যাৎ ॥ ১১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "একেন অপি সমাপ্যেত"—একটি অঙ্গের দ্বারাই সমাপ্ত হইবে, "কৃতার্থত্বাৎ"—যে হেতু, তাহাতেই অঙ্গাকাঙ্ক্ষা কৃতার্থ (চরিতার্থ অর্থাৎ নিবৃত্ত) হইয়া যায়, "যথা ক্রত্বন্তরেষু"—যেমন অপরাপর যজ্ঞের বেলায় হইয়া থাকে, "প্রাপ্তেষু চ"—আর অপরাপর প্রাপ্ত অঙ্গগুলির পক্ষে, "উত্তরাবৎ স্যাৎ"—'উত্তরা' বাক্যের ন্যায় হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মগুলির করণাকাঙ্ক্ষা কি যে কোন একটি অঙ্গের দ্বারা চরিতার্থ হয় সুতরাং একটিমাত্র অঙ্গেরই অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য অথবা সকলগুলি অঙ্গের দ্বারাই তাহা পূর্ণ হয়, সুতরাং সকলগুলি অঙ্গেরই অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, একটি মাত্র অঙ্গের দ্বারাই ঐ আকাঙ্ক্ষা যখন চরিতার্থ হইয়া যায় তখন অবশিষ্ট অঙ্গগুলির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু সে গুলির বিকল্পই হইবে। যেমন "বাগ্‌যতস্তিস্রো দোহয়িত্বা তূষ্ণীমুত্তরা দোহয়ন্তি" অর্থাৎ "তিনটি গরু বাগ্‌যত হইয়া দোহন করিয়া 'উত্তরা'গুলি অর্থাৎ অবশিষ্টগুলি দোহন করিবে।" এ স্থলে যেমন 'উত্তরা'গুলির দোহনে বাগ্‌যমের নিয়ম নাই, এখানেও সেইরূপ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ফলাভাবান্নেতি চেৎ ॥ ১২ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "ফলাভাবাৎ"—ফলের অভাব হইবে বলিয়া, "ন"—যে কোন একটি অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই হইবে ইহা বলা চলে না, "ইতি চেৎ"—এইরূপ যদি শঙ্কা করা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি কেহ শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, সকল অঙ্গের দ্বারা উপকৃত যে প্রধান কর্ম্ম তাহাই ফলপ্রদ হইয়া থাকে। সুতরাং যে কোন একটি অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গগুলি পরিত্যাগ করিলে প্রধান কর্ম্ম ফলপ্রদ হইবে না। ইতি শঙ্কা।

ন কর্ম্মসংযোগাৎ প্রয়োজনমশব্দদোষং স্যাৎ ॥ ১৩ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, "কর্ম্ম-সংযোগাৎ" যে হেতু, কর্ম্মের সহিত অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মের সহিতই ফলের সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ, "প্রয়োজনম্"—প্রয়োজন অর্থাৎ অঙ্গকৃত উপকার, "অশব্দদোষং স্যাৎ"—শব্দের অর্থাৎ শ্রুতির দোষ জন্মাইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন, উক্ত প্রকার শঙ্কা সঙ্গত নহে। কারণ, প্রধান কর্ম্ম হইতেই ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে। আর প্রধান কর্ম্ম অঙ্গকর্ম্মের উপকারের অপেক্ষা রাখে বটে কিন্তু সেই উপকার যে কোন একটি অঙ্গের দ্বারাই চরিতার্থ হয়। সুতরাং অঙ্গকর্ম্ম হইতে যখন ফলোৎপত্তি হয় না তখন ইহাতে "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" এই শ্রুত্যর্থের কোনরূপ ব্যাকোপ হয় না। ইতি আশঙ্কানিরাস।

ঐকশব্দ্যাদিতি চেৎ ॥ ১৪ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "ঐকশব্দ্যাৎ"—একশব্দত্ব অর্থাৎ একবিধিবিষয়ত্ব রহিয়াছে বলিয়া (যে কোন একটি অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলে চলিবে না), "ইতি চেৎ" ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পুনরায় পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলা হইতেছে, "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত" এই শ্রুতিবাক্যে অঙ্গোপাঙ্গের সহিত একটি প্রয়োগ অর্থাৎ অনুষ্ঠান যখন বুঝাইতেছে, তখন কতকগুলি অঙ্গকে বাদ দিলে কিরূপে প্রয়োগ পূর্ণ হইতে পারে? ইতি শঙ্কা।

নার্থপৃথক্ত্বাৎ সমত্বাদগুণত্বম্ ॥ ১৫ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না, অর্থাৎ উক্ত শঙ্কা ঠিক নহে, "অর্থ-পৃথক্ত্বাৎ"—যে হেতু, অর্থের অর্থাৎ প্রয়োজনের পার্থক্য রহিয়াছে, "সমত্বাৎ অগুণত্বম্"—অন্যথা সম (তুল্যজাতীয়) হওয়ায় গুণ অর্থাৎ অঙ্গ হইতে পারে না।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহারার্থে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, অঙ্গ এবং প্রধান প্রত্যেকের প্রয়োজন পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া সকলের ফলসম্বন্ধ হইতে পারে না। যে হেতু, প্রধান কর্ম্ম হইতেছে ফলার্থ, আর অঙ্গ কর্ম্ম হইতেছে প্রধানার্থ। যদি অঙ্গ এবং প্রধান উভয়ই ফলার্থ হয় তাহা হইলে অঙ্গ অগুণ অর্থাৎ অনঙ্গ বা প্রধান হইয়া পড়ে। তবে অঙ্গভূয়স্থে ফলভূয়স্থ অর্থাৎ অঙ্গের আধিক্যে প্রধানের আধিক্য দ্বারা ফলেরও আধিক্য হইতে পারে। সুতরাং স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে যে যতটা অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে পারে সে ততগুলি অঙ্গেরই অনুষ্ঠান করিবে, ইহাতে ফলের কোন ত্রুটি হইবে না। অতএব এ স্থলে অঙ্গের বিকল্পই হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

বিধেস্ত্বেকশ্রুতিত্বাদপর্য্যায়বিধানান্নিত্যবচ্ছ্রুতভূতাভি-সংযোগাদর্থেন যুগপৎ প্রাপ্তের্যথাপ্রাপ্তং স্বশব্দো নিবীতবৎ সর্ব্বপ্রয়োগে প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ॥১৬॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "বিধেঃ একশ্রুতিত্বাৎ"—যে হেতু, বিধি অর্থাৎ প্রয়োগবিধি একটিমাত্র শব্দের বিষয়, "অপর্য্যায়বিধানাৎ"—পর্য্যায়ক্রমে বিধান নাই বলিয়া, "নিত্যবৎ

শ্রুতভূতাভি সংযোগাৎ"—নিত্যের ন্যায় শ্রুত যে ভাবনাবাচক শব্দ তাহাতে ভূত অর্থাৎ প্রাপ্ত বা উত্থিত যে কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষা তাহার সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া, "অর্থেন"—প্রধানের উপকারাকাঙ্ক্ষারূপ যে প্রয়োজন তাহা দ্বারা, "যুগপৎ প্রাপ্তেঃ"—সবকটি অঙ্গই যুগপৎ (একই কালে) প্রাপ্ত হয় বলিয়া, "যথাপ্রাপ্তং স্বশব্দঃ"—স্বশব্দ অর্থাৎ প্রয়োগবিধি যথাপ্রাপ্ত অর্থাৎ তৎপ্রসঙ্গে উপদিষ্ট সকলগুলি অঙ্গকেই গ্রহণ করিবে, "নিবীত-বৎ"—নিবীতবিধায়কবাক্যের ন্যায়, "সর্ব্বপ্রয়োগে প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ"—অতএব সকল অঙ্গগুলির অনুষ্ঠানেই প্রবৃত্তি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রধান কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গোপ-সংহারেই অনুষ্ঠেয়—তৎপ্রসঙ্গে যতগুলি অঙ্গের নির্দ্দেশ সে গুলির সব কটিরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কারণ, এখানে প্রধানের উপকারাকাঙ্ক্ষা হইলে সবগুলি অঙ্গই 'খলেকপোত' ন্যায়ে * উপকারকরূপে যুগপৎ উপস্থিত হইয়া থাকে বলিয়া প্রধান-বিধ্যপেক্ষিত প্রয়োগবিধি সেই গুলির সবকটিকেই গ্রহণ করিয়া থাকে। সে গুলির মধ্যে এইটি গ্রহণীয় এবং এইটি পরিত্যাজ্য, এই প্রকার বিশেষণের কোনও কারণ নাই। কাজেই সে গুলির একটিকেও পরিত্যাগ করা যায় না, পরিত্যাগ করিবার পক্ষে কোন হেতুই নাই। যেমন "নিবীতা ঋত্বিজঃ প্রচরন্তি" এই বাক্যে যে নিবীতত্ব বিহিত হইয়াছে তাহা অবিশেষে তত্র সন্নিহিত সকল ঋত্বিকের পক্ষেই বিহিত, সেইরূপ এ স্থলেও সকল প্রধান যাগের পক্ষে সব কটি অঙ্গকর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

তথা কর্ম্মোপদেশঃ স্যাৎ ॥ ১৭ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ হইলে, "কর্ম্মোপদেশঃ স্যাৎ"—কর্ম্মের বিধি সঙ্গত হইবে।

---

* ছোট, বড়, বৃদ্ধ, যুবা ইত্যাদি জাতীয় সবগুলি কপোত যেমন সকলে এক সঙ্গে খামারে ধান্যাদি শস্য খাইতে নামিয়া পড়ে সেইরূপ সবগুলি পদার্থ যুগপৎ কাহারও সহিত অন্বিত হয়। ইহাকে 'খলেকপোত'ন্যায় বলে।

ভাষ্যভাবার্থ। সর্ব্বাঙ্গানুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা সিদ্ধ হইলে কর্ম্মের বিধি সঙ্গত হয়। "চতুর্দ্দশ পৌর্ণমাস্যামাহুতয়ো হূয়ন্তে পঞ্চদশামাবাস্যায়াং" এই বাক্যে পৌর্ণমাসীতে চৌদ্দটি এবং অমাবাস্যায় যে পনরটি আহুতির বিধান করা হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয়।

ক্রত্বন্তরেষু পুনর্ব্বচনম্ ॥ ১৮ ॥

অক্ষরার্থ। "ক্রত্বন্তরেষু"—অপরাপর ক্রতুতে, "পুনর্ব্বচনং"—ফলের পুনরুল্লেখ আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে ক্রত্বন্তরের উদাহরণ দিয়াছিলেন তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন ক্রতুতে পৃথক্ পৃথক্ ফলের নির্দ্দেশ আছে বলিয়া তথায় ফলভেদ হইতে পারে। কিন্তু অঙ্গকর্ম্ম সম্বন্ধে সে ভাবে ফলভেদের নির্দ্দেশ নাই; কাজেই তথায় ফলভেদ হইতে পারে না। অতএব সবগুলি মিলিত ভাবেই প্রধান কর্ম্মের উপকার সাধন করে বলিয়া এস্থলে সবগুলিই সমুচিতভাবে অনুষ্ঠেয় —একটিও বাদ দিলে চলিবে না।

উত্তরাস্বশ্রুতিত্বাদ্ বিশেষাণাং কৃতার্থত্বাৎ স্বদোহে যথাকামী প্রতীয়েত॥ ১৯ ॥

অক্ষরার্থ। "উত্তরাসু"—উত্তরা ধেনুগুলির পক্ষে, "অশ্রুতিত্বাৎ" —দোহন অশ্রুতি অর্থাৎ অবিহিত বলিয়া, "স্বদোহে"—স্বীয় অপরাপর ধেনুগুলির দোহে, "যথাকামী প্রতীয়েত"—যদৃচ্ছাক্রমে প্রতীত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে উত্তরা ধেনুগুলির দোহনের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, তথায় উত্তরাগণের দোহন বিধেয় নহে কিন্তু বাগ্‌বিসর্জ্জন প্রভৃতি বিশেষগুলিই বিধেয়। যে হেতু, তাহা না হইলে বাক্যভেদ হয়। সুতরাং স্বীয় ধেনুগুলি যখন দোগ্ধব্য তখন তাহা যদৃচ্ছাক্রমে বাগ্‌বিসর্জ্জন-পূর্ব্বকই হউক কিংবা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াই হউক দোহনীয়। অতএব উহা যখন দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, তখন পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে সর্ব্বাঙ্গোপসংহারে কর্ম্ম কর্ত্তব্য, সকল অঙ্গগুলিই অনুষ্ঠেয়। ইতি ভয় দর্শপূর্ণমাসাদিকর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গোপসংহারাধিকরণ।

কর্ম্মণ্যারম্ভভাব্যত্বাৎ কৃষিবৎ প্রত্যারম্ভং ফলানি স্যুঃ ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "কর্ম্মণি"—কাম্যকর্ম্মে, "আরম্ভভাব্যত্বাৎ"—ফল অনুষ্ঠানসাধ্য বলিয়া, "কৃষিবৎ"—কৃষির ন্যায়, "প্রত্যারম্ভং"—প্রত্যেক অনুষ্ঠানে, "ফলানি স্যুঃ"—পৃথক্ পৃথক ফল হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। চিত্রাদি কাম্যকর্ম্মসকল ফলাধিক্যের জন্য কি পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠেয় অথবা তাহা একবারমাত্রই কর্ত্তব্য, ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্ত-মুখে অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন, কৃষি প্রভৃতি যেমন পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য, যতবার ধান্য আবশ্যক হইবে ততবার কর্ষণ, রোপণাদি করিতে হয়, সেইরূপ চিত্রাদি কর্ম্মও ফলাধিক্যের জন্য বার বার অনুষ্ঠেয়। যে হেতু, কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারাই ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অধিকারশ্চ সর্ব্বেষাং কার্য্যত্বাদুপপদ্যতে বিশেষঃ ॥ ২১ ॥

অক্ষরার্থ। "সর্ব্বেষাং কার্য্যত্বাৎ"—সকল অর্থাৎ বহুফল কার্য্য অর্থাৎ উৎপাদ্য বলিয়া, "বিশেষঃ অধিকারঃ"—বিশেষ অধিকার যে শ্রুতির মধ্যে কুত্রচিৎ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা, "উপপদ্যতে"—উপপন্ন হয় অর্থাৎ সঙ্গত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "তেষাং যে প্রথমং যজেরন্ তেষাং গোরতিরাত্রো যে দ্বিতীয়ং তেষামায়ুঃ" ইত্যাদি বাক্যে এই যে একই যাগের একাধিক-বার অনুষ্ঠানের উল্লেখ তাহাও এই কারণেই সঙ্গত হয় এবং তাহাও এই পক্ষে উপষ্টম্ভক ; যে হেতু, একাধিকবার অনুষ্ঠানের দ্বারাই একাধিকবার ফল পাওয়া যায়।

সকৃত্তু স্যাৎ কৃতার্থত্বাদঙ্গবৎ ॥ ২২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সকৃৎ"—একবার মাত্র, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় হইবে, "কৃতার্থত্বাৎ"—তাহাতেই চরিতার্থ হয় বলিয়া, "অঙ্গবৎ"—অঙ্গকর্ম্মের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, অঙ্গকর্ম্ম যেমন একবার-মাত্রই অনুষ্ঠেয়, যে হেতু তাহাতেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ প্রধানযাগও একবারমাত্রই অনুষ্ঠেয়, কারণ, তাহাতেই এক বা একাধিক ফলের যে আকাঙ্ক্ষা তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

শব্দার্থশ্চ তথা লোকে ॥ ২৩ ॥

অক্ষরার্থ। "লোকে"—লোকব্যবহারে, "তথাচ"—সেই-রূপই, "শব্দার্থঃ"—শব্দের অর্থ (দৃষ্ট হইয়া থাকে)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী নিজ মত লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা দৃঢ় করিবার জন্য আরও বলিতেছেন, ফলাধিক্য অভিপ্রেত হইলেও কর্ম্মটি যে একবার-মাত্রই অনুষ্ঠেয়, তাহা লোকব্যবহার হইতেও প্রমাণিত হয়। যে হেতু, কেহ যদি বলে 'কাষ্ঠ আন' তাহা হইলে একবারমাত্র আনয়নেই যেমন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এ স্থলেও সেইরূপ একবারমাত্র যাগ অনুষ্ঠানেই প্রয়োজন সফল হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

অপি বা সম্প্রয়োগে যথাকামী প্রতীয়েতাশ্রুতিত্বাদ্
বিধিষু বচনানি স্যুঃ ॥ ২৪ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "সম্প্রয়োগে"—প্রয়োগানুষ্ঠানে, "যথাকামী প্রতীয়েত"—কামনা অনুসারে আবৃত্তি হইবে, "অশ্রুতিত্বাৎ"—যে হেতু, একবারমাত্রই যে অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য এমন কোন নিয়ম নাই, "বিধিষু বচনানি স্যুঃ"—যে হেতু, কেবল অনুষ্ঠানবিষয়কই বচন আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত পূর্ব্বপক্ষের পরিহারার্থে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, যাগাদিগুলি কামনাভেদেও একবারই যে কর্ত্তব্য এমন কোন নিয়ম যখন নাই কিন্তু কেবলমাত্র অনুষ্ঠানেরই যখন উপদেশ রহিয়াছে, তখন ফলের কামনা অনুসারে যতবার সেই ফল পাইতে ইচ্ছা হইবে, ততবারই সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য,

কিন্তু একবার মাত্র আনুষ্ঠান করিলে অনেকবার ফল পাওয়া যাইবে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

ঐকশব্দ্যাৎ তথাঙ্গেষু ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। "ঐকশব্দ্যাৎ"—একটি শব্দের (বিধির) বিষয়-বলিয়া, "অঙ্গেষু তথা"—অঙ্গকর্ম্মসকলে সেইরূপ হইবে অর্থাৎ একবার মাত্র অনুষ্ঠান হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে অঙ্গকর্ম্মের উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা এখানে খাটে না। কারণ, "ঐকশব্দ্যাৎ"—অঙ্গ কর্ম্ম এবং প্রধান কর্ম্মের বিধায়ক শব্দ একটিই হইতেছে। আর তাহা কথন্তাবাকাঙ্ক্ষার পূরকরূপে অঙ্গকর্ম্ম সকলকে একবার মাত্র গ্রহণ করিলে পুনরায় সেই কথন্তাবাকাঙ্ক্ষা থাকে না বলিয়া দ্বিতীয়বার অঙ্গকর্ম্মের প্রাপ্তি হয় না। পক্ষান্তরে ফলাকাঙ্ক্ষাই প্রধান যাগের প্রযোজক। আর সেই ফলাকাঙ্ক্ষা যখন পুনঃ পুনঃ হইতেছে তখন সেই ফলের সাধক যে যাগ তাহাও ফলেচ্ছা অনুসারে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠেয় হইয়া থাকে।

লোকে কর্ম্মার্থলক্ষণম্ ॥ ২৬ ॥

অক্ষরার্থ। "লোকে"—লোকব্যবহারে, "কর্ম্ম অর্থলক্ষণম্"—অর্থলক্ষণ অর্থাৎ কর্ম্ম প্রয়োজনানুরূপ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে লৌকিক ব্যবহারের উদাহরণ দিয়াছেন তাহাও ঠিক নহে। কারণ, লোকব্যবহারে প্রয়োজন অনুসারেই কর্ম্ম করা হইয়া থাকে। কেহ যদি কাহাকেও কাষ্ঠ আনিতে বলে তাহা হইলে প্রয়োজন অনুসারে সে একবার মাত্রও কাষ্ঠ আনে আবার একাধিকবারও কাষ্ঠ আনে, আবার প্রয়োজন নাই বুঝিলে উক্ত আদেশ শুনিয়াও মোটেই কাষ্ঠ আনিতে প্রবৃত্ত হয় না। কাজেই তাহা এখানে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। অতএব লোকে কর্ম্ম অর্থলক্ষণ অর্থাৎ প্রয়োজনানুসারী কিন্তু বেদে কর্ম্ম শব্দলক্ষণ (বিধি-অনুসারী) বলিয়া ফলেচ্ছা অনুসারে বৈদিক কর্ম্ম একাধিকবার অনুষ্ঠেয়। ইতি ৪র্থ ফলাধিক্যের অনুরোধে কাম্যকর্ম্ম সকলের একাধিকবার অনুষ্ঠানাধিকরণ।

ক্রিয়াণামর্থশেষত্বাৎ প্রত্যক্ষতস্তন্নির্ব্বৃত্ত্যাঽপবর্গঃ স্যাৎ ॥ ২৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ক্রিয়াণাম্"—অবহনন, পেষণ প্রভৃতি ক্রিয়াসকল, "অর্থশেষত্বাৎ"—দৃষ্টপ্রয়োজনের অধীন বলিয়া, "প্রত্যক্ষতঃ"—প্রত্যক্ষের দ্বারা, "তন্নির্ব্বৃত্ত্যা"—তাহার অর্থাৎ সেই প্রয়োজনের নিষ্পত্তি হইলে, "অপবর্গঃ স্যাৎ"—ঐ ক্রিয়াসকলেরও অপবর্গ অর্থাৎ নিবৃত্তি হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "ব্রীহীন্ অবহন্তি", "তণ্ডুলান্ পিনষ্টি" ইত্যাদি বাক্যে অবঘাত, পেষণ প্রভৃতি যে সমস্ত অঙ্গকর্ম্ম বিহিত হইয়াছে সেগুলি কি একবারমাত্রই কর্ত্তব্য অথবা অনেকবার অনুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে ঐ সকল অঙ্গকর্ম্ম একবারমাত্রই কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—ঐ অবঘাত, পেষণ প্রভৃতি অঙ্গকর্ম্মগুলি যখন দৃষ্টার্থক, দৃষ্টফলের অধীন তখন যতক্ষণ না ব্রীহি হইতে তণ্ডুলনিষ্পত্তি হয় ততক্ষণ অবঘাত কর্ত্তব্য এবং যাবৎকাল না তণ্ডুলগুলি নিঃশেষে পিষ্ট হয় তাবৎকাল পেষণ করণীয়। অবঘাত এবং পেষণাদি ফলনিষ্পত্তিতেই নিবৃত্ত হইবে।

ধর্ম্মমাত্রে ত্বদর্শনাচ্ছব্দার্থেনাপবর্গঃ স্যাৎ ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। "ধর্ম্মমাত্রে"—কেবলমাত্র ধর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্ট বা অপূর্ব্ব যেখানে প্রয়োজন তথায়, "তু"—প্রত্যুদাহরণার্থক, "অদর্শনাৎ"—দৃষ্ট প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না বলিয়া, "শব্দার্থেন"—শব্দের অর্থাৎ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অনুসারে, "অপবর্গঃ স্যাৎ"—ক্রিয়ার নিবৃত্তি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। উহারই প্রত্যুদাহরণের জন্য বলিতেছেন, যেখানে দৃষ্টপ্রয়োজন নাই, কিন্তু অদৃষ্ট, অপূর্ব্বই প্রয়োজন তাদৃশ অঙ্গকর্ম্ম একবারমাত্রই কর্ত্তব্য। যেমন ব্রীহির প্রোক্ষণ, কিংবা "ঔদুম্বরমুলূখলং সর্ব্বৌষধস্য পূরয়িত্বা অবহন্তি" অর্থাৎ উদুম্বরনির্ম্মিত উলূখল সর্ব্বৌষধি দ্বারা পূর্ণ করিয়া অবঘাত করিবে

—এ স্থলের যে অবঘাত তাহা অদৃষ্টার্থক বলিয়া তাহা একবার মাত্রই কর্ত্তব্য। ইতি ৫ম অঙ্গকর্ম্মের অনভ্যাস-(অভ্যাসাভাবা)-ধিকরণ।

ক্রতুবচ্চানুমানেনাভ্যাসে ফলভূমা স্যাৎ ॥ ২৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ক্রতুবৎ"—ক্রতুর ন্যায়, "চ"—অধিকরণান্তর-সূচক, "অনুমানেন"—অনুমানের দ্বারা জানা যায় যে, "অভ্যাসে"—অঙ্গকর্ম্মসকলের অভ্যাসে অর্থাৎ একাধিকবার অনুষ্ঠানে, "ফলভূমা স্যাৎ" —ফলের ভূমা অর্থাৎ বহুত্ব বা আধিক্য হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রযাজাদি অঙ্গকর্ম্ম সকল একই প্রয়োগে একাধিকবার অনুষ্ঠেয় হইতে পারে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, কারীরী প্রভৃতি ইষ্টির অনুষ্ঠানাধিক্যে যেমন ফলেরও আধিক্য হয় সেইরূপ একই প্রযোগে যদি প্রযাজাদি অঙ্গকর্ম্ম সকলের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করা হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই যাগের ফলের আধিক্য হইবে। ইহা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। অনুমানটী এইরূপ,—প্রযাজাদি অঙ্গকর্ম্মের অভ্যাস (একাধিকবার অনুষ্ঠান) অধিক উপকারের সাধন, যে হেতু তাহা ক্রিয়ার আবৃত্তি, যেমন কাম্যক্রতুসকলের আবৃত্তি। অতএব ফলাধিক্যের জন্য প্রযাজাদি অঙ্গকর্ম্ম সকল পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করা উচিত। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সকৃদ্ বা কারণৈকত্বাৎ ॥ ৩০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সকৃৎ"—অঙ্গকর্ম্ম সকল একবারমাত্র কর্ত্তব্য, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "কারণৈকত্বাৎ"—যে হেতু, প্রধানরূপ কারণ একটি মাত্রই হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, একটি প্রয়োগে অঙ্গকর্ম্মসকল একবারমাত্রই অনুষ্ঠেয়। কারণ, অঙ্গকর্ম্ম সকল প্রধান কর্ম্মের উপকার সাধন করে, অঙ্গকর্ম্ম সকলের দ্বারা উপকৃত হইলে তবেই প্রধান কর্ম্ম ফলপ্রদ হয়। আর সেই যে উপকার তাহা অঙ্গকর্ম্মসকল একবার অনুষ্ঠিত হইলেও যাদৃশ হইবে উহা বহুবার অনুষ্ঠিত হইলেও তাদৃশই হইবে, অতিরিক্ত কোন আধিক্য আধান করিতে পারিবে না। যদি বলা হয় কর্ষণাদিরূপ অঙ্গের অল্পতা বা অতিরিক্ততা অনুসারে যেমন কৃষির তারতম্য হয় এ স্থলেও সেইরূপ হইবে না কেন? তদুত্তরে বক্তব্য,

ইহা দৃষ্টফল ; কাজেই এ স্থলে যেমন দেখা যায় তেমনটিই স্বীকার করিতে হয়, অন্যথা দৃষ্টবাধ হইয়া থাকে। কিন্তু ফলের সহিত যাগাদির সাধ্যসাধনতা সম্বন্ধ অদৃষ্ট, একমাত্র শাস্ত্রগম্য। কাজেই সে সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেমন নির্দ্দেশ আছে তদনুসারেই কল্পনা করিতে হয়। সুতরাং শাস্ত্রে যেখানে অঙ্গকর্ম্মের আবৃত্তির উল্লেখ নাই এবং ফলেরও তারতম্যের কথা উপদিষ্ট নাই সেখানে সেই একাধিকবার অনুষ্ঠান অশাস্ত্রীয় এবং নিরর্থক।* অতএব একই প্রয়োগে অঙ্গকর্ম্মসকলের অনুপদিষ্ট অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তি বা একাধিকবার অনুষ্ঠান হইবে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

পরিমাণং চানিয়মেন স্যাৎ ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। "পরিমাণং চ"—পরিমাণও, "অনিয়মেন স্যাৎ"—অনিয়মে হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি স্বেচ্ছানুসারে অঙ্গকর্ম্মের বাহুল্য ফলাধিক্যের কারণ হইত, তাহা হইলে "চতুর্দ্দশ পৌর্ণমাস্যামাহুতয়ো হূয়ন্তে পঞ্চদশামাবাস্যায়াম্" এই শ্রুতিবাক্যে যে পৌর্ণমাসীতে চৌদ্দটি এবং অমাবস্যায় পনরটি আহুতি দিবার নিয়ম করা হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয় না। যে হেতু, কেহ যদি উহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক আহুতি দেয় তাহা হইলে তাহাও সার্থক হইয়া যায়। আর তাহা হইলে ঐ 'চতুর্দ্দশ' এবং 'পঞ্চদশ' বিষয়ক শাস্ত্র অপ্রমাণ হইয়া পড়ে।

ফলস্যারম্ভনির্ব্বৃত্তেঃ ক্রতুষু স্যাৎ ফলান্যত্বম্ ॥ ৩২ ॥

অক্ষরার্থ। "ফলস্য আরম্ভনির্ব্বৃত্তেঃ"—ফল অনুষ্ঠান হইতেই নির্ব্বৃত্ত অর্থাৎ নিষ্পন্ন বা সিদ্ধ হয় বলিয়া, "ক্রতুষু"—কারীরী প্রভৃতি যজ্ঞে, "ফলান্যত্বং স্যাৎ"—ফলের অন্যথা হইতে পারে।

---

* প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের "ফলস্য কর্ম্মনিষ্পত্তেঃ" ইত্যাদি সপ্তদশ সূত্রের সহিত এ স্থলে বিরোধ হইতেছে, এরূপ আশঙ্কা করা সঙ্গত নহে। কারণ, তথায় বলা হইয়াছে এই যে—যেখানে অল্প পরিশ্রমসাধ্য এবং বহু শ্রমসাধ্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের একই ফল শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে তথায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ইহাই যে, কর্ম্মের অল্পতা কিংবা আধিক্য অনুসারে ফলেরও অল্পতা কিংবা আধিক্য হয়! সুতরাং এই দৃষ্টান্তে স্বেচ্ছানুসারে অঙ্গকর্ম্মের আধিক্য অথবা আবৃত্তি করা যায় না, কারণ, তাহা অশাস্ত্রীয়। ১ম খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে 'ক্রতুবৎ' বলিয়া উদাহরণ দিয়াছেন তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, তাহা প্রধান কর্ম্ম ; কর্ষণাদি যেমন প্রধান কর্ম্ম ঐ সকল ক্রতুও সেইরূপ প্রধান কর্ম্ম। কাজেই কর্ষণের আবৃত্তিতে যেমন ফলাধিক্য হয় সেইরূপ প্রধান যাগের আবৃত্তিতে ফলেরও আবৃত্তি সুতরাং বাহুল্য হইবে। বস্তুতঃ যে সকল কাম্য কর্ম্মের আবৃত্তি করিতে পারা যায় বলিয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হইতে অবগত হওয়া যায়, কেবল সেই কর্ম্মগুলিরই আবৃত্তি হইবে—স্বেচ্ছানুসারে নহে।

অর্থবাংস্তু নৈকত্বাদভ্যাসঃ স্যাদনর্থকো যথা ভোজনমেক-
স্মিন্নর্থস্যাপরিমাণত্বাৎ প্রধানে চ ক্রিয়ার্থত্বাদনিয়মঃ
স্যাৎ ॥ ৩৩ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—আশঙ্কাদ্যোতক, "অভ্যাসঃ অর্থবান্"—অভ্যাস অর্থাৎ অঙ্গকর্ম্মের একাধিকবার অনুষ্ঠান অর্থবান্ অর্থাৎ সফল, "নৈকত্বাৎ"—যে হেতু, তাহার প্রয়োজন অনেক বা নানাবিধ, "অনর্থকঃ স্যাৎ"—তাদৃশ অনুষ্ঠান অনর্থক হইতে পারে, "যথা ভোজনং"—যেমন ভোজন, "একস্মিন্"—একই প্রয়োজনে (অনুষ্ঠীয়মান হইলে), "অর্থস্য অপরিমাণত্বাৎ"—যে হেতু (এখানে) অর্থের (ফলের) পরিমাণ অর্থাৎ ইয়ত্তা অবধারিত নাই, "চ"—কিন্তু, "প্রধানে ক্রিয়ার্থত্বাৎ"—অঙ্গসকলে প্রধান কর্ম্মের ক্রিয়া সাধক বলিয়া, "অনিয়মঃ স্যাৎ"—অঙ্গসকল অনিয়ত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, যেখানে প্রয়োজনের পরিমাণ এক এবং পরিমিত তথায় ক্রিয়ার অভ্যাবৃত্তি করিলে তাহা অনর্থক হয় ; যেমন একই ব্যক্তির একই সময়ে অনেকবার ভোজন নিষ্ফল। কিন্তু যেখানে প্রয়োজনরূপ ফলের ইয়ত্তা অবধারিত নাই, পরিমিত নাই, তথায় ক্রিয়ার অভ্যাস সফলই হইয়া থাকে। সুতরাং যাগীয় ফলের পরিমাণ যখন অবধারিত নহে এবং অঙ্গকর্ম্মের উপকারের দ্বারাই যখন প্রধানকর্ম্মাত্মক

যাগ ফলজননে সমর্থ হয়, তখন অঙ্গের অভ্যাবৃত্তিরূপ বাহুল্যে নিশ্চয়ই ফলেরও আধিক্য হইবে। অতএব এস্থলে অঙ্গকর্ম্মের অভ্যাস সফলই বটে। কাযেই এখানে অঙ্গকর্ম্মের অনুষ্ঠান একবার মাত্রই কর্ত্তব্য, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না। ইতি আশঙ্কা।

পৃথক্ত্বাদ্ বিধিতঃ পরিমাণং স্যাৎ ॥ ৩৪ ॥

অক্ষরার্থ। "পৃথক্ত্বাৎ" প্রয়োজনের পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়া, "বিধিতঃ"—বিধিবিষয়ে, "পরিমাণং স্যাৎ"—পরিমাণ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। আর যে সিদ্ধান্তী পৌর্ণমাসী এবং অমাবস্যায় চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশটি পরিমিত আহুতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও আহুতি সংখ্যার অনুবাদমাত্র, উহা সংখ্যাবিধায়ক বিধি নহে, কিন্তু আহুতিবিধায়ক বাক্য; উক্ত ন্যায় অনুসারে অভ্যাসের সপ্রয়োজনতা সিদ্ধই আছে। ইতি আশঙ্কা সমাপ্ত।

অনভ্যাসো বা প্রয়োগবচনৈকত্বাৎ সর্ব্বস্য যুগপচ্ছাস্ত্রাদ- ফলত্বাচ্চ কর্ম্মণঃ স্যাৎ ক্রিয়ার্থত্বাৎ ॥ ৩৫॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অনভ্যাসঃ"—অভ্যাস হইবে না, "প্রয়োগবচনৈকত্বাৎ—যে হেতু, প্রয়োগবচনের একত্ব রহিয়াছে, "সর্ব্বস্য যুগপচ্ছাস্ত্রাৎ"—অঙ্গ প্রধান এবং প্রধান সমস্তই যুগপৎ শিষ্যমান (বিধীয়মান) হইয়া থাকে বলিয়া, "অফলত্বাৎ চ কর্ম্মণঃ"—এবং অঙ্গকর্ম্ম অফল (ফলহীন) বলিয়াও বটে, "ক্রিয়ার্থত্বাৎ"—প্রধানক্রিয়ার উপযোগী বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অঙ্গকর্ম্মের অভ্যাস হইবে না, কারণ, অঙ্গ এবং প্রধান সকল কর্ম্মই যুগপৎ বিধীয়মান বলিয়া উহারা একই প্রয়োগবিধির বিষয়। আর তাহা হইলে প্রধান কর্ম্মের যদি আবৃত্তি না হয় তাহা হইলে অঙ্গকর্ম্মের আবৃত্তি হইবে কেন? আর অঙ্গত্বের বোধক যে সকল শাস্ত্র আছে তাহাও "সকৃৎ কৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ" এই নিয়ম অনুসারে একবার মাত্র অনুষ্ঠানেই চরিতার্থ হইয়া যায়। আর অঙ্গের

বাহুল্যে ফলের আধিক্য হইবে, এরূপ উক্তিও অত্যন্ত অসঙ্গত। কারণ অঙ্গ কর্ম্মসকল প্রধান কর্ম্মের ফলের উপকারক নহে, যে হেতু তাহা হইলে সেটা অঙ্গের অঙ্গকর্ম্মের ফল হইবে; কিন্তু অঙ্গকর্ম্মের কোন ফল নাই; যদিও কুত্রচিৎ ফলশ্রুতি থাকে তাহা অর্থবাদ বুঝিতে হইবে। ইহা পূর্ব্বে "দ্রব্যগুণকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যাৎ" (৪।৩।১) এই সূত্রে বলা হইয়াছে। কিন্তু অঙ্গকর্ম্মসকল দর্শপূর্ণমাসাদিযাগীয় ভাবনার কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া যাগের সাঙ্গতা সাধন করে মাত্র। ইতি আশঙ্কানিরাস।

অভ্যাসো বা ছেদনসম্মার্গাবদানেষু বচনাৎ সকৃত্ত্বস্য ॥ ৩৬ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "অভ্যাসঃ"—অঙ্গ-কর্ম্মের অভ্যাস হইবে, "ছেদনসম্মার্গাবদানেষু"—ছেদন, সম্মার্জ্জন এবং অবদান বিষয়ে, "সকৃত্ত্বস্য বচনাৎ"—একবারমাত্র কর্ত্তব্যতার উল্লেখ আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, অঙ্গকর্ম্মের অভ্যাস হইবে। কারণ, পিতৃযজ্ঞে "সকৃদাচ্ছিন্নং বর্হির্ভবতি", অনুযাজে "সকৃৎ পরিধীন্ সম্মার্ষ্টি", এবং স্বিষ্টকৃদ্‌যাগে "উত্তরার্দ্ধাৎ সকৃদবত্ততি" এই ভাবে ছেদন, সুম্মার্জ্জন এবং অবদানের একবার মাত্র কর্ত্তব্যতা উল্লিখিত হইয়াছে। আর একবারমাত্র অনুষ্ঠানই যদি স্বাভাবিক হয় তাহা হইলে পুনরায় তাহার নির্দ্দেশ অনর্থক হইয়া পড়ে। ইতি আশঙ্কা।

অনভ্যাসস্তু বাচ্যত্বাৎ ॥ ৩৭ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "অনভ্যাসঃ"—অভ্যাস হইবে না, "তু"—আশঙ্কানিবর্ত্তক, "বাচ্যত্বাৎ"—যে হেতু, একত্ব বাচ্য অর্থাৎ বিধেয়। আশঙ্কানিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্ত শঙ্কা অমূলক। কারণ, ঐ সমস্ত স্থলে ঐ যাগগুলির প্রকৃতিভূতযাগে ছেদন, সম্মার্জ্জন

এবং অবদান একাধিকবার অনুষ্ঠান করিবারই বিধি আছে। আর তদনুসারে ঐ সমস্ত স্থলেও অতিদেশবলে একাধিকবার ছেদনাদির অনুষ্ঠেয়তা প্রাপ্ত হয়। এ কারণে বিশেষ বচনের দ্বারা ঐ সমস্ত স্থলে মাত্র একবারই ছেদনাদি করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অতএব উহা দ্বারা অঙ্গকর্ম্মের অভ্যাস বোধিত হয় না বলিয়া অঙ্গকর্ম্মসকলের অভ্যাস হইতে পারে না। ইতি ৬ষ্ঠ প্রযাজাদি অঙ্গের একবারমাত্র অনুষ্ঠানাধিকরণ।

বহুবচনেন সর্ব্বপ্রাপ্তে বিকল্পঃ স্যাৎ ॥ ৩৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বহুবচন"—বহুবচনের দ্বারা, "সর্ব্বপ্রাপ্তেঃ"—সকলগুলিরই প্রাপ্তি হয় বলিয়া, "বিকল্পঃ স্যাৎ"—বিকল্প হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "বসন্তায় কপিঞ্জলানালভেত" অর্থাৎ বসন্তদেবতার জন্য কপিঞ্জল আলম্ভ করিবে। কপিঞ্জল পক্ষিবিশেষ। "কপিঞ্জলান্" এ স্থলে বহুবচন আছে। তিন থেকে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত সংখ্যাই বহুত্ববোধক। এ স্থলে তিন থেকে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত যাবৎ সংখ্যক কপিঞ্জল প্রাপ্ত হইবে তাবৎসংখ্যকেরই কি আলম্ভ হইবে? অথবা কেবলমাত্র তিনটি কপিঞ্জলেরই আলম্ভ হইবে? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, তিন এবং তদূর্দ্ধ সকল সংখ্যাই যখন বহুত্বের বোধক তখন এখানে তিন এবং তদূর্দ্ধ সংখ্যার বিকল্প হইবে। সুতরাং তিনটি কপিঞ্জল আলব্ধ হইলে ক্রিয়া সিদ্ধ হইবে এবং তদধিক হইলেও কর্ম্ম সাঙ্গ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

দৃষ্টঃ প্রয়োগঃ ইতি চেৎ ॥ ৩৯ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "দৃষ্টঃ প্রয়োগঃ"—প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। কোন কোন বাদী বলেন, এই বিচারটিই অসঙ্গত। কারণ, বহুবচন দ্বারা ত্রিত্বই (তিন সংখ্যাই) বোধিত হয়। সুতরাং চার, পাঁচ প্রভৃতি সংখ্যার প্রসঙ্গই যখন নাই তখন এখানে সংশয় কিসের? যেমন "কপিঞ্জলানালভেত" এই বাক্য শ্রবণে 'কপিঞ্জল আলব্ধব্য, না কপোত আলব্ধ্য, না ময়ূরের আলম্ভ কর্ত্তব্য, এরূপ সংশয় হয় না, এ স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

ইহার উত্তরে অন্য বাদী বলিতেছেন বহুবচনের দ্বারা চতুষ্টয়াদি সংখ্যাও বোধিত হয়, কারণ "চত্বারো ব্রাহ্মণাঃ" ইত্যাদি স্থলে 'চার' প্রভৃতি সংখ্যা বুঝাইবার জন্যও বহু-বচনের প্রয়োগ হয়।

তথেহ ॥ ৪০ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "ইহ"—এ স্থলেও হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। শঙ্কা উত্থাপনকারী পুনরায় বলিতেছেন, উহা যদি বলা হয় তাহা হইলে আমরাও ত বলিতে পারি যে, ময়ূর কিংবা কপোত অর্থেও 'কপিঞ্জল' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন বড় কপোত দেখিলে লোকে বলে 'এটা একটা কপিঞ্জল—কপোত নয়'; আবার ছোট ময়ূর দেখিলেও লোকে বলিয়া থাকে—'এটা ময়ূর নহে,' একটা কপিঞ্জল'।

ভক্ত্যেতি চেৎ ॥ ৪১ ॥

অক্ষরার্থ। "ভক্ত্যা" —ভক্তি অর্থাৎ লক্ষণা অনুসারে উহা গৌণ প্রয়োগ, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। অন্য বাদী বলিতেছেন, ঐ যে কপোত কিংবা ময়ূরে 'কপিঞ্জল' শব্দের প্রয়োগ উহা ভাক্ত অর্থাৎ লাক্ষণিক গৌণ প্রয়োগ, যেমন মাণবককে সিংহ'বলিয়া প্রয়োগ করা হয়।

তথেতরস্মিন্ ॥ ৪২ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "ইতরস্মিন্"—অন্যস্থলেও অর্থাৎ বিচার্য্য স্থলেও হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। তাহাই যদি হয় তাহা হইলে ত্রিত্ব, চতুষ্ট্ব, প্রভৃতি সব জায়গাই বহুবচনের অর্থ গৌণ হইবে। কেবল বহুত্ব বহুবচনের বাচ্য অর্থ হইবে, যে হেতু ইহাতেই লাঘব হইয়া থাকে। অতএব বহুবচনের দ্বারা তিন থেকে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যা পাওয়া যায় বলিয়া এ স্থলে কপিঞ্জলের সংখ্যার বিকল্প হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

প্রথমং বা নিয়ম্যেত কারণাদতিক্রমঃ স্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রথমং নিয়ম্যেত"—প্রথমটিরই নিয়ম (ব্যবস্থা) হইবে, "কারণাৎ"—কারণ থাকিলে "অতিক্রমঃ স্যাৎ"—অতিক্রম (লঙ্ঘন) হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, বহুত্বই যদি বহুবচনের অর্থ হয় হউক, কিন্তু বিশেষণবিহীন বহুবচনের দ্বারা ত্রিত্বেরই গ্রহণ হইবে। কারণ, তিনের ঊর্দ্ধ যে কোন সংখ্যক কপিঞ্জলের আলম্ভ করিতে গেলে তিনকে প্রথমেই গ্রহণ করিতে হইবে; যে হেতু, তিনটির আলম্ভ না হইলে চারিটি পাঁচটি প্রভৃতির আলম্ভ হইতে পারে না। সুতরাং তিনটির আলম্ভেই যখন বহুত্বরূপ শাস্ত্রার্থ অনুষ্ঠিত হইতেছে তখন তৎপরবর্ত্তী সংখ্যায় আর শাস্ত্রের তাৎপর্য্য থাকে না। আর যাহাতে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নাই তাহা অশাস্ত্রীয়। আর যাহা অশাস্ত্রীয় তাদৃশ আলম্ভ "মা হিংস্যাৎ" ইত্যাদি নিষেধশাস্ত্রের বিষয় বলিয়া তাহার অনুষ্ঠানে পাপই হইবে। যদি বলা হয়, বহুর আলম্ভে ফলাধিক্য হইবে তদুত্তরে বক্তব্য—যেখানে শাস্ত্রের দ্বারা বহুর নানাবিধ কল্প উল্লিখিত তথায় "ফলস্য কর্ম্মনিষ্পত্তেঃ" (মীঃ দঃ ১।২।১৮ সূত্র) ইত্যাদি সূত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে অল্প সংখ্যক অপেক্ষা অধিক সংখ্যকের গ্রহণে ফলাধিক্য হয়; যেমন "একা দেয়া, ষড় দেয়া, দ্বাদশ দেয়া" ইত্যাদি স্থলে। এখানে কিন্তু প্রথম কল্পটাতেই শাস্ত্র নিবৃত্তব্যাপার হয় বলিয়া পরবর্ত্তী কল্পগুলি অশাস্ত্রীয়ই হইয়া থাকে। অতএব অবিশেষিত বহুবচনের দ্বারা ত্রিত্বরূপ অর্থই বোধিত হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

শ্রুত্যর্থাবিশেষাৎ ॥ ৪৪ ॥

অক্ষরার্থ। "শ্রুত্যর্থাবিশেষাৎ"—শ্রুতির অর্থের কোন বিশেষত্ব নাই বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। অধিকসংখ্যকের আলম্ভে ফলেরও আধিক্য হইবে, ইহা বলা মোটেই সঙ্গত নহে। কারণ, যাহা শাস্ত্রের অর্থ তাহাতে ফলাধিক্য হইতে পারে অন্যথা নহে। যেমন শাস্ত্রে আছে "পশুমালভেত", কেহ যদি মহান্ দীর্ঘ পশুর আলম্ভ করে তাহাতে যেমন তাহার ফলাধিক্য হয় না; যে হেতু, এস্থলে মহত্ত্ব

দীর্ঘত্বাদি শাস্ত্রের বিষয় নহে। সেইরূপ বহুবচন শুনিয়া তদনুসারে অধিকসংখ্যকের আলম্ভেও ফলাধিক্য হইতে পারে না।

তথা চান্যার্থদর্শনম্॥ ৪৫ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "অন্যার্থদর্শনং চ"—অন্যার্থ-দর্শনও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। অবিশেষিত বহুবচনের দ্বারা যে ত্রিত্বই বোধিত হয় তাহা এ স্থলের 'অন্যার্থদর্শন' হইতেও সিদ্ধ হয়। যে হেতু—কপিঞ্জলপ্রকরণে শ্রুতি বলিতেছেন, "কৃষ্ণা যাম্যা অবলিপ্তা রৌদ্রা নভোরূপাঃ পার্জ্জন্যাঃ, তেষামৈন্দ্রাগ্নো দশমঃ"। এ স্থলে যাম্য (যমদেবতাক), রৌদ্র (রুদ্রদেবতাক) এবং পার্জ্জন্য (পর্জ্জন্য-দেবতাক) পশু এই তিনটির প্রত্যেকটিতে বহুবচন আছে এবং তাহারই ঠিক পরে ঐন্দ্রাগ্ন পশুতে একবচন দিয়া, তাহাকে দশম বলা হইয়াছে। বহুবচনের দ্বারা তিনটিই বোধিত হয় বলিয়া তিন গুণিত তিনটিতে নয়টি হয়। এই জন্যই তাহার পরবর্ত্তী ঐন্দ্রাগ্ন পশুকে দশম বলা হইয়াছে। অতএব অবিশেষিত বহুবচনের দ্বারা যে ত্রিত্বই বোধিত হয় তাহা উক্ত শ্রুতির অন্যার্থদর্শন হইতেও সিদ্ধ হয়।

প্রকৃত্যা চ পূর্ব্ববৎ তদাসত্তেঃ॥ ৪৬ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রকৃত্যা"—প্রকৃতির সহিত অর্থাৎ প্রকৃতিভূত অগ্নীষোমীয় পশুর একত্বের সহিত, "তদাসত্তেঃ"—তাহার (ঐ ত্রিত্বের) আসত্তি অর্থাৎ নৈকট্য থাকায়, "পূর্ব্ববৎ চ"—এবং পূর্ব্বের ন্যায় লিঙ্গান্তরও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে বহুবচনের দ্বারা যদি ত্রিত্ব বোধিত হয় তাহা হইলে প্রকৃতিভূত অগ্নীষোমীয় পশুর একত্বের সহিত ইহার নৈকট্য থাকে, যে হেতু, বহুত্ববোধক অপরাপর সংখ্যা অপেক্ষা ত্রিত্বই একত্বের নিকটতম। আরও পূর্ব্বসূত্রে যেমন লিঙ্গ দেখান হইয়াছে সেইরূপ অন্য লিঙ্গদর্শনও আছে। গৃহ-মেধীর যাগে "ওদনান্ত্বদ্ধরতি" বলিয়া প্রথমে "মধ্যমস্ত" এইরূপ বিশেষণহীনভাবে যে বহুর মধ্যে মধ্যমের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাও তিনটিরই মধ্যম বুঝাইতেছে; যে হেতু, অপরগুলির বেলায় "পঞ্চানাং মধ্যমঃ অষ্টানাং মধ্যমঃ" এই বলিয়া বিশেষ

বহুত্ববোধক 'পঞ্চ', 'অষ্ট' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু তিনটির বেলায় "ত্রয়াণাং মধ্যমঃ" এরূপ বলা হয় নাই। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে বিশেষণ-বিহীন বহুবচন ত্রিত্বেরই বোধক। ইতি ৭ম কপিঞ্জলাধিকরণ।

উত্তরাস্থ যাবৎস্বমপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ৪৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উত্তরাসু"—'উত্তরা' বাক্যে, "যাবৎস্বং"—যতগুলিতে স্বত্ব আছে ততগুলি দোহনীয়, "অপূর্ব্বত্বাৎ"—যে হেতু তাহা অপূর্ব্ব।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "বাগ্‌যতস্তিস্রো দোহয়িত্বা বিসৃষ্টবাগধারভ্য উত্তরা দোহয়তি" অর্থাৎ "বাগ্‌যত হইয়া (কথা না কহিয়া) তিনটি ধেনু দোহন করিয়া তদনন্তর বাগ্‌যম পরিত্যাগ অধারম্ভপূর্ব্বক 'উত্তরা' ধেনুগুলি দোহন করিবে।" এই যে 'উত্তরা' ধেনুগুলির দোহন, ইহা কি বিধি অথবা ইহা অনুবাদ, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ইহা অনুবাদ নহে, কিন্তু বিধি। কারণ, ইহাকে অনুবাদ বলিলে ইহা অনর্থক (প্রয়োজন বিহীন) হইয়া পড়ে। যে হেতু, বিধিতেই বাক্যের সার্থক্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

যাবৎস্বং বাহন্যবিধানেনানুবাদঃ স্যাৎ ॥ ৪৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "যাবৎস্বং"—পূর্ব্বোদাহৃত বাক্যের উত্তরারূপ "যাবৎস্ব" অর্থাৎ স্বাধিকৃত সবগুলির দোহন, "অন্যবিধানেন" অপর বিধানের দ্বারা "অনুবাদঃ স্যাৎ"—অনুবাদ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ইহা বিধি নহে, কিন্তু অনুবাদ। কারণ, এখানে বাগ্‌বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অধারম্ভেই বিধি বলিয়া পুনরায় দোহনে বিধি বলিলে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। ইতি সিদ্ধান্ত।

সাকল্যবিধানাৎ ॥ ৪৯ ॥

অক্ষরার্থ। "সাকল্যবিধানাৎ"—সাকল্যের অর্থাৎ সবগুলির দোহন বিহিত হইয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি বলা হয় কোথায় উহার প্রাপ্তি ছিল যে এখানে অনুবাদ হইল? কারণ, এক স্থলে প্রাপ্ত হইলে তবেই স্থলান্তরে অনুবাদ হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে "নাস্য এতাং রাত্রিং পয়সা অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ কুমারাশ্চ ন পয়ো লভেরন্" অর্থাৎ "সে রাত্রে আর ইহার অগ্নিহোত্র পয়োধারা হইবে না কিংবা ইহার কুমারগণও দুগ্ধ পাইবে না", এই বাক্যে সবগুলি ধেনুর দোহন বিহিত হইয়াছে; তাহারই ইহা অনুবাদ।

বহ্বর্থত্বাচ্চ ॥ ৫০ ॥

অক্ষরার্থ। "বহ্বর্থত্বাচ্চ"—'বহু'-শব্দের অর্থ রহিয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "বহু দুগ্ধীন্দ্রায় দেবেভ্যো হবিঃ" এই মন্ত্রে 'বহু' শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়াও এস্থলে একটিও গোরুর দোহন বাদ পড়িবে না।

অগ্নিহোত্রে চাশেষবদ্ যবাগূনিয়মঃ প্রতিষেধঃ কুমারাণাম্ ॥ ৫১ ॥

অক্ষরার্থ। "অগ্নিহোত্রে"—অগ্নিহোত্রে, "যবাগূনিয়মঃ চ"—যবাগূর নিয়মও, "অশেষবৎ"—অশেষ (সব গুলির) দোহনের বোধক, "প্রতিষেধঃ কুমারাণাং"—কুমারগণের যে পয়ঃপ্রতিষেধ তাহাও উহার বোধক।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "নাস্য এতাং রাত্রিং পয়সা অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ যবাগ্বা জুহুয়াৎ" ইত্যাদি বচনে যে অগ্নিহোত্রে পয়ঃপ্রতিষেধপূর্ব্বক তৎকালের মত যবাগূর বিধান করা হইয়াছে এবং কুমারগণেরও যে দুগ্ধ প্রাপ্তির নিষেধ করা হইয়াছে তাহা হইতেও সকল ধেনুর দোহন প্রাপ্ত হয়।

সর্ব্বপ্রায়িণাপি লিঙ্গেন সংযুজ্যতে দেবতাভিসংযোগাৎ ॥৫২॥

অক্ষরার্থ। "সর্ব্বপ্রায়িণা"—সকলের প্রীতিবোধক, "লিঙ্গেন অপি"—লিঙ্গের দ্বারাও, "সংযুজ্যতে"—বোধিত হয়, "দেবতাভিসংযোগাৎ"—দেবতার সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "বৎসেভ্যশ্চ হ বা এতা মনুষ্যেভ্যশ্চ পুরাপ্যায়য়ন্তে অথৈতর্হি দেবেভ্য এতা আপ্যায়য়ন্তি" অর্থাৎ "পূর্ব্বে ইহারা গোবৎস এবং মনুষ্যগণের আপ্যায়ন করিত কিন্তু এক্ষণে ইহারা দেবগণের আপ্যায়ন করিবে" এই বাক্যে বৎস ও মনুষ্যগণের নিষেধ করিয়া দেবতার অভিসম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়াও ইহা সকল গোরুর দোহনের লিঙ্গ।

এ স্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, যদিও ভগবান্ ভাষ্যকার "উত্তরা দোহয়তি" এই বাক্য অনুবাদ কি বিধি, এই প্রকার সংশয় উত্থাপন করিয়া অধিকরণ আরম্ভ করিয়াছেন তথাপি এখানে "উত্তরাঃ" এই বাক্যে যে বহুবচন আছে তাহা কি পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে ত্রিত্বের বোধক অথবা উহা যজমানের যতগুলি ধেনু আছে সবগুলিরই বোধক, এই প্রকার সংশয় ধরিয়া, পূর্ব্বন্যায় অনুসারে উহা ত্রিত্বেরই বোধক এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ লইয়া ৪৮ হইতে ৫২ পর্য্যন্ত সূত্রোক্ত নিয়মে উহা যতগুলি ধেনুর উপর যজমানের স্বত্ব আছে ততগুলিকেই বুঝাইতেছে, এই প্রকার সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইবে। আর ভাষ্যেরও তাৎপর্য্য তাহাই। কারণ, উহা 'অনুবাদ' এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইলে তদনন্তর উহার 'সাকল্য' বোধকত্ব প্রতিপাদিত হয়। ইতি ৮ম উত্তরাদোহনানুবাদাধিকরণ।

প্রধানকর্ম্মার্থত্বাদঙ্গানাং তদ্ভেদাৎ কর্ম্মভেদঃ
প্রয়োগে স্যাৎ ॥ ৫৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রধানকর্ম্মার্থত্বাৎ অঙ্গানাং"—অঙ্গকর্ম্ম সকল প্রধান কর্ম্মের উপকারক বলিয়া, "তদ্ভেদাৎ"—প্রধান কর্ম্মের ভেদে, "প্রয়োগে"—অনুষ্ঠানকালে, "কর্ম্মভেদঃ স্যাৎ"—কর্ম্মের ভেদ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসে আগ্নেয়াদি ছয়টি প্রধান কর্ম্ম আছে। আঘার, প্রযাজ প্রভৃতি কর্ম্মগুলি উহাদের অঙ্গ। এ স্থলে প্রধান কর্ম্মগুলি ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে বলিয়া প্রত্যেকটি প্রধান কর্ম্মের জন্য ঐ আঘার প্রযাজাদি অঙ্গ কর্ম্মও পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠেয় কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, অঙ্গকর্ম্মসকল যখন প্রধানার্থ—প্রধান কর্ম্মের উপকারক তখন প্রধান কর্ম্মের ভেদে অঙ্গকর্ম্মসকলও পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠেয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ক্রমকোপশ্চ যৌগপদ্যাৎ স্যাৎ ॥ ৫৪ ॥

অক্ষরার্থ। "ক্রমকোপঃ চ স্যাৎ"—ক্রমের বাধও হইয়া পড়ে, "যৌগপদ্যাৎ"—যৌগপদ্য অর্থাৎ যুগপৎ অনুষ্ঠেয়তা প্রসঙ্গ হয় বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। অঙ্গকর্ম্মসকল প্রধানানুসারে পৃথক্ পৃথক্ই অনুষ্ঠেয়। কারণ, তাহা না হইলে প্রধানগুলির যে ক্রম আছে, তাহার বাধ হইয়া পড়ে। যে হেতু, অঙ্গের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার জন্য অগ্নীষোমীয় যাগটি প্রথমেই কর্ত্তব্য হয়। অথচ আগ্নেয় যাগের পর অগ্নীষোমীয় যাগ কর্ত্তব্য। এই ভাবে প্রধান যাগের ক্রমের বাধ হইয়া পড়ে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

তুল্যানাং তু যৌগপদ্যমেকশব্দোপদেশাৎ স্যাদ্ বিশেষাগ্রহণাৎ ॥ ৫৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "তুল্যানাং"—একই দেশ, কাল এবং কর্ত্তার দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়ায় যাহাদের তুল্যতা রহিয়াছে তাদৃশ আগ্নেয়াদি প্রধান যাগগুলির, "যৌগপদ্যম্ স্যাৎ"—যুগপৎ কর্ত্তব্যতা হইতেছে, অথবা অঙ্গসকলের একবারমাত্রই কর্ত্তব্যতা, "একশব্দোপদেশাৎ"—একই শ্রুতি দ্বারা উপদিষ্ট বলিয়া, "বিশেষা-গ্রহণাৎ"—যে হেতু, অঙ্গসকলের বিশেষত্ব বোধিত হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অঙ্গকর্ম্ম সকল একবার মাত্রই অনুষ্ঠেয় হইবে, আর তাহাতেই সেগুলি তন্ত্রতায় সকলের উপকার সাধন করিবে। কারণ, দর্শপূর্ণমাসই ফলের সাধন। আর দর্শপূর্ণমাস ষড়্‌যাগাত্মক। সেই যাগগুলি ফলের জন্য যুগপৎ চিকীর্ষিত হয়। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় না। এইজন্য পর পর অনুষ্ঠান করা হয়। কাজেই নর্ত্তকীর নৃত্য যেমন যুগপৎ সকলের তৃপ্তিকারক কিংবা দীপ যেমন একই সময়ে ভোজনকারী অনেকের উপকারক এই আঘার প্রযাজাদি অঙ্গকর্ম্মগুলিও সেইরূপ সব কটি প্রধান যাগেরই উপকার সাধন করিবে। যে হেতু, এ স্থলে দেশ, কাল এবং কর্ত্তার তুল্যতা রহিয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ঐকার্থ্যাদব্যবায়ঃ স্যাৎ ॥ ৫৬ ॥

অক্ষরার্থ। "ঐকার্থ্যাৎ"—একই প্রয়োজন বলিয়া, "অব্যবায়ঃ স্যাৎ"—ব্যবধান অর্থাৎ ক্রমকোপ হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে ক্রমকোপের কথা বলিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, ঐ প্রধান কর্ম্মগুলি দণ্ডচক্রাদির ন্যায় মিলিতভাবেই ফলসাধক বলিয়া উহাদের যুগপৎ অনুষ্ঠেয়তাই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যুগপৎ অনুষ্ঠান অসম্ভব বলিয়াই পর পর অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। সুতরাং যাহাদের ক্রমই নাই তাহাদের আবার ক্রমকোপের শঙ্কা কি? যদি বলা হয় উপকারে ক্রম আছে, তাহাও সম্ভব নহে; যে হেতু, অপূর্ব্বদ্বারাই উহাদের উপকারিতা। সুতরাং অঙ্গসকল প্রথমে বা পরে একবারমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও সে গুলি যখন অপূর্ব্ব দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া যায় তখন প্রত্যেকটি প্রধানের উপকার সাধন করা অঙ্গগুলির পক্ষে অসম্ভব বা অসঙ্গত নহে।

তথা চান্যার্থদর্শনং কামুকায়নঃ ॥ ৫৭ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা চ"—সেইরূপ, "অন্যার্থদর্শনং"—অন্যার্থদর্শন রহিয়াছে, "কামুকায়নঃ"—ইহা কামুকায়ন নামক আচার্য্য বলেন।

ভাষ্যভাবার্থ। কামুকায়ন নামক আচার্য্য বলেন,—অঙ্গকর্ম্ম সকল যে তন্ত্রতা অনুসারেই অনুষ্ঠেয় তাহা 'অন্যার্থদর্শন' হইতেও সিদ্ধ হয়। যে হেতু, 'চতুর্দ্দশ পৌর্ণমাস্যামাহুতয়ঃ' ইত্যাদি বচনে বলা হইয়াছে যে, পৌর্ণমাসীতে মোট চৌদ্দটি এবং অমাবস্যায় মোট পনরটিই আহুতি হইবে। যদি প্রধান কর্ম্মের ভেদ অনুসারে অঙ্গকর্ম্মসকল পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠেয় হয় তাহা হইলে আহুতির সংখ্যা আরও অধিক হইয়া পড়ে।

তন্যায়ত্বাদশক্তেরানুপূর্ব্ব্যং স্যাৎ সংস্কারস্য
তদর্থত্বাৎ ॥ ৫৮ ॥

অক্ষরার্থ। "তন্যায়ত্বাৎ"—সেই পূর্ব্বোক্ত ন্যায় সিদ্ধ হইলে, "অশক্তেঃ"—অসামর্থ্যবশতঃ, "আনুপূর্ব্ব্যং স্যাৎ"—আনুপূর্ব্ব্য অর্থাৎ

ক্রমিক অনুষ্ঠান হইবে, "সংস্কারস্ত তদর্থত্বাৎ"—যে হেতু, ঐ সংস্কার পুরোডাশ পাকের জন্য।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতে পারেন যে, অঙ্গকর্ম্মসকল যদি তন্ত্রতা অনুসারেই অনুষ্ঠেয় হয় তাহা হইলে পুরোডাশের উপর যে অঙ্গারোপধানরূপ (অঙ্গারস্থাপনরূপ) সংস্কার করা হয়, তাহাও একবারমাত্রই অনুষ্ঠেয় হইয়া পড়ে। কারণ, ইহাও অঙ্গ। আর তাহা হইলে যে পুরোডাশটির উপরে অঙ্গারোপধান করা হয় কেবলমাত্র সেইটিরই পাক হইবে, অবশিষ্টগুলি অপক্ব (কাঁচা) থাকিয়া যাইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সম্ভূয়কারীদের (যে সমস্ত পদার্থ মিলিত ভাবে একই প্রয়োজন সাধিত করে, যেমন দণ্ডচক্রাদি তাহাদের) অনুষ্ঠান যে যুগপৎ কর্ত্তব্য, পূর্ব্বোক্ত যুক্তিবলে এই নিয়ম সিদ্ধ হইলে যে স্থলে তাদৃশ সম্ভূয়কারিতা নাই তথায় তন্ত্রতা হইতে পারে না। কাজেই পুরোডাশে যে অঙ্গারোপধান তাহা পৃথক্ পৃথক্ই কর্ত্তব্য। আরও, পুরোডাশে যে অঙ্গারোপধান রূপ সংস্কার করা হয় তাহা দৃষ্টার্থ --তাহার প্রয়োজন এখানেই দেখা যায়, যে হেতু পুরোডাশের পাকই তাহার প্রয়োজন। কাজেই সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য যতগুলি পুরোডাশ থাকিবে সে গুলির সব-কটিতেই অঙ্গারোপধান করিতে হইবে। অন্যথা দৃষ্টব্যাঘাত হইয়া পড়ে। কাজেই পূর্ব্বপক্ষবাদী যে শঙ্কা করিতেছেন তাহা অত্যন্ত অসার।

অসংসৃষ্টোঽপি তাদর্থ্যাৎ ॥ ৫৯ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অসংসৃষ্টঃ অপি"—সংসৃষ্ট না হইলেও, "তাদর্থ্যাৎ"—তদর্থতা রহিয়াছে বলিয়া (পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠেয় হইবে)।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, যে প্রধানের সহিত যে অঙ্গ সংসৃষ্ট, যে অঙ্গ যে প্রধানের সমীপস্থ তাহা সেই প্রধানেরই অঙ্গ হইয়া থাকে। কাজেই আগ্নেয়যাগের অব্যবহিতপূর্ব্বে কর্ত্তব্য আঘার আগ্নেয়সমীপস্থ এবং তৎসংসৃষ্ট বলিয়া উহা আগ্নেয়যাগেরই অঙ্গ। এইরূপ স্বিষ্টকৃৎ-হোম প্রভৃতি গুলি অগ্নীষোমীয়ের অব্যবহিত পরে কর্ত্তব্য বলিয়া ঐ গুলি তাহারই অঙ্গ। সুতরাং উপাংশুযাজযাগের সমীপে কিছু নাই বলিয়া তাহা অনঙ্গ—অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। এ কারণে, ঐ উপাংশুযাজকেও সাঙ্গ—অঙ্গযুক্ত করিবার জন্য আঘারাদির পুনরায় অনুষ্ঠান আবশ্যক। আর তাহা হইলে প্রধান-ভেদে অঙ্গকর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠানই ত করা হয়। ইতি আশঙ্কা।

বিভবাদ্ বা প্রদীপবৎ ॥ ৬০ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "বিভবাৎ"—বিভুত্ব অর্থাৎ সামর্থ্যবশতঃ, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রদীপবৎ"—প্রদীপের ন্যায় হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আপত্তির পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রদীপ যেমন ভোজনকারী যে কোন একজন লোকের সমীপস্থ হইলেও স্বীয় বিভুত্ব অর্থাৎ সামর্থ্যবশতঃ সেই স্থানে এবং সেই সময়ে ভোজনকারী অপরাপর অনেক লোকের উপকার সাধন করিয়া থাকে, এই আঘারাদি অঙ্গকর্ম্ম সকলও সেইরূপ কোন একটি প্রধান যাগের সমীপে অনুষ্ঠিত হইলেও অন্যান্য প্রধান যাগগুলির উপকার সম্পাদন করিবে। কাজেই পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ বাগাড়ম্বর অনর্থক। ইতি আশঙ্কা নিরাস।

অর্থাল্লোকে বিধিতঃ প্রতিপ্রধানং স্যাৎ ॥ ৬১ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অর্থাৎ"—প্রয়োজন অনুসারে, "লোকে"—লৌকিক ব্যবহারে (ঐরূপ হয়; কিন্তু শাস্ত্রীয় কর্ম্মে), "বিধিতঃ" বিধির সামর্থ্য অনুসারে, "প্রতিপ্রধানং স্যাৎ"—প্রত্যেকটি প্রধান কর্ম্মের জন্য অঙ্গকর্ম্মের আবৃত্তি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী যে প্রদীপের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা বিঘটিত করিবার জন্য পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, লোকব্যবহারে দৃষ্টপ্রয়োজন বলবৎ; কাজেই তদনুসারে একটি দীপে প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে একটিই রাখা হয় আবার তাহা না হইলে একাধিকও রাখা হয়। কিন্তু শাস্ত্রীয় কর্ম্ম এবং উপকার্য্যো-পকারকভাব যখন বিধিগম্য তখন তদনুসারেই তাহা কল্পনা করিতে হয়। অতএব যাহা যাহার সমীপস্থ বা যাহার সহিত সংসৃষ্ট তাহাই তাহার অঙ্গ, ইহাই যখন নিয়ম তখন পূর্ব্বদর্শিত উপাংশুযাজের অনঙ্গতা পরিহারের জন্য আঘারাদি অঙ্গ কর্ম্মগুলির আবৃত্তি অবশ্যই কর্ত্তব্য। ইতি আশঙ্কা।

সকৃদিজ্যাং কামুকায়নঃ পরিমাণবিরোধাৎ ॥ ৬২ ॥

অক্ষরার্থ। "সকৃৎ ইজ্যাং"—একবার মাত্র অঙ্গ কর্ম্ম কর্ত্তব্য, "কামুকায়নঃ"—কামুকায়ন নামক আচার্য্য এইরূপ বলেন,

"পরিমাণবিরোধাৎ"—যে হেতু, তাহা না হইলে পরিমাণের বিরোধ হইয়া পড়ে।

ভাষ্যভাবার্থ। কামুকায়ন নামক আচার্য্য বলেন, অঙ্গকর্ম্মসকল একবার মাত্রই অনুষ্ঠেয়, অন্যথা পূর্ণিমা এবং অমাবস্যাতে চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ আহুতিরূপ যে আহুতি পরিমাণ আছে তাহার বিরোধ হয়,—ইহার পরিহার কি হইল ?

বিধেস্ত্বিতরার্থত্বাৎ সকৃদিজ্যাশ্রুতিব্যতিক্রমঃ স্যাৎ ॥ ৬৩ ॥

অক্ষরার্থ। "বিধেঃ"—বিধির অর্থাৎ অঙ্গকলাপের, "তু" —শঙ্কাব্যাবর্ত্তক, "ইতরার্থত্বাৎ"—প্রধানার্থতা রহিয়াছে বলিয়া, "সকৃদিজ্যাশ্রুতিব্যতিক্রমঃ স্যাৎ"—একবার মাত্র অনুষ্ঠানে শ্রুতির ব্যাকোপ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহারকল্পে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, অঙ্গের দ্বারা সকলগুলি প্রধানেরই উপকার সাধন কর্ত্তব্য, ইহাই যদি ঠিক হয় তাহা হইলে ঐ অহুতিসংখ্যাবিষয়ক বাক্যকে অনুবাদই বলিতে হয়। উহা আহুতির সংখ্যানিয়ামক নহে।

বিধিবৎ প্রকরণাবিভাগে প্রয়োগং বাদরায়ণঃ ॥ ৬৪ ॥

অক্ষরার্থ। "বিধিবৎ"—বিধির ন্যায়, "প্রকরণাবিভাগে" প্রকরণের যখন বিভাগ নাই, "প্রয়োগং"—তন্ত্রতাবশে প্রয়োগ হইবে, "বাদরায়ণঃ"—বাদরায়ণ নামক আচার্য্য ইহা বলেন।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী স্বীয় মতকে দৃঢ় করিবার জন্য বাদরায়ণ আচার্য্যের নাম উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, তন্ত্রতা অনুসারেই অঙ্গ কর্ম্ম সকলের প্রয়োগ হইবে; কারণ, প্রকরণ অনুসারে ইহা নিরূপিত হয় যে সমস্ত প্রধান গুলির মধ্যে সম্ভূয়কারিতা আছে—সব কটি প্রধান কর্ম্ম মিলিয়াই যে একটি ফল জন্মাইবে, এইরূপ নিয়ম আছে। সুতরাং অঙ্গ কর্ম্ম কোন একটি প্রধান কর্ম্মের সমীপে অনুষ্ঠিত হইলেও সে গুলি কোন্ প্রধান কর্ম্মটির জন্য অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা নিরূপিত

হয় না বলিয়া সে গুলি প্রকরণ অনুসারে তন্ত্রতায় সব কটি প্রধান কর্ম্মেরই উপকার-সাধন করিবে। ইহার উদাহরণ দিতেছে "বিধিবৎ"—প্রযাজাদি বিধির ন্যায়।

অপি চৈকেন সন্নিধানমবিশেষকো হেতুঃ ॥ ৬৫ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি চ"—আরও, "একেন সন্নিধানং"—কোন একটি প্রধান কর্ম্মের যে সন্নিধি তাহাতে, "অবিশেষকঃ হেতুঃ"—হেতুর কোন বিশেষত্ব নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন যাহা যাহার সমীপে থাকে তাহা তাহার অঙ্গ হয় ইহা সঙ্গত নহে,—এই হেতুটির দ্বারা তদঙ্গত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। কারণ, অঙ্গ কর্ম্ম যেখানেই হউক এক স্থানে অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। তাহাতে উহা যে সমীপস্থ প্রধান কর্ম্মের অঙ্গ হইয়া যাইবে, ইহা কিরূপে বলা যায়?

ক্বচিদ্ বিধানান্নেতি চেৎ ॥ ৬৬ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "ক্বচিৎ বিধানাৎ"—কোন কোন স্থলে অন্য প্রকার বিধি আছে বলিয়া, "ন"—ঐ ভাবে একবার মাত্র অনুষ্ঠান হইতে পারে না, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, অঙ্গকর্ম্ম সকল যদি একবার মাত্রই অনুষ্ঠেয় হয় তাহা হইলে "সহ ঘ্নন্তি", "সহ পিংষন্তি" এই ভাবে অবঘাত এবং পেষণের সহত্ববিধান করা হইয়াছে তাহা অসঙ্গত হয়। কারণ, যাহা একবার মাত্র অনুষ্ঠেয় তাহাতে আর সহত্ববিধানের কি আছে? ইতি আশঙ্কা।

ন বিধেশ্চোদিতত্বাৎ ॥ ৬৭ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না, অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, "বিধে-শ্চোদিতত্বাৎ"—যে হেতু, ঐ গুলির পৃথক্ পৃথক্ বিধি ছিল।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, উক্ত শঙ্কা মোটেই সঙ্গত নহে। কারণ, নির্ব্বাপ পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হওয়ায় তদনুসারে অবঘাতও পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য হয়। এই জন্য এখানে সহত্ব

বিধান করা হইয়াছে। পেষণ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। অতএব যে সমস্ত প্রধান কর্ম্মের দেশ, কাল এবং কর্ত্তার একত্ব থাকে তাহাদের অঙ্গগুলি একবারমাত্রই অনুষ্ঠেয়। ইতি ৯ম প্রধান কর্ম্মের ভেদেও অঙ্গ কর্ম্ম সকলের তন্ত্রতায় অনুষ্ঠানাধিকরণ।

ব্যাখ্যাতং তুল্যানাং যৌগপদ্যমগৃহ্যমাণ-

বিশেষাণাম্ ॥ ৬৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ব্যাখ্যাতম্"—ব্যাখ্যা করা হইয়াছে অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা স্থাপন করা হইয়াছে, "যৌগপদ্যং"—যুগপৎ অনুষ্ঠেয়তা, "অগৃহ্যমাণবিশেষাণাং"—যাহাদের বিশেষত্ব গৃহীত হয় না তাদৃশ, "তুল্যানাং"—তুল্যপদার্থগুলির।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে কাম্যপশুকাণ্ডে উপদিষ্ট হইয়াছে, "আগ্নেয়ং কৃষ্ণগ্রীবমালভেত, সৌম্যং বভ্রুং, আগ্নেয়ং কৃষ্ণগ্রীবং পুরোধায়াং স্পর্দ্ধমানঃ।" এ স্থলে প্রথম স্থানে এবং তৃতীয় স্থানে একই আগ্নেয় অর্থাৎ অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে প্রদেয় পশু বিহিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ দুইটির অনুষ্ঠান কি একবারমাত্র করা হইলেই তন্ত্রতায় সিদ্ধ হইবে অথবা পৃথক্ পৃথক্ই করিতে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে দেশ এবং কর্ত্তার যখন অভিন্নতা রহিয়াছে এবং ইহাদের পরস্পরের বিশেষত্ববোধক কোন ধর্ম্মও যখন নাই, অথচ এ দুইটিই তুল্যজাতীয় তখন পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ইহাদের যৌগপদ্য অর্থাৎ তন্ত্রতায় অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য, তাহাতেই ক্রিয়া সিদ্ধ হইবে।

ভেদস্তু কালভেদাচ্চোদনাব্যবায়াৎ স্যাদ্ বিশিষ্টানাং

বিধিঃ প্রধানকালত্বাৎ ॥ ৬৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ভেদঃ"—প্রদানরূপ অনুষ্ঠানের ভেদ হইবে, "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "কালভেদাৎ"—কালের ভেদ রহিয়াছে বলিয়া, "চোদনাব্যবায়াৎ"—সোমদেবতা সম্বন্ধীয় দ্রব্যবিষয়ক বিধি দ্বারা ব্যবহিত রহিয়াছে বলিয়া, "বিশিষ্টানাং বিধিঃ স্যাৎ"—তত্তৎকালবিশিষ্টেরই বিধি হইবে, "প্রধানকালত্বাৎ"—যে হেতু, প্রধানকালতা রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে তন্ত্রতায় সহপ্রদান হইবে না। কারণ, এখানে তন্ত্রতার প্রয়োজক এককালতা নাই। যে হেতু, ঐ কর্ম্ম-গুলির মধ্যে গুণপ্রধান ভাব নাই, কিন্তু সব কটিই প্রধান কর্ম্ম হইতেছে বলিয়া ঐ গুলির কোনটিই অঙ্গকর্ম্ম নহে। অথচ পাঠক্রম অনুসারে ঐ গুলি পর পরই অনুষ্ঠেয়। সুতরাং প্রথম আগ্নেয়ের পর সৌম্য যাগ এবং তদনন্তর অপর আগ্নেয় যাগের বিধি থাকায়, এইরূপে পরবর্ত্তী আগ্নেয়টি সৌম্য যাগের দ্বারা ব্যবহিতই হইতেছে। কাজেই উহাদের কালিক একত্ব থাকিতেছে না। সুতরাং ঐ গুলির মধ্যে প্রথম এবং অন্তিমটির তন্ত্রতায় সহপ্রদান হইতে পারে না। কাজেই পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠান হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

তথা চান্যার্থদর্শনম্ ॥ ৭০ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—ঐরূপ, "অন্যার্থদর্শনং চ"—অন্যার্থদর্শনও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ আগ্নেয় যাগ দুইটিতে যে তন্ত্রতায় সহপ্রদান হইতে পারে না তাহা "অভিতঃ সৌম্যমাগ্নেয়ৌ ভবতঃ" অর্থাৎ সৌমযাগটির দুইটি দিকে (পূর্ব্বে এবং পরে) আগ্নেয়যাগদ্বয় হইবে, এই শ্রুতির অন্যার্থদর্শন হইতেও সিদ্ধ হয়। যদি ঐ গুলির সহপ্রদান হয় তাহা হইলে আগ্নেয় যাগ একবারমাত্রই অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া 'সৌম্যযাগের দুই দিকে আগ্নেয় যাগ' এরূপ বলা সঙ্গত হয় না।

বিধিরিতি চেন্ন বর্ত্তমানাপদেশাৎ ॥ ৭১ ॥

অক্ষরার্থ। "বিধিঃ"—উহা স্বতন্ত্র বিধি, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়, "ন"—তাহা সঙ্গত হইবে না, "বর্ত্তমানাপদেশাৎ"—যে হেতু বর্ত্তমানকালবোধক উল্লেখ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন, "অভিতঃ সৌম্যমাগ্নেয়ৌ ভবতঃ" ইহাই একটি স্বতন্ত্র বিধি হউক না, ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, এখানে "ভবতঃ" এ স্থলে লট্‌বিভক্তি থাকায় উহা বর্ত্তমানকালই বুঝায়, বিধি বুঝায় না। অতএব এখানে তন্ত্রতা হইবে না। ইতি ১০ম কৃষ্ণগ্রীবের ভেদ-পূর্ব্বক গ্রহণাধিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের একাদশ অধ্যায়ের প্রথম পাদ।

অথ একাদশাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

একদেশকালকর্ত্তৃত্বং মুখ্যানামেকশব্দোপদেশাৎ ॥১॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "একদেশকালকর্ত্তৃত্বং"—দেশ, কাল এবং কর্ত্তা এক অর্থাৎ অভিন্ন হইবে, "মুখ্যানাং"—প্রধান যাগ-গুলির, "একশব্দোপদেশাৎ"—একই শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপাদে কেবলমাত্র প্রধানার্থ কর্ম্মগুলির অনুষ্ঠানের তন্ত্রতা বিচারিত হইয়াছে, আর এই পাদে অঙ্গ এবং প্রধান উভয়ের উদ্দেশ্যে বিহিত যে দেশাদি সে গুলির তন্ত্রতা বিচারিত হইবে। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে "সমে দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত" এই বাক্যে দেশ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ্য স্থান বিহিত হইয়াছে; "পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাস্যা যজেত। অমাবাস্যায়মমাবস্যয়া যজেত" এই বাক্যে কাল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এবং "দর্শপূর্ণমাসয়োঃ যজ্ঞক্রতোশ্চত্বার ঋত্বিজঃ" এই বাক্যে কর্ত্তা ঋত্বিকের বিধান করা হইয়াছে। চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি যাগেও এইরূপ দেশ, কাল এবং কর্ত্তার বিশেষ বিশেষ উপদেশ আছে। দর্শপূর্ণমাসযাগে দর্শে এবং পূর্ণমাসে তিনটি তিনটি করিয়া মোট ছয়টি প্রধান যাগ আছে। চাতুর্ম্মাস্যের বৈশ্বদেবাদি যাগেও ঐ রূপ আছে; তবে সে গুলিকে 'পর্ব্ব' বলা হয়। যাহা হউক দর্শপূর্ণমাস লইয়াই বিচার করা যাউক। দর্শের এবং পূর্ণমাসের ঐ যে তিনটি যাগ উহাদের দেশ, কাল এবং কর্ত্তার কি ভেদ হইতে পারে অথবা ঐ গুলির তন্ত্রতা হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন, ঐ ছয়টি প্রধান যাগ যখন "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং" এই একই শব্দের দ্বারা উল্লিখিত হইয়াছে তখন উহাদের দেশ, কাল এবং কর্ত্তার মধ্যে তন্ত্রতা থাকিবে। কারণ, দর্শপূর্ণমাস যাগের প্রয়োগের অর্থাৎ অনুষ্ঠানের নিমিত্তই ঐ দেশকালাদি বিহিত হইয়াছে। অতএব দর্শের তিনটি যাগে এবং পৌর্ণমাসীর তিনটি যাগে দেশ, কাল এবং কর্ত্তার ভেদ হইবে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

অবিধিশ্চেৎ কর্ম্মণামভিসম্বন্ধঃ প্রতীয়েত লক্ষণার্থাভি-
সংযোগাদ্ বিধিত্বাচ্চেতরেষাং প্রতিপ্রধানং
ভাবঃ স্যাৎ ॥ ২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অবিধিঃ চেৎ"—যদি প্রত্যেক কর্ম্মের জন্য দেশাদির বিধি না হয়, "কর্ম্মণাম্ অভিসম্বন্ধঃ প্রতীয়েত"—(তাহা হইলে) দেশাদির সহিত কর্ম্মগুলির প্রভেদ অর্থাৎ তন্ত্রতায় অভিসম্বন্ধ প্রতীত হইবে, (কিন্তু তাহা সম্ভব নহে অতএব দেশাদিগুলি প্রত্যেকটি কর্ম্মের সহিত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অন্বিত হইবে), "লক্ষণার্থাভিসংযোগাৎ"—যে হেতু, লক্ষণাবলে দর্শপূর্ণমাস শব্দের দ্বারা সমুদায়ের একদেশ যে আগ্নেয়াদি তাহাই বুঝায় এবং সেই গুলির সহিতই দেশাদির অন্বয় হয়, "বিধিত্বাৎ চ ইতরেষাং"—কারণ, ঐ দেশাদিগুলি অপ্রাপ্ত বলিয়া সে গুলি বিধেয়ই হইতেছে, "প্রতিপ্রধানং ভাবঃ স্যাৎ"—অতএব প্রত্যেকটি প্রধান কর্ম্মের সহিত উহাদের ভেদ অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সম্বন্ধ হইবে ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে দেশাদিগুলি বচনান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত বলিয়া ঐ গুলি বিধেয়। আর দেশাদিগুলি বিধেয় হইলে প্রধান কর্ম্ম উদ্দেশ্য বা অনুবাদ্য হয়। আর বাক্যভেদ প্রসঙ্গ হয় বলিয়া ঐ যে উদ্দেশ্য প্রধান কর্ম্মগুলি উহাদের সাহিত্য বিবক্ষিত হইতে পারে না। আর প্রধান কর্ম্মগুলির সাহিত্য যদি বিবক্ষিত না হয় তাহা হইলে উহাদের প্রত্যেকটির সহিত দেশাদির পৃথক্ পৃথক্ অন্বয় হইবে। আর তাহা হইলে দেশাদিগুলির তন্ত্রতা হইতে পারিবে না। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া ইহার সমাধান না করিয়াই পরবর্ত্তী কয়েকটি সূত্রে এতদ্‌গর্ভে অন্য একটি অধিকরণ রচিত হইবে; কারণ তাহা দ্বারা এই পূর্ব্বপক্ষটি নিরাস করা সহজ হইবে।

অঙ্গেষু চ তদভাবঃ প্রধানং প্রতি নির্দ্দেশাৎ ॥ ৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অঙ্গেষু"—অঙ্গকর্ম্মসকলে, "চ"—প্রত্যবস্থানে, "তদভাবঃ"—তাহার অর্থাৎ ঐ দেশাদির অভাব অর্থাৎ অনিয়ম হইবে,

"প্রধানং প্রতি নির্দ্দেশাৎ"—যে হেতু প্রধান কর্ম্মের জন্যই ঐ গুলি উপদিষ্ট।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রযাজ প্রভৃতি যে সমস্ত অঙ্গকর্ম্ম আছে, সে গুলিতেও প্রধানকর্ম্মগত ঐ দেশকালাদির কি নিয়ম আছে অথবা ঐ গুলিতে দেশকালাদির অনিয়ম, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ঐ দেশকালাদিগুলি যখন প্রধান কর্ম্মের জন্যই বিহিত তখন প্রযাজাদি অঙ্গকর্ম্মে ঐ গুলির নিয়ম হইবে না। অতএব প্রধানযাগীয় কর্ত্তার দ্বারাই হউক কিংবা অন্য কর্ত্তার দ্বারাই হউক অঙ্গকর্ম্মসকল অনুষ্ঠিত হইলেই চলিবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

যদি তু কর্ম্মণো বিধিসম্বন্ধঃ স্যাদৈকশব্দ্যাৎ
প্রধানার্থাভিসংযোগাৎ ॥ ৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "যদি তু"—যদি কিন্তু, "কর্ম্মণঃ"—আগ্নেয় প্রভৃতি এক একটি কর্ম্মের, "বিধিসম্বন্ধঃ স্যাৎ"—দেশাদিবিধির সহিত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সম্বন্ধ হয় (তাহা হইলে ঐরূপ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা হয় না), "ঐকশব্দ্যাৎ"—কারণ, একটি শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে বলিয়া, "প্রধানার্থাভিসংযোগাৎ"—প্রধানার্থ অর্থাৎ ফলার্থ যে সাঙ্গযাগের প্রয়োগ তাহার সহিত দেশাদির সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বে দ্বিতীয় সূত্রে প্রথম অধিকরণে যে পূর্ব্বপক্ষ করা হইয়াছে, তাহার উত্তর দিলে এই দ্বিতীয় অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষের উত্তর মিলিবে। এই জন্য তাহারই সমাধানের দ্বারা তৃতীয় সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দিতেছেন। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন প্রযাজাদি অঙ্গকর্ম্মগুলির বেলায় দেশাদির নিয়ম থাকিবে না, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ এই দেশাদিগুলি আগ্নেয়াদি যাগের প্রত্যেকটির সহিত অন্বিত হইতে পারে না, যে হেতু তাহাতে বাক্যভেদ হয়। কিন্তু ফলার্থ যে কর্ম্ম অর্থাৎ স্বর্গরূপ ফলের জন্য যে কর্ম্মকলাপ অনুষ্ঠিত হয় সেই প্রয়োগ অর্থাৎ অনুষ্ঠানের সহিতই দেশাদির সম্বন্ধ। আর অঙ্গোপাঙ্গসমেত প্রধান যাগ অনুষ্ঠিত হইলে তবেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে; কাজেই অঙ্গোপাঙ্গসমেত প্রধান কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান তাহার সহিতই দেশাদির সম্বন্ধ। সুতরাং প্রধান কর্ম্মের যে দেশ,

কাল এবং কর্ত্তা অঙ্গকর্ম্মগুলিরও সেই দেশ, সেই কাল এবং সেই কর্ত্তা আবশ্যক। সুতরাং অঙ্গকর্ম্মগুলির যেমন ভিন্ন-দেশ-কাল-কর্ত্তৃত্ব হইবে না প্রধান কর্ম্মগুলিরও সেইরূপ ভিন্নদেশকালকর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না। অতএব অঙ্গকর্ম্ম এবং প্রধানকর্ম্ম সকলেরই দেশ, কাল এবং কর্ত্তার অভ্রতা হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

তথা চান্যার্থদর্শনম্ ॥ ৫ ।

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "অন্যার্থদর্শনং চ"—অন্যার্থ-দর্শনও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রধান কর্ম্মগুলির যে দেশ, কাল এবং কর্ত্তার ভিন্নতা হইবে না কিন্তু অভ্রতাই হইবে তাহা "উগ্রাণি হ বা এতানি ঘোরাণি হবীংষি যদমাবাস্যায়াং সন্ত্রিয়ন্তে আগ্নেয়ং প্রথমম্ ঐন্দ্রে উত্তরে" এই শ্রুতির অন্যার্থদর্শন হইতেও সিদ্ধ হয়। কারণ ইহাতে অমাবস্যা তিথিরূপ একই কালে তিনটি যাগের দ্রব্যের এবং অনুষ্ঠানের সম্ভরণ এবং পৌর্ব্বাপর্য্য কথিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, কালের ন্যায় দেশ এবং কর্ত্তাও একই হইবে। আর তাহা হইলে দেশ. কাল এবং কর্ত্তার অভ্রতাই হইল।

শ্রুতিশ্চৈষাং প্রধানবৎ কর্ম্মশ্রুতেঃ পরার্থত্বাৎ ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। "শ্রুতিঃ চ"—শ্রুতিও, "এষাং"—এই দেশাদির সম্বন্ধে, "প্রধানবৎ"—প্রধানের ন্যায়, "কর্ম্মশ্রুতেঃ পরার্থত্বাৎ"—যে হেতু, দর্শপূর্ণমাসাদি প্রধান কর্ম্মবিষয়ক শ্রুতি ফলার্থ।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উল্লিখিত দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতিগুলি পরার্থ অর্থাৎ ফলোদ্দেশ্যে বিধীয়মান বলিয়া এই সমদেশ প্রভৃতি বিষয়ক যে শ্রুতি তাহা প্রধানের ন্যায় অনুবাদত্বাদি গুণযুক্ত।

কর্ম্মণোঽশ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। "কর্ম্মণঃ"—প্রধান কর্ম্ম, "অশ্রুতত্বাৎচ"—শ্রুতি-মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এখানে এমন কোন প্রধান কার্য্য শ্রুতিমধ্যে উল্লিখিত হয় নাই, যাহার স্থানে ঐ সমদেশাদি বিহিত হইতে পারে। সুতরাং ইহাই প্রধানরূপে উল্লিখিত হইতেছে।

অঙ্গানি তু বিধানত্বাৎ প্রধানেনোপদিশ্যেরংস্তস্মাৎ
স্যাদেকদেশত্বম্ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। "অঙ্গানি"—অঙ্গসকল, "তু"—আশঙ্কাব্যাবর্ত্তক, "প্রধানেন"—প্রধানযাগের সহিত, "উপদিশ্যেরন্"—উপদিষ্ট হয়, "বিধানত্বাৎ"—ফলসাধক প্রধান কর্ম্ম সকলের সঙ্গে (অঙ্গের সহিত) কর্ত্তব্যতারই বিধান থাকে বলিয়া, "তস্মাৎ"—সেই হেতু, "একদেশত্বং স্যাৎ"—সমানদেশতা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। অঙ্গকর্ম্মসকলে প্রধানযাগীয় দেশাদির নিয়ম (ব্যবস্থা) হইতে পারে না, এই প্রকার যে শঙ্কা করা হইয়াছিল তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, ফলসাধক যে প্রধান কর্ম্ম তাহা অঙ্গের সহিতই কর্ত্তব্য, তবেই তাহা ফল-সাধক হয়, ইহাই বিধান। সুতরাং অঙ্গ এবং প্রধান উভয়েই একই প্রয়োগবিধির বিষয় বলিয়া প্রধান কর্ম্ম এবং অঙ্গকর্ম্মের দেশাদির পার্থক্য হইতে পারে না। অতএব যে দেশে (স্থানে) এবং যে কালে প্রধান কর্ম্ম কর্ত্তব্য অঙ্গকর্ম্মের জন্যও সেই দেশ এবং কাল অবশ্য অপেক্ষিত। কাজেই এ স্থলে দেশকালাদির তন্ত্রতা হইবে।

দ্রব্যদেবতং তথেতি চেৎ ॥ ৯ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্রব্যদেবতং তথা"—দ্রব্য এবং দেবতারও সেইরূপ তন্ত্রতা হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রধান কর্ম্ম এবং অঙ্গ কর্ম্মের দেশাদির যদি তন্ত্রতা হয় তাহা হইলে উহাদের দ্রব্য এবং দেবতারই বা তন্ত্রতা না হইবে কেন? আর তাহা হইলে অঙ্গকর্ম্মে যে দ্রব্য এবং দেবতার ভেদ উপদিষ্ট থাকে তাহা অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। ইতি আশঙ্কা।

ন চোদনাবিধিশেষত্বান্নিয়মার্থো বিশেষঃ ॥ ১০ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত শঙ্কা ঠিক নহে, "চোদনাবিধিশেষত্বাৎ"—যে হেতু (দ্রব্য এবং দেবতাবিষয়ক যে বিধি তাহা) চোদনাবিধির অর্থাৎ উৎপত্তিবিধির শেষ বলিয়া, "বিশেষঃ"—দ্রব্য এবং দেবতার যে বিশেষত্ব তাহা, "নিয়মার্থঃ"—নিয়মিত (ব্যবস্থিত) করিবার নিমিত্তই হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। দ্রব্য এবং দেবতা হইতে যে দেশাদির বৈশিষ্ট্য আছে তাহা দেখাইয়া দিয়া সিদ্ধান্তী পূর্ব্বোক্ত শঙ্কার পরিহার বলিতেছেন "ন চোদনাবিধিশেষত্বাৎ"। উৎপত্তিবিধিতে যাগ সামান্যতঃ উল্লিখিত হয়; পরে অন্য বিধি দ্বারা সেই যাগের ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য এবং দেবতা উপদিষ্ট হইয়া থাকে। কাজেই দ্রব্য এবং দেবতার বিধি ঐ উৎপত্তি বিধির শেষ বলিয়া দেশাদির ন্যায় দ্রব্য এবং দেবতার তন্ত্রতা হইতে পারে না। যে হেতু, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য এবং দেবতা পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন বিধি দ্বারাই বিহিত। যেমন—এ স্থলে, অগ্নি দেবতা এবং পুরোডাশ দ্রব্য'—ইহা একটি দ্বারা বিহিত। আবার, এ স্থলে 'আজ্য দ্রব্য এবং অগ্নীষোম দেবতা'; 'প্রযাজ কর্ত্তব্য আজ্যের দ্বারা', 'স্বিষ্টকৃৎ-যাগ কর্ত্তব্য শেষ হবির দ্বারা'—এই ভাবে অন্যান্য বিধি দ্বারা অঙ্গ এবং প্রধান কর্ম্মের প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্রভাবে দ্রব্য এবং দেবতার বিধান করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে দেশাদিগুলি সে ভাবে বিহিত হয় নাই। কিন্তু দেশাদিগুলি একই বিধি দ্বারা প্রয়োগের (অনুষ্ঠানের) অঙ্গরূপে সর্ব্বসাধারণভাবে বিহিত হইয়াছে। কাজেই দেশাদির তন্ত্রতা হইতে পারে কিন্তু সেই দৃষ্টান্তে দ্রব্য এবং দেবতার তন্ত্রতা হওয়া সম্ভব নহে। ইতি আশঙ্কানিরাস।

তেষু সমবেতানাং সমবায়াত্তন্ত্রমঙ্গানি ভেদস্তু তদ্ভেদাৎ কর্ম্মভেদঃ প্রয়োগে স্যাত্তেষাং প্রধানশব্দত্বাৎ, তথা চান্যার্থদর্শনম্ ॥ ১১ ॥

অক্ষরার্থ। "তেষু"—সেই দ্রব্যদেবতা যদি সমান হয়, তাহা হইলে "সমবেতানাং সমবায়াৎ"—সমবেত অঙ্গ এবং প্রধান কর্ম্ম

সকলের সমবায় হয় বলিয়া, "অঙ্গানি তন্ত্রং"—অঙ্গকলাপের তন্ত্রতা হইয়া পড়ে, "ভেদঃ তু"—আর যদি দ্রব্যদেবতার ভেদ হয় তাহা হইলে, "তদ্‌ভেদাৎ"—সেই দ্রব্যদেবতার ভেদে, "কর্ম্মভেদঃ"—কর্ম্মভেদ হয়, "প্রয়োগে স্যাৎ"—তজ্জন্য প্রয়োগে অর্থাৎ অনুষ্ঠানেও ভেদ হয়, "তেষাং প্রধানশব্দত্বাৎ"—যে হেতু, সেই যাগগুলি প্রধানশব্দবাচ্য, "তথা" —সেইরূপ, "অন্যার্থদর্শনং চ" —অন্যার্থদর্শনও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। দেশাদির তন্ত্রতা হয় কিন্তু দ্রব্যদেবতার তন্ত্রতা হইতে পারে না, ইহা দেখাইবার জন্য দেশাদি হইতে দ্রব্যদেবতার বৈলক্ষণ্য কি, তাহা পূর্ব্ব সূত্রে দেখান হইয়াছে। অঙ্গ এবং প্রধান কর্ম্মে যদি দ্রব্য এবং দেবতার তন্ত্রতা স্বীকার করা হয় তাহা হইলে কি দোষ হইতে পারে, তাহা এই সূত্রে বলিতেছেন "তেষু সমবেতানাং" ইত্যাদি। যদি দ্রব্যদেবতার তন্ত্রতা হয় তাহা হইলে অঙ্গ কর্ম্ম এবং প্রধান কর্ম্মের ভেদ থাকিতে পারে না; কারণ, উভয়স্থলেই একই দ্রব্য এবং একই দেবতা থাকিতেছে। আর তাহা হইলে ঐন্দ্রযাগ দধি দ্বারা না হইয়া পয়ের দ্বারা হইয়া যাইতে পারে, অগ্নীষোমীয়যাগে ইন্দ্রও দেবতা হইতে পারেন, ইত্যাদি প্রকার বহু বিরোধ হয়। কিন্তু দ্রব্যদেবতার তন্ত্রতা স্বীকার না করিলে দ্রব্য এবং দেবতার ভেদ বশতঃ কর্ম্মের ভেদ, অনুষ্ঠানের ভেদ এবং প্রধান ও অঙ্গের ভেদ ঠিক ভাবেই থাকিয়া যায়। আর "চতুর্দ্দশ পৌর্ণমাস্যামাহুতয়ো হূয়ন্তে" ইত্যাদি বচনের অন্যার্থদর্শন হইতেও ইহা নিরূপিত হয় যে, দ্রব্য এবং দেবতার তন্ত্রতা নাই। অতএব প্রধান কর্ম্ম এবং অঙ্গকর্ম্মে কেবল দেশ-কালাদিরই তন্ত্রতা হইবে। ইতি ২য় অঙ্গ সকলের প্রধানকর্ম্মীয় দেশাদিনিয়মাধিকরণ।

ইষ্টিরাজসূয়চাতুর্ম্মাস্যেষ্বৈককর্ম্ম্যাদঙ্গানাং তন্ত্রভাবঃ স্যাৎ ॥ ১২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ইষ্টিরাজসূয়চাতুর্ম্মাস্যেষু"—ইষ্টি, রাজসূয় এবং চাতুর্ম্মাস্য যাগে, "ঐককর্ম্ম্যাৎ"—সকল সত্ত্ব মিলিয়া একই কর্ম্ম বলিয়া এবং সকলগুলির একই ফল বলিয়া, "অঙ্গানাং তন্ত্রভাব স্যাৎ"—অঙ্গকর্ম্মগুলির তন্ত্রতা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস যাগে দর্শের তিনটি যাগ মিলিয়া একটি সমুদায় এবং পূর্ণমাসের তিনটি যাগ মিলিয়া আর একটি সমুদায়, এই দুইটি সমুদায় আছে। এই যে সমুদায় ইহাকে সন্ত্রও বলা হয়। সুতরাং দর্শপূর্ণমাস যাগ সমুদায়দ্বয়াত্মক। এইরূপ রাজসূয়যাগে 'অনুমতি' প্রভৃতি নামক ইষ্টিযাগ এবং 'পবিত্র' নামক সোমযাগ পশুযাগ আছে বলিয়া রাজসূয়যজ্ঞ ইষ্টিপশুসোমযাগাত্মক। সুতরাং ইহাতেও ঐ ইষ্টিপশু প্রভৃতি রূপ সমুদায় বা সন্ত্রও আছে। এইরূপ 'চাতুর্মাস্য' নামক যাগে বৈশ্বদেব প্রভৃতি নামক চারিটি পর্ব্ব বা সন্ত্র আছে বলিয়া উহা সন্ত্রচতুষ্টয়াত্মক। যে বিচারটি আরম্ভ করা হইবে তাহা ঐ গুলির সব কটিতেই খাটিবে, এ জন্য বিচারের সুবিধার নিমিত্ত কেবলমাত্র দর্শপূর্ণমাসকে ধরিয়াই বিচার করা যাইতেছে। দর্শ এবং পূর্ণমাস এই দুইটি যে সন্ত্র অঙ্গকর্ম্মগুলির কি এতদুভয়ের জন্য তন্ত্রতায় অনুষ্ঠান হইবে অথবা দর্শের জন্য এবং পূর্ণমাসের জন্য অঙ্গগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই অনুষ্ঠেয় হইবে, ইহাই সংশয়। রাজসূয় এবং চাতুর্মাস্য সম্বন্ধেও ঠিক এই প্রকারই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "অঙ্গানাং তন্ত্রভাবঃ স্যাৎ"—এ স্থলে অঙ্গকর্ম্ম সকলের তন্ত্রতাই হইবে। কারণ, "ঐককর্ম্ম্যাৎ" —ঐ দুইটি সমুদায়ের সমগ্র মিলিয়া কিংবা অনুমত্যাদি গুলি মিলিয়া তবে একটি কর্ম্ম হইতেছে এবং ঐ সমুদায়দ্বয় এবং অনুমত্যাদিও বৈশ্বদেবাদির একই কাল। আর একই কর্ম্মের মধ্যে তন্ত্রতা যুক্তিসিদ্ধ। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

কালভেদান্নেতি চেৎ ॥ ১৩ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "কালভেদাৎ"—দেশ (স্থান) এবং কালের ভেদ আছে বলিয়া, "ন" —অঙ্গসকলের তন্ত্রতা হইবে না, "ইতি চেৎ"— ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি কেহ বলেন, এ স্থলে পূর্ব্বোক্ত যাগগুলির এক একটি সন্ত্রেতে কোথাও অনুষ্ঠানের কালের ভেদ এবং কোথাও বা অনুষ্ঠানের দেশের (স্থানের) ভেদ রহিয়াছে বলিয়া অঙ্গগুলির তন্ত্রতা হইতে পারে না। কারণ, দর্শযাগ অমাবস্যায় এবং পূর্ণমাস যাগ পূর্ণিমায় অনুষ্ঠেয় বলিয়া এ স্থলে সন্ত্রদ্বয়ের মধ্যে কালভেদ রহিয়াছে। এইরূপ চাতুর্মাস্যযাগে কোনটি সন্ত্রে বসন্তে ও কোনটি সন্ত্র বর্ষা প্রভৃতি কালে অনুষ্ঠেয় বলিয়া সেখানে সন্ত্রভেদে কালভেদ রহিয়াছে। এইরূপ রাজসূয় যজ্ঞের সন্ত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠান করিতে

হয় বলিয়া দেশভেদ রহিয়াছে। সুতরাং এস্থলে সত্ত্বসকলের মধ্যে অঙ্গের তন্ত্রতা হইবে কিরূপে? ইতি পূর্ব্বপক্ষে আশঙ্কা।

নৈকদেশত্বাৎ পশুবৎ ॥ ১৪ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত শঙ্কা ঠিক নহে, "এক-দেশত্বাৎ"—একই স্থানে উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া "পশুবৎ"—পশু-যাগের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহারকল্পে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে সত্ত্বগুলির মধ্যে কালাদির ভেদ হইলেও পশুযাগের ন্যায় অঙ্গগুলির তন্ত্রতা হইবে। কারণ, পশুযাগের একদেশগুলি প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন এবং তৃতীয় সবন এই তিনটি বিভিন্নকালে অনুষ্ঠেয় হইলেও যেমন তাহার অঙ্গগুলি তন্ত্রতা অনুসারে অনুষ্ঠেয় এ স্থলেও সেইরূপ হইবে। যেহেতু, যে বাক্যের দ্বারা প্রধান কর্ম্মগুলির ফলসম্বন্ধ বোধিত হইয়াছে, অঙ্গকর্ম্মগুলি আকাঙ্ক্ষাপূরকরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। কাজেই যাহা ফলসাধক অঙ্গকর্ম্মগুলি তাহারই উপকারক বলিয়া সেগুলির তন্ত্রতাই হইবে। অতএব কালাদির ভেদ তাহার বাধক হইতে পারে না। ইতি আশঙ্কানিরাস।

অপি বা কর্ম্মপৃথক্ত্বাৎ তেষাং তন্ত্রবিধানাৎ সাঙ্গানামুপদেশঃ স্যাৎ ॥ ১৫ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "কর্ম্মপৃথক্ত্বাৎ"—কর্ম্মসকলের অর্থাৎ অনুষ্ঠানগুলির পার্থক্য রহিয়াছে, বলিয়া, "তেষাং তন্ত্রবিধানাৎ"—সেই সত্ত্বগুলির অন্তর্গত যাগগুলির একটি শব্দে উল্লেখ আছে বলিয়া, "সাঙ্গানাম্ উপদেশঃ স্যাৎ"—অঙ্গের সহিতই সেইগুলির উপদেশ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে অঙ্গ সকলের তন্ত্রতা হইবে না, কিন্তু সত্ত্বভেদে প্রযাজাদি অঙ্গ

কলাপের পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কারণ, এ স্থলে দর্শ এবং পূর্ণমাস উভয়েরই প্রয়োগ অর্থাৎ অনুষ্ঠান পৃথক্ ; যে হেতু, শ্রুতিমধ্যে প্রথমে "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং' এই প্রকারে সামান্যাকারে নির্দ্দেশ পুনরায় "অমাবস্যায়াং অমাবস্যয়া যজেত পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাস্যা" এই বাক্যে বিশেষ ভাবে অমাবস্যা এবং পৌর্ণমাসীযাগের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কাজেই যাগত্রয়াত্মক অমাবস্যাযাগ এবং যাগত্রয়াত্মক পৌর্ণমাসীযাগ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বলিয়া উহাদের দুইটির উদ্দেশ্যে অঙ্গসকল একবার অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। বৈশ্বদেব এবং রাজসূয়যাগীয় সত্ত্ব সম্বন্ধেও এই ভাবে যথাক্রমে কালিক এবং দৈশিক পার্থক্য থাকায় তথায়ও অঙ্গের তন্ত্রতা হইবে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

তথা চান্যার্থদর্শনম্ ॥ ১৬ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—ঐরূপ, "অন্যার্থদর্শনং চ"—অন্যার্থদর্শনও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সত্ত্বগুলির মধ্যে যে অঙ্গসকলের তন্ত্রতা হইতে পারে না তাহা "চতুর্দ্দশ পৌর্ণমাস্যামাহুতয়ো হূয়ন্তে ত্রয়োদশামাবস্যায়াং" এই শ্রুতির অন্যার্থদর্শন হইতেও সিদ্ধ হয়। যে হেতু, সত্ত্বদ্বয়ে অঙ্গ সকলের তন্ত্রতা হইলে পৌর্ণমাসীতে চৌদ্দটি আহুতি এবং অমাবস্যায় তেরটি আহুতি এই প্রকার ন্যূনাতিরেক হওয়া সম্ভব নহে।

তথা তদবয়বেষু স্যাৎ ॥ ১৭ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—ঐ প্রকার নিয়ম, "তদবয়বেষু স্যাৎ"—বৈশ্বদেব এবং রাজসূয় যাগের অবয়ব সকলে প্রযোজ্য হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসযাগকে অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত বলা হইল। বৈশ্বদেব এবং রাজসূয়যাগে ঐ নিয়মের অতিদেশ করিতেছেন "তথা তদবয়বেষু"। যে কারণে দর্শপূর্ণমাসের সত্ত্বগুলিতে অঙ্গসকলের তন্ত্রতা হইতে পারে না বৈশ্বদেব যাগের যে চারিটি পর্ব্বরূপ অবয়বচতুষ্টয় এবং রাজসূয়যাগের যে ইষ্টি-সোমাদিরূপ অবয়ব সেগুলির মধ্যে ঐ একই কারণে অঙ্গসকলের তন্ত্রতা হইবে না।

পশৌ তু চোদনৈকত্বাৎ তন্ত্রস্য বিপ্রকর্ষঃ স্যাৎ ॥ ১৮ ॥

অক্ষরার্থ। "পশৌ"—পশুযাগে, "তু"—বৈষম্যদ্যোতক, "চোদনৈকত্বাৎ"—বিধির একত্ব রহিয়াছে বলিয়া, "তন্ত্রস্য বিপ্রকর্ষঃ স্যাৎ"—তন্ত্রের অর্থাৎ অনুষ্ঠানের বিপ্রকর্ষ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে পশুযাগের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার পরিহার বলিতেছেন "পশৌ তু" ইত্যাদি। দর্শপূর্ণমাসযাগে দর্শ এবং পূর্ণমাস প্রধান এবং তাহাদের অনুষ্ঠানও পৃথক্, কাজেই সেখানে অঙ্গের তন্ত্রতা নাই। কিন্তু পশুযাগে পশুই প্রধান এবং অনুষ্ঠানও একটি মাত্র, কেবল বপাপ্রচারের কালিকবিপ্রকর্ষ বচনবোধিত। সুতরাং "সবনীয়ং পশুমুপাকরোতি" এই একটিমাত্র চোদনা দ্বারা পশুর উদ্দেশ্যে উপাকরণাদি অঙ্গকলাপ বিহিত হইয়াছে বলিয়া তথায় অঙ্গের আবৃত্তি নাই, কিন্তু তন্ত্রতা আছে। পক্ষান্তরে দর্শপূর্ণমাসাদি যাগগুলির সব্বই প্রধান। অতএব তথায় অঙ্গের তন্ত্রতা নাই, কিন্তু অঙ্গের আবৃত্তি অর্থাৎ একাধিকবার অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। ইতি ৬ষ্ঠ রাজসূয়াদিতে অঙ্গের আবৃত্তি-অধিকরণ।

তথা স্যাদধ্বরকল্পেষ্টৌ বিশেষস্যৈক-
কালত্বাৎ ॥ ১৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তথা স্যাৎ"—ঐরূপ (পশুযাগের ন্যায়) হইবে, "অধ্বরকল্পেষ্টৌ"—অধ্বরকল্পানামক ইষ্টিতে, "বিশেষস্য এককালত্বাৎ"—যে হেতু, ইহাদের সমুদায়গুলির যে একটি বিশেষ তাহার এককালতা উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অধ্বরকল্পা নামক একটি ইষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে। তথায় "আগ্নাবৈষ্ণবং প্রাতরষ্টাকপালং নির্বপেৎ" ইত্যাদি বচনে প্রাতঃকালে আগ্নাবৈষ্ণব, সারস্বত এবং বার্হস্পত্য এই তিনটি যাগের সত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ মধ্যাহ্নে ঐ তিনটি এবং অপরাহ্নেও ঐ তিনটি যাগের সত্ত্ব বিহিত হইয়াছে। তবে উহাদের মধ্যে ঐ যে অগ্নেয় যাগ উহা প্রাতঃকালে অষ্টাকপাল, মধ্যাহ্নে একাদশকপাল এবং অপরাহ্নে দ্বাদশকপাল হইবে, ইহাই

উহার বিশেষত্ব। বাকি দুইটি তিন বারেই সমান। ঐ যে তিন বারে তিনটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় উহাতে প্রযাজাদি অঙ্গকলাপের কি তন্ত্রতা হইবে অথবা সেগুলি তিন বারই পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠেয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, পূর্ব্বোদাহৃত পশুযাগের ন্যায় এস্থলেও অঙ্গকলাপের তন্ত্রতা হইবে। কারণ, এস্থলে "পুরা বাচঃ প্রবদিতো নির্ব্বপেৎ" এই বাক্যে তিন বারের জন্যই একই সময়ে নির্ব্বাপ করিতে বলা হইয়াছে। সুতরাং নির্ব্বাপরূপ ঐ বিশেষ কার্য্যটির অপকর্ষ হইলে অপরাপর অঙ্গকলাপেরও অপকর্ষ হইবে। আর তাহা হইলে সে গুলির তন্ত্রতাই যুক্তিসিদ্ধ। কারণ, একই সময়ে একই কার্য্য বহু বার করা অনর্থক।

ইষ্টিরিতি ত্বেকবচ্ছ্রুতিঃ ॥ ২০ ॥

অক্ষরার্থ। "ইষ্টিঃ ইতি একবচ্ছ্রুতিঃ চ"—আর ঐ তিনটিরই 'ইষ্টি' এই প্রকার একত্ব রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে অঙ্গকলাপের তন্ত্রতায় আরও হেতু এই যে, এস্থলে ঐ ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টিগুলিকে একটি ইষ্টির ন্যায় ধরিয়া যখন "অধ্বরকল্পা ইষ্টি" এইরূপ একবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে তখন উহাদের নির্ব্বাপরূপ বিশেষত্বের এককালতা অঙ্গগুলিরও তন্ত্রতার হেতু। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

অপি বা কর্ম্মপৃথক্ত্বাৎ তেষাং চ তন্ত্রবিধানাৎ সাঙ্গানামুপদেশঃ স্যাৎ ॥ ২১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। পূর্ব্বে ১৫শ সূত্রে দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া প্রয়োগও পৃথক্; আর অঙ্গগুলি সেই পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মগুলির সহিত পৃথক্ ভাবেই অন্বিত হইবে। কাজেই তন্ত্রতা হইবে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রথমস্য বা কালবচনম্ ॥ ২২ ॥

অক্ষরার্থ। "বা"—শঙ্কাব্যাবর্ত্তক, "প্রথমস্য কালবচনম্"—'পুরা বাচঃ' ইহা প্রথমটিরই কালনির্দ্দেশ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে নির্ব্বাপের অপকর্ষমূলক এককালতা দেখাইয়াছেন তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, যে তিনটি ক্রমিক সত্ত্ব আছে তন্মধ্যে "পুরা বাচঃ" ইত্যাদি বচনে প্রথম সত্ত্বটিরই নির্ব্বাপের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যে হেতু, তাহাই ঐ বচনবোধিত যে উষাকাল তাহার সন্নিহিত। অতএব এস্থলে নির্ব্বাপরূপ বিশেষের এককালতা নাই, অধিকন্তু কর্ম্মগুলির ভেদ রহিয়াছে। কাজেই অঙ্গগুলির তন্ত্রতা হইবে না।

ফলৈকত্বাদিষ্টিশব্দো যথান্যত্র ॥ ২৩ ॥

অক্ষরার্থ। "ফলৈকত্বাৎ"—ফলের অভিন্নতা রহিয়াছে বলিয়া, "ইষ্টিশব্দঃ"—ঐ নয়টি যাগকে একবচনান্ত ইষ্টিশব্দে উল্লেখ করা হয়, "যথা অন্যত্র"—যেমন অন্যান্য স্থলে হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। 'এখানে সবকটিকে লক্ষ্য করিয়া একবচনান্ত ইষ্টিশব্দের প্রয়োগ হয় বলিয়া তন্ত্রতা হইবে. এই প্রকার যে আপত্তি তাহাও অসঙ্গত। কারণ, ঐ নয়টি যাগের যে ফল তাহা অভিন্ন। এই প্রকারে ফল-গত ঐক্যকে লক্ষ্য করিয়াই একবচনের প্রয়োগ। ইতি ৪র্থ অধ্বরকল্পার সত্ত্ব-ত্রয়ের অঙ্গকলাপের ভেদে অনুষ্ঠানাধিকরণ।

বসাহোমস্তন্ত্রমেকদেবতেষু স্যাৎ প্রদানস্যৈক-কালত্বাৎ ॥ ২৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বসাহোমঃ তন্ত্রম্ স্যাৎ"—বসাহোমের তন্ত্রতা হইবে, "একদেবতেষু"—একদেবতাস্থলে, "প্রদানস্য এককালত্বাৎ"—যে হেতু, প্রদানের এককালতা রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। বাজপেয়যাগে সতরটি পশু প্রজাপতিদেবতার উদ্দেশে আলভ্য। সেগুলির যে বসাহোম তাহা কি ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই কর্ত্তব্য অথবা তাহা তন্ত্রতায় অনুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন ঐগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই কর্ত্তব্য; কারণ, তথায় পশুগুলি ভিন্ন ভিন্ন। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন এস্থলে হোমে তন্ত্রতা হইবে। কারণ, এখানে পশুর ভেদ

হইলেও দেবতা অভিন্ন এবং সকল পশুগুলিরই বসা একই সময়ে এক সঙ্গে পাক করিতে হয়। আর এস্থলে প্রদানের কালও এক। যে হেতু, যাজ্যা এবং অর্দ্ধর্চ্চ পাঠ যে সময় সমাপ্ত হয় সেই সময় প্রদান করিতে হয়। সুতরাং একবার একসঙ্গে হোম না করিলে প্রদানের সাহিত্য থাকে না। কাজেই এখানে হোমের তন্ত্রতা হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

কালভেদাত্ত্বাবৃত্তির্দেবতাভেদে ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। "কালভেদাৎ"—কালের ভেদ হইলে, "তু"—প্রত্যুদাহরণার্থক, "আবৃত্তিঃ"—আবৃত্তি অর্থাৎ একাধিক বার অনুষ্ঠান হইবে, "দেবতাভেদে"—দেবতার ভেদ থাকিলে।

ভাষ্যভাবার্থ। উহারই প্রত্যুদাহরণ বলিতেছেন—একাদশিন স্থলে আগ্নেয়, সারস্বত এবং সৌম্য এই তিনটি পশুর দেবতা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া এবং তথায় যাজ্যা ও অর্দ্ধর্চ্চের কালও পৃথক্ বলিয়া প্রদানের সাহিত্য নাই। কাজেই তথায় তন্ত্রতা নাই কিন্তু পৃথক্ ভাবেই পৃথক্ বসাহোম করিতে হইবে। ইতি ৫ম প্রাজাপত্যবসাহোমের তন্ত্রতা এবং একাদশিনগত বসাহোমের ভেদে অনুষ্ঠানাধিকরণ।

অন্তে যূপাহুতিস্তদ্বৎ ॥ ২৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অন্তে"—যূপের অন্তে অর্থাৎ অন্তিকে (নিকটে), "যূপাহুতিঃ"—যূপাহুতি কর্ত্তব্য, "তদ্বৎ"—তাহার ন্যায় অর্থাৎ ভিন্নদেবতাক বসাহোমের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমে যূপৈকাদশিনী উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে এগারটি যূপ আছে। ইহার প্রকৃতিভূত যে অগ্নীষোমীয় পশুযাগ তাহাতে যূপাহুতি বিহিত হইয়াছে। সুতরাং তাহা এখানে অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয়। ইহাতে সংশয় এই যে, প্রত্যেকটি যূপের জন্য কি পৃথক্ পৃথক্ আহুতি দিতে হইবে অথবা উহা তন্ত্রতায় সিদ্ধ হইবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, প্রত্যেকটি যূপের জন্য পৃথক্ পৃথক্ আহুতি দিতে হইবে। কারণ, "যূপস্যান্তিকে অগ্নিং মথিত্বা যূপাহুতিং জুহোতি" অর্থাৎ যূপের নিকটে অগ্নি মন্থন করিয়া যূপাহুতি

কর্ত্তব্য। আর এই নৈকট্য রক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেকটি যূপের সমীপে পৃথক্ পৃথক্ই আহুতি দিতে হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ইতরপ্রতিষেধো বা ॥ ২৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "ইতরপ্রতিষেধঃ"—উহা অন্য অগ্নির নিষেধমাত্র। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে যূপাহুতির তন্ত্রতা হইবে। কারণ, উক্ত বচনে নৈকট্য এবং মন্থন দুইটিই বিহিত হইতে পারে না; যেহেতু, তাহাতে বাক্যভেদ হয়। আবার উহাতে নৈকট্যও বিহিত হইতে পারে না। কারণ, নৈকট্য এখানে স্বভাবতঃ প্রাপ্ত বলিয়া তাহার উল্লেখ অনুবাদমাত্র। যেহেতু, অগ্নি সঙ্গে লইয়া যূপ সম্পাদন করা কষ্টসাধ্য। কাজেই স্বভাবতঃই লোকে সৌকর্য্যার্থে সেই স্থানেতে অগ্নি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করে। অতএব ঐ বাক্যে আহবনীয় অগ্নির নিষেধ করা হইয়াছে। যেহেতু, হোমমাত্রই আহবনীয় অগ্নিতে কর্ত্তব্য বলিয়া তদনুসারে যূপাহুতিও তাহাতেই অনুষ্ঠেয় হয়। কিন্তু এই বচনে তাহার প্রতিষেধ করিয়া নূতনভাবে মথিত অগ্নিতে যূপাহুতির বিধান করা হইয়াছে। আর সেই মন্থনের আবৃত্তির কোন কারণ নাই বলিয়া তন্ত্রতাই হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অশাস্ত্রবত্ত্বাচ্চ দেশানাম্ ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। "দেশানাম্ অশাস্ত্রবত্ত্বাৎ চ"—নৈকট্যরূপ দেশ এখানে শাস্ত্রবিহিত হইতে পারে না বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এখানে যে নৈকট্যের বিধি হইতে পারে না, তাহার আরও কারণ এই যে, নৈকট্য অর্থে অব্যবহিত সামীপ্যই গ্রহণীয়। আর যূপের অব্যবহিত সমীপে যদি বহ্নি স্থাপিত হয় তাহা হইলে যূপ পুড়িয়া যাইবে। ইহা কিন্তু শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে; অধিক কি, ইহা নিষিদ্ধ। এ কারণেও নৈকট্য শাস্ত্রবিহিত হইতে পারে না। অতএব এখানে আবহনীয় অগ্নি প্রতিষিদ্ধ। কিন্তু নূতন ভাবে মথিত অগ্নিতে হোম কর্ত্তব্য। সুতরাং আহুতিরও তন্ত্রতা স্বীকার্য্য। ইতি ৬ষ্ঠ যূপাহুতির তন্ত্রতাধিকরণ।

অবভৃথে প্রধানেঽগ্নিবিকারঃ স্যান্ন হি তদ্ধেতু-
রগ্নিসংযোগঃ ॥ ২৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অবভৃথে"—অবভৃথ যজ্ঞে, "প্রধানে অগ্নি-বিকারঃ স্যাৎ"—প্রধান কর্ম্মে অগ্নির বিকার অর্থাৎ বাধ হইবে, "হি"—যে হেতু, "অগ্নিসংযোগঃ"—অঙ্গের জন্য যে অগ্নিসংযোগ, "ন তদ্ধেতুঃ"—প্রধানের অগ্নিসংযোগ তাহার হেতু নয়।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমের শেষ ক্রিয়া 'অবভৃথ' যাগ। শ্রুতি বলিতেছেন "অপ্সু অবভৃথেন চরন্তি" অর্থাৎ অবভৃথ জলে কর্ত্তব্য। এস্থলে কেবল অবভৃথরূপ প্রধান অংশটি কি জলে কর্ত্তব্য অথবা সাঙ্গ অবভৃথ জলে করণীয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, মাত্র অবভৃথরূপ প্রধান অংশটিই জলে কর্ত্তব্য। কারণ "অপ্সু" এই অংশে মাত্র অবভৃথেরই জলে কর্ত্তব্যতা বোধিত হইতেছে। আর অবশিষ্ট অংশগুলি অগ্নিতেই অনুষ্ঠেয়। যেহেতু প্রধান কর্ম্মে অগ্নি না থাকিলে যে অঙ্গকর্ম্মেও অগ্নি থাকিবে না, এরূপ বলা চলে না। কারণ অঙ্গকর্ম্মের যে অগ্নি তাহা প্রধানসাপেক্ষ নহে। যেহেতু, একই বিধি দ্বারা অঙ্গে এবং প্রধানে অগ্নির প্রাপ্তি ঘটে। আর এই "অপ্সু" বাক্যে কেবল সেই প্রধানেরই অগ্নিসংযোগ রহিত করা হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

দ্রব্যদেবতবৎ ॥ ৩০ ॥

অক্ষরার্থ। "দ্রব্যদেবতবৎ"—দ্রব্য এবং দেবতার ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে অবভৃথে বিহিত এককপালরূপ দ্রব্য এবং বরুণ-রূপ দেবতা যেমন প্রধান কর্ম্মে বিহিত বলিয়া অঙ্গকর্ম্মে প্রাপ্ত হয় না অপ্ও সেইরূপ অঙ্গকর্ম্মে যাইবে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

সঙ্গো বা প্রয়োগবচনৈকত্বাৎ ॥ ৩১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "সাঙ্গঃ"—অঙ্গের সহিত সমগ্র যাগটিই জলে কর্ত্তব্য, "প্রয়োগবচনৈকত্বাৎ"—যেহেতু, প্রয়োগ-বচনের একত্ব রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে অঙ্গ এবং প্রধান সমগ্র যাগটিই জলে কর্ত্তব্য। কারণ, "অপ্সু অবভৃথেন চরন্তি" এস্থলে অবভৃথের সহিত অপের অন্বয় নয়, কিন্তু "চরন্তি" এই ক্রিয়ার সহিতই তাহার অন্বয়। আর ঐ ক্রিয়ার দ্বারা যাগীয় প্রয়োগ বা অনুষ্ঠানই বোধিত হইতেছে। আবার সেই যে প্রয়োগ তাহাও একটি বই দুইটি নয়। সুতরাং সেই প্রয়োগের অঙ্গ এবং প্রধান সকল কর্ম্মগুলির অপে (জলে) অনুষ্ঠেয়তা বুঝাইতেছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ৩২ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। অঙ্গ এবং প্রধান সকল কর্ম্মই যে এস্থলে 'জলে' কর্ত্তব্য তাহা "অপ্সু তৃণং প্রাস্যাবাবরতি" অর্থাৎ জলে তৃণ প্রক্ষেপ করিয়া আবার করিবে, এই বাক্যের জ্ঞাপকতা হইতেও উহা সিদ্ধ হয়। কারণ, এখানে বাক্যভেদ পরিহারের নিমিত্ত "অপ্সু" ইহার অনুবাদপূর্ব্বক তৃণপ্রাসন (প্রক্ষেপ) বিহিত হইয়াছে, এইরূপ অর্থই স্বীকার করিতে হয়।

শব্দবিভাগাচ্চ দেবতানপনয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরার্থ। "শব্দবিভাগাৎ"—শব্দের দ্বারা বিভক্ত হইতেছে বলিয়া, "চ"—কিন্তু, "দেবতানপনয়ঃ"—দেবতার অনপনয় হইবে অর্থাৎ অপনয় (অন্যত্র গতি) হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার পরিহার বলিতেছেন— এস্থলে অবভৃথশব্দের দ্বারাই অঙ্গ হইতে দ্রব্যদেবতার পার্থক্য বোধিত হইতেছে। কারণ, 'অবভৃথ' হইতেছে প্রধান যাগ। আর দ্রব্য এবং দেবতা এই দুইটি হইতেছে যাগের রূপ। সুতরাং তাহা প্রধানের সহিতই অন্বিত হইয়া থাকে। কাজেই এই দৃষ্টান্তে "অপ্সু" এইটিও যে কেবল প্রধানের ঐ যে "অপ্সু"র সহিত অন্বিত হইবে, ইহার কোনও হেতু নাই। কারণ, উহা প্রয়োগের বিশেষণ। অতএব অবভৃথে অঙ্গ এবং প্রধান সমস্তই জলে কর্ত্তব্য। ইতি ৭ম অবভৃথাধিকরণ।

দক্ষিণেঽগ্নৌ বরুণপ্রঘাসেষু দেশভেদাৎ সর্ব্বং ক্রিয়তে ॥ ৩৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দক্ষিণে অগ্নৌ"—দক্ষিণ অগ্নিতে, "বরুণপ্রঘাসেষু" —বরুণপ্রঘাস নামক যজ্ঞে, "সর্ব্বং ক্রিয়তে"—সমস্ত অঙ্গেরই পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠান করিতে হইবে, "দেশভেদাৎ"—দেশের ভেদ আছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। বরুণপ্রঘাস নামক যজ্ঞে পৃথক্ পৃথক্ বিহার অর্থাৎ থাকে পৃথক্ বেদি এবং পৃথক্ অগ্নি করিবার বিধি আছে। ইহাতে নয়টি যাগ ; তন্মধ্যে দক্ষিণ বিহারের প্রতিপ্রস্থাতৃ নামক ঋত্বিক্‌কে 'মারুধ্ব (মরুৎ-দেবতার) উদ্দেশে আমিক্ষানামক হবির্দ্রব্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় আর উত্তর বিহারে অধ্বর্য্যুকে আটটি হবির অনুষ্ঠান করিতে হয়। দক্ষিণ বিহারে এই যে হবির্দ্রব্যের অনুষ্ঠান অর্থাৎ যাগ করা হয় তাহার জন্য কি অঙ্গ সকলের পৃথক্ অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য অথবা উত্তর বিহারে অঙ্গসকলের যে অনুষ্ঠান হয় তন্ত্রতা বলে তাহাই দক্ষিণবিহারেরও উপকার সাধক হয় বলিয়া দক্ষিণ বিহারের আর অঙ্গকলাপের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য নহে, ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন, দক্ষিণবিহাররূপ দেশের যখন ভেদ রহিয়াছে, তখন দর্শপূর্ণমাসও রাজসূয়াদিতে যেমন করা হয় সেইরূপ সেখানেও অঙ্গকলাপের পৃথক্ অনুষ্ঠান করা উচিত। ইতি সিদ্ধান্ত।

অচোদনেতি চেৎ ॥ ৩৫ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অচোদনা"—ইহা ফলের সহিত উদ্দিষ্ট নহে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতে পারেন, ইহা অর্থাৎ এই মারুতী আমিক্ষারূপ যে যাগ ইহা যখন ফলের সহিত উদ্দিষ্ট নহে তখন এখানে অঙ্গের পৃথক্ অনুষ্ঠান হইবে না। ইতি আশঙ্কা।

স্যাৎ পৌর্ণমাসীবৎ ॥ ৩৬ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ অঙ্গের পৃথক্ অনুষ্ঠান হইবে, "পৌর্ণমাসীবৎ"—পৌর্ণমাসীর ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, মারুতী আমিক্ষাযাগেও অঙ্গসকলের পৃথক্ অনুষ্ঠান হইবে। কারণ, "পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাস্যা যজেত" এই বাক্যে পৌর্ণমাসী যাগ পৌর্ণমাসীতে কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। অথচ ইহা ফলের সহিত উদ্দিষ্ট নহে। তথাপি এখানে যেমন অঙ্গকলাপের পৃথক্ অনুষ্ঠান করা হয়, মারুতী আমিক্ষা যাগও ঠিক সেইরূপ বলিয়া উহাতেও অঙ্গানুষ্ঠান পৃথক্ কর্ত্তব্য। ইতি আশঙ্কা নিরাস।

প্রয়োগচোদনেতি চেৎ ॥ ৩৭ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রয়োগচোদনা"—পৌর্ণমাসীবাক্য প্রয়োগ-বিধায়ক, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, এখানে পৌর্ণমাসী যাগের দৃষ্টান্ত ঠিক হয় নাই। কারণ, "পৌর্ণমাস্যাং" ইত্যাদি বাক্য পৌর্ণমাসীতে প্রয়োগ বিধান করিতেছে। কাজেই তথায় অঙ্গেরও প্রয়োগ আবশ্যক। কিন্তু মারুতী আমিক্ষাবিষয়ক বাক্য সেরূপ নহে। সুতরাং এখানে অঙ্গের পৃথক্ অনুষ্ঠান হইবে না। ইতি আশঙ্কা।

তথেহ ॥ ৩৮ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "ইহ"—এখানে। ("ইহাপি মারুত্যাঃ প্রয়োগঃ চোদ্যতে"—এখানেও মারুতী আমিক্ষা যাগের প্রয়োগ উপদিষ্ট হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা ভাষ্যেরই অংশ।)

ভাষ্যভাবার্থ। পৌর্ণমাসী বাক্যে যেমন প্রয়োগ বোধিত হইতেছে এখানেও সেইরূপ প্রয়োগ উপদিষ্ট হইয়াছে। তথায় যেমন কাল প্রয়োগের অঙ্গ এখানে সেইরূপ দেশ প্রয়োগের অঙ্গ। যেহেতু, কাল এবং দেশ উভয়ই প্রয়োগের অঙ্গ হইয়া থাকে। অতএব এখানেও অঙ্গের পৃথক্ অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

আসাদনমিতি চেৎ ॥ ৩৯ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "আসাদনম্"—আসাদন উক্ত হইয়াছে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন "পৌর্ণমাস্যাং যজেত" এই বাক্যে 'যজ' ধাতু থাকায় প্রয়োগ (অনুষ্ঠান) বুঝাইতেছে; সুতরাং সেখানে অঙ্গের আবৃত্তি হইবে। পক্ষান্তরে মারুতী আমিক্ষার বেলায় "হবীংষি আসাদয়তি" এই বাক্যে 'আসাদয়তি' এই পদের দ্বারা আসাদন (স্থাপন) মাত্র বিহিত হইয়াছে, কিন্তু প্রয়োগ বুঝাইতেছে না। কাজেই এখানে প্রয়োগ না থাকায় প্রয়োগের বলে যে অঙ্গকলাপের পৃথক্ অনুষ্ঠান হইবে, তাহা এখানে হইতে পারিতেছে না। ইতি আশঙ্কা।

নোত্তরেণৈকবাক্যত্বাৎ ॥ ৪০ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না, "উত্তরেণ একবাক্যত্বাৎ"—যে হেতু, উত্তরের সহিত একবাক্যতা রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহারার্থে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্তি ঠিক নহে। কারণ, ইহাকে যদি প্রয়োগচোদনা বলা না হয় তাহা হইলে উত্তরবেদির যে আটটি হবিঃ তাহাও প্রয়োগবিষয়ক নহে, যে হেতু দক্ষিণ-বিহারের একটি এবং উত্তর বিহারের আটটি, এই নয়টিকে উদ্দেশ করিয়াই "আসাদয়তি" বলা হইয়াছে। অতএব একবাক্যতা করিলে 'আসাদয়তি' পদবাচ্য এই আসাদনকেই প্রয়োগচোদনা বলিতে হয়। আর তাহা হইলে উত্তর বিহার হইতে দক্ষিণ বিহারের প্রয়োগ যখন পৃথক্ তখন এখানেও অঙ্গের অনুষ্ঠান পৃথক্ ভাবেই কর্ত্তব্য। ইতি আশঙ্কা নিরাস।

অবাচ্যত্বাৎ ॥ ৪১ ॥

অক্ষরার্থ। "অবাচ্যত্বাৎ"—হোমের জন্য আসাদন বক্তব্য বলিয়াও (ইহা প্রয়োগবোধক) নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। আরও, এখানে যাগই বক্তব্য, কিন্তু হোমের জন্য আসাদন বক্তব্য নহে। কারণ, হোম যদি সিদ্ধ থাকে তাহা হইলে প্রকৃতিযাগীয় নিয়ম হইতেই আসাদন প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার হোম যদি সিদ্ধ হয় তাহা হইলে এই 'আসাদয়তি' ধাতুর দ্বারাই লক্ষণাবলে সেই যাগ বোধিত হইতে পারে। কাজেই পূর্ব্বপক্ষবাদী যে ইহাকে আসাদনবিধি বলিয়াছেন তাহা সঙ্গত নহে। কিন্তু ইহা যাগবিধি।

আম্নায়বচনং তদ্বৎ ॥ ৪২ ॥

অক্ষরার্থ। "তদ্বৎ"—সেইরূপ, "আম্নায়বচনম্"—বেদবচন রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। এখানে 'আসাদয়তি' পদটি যে লক্ষণা দ্বারা যাগ-বোধক তাহা বেদবচন হইতে নিরূপিত হয়। কারণ, "যদেব অধ্বর্য্যুঃ করোতি তৎ প্রতিপ্রস্থাতা করোতি দেবতাযজনম্" অর্থাৎ উত্তরবিহারে অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ যাহা করেন দক্ষিণবিহারে প্রতিপ্রস্থাতা নামক ঋত্বিক্ তাহা করেন; তাহা দেবতাযজন হয়" এই বেদবাক্যে এখানে 'আসাদয়তি' পদবোধিত হোমকে দেবতাযজন অর্থাৎ যাগ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই এখানে দুইটি বিহারের যাগরূপ কর্ম্ম পৃথক্ বলিয়া অঙ্গ সকলের তন্ত্রতা হইবে না, কিন্তু তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য হইবে। ইতি ৮ম উত্তরদক্ষিণবিহারদ্বয়ে অঙ্গসকলের অতন্ত্রতাধিকরণ।

কর্ত্তৃভেদস্তথেতি চেৎ ॥ ৪৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "কর্ত্তৃভেদঃ"—কর্ত্তার (ঋত্বিকের) ভেদ, "তথা" —সেইরূপ হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ বরুণপ্রঘাস যাগেই পুনরায় এইরূপ সংশয় হয়, ঐ স্থলে উত্তর বিহার এবং দক্ষিণ বিহারের কর্ম্মে কি ঋত্বিকের ভেদ হইবে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ঋত্বিক্ হইবে অর্থাৎ উত্তর বিহারে যতগুলি ঋত্বিক্ দক্ষিণ বিহারেও তত জন ঋত্বিক্ হইবে অথবা ঋত্বিকের তন্ত্রতা হইবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, পূর্ব্ব অধিকরণের নিয়ম অনুসারে এখানে অঙ্গের ন্যায় ঋত্বিকেরও ভেদ হইবে। কারণ, উত্তর বিহারের অঙ্গকলাপ যেমন দক্ষিণ বিহারের উপকার-সাধক হয় না সেইরূপ উত্তর বিহারে যে কয়জন ঋত্বিক্ থাকিবেন তাঁহারা দক্ষিণ বিহারের কর্ম্মের উপকারে লাগিবেন না। ঋত্বিগ্‌গণের অবস্থিতির স্থান ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াও একটি বিহারের ঋত্বিক্ অন্য বিহারের উপকারে আসিতে পারেন না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন সমবায়াৎ ॥ ৪৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—অর্থাৎ উক্ত শঙ্কা ঠিক নহে, "সমবায়াৎ"—যে হেতু, বচন অনুসারেই যাগকর্ত্তা ঋত্বিগ্‌গণ সেই সেই কর্ম্মে সমবেত হন।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে দুইটি বিহারে যাগকর্ত্তা সকল ঋত্বিকের ভেদ হইতে পারে না, কিন্তু তন্ত্রতাই হইবে। কারণ, এস্থলে ঋত্বিকের সংখ্যা শ্রুতিবচনের দ্বারা ব্যবস্থিত হইয়াছে। কাজেই কোন্ ঋত্বিক্ কোন্ কর্ম্মে সমবেত হইবেন তাহা বচন অনুসারেই নিরূপণ করিতে হয়। যে হেতু, শ্রুতি বলিতেছেন "চাতুর্মাস্যানাং যজ্ঞক্রতূনাং পঞ্চর্ত্বিজঃ" অর্থাৎ চাতুর্মাস্য যজ্ঞে পাঁচজন ঋত্বিক্ থাকিবে। আর অধ্বর্য্যু এবং প্রতিপ্রস্থাতা ছাড়া অপরাপর ঋত্বিগ্‌গণ স্ব স্ব স্থানে থাকিয়াই উভয় বিহারের উপকার সম্পাদন করিতে পারিবেন। আর পূর্ব্বপক্ষবাদী যে অঙ্গকর্ম্মের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, অঙ্গ কর্ম্ম সকল অধিকরণ সংস্কার দ্বারা যাগীয় দ্রব্য ধারণ করাইয়া যাগের উপকার সাধন করে; আর যাগের অধিকরণ এস্থলে দক্ষিণবিহার এবং উত্তর-বিহারভেদে ভিন্নই হইতেছে। কিন্তু ঋত্বিগ্‌গণ যাগক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া যাগের উপকার সম্পাদন করেন। আর হোতা, অগ্নীধ্র এবং ব্রহ্মা স্ব স্ব স্থানে থাকিয়াই তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন। কাজেই তাঁহাদের কার্য্য যখন তন্ত্রতা দ্বারাই সিদ্ধ হয়, তখন ভেদ স্বীকার করা অনাবশুক। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ৪৫ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—ইহার জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও (কর্ত্তৃভেদ অস্বীকার্য্য)।

ভাষ্যভাবার্থ। এই যাগের দক্ষিণাবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন "প্রবয়সমৃষভং দক্ষিণাং দদাতি" অর্থাৎ বয়স্ক ঋষভ দক্ষিণা দিবে। এই দক্ষিণা একটিমাত্র এবং ইহা একজন ঋত্বিক্‌কে দিতে হয়। যদি সেই ঋত্বিকের কর্ম্মের জন্ত আর একজন ঋত্বিক্ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বতন্ত্র দক্ষিণা না থাকায় তিনি যাগ করিতে স্বীকার করিবেন কেন? কাজেই ইহা হইতে বুঝা যায় যে যাগকর্ত্তা ঋত্বিকের তন্ত্রতা হইবে।

বেদিসংযোগাদিতি চেৎ ॥ ৪৬ ॥

অক্ষরার্থ। "বেদিসংযোগাৎ"—বেদির সহিত সংযুক্ত থাকিতে হয় বলিয়া (ঋত্বিকের তন্ত্রতা হইবে না), "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, "অন্তর্বেদি অন্তঃপাদো হোতুর্ভবতি বহির্বেদি অন্তঃ" অর্থাৎ হোতানামক যে ঋত্বিক্ তাঁহার একটি পা বেদির মধ্যে এবং আর একটি বেদির বাহিরে থাকিবে। কর্ত্তার তন্ত্রতা স্বীকার করিলে দুইটি বেদির হোতা একজন মাত্র হন বলিয়া একই সময়ে দুইটি বেদিতে তিনি ঐ ভাবে অবস্থিত হইতে পারেন না। কাজেই কর্ত্তৃভেদ স্বীকার করিতে হয়। ইতি আশঙ্কা।

ন দেশমাত্রত্বাৎ ॥ ৪৭ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত শঙ্কা ঠিক নহে, "দেশমাত্রত্বাৎ"—যেহেতু, উহা হোতার অবস্থানের দেশ অর্থাৎ স্থান বুঝাইতেছে মাত্র।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহারার্থে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, হোতার ঐ প্রকারে অন্তর্বেদি অবস্থানের দ্বারা যদি বেদির সংস্কার সাধিত হইত তাহা হইলে অন্য একজন হোতা আবশ্যক হইত এবং তদ্দৃষ্টান্তে অপরাপর ঋত্বিকের ভিন্নতা বিজ্ঞাপিত হইত বটে। কিন্তু উহা বেদিসংস্কারার্থক নহে; উহা হোতার অবস্থিতির স্থান বুঝাইতেছে মাত্র। উহা দ্বারা এইটুকু মাত্র উপদেশ করা হইয়াছে যে, হোতাকে এমন জায়গায় থাকিতে হইবে যাহাতে তাঁহার একটি পা অন্তর্বেদি এবং অপর পাটি বহির্বেদি স্থানে পড়ে। কাজেই দুইটি বেদির মধ্যে যে কোন একটি বেদিতে ঐ ভাবে অবস্থান করিলে শাস্ত্রার্থ সিদ্ধ হয় বলিয়া ইহা দ্বারা কর্ত্তৃভেদ বোধিত হয় না। ইতি আশঙ্কানিরাস।

একবাক্যত্বাৎ ॥ ৪৮ ॥

অক্ষরার্থ। "একবাক্যত্বাৎ"—একবাক্যতা থাকে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। হোতার একটি পা অন্তর্বেদি (বেদিমধ্যে) অবস্থাপিত হইলে তদ্দারা যে বেদির কোন সংস্কার সাধিত হয় না, তাহা শ্রুতির একবাক্যতা-বলেও বোধিত হয়। কাজেই বচনটি হোতার অবস্থিতির দেশমাত্র বিধায়ক বলিয়া উহা দ্বারা কর্ত্তৃভেদ বোধিত হয় না। অতএব এ স্থলে যাগকর্ত্তা ঋত্বিকের তন্ত্রতা হইবে। ইতি ৯ম কর্ত্তৃতন্ত্রতাধিকরণ।

একাগ্নিত্বাদপরেষু তন্ত্রং স্যাৎ ॥ ৪৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "একাগ্নিত্বাৎ"—একই অগ্নিতে নিষ্পাদ্য বলিয়া "অপরেষু"—পত্নীসংযাজরূপ অন্য কর্ম্মে, "তন্ত্রং স্যাৎ"—তন্ত্রতা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ বরুণপ্রঘাসযাগেই পুনরায় সংশয় এই যে, গার্হপত্য অগ্নিতে সম্পাদ্য যে 'পত্নী-সংযাজ' নামক কর্ম্ম তাহা কি দক্ষিণ এবং উত্তর বিহারে তন্ত্রতায় সিদ্ধ হইবে অথবা তাহা পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য হইবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, গার্হপত্য অগ্নি যখন দুইটি বিহারের জন্য পৃথক্ পৃথক্ নয় কিন্তু তাহা একটিমাত্রই, আর ঐ পত্নীসংযাজ কর্ম্ম যখন সেই গার্হপত্য অগ্নিতেই কর্ত্তব্য তখন উহার ভেদ হইতে পারে না, কিন্তু উহার তন্ত্রতাই হইবে; সুতরাং পত্নীসংযাগ একবারমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও ক্রিয়া সিদ্ধ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

নানা বা কর্ত্তৃভেদাৎ ॥ ৫০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "নানা"—পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠেয়, "কর্ত্তৃভেদাৎ"—যেহেতু, কর্ত্তার ভেদ রহিয়াছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে পত্নীসংযাজ কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠেয় হইবে। কারণ, এখানে উত্তরবিহার এবং দক্ষিণবিহারভেদে যাগকর্ত্তা অর্থাৎ যাগশরীরনির্ম্মাতা ঋত্বিকের ভেদই রহিয়াছে। যেহেতু, উত্তর-বিহারে আগ্নেয়াদি যে আটটি কর্ম্ম আছে তাহা অধ্বর্য্যুনামক ঋত্বিকের কর্ত্তব্য; আর দক্ষিণবিহারে যে মারুতী-ইষ্টি আছে তাহা প্রতিপ্রস্থাতানামক ঋত্বিকের করণীয়। আর এই বিহারের কর্ম্মে যে অঙ্গ সকলের তন্ত্রতা নাই তাহা পূর্ব্বতম অধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং তদনুসারে অধ্বর্য্যু দ্বারা অনুষ্ঠিত যে পত্নীসংযাজ তাহা প্রতিপ্রস্থাতা দ্বারা অনুষ্ঠিত মারুতী ইষ্টির উপকারক হইতে

পারে না। কাজেই এস্থলে তন্ত্রতা সম্ভব নহে। অতএব উহা পৃথক্ পৃথক্ই অনুষ্ঠেয়। ইতি ১০ম অপরাগ্নিতন্ত্রতাঽভাবাধিকরণ।

পর্য্যগ্নিকৃতানামুৎসর্গে প্রাজাপত্যানাং কর্ম্মোৎসর্গঃ শ্রুতিসামান্যাদারণ্যবৎ তস্মাদ্ ব্রহ্মসাম্নি চোদনাপৃথক্ত্বং স্যাৎ॥ ৫১॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পর্য্যগ্নিকৃতানাং প্রাজাপত্যানাম্ উৎসর্গে"—পর্য্যগ্নিকৃত প্রাজাপত্য পশুগুলির উৎসর্গে, "কর্ম্মোৎসর্গঃ"—শেষকর্ম্মের উৎসর্গ অর্থাৎ পরিত্যাগ হইবে, "আরণ্যবৎ শ্রুতিসামান্যাৎ"—আরণ্য পশুর উৎসর্গবিষয়ক শ্রুতিবাক্যের সহিত সামান্য অর্থাৎ সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া, "তস্মাৎ"—তাহা হইলে, "ব্রহ্মসাম্নি চোদনাপৃথক্ত্বং স্যাৎ"—ব্রহ্মসামপাঠকালে ঐ পশুবিষয়ক যে চোদনা অর্থাৎ কর্ম্মোপদেশ তাহা পৃথক্ কর্ম্মই হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ শ্রুতিমধ্যে বাজপেয় যাগের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "সপ্তদশ প্রাজাপত্যান পশূন্ সংচিনুতে" অর্থাৎ প্রজাপতিদেবতার জন্য সতরটি পশু সংগ্রহ করিবে। ইহার পরই শ্রুতি ঐ পশুগুলির সম্বন্ধে বলিতেছেন "তান্ পর্য্যগ্নিকৃতানুৎসৃজন্তি। ব্রহ্মসাম্নি আলভতে" অর্থাৎ "ঐ পশু কয়টিকে পর্য্যগ্নিকরণ নামক সংস্কার করিয়া ত্যাগ করিবে। ব্রহ্মসাম গীত হইবার কালে আলম্ভন করিবে"। এস্থলে সংশয় হইতেছে এই যে, "পর্য্যগ্নিকৃতান্ উৎসৃজন্তি" ইহা দ্বারা কি পর্য্যগ্নিকরণ নামক সংস্কারের পরবর্ত্তী পশুসম্বন্ধীয় অপর যে সমস্ত সংস্কারাদি কর্ম্ম আছে তাহার নিষেধ করা হইয়াছে এবং "ব্রহ্মসাম্নি আলভতে" ইহা দ্বারা অপর একটি কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে অথবা এস্থলে পর্য্যগ্নিকরণের পরবর্ত্তী সংস্কারগুলির ব্রহ্মসামোপলক্ষিত কালে অনুষ্ঠেয়তারূপ উৎকর্ষ করা হইয়াছে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, "কর্ম্মোৎসর্গঃ"—পর্য্যগ্নিকরণের পরভাবী সমস্ত—কর্ম্মের উৎসর্গ অর্থাৎ পরিত্যাগ করিবার বিষয় বলা হইয়াছে; সুতরাং পরবর্ত্তী কর্ম্মগুলি এখানে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, অশ্বমেধে "পর্য্যগ্নিকৃতান্ আরণ্যান্ উৎসৃজন্তি" এই বাক্যে যে উৎসর্গের বিধি বলা হইয়াছে

তাহাতে পর্য্যগ্নিকরণের পরভাবী কর্ম্মের নিষেধই বুঝায়। আর এস্থলেও শ্রুতি-বাক্যটি ঠিক সেই রকমেরই হইতেছে। কাজেই এখানেও শেষকর্ম্মের প্রতিষেধ হইবে। আর "ব্রহ্মসাম্নি আলভতে" ইহা দ্বারা স্বতন্ত্র একটি কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সংস্কারপ্রতিষেধো বা বাক্যৈকত্বে ক্রতুসামান্যাৎ ॥৫২॥ সিঃ

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "সংস্কারপ্রতিষেধঃ" —সংস্কারের প্রতিষেধ অর্থাৎ অপরাপর সংস্কারগুলির মাত্র তৎকাল-কর্ত্তব্যতার নিষেধ করা হইয়াছে, "বাক্যৈকত্বে" (বাক্যৈকত্বাৎ)—যেহেতু, একবাক্যতা রহিয়াছে, "ক্রতুসামান্যাৎ"—(ক্রতুসামান্যে)—ক্রতুর সামান্য অর্থাৎ সমানতা বা অভিন্নতা থাকায়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "পর্য্যগ্নিকৃতান্ উৎসৃজন্তি" ইহা দ্বারা পর্য্যগ্নিকরণের পরভাবী সংস্কারগুলির মাত্র তৎকালকর্ত্তব্যতার নিষেধ করা হইয়াছে, আর "ব্রহ্মসাম্নি আলভতে" ইহা দ্বারা ব্রহ্মসামোপলক্ষিতকালে সেই গুলির প্রতিসব অর্থাৎ পুনর্বিধান করা হইয়াছে অর্থাৎ ঐ সংস্কারগুলির উৎকর্ষ করা হইয়াছে। কারণ, "ব্রহ্মসাম্নি আলভেত" এই বাক্যের দ্বারা যে কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহাতে কোন দ্রব্য এবং দেবতার উল্লেখ না থাকায় তাহা দ্বারা কোন স্বতন্ত্র যাগ উপদিষ্ট হয় নাই। সুতরাং প্রাজাপত্য পশুর পর্য্যগ্নিকরণ পর্য্যন্ত যে কর্ম্ম হইতেছিল, ব্রহ্মসামকালের কর্ম্মটিও সেই একই কর্ম্ম বলিয়া "পর্য্যগ্নিকৃতান্ উৎসৃজন্তি" এবং "ব্রহ্মসাম্নি আলভেত" এই দুইটির একবাক্যতা রহিয়াছে। আরও, ইহাকে কর্ম্মান্তর স্বীকার করিলে "ব্রহ্মসাম্নি আলভেত" এ স্থলে কোনও পশুর উল্লেখ না থাকায় নূতন পশু কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু এই অদৃষ্টকল্পনার কোনও সার্থকতা নাই। অতএব ইহা কর্ম্মান্তর নহে কিন্তু এ স্থলে মাত্র সংস্কারের উৎকর্ষই বোধিত হইতেছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

বপানাঞ্চানভিঘারণস্য দর্শনাৎ ॥ ৫৩ ॥

অক্ষরার্থ। "বপানাং"—বপাসকলের, "অনভিঘারণস্য দর্শনাৎ চ"—অনভিঘারণ (অভিঘারণ না করার কথা) দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। উহা যে কর্ম্মান্তর নয়, তাহার আঁরও কারণ এই যে, এ স্থলে বপার অভিঘারণ করিতে হয় না। ইহার ভাবার্থ এইরূপ—। কোনও যাগ করিবার পূর্ব্বে পাঁচটি বা এগারটি প্রযাজের অনুষ্ঠান করিতে হয়। জুহুতে ঘৃত লইয়াই প্রযাজের আহুতি দিতে হয়। প্রযাজাহুতি সমাপ্ত হইলে তাহাতে খানিকটা অবশিষ্ট আজ্য (ঘৃত) থাকে, তাহার নাম প্রযাজশেষ। ইহার অব্যবহিত পরেই যে হবির্দ্রব্যের দ্বারা প্রধানযাগীয় আহুতি দেওয়া হইবে, সেই হবির্দ্রব্যটি ঐ প্রযাজশেষ দিয়া অভিঘারণ করিতে হয়। ইহাই প্রকৃতিযাগীয় ইতিকর্ত্তব্যতা। এস্থলে যে সতরটি প্রাজাপত্য পশু সে গুলির পর্য্যগ্নিকরণ পর্য্যন্ত সংস্কার করিয়া সেগুলিকে সরাইয়া রাখা হয়। পরে মাধ্যন্দিন সবনে সেগুলির আলম্ভাদি অপরাপর সংস্কার করিয়া বপাহোম করিতে হয়। ঐ বপাহোমের পূর্ব্বে আর প্রযাজ করা হয় না। অথচ প্রধানযাগের পূর্ব্বে প্রযাজ অনুষ্ঠান করিয়া প্রযাজশেষ দ্বারা সেই প্রধান যাগীয় হবির্দ্রব্যের অভিঘারণ করিতে হয়; কিন্তু এখানে বহু পূর্ব্বে প্রযাজের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে; আবার যে জুহুতে প্রযাজাহুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতেই পরক্ষণে সবনীয় প্রচার সম্পাদিত হইয়াছে; কেন না, এ স্থলে ইহাই বিধি যে, প্রযাজের অনন্তর সবনীয় প্রচারাদি করিয়া বহুক্ষণ পরে মাধ্যন্দিনসবনে বপাহোমাদি করিতে হয়। কাজেই সেই জুহুতে আর প্রযাজশেষ আজ্য থাকিতে পারে না; অথচ সেই জুহুস্থিত প্রযাজশেষের দ্বারাই প্রধানযাগীয় হবির্দ্রব্যের অভিঘারণ করিবার বিধি। কাজেই এখানে বপাহোমের হবির্দ্রব্যের অভিঘারণ লোপ পাইতেছে। কিন্তু ঐ প্রযাজশেষ দিয়া যে অভিঘারণ করা হয় তাহাতে প্রধানযাগীয় হবির্দ্রব্যের সংস্কার হইয়া থাকে। এ স্থলে বপাহোমে সেই সংস্কারটি না থাকায় ত্রুটি হইতেছে। এই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন "ব্রহ্ম বৈ ব্রহ্মসামা যদ্ ব্রহ্মসাম্না আলভতে তেন অসব্যাস্তেন অভিঘৃতাঃ" অর্থাৎ "ব্রহ্মই ব্রহ্মসাম; এই ব্রহ্মসামকালে যে আলম্ভ করা হয় তাহাতেই এই পশু-সম্বন্ধীয় হবির্দ্রব্যটি অসব্য হয় অর্থাৎ সব্যত্ব (কঠোরত্ব) বিহীন হইয়া যায়, আর তাহারই ফলে উহা অভিঘৃত হইয়া যায় অর্থাৎ উহার অভিঘারণরূপ সংস্কারের প্রয়োজন সাধিত হইয়া যায়।" কিন্তু এই যে ব্রহ্মসামকালে আলম্ভ ইহা যদি স্বতন্ত্র একটি কর্ম্ম হয় তাহা হইলে এ স্থলে প্রধানযাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রযাজেরও প্রাপ্তি থাকে; আর তাহা হইলে প্রযাজশেষও থাকে; সুতরাং তদ্দ্বারা প্রধানযাগীয় হবির্দ্রব্যের অভিঘারণও সম্ভব হয়। আর তাহা হইলে "ব্রহ্ম বৈ ব্রহ্মসাম" ইত্যাদি অর্থবাদটির কোনও সার্থকতা থাকে না। যে হেতু, প্রধান যাগের পূর্ব্বে এ স্থলে প্রযাজ থাকিতেছে না বলিয়াই ঐ অর্থবাদের দ্বারা ব্রহ্মসামের

প্রশংসা করিয়া বলা হইতেছে যে, এই ব্রহ্মসাম এমনই প্রশস্ত যে, ইহার পর যে যাগ করা হয় তাহাতে প্রযাজশেষ দ্বারা অভিঘারণ সম্ভব না হইলেও উহারই মাহাত্ম্যে হবির্দ্রব্যের সেই অভিঘারণাভাবজনিত যে অসব্যত্বাদি দোষ সে গুলি দূর হইয়া যায়। অতএব এ স্থলে বপার যে অনভিঘারণ অর্থাৎ অভিঘারণাভাব দৃষ্ট হইতেছে তাহা দ্বারাও ইহা নিরূপিত হয় যে, ব্রহ্মসামকালীন যে আলম্ভ তাহা স্বতন্ত্র যাগ নহে। অতএব এখানে প্রাজাপত্য পশুর উৎসর্গবাক্যে আলম্ভাদি সংস্কারগুলির কেবল উৎকর্ষই বোধিত হইতেছে। ইতি ১১শ পর্য্যগ্নিকৃতোৎসর্গাধিকরণ।

পঞ্চশারদীয়াস্তথেতি চেৎ ॥ ৫৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পঞ্চশারদীয়াঃ"—পঞ্চশারদীয়নামক যাগগুলি, "তথা"—এইরূপ হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে পঞ্চশারদীয় নামক একটি অহীনশ্রেণীর যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহা পাঁচ বৎসরের অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ হয়। বিশাখা-নক্ষত্র যুক্ত অমাবস্যায় আরম্ভ করিয়া পাঁচ দিন ধরিয়া তাহা সম্পাদন করিতে হয়। শ্রুতি বলিতেছেন "সপ্তদশ মারুতীঃ উপাকরোতি। সপ্তদশ পৃশ্নীনুক্ষ্ণস্তান্ পর্য্যগ্নিকৃতান্ প্রোক্ষিতানিতরা আলভন্তে প্রেতরাননুৎসৃজন্তি।" ভাবার্থ এই যে, ইহাতে সতরটি স্ত্রী-পশু এবং সতরটি বৃষ আবশ্যক। ঐ গুলির সবকটিকেই পর্য্যগ্নিকরণ এবং প্রোক্ষণ করিয়া স্ত্রী-পশুগুলিকে আলম্ভ করিতে হইবে এবং বৃষগুলিকে উৎসর্গ (পরিত্যাগ) করিতে হইবে। এই ভাবে চারি বৎসরের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন "ত্রীংস্ত্রীনেকৈকস্মিন্নহনি আলভেরন্ পঞ্চোত্তমেঽহনি" অর্থাৎ পাঁচদিনের মধ্যে চারিদিন তিনটি তিনটি করিয়া আলম্ভ হইবে, আর পঞ্চম দিবসে পাঁচটির আলম্ভ হইবে"। উক্ত পাঁচ বৎসরের মধ্যে চারি বৎসরের অনুষ্ঠানে যে পর্য্যগ্নিকৃত এবং প্রোক্ষিত পশুগুলিকে উৎসর্গ (পরিত্যাগ) করিবার বিধি, উহা কি পূর্ব্বাধিকরণে বিচারিত প্রাজাপত্য পশুর ন্যায় মাত্র সংস্কারপ্রতিষেধার্থ, সুতরাং উৎকর্ষার্থ ? অথবা উহা কর্ম্মশেষপ্রতিষেধার্থ ?—ইহাই সংশয়। যদি উহা কর্ম্মশেষ-প্রতিষেধার্থ হয় তাহা হইলে প্রত্যেক বৎসরেই সেই সতরটি বৃষের প্রয়োজন সম্পন্ন হইয়া যায় বলিয়া পর বৎসরে নূতন বৃষের দ্বারা নূতন কর্ম্ম আরব্ধ হয়। আর তাহা না হইলে প্রত্যেক বৎসরে একই কর্ম্মের অনুবৃত্তি অর্থাৎ জের চলিতে থাকে; যে হেতু, প্রত্যেক বৎসরেই বৃষগুলির প্রয়োজন অসম্পূর্ণ থাকে বলিয়া সেই বৎসরে আরব্ধ সেই কর্ম্মটি অসমাপ্তই থাকিয়া যায়। আর অন্তিম (পঞ্চম)

বৎসরে সেই বৃষগুলিরই আলম্ভ করিতে হয়। উক্ত প্রকার সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, পূর্ব্বাধিকরণে সতরটি প্রাজাপত্য পশুর সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, তাহা এস্থলেও প্রয়োজ্য। কারণ, উভয়েরই একরূপতা রহিয়াছে। অতএব এই যে উক্তোৎসর্গ ইহা উৎকর্ষার্থ। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন চোদনৈকবাক্যত্বাৎ ॥ ৫৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষীর উক্তি সঙ্গত নহে, "চোদনা"—উহা কর্ম্মান্তরচোদনা অর্থাৎ কর্ম্মান্তরবিধি, "একবাক্যত্বাৎ"—যেহেতু, একবাক্যতা রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বপক্ষীর উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ, ব্রহ্মসামকালে যে আলম্ভ তথায় দেবতার উল্লেখ ছিল না। কাজেই তথায় দ্রব্য-দেবতার সম্বন্ধ না থাকায় তাহা কর্ম্মান্তর হইতে পারে না। কিন্তু এখানে "মারুতী ; পৃশ্নী" এই ভাবে উল্লেখ থাকায় এখানে 'মরুৎ' দেবতার সম্বন্ধ রহিয়াছে। কাজেই ইহার কর্ম্মান্তর হইতে কোনও বাধা নাই। আরও, ইহাকে কর্ম্মান্তর বলিলে তবেই একবাক্যতা থাকে, অন্যথা বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। যে হেতু, ইহা কর্ম্মান্তরবিধায়ক হইলে ইহা দ্বারা অনেকগুণবিশিষ্ট একটি কর্ম্মের বিধান হইতে পারে। কিন্তু ইহাকে পূর্ব্বকর্ম্মের সহিত অভিন্ন কর্ম্ম বলিলে এস্থলে প্রাপ্ত কর্ম্মের অনুবাদ পূর্ব্বক "ত্রীন্ ত্রীন্ অন্বহম্" এই অংশে ত্রিত্ব এবং একাহত্ব বিহিত হইয়াছে বলিতে হয়। আর তাহাতে বাক্যভেদই হইয়া পড়ে। অতএব প্রত্যেক বৎসরেই সেই পর্য্যন্ত সংস্কার করিয়া বৃষগুলিকে উৎসর্গ করিলে (ছাড়িয়া দিলে) সে বৎসরের মত সেই কর্ম্মটি সমাপ্ত হয়। কিন্তু চরম বৎসরে নূতন সতরটি বৃষ লইয়া ঐ সমস্ত সংস্কার করিয়া সে গুলির আলম্ভ করিতে হয়। অতএব উহা উৎকর্ষার্থ নহে, উহা কর্ম্মান্তর। ইতি সিদ্ধান্ত।

সংস্কারাণাঞ্চ দর্শনাৎ ॥ ৫৬ ॥ *

অক্ষরার্থ। "সংস্কারাণাং দর্শনাৎ চ"—কতকগুলি নূতন সংস্কার দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

---

* ইহার পূর্ব্বে "বাতবামত্বাচ্চ" এই প্রকার একটি সূত্র কাশীর মুদ্রণে দৃষ্ট হয়। কিন্তু অন্য কেহ ইহা সূত্ররূপে ধরেন নাই। খুব সম্ভব ইহা ভাষ্যেরই অংশ।

ভাষ্যভাবার্থ। ইহা যে কর্ম্মান্তর, সে পক্ষে আরও যুক্তি এই যে, প্রতি বৎসরেই সতরটি বৃষের পর্য্যগ্নিকরণ এবং প্রোক্ষণরূপ সংস্কার করিবার বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। উহা যদি একই কর্ম্ম হইত তাহা হইলে এই একই সংস্কার পুনঃ পুনঃ সম্পাদন করা সঙ্গত হয় না। তাহাতে শ্রুতির আনর্থক্য হইয়া পড়ে। অতএব এস্থলে সংস্কারশেষপ্রতিষেধমূলক উৎকর্ষ হইবে না, কিন্তু ইহা কর্ম্মশেষ প্রতিষেধ বা কর্ম্মান্তর বিধি। ইতি ১২শ পঞ্চশারদীয়াধিকরণ।

দশপেয়ে ক্রয়প্রতিকর্ষাৎ প্রতিকর্ষস্ততঃ প্রাচাং
তৎসমানং তন্ত্রং স্যাৎ ॥ ৫৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দশপেয়ে"—দশপেয় নামক যাগে, "ক্রয়প্রতিকর্ষাৎ"—সোমক্রয়ের প্রতিকর্ষ অর্থাৎ অপকর্ষ হয় বলিয়া, "ততঃ প্রাচাং"—সেই ক্রয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী অনুষ্ঠানগুলির, "প্রতিকর্ষঃ"—অপকর্ষ হইবে, "তৎ"—অতএব, "সমানং তন্ত্রং স্যাৎ"—সমানতন্ত্রতা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। রাজসূয় যজ্ঞের মধ্যে 'অভিষেচনীয়' এবং 'দশপেয়' নামক দুইটি একাহ সোমযাগ আছে। ঐ দুইটির অঙ্গগুলির অনুষ্ঠানে কি তন্ত্রতা হইবে অথবা সেগুলি পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠেয় হইবে? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ঐ দুইটি যাগের অঙ্গগুলির তন্ত্রতা হইবে। কারণ, "ক্রয়প্রতিকর্ষাৎ"—দশপেয় যাগের সোমক্রয়ের প্রতিকর্ষ অর্থাৎ অপকর্ষ শাস্ত্রবোধিত। যদিও দশপেয় যাগটি অভিষেচনীয় যাগের বহু পরে অনুষ্ঠেয় তথাপি "সহ সোমং ক্রীণাতি অভিষেচনীয়দশপেয়য়োঃ" অর্থাৎ অভিষেচনীয় এবং দশপেয় যাগের সোমক্রয় একসঙ্গে কর্ত্তব্য, এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা দশপেয় যাগের সোমক্রয়ের অপকর্ষ বোধিত হইতেছে। আর সোমক্রয়ের অপকর্ষ হইলে "ততঃ প্রাচাং প্রতিকর্ষঃ"—সেই সোমক্রয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী যে সমস্ত অনুষ্ঠান "তদাদিতদন্তন্যায়ে" সে গুলিরও অপকর্ষ হইবে। আর তাহা হইলে অভিষেচনীয় এবং দশপেয় উভয় যাগেরই সোমক্রয়ের পূর্ব্বভাবী অঙ্গগুলি একই প্রকারের বলিয়া সেগুলিরও অনুষ্ঠানের তন্ত্রতা হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সমানবচনং তদ্বৎ ॥ ৫৮ ॥

অক্ষরার্থ। "তদ্বৎ"—উভয়ের অঙ্গকলাপের এককালীনতা-বোধক, "সমানবচনং"—সমানবচন রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিও "সমানো বা এব যজ্ঞো যদ্দশপেয়শ্চাভিষেচনীয়শ্চ" অর্থাৎ এই যে দশপেয় এবং অভিষেচনীয় যজ্ঞ ইহা সমান, এই বচনে 'সমান' শব্দের নির্দ্দেশ করিয়া উভয়ের অঙ্গকলাপের এককালীনতা বুঝাইয়া দিতেছেন। আর এককালীন অঙ্গগুলির তন্ত্রতাই যুক্তিসিদ্ধ। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

অপ্রতিকর্ষো বাঽর্থহেতুত্বাৎ ॥ ৫৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "অপ্রতিকর্ষঃ"—(সোমক্রয়ের এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্গকলাপের) অপকর্ষ হইবে না, "অর্থহেতুত্বাৎ"—যে হেতু, উহা (ঐ ক্রয়সাহিত্য) দ্রব্যলাভার্থক।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে উভয় যাগের অঙ্গের তন্ত্রতা হইতে পারে না। কারণ, দশপেয় যাগ ভিন্নকালবর্ত্তী। আর যাগের মধ্যেই সোমক্রয় করিবার নিয়ম। সুতরাং সোমক্রয়ের অপকর্ষ হয় না বলিয়া তৎপূর্ব্বভাবী অঙ্গগুলিরও অপকর্ষ হইতে পারে না। আর তাহা না হইলে অভিষেচনীয় এবং দশপেয়যাগের অঙ্গগুলির এককালীনতা না থাকায় তন্ত্রতার প্রশ্নই উঠে না। আর শ্রুতিমধ্যে যে উভয়যাগের ক্রয়ের সাহিত্য (সমকালীনতা) বলা হইয়াছে, তাহার এরূপ অর্থ নহে যে, একই সময়ে উভয় যাগেরই ক্রয় নিষ্পন্ন হইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী যাগে পাছে সোম পাওয়া না যায় এই জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী অভিষেচনীয় যাগের সোমক্রয়ের সময়েই পরবর্ত্তী সোমক্রয়ের কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া রাখিতে বলা হইয়াছে। এই প্রকার যে বাচনিক ক্রয় ইহাকেই এখানে ক্রয়ের সাহিত্য বলা হইয়াছে। যে হেতু, এরূপ না বলিলে বিনা কারণে অপরাপর বিষয়ের বিশৃঙ্খলা (ক্রমভঙ্গ) এবং বহু অদৃষ্ট কল্পনা করিতে হয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

পূর্ব্বস্মিংশ্চাবভৃথস্য দর্শনাৎ ॥ ৬০ ॥

অক্ষরার্থ। "পূর্ব্বস্মিন্"—পূর্ব্ব (অভিষেচনীয়) যাগটিতে, "অবভৃথস্য দর্শনাৎ চ"—অবভৃথ দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। অভিষেচনীয় এবং দশপেয় যাগের প্রাচ্য এবং উদীচ্য অঙ্গকলাপের যে তন্ত্রতা হইতে পারে না, তাহার আরও কারণ এই যে, "যদভিষেচনীয়স্যাবভৃথম্" এই বচনে অভিষেচনীয় যাগের জন্য অবভৃথ নামক উদীচ্য কর্ম্মকে স্বতন্ত্রভাবেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যদি তন্ত্রতা হয় তাহা হইলে ঐ অবভৃথটি উভয় যাগের সাধারণ অঙ্গ বলিয়া ঐটিকে কেবলমাত্র অভিষেচনীয়ের অঙ্গ বলা সঙ্গত হয় না।

সমানঃ কালসামান্যাৎ ॥ ৬১ ॥ *

অক্ষরার্থ। "কালসামান্যাৎ"—কালিক সমানতা অনুসারে, "সমানঃ"—'সমান' বলা হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। আর শ্রুতিমধ্যে "সমানো বা এষ যজ্ঞঃ" ইত্যাদি বচনে যে উভয়যাগকে লক্ষ্য করিয়া 'সমান' বলা হইয়াছে তাহারও অর্থ এমন নহে যে, উক্ত দুইটি কর্ম্মই একই সময়ে অনুষ্ঠেয়। কিন্তু একই ক্রতুর মধ্যে ঐ দুইটি সোমযাগ অনুষ্ঠেয়, এই প্রকার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াই এখানে সমানতা বলা হইতেছে।

---

* ইহার পূর্ব্বে "দীক্ষাণাং চোত্তরস্য" এই সূত্রটি কোন কোন ব্যাখ্যাকার ধরিয়াছেন। উহা ভাষ্যের মধ্যে দৃষ্ট হয়। তবে উহা সূত্র কি ভাষ্যাংশ তাহা বলা কঠিন। উহার অর্থ :—"উত্তরস্য=পরবর্ত্তীটির অর্থাৎ দশপেয়যাগের, "দীক্ষাণাং চ"= দীক্ষাবিষয়ক বচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও—। শ্রুতিমধ্যে "সদ্যো দীক্ষয়তি সদ্যঃ সোমং ক্রীণাতি" ইত্যাদি বচনে দশপেয়যাগের দীক্ষা এবং সোমক্রয়, যাগের দিনেই সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তব্য বলিয়া যখন উপদিষ্ট হইয়াছে তখন উভয় যাগের অঙ্গের তন্ত্রতা হইতে পারে না। কারণ, দীক্ষাও একটি অঙ্গ ; অথচ তাহা যাগের সঙ্গেই কর্ত্তব্য অর্থাৎ অভিষেচনীয় হইতে পৃথক্ কর্ত্তব্য বলিয়াই উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সোমক্রয়ের যে সাহিত্য তাহা দ্বারা যে বাচনিকক্রয়ের সাহিত্যই বোধিত হইতেছে তাহাও এই বচন হইতে বুঝা যায় ; কারণ, এখানে সদ্যঃ (যাগের সঙ্গে সঙ্গে) ক্রয় করিবার কথাই বলা হইয়াছে।

অতএব অভিবেচনীয় এবং দশপেয় যাগের অঙ্গকলাপের ভেদই হইবে। ইতি ১৬শ দশপেয়াধিকরণ।

নিষ্কাসস্যাবভৃথে তদেকদেশত্বাৎ পশুবৎ প্রদানবিপ্রকর্ষঃ স্যাৎ ॥ ৬২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অবভৃথে"—অবভৃথযাগে, "নিষ্কাসস্য"—নিষ্কাস-দ্রব্যের, "প্রদানবিপ্রকর্ষঃ স্যাৎ"—প্রদানের বিপ্রকর্ষ অর্থাৎ বিলম্ব (উৎকর্ষ) হইবে, "পশুবৎ"—পশুযাগের ন্যায়, "তদেকদেশত্বাৎ"—যে হেতু, তাহা আমিক্ষার একদেশ (অংশ)।

ভাষ্যভাবার্থ। চাতুর্মাস্য যাগের বরুণপ্রঘাসনামক পর্ব্বে যে বারুণী (বরুণদেবতাকে দেয়) আমিক্ষা উপদিষ্ট হইয়াছে তৎপ্রকরণে শ্রুতি বলিতেছেন "বারুণ্যা নিষ্কাসেন তুষৈশ্চ অবভৃথমভ্যবযন্তি" অর্থাৎ বারুণী আমিক্ষার নিষ্কাস এবং তুষ ইহা দ্বারা অবভৃথ অনুষ্ঠান করিবে। ইহার ভাবার্থ এইরূপ ;—চাতুর্মাস্য যাগের বরুণ-প্রঘাস নামক পর্ব্বে নয়টি হবির্দ্রব্য। তন্মধ্যে অষ্টম হবির্দ্রব্যটি হইতেছে বারুণী (বরুণদেবতাকে দেয়) আমিক্ষা ; আর নবম হবির্দ্রব্যটি 'কায় এককপাল' অর্থাৎ 'ক' দেবতাকে দেয় একটি কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ। ঐ যে বারুণী আমিক্ষা উহা যবপিষ্টনির্ম্মিত মেষ সহযোগে আহুতি দিতে হয়। তদনন্তর ঐ যে 'কায় এক-কপাল' তাহার অনুষ্ঠান। ইহার পর, যে ভাণ্ডে আমিক্ষা ছিল তাহার অবশিষ্ট ভাণ্ডলিপ্ত আমিক্ষা এবং পিষ্টনির্ম্মিত মেষ ও পুরোডাশের জন্য যে যব ও শালি গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহার তুষ অর্থাৎ আমিক্ষার ভাণ্ডলিপ্ত অংশ এবং যব ও শালির তুষ একত্র করিয়া তাহা দ্বারা অবভৃথের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যব ও শালির তুষের সহিত বারুণী আমিক্ষার ভাণ্ডলিপ্ত অংশের দ্বারা এই যে অবভৃথের অনুষ্ঠান, ইহা কি ঐ বারুণী আমিক্ষার দ্বারা সাধ্য যে কর্ম্ম যাহা অষ্টম হবির্দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহারই অংশ অথবা উহা কর্ম্মান্তর অর্থাৎ স্বতন্ত্র একটি কর্ম্ম, ইহাই সংশয়। যদি ইহা ঐ বারুণী আমিক্ষারই অংশ হয় তাহা হইলে প্রচারবিপ্রকর্ষ হইতেছে মাত্র অর্থাৎ সেই একই কর্ম্মের প্রদানরূপ অংশবিশেষের উৎকর্ষ অর্থাৎ পরবর্ত্তী বিপ্রকৃষ্ট কালে অনুষ্ঠান হইতেছে মাত্র ; সুতরাং তাহাতে অপর কোন সংশয় নাই। আর যদি উহা কর্ম্মান্তর হয় তাহা হইলে উহাতে পুনরায় সংশয় এই

যে, উহা কি প্রতিপত্তি-কর্ম্ম কিংবা উহা অর্থকর্ম্ম ? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে-ছেন, উহা একই কর্ম্ম, তবে উহাতে পশুযাগের বপাপ্রচারের ন্যায় প্রচারের (প্রদানের) বিপ্রকর্ষ হইতেছে মাত্র। কারণ, ঐ যে নিষ্কাস উহা পূর্ব্বযাগের দ্রব্যের অর্থাৎ অষ্টম হবির্দ্রব্য যে বারুণী আমিক্ষা তাহারই একদেশ অর্থাৎ অংশ। কাজেই উভয়স্থলের দ্রব্য যখন অভিন্ন তখন উহা স্বতন্ত্র যাগ হইতে পারে না। অতএব উহা কর্ম্মান্তর নহে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপনয়ো বা প্রসিদ্ধেনাভিসংযোগাৎ ॥ ৬৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অপনয়ঃ"—পূর্ব্বকর্ম্মের অপনয় অর্থাৎ ব্যবচ্ছেদ হইবে অর্থাৎ ইহ কর্ম্মান্তর হইবে, "প্রসিদ্ধেন অভিসংযোগাৎ"—যে হেতু, কর্ম্মনামরূপে প্রসিদ্ধ যে 'অবভৃথ' শব্দ তাহার সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ইহা অবভৃথের ধর্ম্মবিশিষ্ট স্বতন্ত্র একটি কর্ম্ম। কারণ, 'অবভৃথ' শব্দটি কর্ম্মের নামধেয়রূপে প্রসিদ্ধ। আর তাহার সহিত ঐ নিষ্কাসাদিসাধ্য অনুষ্ঠানের সম্বন্ধ রহিয়াছে। অতএব উহা দ্বারা পূর্ব্বকর্ম্মের ব্যবচ্ছেদ বুঝাইতেছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

প্রতিপত্তিরিতি চেন্ন কর্ম্মসংযোগাৎ ॥ ৬৪ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রতিপত্তিঃ ইতি চেৎ"—উহা প্রতিপত্তি কর্ম্ম ইহা যদি বলা হয়, "ন"—না অর্থাৎ তাহা সঙ্গত হইবে না, "কর্ম্ম-সংযোগাৎ"—যে হেতু, প্রধান কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি কেহ বলেন, কর্ম্মান্তর হইলেও উহা প্রধান কর্ম্ম নয়; কিন্তু উহা প্রতিপত্তি কর্ম্ম। তদুত্তরে বক্তব্য, না, উহা প্রতিপত্তি কর্ম্ম নহে কিন্তু উহা প্রধান কর্ম্ম। কারণ, তাহা হইলে 'নিষ্কাসেন' এস্থলে তৃতীয়া না হইয়া দ্বিতীয়াবিভক্তিই হইত; যে হেতু যাহা সংস্কার্য্য তাহা প্রধান হইয়া থাকে বলিয়া তাহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তিই হয়। পক্ষান্তরে এখানে অবভৃথেই দ্বিতীয়া বিভক্তি এবং নিষ্কাসে তৃতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে। কাজেই এখানে অবভৃথই প্রধান

আর নিষ্কাস তাহার গুণভূত। অতএব 'অবভৃথ' অর্থকর্ম্ম অর্থাৎ প্রধান কর্ম্ম। ইতি ১৪শ বারুণীনিষ্কাসাবভৃথের অর্থকর্ম্মতাধিকরণ ; অবভৃথাধিকরণ)।

উদয়নীয়ে চ তদ্বৎ ॥ ৬৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উদয়নীয়ে চ"—উদয়নীয়েও, "তদ্বৎ"—পূর্ব্বের ন্যায় হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "প্রায়ণীয়স্য নিষ্কাসে উদয়নীয়মনুনির্ব্বপতি" অর্থাৎ প্রায়ণীয়নিষ্কাসে উদয়নীয় অনুনির্ব্বাপ করিবে। প্রায়ণীয় নিষ্কাসে এই যে উদয়নীয় নির্ব্বাপ ইহা কি পূর্ব্বের ন্যায় প্রায়ণীয় নিষ্কাস দ্রব্যবিশিষ্ট এবং উদয়নীয়ের ধর্ম্মবিশিষ্ট কর্ম্মান্তর অথবা ইহা প্রায়ণীয় নিষ্কাসের উদয়নীয় সংযোগ রূপ প্রতিপত্তি কিংবা প্রায়ণীয়নিষ্কাসে যে উদয়নীয়ের নির্ব্বাপ তাহার দ্বারা উদয়নীয়ের সংস্কার হয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে ইহাও প্রায়ণীয়নিষ্কাস দ্রব্যবিশিষ্ট এবং উদয়নীয়ের ধর্ম্মবিশিষ্ট কর্ম্মান্তর। যে হেতু উভয় স্থলে অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে।

প্রতিপত্তির্বাঽকর্ম্মসংযোগাৎ ॥ ৬৬ ॥

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "প্রতিপত্তিঃ"—উহা প্রতিপত্তিকর্ম্ম, "অকর্ম্মসংযোগাৎ—যে হেতু, উদয়নীয়রূপ কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন, ইহা প্রতিপত্তি-কর্ম্ম। কারণ, এখানে উদয়নীয়রূপ কর্ম্মের সহিত নিষ্কাসের সম্বন্ধ নাই, কিন্তু নির্ব্বাপের সহিতই উহার সম্বন্ধ। যে হেতু, শ্রুতি বলিতেছেন "নিষ্কাসে নির্ব্বপতি"। সুতরাং এই নির্ব্বাপের দ্বারা নিষ্কাসের প্রতিপত্তিরূপ সংস্কার হয়। ইতি ২য় পূর্ব্বপক্ষ।

অর্থকর্ম্ম বা শেষত্বাচ্ছ্রয়ণবৎ তদর্থেন বিধানাৎ ॥ ৬৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অর্থকর্ম্ম"—নির্ব্বাপ প্রধান কর্ম্ম, "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবৃত্ত্যর্থক, "শেষত্বাৎ"—যে হেতু, নিষ্কাস শেষ অর্থাৎ গুণভূত, "শ্রয়ণবৎ"

—সোমের শ্রয়ণের ন্যায়, "তদর্থেন বিধানাৎ"—সেই গুণার্থেই সপ্তমীর বিধান হইয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এই যে নিষ্কাসে নির্ব্বাপ ইহা প্রতিপত্তি কর্ম্ম নয়, কিন্তু ইহা অর্থকর্ম্ম। কারণ, 'নিষ্কাসে' এস্থলে গুণার্থেই সপ্তমী বিভক্তির বিধান করা হইয়াছে বলিয়া নিষ্কাস নির্ব্বাপের গুণভূত। আর 'পয়সা মৈত্রাবরুণং শ্রীণাতি' ইত্যাদি বচনে শ্রয়ণ বিহিত হইয়াছে, তাহাতে যেমন পয়ের দ্বারা সোমের সংস্কার হয় এস্থলেও সেইরূপ প্রায়ণীয় নিষ্কাসের দ্বারা উদয়নীয় হবির্দ্রব্যের সংস্কার হইয়া থাকে। ইহাকে প্রতিপত্তিকর্ম্ম বলিলে ইহা দ্বারা প্রায়ণীয়ের সংস্কার হয়। কিন্তু তাহা উপযুক্তের সংস্কার; আর উদয়নীয়ের যে সংস্কার তাহা উপযোক্তব্যের সংস্কার। আর উপযোক্তব্যের সংস্কার প্রয়োজনবান্ বলিয়া তাহাই অভ্যর্হিত। অতএব উদয়নীয়সংস্কারই এখানে বিহিত। ইতি ১৫শ উদয়নীয়াধিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনে একাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ।

অথ তৃতীয়ঃ পাদঃ

অঙ্গানাং মুখ্যকালত্বাদ্ বচনাদন্যকালত্বম্ ॥ ১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অঙ্গানাং মুখ্যকালত্বাৎ"—অঙ্গ সকল প্রধানের সমানকালীন বলিয়া, "বচনাৎ"—বিশেষ বচন থাকিলে, "অন্যকালত্বম্" —কালান্তরেও সেগুলি অনুষ্ঠেয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব পাদে প্রধানতঃ নিরূপণ করা হইয়াছে যে, অঙ্গ এবং প্রধান কর্ম্মের মধ্যে দেশ, কাল ও কর্ত্তার অন্যতা হইয়া থাকে। আর এই পাদে বিচার করা হইবে যে, স্থলবিশেষে অঙ্গ এবং প্রধান কর্ম্মের মধ্যে দেশ, কাল এবং কর্ত্তার ভেদও হইতে পারে আর দেশকালের ভেদ হইলেও অঙ্গকর্ম্মসকলের মধ্যে অন্যতা থাকিতে কোন বাধা হয় না।

অঙ্গকর্ম্মসকলের দেশকালাদি প্রধানকর্ম্মের দেশকালাদির সহিত কি অভিন্ন হইবে অথবা তাহা ভিন্নও হইতে পারে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ঐগুলি অভিন্নই হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন; বিশেষ বচন থাকিলে অঙ্গ এবং প্রধানের দেশকালাদির ভেদও হইতে পারে। যেমন বিশেষ বচন আছে বলিয়া অমাবস্যা যাগের বেদি প্রধানকাল হইতে ভিন্ন কাল যে পূর্ব্বদিন তাহাতেই করা হয়। অবভৃথ যাগ জলেই অনুষ্ঠেয়; ইহা প্রধানযাগের দেশ (স্থান) হইতে ভিন্নই হইতেছে। এইরূপ সৌত্রামণী যাগে দক্ষিণার ভেদ আছে বলিয়া তাহাতে কর্ত্তারও ভেদ হইয়া থাকে। ইতি ১ম বেদি প্রভৃতি অঙ্গের প্রধানকালান্যকালে কর্ত্তব্যতাধিকরণ।

দ্রব্যস্য চাকর্ম্মকালনিষ্পত্তেঃ প্রয়োগঃ সর্ব্বার্থঃ স্যাৎ স্বকালত্বাৎ ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্রব্যস্য"—আধানসংস্কৃত অগ্নিরূপ দ্রব্যের, "চ"— অধিকরণান্তরসূচক, "অকর্ম্মকালনিষ্পত্তেঃ"—কর্ম্মকালে নিষ্পন্ন নহে

বলিয়া, "প্রয়োগঃ সর্ব্বার্থঃ স্যাৎ"—আধানের প্রয়োগ সর্ব্বার্থ অর্থাৎ সকল ক্রতুর উপকারক হইবে, "স্বকালত্বাৎ"—যে হেতু, তাহা স্বীয় কালে অনুষ্ঠিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। ব্রাহ্মণাদির পক্ষে বসন্তাদি কালে অগ্ন্যাধান কর্ত্তব্য। সেই যে আধান ইহা কি প্রত্যেক যাগের জন্য পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠেয় অথবা ইহার তন্ত্রতাই সিদ্ধ, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, আধান যখন ক্রতুর অঙ্গ তখন তাহা প্রত্যেক ক্রতুতে পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠেয়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, আধানের যে (প্রয়োগ) তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও ক্রতুর অঙ্গ নহে; কিন্তু তাহা পরম্পরা সম্বন্ধেই ক্রতুর উপকারক। আর তাহা অনারভ্যাধীত বলিয়া সকল ক্রতুরই উপকারক; এবং তাহা বচন-বিহিত যে বসন্তাদি কাল সেই স্বকালেই অনুষ্ঠেয়। কাজেই তাহার তন্ত্রতা যুক্তিসিদ্ধ। ইতি ২য় আধানের তন্ত্রানুষ্ঠানাধিকরণ।

যূপশ্চাকর্ম্মকালত্বাৎ ॥ ৩ ॥ সিঃ)

অক্ষরার্থ। "যূপঃ চ"—যূপও তন্ত্র হইবে, "অকর্ম্মকালত্বাৎ" —যে হেতু, তাহা কর্ম্মকালে কৃত হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমযাগে ভিন্ন ভিন্ন কালে আলভ্য অগ্নীষোমীয়, সবনীয় এবং আনুবন্ধ্য এই তিনটি পশু আছে। পশুর জন্য যূপ আবশ্যক। ঐ তিনটি পশুর জন্য কি পৃথক্ পৃথক্ তিনটি যূপ হইবে অথবা একটি যূপেই তন্ত্রতাবলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, অগ্নীষোমীয় পশুর প্রসঙ্গেই যখন প্রত্যক্ষবচনে যূপের উপদেশ আছে তখন উহা কেবল তাহারই অঙ্গ হইবে। সুতরাং অন্য পশুর জন্য স্বতন্ত্র যূপ আবশ্যক। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, যূপ অগ্নীষোমীয় পশুর কালে সম্পাদ্য নহে, কিন্তু তাহা বচনবলে তৎপূর্ব্বদিনে দীক্ষাকালে কিংবা সোমক্রয়কালে কর্ত্তব্য। আর সেই দীক্ষা বা সোমক্রয় সমগ্র জ্যোতিষ্টোমেরই উপকারক। কাজেই সেই সময়ে সম্পাদিত যে যূপ তাহাও আধানের ন্যায় সবনীয়াদি পশুরও উপকারক হয়। অতএব যূপেরও তন্ত্রতাই হইবে।

একযূপং চ দর্শয়তি ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। "একযূপং দর্শয়তি চ"—যূপ যে একটি তাহা স্বয়ং শ্রুতিই দেখাইয়া দিতেছেন।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে সবনীয় পশুর প্রকরণে "ত্রিবৃতা যূপং পরিবীয়" ইত্যাদি বচনে যে যূপ পরিব্যাণের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে, একটিমাত্র যূপ তিনটি পশুর পক্ষে সাধারণ। অতএব যূপের তন্ত্রতা হইবে। ইতি ৩য় অগ্নীষোমীয়াদিতে যূপের তন্ত্রতাধিকরণ।

সংস্কারাস্ত্বাবর্ত্তেরন্নর্থকালত্বাৎ ॥ ৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সংস্কারাঃ"—সংস্কার সকল, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "আবর্ত্তেরন্"—আবৃত্ত অর্থাৎ একাধিকবার অনুষ্ঠেয় হইবে, "অর্থকালত্বাৎ"—যে হেতু, সে গুলি পশুনিয়োজনরূপ যে অর্থ তৎকালেই অনুষ্ঠেয়।

ভাষ্যভাবার্থ। তক্ষণ, পর্ব্যূহণ প্রভৃতি কতকগুলি সংস্কার আছে যে গুলি পশুতন্ত্রের মধ্যে (পশুসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানকালে) করিতে হয়। একই জ্যোতিষ্টোমযাগে অগ্নীষোমীয়, সবনীয় এবং আনুবন্ধ্য পশুভেদে সেই সংস্কার গুলির কি পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য অথবা সে গুলির তন্ত্রতাই বিধেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ঐ সংস্কারগুলি পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য। কারণ, ঐ গুলি পশুর নিয়োজন কালেই সম্পাদন করিতে হয়। আর প্রত্যেক পশুর নিয়োজন পৃথক্ পৃথক্ই করা হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

তৎকালস্তু যূপকর্ম্মত্বাৎ তস্য ধর্ম্মবিধানাৎ সর্ব্বার্থানাঞ্চ বচনাদন্যকালত্বম্ ॥ ৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "তৎকালঃ"—সেই সময়ে কর্ত্তব্য, "যূপকর্ম্মত্বাৎ"—যে হেতু, যূপ তথায় কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য,

"তস্য"—সেই যূপের, "ধর্ম্মবিধানাৎ"—ধর্ম্ম অর্থাৎ সংস্কার বিহিত হইয়াছে বলিয়া, "সর্ব্বার্থানাং চ"—আর যাহা সর্ব্বার্থ (সকলের উদ্দেশ্যে বিহিত তাহা), "বচনাৎ"—বিশেষ বচন অনুসারে, "অন্তকালত্বম্"—অন্তকালে বিহিত হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পশুর ভেদ হইলেও যূপের ঐ সংস্কারগুলি পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে কর্ত্তব্য হইবে না। কারণ, সংস্কারগুলি নিয়োজন-কালে কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু ঐ গুলি দীক্ষাকালেই করণীয়। যে হেতু ঐ সংস্কার গুলির দ্বারা যূপ সম্পাদিত হইয়া থাকে বলিয়া ঐ সংস্কার গুলি নিয়োজনার্থ নহে, কিন্তু যূপই নিয়োজনার্থ; আর ঐ সংস্কার গুলি যূপার্থ—ঐ গুলি দ্বারা যূপ সম্পাদিত হয়। আর "দীক্ষাসু যূপং ছিনত্তি" এই বাক্যে দীক্ষাকালেই যূপের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। আর কেবলমাত্র ছেদনের দ্বারা যূপ সম্পাদিত হয় না, যে হেতু, যূপ বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই যাহার তক্ষণাদি হইতে পারে। কিন্তু তক্ষণাদি সংস্কারের দ্বারাই যূপ সম্পাদিত হয়। আর দীক্ষাকালে ঐ সংস্কারগুলি দ্বারা যে যূপ সম্পাদিত হয় তাহা যখন তন্ত্রতায় সর্ব্বসাধারণ তখন ঐ সংস্কার গুলি পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না। তবে যেখানে বিশেষ বচন আছে সেখানে অন্ত কালেও যূপ সম্পাদিত হয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

সকৃন্মানং চ দর্শয়তি ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। "সকৃৎ মানং"—একবারমাত্র পরিমাণ, "দর্শয়তি চ"—শ্রুতি দেখাইয়া দিতেছেন।

ভাষ্যভাবার্থ। যূপীয় সংস্কারগুলি যদি প্রত্যেকটি পশুর জন্য পুনঃ পুনঃ কর্ত্তব্য হইত, তাহা হইলে শ্রুতি "ত্রিবৃতা যূপং পরিবীয় সবনীয়ং পশুমুপাকরোতি" ইত্যাদি বাক্যে কেবল পরিব্যাণ করিবার কথা বলিতেন না, কিন্তু ঐ সংস্কারগুলির বিষয়ও নির্দ্দেশ করিতেন। কাজেই ঐ শ্রুতিতে যে যূপের একবার মাত্র পরিমাণগ্রহণ ও খাত করিবার কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতেও ইহা সিদ্ধ হয় যে, পশুর ভেদ থাকিলেও যূপীয় সংস্কার একবার মাত্রই কর্ত্তব্য। অতএব যূপীয় সংস্কারের তন্ত্রতাই হইবে। ইতি ৪র্থ যূপ সংস্কারের তন্ত্রতাধিকরণ।

স্বরুস্তন্ত্রাপবর্গঃ স্যাদস্বকালত্বাৎ ॥ ৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "স্বরুঃ"—স্বরুনামক দ্রব্যটি, "তন্ত্রাপবর্গঃ স্যাৎ"—তন্ত্রাপবর্গ হইবে অর্থাৎ এক একটি তন্ত্রে (অনুষ্ঠানে) অপবর্গ প্রাপ্ত অর্থাৎ সমাপ্ত হইবে, "অস্বকালত্বাৎ"—যে হেতু, তাহা স্বীয়কালে কর্ত্তব্য নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। স্বরু নামক একটি পদার্থ আছে, তাহা যূপেরই খণ্ডবিশেষ (চোক্‌লা)। তাহা দ্বারা পশুর অঞ্জনাদি সংস্কার করিতে হয়। অগ্নীষোমীয় সবনীয়াদি পশুভেদে কি সেই স্বরুরও ভেদ হইবে অথবা তাহার তন্ত্রতা হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, প্রত্যেক পশুর অঞ্জনের জন্ত ঐ স্বরু ভিন্ন ভিন্নই হইবে। কারণ, স্বরুর নিজের কোন স্বতন্ত্র কাল নাই ; কিন্তু অঞ্জনাদিরূপ যে কর্ম্ম তৎকালেই তাহা সংগ্রহ করিতে হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সাধারণো বাঽনুনিষ্পত্তিস্তস্য সাধারণত্বাৎ ॥ ৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "অনুনিষ্পত্তিঃ তস্য" —তাহার অনুনিষ্পত্তি অর্থাৎ প্রসঙ্গ বলে সিদ্ধি আছে বলিয়া, "সাধারণত্বাৎ"—যে হেতু, তাহা সাধারণ অর্থাৎ একটিমাত্র (অতএব স্বরুর তন্ত্রতা হইবে।)

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, স্বরুরও তন্ত্রতাই হইবে। কারণ, যূপ তক্ষণ করিবার সময় যূপীয় কাষ্ঠের যে প্রথম খণ্ডটি নির্গত হয় তাহাকেই স্বরু বলা হইয়া থাকে। আর তাদৃশ প্রথম খণ্ড একটিমাত্রই হইয়া থাকে। আবার যূপও এ স্থলে সাধারণ বলিয়া তাহা অনেক নহে, কিন্তু একটিই হইতেছে। সুতরাং একাধিক যূপের একাধিক প্রথম খণ্ড হইতে যে একাধিক প্রথমখণ্ডরূপ স্বরু নির্গত হইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই। আবার স্বরু অনুনিষ্পাদী অর্থাৎ যূপনিষ্পাদনকর্ম্ম হইতেই প্রসঙ্গতঃ সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহার জন্ত স্বতন্ত্র ব্যাপারও নাই। এই সমস্ত কারণে সবগুলি পশুর পক্ষে স্বরু সাধারণ বলিয়া স্বরুর ভেদ হইবে না কিন্তু তাহার তন্ত্রতাই হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

৫২

সোমান্তে চ প্রতিপত্তিদর্শনাৎ ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ। "সোমান্তে"—সোম যাগের অন্তে, "প্রতিপত্তি-দর্শনাৎ চ"—স্বরুর প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয় বলিয়াও (স্বরুর ভেদ হইবে না)।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নীষোমীয় সবনীয়াদি পশুভেদে যে স্বরুর ভেদ হইবে না তাহার আরও কারণ এই যে, "সংস্থিতে সোমে অগ্নৌ প্রস্তরং প্রহরতি স্বরুং বা" অর্থাৎ সোমযাগ সমাপ্ত হইলে অগ্নিতে 'প্রস্তর'টি এবং স্বরুটি প্রক্ষেপ করিবে" এই শ্রুতিবাক্যে ঐ সোমযাগের অন্তে স্বরুটিকে অগ্নিসাৎ করিয়া তাহার প্রতিপত্তি করিবার বিধি আছে। যদি প্রত্যেক পশুতে স্বরুর ভেদ হইত তাহা হইলে প্রথম স্বরুটি অগ্নীষোমান্তে এবং দ্বিতীয় স্বরুটি সবনান্তে অগ্নিসাৎ করিয়া তাহার প্রতিপত্তি করিবার বিধান থাকিত। তাহা যখন নাই তখন অগ্নীষোমীয় এবং সবনীয়াদিতে স্বরু যে একটি তাহা সিদ্ধ হয়।

তৎকালো বা প্রস্তরবৎ ॥ ১১ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "তৎকালঃ"—উহা সেই সময়ের বিধি, "প্রস্তরবৎ"—প্রস্তরের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, সোমান্তে প্রতিপত্তি দ্বারা স্বরুর সাধারণতা সিদ্ধ হয় না। কারণ, প্রস্তরটি সমগ্র যাগের মধ্যে অনুবৃত্ত থাকিলেও সোমান্তে অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া যেমন তাহার প্রতিপত্তি করা হয় সেইরূপ স্বরুগুলিরও যে প্রতিপত্তি কর্ত্তব্য ঐ সোমান্তেই তাহার কাল। সুতরাং উহা স্বরুর প্রতিপত্তির কালবিধায়ক বলিয়া উহা দ্বারা স্বরুর একত্ব সিদ্ধ হয় না, যে হেতু, তাহাতে বাক্যভেদ হয়। ইতি আশঙ্কা।

ন বোৎপত্তিবাক্যত্বাৎ প্রদেশাৎ প্রস্তরে তথা ॥ ১২ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন বা"—উক্ত শঙ্কা ঠিক নহে, "উৎপত্তিবাক্যত্বাৎ"—যে হেতু উহা উৎপত্তি বাক্য, "প্রদেশাৎ"—অতিদেশবিধিবলে, "প্রস্তরে তথা"—প্রস্তরে ঐরূপ হইবে। ইতি আশঙ্কানিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহারার্থে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অগ্নিতে যে প্রস্তর প্রহার অর্থাৎ দর্ভমুষ্টির নিক্ষেপ, তাহা অতিদেশবিধিবলে প্রাপ্ত হয় বলিয়া এখানে সোমান্তে তাহার কালবিধি হইতে পারে। কিন্তু অগ্নিতে ঐ স্বরুর যে প্রহার (প্রক্ষেপ) তাহা অন্য কোন বিধি দ্বারা পূর্ব্ব হইতে প্রাপ্ত নহে; কিন্তু ইহাই স্বরুর প্রহরণের উৎপত্তিবাক্য। কাজেই এখানে তাহার কালবিধি হইয়াছে এরূপ বলা যায় না; যে হেতু, তাহাতে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। কারণ, উক্ত বাক্যটিকে অগ্নিতে স্বরুর প্রক্ষেপ এবং সোমান্তে সেই প্রক্ষেপ, এই প্রকারে দুইটি বিধিবাক্যে পরিণত করিলে তবেই উহাকে কালবিধি বলা চলে। কিন্তু ঐ স্বরুটি যদি সকল পশুর পক্ষে সাধারণ হয় তাহা হইলে সকলের শেষেই উহার প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা হয় বলিয়া তখন উহার অগ্নিতে প্রক্ষেপ বাক্যভেদ বিনাই উপদিষ্ট হইতে পারে। যে হেতু, এখানে কাল স্বতঃপ্রাপ্ত বলিয়া বাক্যের দ্বারা কালের বিধান করিতে হয় না। পক্ষান্তরে প্রত্যেক পশুর জন্য স্বরুর ভেদ হইলে প্রথম যে স্বরু তাহা অগ্নীষোমীয় পশুর অন্তে এবং দ্বিতীয় স্বরুটি সবনীয় পশুর অন্তে প্রতিপত্তিসাকাঙ্ক্ষ হয়। অথচ অগ্নিতে যে উহার প্রক্ষেপ হইবে তাহা তখনও উপদিষ্ট হয় নাই। কাজেই স্বরুর তন্ত্রতাই হইবে। ইতি ৫ম স্বরুর তন্ত্রতাধিকরণ।

অহর্গণে বিষাণাপ্রাসনং ধর্ম্মবিপ্রতিষেধাদন্তে প্রথমে বাহহনি বিকল্পঃ স্যাৎ ॥ ১৩ ॥

অক্ষরার্থ। "অহর্গণে"—অহর্গণাত্মক যে দ্বিরাত্রাদি যাগ তাহাতে, "বিষাণাপ্রাসনং"—কৃষ্ণবিষাণের যে প্রাসন (ত্যাগ) তাহা, "বিপ্রতিষেধাৎ"—বিরোধ হইতেছে বলিয়া, "অন্তে প্রথমে বা অহনি বিকল্পঃ স্যাৎ"—প্রথম দিনে অথবা অন্তিম দিনে কর্ত্তব্য হইবে, এইরূপে তাহার বিকল্প হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। দ্বিরাত্র প্রভৃতি যে সমস্ত অহর্গণাত্মক যাগ আছে, সে গুলি জ্যোতিষ্টোম যাগের বিকৃতি। আবার জ্যোতিষ্টোমে "কৃষ্ণবিষাণয়া কণ্ডূয়তে" অর্থাৎ "কৃষ্ণসার মৃগের বিষাণ দিয়া গাত্র কণ্ডূয়ন করিবে" এবং "নীতাসু দক্ষিণাসু চাত্বালে কৃষ্ণবিষাণাং প্রাস্যতি" অর্থাৎ "দক্ষিণাপ্রদান হইয়া গেলে ঐ

কৃষ্ণবিষাণাটিকে চাত্বাল নামক যজ্ঞভূমিস্থ গর্ত্তে প্রক্ষেপ করিবে" এই শ্রুতিবাক্যে কৃষ্ণবিষাণা দ্বারা গাত্র কণ্ডূয়ন এবং দক্ষিণাদানের পর চাত্বালে সেটির প্রাসন (প্রক্ষেপ) বিহিত হইয়াছে। কাজেই অহর্গণেও উহা (ঐ কৃষ্ণবিষাণা দ্বারা গাত্র কণ্ডূয়ন এবং চাত্বালে তাহার প্রাসন) অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয়। আবার অহর্গণে প্রতিদিনই দক্ষিণাদান করিতে হয়। সুতরাং অহর্গণে ঐ কৃষ্ণবিষাণা-প্রাসন কোন্ দিন কর্ত্তব্য ?—উহা কি প্রথম দিনে করণীয় অথবা চরম দিনে অনুষ্ঠেয় ?—ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, উহার বিকল্প হইবে, উহা প্রথম দিনেও করা চলিবে আবার চরম দিনেও করা চলিবে। কারণ, উহা প্রথম দিনেই করা হউক আর চরমদিনেই অনুষ্ঠিত কতকগুলি পদার্থের বাধ অনিবার্য্য। যেহেতু, উহা যদি প্রথম দিনে করা হয় তাহা হইলে পরবর্ত্তী দিবস-গুলির প্রত্যেক দিনেই কৃষ্ণবিষাণার দ্বারা যে কণ্ডূয়ন তাহার বাধ হয়। আবার উহা চরম দিনে অনুষ্ঠিত হইলে প্রথমদিনগুলিতে কৃষ্ণবিষাণাপ্রক্ষেপ এবং তদনন্তর পাণি দ্বারা যে গাত্র কণ্ডূয়ন তাহার বাধ হয়। এই প্রকারে ইহাদের পরস্পর বিপ্রতিষেধ (বিরোধ) হইতেছে। অথচ এগুলি তুল্যবল। অতএব তুল্যবল পদার্থের বিরোধ স্থলে বিকল্প হয় বলিয়া এস্থলে বিকল্পই হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

পাণেস্ত্বশ্রুতিভূতত্বাদ্ বিষাণানিয়মঃ স্যাৎ প্রাতঃসবন-মধ্যত্বাচ্ছিষ্টে চাভিপ্রবৃত্তত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "পাণেঃ অশ্রুতি-ভূতত্বাৎ"—পাণি দ্বারা যে কণ্ডূয়ন তাহা অশ্রুতিভূত বলিয়া অর্থাৎ তাহা শাস্ত্রবোধিত নহে কিন্তু অর্থাপত্তিলভ্য বলিয়া, "বিষাণানিয়মঃ স্যাৎ"—বিষাণাদ্বারা যে কণ্ডূয়ন তাহা সবকটি দিবসেই নিয়মার্থ হইবে, "প্রাতঃসবনমধ্যত্বাৎ"—যে হেতু, সবকটি দিবসের মধ্যেই প্রাতঃসবন রহিয়াছে, "শিষ্টে চ অভিপ্রবৃত্তত্বাৎ"—প্রাতঃসবনের শেষে বিষাণাদ্বারা কণ্ডূয়ন শিষ্ট (উপদিষ্ট) বলিয়া ঐ শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে চরম দিনেই কৃষ্ণ-বিষাণার প্রাসন (প্রক্ষেপ) হইবে। তাহাতে পাণি দ্বারা যে কণ্ডূয়ন তাহার বাধ

হয় বটে, কিন্তু ইহাতে শাস্ত্রার্থের কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, পাণিদ্বারা যে কণ্ডূয়ন তাহা অর্থাপত্তিলভ্য বলিয়া তাহা শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেশের বিষয় নহে। যে হেতু, কৃষ্ণবিষাণার প্রাসনের পর কণ্ডূয়ন আবশ্যক হইলে স্বভাবতঃই তাহা হস্তের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। কাজেই তাহা পরিত্যক্ত হইলে তাহাতে শাস্ত্রার্থের কোন হানি হয় না। পক্ষান্তরে প্রাতঃসবনের পর যে কণ্ডূয়ন তাহা কৃষ্ণবিষাণার দ্বারাই কর্ত্তব্য, এই প্রকার নিয়ম "কৃষ্ণবিষাণয়া কণ্ডূয়তে" এই শ্রুতির দ্বারা বোধিত হইয়াছে। অথচ যতক্ষণ না যাগ সমাপ্ত হয় ততক্ষণ প্রত্যেক দিনেই মধ্যভাগে প্রাতঃসবন রহিয়াছে, এবং প্রত্যেক দিনই ঐ প্রাতঃসবনের পর কৃষ্ণবিষাণা দ্বারা কণ্ডূয়নের নিয়মবিধি রহিয়াছে। যদি প্রথম দিনের দক্ষিণার পর ঐ কৃষ্ণবিষাণা পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে কৃষ্ণবিষাণা দ্বারা কণ্ডূয়নরূপ যে শাস্ত্রার্থ তাহার হানি ঘটে। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। অতএব এতাদৃশ স্থলে চরম দিবসেই কৃষ্ণবিষাণার প্রাসন কর্ত্তব্য। ইতি ৬ষ্ঠ কৃষ্ণবিষাণাপ্রাসনাধিকরণ।

বাগ্বিসর্গো হবিষ্কৃতা বীজভেদে তথা স্যাৎ ॥ ১৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বাগ্বিসর্গঃ"—বাক্‌সংযমত্যাগ, "হবিষ্কৃতা"—হবিষ্কৃৎ-আহ্বান দ্বারা উপলক্ষিত কালে যাহা করা হয় তাহা, "বীজভেদে"—ভিন্ন ভিন্ন বীজ (শস্য) সাধ্য যে যাগ তাহাতে, "তথা স্যাৎ"—সেইরূপ হইবে অর্থাৎ পূর্ব্বাধিকরণে বিচারিত কৃষ্ণবিষাণাপ্রাসনের ন্যায় সর্ব্বান্তেই কর্ত্তব্য হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। ইষ্টিযাগে যে সময়ে প্রণীতা প্রণয়ন করা হয়, সেই সময় থেকে বাক্‌সংযম অর্থাৎ কথা কওয়া বন্ধ করিতে হয় (মৌন অবলম্বন করিতে হয়)। আর এই যে বাক্‌নিয়ম, হবিষ্কৃৎ আহ্বানকাল ইহার অবধি অর্থাৎ সেই সময় ঐ নিয়ম ত্যাগ করিতে হয়—তখন থেকে কথা কহিবার আর নিষেধ নাই। যে সময়ে যব অথবা ব্রীহির অবঘাত করা হয় তাহাই হবিষ্কৃৎ আহ্বানের কাল। রাজসূয়যাগে ভিন্ন ভিন্ন বীজ অর্থাৎ শস্য হইতে পুরোডাশ নির্ম্মাণ করিয়া যাগ করিবার বিধি আছে। ঐ যে ভিন্ন ভিন্ন বীজ বা শস্য উহাদের অবঘাত কাল ভিন্ন ভিন্ন,—পর পর প্রাপ্ত। আবার প্রত্যেকটির বীজের অবঘাতের সময়েই হবিষ্কৃৎ আহ্বান করিতে হয়; সুতরাং হবিষ্কৃৎ-আহ্বানের কালও ভিন্ন ভিন্ন। এ স্থলে প্রণীতা প্রণয়নের সময় যে বাক্ নিয়মন করা হইয়াছিল কোন্ সময়ে তাহা ত্যাগ করা হইবে?—

তাহা কি প্রথম হবিষ্কৃদাহ্বান কালে অথবা তাহা চরম হবিষ্কৃদাহ্বান কালে করণীয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পূর্ব্বাধিকরণে যে পাণি দ্বারা কণ্ডূয়ন উল্লিখিত হইয়াছিল তাহা অর্থাপত্তিলভ্য বলিয়া তাহা শাস্ত্রার্থ নহে বটে, কিন্তু এস্থলে বাগ্‌বিসর্গ যখন শাস্ত্রার্থ আর তাহা যখন হবিষ্কৃদাহ্বানকালেই কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট তখন তাহা বিকল্পিতভাবে প্রথম অথবা চরম হবিষ্কৃদাহ্বানকালে করা যাইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন পূর্ব্ব অধিকরণে যে কৃষ্ণবিষাণাপ্রাসন বিচারিত হইয়াছে তাহার ন্যায় এই বাগ্‌বিসর্গও চরম হবিষ্কৃদাহ্বানকালেই কর্ত্তব্য। কারণ বাগ্‌বিসর্গ স্বভাবতঃ রাগতঃ প্রাপ্ত বলিয়া তাহা এ স্থলে বিধেয় নহে; কাজেই পূর্ব্বাধিকরণে উল্লিখিত পাণিদ্বারা কণ্ডূয়নের ন্যায় ইহাও শাস্ত্রার্থ নহে; সুতরাং উহা ত্যাগ করিলে শাস্ত্রার্থের কোন হানি হয় না। পক্ষান্তরে হবিষ্কৃদাহ্বানের পূর্ব্বপর্য্যন্ত যে বাক্‌সংযম তাহা শাস্ত্রার্থ। সুতরাং প্রথম হবিষ্কৃদাহ্বানকালে বাগ্‌বিসর্গ হইলে চরম হবিষ্কৃদাহ্বানের পূর্ব্বপর্য্যন্ত ঐ বাক্‌নিয়ম থাকে না; আর তাহা হইলে শাস্ত্রার্থের হানি হওয়ায় বৈগুণ্যই ঘটিবে। ইতি ৭ম বাগ্‌বিসর্গাধিকরণ।

পশৌ চ পুরোডাশে সমানতন্ত্রং ভবেৎ ॥ ১৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "পশৌ"—অগ্নীষোমীয় পশুযাগে, "পুরোডাশে চ"—পুরোডাশেও, "সমানতন্ত্রং স্যাৎ"—বাগ্‌বিসর্গের সমানতন্ত্রতা অর্থাৎ তুল্যরূপতা হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পশুযাগে পশুপুরোডাশ করিতে হয়। যদিও তথায় হবিষ্কৃদাহ্বান নাই তথাপি যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে তাহাতেও হবিষ্কৃদাহ্বান আছে তাহা হইলে এ স্থলে বাগ্‌বিসর্গ কোন্ সময়ে কর্ত্তব্য হয়?—উহা কি পশুকালে অথবা পুরোডাশকালে করণীয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, পশুপুরোডাশ যখন প্রাসঙ্গিক, আর পশুই যখন এখানে তন্ত্রী বা প্রধান তখন পশুসম্বন্ধীয় সংস্কার সম্পাদনের কালে যদি বাক্ নিয়মন হয় তাহা হইলে সেই প্রধানার্থসংস্কারের দ্বারা প্রসঙ্গী যে পুরোডাশ তাহারও সংস্কার হইয়া যাইবে। অতএব পুরোডাশ পর্য্যন্ত বাক্-নিয়ম অনাবশ্যক। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এই যে বাক্-নিয়মন ইহা অদৃষ্টার্থক নহে কিন্তু ইহা কর্ত্তৃসংস্কারক; সুতরাং পুরোডাশ কালে যদি বাক্-নিয়ম না থাকে তাহা হইলে কর্ত্তার সংস্কার না হওয়ায় অসংস্কৃত কর্ত্তার দ্বারা অনুষ্ঠিত পুরোডাশ যজ্ঞীয় হইবে না। অতএব পুরোডাশসম্বন্ধীয়

ধর্ম্ম সকল অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে বাগ্‌বিসর্গ কর্ত্তব্য হইবে না, কিন্তু তাহার পরে বাগ্‌বিসর্গ কর্ত্তব্য। ইতি ৮ম পৌরোডাশিক কালে বাগ্‌বিসর্গাধিকরণ।

অগ্নিযোগঃ সোমকালে তদর্থত্বাৎ সংস্কৃতকর্ম্মণঃ পরেষু সাঙ্গস্য তস্মাৎ সর্ব্বাপবর্গে বিমোকঃ স্যাৎ ॥ ১৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সোমকালে অগ্নিযোগঃ"—অগ্নিচয়নের সোম-যাগ কালে যে 'অগ্নিযোগ' তাহা, "সাঙ্গস্য"—সাঙ্গ (অঙ্গের সহিত) প্রধান কর্ম্মের উপকারক, "সংস্কৃতকর্ম্মণঃ"—এই যোগের দ্বারা সংস্কৃত যে অগ্নি তাহা, "পরেষু"—পরবর্ত্তী অগ্নিকর্ম্মগুলিতে (প্রাপ্ত হয় বলিয়া, যে হেতু 'ইহা অমুক কর্ম্মের জন্য' এই প্রকার কোন বৈশিষ্ট্যের নির্দ্দেশ নাই), "তদর্থত্বাৎ"—ঐ যে 'যোগ'-সংস্কৃত অগ্নি উহা তদর্থ অর্থাৎ সাঙ্গপ্রধানার্থ বলিয়া, "তস্মাৎ"—ঐ সমস্ত কারণে, "বিমোকঃ" —অগ্নির 'বিমোক' রূপ যে সংস্কার আছে তাহা, "সর্ব্বাপবর্গে স্যাৎ" —সকলের অপবর্গে অর্থাৎ সাঙ্গপ্রধান কর্ম্মের সমাপ্তিতে কর্ত্তব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অগ্নিচয়ন প্রকরণে অগ্নির 'যোগ' এবং 'বিমোক' উপদিষ্ট হইয়াছে। "অগ্নিং যুনজ্মি" এই মন্ত্রে হোম করা হয় তাহার নাম 'যোগ'; ইহার দ্বারা অগ্নির সংস্কার হইয়া থাকে। আর "ইমং স্তনম্" ইত্যাদি মন্ত্রে যে হোম তাহার নাম বিমোক। এই যে 'বিমোক' ইহা কি সর্ব্বান্তে অর্থাৎ অঙ্গ এবং প্রধান সকলের অন্তে কর্ত্তব্য, অথবা ইহা কেবল প্রধানকর্ম্মান্তে করণীয়, ইহাই সংশয়। এ স্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, অগ্নির ঐ যে 'যোগ' উহা যদি সর্ব্বার্থ হয় তাহা হইলে ঐ 'বিমোক' সর্ব্বান্তে কর্ত্তব্য হইবে, আর ঐ যোগ যদি কেবল প্রধানার্থ হয় তাহা হইলে ঐ বিমোকও কোন প্রধান কর্ম্মেরই অন্তে করণীয় হইবে। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ঐ যোগ যখন অঙ্গ এবং প্রধানের জন্য অবিশিষ্ট ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, উহা যে অঙ্গার্থ নহে কিন্তু কেবল প্রধানার্থ এই প্রকার বিশেষত্ব-নির্ণায়ক কোন লিঙ্গ যখন নাই, তখন ঐ 'যোগ' কর্ম্মটি সর্ব্বার্থ। আরও, ঐ 'যোগ' কর্ম্মের দ্বারা সংস্কৃত যে অগ্নি তাহাতে যখন অঙ্গ এবং প্রধান সকল কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয় তখন ঐ যোগ নিশ্চয়ই সর্ব্বার্থ। আর যোগ যদি সর্ব্বার্থ হয় তাহা হইলে ঐ

বিমোকও সর্ব্বার্থ হইবে। সুতরাং তাহা সর্ব্বাপবর্গে অর্থাৎ সকল কর্ম্মের অন্তে কর্ত্তব্য হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

প্রধানাপবর্গে বা তদর্থত্বাৎ ॥ ১৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "প্রধানাপবর্গে"—উহা প্রধান কর্ম্মের অন্তেই কর্ত্তব্য, "তদর্থত্বাৎ"—যে হেতু, ঐ যোগ প্রধানার্থক।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এই যে যোগ ইহা অঙ্গ-প্রধানার্থ নহে, কিন্তু ইহা কেবল প্রধানার্থ। আর তাহাই যদি হয় তাহা হইলে প্রধানকর্ম্মের অপবর্গে অর্থাৎ সমাপ্তিতে যোগের কার্য্য সমাপ্ত হইয়া যায় বলিয়া তখনই বিমোক কর্ত্তব্য হয়। আর ঐ যোগ যে প্রধানার্থ তাহা "পঞ্চভির্যুনক্তি পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যাবানেব যজ্ঞস্তমালভতে" ইত্যাদি শ্রুতিবচন হইতে জানা যায়। আর পূর্ব্বপক্ষবাদী যে অবিশিষ্টতার কথা বলিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, যজ্ঞরূপ প্রধান কর্ম্মের সহিত যখন উহার সংযোগ রহিয়াছে তখন তাহা দ্বারাই উহার বিশেষত্ব বোধিত হইয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অবভৃথে চ তদ্বৎ প্রধানার্থস্য প্রতিষেধোঽপ-বৃক্তার্থত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

অক্ষরার্থ। "অবভৃথে চ"—অবভৃথ নামক কর্ম্মেও, "তদ্বৎ"—ঐরূপ, "প্রধানার্থস্য"—কেবল প্রধানার্থ হইলে তবেই, "প্রতিষেধঃ"—যোগবিমোকের প্রতিষেধ সঙ্গত হয়, "অপবৃক্তার্থত্বাৎ"—যে হেতু, তাহার অর্থ (কার্য্য বা প্রয়োজন) অপবৃক্ত (সমাপ্ত) হইয়া গিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যোগবিমোক যে অঙ্গপ্রধানার্থ হইতে পারে না তাহার আরও কারণ এই যে, অবভৃথ নামক কর্ম্মে হোতৃবরণ, আর্ষেয়বরণ প্রভৃতির নিষেধ রহিয়াছে। সোমের জন্ম হোতৃবরণাদি করা হয়; সুতরাং এই হোতৃ-বরণাদির যজ্ঞসংযোগ রহিয়াছে। আর যজ্ঞসংযোগ বলিতে যদি অঙ্গ এবং প্রধান সকল কর্ম্মের সহিতই সংযোগ বুঝায় তাহা হইলে ইহা দ্বারাই হোতৃবরণের অবভৃথার্থতাও

সিদ্ধ হয়। কারণ, অবভৃথ কর্ম্ম পর্য্যন্ত একই সোমযাগরূপ কর্ম্মের অনুবৃত্তি রহিয়াছে; অবভৃথ সমাপ্ত না হইলে কর্ম্ম সমাপ্ত হইতেছে না। সুতরাং একবার হোতৃবরণ হইলে তাহা অবভৃথ পর্য্যন্ত কার্য্যকারী হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে অবভৃথে স্বতন্ত্রভাবে হোতৃবরণাদির প্রাপ্তি নাই। আর প্রাপ্তি না থাকিলে নিষেধও সঙ্গত হয় না। সুতরাং অবভৃথে "ন হোতারং বৃণীতে" ইত্যাদি বচনে যে নিষেধ আছে তাহা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কিন্তু ঐ বরণ প্রধানার্থ হইলে প্রধান কর্ম্মের অন্তেই উহার অপবর্গ হয় বলিয়া অতিদেশবলে অবভৃথে প্রাপ্তি হয়, আর তখন তাহার নিষেধ করা সঙ্গত হয়। অতএব যজ্ঞসংযোগ অর্থে অঙ্গ এবং প্রধান সকল কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ বুঝায় না, কিন্তু কেবল প্রধানের সহিতই সম্বন্ধ বুঝায়। সুতরাং পূর্ব্বসূত্রে যে বলা হইয়াছে 'যজ্ঞরূপ প্রধান কর্ম্মের সহিত যখন উহার সংযোগ রহিয়াছে, তখন তাহা দ্বারাই উহার প্রধানমাত্রার্থস্বরূপ বিশেষত্ব বোধিত হইয়াছে'—ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলা চলে না। অতএব যোগবিমোক প্রধানার্থ বলিয়া প্রধান কর্ম্মের অন্তেই 'বিমোক' কর্ত্তব্য।

অহর্গণে চ প্রত্যহং স্যাৎ তদর্থত্বাৎ ॥ ২০ ॥

অক্ষরার্থ। "অহর্গণে চ"—অহর্গণাত্মক যাগেও, "প্রত্যহং স্যাৎ"—প্রত্যহ যোগ-বিমোক সঙ্গত হয়, "তদর্থত্বাৎ"—যে হেতু, তাহা কেবল প্রধানার্থক।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ যোগবিমোক যদি কেবল প্রধানার্থক হয় তবেই অহর্গণাত্মক যাগে যে "অহরহর্যুনক্তি অহরহর্বিমুঞ্চতি" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে প্রত্যহ যোগবিমোকের কথা বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয়। কারণ, প্রথম দিনেই প্রধান কর্ম্মের অন্তে বিমোক হইতেছে বলিয়া পরের দিনে পুনরায় যোগবিমোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব যোগকর্ম্ম কেবল প্রধানার্থক বলিয়া প্রধানান্তেই বিমোক কর্ত্তব্য। ইতি ৯ম যোগবিমোকাধিকরণ।

সুব্রহ্মণ্যা তু তন্ত্রং দীক্ষাবদন্যকালত্বাৎ ॥ ২১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "সুব্রহ্মণ্যা"—সুব্রহ্মণ্যার আহ্বান, "তন্ত্রং"—তন্ত্রতায় সিদ্ধ হইবে, "দীক্ষাবৎ অন্যকালত্বাৎ"—দীক্ষাকালের ন্যায় অন্যকালে বিহিত বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমে সুব্রহ্মণ্যা আহ্বান করিতে হয়। অহর্গণে তাহা অতিদেশতঃ প্রাপ্ত। সুতরাং তাহা প্রত্যহ ভেদে কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, অহর্গণে যখন সুত্যার ভেদ রহিয়াছে তখন সুব্রহ্মণ্যাহ্বান প্রত্যহ কর্ত্তব্য। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, যদি সুত্যাকালে সুব্রহ্মণ্যাহ্বান করা হইত তাহা হইলে ভেদ হইতে পারিত বটে। কিন্তু তাহা উপসৎকালে করা হয়। এ কারণে জ্যোতিষ্টোমে পশুভেদেও যেমন যূপের ভেদ হয় না, যে হেতু তাহা দীক্ষাকালরূপ অন্য কালে করা হয়, সেইরূপ সুব্রহ্মণ্যাহ্বানও অন্য কালে করা হয় বলিয়া তাহার ভেদ হইবে না, কিন্তু তন্ত্রতাই হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

তৎকালা ত্বাবর্ত্তেত প্রয়োগতো বিশেষসংযোগাৎ ॥ ২২ ॥

অক্ষরার্থ। "তৎকালা"—সেই সুত্যাকালীনা যে সুব্রহ্মণ্যা অর্থাৎ সুব্রহ্মণ্যাহ্বান তাহা, "তু"—প্রত্যুদাহরণার্থক, "আবর্ত্তেত"—আবৃত্ত হইবে অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য হইবে, "প্রয়োগতঃ বিশেষ-সংযোগাৎ"—যে হেতু, প্রয়োগের (অনুষ্ঠানের) সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। অহর্গণে সুব্রহ্মণ্যা আহ্বানমাত্রের পক্ষেই কি ঐ নিয়ম অথবা তাহার কোন বিশেষত্ব আছে, এই প্রকার সন্দেহে পূর্ব্বোক্ত বিষয়টির প্রত্যুদাহরণরূপে বলিতেছেন, অহর্গণে উপসৎকালীন যে সুব্রহ্মণ্যাহ্বান তাহারই কেবল তন্ত্রতা হয় কিন্তু সুত্যাকালীন যে সুব্রহ্মণ্যাহ্বান তাহার তন্ত্রতা নাই, কিন্তু তাহা প্রত্যেক দিন পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই কর্ত্তব্য। কারণ, সেই যে আহ্বান তাহাতে "অদ্য সুত্যামাগচ্ছ" এই প্রকার উল্লেখ করিতে হয় বলিয়া 'অদ্য' এই শব্দের দ্বারা প্রত্যেক দিনের অনুষ্ঠানের সহিত ঐ আহ্বানের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

অপ্রয়োগাঙ্গমিতি চেৎ ॥ ২৩ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অপ্রয়োগাঙ্গম্"—'অদ্য' এই শব্দটি প্রয়োগাঙ্গ নহে অর্থাৎ উহা অনুষ্ঠানের সহিত সমবেত না হওয়ায় বিবক্ষিতার্থ নহে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, প্রকৃতিভূত যে জ্যোতিষ্টোম যাগ তাহা একসুত্যাক, একদিনে সাধ্য বলিয়া তথায় 'অন্ত' এই পদের দ্বারা কোন আধিক্য বুঝায় না। কাজেই তথায় তাহার অর্থ অবিবক্ষিত। আর প্রকৃতিযাগে মন্ত্রের যে অংশের অর্থ অবিবক্ষিত বিকৃতিযাগে তাহাকে বিবক্ষিতার্থক বলা যায় না। কাজেই অহর্গণাত্মক বিকৃতিযাগেও যখন ঐ 'অন্ত' শব্দটি বিবক্ষিতার্থক হইতেছে না তখন উহা দ্বারা প্রয়োগের (অনুষ্ঠানের) কোন বিশেষ সম্বন্ধও বোধিত হইতেছে না। আর তাহা না হইলে 'অন্ত' পদের সামর্থ্যে সুত্যাকালীন সুব্রহ্মণ্যাহ্বানের যে পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্যতা দেখান হইয়াছিল তাহাও সঙ্গত হয় না। অতএব উপসৎকালীন সুব্রহ্মণ্যাহ্বানের ন্যায় সুত্যাকালীন সুব্রহ্মণ্যাহ্বানেরও তন্ত্রতাই হইবে। ইতি আশঙ্কা।

প্রয়োগনির্দ্দেশাৎ কর্ত্তৃভেদবৎ ॥ ২৪ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রয়োগনির্দ্দেশাৎ"—প্রয়োগে (অনুষ্ঠানে) নির্দ্দেশ থাকায় (সুব্রহ্মণ্যাহ্বানের ভেদ হইবে), "কর্ত্তৃভেদবৎ"—বরুণ-প্রঘাসযাগের কর্ত্তৃভেদের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহারার্থে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সুত্যাকালীন যে সুব্রহ্মণ্যাহ্বান তাহার তন্ত্রতা হইবে না, কিন্তু ভেদই হইবে। আর তাহা ঐ 'অন্ত' শব্দের সামর্থ্য হইতেই সিদ্ধ হয়। যদিও এ স্থলে ঐ 'অন্ত' শব্দটি বিবক্ষিতার্থ নহে তথাপি তাহা সাহচর্য্যবশতঃ সেই দিন ছাড়া অন্য দিনকে যে বুঝাইবে না, ইহা সুনিশ্চিত। সুতরাং সেই আহ্বান কেবল তদ্দিবসীয়ই হইয়া পড়ে বলিয়া অন্যদিবসের জন্য স্বতন্ত্র আহ্বান না করিলে বৈগুণ্য ঘটিবে, যে হেতু, এখানে কালভেদ রহিয়াছে। ইহার উদাহরণ যেমন, পূর্ব্বে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের নবম ও দশম অধিকরণে আলোচিত দক্ষিণ বিহারের হোমকর্ত্তা অধ্বর্য্যুর ভেদ হয়, যে হেতু সেখানে হোমের দেশ যে অগ্নি তাহার ভেদ রহিয়াছে। সেইরূপ এখানেও সুব্রহ্মণ্যা-আহ্বানের কাল যে সুত্যাকাল প্রতি দিনের ভেদবশতঃ তাহারও ভেদ রহিয়াছে। অতএব আহ্বানের ভেদ হইবে। ইতি আশঙ্কানিরাস।

তদ্ভূতস্থানাদগ্নিবদিতি চেৎ তদপবর্গস্তদর্থত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। "তদ্ভূতস্থানাৎ"—তাহা দ্বারা অর্থাৎ একবার-মাত্র আহ্বানের দ্বারা স্থান অর্থাৎ দেবতারূপ অধিষ্ঠানভূত অর্থাৎ

সংস্কৃত হয় বলিয়া (পৃথক্ আহ্বান কর্ত্তব্য নহে), "অগ্নিবৎ"—আধান সংস্কৃত অগ্নির ন্যায়, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়, "তদপবর্গঃ"—সেই আহ্বান ক্রিয়ার অপবর্গ হইবে অর্থাৎ প্রতিদিনই প্রয়োজন সমাপ্ত হইবে, "তদর্থত্বাৎ"—যে হেতু, তাহা (সেই আহ্বান) মাত্র সেই কর্ম্মের জন্যই।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন, আধানদ্বারা সংস্কৃত বহ্নির যেমন পুনঃ পুনঃ আধান সংস্কার করিতে হয় না সেইরূপ এ স্থলেও একদিনের আহ্বানেই দেবতার সংস্কার হয় বলিয়া প্রতিদিন আহ্বান করিতে হয় না। ইহা কিন্তু ঠিক নহে। কারণ, এ স্থলে প্রত্যেক দিনেই কর্ম্ম সমাপ্ত হয় বলিয়া তদ্দিবসীয় আহ্বানের দ্বারা মাত্র তদ্দিবসীয় প্রয়োজনই সম্পন্ন হয়। অতএব অগ্নির সম্মার্জ্জনাদি কর্ম্ম এক এক দিনেরই প্রয়োজন সাধন করে বলিয়া তাহা যেমন প্রতিদিনই করিতে হয়, সেইরূপ সুত্যাকালীন আহ্বানও প্রতিদিন পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য হইবে।

অগ্নিবদিতি চেৎ ॥ ২৬ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অগ্নিবৎ" অগ্নির আধান সংস্কারের ন্যায় (ইহাও একবার মাত্র কর্ত্তব্য), "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, অগ্নির আধান সংস্কার একবার করিলে তাহা যেমন পুনর্ব্বার কর্ত্তব্য হয় না, ইহাও (সুব্রহ্মণ্যাহ্বানও) সেইরূপ হইবে। এই দৃষ্টান্তটির পরিহার কি? ইতি আশঙ্কা।

ন প্রয়োগসাধারণ্যাৎ ॥ ২৭ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা ঠিক নহে, "প্রয়োগ-সাধারণ্যাৎ"—যে হেতু, তথায় প্রয়োগের সাধারণতা রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, আধানের দৃষ্টান্ত এখানে সঙ্গত হয় না। কারণ, আধান প্রত্যেক কর্ম্মের অনুষ্ঠানের বহির্ভূতভাবে স্বকালে অর্থাৎ আধানে যাহা বিহিত কাল তাহাতেই অনুষ্ঠিত হয়; কাজেই সেই আধান

সাধারণভাবে সকল প্রয়োগেরই উপকারক হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এই যে সুত্যকালীন সুব্রহ্মণ্যাহ্বান ইহা প্রয়োগের মধ্যেই করিতে হয়। এ কারণে আমরা পূর্ব্বতর সূত্রে অগ্নিসম্মার্জ্জনের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছি তাহাই সঙ্গত। ইতি আশঙ্কানিরাস।

লিঙ্গদর্শনাৎ চ ॥ ২৮ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবিধি দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "সংস্থিতে সংস্থিতে অহন্যাগ্নীধ্রাগারং প্রবিশ্য সুব্রহ্মণ্যে সুব্রহ্মণ্যামাহ্বয়েতি প্রেষ্যতি" এই বাক্যে প্রতিদিন সুব্রহ্মণ্যাহ্বানের জন্য প্রেষণ কথিত হইয়াছে, ইহার জ্ঞাপকতা হইতেও সিদ্ধ হয় যে, অহর্গণে সুত্যাকালীন সুব্রহ্মণ্যাহ্বান পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য। যে হেতু, সুব্রহ্মণ্যাহ্বানের জন্যই ঐ প্রেষণ বা নিয়োগ।

তদ্ধি তথেতি চেৎ ॥ ২৯ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "তৎ হি"—সেই যূপাহুতি কর্ম্মের ন্যায়, "তথা" —ইহার তন্ত্রতা হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, যূপৈকাদশিনীতে যেমন যূপাহুতির তন্ত্রতা হয় এ স্থলেও সেইরূপ আহ্বানের তন্ত্রতা হইবে। ইতি আশঙ্কা।

নাশিষ্টত্বাদিতরন্যায়ত্বাচ্চ ॥ ৩০ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—উক্ত শঙ্কা ঠিক নহে, "অশিষ্টত্বাৎ"—যে হেতু, যূপাহুতিতে সামীপ্য শিষ্ট অর্থাৎ বিধিবোধিত নহে, "ইতরন্যায়ত্বাৎ চ"—পক্ষান্তরে এখানে ইহা অন্য ন্যায়ের বিষয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর আপত্তির পরিহার করে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, যূপৈকাদশিনী স্থলে যে যূপাহুতি তথায় আহুতির যূপসামীপ্য বিহিত নহে, কিন্তু তথায় আবহনীয়াগ্নিসাধ্যতাই নিবিদ্ধ হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা

হইয়াছে। কাজেই সেখানে যূপাহুতির তন্ত্রতা হয়। পক্ষান্তরে এখানে সুত্যাকালীন সুব্রহ্মণ্যাহ্বান অন্ত ন্যায়ের বিষয়; এখানে আহ্বানের কালভেদনিবন্ধন বিশেষত্ব বোধিত হইতেছে। কাজেই এখানে তন্ত্রতা হইতে পারে না।

বিধ্যেকত্বাদিতি চেৎ ॥ ৩১ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "বিধ্যেকত্বাৎ"—দ্বাদশাহিক বিধির সহিত একতা রহিয়াছে বলিয়া (তন্ত্রতা হইবে), "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, দ্বাদশাহিক বিধির সহিত ইহার সাদৃশ্য বলিয়া বসতীবরীর ন্যায় তন্ত্রতাই হইবে। ইতি আশঙ্কা।

ন কৃৎস্নস্য পুনঃপ্রয়োগাৎ প্রধানবৎ ॥ ৩২ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না তাহা হইবে না, "কৃৎস্নস্য পুনঃ প্রয়োগাৎ"—যে হেতু, সোমাভিষবাদি কৃৎস্ন (সমগ্র) কর্ম্মের পুনরায় অনুষ্ঠান করিতে হয়, "প্রধানবৎ"—প্রধান কর্ম্মের ন্যায়। ইতি আশঙ্কানিরাস।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহারার্থে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এখানে বসতীবরীর দৃষ্টান্তও সঙ্গত নহে, কারণ, তাহা সুত্যাদিবসের পূর্ব্বদিনে অনুষ্ঠেয়। সুতরাং উহা অ-স্বকাল বা ভিন্নকাল হওয়ায় তন্ত্রই হইবে।" কিন্তু এ স্থলে আহ্বান স্বকালে কর্ত্তব্য বলিয়া প্রধান কর্ম্মের যেমন এখানে আবৃত্তি হয় আহ্বানেরও সেইরূপ আবৃত্তি হওয়া উচিত। স্তোত্রাদিই ইহার উদাহরণ। স্তোত্রাদির যেমন প্রতিদিন আবৃত্তি হয় ইহারও সেইরূপ আবৃত্তি হইবে, যে হেতু, ভিন্নকালতা রহিয়াছে। ইতি ১০ম সুব্রহ্মণ্যাহ্বানাধিকরণ।

লৌকিকে তু যথাকামী সংস্কারানর্থলোপাৎ ॥ ৩৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "লৌকিকে"—যজ্ঞের অলৌকিকাতিরিক্ত বিষয় সকলে অর্থাৎ দেশ, পাত্র এবং ঋত্বিক

সম্বন্ধে, "যথাকামী"—ইচ্ছাবিকল্প হইবে, "সংস্কারানর্থলোপাৎ"—যে হেতু, তাহাতে সংস্কার এবং অর্থের (প্রয়োজনের) লোপ হইতেছে না। সিদ্ধান্ত

ভাষ্যভাবার্থ। যজ্ঞে 'সম' প্রভৃতি দেশ (স্থান), জুহূ প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র এবং অধ্বর্য্যু প্রভৃতি ঋত্বিক্ আবশ্যক। একটি যজ্ঞে ব্যবহৃত ঐ দেশ, পাত্র এবং ঋত্বিক্ অন্য যজ্ঞে ব্যবহার্য্য হইতে পারে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, যে কদলীপত্রে একবার অন্ন ভক্ষণ করা হইয়াছে, তাহাতে যেমন কালান্তরে পুনরায় ভোজন করা শিষ্টাচার নহে সেইরূপ এই দেশাদিগুলিও একটি যজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে 'নিরিষ্টক' হইয়া যায় বলিয়া যজ্ঞান্তরে ব্যবহার্য্য হইতে পারে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে সংস্কারলোপ কিংবা অর্থলোপেরও সম্ভাবনা নাই বলিয়া যজ্ঞান্তরে ঐ একই দেশ. পাত্র এবং ঋত্বিক্ গ্রহণ করা যাইতে পারে, ইহা যজমানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আর কদলীপত্রের পক্ষে শিষ্টাচার ঐরূপ হইলেও এস্থলে বস্ত্র ব্যবহারের ন্যায় শিষ্টাচার বুঝিতে হইবে। একবার ব্যবহৃত বস্ত্র পরিত্যক্ত হইলেও শিষ্টগণ যেমন তাহা পুনর্বার ব্যবহার করেন এই দেশ এবং পাত্রাদির পক্ষেও শিষ্টাচার তাদৃশ। অতএব যজ্ঞান্তরে ঐগুলি যে অবশ্য ত্যাজ্য তাহা নহে। ইতি ১১শ প্রয়োগান্তরে পূর্ব্বে ব্যবহৃত দেশ, পাত্র ও ঋত্বিকের ব্যবহারের ঐচ্ছিকতাধিকরণ।

যজ্ঞায়ুধানি ধার্য্যেরন্ প্রতিপত্তিবিধানাদৃজীষবৎ ॥ ৩৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "যজ্ঞায়ুধানি ধার্য্যেরন্"—যজ্ঞায়ুধ সকল অবশ্যই ধারণ করিতে হইবে, "প্রতিপত্তিবিধানাৎ"—যে হেতু, প্রতিপত্তি করিবার বিধান আছে, "ঋজীষবৎ"—ঋজীষের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণে দেশ এবং ঋত্বিকের সহিত পাত্র সম্বন্ধেও সাধারণ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে পাত্র সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইবে। স্ফ্য, কপাল, অগ্নিহোত্রহবনী প্রভৃতি দশটি যজ্ঞপাত্র আছে; এগুলিকে যজ্ঞায়ুধ বলা হয়, ইহা তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে পঞ্চম অধিকরণ একাদশ সূত্রে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে। যজ্ঞান্তরে কি ঐ পাত্রগুলিই ব্যবহর্ত্তব্য অথবা অন্যপাত্রের দ্বারাও যজ্ঞান্তর অনুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে

পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে এখানে ইচ্ছাবিকল্প হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, যজ্ঞায়ুধগুলি আমরণ ধারণ করিবার নিয়ম আছে বলিয়া যজ্ঞান্তরে পাত্রান্তর অগ্রাহ্য। কারণ, অহর্গণে প্রতিদিবসীয় অভিষুত সোমের যে ঋজীষ (ছিব্‌ড়া) তাহা সর্ব্বশেষে অবভৃথ কালে জলে নিক্ষেপ করিয়া প্রতিপত্তি করিবার বিধান আছে বলিয়া যেমন তাহা সমাপ্তি পর্য্যন্ত রাখিয়া দিতে হয় সেইরূপ এই যজ্ঞপাত্রগুলিও মরণকালে চিতাগ্নিতে প্রতিপত্তি করিবার বিধান রহিয়াছে। যে হেতু, শ্রুতি বলিতেছেন "আহিতাগ্নিম্ অগ্নিভির্হন্তি যজ্ঞপাত্রৈশ্চ" অর্থাৎ আহিতাগ্নি ব্যক্তিকে তাহার সেই অগ্নিত্রয়ের দ্বারা যজ্ঞপাত্রের সহিত দগ্ধ করিবে। সুতরাং ঐ পাত্রগুলি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাখিয়া দিতে হয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

যজমানসংস্কারো বা তদর্থঃ শ্রূয়তে তত্র যথাকামী তদর্থত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "যজমানসংস্কারঃ"—ইহা যজমানের সংস্কার, "তদর্থঃ শ্রূয়তে"—যে হেতু, তাহাই পাত্রগুলি ধারণ করিবার প্রয়োজন বলিয়া শ্রুতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে, "তত্র"—তাহা হইলে, "যথাকামী"—যথাকাম্য অর্থাৎ বিকল্প হইবে, "তদর্থত্বাৎ"—যে হেতু তাহা অর্থকর্ম্ম হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, মৃত আহিতাগ্নি ব্যক্তির শরীরে ঐ যে পাত্রগুলির স্থাপন, উহা পাত্রের প্রতিপত্তি নয়, কিন্তু উহা যজমানের সংস্কার। কারণ, যজমানের সংস্কারই পাত্রগুলির প্রয়োজন; যেহেতু, "অগ্নিভিঃ" এবং "পাত্রৈঃ" এ স্থলে তৃতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে বলিয়া অগ্নি এবং পাত্র যজমানসংস্কারার্থক; অতএব উহা গুণভূত। আর যজমানবোধক "আহিতাগ্নিং" এস্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে বলিয়া যজমান সংস্কার্য্য সুতরাং প্রধান। অতএব উহা অর্থকর্ম্ম বলিয়া ইচ্ছানুসারে অন্যপাত্রেও অন্যযজ্ঞ করা যাইবে; সুতরাং পাত্রসম্বন্ধে নিয়মবিধি হইবে না। আর যজমানের জীবনের যেটি চরম যজ্ঞ সেইটার পাত্রের দ্বারাই তাহার চরম সংস্কার হইতে পারিবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

মুখ্যস্ত ধারণং বা মরণস্যানিয়তত্বাৎ ॥ ৩৬ ॥

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "মুখ্যস্ত ধারণং"—মুখ্য যে পাত্র তাহারই আমরণ ধারণ কর্ত্তব্য, "মরণস্ত অনিয়তত্বাৎ"—যে হেতু মরণ নিয়ত নহে অর্থাৎ মরণের সময় নির্দ্দিষ্ট নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত পূর্ব্বপক্ষের পরিহারার্থে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রথমে যে দশটি যজ্ঞপাত্র যজমান গ্রহণ করিয়াছিল, সেইগুলিকেই মরণ পর্য্যন্ত ধারণ করিতে হইবে। কারণ, মরণের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। পূর্ব্বপাত্রগুলির পরিত্যাগের পর অপর নূতন পাত্র ধারণের পূর্ব্বে যদি যজমানের মরণ হয়, তাহা হইলে পাত্রের অভাবে দাহকালে সেই পাত্রগুলি দ্বারা যজমানের শরীরের যে সংস্কার হইত তাহা লোপ পাইবে। আর যদি বলা হয়, অন্ত যজ্ঞে নূতন পাত্র গ্রহণের পূর্ব্বে পূর্ব্ব পাত্র ত্যাগ করা হইবে না, সুতরাং তন্মধ্যে মরণ হইলেও যজ্ঞপাত্রের অভাব না হওয়ায় মৃত যজমানের সংস্কারের লোপ হইবে না। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে; কারণ অন্ত যজ্ঞের সময়েও যখন সেই পূর্ব্ব পাত্রগুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে তখন সে গুলি পরিত্যাগ করিবার কোন হেতু নাই। অতএব পূর্ব্বপাত্রগুলিই সকল যজ্ঞে গ্রহণীয় বলিয়া সকল যজ্ঞে পাত্রের তন্ত্রতাই হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

যো বা যজনীয়েঽহনি ম্রিয়েত সোঽধিকৃতঃ
স্যাজ্জুপবেষবৎ ॥ ৩৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "যঃ"—যে যজমান, "যজনীয়ে অহনি"—যাগের দিনে, "ম্রিয়েত"—মরিবে, "সঃ অধিকৃতঃ স্যাৎ"—(যজমানের শবদাহের সময় যজ্ঞপাত্রের দ্বারা তাহার যে সংস্কার) সেই ব্যক্তিই তাহাতে অধিকৃত অর্থাৎ তাহার দেহের পক্ষেই ঐ নিয়ম, "উপবেষবৎ"—উপবেষের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় বলিতেছেন, যে ব্যক্তি সান্নায্যযাজী কেবল তাহারই যেমন গোদোহনার্থ পলাশশাখানির্ম্মিত উপবেষে

অধিকার, সেইরূপ যে যজমান যাগীয় দিবসে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কেবল তাহারই শবদেহ ঐ যজ্ঞপাত্রের দ্বারা সংস্কার করিবার যোগ্য। কাজেই তৎপূর্ব্বে যজ্ঞপাত্র না থাকিলেও শবদাহে তাহা অনাবশ্যক। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন শাস্ত্রলক্ষণত্বাৎ ॥ ৩৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—উহা ঠিক নহে, "শাস্ত্রলক্ষণত্বাৎ"—যে হেতু উপবেষ শাস্ত্রবিহিত।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আপত্তির পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে দৃষ্টান্ত ঠিক হয় নাই। কারণ, সান্নায্যের জন্য শাখা আবশ্যক; আর সেই শাখার মূলদেশই উপবেষ; তাহা আবার অনুনিষ্পাদী বা প্রসঙ্গসিদ্ধ। কাজেই যাহার সান্নায্য নাই তাহার উপবেষেরও প্রসঙ্গ নাই, ইহা শাস্ত্রলক্ষণ—শাস্ত্র-বোধিত। পক্ষান্তরে মৃত অগ্নিহোত্রীর দেহকে যে যজ্ঞপাত্রের সহিত দগ্ধ করিবার বিধি, ইহা অনারভ্যাধীত। কাজেই যাগীয় দিবসে মৃত্যু ঘটিলে সেই যজমানের দেহ ঐ ভাবে দহনীয়, এরূপ বলা অত্যন্ত অসমীচীন। যে হেতু, উক্ত বিধি অনারভ্যাধীত বলিয়া উহা যাগপ্রকরণীয় নহে। সুতরাং যজ্ঞকালে কিংবা অযজ্ঞ-কালে যে কোন সময়ে মৃত্যু হইলেই ঐ ভাবে যজ্ঞপাত্রসমেত দাহ করিলে তবে মৃত অগ্নিহোত্রীর দেহের যথার্থ সংস্কার হইবে। অতএব প্রথম যজ্ঞপাত্রই আমরণ ধারণীয় বলিয়া তাহা দ্বারাই সকল যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে আর তাহা হইলে যজ্ঞপাত্রের তন্ত্রতাই হয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

উৎপত্তির্বা প্রয়োজকত্বাদাশিরবৎ ॥ ৩৯ ॥

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "উৎপত্তিঃ"—অন্য পাত্রের গ্রহণ কর্ত্তব্য, "প্রযোজকত্বাৎ"—যে হেতু, সংস্কার উহার প্রযোজক, "আশিরবৎ"—দধিরূপ আশিরের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন, এ স্থলে আমরণ যজ্ঞপাত্রধারণ কর্ত্তব্য নহে। আর যদি অন্য পাত্র গ্রহণের পূর্ব্বে অগ্নিহোত্রীর মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে তাহার শবদেহের দাহকালে নূতন যজ্ঞপাত্র গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, যজ্ঞপাত্রসমেত দাহের দ্বারা মৃতের যে সংস্কার হয়, সেই সংস্কারই

ঐ নূতন পাত্র আদানের প্রযোজক। সুতরাং 'নূতন পাত্র গ্রহণ করা অবৈধ' বলা সঙ্গত হইবে না। ইহার উদাহরণ যেমন 'আশির'। ঋতপেয়নামক যাগে যজমান 'ঘৃতব্রত' হয়। তাহার সেই যাগে 'আশির' নামক যজ্ঞীয় দধির জন্য 'ব্রতদুঘা' ধেনু নাই; কারণ, তথায় পয়োব্রতের জন্য যে ধেনু আবশ্যক হইত ঘৃতের দ্বারা ব্রতের বিধান থাকায় সেই ধেনুর বাধ হয়। কাজেই ব্রতদুঘা ধেনু না থাকায় অন্য ধেনু আনিয়া তাহাকে দোহন করিতে হয়। কারণ, "ব্রতদুঘা-মাশিরে দুহন্তি" এই শ্রুতিবাক্যে আশিরে ব্রতদুঘা ধেনু বিহিত হইয়াছে; এ স্থলে যেমন অন্যধেনুর যে দোহন 'আশির' তাহার প্রযোজক, সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও মৃতের শবদেহের সংস্কার নূতন যজ্ঞপাত্র গ্রহণের প্রয়োজক। অতএব প্রথম পাত্র-গুলি না থাকিলেও চলিবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

শব্দাসামঞ্জস্যমিতি চেৎ ॥ ৪০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "শব্দাসামঞ্জস্যম্"—শব্দের সামঞ্জস্য হয় না, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। নূতন যজ্ঞপাত্র গ্রহণের পূর্ব্বে অগ্নিহোত্রীর মৃত্যু হইলে নূতন যজ্ঞপাত্র গ্রহণের প্রযোজক হয় সংস্কার, ইহা সত্য বটে; কিন্তু ঐ পাত্র গুলিকে ত যজ্ঞপাত্র বলা যায় না কারণ তখনও পর্য্যন্ত সে গুলির দ্বারা কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং এ স্থলে শ্রুতিমধ্যে যে "যজ্ঞপাত্রৈশ্চ দহন্তি" এই অংশে যজ্ঞপাত্র বলা হইয়াছে তাহার সামঞ্জস্য অর্থাৎ সমীচীনতা থাকে না।

তথাশিরেঽপি ॥ ৪১ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ (শব্দাসামঞ্জস্য হয়), "আশিরে অপি"—আশিরেও।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী উক্ত শঙ্কার পরিহারকল্পে বলিতেছেন, এ স্থলে যেমন যাহা যজ্ঞে ব্যবহৃত হয় নাই, তাদৃশ অযজ্ঞপাত্রে যজ্ঞপাত্র শব্দের প্রয়োগ অসমীচীন, সিদ্ধান্তিসম্মত ঋতপেয় যাগে যাহা ব্রতদুঘা নয়, সেই অব্রতদুঘা ধেনুকে "ব্রতদুঘাম্ আশিরে দুহন্তি" এই শ্রুতিবাক্যে 'ব্রতদুঘা' বলিয়া নির্দ্দেশ করাও অসঙ্গত। আর তথায় যদি অব্রতদুঘাকে ব্রতদুঘা বলিয়া মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে এখানেও অযজ্ঞপাত্রকে যজ্ঞপাত্র বলিলে দোষ হইবে কেন? ইতি আশঙ্কা।

শাস্ত্রাত্তু বিপ্রযোগস্তত্রৈকদ্রব্যচিকীর্ষা প্রকৃতা-
বথেহাপূর্ব্বার্থবদ্ ভূতোপদেশঃ ॥ ৪২ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—আশঙ্কাব্যাবর্ত্তক, "শাস্ত্রাৎ বিপ্রযোগঃ"—ঐ স্থলের যে শব্দাসামঞ্জস্যরূপ বিরুদ্ধতা তাহা শাস্ত্রকৃত বলিয়া উহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ চলে না, "তত্র প্রকৃতৌ"—সেই প্রকৃতিভূত যাগে, "একদ্রব্যচিকীর্ষা"—একই দ্রব্যের দ্বারা অর্থাৎ ব্রতার্থ যে ধেনু তাহার দ্বারাই চিকীর্ষা অর্থাৎ 'আশির' করিবার ইচ্ছা (স্বভাবতঃই হইয়া থাকে), "অথ ইহ"—কিন্তু এই যজ্ঞপাত্রের বেলায়, "অপূর্ব্বার্থ-বৎ"—অপূর্ব্ব (পূর্ব্বে যাহার প্রাপ্তি ছিল না তাদৃশ) বিষয়ের বিধির ন্যায়, "ভূতোপদেশঃ"—ভূত অর্থাৎ যজ্ঞসম্বন্ধিরূপে যাহা গৃহীত তাহারই উপদেশ অর্থাৎ বিধি।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে 'প্রতিবন্দী' প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, আশিরস্থলে যে শব্দাসামঞ্জস্য তাহা শাস্ত্রকৃত, যে হেতু প্রকৃতিযাগে ব্রতদুঘা হইতে আশির করিবার বিধান আছে বলিয়া এই শৃতপেয়রূপ বিকৃতিযাগে তাহা অতিদেশবলে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; আর তথায় ব্রতার্থে পয়ঃ অনাবশ্যক হয় বলিয়া ব্রতদুঘা ধেনুরও নিবৃত্তি হয়, এ কারণে 'আশির' অন্য ধেনুর প্রযোজক। কিন্তু এখানে যজ্ঞপাত্রের দাহ অপূর্ব্ব কর্ম্ম, কাজেই এখানে স্বেচ্ছায় অযজ্ঞপাত্রে যে যজ্ঞপাত্র প্রয়োগ তাহা শাস্ত্রকৃত নহে বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য। অতএব যজ্ঞপাত্রগুলিই ধারণীয়। ইতি আঃ নিঃ।

প্রকৃত্যর্থত্বাৎ পৌর্ণমাস্যাঃ ক্রিয়েরন্ ॥ ৪৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রকৃত্যর্থত্বাৎ—প্রকৃতিযোগীয় বলিয়া, "পৌর্ণমাস্যাঃ ক্রিয়েরন্"—পৌর্ণমাসী হইতে ধারণ কর্ত্তব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধিকরণটির উপসংহার না করিয়াই মধ্যে অপর একটি বিচার করা হইতেছে। ঐ যে যজ্ঞপাত্রধারণ, উহা কি পৌর্ণমাসী যাগ

হইতে কর্ত্তব্য অথবা উহা অগ্ন্যাধান হইতে গ্রহণীয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, পৌর্ণমাসীযাগই যখন প্রকৃতি তখন ঐ পাত্রধারণ পৌর্ণমাসী যাগ হইতেই কর্ত্তব্য, তৎপূর্ব্ব হইতে নহে। কারণ, অনারভ্যাধীত বিষয়গুলি প্রকৃতিগামী হইয়া থাকে। আর ঐ পাত্রধারণ অনারভ্যাধীত। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অগ্ন্যাধেয়ে বাহবিপ্রতিষেধাৎ তানি ধারয়েরন্ মরণস্যানিমিত্তত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অগ্ন্যাধেয়ে তানি ধারয়েরন্"—অগ্ন্যাধান হইতেই ঐগুলি ধারণীয়, "অবিপ্রতিষেধাৎ"—যে হেতু তাহাতে কোন বাধা নাই, "মরণস্য অনিমিত্তত্বাৎ"—যে হেতু মরণের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সত্য বটে, অনারভ্যাধীত বিষয় সকল প্রকৃতিগামী হয় তথাপি অগ্ন্যাধানের জন্তও ঐ দর্শপূর্ণমাস যাগ করা হয়; কাজেই তখন হইতে পাত্রধারণ করিলে কোন বিরোধ হয় না। পক্ষান্তরে অগ্ন্যাধ্যানের পর ইষ্টিযাগের পূর্ব্বে যদি মরণ হয়, কারণ মরণের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, তাহা হইলে ঐ যজ্ঞপাত্র না থাকায় অগ্নিহোত্রীর সংস্কার লোপ পাইবে। ইহা কিন্তু বিরুদ্ধ। অতএব অগ্ন্যাধান হইতেই পাত্রধারণ কর্ত্তব্য। ইতি ১২শ পাত্রধারণাধিকরণ।

প্রতিপত্তির্বা যথান্যেষাম্ ॥ ৪৫ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রতিপত্তিঃ"—পাত্রনিক্ষেপ প্রতিপত্তিকর্ম্ম, "বা" —পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "যথা অন্যেষাম্"—যেমন অন্য স্থলে হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, মৃত আহিতাগ্নির শরীরে যজ্ঞপাত্রের এই যে নিক্ষেপ, ইহা অর্থকর্ম্ম নহে, কিন্তু ইহা প্রতিপত্তিকর্ম্ম। অবভৃথে সোমলিপ্ত পাত্রাদির যে জলে প্রক্ষেপ তাহা যেমন প্রতিপত্তিকর্ম্ম ইহাও সেইরূপ। কারণ, এ স্থলে ঐ যজ্ঞপাত্রগুলি মৃত অগ্নিহোত্রীর শরীরে আসাদন অর্থাৎ স্থাপন বা প্রক্ষেপ করিতে হয়; ইহা "দক্ষিণে পাণৌ জুহূমাসাদয়তি

নাসিকয়োঃ স্রুবৌ" অর্থাৎ 'যজমানের দক্ষিণ পাণিতে জুহূ, নাসিকাদ্বয়ে দুইটি স্রুব রাখিবে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জুহূ, স্রুব প্রভৃতি পাত্রবাচক শব্দে যে সংস্কারকর্ম্মতাবোধক দ্বিতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে তাহা দ্বারা বোধিত হয়। এই রূপ দাহকালে আহিতাগ্নির আহিত অগ্নিত্রয়েরও তদীয় শরীরে প্রক্ষেপ করিয়া প্রতিপত্তি সংস্কার করিতে হয়। ইতি ১১শ দেশকর্তৃপাত্রতন্ত্রতাধিকরণ।

উপরিষ্টাৎ সোমানাং প্রাজাপত্যৈশ্চরন্তীতি সর্ব্বেষা-মবিশেষাদবাচ্যো হি প্রকৃতিকালঃ ॥ ৪৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "উপরিষ্টাৎ সোমানাং প্রাজাপত্যৈশ্চরন্তি ইতি" —'সোমের পরে প্রাজাপত্য প্রচার করিবে' এই বাক্যে যে প্রাজাপত্য-প্রচার বিহিত হইয়াছে তাহা, "সর্ব্বেষাং"—সোমযাগের সোমসম্বন্ধীয় সকল কর্ম্মের পর কর্ত্তব্য, "অবিশেষাৎ"—যে হেতু, উহাতে সোমের কোন বিশেষ অংশের উল্লেখ নাই, "হি" –যে হেতু, "প্রকৃতিকালঃ"—প্রাজাপত্যপ্রচারের প্রকৃতিযাগীয় যে কাল তাহা, "অবাচ্যঃ"—বিকৃতি-যাগে পুনরায় বক্তব্য হয় না (কারণ তাহা অতিদেশবলেই প্রাপ্ত হয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে বাজপেয় যাগের প্রকরণে প্রাজাপত্য (প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে দেয়) পশুর সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছে "উপরিষ্টাৎ সোমানাং প্রাজাপত্যৈশ্চরন্তি" অর্থাৎ সোমসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানের পর প্রাজাপত্যপ্রচার অর্থাৎ প্রাজাপত্য (প্রজাপতিদেবতার উদ্দেশে দেয়) যে পশুগুলি তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্ম করিতে হইবে। এই যে প্রাজাপত্যপ্রচার ইহার সম্বন্ধে চারিপ্রকার সংশয় হইয়া থাকে। এ স্থলে প্রথমে অনুষ্ঠানের ক্রমটি জানা আবশ্যক। তাহা এইরূপ :— তৃতীয় সবনে প্রথমে 'আর্ত্তবপবমান' স্তোত্র পাঠ; তাহার পর বৈশ্বদেবগ্রহ পর্য্যন্ত 'শস্ত্র' পাঠযুক্ত সোমানুষ্ঠান; তদনন্তর শস্ত্রপাঠবিহীন ভাবে কতকগুলি সোমগ্রহ-সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান; তাহার পর অগ্নিষ্টোম সামের অনুষ্ঠান হইলে উক্থ্য প্রভৃতি সোম-বিকার (বিকৃতিভূত সোমযাগ) কর্ত্তব্য। ঐ যে প্রাজাপত্য প্রচার উহা কি আর্ত্তবপবমানস্তোত্র পাঠকালে কর্ত্তব্য, অথবা উহা শস্ত্রপাঠযুক্ত সোমানুষ্ঠানের পর করণীয়, কিংবা উহা ঐ উক্থ্যাদি সোমবিকার গুলির সঙ্গে অনুষ্ঠেয় অথবা উহা সোমসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানের পর কর্ত্তব্য, এই চারি প্রকার সংশয়।

ইহাতে প্রথম পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ঐ যে প্রাজাপত্যপ্রচার উহা আর্ভবপবমান-স্তোত্রকালেই অনুষ্ঠেয়। কারণ, প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোমযাগে আর্ভবপবমান-স্তোত্রকালই পশুপ্রচারের সময়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সোমসম্বন্ধীয় সকল প্রকার অনুষ্ঠানের পরই প্রাজাপত্য পশুপ্রচার কর্ত্তব্য হইবে। কারণ, উক্ত শ্রুতিবাক্যে "সোমানাং" এই পদের দ্বারা সোমসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানসামান্যই বোধিত হইয়াছে, কিন্তু উহা দ্বারা তদ্‌যাগীয় সোমের কোন অনুষ্ঠানবিশেষ উল্লিখিত হইতেছে না। আর প্রকৃতি যাগে আর্ভবপবমানকাল পশুপ্রচারের সময় হইলেও এখানে যখন পুনরায় "সোমানাং" এই উল্লেখ রহিয়াছে, তখন ইহা দ্বারা তদতিরিক্ত কালই বুঝাইবে। কারণ, তাহা না হইলে, আর্ভবপবমানকাল অতিদেশবলেই প্রাপ্ত হয় বলিয়া পুনরায় এখানে "সোমানাং" বলিয়া তাহার উল্লেখ নিরর্থক। অতএব "সোমানাং উপরিষ্টাং" ইহা দ্বারা প্রকৃতিযাগীয় কাল এখানে বক্তব্য নহে, কিন্তু তদতিরিক্ত সর্ব্বসোমান্ততাই বিধেয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

অঙ্গবিপর্য্যাসো বিনা বচনাদিতি চেৎ ॥ ৪৭ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "অঙ্গবিপর্য্যাসঃ"—অঙ্গের বিপর্য্যাস হইবে, "বিনা বচনাৎ"—বচন বিনাই, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, প্রাজাপত্য পশুপ্রচার সর্ব্বসোমান্তে কর্ত্তব্য, ইহা বলিলে কোন শাস্ত্রবচন বিনাই কতকগুলি অঙ্গকর্ম্মের ক্রমবিপর্য্যয় করিতে হয়। ইহাতে, আগ্নিমারুতের পর যে অনুযাজানুষ্ঠান এবং পরিধিপ্রহারের (অগ্নিতে নিক্ষেপের) পর যে হারিযোজন গ্রহসম্বন্ধীয় কৃত্য, তাহার বিপর্য্যয় হইয়া পড়ে। এরূপ হওয়া কিন্তু বাঞ্ছনীয় নহে। ইতি আশঙ্কা।

উৎকর্ষঃ সংযোগাৎ কালমাত্রমিতরত্র ॥ ৪৮ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "উৎকর্ষঃ"—অনুযাজ এবং পরিধিপ্রহারের উৎকর্ষ হইবে, "সংযোগাৎ—যে হেতু, পশুপ্রচারের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে, "কালমাত্রম্ ইতরত্র"—অন্যত্র অর্থাৎ অনুযাজাদি স্থলে কেবল কাল-বিশেষ লক্ষিত হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন পূর্ব্বপক্ষবাদীর শঙ্কা ঠিক নহে। কারণ, পশুপ্রচারের উৎকর্ষ হইলে অনুযাজ এবং পরিধিপ্রহরণেরও উৎকর্ষ হইবে; ইহাতে অঙ্গের বিপর্য্যাস হইবে না; কারণ, পশুপ্রচারের সহিতই ঐ গুলির কালিক পারম্পর্য্যরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে, কিন্তু আগ্নিমারুতাদির সহিত অনুযাজাদির কোন অঙ্গপ্রধান সম্বন্ধ নাই। তবে যে আগ্নিমারুতের পর অনুযাজের কর্ত্তব্যতা কিংবা পরিধিপ্রহরণের পর হারিযোজনগ্রহের অনুষ্ঠেয়তা ইহা কেবল কালবোধক,—কোন্ সময়ে ঐ গুলি কর্ত্তব্য তাহার নির্দ্দেশক মাত্র। সুতরাং আগ্নিমারুত এবং অনুযাজের মধ্যে যদি শ্রুতিবচন অনুসারে অন্ত কর্ম্ম পড়ে তাহা হইলে ঐ অনুযাজাদিগুলির উৎকর্ষ অর্থাপত্তিবলে সিদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে কোন অঙ্গকর্ম্মের বিপর্য্যয় হয় না। ইতি আশঙ্কানিরাস।

প্রকৃতিকালাসত্তেঃ শস্ত্রবতামিতি চেৎ ॥ ৪৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রকৃতিকালাসত্তেঃ"—প্রকৃতিযাগীয় কালের আসত্তি অর্থাৎ সান্নিধ্য থাকে বলিয়া, "শস্ত্রবতাম্"—শস্ত্রপাঠযুক্ত সোমের পরে পশুপ্রচার কর্ত্তব্য, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, শস্ত্রপাঠযুক্ত যে সোমানুষ্ঠান তাহার পরই ঐ পশুপ্রচার করা উচিত। যে হেতু, ইহাতে ঐ অনুষ্ঠানটি প্রকৃতিযাগীয় কালে না হউক অন্ততঃ সেই কালের কাছাকাছি সম্পাদিত হইয়া থাকে। যে হেতু, আর্ভবপবমানকালে পশুপ্রচার হইলে এই বিকৃতিযাগে "সোমানাম্ উপরিষ্টাৎ" এই প্রকার পুনরুল্লেখ অনর্থক হইয়া পড়ে; আবার সর্ব্বসোমান্তে বলিলে প্রকৃতিযাগীয় কাল হইতে উহা বহুদূরে পড়িয়া যায়। ইতি ২য় পূর্ব্বপক্ষ।

ন শ্রুতিপ্রতিষেধাৎ ॥ ৫০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা ঠিক নহে, "শ্রুতিপ্রতিষেধাৎ"—যে হেতু, ইহাতে শ্রুতিবিরোধ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত পূর্ব্বপক্ষের পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, শ্রুতিমধ্যে যখন সোমসামান্তের পরে পশুপ্রচার কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন কতকগুলি সোমানুষ্ঠান অবশিষ্ট থাকিতে শস্ত্রযুক্ত সোমানুষ্ঠানকালে উহা কর্ত্তব্য

হইতে পারে না। কারণ, ইহাতে প্রকৃতিযাগীয় কালও পাওয়া যায় না এবং "উপরিষ্টাৎ সোমানাম্" এই শ্রুতিরও মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। যে হেতু প্রকৃতি-যাগের সন্নিহিত যে কাল তাহা প্রকৃতিকাল নহে। অতএব শস্ত্রযুক্ত সোমকালেও পশুপ্রচার কর্ত্তব্য হইতে পারে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

বিকারস্থান ইতি চেৎ ॥ ৫১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বিকারস্থানে"—পশুপ্রচার উক্থ্যাদি বিকৃতি-যাগীয় স্থানে কর্ত্তব্য, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। অন্ত এক পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, প্রাজাপত্য পশুযাগ যখন বিকৃতিযাগ তখন ঐ শ্বতপেয়যাগে উক্থ্য প্রভৃতি যে সমস্ত বিকৃতি-যাগ অনুষ্ঠিত হয় সেই সময়েই উহা কর্ত্তব্য। অতএব শস্ত্রযুক্ত এবং শস্ত্ররহিত সোমের পর উক্থ্যাদির কালে উহা কর্ত্তব্য। যে হেতু, আগন্তুক কর্ম্ম অন্তেই স্থানলাভ করে। ইতি ৩য় পূর্ব্বপক্ষ।

ন চোদনাপৃথক্ত্বাৎ ॥ ৫২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উহা সঙ্গত নহে, "চোদনা-পৃথক্ত্বাৎ"—যে হেতু, কর্ম্মের পার্থক্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতও সঙ্গত নহে। কারণ, সোমযাগ এবং পশুপ্রচার ইহারা পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম, ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব নাই। যদি পশুপ্রচার সোমযাগের বিকৃতি হইত, তাহা হইলে "আগন্তূনাম্ অন্তে সন্নিবেশঃ" এই নিয়ম অনুসারে সোমযাগের বিকৃতি যে উক্থ্য প্রভৃতি যাগ সে গুলির যে স্থান সেই স্থানে পশুপ্রচারের সন্নিবেশ হইতে পারিত। অতএব এই পশুপ্রচার সৌমিক বিকৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে না, কিন্তু প্রকৃতি এবং বিকৃতি সকল প্রকার সোমানুষ্ঠানের পর উহা কর্ত্তব্য, তৎপূর্ব্বে নহে। ইতি ১৩শ সোমপ্রচারাধিকরণ।

উৎকর্ষে সূক্তবাকস্য ন সোমদেবতানামুৎকর্ষঃ পশ্বনঙ্গত্বাদ্‌যথানিষ্কর্ষেঽনন্বয়ঃ ॥ ৫৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উৎকর্ষে সূক্তবাকস্য"—সূক্তবাকের উৎকর্ষ হইলে, "ন সোমদেবতানাম্ উৎকর্ষঃ"—সোমসম্বন্ধীয় দেবতার উৎকর্ষ

হইবে না, "পশ্বনঙ্গত্বাৎ"—যে হেতু, উহা পশুযাগের অঙ্গ নহে, "যথা নিষ্কর্ষে অনন্বয়ঃ"—যেমন নিষ্কর্ষ হইলে অন্বয় হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমযাগে সবনীয় পশু তন্ত্রী, আর সবনীয় পুরোডাশ প্রসঙ্গী। যাহার তন্ত্রমধ্যে অর্থাৎ অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্য বিষয় পতিত হয় তাহাকে বলে তন্ত্রী, আর সেই যে অন্য বিষয়টি তাহাকে বলা হয় প্রসঙ্গী। সবনীয় পশুর তন্ত্রমধ্যে সবনীয় পুরোডাশ পতিত হইয়াছে বলিয়া সবনীয় পশু তন্ত্রী আর সবনীয় পুরোডাশ প্রসঙ্গী। ঐ যে সবনীয় পশু ইহার সম্বন্ধে সূক্তবাক আছে, কিন্তু সবনীয় পুরোডাশ সম্বন্ধে সূক্তবাক নাই; অথচ "ভূজ্জন্নিন্দ্রায় হরিবতে ধানা পূষণ্বতে করন্তম্"এই শ্রুতিবাক্যে ঐ সবনীয় পুরোডাশের জন্য "হরিবৎ ইন্দ্র" এবং "পূষণ্বৎ ইন্দ্র" দেবতারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। পশুসম্বন্ধীয় সূক্তবাকের উৎকর্ষ হইলে সবনীয় পুরোডাশসম্বন্ধীয় ঐ যে হরিবৎ ইন্দ্র এবং পূষণ্বৎ ইন্দ্র দেবতা তাহারও উৎকর্ষ হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, সবনীয় পশুসম্বন্ধীয় সূক্তবাকের উৎকর্ষ হইলেও সোমদেবতার অর্থাৎ সবনীয় পুরোডাশসম্বন্ধীয় যে দেবতা তাহার উৎকর্ষ হইবে না। কারণ, অনুযাজের পর ঐ পাশুকসূক্তবাক পাঠ্য। আর অনুযাজ আগ্নিমারুতশস্ত্রের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য হইলেও এ স্থলে বিশেষ বচন অনুসারে উহা আগ্নিমারুতশস্ত্রের পরে করা হয়। সুতরাং বচনবলে অনুযাজের উৎকর্ষ হয়; আর অনুযাজের উৎকর্ষ হইলে তৎপরভাবী সূক্তবাকেরও উৎকর্ষ হইয়া থাকে। এই অনুযাজ এবং সূক্তবাক দুইটিই পাশুক অর্থাৎ পশুসম্বন্ধীয়। কাজেই অনুযাজের উৎকর্ষ হইলে সূক্তবাকেরও উৎকর্ষ না করিলে চলে না। কিন্তু সবনীয় পুরোডাশ পাশুক নহে, উহা সৌম্য—সোমসম্বন্ধীয়। সুতরাং পাশুকসূক্তবাকের উৎকর্ষ হইলেও সবনীয় পুরোডাশের যখন উৎকর্ষ হয় না, তখন সেই পুরোডাশসম্বন্ধীয় যে দেবতা তাহারই বা উৎকর্ষ হইবে কেন? যেমন পৌর্ণমাসীতে যে সূক্তবাক পাঠ করা হয় তাহাতে দর্শসম্বন্ধীয় দেবতার নিষ্কর্ষ অর্থাৎ অপলাপ করা হইলে তাহাতে পৌর্ণমাসীয় দেবতারই অন্বয় হয় কিন্তু দর্শযাগীয় দেবতার অন্বয় হয় না, এ স্থলেও সেইরূপ। অতএব এখানে সবনীয় পুরোডাশসম্বন্ধীয় দেবতার উৎকর্ষ হইবে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

বাক্যসংযোগাদ্ বোৎকর্ষঃ সমানতন্ত্রত্বাদর্থ-লোপাদনন্বয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বাক্যসংযোগাৎ

উৎকর্ষঃ"—সূক্তবাক বাক্যে সেই সমস্ত দেবতার সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া উৎকর্ষ হইবে, "সমানতন্ত্রত্বাৎ"—যে হেতু, দর্শপূর্ণমাস দেবতার সমান—তন্ত্রতা রহিয়াছে সে কারণে, "অর্থলোপাৎ অনন্বয়ঃ"—অর্থলোপ হইয়া পড়ে বলিয়া অন্বয় হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এখানে সবনীয় পুরোডাশ-দেবতার উৎকর্ষ হইবে, কারণ, এ স্থলে সবনীয় পুরোডাশের জন্ত যখন স্বতন্ত্র সূক্তবাক নাই, আর সূক্তবাক বাক্য বিনা যখন শুদ্ধ অর্থাৎ পদান্তর নিরপেক্ষভাবে পৃথক্ উচ্চারিত দেবতাপদের অন্বয় হইতে পারে না, আর ঐ পাশুকসূক্তবাকই যখন প্রসঙ্গতঃ পুরোডাশেরও উপকারসাধক তখন এখানে দেবতার উৎকর্ষ না করিলে পুরোডাশীয় দেবতা নিরর্থক হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে দর্শ ও পূর্ণমাসের পৃথক্ পৃথক্ সূক্তবাক আছে, কেবল তাহার সমানতন্ত্রতা অর্থাৎ একসঙ্গে উল্লেখ আছে, এই মাত্র বিশেষত্ব। সুতরাং তথায় নিকর্ষ হইলেও দর্শের সূক্তবাকে পৌর্ণমাসীয় দেবতার অন্বয় হইতে পারে না। ইতি ১৪শ সূক্তবাকাধিকরণ।

ইতি মীমাংসাদর্শনের একাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ।

অথ একাদশাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ

চোদনৈকত্বাদ্রাজসূয়েঽনুক্তদেশকালানাং সমবায়াত্তন্ত্রমঙ্গানি ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "রাজসূয়ে"—রাজসূয়যজ্ঞে, "অনুক্তদেশকালানাং"—যে সমস্ত কর্ম্মের দেশ এবং কাল উক্ত হয় নাই, সেইগুলির, "সমবায়াৎ"—সমবেত ভাবে ফলজনকতা রহিয়াছে বলিয়া, "তন্ত্রম্ অঙ্গানি"—অঙ্গসকলের তন্ত্রতা হইবে, "চোদনৈকত্বাৎ"—যে হেতু চোদনায় একত্ব শ্রুত হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বের পাদত্রয়ে যে যে স্থানে দেশ, কাল ও কর্ত্তার ভেদাভেদ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় সেই সেই গুলির তন্ত্র এবং আবাপবিষয়ক বিচার করা হইয়াছে। এক্ষণে যে সমস্ত দেশ, কাল ও কর্ত্তার ভেদাভেদ স্পষ্ট প্রতীয়মান নহে, কিন্তু তাহা দক্ষিণা প্রভৃতি দ্বারা অনুমান করিয়া লইতে হয়, সেই সমস্ত বিষয়ের তন্ত্র এবং আবাপবিষয়ক বিচার করা হইবে। রাজসূয়যজ্ঞে—সৌমাপৌষ্ণ একাদশকপাল, ঐন্দ্রাপৌষ্ণচরু, এবং পৌষ্ণচরু—এই একটি ত্রিক;—ইহার দক্ষিণা শ্যামবর্ণ (অশ্ব)। আর, আগ্নাবৈষ্ণব একাদশকপাল, এবং ঐন্দ্রাবৈষ্ণব চরু এবং বৈষ্ণব ত্রিকপাল—ইহা অপর একটি ত্রিক; বামন (অশ্ব) ইহার দক্ষিণা। এ স্থলে এই যে তিনটি তিনটি করিয়া প্রধান কর্ম্ম ইহাদের দেশ এবং কাল উল্লিখিত হয় নাই। এই কর্ম্মগুলির অঙ্গকলাপের অনুষ্ঠানে কি তন্ত্রতা হইবে অথবা অতন্ত্রতা হইবে না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, দর্শ এবং পূর্ণমাসে যে ত্রিকদ্বয় তাহা যেমন সমবেতভাবে একই ফলের জনক বলিয়া তথায় প্রযাজাদি অঙ্গকলাপের তন্ত্রতা হয়, এ স্থলেও সেইরূপ অঙ্গকলাপের তন্ত্রতা হইবে। কারণ, ঐ সবগুলি কর্ম্মই 'রাজসূয়' এই একবচনান্ত একটি চোদনার (শ্রুতির) বিষয় এবং ঐ সব গুলি মিলিতভাবে একটি ফলেরই জনক। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

প্রতিদক্ষিণং বা কর্ত্তৃসম্বন্ধাদিষ্টিবদঙ্গভূতত্বাৎ সমুদায়ো হি তন্নির্ব্বৃত্ত্যা তদেকত্বাদেকশব্দোপদেশঃ স্যাৎ ॥২॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রতিদক্ষিণং কর্ত্তৃসম্বন্ধাৎ"—প্রত্যেক দক্ষিণার সহিত কর্ত্তার ও ঋত্বিকের সম্বন্ধ রহিয়াছে

বলিয়া, "ইষ্টিবৎ"—দর্শপূর্ণমাস ইষ্টির ন্যায়, "অঙ্গভূতত্বাৎ"—অঙ্গস্বরূপ বলিয়া (অঙ্গের ভেদ হইবে), "হি"—যে হেতু, "সমুদায়ঃ"—ইষ্টিযাগ, পশুযাগ ও সোমযাগ ইহাদের সমুদায় অর্থাৎ সমষ্টিই রাজসূয়পদের বাচ্য, "তদেকত্বাৎ"—তাহার অর্থাৎ ফলের একত্ব রহিয়াছে বলিয়া, "তন্নির্বৃত্ত্যা"—তাহার অর্থাৎ সেই ফলের নির্বৃত্তি অর্থাৎ নিষ্পত্তি অনুসারে (রাজসূয় পদে) "একশব্দোপদেশঃ স্যাৎ"—একবচনের প্রয়োগ।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে অঙ্গসকলের যে তন্ত্রতা হইবে তাহা হইবে না, কিন্তু অঙ্গকলাপের ভেদই হইবে। কারণ, এখানে 'বামন' এবং 'শ্যাম' এই প্রকার যে দক্ষিণার ভেদ ইহা দ্বারা কর্ত্তারও ভেদ সিদ্ধ হয়; যে তিনটি কর্ম্মের দক্ষিণা 'বামন' তাহার কর্ত্তা ঋত্বিক্ এক জন এবং যে তিনটি কর্ম্মের দক্ষিণা 'শ্যাম' তাহার কর্ত্তা ঋত্বিক্ অন্য একজন। এই রূপে এ স্থলে ত্রিক-দ্বয়ে কর্ত্তার ভেদ হয়। আর কর্ত্তার ভেদ হইলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তার (ঋত্বিকের) কর্ত্তব্য যে প্রধান কর্ম্ম তাহার অঙ্গেরও অবশ্যই ভেদ হইবে। দর্শপূর্ণমাসনামক ইষ্টি-যাগের ত্রিকদ্বয়ে যেমন প্রযাজাদি অঙ্গকলাপের ভেদ হয় এ স্থলেও সেইরূপ। আর যে হেতু ইষ্টিপশু সোমযাগাত্মক সমষ্টিকেই 'রাজসূয়' বলা হয় এবং তাহার দ্বারা উৎপাদ্য ফলও যে হেতু একটিই, সে কারণে এ স্থলে রাজসূয়পদে একবচনের প্রয়োগ। অতএব পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্তিসকল সঙ্গত নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

তথাচান্যার্থদর্শনম্ ॥ ৩ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "অন্যার্থদর্শনং চ"—অন্যার্থ-দর্শনও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসের ত্রিকদ্বয়ের ন্যায় এ স্থলেও যে ত্রিকদ্বয় আছে তাহা "যৎ পূর্ব্বং ত্রিসংযুক্তং বীরজননং তদ্, যদুত্তরং পশুজননং" অর্থাৎ প্রথম ত্রিকটি বীরপ্রদ এবং দ্বিতীয় ত্রিকটি পশুপ্রদ, এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। আর দর্শপূর্ণমাসের ন্যায় এ স্থলেও যে ঐ ত্রিকদ্বয়ে অঙ্গসকলের ভেদ হইবে তাহাও উক্ত শ্রুতির অন্যার্থদর্শন হইতে সিদ্ধ হয়। ইতি ১ম অঙ্গভেদাধিকরণ।

অনিয়মঃ স্যাদিতি চেৎ ॥ ৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অনিয়মঃ স্যাৎ"—অনিয়ম হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ রাজসূয় যজ্ঞের প্রারম্ভের কর্ম্ম যে সমস্ত কর্ত্তারা (ঋত্বিগ্‌গণ) বৃত হইয়া করিতে থাকেন, ঐ যজ্ঞের চরম কর্ম্মটি পর্য্যন্ত কি তাঁহারই কর্ত্তা থাকিয়া সম্পাদন করিবেন, এই প্রকার নিয়ম হইবে অথবা উপক্রম হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত কর্ম্মে কর্ত্তার কোনও নিয়ম নাই, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে যখন ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের জন্য পৃথক্ পৃথক্ দক্ষিণার নির্দ্দেশ রহিয়াছে আর দক্ষিণা যখন ঋত্বিগ্‌গণকে যজ্ঞে আনত (প্রবৃত্ত) করিবার জন্যই দেওয়া হয় তখন উপক্রমস্থ কর্ম্মে যাঁহারা ঋত্বিক্ মধ্যম এবং অন্তিম কর্ম্মে অনিয়মে তাঁহারা অথবা অন্য ব্যক্তিরাও কর্ত্তা হইলে চলিবে। অতএব এখানে অনিয়মই হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

নোপদিষ্টত্বাৎ ॥ ৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ কর্ত্তার অনিয়ম হইবে না, "উপদিষ্টত্বাৎ"—যে হেতু, উপদেশ করা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন কর্ত্তার অনিয়ম হইবে, তাহা সঙ্গত নহে। কিন্তু উপক্রমকালে যাঁহারা ঋত্বিক্ ছিলেন সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাঁহারই ঋত্বিক্ থাকিবেন, এই প্রকার নিয়মই হইবে, কারণ, যজমান কর্ম্মের প্রারম্ভে যখন ঋত্বিক্‌বরণ করেন, তখন সেই ঋত্বিগ্‌গণকে এই প্রকার উপদেশ করেন, ইহা শুনাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সম্মত করেন যে, আপনারা আমার এই রাজসূয়নামক কর্ম্মসমষ্টি সম্পাদন করিয়া দিন। তাহা না হইলে ঋত্বিগ্‌গণের ঐক্য স্বীকার না করিলে খানিকটা কর্ম্ম করিয়া সেই ঋত্বিক্‌গণ যদি অবশিষ্ট কর্ম্ম করিতে অস্বীকৃত হন এবং অন্য ঋত্বিক্ যদি তৎকালে পাওয়া না যায় তাহা হইলে কর্ম্মটি সমাপ্ত না হওয়ায় পণ্ড হইয়া যাইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।*

---

* ইহার পর "লাঘবাপত্তিশ্চ" এই সূত্রটি কুত্রচিৎ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।—ইহার অর্থ :—যদি এ স্থলে কর্ত্তার ঐক্য না থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক বার পৃথক্ পৃথক্ ঋত্বিক্‌বরণ করিতে হইবে। ইহা অনর্থক কর্ম্মের আধিক্যরূপ গৌরবই

প্রয়োজনৈকত্বাৎ ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। "প্রয়োজনৈকত্বাৎ"—প্রয়োজনের একত্ব অর্থাৎ অভিন্নত্ব রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে দক্ষিণার ভেদনিবন্ধন কর্ত্তার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ, কোন ঋত্বিক্ যদি দক্ষিণার দ্বারা কেবল খানিকটা অবয়ব সম্পাদন করিয়া কর্ম্মটি ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে না, যতক্ষণ না কর্ম্মটি পরিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই রাজসূয় যজ্ঞের কোন কোন অবয়বের যে পৃথক্ পৃথক্ দক্ষিণা তাহারও প্রয়োজন এক, সেই কর্ম্মটি পরিপূর্ণ করাই তাহার প্রয়োজন। যে হেতু, অবয়ব অবয়বী হইতে অতিরিক্ত নহে।

বিশেষার্থা পুনঃশ্রুতিঃ ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। "পুনঃশ্রুতিঃ"—দক্ষিণার পুনরুল্লেখ, "বিশেষার্থা" —অদৃষ্ট বিশেষের জন্য।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন, অবয়ব কর্ম্মের স্বতন্ত্র দক্ষিণার প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বক্তব্য—উহা নিয়মাদৃষ্টের জন্য; উহার ফলে যজ্ঞে বিশেষ অদৃষ্ট জন্মিবে, যাহাতে যজ্ঞটি পরিপূর্ণ হইবে। অতএব এ স্থলে ঋত্বিগ্‌গণের ঐক্যই হইবে। ইতি ২য় রাজসূয়ে কর্ত্তার অন্যতাধিকরণ।

অবেষ্টৌ চৈকতন্ত্র্যং স্যাল্লিঙ্গদর্শনাৎ ॥ ৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অবেষ্টৌ"—অবেষ্টি যজ্ঞে, "চ"—অধিকরণান্তর-সূচক, "ঐকতন্ত্র্যং স্যাৎ"—একতন্ত্রতা হইবে, "লিঙ্গদর্শনাৎ"—যে হেতু, সেইরূপ লিঙ্গ দৃষ্ট হয়।

হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে একবারমাত্র ঋত্বিক্‌বরণ করিলে "লাঘবাপত্তিশ্চ"—কর্ম্মের অল্পতারূপ লাঘব পাওয়া যায়। এ কারণেও ঋত্বিগ্‌গণের ঐক্যই হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে রাজসূয় যজ্ঞের প্রকরণে অবেষ্টি নামক ইষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐ যে অবেষ্টি যজ্ঞ উহাতে পাঁচটি হবির্দ্রব্য অর্থাৎ পাঁচটি যাগ আছে এবং পৃথক্ পৃথক্ পাঁচটি দক্ষিণাও বিহিত হইয়াছে। ঐ যে পাঁচটি যাগ ঐ গুলির মধ্যে অঙ্গকলাপের কি তন্ত্রতা হইবে অথবা উহাতে অঙ্গগুলি প্রত্যেকটি যাগের জন্য পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠেয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ঐ যে যাগপঞ্চকের সমষ্টিরূপ অবেষ্টি ইষ্টি উহাতে অঙ্গকর্ম্মগুলির তন্ত্রতাই হইবে। কারণ, ঐ পাঁচটিতে মিলিয়া একটি মাত্রই প্রয়োগ অর্থাৎ অনুষ্ঠান হইতেছে। যে হেতু, "যদি ব্রাহ্মণো যজেত বার্হস্পত্যং মধ্যে নিধায় আহুতিমাহুতিং হুত্বা তমভিঘারয়েৎ। যদি রাজন্য ঐন্দ্রং যদি বৈশ্যো বৈশ্বদেবম্" অর্থাৎ, "যদি ব্রাহ্মণ ঐ যাগ করে তাহা হইলে ঐ পাঁচটি যাগের মধ্যস্থলে বার্হস্পত্য চরুসাধ্য যাগটি মধ্যস্থলীয় হইবে, যদি ক্ষত্রিয় ঐ যাগ করে তাহা হইলে ঐন্দ্র একাদশ-কপালরূপ যাগটি মধ্যবর্ত্তী হইবে, আর যদি বৈশ্য উহার অনুষ্ঠান করে তবে বৈশ্বদেবচরুসাধ্য যাগটিকে মধ্যস্থলে রাখিবে" এই শ্রুতিবাক্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণরূপ নিমিত্ত বশতঃ এক একটি যাগকে মধ্যস্থলে নিধান করিবার (রাখিবার) বিধান করা হইয়াছে। ঐ পাঁচটি যাগ মিলিয়া যদি একটি প্রয়োগ (অনুষ্ঠান) না হয় তাহা হইলে ঐ যে মধ্যে নিধানের বিধি উহা সঙ্গত হয় না। অতএব ঐ মধ্যে নিধানরূপ লিঙ্গের দ্বারা এ স্থলে ঐ পাঁচটি যাগের যে প্রয়োগ তাহার একত্ব সিদ্ধ হয়। আর পাঁচটি প্রয়োগ যদি এক অর্থাৎ অভিন্ন হয় তাহা হইলে উহার অঙ্গকলাপের ভেদ হইতে পারে না, কিন্তু তন্ত্রতাই সিদ্ধ হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

বচনাৎ কামসংযোগেন ॥ ৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "কামসংযোগেন বচনাৎ"—যে হেতু, কামনার সহিত সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া বিধান করা হইয়াছে (সে কারণে এই 'মধ্যে নিধান' রাজসূয়গত অবেষ্টির প্রয়োগৈক্যের লিঙ্গ নহে)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বে দ্বিতীয় সূত্রে যে বিচার করা হইয়াছে তদনুসারে এখানেও অঙ্গকলাপের ভেদই হইবে। কারণ, এখানে পৃথক্ পৃথক্ দক্ষিণার নির্দ্দেশ রহিয়াছে বলিয়া সেই দক্ষিণার ভেদে প্রয়োগও ভিন্ন ভিন্নই হইতেছে। আর পূর্ব্বপক্ষবাদী যে লিঙ্গ উপন্যস্ত

করিয়াছেন তাহা এখানে খাটে না। কারণ, ঐ যে লিঙ্গটি উহা বহিরবেষ্টি বিষয়ক; যে হেতু, "এতয়া অন্নাদ্যকামং যাজয়েৎ" এই বাক্যে যে কামনা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ব্রাহ্মণাদিনিমিত্তক অবেষ্টি তাহারই সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া তাহা ক্রত্বর্থ নহে, কিন্তু তাহা পুরুষার্থ। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, অবেষ্টি যজ্ঞ দুই প্রকার—ক্রত্বর্থক এবং পুরুষার্থক। রাজসূয় যজ্ঞান্তর্গত যে অবেষ্টি তাহা ঐ রাজসূয় যজ্ঞের সাঙ্গতাসাধক বলিয়া উহা ক্রত্বর্থ; ইহাকেই 'অন্তরবেষ্টি' বলা হয়; ইহাতে কেবল ক্ষত্রিয়েরই অধিকার। আর "অন্নাদ্য কামনা" যাহার নিমিত্ত, অবিশেষে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় তাহার অধিকারী; সেই অবেষ্টি ইষ্টি পুরুষার্থ; তাহা 'বহিরবেষ্টি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের "অবেষ্টৌ যজ্ঞসংযোগাৎ" ইত্যাদি তৃতীয় সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড ৩২৩—৩২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং "যদি ব্রাহ্মণো যজেত" ইত্যাদি বচনে যে মধ্যেনিধানরূপ লিঙ্গ বোধিত হইয়াছে, তাহা বহিরবেষ্টি যাগের যে প্রয়োগ তাহারই একত্বের অর্থাৎ অভিন্নতাবোধক বলিয়া সেখানেই অঙ্গকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠানে তন্ত্রতা; কিন্তু তাহা দ্বারা অন্তরবেষ্টির প্রয়োগৈক্য বোধিত হয় না। অতএব এখানে প্রয়োগের একত্ব না থাকায় অঙ্গকলাপের তন্ত্রতা হইবে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

ক্রত্বর্থায়ামিতি চেন্ন বর্ণসংযোগাৎ ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ। "ক্রত্বর্থায়াম্"—ঐ যে লিঙ্গদর্শন উহা ক্রত্বর্থা অবেষ্টিতেও হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়, "ন"—তাহা সঙ্গত হইবে না, "বর্ণসংযোগাৎ"—যে হেতু, ঐ যে লিঙ্গ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সহিত উহার সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, ক্রত্বর্থা অবেষ্টির পক্ষেও ঐ মধ্যেনিধান রূপ লিঙ্গটি প্রয়োজ্য হইবে, তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, ওখানে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সহিত ক্রতুর আধিকারিকত্ব সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু ক্রত্বর্থা যে অবেষ্টি তাহাতে ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যের অধিকার নাই, একমাত্র ক্ষত্রিয়ই তাহার অধিকারী। অতএব ক্রত্বর্থা যে অবেষ্টি তাহাতে অঙ্গের তন্ত্রতা হইবে না। ইতি ৩য় অবেষ্টি-ইষ্টিতে অঙ্গ সকলের পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠানাধিকরণ।

পবমানহবিঃষ্বৈকতন্ত্র্যং প্রয়োগবচনৈকত্বাৎ ॥ ১১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পবমানহবিঃষু"—পবমান হবিঃ সকলে অর্থাৎ পবমানেষ্টির যাগ সকলে, "ঐকতন্ত্র্যং"—তন্ত্রতা হইবে, "প্রয়োগবচনৈকত্বাৎ"—যে হেতু, প্রয়োগবিধির একত্ব রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে আধান প্রকরণে যে পবমানেষ্টি আছে, তৎপ্রসঙ্গে তিনটি যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে "অগ্নয়ে পবমানায়াষ্টাকপালং নির্বপতি। অগ্নয়ে পাবকায়। অগ্নয়ে শুচয়ে" অর্থাৎ "পবমান অগ্নি, পাবক অগ্নি এবং শুচি অগ্নি, এই তিন দেবতার জন্য অষ্টাকপাল হবির্দ্রব্য কর্ত্তব্য"। এই তিনটি যাগের অঙ্গকলাপের কি তন্ত্রতা হইবে অথবা তাহার ভেদ হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এই পবমান যাগ সকলে অঙ্গকলাপের তন্ত্রতাই হইবে। কারণ, এই গুলি "অহো নিরুপ্যাণি" এই একই প্রয়োগবিধির বিষয় বলিয়া তিনটিতে মিলিত ভাবে একটিমাত্রই প্রয়োগ অর্থাৎ অনুষ্ঠান হইতেছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ১২ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—ঐরূপ অর্থের জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ স্থলে যে অঙ্গগুলির তন্ত্রতা হইবে তাহা "সমানবর্হীংষি ভবন্তি" অর্থাৎ 'সবগুলির বর্হিঃ (কুশ) একই হইবে' এবং "সর্ব্বাণি হবীংষি সহ নিরুপ্যাণি" অর্থাৎ "সকল হবির্দ্রব্য গুলিরই নির্ব্বাপ এক সঙ্গে কর্ত্তব্য" এই শ্রুতির জ্ঞাপকতা হইতেও সিদ্ধ হয়। যেহেতু, একটিমাত্র প্রয়োগ না হইলে একই কুশে তিনটি যাগের অনুষ্ঠান হয় না এবং তন্ত্রতা না হইলে সবগুলি হবির্দ্রব্যের সহ-নির্ব্বাপও সঙ্গত হয় না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

বচনাত্তু তন্ত্রভেদঃ স্যাৎ ॥ ১৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বচনাৎ"—বিশেষ বচন আছে বলিয়া, "তন্ত্রভেদঃ স্যাৎ"—ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্র হইবে অর্থাৎ তন্ত্রতা হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে অঙ্গকলাপের তন্ত্রতা হইবে না। কারণ, এখানে সেইরূপ বচন রহিয়াছে। যেহেতু, শ্রুতি বলিতেছেন "যঃ কাময়েত উত্তরং বশীয়ান্ স্যামিতি তস্মাগ্নয়ে পবমানায় নিরুপ্যাথ পাবকায় শুচয়ে চোত্তরে হবিষী সমানবর্হিষী নির্বপেৎ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি 'বশীয়ান্ হইব' এই প্রকার কামনা করিবে, সে প্রথমতঃ 'পবমান অগ্নি' দেবতার জন্য পুরোডাশ নির্বাপ করিয়া পরে 'পাবক অগ্নি' এবং 'শুচি নামক অগ্নি' দেবতার জন্য পুরোডাশ নির্বাপ করিবে। এ স্থলে উক্ত বচন অনুসারে পবমান অগ্নির জন্য যে পুরোডাশ অর্থাৎ তৎসাধ্য যাগ তাহা স্বতন্ত্র এবং পাবক ও শুচি নামক অগ্নির যাগ ও স্বতন্ত্র বলিয়া প্রথমটির অঙ্গ পৃথগ্‌ভাবে অনুষ্ঠেয় এবং পরবর্ত্তী দুইটি যাগের অঙ্গ তন্ত্রতায় অনুষ্ঠেয়। কাজেই ইহাতে তন্ত্রতা সম্ভব নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

সহত্বে নিত্যানুবাদঃ স্যাৎ ॥ ১৪ ॥

অক্ষরার্থ। "সহত্বে"—সহানুষ্ঠানবিষয়ক বচনটি, "নিত্যানুবাদঃ স্যাৎ"—নিত্যানুবাদ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে "সমানবর্হীংষি ভবন্তি" এবং "সহ নিরুপ্যাণি" এই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাও সমীচীন নহে। কারণ, তাহা স্থলান্তরে ব্রহ্মবর্চ্চসকামনার উদ্দেশ্যে বিহিত বলিয়া এখানে তাহার উল্লেখ নিত্যানুবাদমাত্র। অতএব এস্থলে তন্ত্রতা হইবে না।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, কাম্য প্রয়োগের পক্ষেই এই বিচার প্রযোজ্য। যেহেতু, এস্থলে শ্রুতিমধ্যে "যঃ কাময়েত" ইত্যাদি বাক্যে কামনার উল্লেখপূর্ব্বক এই পবমানেষ্টির বিধান করা হইয়াছে। কিন্তু নিত্যপ্রয়োগের বেলায় অর্থাৎ নিত্যপবমানেষ্টির পক্ষে উক্ত তিনটি যাগেই অঙ্গকলাপের তন্ত্রতা হইবে। ইতি ৪র্থ কাম্যপবমানেষ্টিতে অঙ্গভেদাধিকরণ।

দ্বাদশাহে তু তৎপ্রকৃতিত্বাদেকৈকমহরপবৃজ্যেত কর্ম্ম-পৃথক্ত্বাৎ ॥ ১৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "দ্বাদশাহে"—দ্বাদশাহ-যাগে, "তৎপ্রকৃতিত্বাৎ"—জ্যোতিষ্টোম যাগ ইহার প্রকৃতি বলিয়া,

"একৈকম্ অহঃ"—এক একদিনে এক একদিনের কার্য্য, "অপবৃজ্যেত" —সমাপ্ত হইবে, "কর্ম্মপৃথক্ত্বাৎ"—যে হেতু, কর্ম্মের পার্থক্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ" এই বাক্যে দ্বাদশাহযাগ বিহিত হইয়াছে। এই দ্বাদশাহযাগ জ্যোতিষ্টোমের বিকৃতি। সুতরাং ইহাতে জ্যোতিষ্টোমের দীক্ষা, উপসৎ এবং সুত্যা এই তিনটি কর্ম্মই অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয়। ইহাতে কি দ্বাদশ দিন দীক্ষা, দ্বাদশ দিন উপসৎ এবং একদিন সুত্যা এই ভাবে যে পঞ্চবিংশতিরাত্র হয় তাহাই দ্বাদশবার অনুষ্ঠেয় হইবে সুতরাং সমষ্টিতে তিন শত দিন ধরিয়া অনুষ্ঠান হইবে? অথবা একই দিনে দীক্ষা, উপসৎ এবং সুত্যার অনুষ্ঠান করিয়া দ্বাদশটি সাত্তস্ক্র যাগ হইবে?—(একই দিনে ঐ তিনটির অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হইলে তাহাকে 'সাত্তস্ক্র' বলা হয়)। কিংবা, চারি দিন দীক্ষা, চারিদিন উপসৎ এবং চারি দিন সুত্যা এই ভাবে দ্বাদশ দিন হইবে? অথবা দ্বাদশ দিন ধরিয়া প্রথমতঃ দীক্ষাকর্ম্ম, তাহার পর দ্বাদশ দিন ধরিয়া উপসৎকর্ম্ম এবং তদনন্তর দ্বাদশ দিন ধরিয়া সুত্যাকর্ম্ম এই ভাবে ছত্রিশ দিবসে অনুষ্ঠানটি পূর্ণ হইবে?—ইহাই সংশয়।

ইহাতে প্রথম পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, জ্যোতিষ্টোম যাগ যখন দ্বাদশাহের প্রকৃতি, আর জ্যোতিষ্টোমে যখন দীক্ষা এবং উপসৎ সমাপ্ত হইলে তবে সুত্যার অনুষ্ঠান হয়, তখন এই দ্বাদশাহযাগেও দ্বাদশ দিন ধরিয়া দীক্ষা, দ্বাদশ দিন ধরিয়া উপসৎ এবং তদনন্তর একদিন সুত্যার অনুষ্ঠান হইবে। এই ভাবে দ্বাদশবার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। কারণ, এস্থলে প্রত্যেকটি সুত্যা এক একটি পৃথক্ কর্ম্ম। আর প্রত্যেকটি সুত্যার সহিত দ্বাদশটি দীক্ষা এবং দ্বাদশটি উপসদের সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইতি ১ম পূর্ব্বপক্ষ।

অহ্নাং বা শ্রুতিভূতত্বাৎ তত্র সাঙ্গং ক্রিয়েত যথা মাধ্যন্দিনে ॥ ১৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক, "অহ্নাং শ্রুতিভূতত্বাৎ" —দিনগুলি প্রত্যক্ষ শ্রুত বলিয়া, "তত্র"—সেই প্রত্যেক দিনে, "সাঙ্গং ক্রিয়েত"—সকল অঙ্গের সহিত অনুষ্ঠান হইবে, "যথা মাধ্যন্দিনে"— যেমন মাধ্যন্দিনে হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক বাদী বলিতেছেন, দ্বাদশবার পঞ্চবিংশতি-রাত্রের অনুষ্ঠান হইবে না কিন্তু সাত্তক্ররূপে দ্বাদশ দিনে যাগটির সকল অনুষ্ঠান পূর্ণ হইবে। আর তাহা হইলে প্রত্যেক দিনেই দীক্ষা, উপসৎ এবং সুত্যা এই তিনেরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এইরূপে দ্বাদশ দিন অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। কারণ, এখানে দ্বাদশ সংখ্যার সহিত দিবসের সম্বন্ধ যখন প্রত্যক্ষ শ্রুতিবোধিত, তখন তাহার অন্যথা করিয়া দিবসের সংখ্যাধিক্য হইতে পারে না। যেমন 'সান্তপন' যাগে মাধ্যন্দিনেই সকল অঙ্গ এবং প্রধানের অনুষ্ঠান হয়, কারণ তাহা বচনবোধিত, এস্থলেও সেইরূপ সাত্তক্র হইবে। ইতি ২য় পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বা ফলকর্ত্তৃসম্বন্ধাৎ সহপ্রয়োগঃ স্যাদাগ্নেয়াগ্নীষোমীয়-বৎ ॥ ১৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "ফলকর্ত্তৃ-সম্বন্ধাৎ"—ফল এবং কর্ত্তার সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া, "সহপ্রয়োগঃ স্যাৎ"—সহপ্রয়োগ হইবে অর্থাৎ সাকল্যে দ্বাদশদিনে দীক্ষা, উপসৎ ও সুত্যার অনুষ্ঠান হইবে, "আগ্নেয়াগ্নীষোমীয়বৎ"—আগ্নেয় এবং অগ্নীষো-মীয়ের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। অন্য এক বাদী বলিতেছেন, দ্বাদশাহের সহিত দীক্ষা, উপসৎ এবং সুত্যার সমভাবে সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া দ্বাদশ দিনকে তিনভাগ করিয়া প্রথম ভাগে অর্থাৎ প্রথম চারিদিন দীক্ষার অনুষ্ঠান হইবে, দ্বিতীয় চারিদিন উপসদের অনুষ্ঠান এবং শেষের চারিদিন সুত্যার প্রয়োগ হইবে। আর প্রকৃতি যাগে দীক্ষা এবং উপসৎ সুত্যার পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া এস্থলেও তাহাই হওয়া উচিত। আর আগ্নেয় এবং অগ্নীষোমীয় যাগে যেমন একই ফল এবং একই কর্ত্তা বলিয়া সহ-প্রয়োগ হয় এখানেও সেই কারণে সহপ্রয়োগ হইবে। অতএব দ্বাদশাহকে বিভাগ করিয়াই অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ইতি ৩য় পূর্ব্বপক্ষ।

সাঙ্গকালশ্রুতিত্বাদ্ বা স্বস্থানানাং বিকারঃ স্যাৎ॥১৮॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "সাঙ্গকালশ্রুতিত্বাৎ"—অঙ্গ এবং প্রধানের কাল উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া, "স্বস্থানানাং বিকারঃ স্যাৎ"—স্ব স্ব স্থানে স্থিত কর্ম্মগুলির বৃদ্ধি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, চতুরহে দীক্ষা, চতুরহে উপসৎ এবং চতুরহে সুত্যা, এরূপভাবে দ্বাদশাহযাগের অনুষ্ঠান হইবে না। কিন্তু স্ব স্ব স্থানে ঐ কর্ম্মগুলির বৃদ্ধি হইবে। আর তাহা হইলে দশম অধ্যায়ের পঞ্চমপাদের ৮৪ সূত্রে বিবৃত নিয়ম অনুসারে প্রথম দ্বাদশ দিন দীক্ষা, তদনন্তর দ্বাদশ দিন উপসৎ এবং তাহার পর বার দিন সুত্যার অনুষ্ঠান হইবে। কারণ, ঐ দীক্ষা এবং উপসৎরূপ অঙ্গ ও সুত্যারূপ প্রধান প্রত্যেকেরই পৃথগ্ভাবে কালসম্বন্ধ শ্রুতিমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। যদি চারিদিন করিয়া এক একটির অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে এই যে কালসম্বন্ধ ইহার বাধ হইয়া পড়ে। ইতি সিদ্ধান্ত

তদপেক্ষং চ দ্বাদশত্বম্ ॥ ১৯ ॥

অক্ষরার্থ। "দ্বাদশত্বং"—দ্বাদশত্ব, "তদপেক্ষং চ"—দীক্ষা এবং উপসৎসাপেক্ষও বটে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শ্রুতি অনুসারে দ্বাদশত্ব যেমন সুত্যাসাপেক্ষ, সেইরূপ উহা অর্থাৎ ঐ দ্বাদশত্ব দীক্ষা এবং উপসৎসাপেক্ষও বটে। আর তাহা হইলে প্রকৃতিযাগ অনুসারে প্রথমতঃ দীক্ষার অনুষ্ঠান এবং সেই খানেই তাহার দ্বাদশত্ব। তদনন্তর উপসদের অনুষ্ঠান , এবং তাহারও দ্বাদশত্ব সেই স্থানেই হইবে। তদনন্তর সুত্যার স্থান ; এবং তাহারও দ্বাদশত্বরূপ বৃদ্ধি সেই খানেই হইয়া থাকে।

দীক্ষোপসদাং চ সংখ্যা পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যক্ষসংযোগাৎ ॥ ২০ ॥

অক্ষরার্থ। "দীক্ষোপসদাং চ"—দীক্ষা এবং উপসৎ গুলিরও, "সংখ্যা পৃথক্ পৃথক্" —পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দ্বাদশ সংখ্যার সহিত সম্বন্ধ, "প্রত্যক্ষসংযোগাৎ"—যে হেতু, শ্রুতিদ্বারা প্রত্যক্ষতঃ উল্লেখ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি আপত্তি করেন, দ্বাদশ সংখ্যার সহিত কেবল সুত্যারই সম্বন্ধ হইবে, কিন্তু তাহার সহিত দীক্ষা এবং উপসদের সম্বন্ধ নাই— তাহার উত্তরে বলিতেছেন "দ্বাদশ দীক্ষা দ্বাদশোপসদঃ" এই বাক্যে প্রত্যক্ষতঃ শ্রুতিদ্বারা যখন দ্বাদশত্বের সহিত দীক্ষা এবং উপসদেরও সম্বন্ধ বোধিত হইতেছে, তখন কেবলমাত্র সুত্যার সহিতই উক্ত সংখ্যার সম্বন্ধ, ইহা বলা যায় কিরূপে ?

বসতীবরীপর্য্যন্তানি পূর্ব্বাণি তন্ত্রমন্যকালত্বাদবভৃথাদীন্যুত্ত-
রাণি দীক্ষাবিসর্গার্থত্বাৎ ॥ ২১ ॥

অক্ষরার্থ। "বসতীবরীপর্য্যন্তানি পূর্ব্বাণি তন্ত্রম্"—বসতীবরী-পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্গগুলির তন্ত্রতা হইবে, "অন্যকালত্বাৎ"—যে হেতু, সে গুলি সকলের উদ্দেশ্যেই স্বতন্ত্র কালে অনুষ্ঠেয় হয়, "অবভৃথাদীনি উত্তাণি"—এবং অবভৃথাদি উত্তরকালীন অঙ্গগুলিরও তন্ত্রতা হইবে, "দীগবিসর্গার্থত্বাৎ"—কারণ, অবভৃথাদিগুলি দীক্ষা বিসর্গের (সমাপ্তির) জন্যই করা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে কোন্ কোন্ কর্ম্মের তন্ত্রতা হইবে, তাহাই লিতেছেন "বসতীবরী" ইত্যাদি। অর্থ 'অক্ষরার্থে'ই স্পষ্ট।

তথা চান্যার্থদর্শনম্ ॥ ২২ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "অন্যার্থদর্শনং চ"—অন্যার্থ-দর্শনও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি পুনরায় আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন যে, দ্বাদশসংখ্যার সহিত দীক্ষা এবং উপসদের সম্বন্ধ থাকিলেও তাহা যে দ্বাদশ দিন করিতে হইবে এরূপ বুঝায় না কিন্তু তাহা এক দিনে দ্বাদশ বার করিলেও চলে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "ষট্‌ত্রিংশদহো বা এষ দ্বাদশাহঃ" অর্থাৎ "এই যে দ্বাদশাহযাগ ইহা ছত্রিশ দিনে সম্পাদ্য" এই শ্রুতি-বচনের জ্ঞাপকতা হইতেও জানা যায় যে, দীক্ষা এবং উপসৎও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দ্বাদশ দিন ধরিয়াই কর্ত্তব্য। কারণ, ইহাতেই দীক্ষা, উপসৎ ও সুত্যা এই তিনটির অনুষ্ঠান মিলিয়া কর্ম্মটি ছত্রিশদিনব্যাপী হইয়া থাকে, তাহা না হইলে শ্রুতির ঐ "ষট্‌ত্রিংশদহ" উল্লেখ সঙ্গত হয় না।

চোদনাপৃথক্ত্বে ত্বৈকতন্ত্র্যং সমবেতানাং
কালসংযোগাৎ ॥ ২৩ ॥

অক্ষরার্থ। "চোদনাপৃথক্ত্বে তু"—চোদনার পার্থক্য থাকিলেও, "ঐকতন্ত্র্যং"—তন্ত্রতা হইবে, "সমবেতানাং কালসংযোগাৎ"—

যে হেতু, সমবেত অঙ্গ প্রধানের একই কালের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে আগ্নেয় এবং অগ্নীষোমীয়ের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, তথায় আগ্নেয় এবং অগ্নীষোমীয়ের উৎপত্তিবাক্য পৃথক্ হইলেও সেখানে অঙ্গ এবং প্রধান কর্ম্মগুলি একই পৌর্ণমাসীরূপ কালে কর্ত্তব্য। কিন্তু এখানে দীক্ষা ও উপসদের কাল এবং সুত্যার কাল পৃথক্ পৃথক্। কাজেই সেই দৃষ্টান্তে এখানে সহপ্রয়োগ হইতে পারে না। ইতি ৫ম দ্বাদশাহযাগে দীক্ষা, উপসৎ এবং সুত্যার প্রত্যেকটির দ্বাদশাহতাধিকরণ।

ভেদস্তু তদ্‌ভেদাৎ কর্ম্মভেদঃ প্রয়োগে স্যাত্তেষাং প্রধানশব্দত্বাৎ ॥ ২৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "ভেদঃ"—প্রধান কর্ম্মের ভেদ হইবে, "তদ্‌ভেদাৎ"—কালের ভেদবশতঃ, "প্রয়োগে"—সেই সেই প্রধান কর্ম্মের অনুষ্ঠানে, "কর্ম্মভেদঃ স্যাৎ"—অঙ্গকর্ম্মের ভেদ হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ দ্বাদশাহযাগেই সবনীয় পশু প্রভৃতি যে সমস্ত অঙ্গকর্ম্ম প্রধানকর্ম্মের সমকালে অনুষ্ঠেয়, সে গুলির অনুষ্ঠানে কি তন্ত্রতা হইবে অথবা প্রধানভেদে সে গুলির ভেদ হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ঐ গুলি যখন একই দ্বাদশাহ যাগের অঙ্গ এবং দ্বাদশাহযাগের প্রয়োগ (অনুষ্ঠান) যখন ভিন্ন ভিন্ন নহে কিন্তু একটি মাত্রই, তখন ঐ সবনীয় পশু প্রভৃতি অঙ্গকর্ম্মগুলির অনুষ্ঠানে তন্ত্রতাই হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ঐ অঙ্গগুলি যখন প্রধান যে সুত্যা তৎকালেই অনুষ্ঠেয় আর সেই সুত্যার কাল যখন ভিন্নই হইতেছে, কারণ, এখানে দ্বাদশদিনের প্রত্যেক দিবসেই সুত্যা অনুষ্ঠেয়, তখন এখানে সবনীয় পশ্বাদি অঙ্গের তন্ত্রতা হইবে না, কিন্তু ভেদই হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

তথা চান্যার্থদর্শনম্ ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেই প্রকার, "অন্যার্থদর্শনং চ"—অন্যার্থদর্শনও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে যে সবনীয় পশ্বাদি অঙ্গকর্ম্মগুলির ভেদ হইবে তাহা "পত্নীসংযাজান্তানি অহানি সন্তিষ্ঠন্তে" এই শ্রুতিবাক্যের অন্তার্থদর্শন হইতেও সিদ্ধ হয়।

শ্বঃ সুত্যাবচনং তদ্বৎ ॥ ২৬ ॥

অক্ষরার্থ। "শ্বঃ সুত্যাবচনং"—পরের দিনের সুত্যার যে উল্লেখ তাহাও, "তদ্বৎ"—সেইরূপ (উহার জ্ঞাপক)।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে যে সবনীয় পশ্বাদি অঙ্গের ভেদ হইবে তাহা "সংস্থিতে সংস্থিতে" ইত্যাদি বচনের 'বীপ্সা' হইতেও নিরূপিত হয়। এবং ঐ স্থলে "শ্বঃ সুত্যা ভবতি" অর্থাৎ "পুনরায় আগামী কল্য সুত্যা হইবে, সুব্রহ্মণ্যে! আপনি আসুন" এই বলিয়া যে অন্ত সুব্রহ্মণ্যার আহ্বান করা হয় তাহাও ইহার জ্ঞাপক।

পশ্বতিরেকশ্চ ॥ ২৭ ॥

অক্ষরার্থ। "পশ্বতিরেকঃ চ"—পশুর অতিরেক (অতিরিক্ততা)ও ইহার জ্ঞাপক।

ভাষ্যভাবার্থ। সবনীয়াদি অঙ্গ যে পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠেয় হইবে তাহা "য একঃ পশুরতিরিচ্যতে স ঐন্দ্রাগ্নঃ কার্য্যঃ" অর্থাৎ একাদশ দিনের পর যে একটি পশু অতিরিক্ত থাকিবে তাহা ইন্দ্রাগ্নি দেবতার হইবে" এই শ্রুতিবাক্য হইতেও জ্ঞাপিত হয়। কারণ, প্রত্যেক দিন যদি পৃথক্ ভাবে সবনীয় পশুর অনুষ্ঠান হয় তবেই একাদশ দিনের অনুষ্ঠানের পর দ্বাদশ দিনের একটি দিনের পশু, তখন অতিরিক্ত থাকিতে পারে, নচেৎ নহে। অতএব দ্বাদশাহ যাগে সবনীয়পশ্বাদি অঙ্গসকলের তন্ত্রতা হইবে না। ইতি ষষ্ঠ প্রধানের সহিত অপৃথক্কাল অঙ্গকলাপের ভেদপূর্ব্বক অনুষ্ঠানাধিকরণ।

সুত্যাবিবৃদ্ধৌ সুব্রহ্মণ্যায়াং সর্ব্বেষামুপলক্ষণং প্রকৃত্যন্বয়াদাবাহনবৎ ॥ ২৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সুত্যাবিবৃদ্ধৌ"—সুত্যার বৃদ্ধি স্থলে অর্থাৎ দ্বাদশাহাদি যে সমস্ত যাগে অনেক সুত্যা থাকে তাহাতে, "সুব্রহ্মণ্যায়াং"—সুব্রহ্মণ্যাহ্বানমন্ত্রে, "সর্ব্বেষাম্"—সকল দিন গুলির প্রত্যেকটিরই,

"উপলক্ষণম্"—সংখ্যার দ্বারা উপলক্ষণ করিতে হইবে, "প্রকৃত্যন্বয়াৎ"—যে হেতু, প্রকৃতিযাগে সংখ্যার অন্বয় আছে, "আবাহনবৎ—আবাহনের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোম যাগে উপসৎকালে সুব্রহ্মণ্যা-আহ্বান করিতে হয়। তাহা প্রধানকাল হইতে ভিন্নকালে অনুষ্ঠেয় বলিয়া তাহার তন্ত্রতা হইয়া থাকে। প্রকৃতি যাগে ঐ সুব্রহ্মণ্যাহ্বানে "চতুরহে সুত্যামাগচ্ছ" এই ভাবে দিবসের সংখ্যার উল্লেখ করা হয়। এই দ্বাদশাহাদি বিকৃতিযাগেও ঐ ভাবে সংখ্যার উল্লেখ কর্ত্তব্য কি না, এবং যদি কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে তাহা "ত্রয়োদশাহে, "চতুর্দ্দশাহে" ইত্যাদি প্রকারে উহসহকারে উল্লেখ করিতে হইবে কি ন, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, আবাহন স্থলে যেমন পৃথক্ পৃথক্ আবাহন করা হয় এ স্থলেও সেইরূপ সেই ত্রয়োদশাদি সংখ্যা দ্বারা উপলক্ষণ করিয়াই সুব্রহ্মণ্যা-আহ্বান কর্ত্তব্য। কারণ, প্রকৃতিযাগে চতুঃসংখ্যা দিবসের সহিত অন্বিত হইয়া থাকে। আর বিকৃতির অনুষ্ঠান প্রকৃতির ন্যায়ই হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বেন্দ্রাভিধানত্বাৎ সকৃৎ স্যাদুপলক্ষণং কালস্য লক্ষণার্থত্বাৎ ॥ ২৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "ইন্দ্রাভিধানত্বাৎ"—মন্ত্রটি ইন্দ্রবাচক বলিয়া, "সকৃৎ"—একবারমাত্র, "উপলক্ষণং স্যাৎ"—উল্লেখ হইবে, "কালস্য লক্ষণার্থত্বাৎ"—যে হেতু, কালবিশেষ বোধক যে সংখ্যাবাচক শব্দ তাহা লক্ষণা দ্বারা সুত্যাদিবসবোধক।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে উহ করিয়া "ত্রয়োদশাহে," "চতুর্দ্দশাহে" এই প্রকার উল্লেখ কর্ত্তব্য হইবে না, কিন্তু প্রকৃতিযাগে "চতুরহে" এই প্রকার যাহা বলা হয় এখানেও তাহা অবিকৃতভাবেই প্রয়োগ করিতে হইবে। কারণ, এখানে সংখ্যাশব্দ বিবক্ষিত নহে। যে হেতু তাহাতে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। কারণ, ঐ সংখ্যাবিশিষ্ট শব্দ প্রকৃতি এবং বিকৃতি সর্ব্বত্রই লক্ষণাদ্বারা সুত্যাহের বোধক। আরও, ঐ মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্ররূপ দেবতার সংস্কার হয়। আর তাহা একবার মাত্র পাঠ করিলে সেই দেবতার সেই সংস্কার সিদ্ধ হয় বলিয়া "চতুর্দ্দশাহে, পঞ্চাদশাহে" ইত্যাদি প্রকার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ অনর্থক। ইতি সিদ্ধান্ত।

অবিভাগাচ্চ ॥ ৩০ ॥

অক্ষরার্থ। "অবিভাগাৎ চ"—বিভাগ অর্থাৎ বিভক্ততা নাই বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে আবাহনের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা এখানে খাটে না। কারণ, তথায় দুইটি আগ্নেয় যাগ মধ্যবর্ত্তী সৌম্য যাগের দ্বারা ব্যবহিত, সুতরাং বিভক্ত হইয়াছে। কাজেই সেখানে প্রত্যেকটি আগ্নেয় যাগের জন্য পৃথক্ পৃথক্ আবাহন কর্ত্তব্য। কিন্তু এখানে সুত্যাহগুলি অন্য কিছু দ্বারা ব্যবহিত বা বিভক্ত নহে। কাজেই এখানে তন্ত্রতা হইবে। অতএব প্রকৃত সংখ্যার-বিকার হইবে না। ইতি ৭ম তন্ত্রাবাপাধিকরণ (উপসংকালে সুব্রহ্মণ্যাহ্বানের অবিকারে কর্ত্তব্যতাধিকরণ)।

পশুগণে কুম্ভীশূলবপাশ্রপণীনাং প্রভুত্বাৎ তন্ত্রভাবঃ স্যাৎ ॥ ৩১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "পশুগণে"—বহু পশুর স্থলে, "কুম্ভী-শূল-বপা-শ্রপণীনাং"—কুম্ভী, শূল এবং বপাশ্রপণীর, "তন্ত্রভাবঃ স্যাৎ"—তন্ত্রতা হইবে, "প্রভুত্বাৎ"—যে হেতু, সামর্থ্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। বাজপেয় যাগে সতরটি একজাতীয় পশু আছে। সেই পশুগুলির বিভিন্ন অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে পাক করিয়া আহুতি দিতে হয়। যেমন, পশুর সাধারণ অঙ্গ গুলির পাক হয় কুম্ভী নামক পাত্রে; পশুর হৃদয় শূলনামক তীক্ষ্ণাগ্র যন্ত্রে পাক করিতে হয়; আর পশুর বপা পাক করিতে হয় 'বপাশ্রপণী' নামক পাত্রে। এক্ষণে সংশয় এই যে, বাজপেয় যাগের সতরটি পশুর প্রত্যেকটির পাকের জন্য কি ভিন্ন ভিন্ন কুম্ভী, শূল এবং বপাশ্রপণী আবশ্যক, অথবা ঐ গুলির তন্ত্রতা হইবে। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, প্রত্যেক পশুর অঙ্গগুলি যখন ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই হবির্দ্রব্য তখন সে গুলির যাহাতে সঙ্কর (মিশ্রণ) না হয় তজ্জন্য ঐ সকল পাত্রগুলি ভিন্ন ভিন্নই হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে ঐ পাত্রগুলির তন্ত্রতা হইবে। কারণ, একটি পশুর পাকের জন্য যে পরিমাণ কুম্ভী প্রভৃতি আবশ্যক বহু পশুর জন্য তদপেক্ষা বৃহদাকার পাত্র গ্রহণ করিলেই যখন কার্য্য সমাধা হয়, তখন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রগ্রহণ বৃথাপরিশ্রমাদির আধিক্যকারক

মাত্র। আর, সকল পশুর অঙ্গগুলিই পশ্বঙ্গরূপেই হবির্দ্রব্য বলিয়া ঐগুলির সঙ্কর (মিশ্রণ) হইলেও ক্ষতি নাই। ইতি ৮ম বাজপেয় যাগে প্রাজাপত্য-পশুগণে কুম্ভী প্রভৃতির তন্ত্রতাধিকরণ।

ভেদস্তু সন্দেহাদ্দেবতান্তরে স্যাৎ ॥ ৩২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ভেদঃ স্যাৎ"—কুম্ভী প্রভৃতির ভেদ হইবে, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "সন্দেহাৎ"—সন্দেহ হয় বলিয়া, "দেবতান্তরে"—ভিন্ন ভিন্ন দেবতার স্থলে।

ভাষ্যভাবার্থ। পশ্বেকাদশিনীতে একাদশটি পশুর দেবতা ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং তথায় পশুভেদে কুম্ভী প্রভৃতি পাত্রের ভেদ হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, প্রাজাপত্য যাগে সতরটি পশুর একই দেবতা; কাজেই তথায় পশ্বঙ্গের সাঙ্কর্য্য হইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু পশ্বেকা-দশিনীতে যখন দেবতা ভিন্ন ভিন্ন, তখন কুম্ভী প্রভৃতি পাত্রের তন্ত্রতা হইলে তাহাতে পশুর যে সকল অঙ্গ পাক করা হয় সে গুলির কোন্‌টি কোন্ দেবতার, এই প্রকার সন্দেহ হইয়া থাকে, এবং তাহা ভঞ্জন করিবারও উপায় নাই। কাজেই তথায় কুম্ভী প্রভৃতি পাত্রের ভেদই হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অর্থাদ্ বা লিঙ্গকর্ম্ম স্যাৎ ॥ ৩৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অর্থাৎ"—প্রয়োজন-বশতঃ, "লিঙ্গকর্ম্ম স্যাৎ"—লিঙ্গকর্ম্ম অর্থাৎ চিহ্নকরণ হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পশ্বেকাদশিনীতেও কুম্ভী প্রভৃতি পাত্রের ভেদ হইবে না, কিন্তু তন্ত্রতাই হইবে। আর সেই সেই পশুর অঙ্গে যাহাতে বুঝিতে পারা যায় এমন চিহ্ন করিয়া দিলে আর সন্দেহ থাকিবে না।

অযাজ্যত্বাদ্ বসানাং ভেদঃ স্যাৎ স্বযাজ্যাপ্রদানত্বাৎ ॥ ৩৪ ॥

অক্ষরার্থ। "অযাজ্যত্বাৎ"—যাজ্য অর্থাৎ যজন যোগ্য হইতে পারে না বলিয়া, "বসানাং ভেদঃ স্যাৎ"—বসাপাকের পাত্র ভিন্ন ভিন্ন হইবে, "স্বযাজ্যাপ্রদানত্বাৎ"—যে হেতু, স্বীয় যাজ্যাপাঠকালে তাহা প্রদান করিতে (অগ্নিতে আহুতি দিতে) হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, অপরাপর অঙ্গগুলিতে চিহ্ন করিয়া পার্থক্য বুঝিতে পারা সম্ভব হইলেও বসাপাকে তাহা সম্ভব নহে। যে হেতু, তাহা পাককালে দ্রবীভূত হয় বলিয়া সবগুলি মিশাইয়া যাইবে। আর তাহা হইলে যে দেবতার জন্য যে পশু উপাকৃত হইয়াছিল সেই পশুর বসা সেই দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া যাইবে না। বিশেষতঃ পশুটি যে দেবতার উদ্দেশে আলব্ধ্য সেই দেবতার যে যাজ্যা তাহার অর্দ্ধর্চ্চান্তে সেই পশুটির বসা হোম করিতে হয়, ইহাই প্রকৃতি যাগীয় কর্ম্মের পরিপাটী। অতএব বপার সাঙ্কর্য্য পরিহারের নিমিত্ত বপাশ্রপণীর ভেদ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বা প্রতিপত্তিত্বাৎ তন্ত্রং স্যাৎ স্বত্বস্যাশ্রুতি-ভূতত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রতিপত্তিত্বাৎ" —প্রতিপত্তি কর্ম্ম বলিয়া, "তন্ত্রং স্যাৎ"—তন্ত্রতা হইবে, "স্বত্বস্য অশ্রুতি-ভূতত্বাৎ"—যে হেতু, 'স্বদেবতার যাজ্যার্দ্ধর্চ্চান্তে বসাহোম' এই প্রকারে স্বত্ব (স্ব-দেবতাসম্বন্ধিত্ব) শ্রুতিবোধিত নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে হোমের দ্বারা বসার প্রতিপত্তি সম্পাদিত হয় বলিয়া বসা পাত্রভেদের প্রয়োজক নহে। সুতরাং বপাশ্রবণ পাত্রের ভেদ হইবে না, কিন্তু তন্ত্রতাই হইবে। আর পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন, 'পশুটি যে দৈবত্য সেই দেবতার যাজ্যার অর্দ্ধর্চ্চ পঠের অন্তে বসা হোম কর্ত্তব্য', তাহাও ঠিক নহে। কারণ, যাজ্যার অর্দ্ধর্চ্চান্তেই বসাহোম শ্রৌত, কিন্তু সেই যাজ্যা যে স্বদেবতারই হইবে এমন কথা শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। তবে প্রকৃতি যাগে স্বদেবতারই যাজ্যার্দ্ধর্চ্চ থাকে বলিয়া তাহার অন্তে হোম হয়, এই মাত্র। কিন্তু এখানে অন্যদেবতারও যাজ্যার্দ্ধর্চ্চান্তে বসা হোম করিলে তাহাও শাস্ত্রীয় হইবে। যে হেতু, "যাজ্যার্দ্ধর্চ্চান্তে' ইহা নিমিত্তসপ্তমী বলিয়া যাজ্যার্দ্ধর্চ্চান্ত হইলেই বসাহোম কর্ত্তব্য। কারণ, নিমিত্তের আবৃত্তি হইলে নৈমিত্তিকেরও আবৃত্তি হয়। ইতি সিদ্ধান্ত।

সকৃদিতি চেৎ ॥ ৩৬ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "সকৃৎ"—একবার মাত্র বসাহোম হউক, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, যদি যাজ্যার্দ্ধর্চ্চান্তে বসাহোম কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে তাহা প্রথমযাজ্যার্দ্ধর্চ্চান্তে একবার মাত্র করিলেই ত চলে। ইতি আশঙ্কা।

ন কালভেদাৎ ॥ ৩৭ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না তাহা হইবে না, "কালভেদাৎ"—যে হেতু, কালের ভেদ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহারার্থে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে যাজ্যার্দ্ধর্চ্চান্ত বসাহোমের নিমিত্ত আর সে গুলির সংখ্যা অনেক বলিয়া প্রত্যেকটির কাল ভিন্ন। কাজেই নিমিত্তের আবৃত্তিতে নৈমিত্তিকের আবৃত্তি হইবে। অতএব কেবল প্রথমযাজ্যার্দ্ধর্চ্চান্তে বসাহোম করিলে চলিবে না, কিন্তু প্রত্যেকবার যাজ্যার্দ্ধর্চ্চান্তে বসাহোম করিতে হইবে। ইতি ৯ম কুম্ভী প্রভৃতির অন্ত্রতাধিকরণ।

জাত্যন্তরেষু ভেদঃ স্যাৎ পক্তিবৈষম্যাৎ ॥ ৩৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "জাত্যন্তরেষু"—ভিন্ন জাতীয় পশুর পক্ষে, "ভেদঃ স্যাৎ"—কুম্ভী প্রভৃতি গুলি ভিন্ন ভিন্নই হইবে, "পক্তিবৈষম্যাৎ" —যে হেতু পাকের তারতম্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। যে স্থলে ছাগ, মেষ প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় পশুদ্বারা যজ্ঞ করিতে হয় তথায় কুম্ভী প্রভৃতি পাত্রের কি অন্ত্রতা হইবে অথবা ভেদ হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পূর্ব্বন্যায়ে এস্থলেও অন্ত্রতা হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এরূপ স্থলে কুম্ভী প্রভৃতির অন্ত্রতা হইবে না, কিন্তু ভেদই হইবে। কারণ, পশুর অঙ্গগুলি এমনভাবে পাক করিতে হইবে, যাহাতে সেগুলির আহুতি দিবার জন্ত যথাযথ পরিমাণ অবদান (খণ্ড) করিতে পারা যায়। কিন্তু মেষমাংস ছাগমাংস অপেক্ষা অল্পসময়ে পাক হয় বলিয়া ছাগ মাংস ঠিকভাবে (অবদানযোগ্যরূপে) পাক করিতে যতটা সময় লাগে মেষমাংস সেই সময়ে, অত্যন্ত শিথিল হইয়া (গলিয়া) যায়। সুতরাং তাহা অবদানের অযোগ্য হইয়া পড়ে। কাজেই ইহাদের জন্ত পৃথক্ পৃথক্ পাকপাত্র আবশ্যক। ইতি সিদ্ধান্ত।

বৃদ্ধিদর্শনাচ্চ ॥ ৩৯ ॥

অক্ষরার্থ। "বৃদ্ধিদর্শনাচ্চ"—বৃদ্ধি (আধিক্য) দেখা যায় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এতাদৃশস্থলে যে পাকপাত্র ভিন্ন ভিন্ন হইবে তাহা "শূলৈশ্চ" ইত্যাদিশ্রুতিবচনে যে বহুবচন রহিয়াছে তাহা দ্বারাও নিরূপিত হয়। কারণ, এস্থলে ঐ সকল পাকপাত্রের মধ্যে অন্যতম যে 'শূল,' তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (ভিন্ন ভিন্ন) হয় বলিয়াই উহাতে বহুবচন দেওয়া আছে। ইতি ১০ম ভিন্নজাতিস্থলে কুম্ভী প্রভৃতির ভেদাধিকরণ।

কপালানি চ কুম্ভীবৎ তুল্যসংখ্যানাম্ ॥ ৪০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "কপালানি চ"—কপালগুলিরও (তন্ত্রতা হইবে), "কুম্ভীবৎ"—প্রাজাপত্য পশুশ্রপণের কুম্ভীর ন্যায়, "তুল্যসংখ্যানাং"—সমসংখ্যক কপালসাধ্য কর্ম্ম সকলের স্থলে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অশ্বপ্রতিগ্রহেষ্টি সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছে "যাবতোঽশ্বান্ প্রতিগৃহ্লীয়াৎ তাবতো বারুণাংশ্চতুষ্কপালান্ নির্ব্বপেৎ" অর্থাৎ "যতগুলি অশ্বের প্রতিগ্রহ করাইবে, বরুণদেবতার উদ্দেশে ততগুলি চতুষ্কপালসংস্কৃত পুরোডাশ দিয়া যাগ করিবে।" যেখানে অনেকগুলি অশ্ব প্রতিগ্রহ করান হয়, সেখানে ততগুলি যাগের জন্য অনেকগুলি চতুষ্কপাল পুরোডাশ আবশ্যক। তথায় কি চতুষ্কপালের তন্ত্রতা হইবে অথবা ভিন্ন ভিন্ন চতুষ্কপাল আবশ্যক হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে যখন সব কটি পুরোডাশেই তুল্যসংখ্যক কপাল আবশ্যক তখন সপ্তদশ প্রাজাপত্য পশুর শ্রপণের জন্য যেমন কুম্ভী পাত্রের ভেদ হয় নাই কিন্তু তন্ত্রতাই হইয়াছে, এ স্থলেও সেইরূপ তন্ত্রতাই হইবে। তবে তথায় যেমন সবগুলি পশুর শ্রপণের উপযুক্ত বৃহদাকার কুম্ভী আবশ্যক, এ স্থলেও সেইরূপ কপালগুলি বহু পুরোডাশ ধারণের উপযুক্ত পরিমাণে বৃহৎ হওয়া আবশ্যক। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

প্রতিপ্রধানং বা প্রকৃতিবৎ ॥ ৪১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রতিপ্রধানং"—

প্রত্যেকটি প্রধানের অর্থাৎ পুরোডাশের জন্য (কপালগুলি ভিন্ন ভিন্ন হইবে), "প্রকৃতিবৎ"—প্রকৃতি যাগের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রত্যেকটি পুরোডাশের কপালচতুষ্টয় ভিন্ন ভিন্নই হইবে। যেহেতু, প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাস যাগে প্রত্যেকটি পুরোডাশের জন্য কপালের ভেদই হইয়া থাকে। আর প্রকৃতি যাগের ন্যায়ই বিকৃতি যাগ কর্ত্তব্য। অতএব এ স্থলেও কপালচতুষ্টয়ের ভেদই হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

সর্ব্বেষাং চাভিপ্রথনং স্যাৎ ॥ ৪২ ॥

অক্ষরার্থ। "সর্ব্বেষাং"—সবকটি পুরোডাশের, "অভিপ্রথনং চ স্যাৎ"—অভিপ্রথনও হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। কপালচতুষ্টয়ের যে তন্ত্রতা হইতে পারে না, তাহার আরও কারণ "যাবৎকপালং পুরোডাশং প্রথয়তি" এই শ্রুতিবাক্যে পুরোডাশটিকে দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে কপালের সমপরিমাণ করিয়া বাড়াইয়া দিতে বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, একই সময়ে একই কপালে একাধিক পুরোডাশের স্থান নাই। কাজেই তন্ত্রতা হইতে পারে না। অতএব কপালচতুষ্টয়ের ভেদই হইবে। ইতি ১১শ কপালভেদাধিকরণ।

একদ্রব্যে সংস্কারাণাং ব্যাখ্যাতমেক-
কর্ম্মত্বাৎ ॥ ৪৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "একদ্রব্যে সংস্কারাণাং"—একই দ্রব্যে যে অবহননাদি সংস্কারের আবৃত্তি করা হয়, তাহাতে (মন্ত্রের আবৃত্তি হইবে না), "ব্যাখ্যাতম্ এককর্ম্মত্বাৎ"—যে হেতু, ইহার এককর্ম্মত্ব পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে পুরোডাশের জন্য ব্রীহির অবঘাত করিবার বিধি আছে। সেই অবঘাতকালে "অবরক্ষো দিবঃ সপত্নং বধ্যাসং" এই মন্ত্রটি পাঠ করিতে হয়। বহুবার অবঘাত না করিলে ব্রীহি হইতে তণ্ডুল নিষ্পন্ন হয় না। অবঘাত করিবার ঐ মন্ত্রটি কি প্রত্যেকবার আঘাতের সময় পাঠ করিতে হইবে অথবা উহার তন্ত্রতা হইবে অর্থাৎ একবার মাত্র পাঠ করিলেই

চলিবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, তণ্ডুল নিষ্পত্তির জন্য ব্রীহিতে যতবার আঘাত করা হইবে ঐ মন্ত্রটিও ততবারই পাঠ করিতে হইবে। কারণ, প্রত্যেকটি আঘাত ভিন্ন ভিন্ন কর্ম; আর অবঘাতের উদ্দেশেই মন্ত্র পঠিতব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অবঘাতের দ্বারা ব্রীহির তুষবিমোচন করাই "ব্রীহীন্ অবহন্তি" এই শাস্ত্রের অর্থ। কাজেই যতগুলি অবঘাত না করিলে তুষবিমোক সিদ্ধ হয় না ততগুলি অবঘাত সমগ্রভাবে একটি মাত্রই কর্ম্ম। আর তদুদ্দেশেই মন্ত্র পঠিতব্য। কাজেই এখানে অবঘাতের আবৃত্তি হইলেও মন্ত্রের আবৃত্তি হইবে না, কিন্তু তন্ত্রতাই হইবে। অতএব অবঘাত-মন্ত্র একবার মাত্রই পঠিতব্য। ইতি ১২শ অবঘাতার্থ মন্ত্রের তন্ত্রতাধিকরণ।

দ্রব্যান্তরে কৃতার্থত্বাৎ তস্য পুনঃ প্রয়োগান্মন্ত্রস্য চ তদ্গুণত্বাৎ পুনঃ প্রয়োগঃ স্যাৎ তদর্থেন বিধানাৎ ॥ ৪৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্রব্যান্তরে"—ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের স্থলে, "কৃতার্থত্বাৎ"—(অবঘাত একটি দ্রব্যেতেই) কৃতার্থ হইয়াছে অর্থাৎ প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া, "তস্য পুনঃ প্রয়োগাৎ"—দ্রব্যান্তরে পুনরায় স্বতন্ত্রভাবে অবঘাতের প্রয়োগ করিতে হয় বলিয়া, "মন্ত্রস্য চ তদ্গুণত্বাৎ"—আর মন্ত্র সেই অবঘাতের গুণ অর্থাৎ অঙ্গ বলিয়া, "পুনঃ প্রয়োগঃ স্যাৎ"—মন্ত্রের পুনরায় প্রয়োগ হইবে, "তদর্থেন বিধানাৎ"—যে হেতু, সেই অবঘাতের জন্যই মন্ত্রের বিধান।

ভাষ্যভাবার্থ। রাজসূয় যজ্ঞে নানা বীজেষ্টি আছে; নানাজাতীয় শস্য হইতে পুরোডাশাদি করিয়া তাহা সম্পাদন করিতে হয়। সেই নানাজাতীয় শস্যে যে অবঘাত করা হয় তাহাতে অবঘাতমন্ত্র কি তন্ত্রতায় একবারমাত্র পাঠ্য? অথবা প্রত্যেকজাতীয় বীজের (শস্যের) অবঘাতের জন্য পৃথক্ পৃথক্ করিয়া তাহা পঠিতব্য, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এ স্থলে পূর্ব্বন্যায়ে অবঘাতমন্ত্রের তন্ত্রতাই হইবে; অতএব মন্ত্র একবার পাঠ করিলেই চলিবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রত্যেকজাতীয় বীজে অবঘাতবিধি

পরিসমাপ্ত ; তাহার শস্য নিষ্কাসন করিয়া চরিতার্থ। স্বতন্ত্র বীজের জন্য স্বতন্ত্র অবঘাত আবশ্যক। আর মন্ত্র সেই অবঘাতেরই অঙ্গ। কাজেই এখানে প্রধান যে অবঘাত, তাহার গুণস্বরূপ যে মন্ত্র তাহারও আবৃত্তিই হইবে। অতএব এরূপ স্থলে তন্ত্রতা সিদ্ধ হইতে পারে না। ইতি ১৩শ নানাবীজেতে মন্ত্রভেদাধিকরণ।

নির্ব্বপন-লবন-স্তরণাজ্যগ্রহণেষু চৈকদ্রব্যবৎ প্রয়োজনৈকত্বাৎ ॥ ৪৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "নির্ব্বপন-লবন-স্তরণাজ্যগ্রহণেষু"—নির্ব্বপন, লবন, বর্হিঃস্তরণ এবং আজ্যগ্রহণে, "চ"—অধিকরণান্তরসূচক, "এক-দ্রব্যবৎ"—একদ্রব্যের ন্যায় (মন্ত্রের তন্ত্রতা হইবে), "প্রয়োজনৈক-ত্বাৎ"—যে হেতু, প্রয়োজনের ঐক্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসযাগে নির্ব্বাপ, বর্হির্লবন, বেদিপরিস্তরণ এবং আজ্যগ্রহণ কর্ম্মগুলি একাধিকবার করিতে হয়। ইহা "চতুরো মুষ্টীন্ নির্ব্বপতি," অর্থাৎ চারি মুষ্টি নির্ব্বাপ করিবে, ইত্যাদি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ঐ নির্ব্বাপ প্রভৃতির জন্য পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্রের তন্ত্রতা হইবে অথবা প্রত্যেক বার নির্ব্বাপাদির জন্য প্রত্যেকবার মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ব্রীহিতে অবঘাতের বেলায় ব্রীহি একটি (এক-জাতীয়) দ্রব্য বলিয়া তাহাতে যেমন প্রত্যেকবার অবঘাতের জন্য মন্ত্র পাঠ করা হয় না কিন্তু মন্ত্রের তন্ত্রতা হয়, এ স্থলেও সেইরূপ নির্ব্বাপাদিমন্ত্রের তন্ত্রতা হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

দ্রব্যান্তরবদ্ বা স্যাৎ তৎসংস্কারাৎ ॥ ৪৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "দ্রব্যান্তরবৎ স্যাৎ"—দ্রব্যান্তরের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ হইবে, "তৎসংস্কারাৎ"—যে হেতু, প্রত্যেকবার মন্ত্রের দ্বারা নির্ব্বাপের সংস্কার হয়। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ব্বতর অধিকরণে বিচারিত নানাবীজেষ্টিন্যায়ে এখানেও প্রত্যেক নির্ব্বাপাদিতে মন্ত্র পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাঠ্য।

কারণ, নানাবীজস্থলে যেমন প্রত্যেকটি বীজ পৃথক্ দ্রব্য বলিয়া পৃথক্ সংস্কার-সাপেক্ষ, এ স্থলেও প্রতিটি মুষ্টি পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া স্বীয় সংস্কারের জন্য স্বতন্ত্রভাবেই মন্ত্রসাকাঙ্ক্ষ। কাজেই প্রত্যেকটি নির্ব্বাপে স্বতন্ত্রভাবে মন্ত্র পাঠ্য। অতএব এখানে তন্ত্রতা হইবে না। বর্হির্লবন, বেদিপরিস্তরণ এবং আজ্যগ্রহণের পক্ষেও এই নিয়ম প্রয়োজ্য। ইতি ১৪শ নির্ব্বাপাদিতে মন্ত্রভেদাধিকরণ।

বেদিপ্রোক্ষণে মন্ত্রাভ্যাসঃ কর্ম্মণঃ পুনঃ প্রয়োগাৎ ॥ ৪৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বেদিপ্রোক্ষণে"—বেদির প্রত্যেক বার প্রোক্ষণের জন্য, "মন্ত্রাভ্যাসঃ"—মন্ত্রের আবৃত্তি হইবে, "কর্ম্মণঃ পুনঃ প্রয়োগাৎ"—যে হেতু, কর্ম্মটির পুনরায় অনুষ্ঠান হইতেছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "ত্রিঃ প্রোক্ষতি" এই বচনে বেদিকে তিন-বার প্রোক্ষণ করিতে বলা হইয়াছে। ঐ প্রোক্ষণ করিবার মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্রটি কি প্রত্যেক বার প্রোক্ষণের জন্য পাঠ্য? অথবা তাহার তন্ত্রতা হইবে? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, প্রত্যেকবারের প্রোক্ষণ স্বতন্ত্র ক্রিয়া বলিয়া এবং সেই ক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ (অনুষ্ঠান) হইতেছে বলিয়া এখানে পূর্ব্বন্যায়ে মন্ত্রের আবৃত্তি হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

একস্য বা গুণবিধির্দ্রব্যৈকত্বাৎ তস্মাৎ সকৃৎ প্রয়োগঃ স্যাৎ ॥ ৪৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "একস্য"—একই কর্ম্মের, "গুণবিধিঃ"—আবৃত্তিরূপ গুণ বিহিত হইয়াছে, "দ্রব্যৈকত্বাৎ"—যে হেতু, প্রোক্ষণীয় বেদিরূপ দ্রব্যটি এক, "তস্মাৎ"—অতএব, "সকৃৎ প্রয়োগঃ স্যাৎ"—মন্ত্রের প্রয়োগ (পাঠ) একবার মাত্রই হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এখানে মন্ত্রের অভ্যাস (আবৃত্তি অর্থাৎ একাধিকবার পাঠ) হইবে না, কিন্তু তন্ত্রতাই হইবে। কারণ,

এখানে প্রোক্ষণীয় বেদিদ্রব্যটি একটিমাত্র বলিয়া তদুদ্দেশ্যে বিহিত প্রোক্ষণ ক্রিয়াটিও এক, তাহা ভিন্ন নহে; কেবল "ত্রি" এই স্থলে সুচ্ প্রত্যয়ের দ্বারা সেই ক্রিয়াটির আবৃত্তিমাত্র বুঝাইতেছে। অতএব এখানে ক্রিয়াভেদ না হওয়ায় মন্ত্রের ভেদ হইবে না, কিন্তু তন্ত্রতাই হইবে। ইতি ১৫শ বেদিপ্রোক্ষণে মন্ত্রতন্ত্রতাধিকরণ।

কণ্ডূয়নে প্রত্যঙ্গং কর্ম্মভেদাৎ স্যাৎ ॥ ৪৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "কণ্ডূয়নে"—কণ্ডূয়নকর্ম্মে, "প্রত্যঙ্গং—প্রতিটি অঙ্গের কণ্ডূয়নের জন্য, "স্যাৎ"—মন্ত্রভেদ হইবে, "কর্ম্মভেদাৎ"—যে হেতু, কর্ম্মের ভেদ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমে কৃষ্ণবিষাণা দ্বারা কণ্ডূয়ন করিবার বিধি আছে এবং সেই কণ্ডূয়ন-কর্ম্মের জন্য পাঠ্য মন্ত্রও আছে। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে যদি যুগপৎ কণ্ডূয়ন করিতে হয় তাহা হইলে প্রত্যেকটি অঙ্গের কণ্ডূয়নের জন্য মন্ত্রটি কি পৃথক্ পৃথক্ পাঠ্য? অথবা তাহার তন্ত্রতা হইবে? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, প্রত্যেকটি অঙ্গের কণ্ডূয়ন যখন পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম, তখন অঙ্গভেদে কণ্ডূয়ন-কর্ম্মেরও ভেদ হয় বলিয়া কণ্ডূয়নমন্ত্রটিও প্রত্যেকবার পাঠ করিতে হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অপি বা চোদনৈককালমৈককর্ম্ম্যং স্যাৎ ॥ ৫০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অপি বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "চোদনা"—ইহা (কৃষ্ণবিষাণারূপ সাধনের) বিধি বলিয়া, "এককালম্ ঐককর্ম্ম্যং স্যাৎ"—একই সময়ের যে কণ্ডূয়ন তাহা একটিই কর্ম্ম। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, কণ্ডূয়ন রাগতঃ প্রাপ্ত বলিয়া তাহাতে বিধি হইতে পারে না। কিন্তু কণ্ডূয়নের সাধনরূপে কৃষ্ণবিষাণাই এখানে বিধির বিষয়। আর তাহা একই সময়ে যত কণ্ডূয়ন তৎসমুদয়ের উদ্দেশ্যেই বিহিত। অতএব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভিন্ন হইলেও সেগুলিতে যে যুগপৎ কণ্ডূয়ন তাহা একই কর্ম্ম বলিয়া কণ্ডূয়ন-মন্ত্রের আবৃত্তি হইবে না, কিন্তু তন্ত্রতাই হইবে। ইতি ১৬শ কণ্ডূয়নমন্ত্রের তন্ত্রতাধিকরণ।

স্বপ্ন-নদীতরণাভিবর্ষণামেধ্যপ্রতিমন্ত্রণেষু চৈবম্ ॥ ৫১ ॥
(সিঃ)

অক্ষরার্থ। "স্বপ্ন-নদীতরণাভিবর্ষণামেধ্যপ্রতিমন্ত্রণেষু চ"—স্বপ্ন (নিদ্রা), নদীতরণ, অভিবর্ষণ, এবং অমেধ্য- (অপবিত্রবস্তু) -দর্শনের মন্ত্রেও, "এবম্"—এইরূপ তন্ত্রতা হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষিত ব্যক্তিকে স্বপ্নের (নিদ্রার) জন্য, নদীতরণ করিতে হইলে তজ্জন্য, বৃষ্টিতে ভিজিয়া গেলে এবং অমেধ্য (অপবিত্র) বস্তু দর্শন করিলে তজ্জন্য মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। একই নিদ্রা, নদীতরণ প্রভৃতি ক্রিয়ার মধ্যে যদি বিচ্ছেদ ঘটিয়া পুনরায় সেই ক্রিয়াগুলি চলিতে থাকে, তাহা হইলে সেই মন্ত্রের আবৃত্তি হইবে কি না. ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন. "স্বপ্ন-নদীতরণ-অভিবর্ষণ-অমেধ্যপ্রতিমন্ত্রণেষু চ এবম্" ঐ নিদ্রাদি ক্রিয়ার বেলায় এইরূপ হইবে অর্থাৎ পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায় এককর্ম্মতা-হেতু মন্ত্রের তন্ত্রতা হইবে। ইতি ১৭শ স্বপ্ন-নদীতরণাদিমন্ত্রের তন্ত্রতাধিকরণ।

প্রয়াণে ত্বার্থনির্ব্বৃত্তেঃ ॥ ৫২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রয়াণে"—প্রয়াণ (গমন) কালে পাঠ্য মন্ত্র (একবার মাত্রই পাঠ্য), "তু" অধিকরণান্তরসূচক, "আ অর্থনির্ব্বৃত্তেঃ"—প্রয়োজন নির্ব্বৃত্ত (নিষ্পন্ন) না হওয়া পর্য্যন্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষিত ব্যক্তি কোন স্থানে প্রয়াণ (গমন) করিলে তজ্জন্য মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। সেই গমনকালে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করার জন্য যদি গমনের বিচ্ছেদ ঘটে তাহা হইলে সেই বিচ্ছেদনিবন্ধন গমনের ভেদ হয় বলিয়া মন্ত্রটি প্রত্যেকবার পাঠ্য কি না ? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, প্রত্যেকবারের বিচ্ছেদে প্রয়াণের ভেদ হয় বলিয়া প্রত্যেকবারই মন্ত্র পাঠ করা আবশ্যক। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, গৃহ হইতে নির্গত হইয়া যতক্ষণ না পুনরায় গৃহে প্রবেশ করা যায় ততক্ষণ সেই গতিটি একই প্রয়োজনপ্রযুক্ত বলিয়া ততক্ষণ প্রয়োজনের ভেদ হয় না। কাজেই তথায় মন্ত্রটি একবারমাত্র পড়িলেই চলিবে। ইতি ১৮শ প্রয়াণে মন্ত্রতন্ত্রতাধিকরণ।

উপরবমন্ত্রস্তন্ত্রং স্যাল্লোকবদ্ বহুবচনাৎ ॥ ৫৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উপরবমন্ত্রঃ তন্ত্রং স্যাৎ"—উপরবসম্বন্ধীয় যে মন্ত্র তাহার তন্ত্রতা হইবে, "লোকবৎ"—লৌকিকপ্রয়োগের ন্যায়, "বহুবচনাৎ"—বহুবচন রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ভূমিতে 'উপরব' নামে চারিটি গর্ত্তবিশেষ থাকে। সেই গর্ত্তগুলি খনন করিবার কালে পাঠ্য "রক্ষোহণো বলগহণো বৈষ্ণবান্ খনামি" এই মন্ত্রটিতে বহুবচনের প্রয়োগ আছে। সুতরাং এই মন্ত্রটি কি ঐ চারিটি উপরের গর্ত্তের উদ্দেশ্যে একবারমাত্র প্রয়োজ্য? অথবা ইহা প্রত্যেকবার পাঠ্য? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, মন্ত্রটিতে যখন বহুবচনের প্রয়োগ রহিয়াছে, আর লৌকিক প্রয়োগেও যখন একটি বস্তুতে বহুবচনের প্রয়োগ হয় না, তখন ঐ মন্ত্রটিতে তন্ত্রতা হইবে। অতএব উহা চারিটির উদ্দেশ্যে একবারমাত্র পড়িলেই চলিবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন সন্নিপাতিত্বাদসন্নিপাতিকর্ম্মণাং বিশেষাগ্রহণে কালৈকত্বাৎ সকৃদ্বচনম্ ॥ ৫৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না তাহা হইবে না, "সন্নিপাতিত্বাৎ"—যে হেতু, মন্ত্র অনুষ্ঠানের সন্নিপাতী অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী এবং অনুষ্ঠেয় ক্রিয়ার স্মারক, "অসন্নিপাতিকর্ম্মণাং বিশেষাগ্রহণে"—যে মন্ত্রগুলি অসন্নিপাতী অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় অর্থের স্মারক না হইয়া কেবলমাত্র অপূর্ব্বের জনক হয় সে গুলি কোন্‌টা কোন্ পদার্থের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইতেছে তাদৃশ বিশেষত্ব গৃহীত না হইলে (বুঝা না যাইলে), "কালৈকত্বাৎ"—একই কালে পাঠরূপ কালিক একত্ব রহিয়াছে বলিয়া, "সকৃৎ বচনম্"—একবার মাত্র পাঠ্য। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, যে স্থলে মন্ত্রটি অনুষ্ঠেয় অর্থের স্মারক না হইয়া কেবলমাত্র অদৃষ্টের জনক তথায় কালিক ঐক্য থাকিলে মন্ত্রের তন্ত্রতা হইতে পারে। কিন্তু এখানে মন্ত্রটি যখন খননরূপ অর্থের স্মারক হইতেছে

এবং সেই খনন যখন ভিন্ন ভিন্নই হইতেছে, তখন উপরবভেদে মন্ত্রেরও ভেদ হইবে। আর যে বহুবচনের বাধা তাহাও অকিঞ্চিৎকর। কারণ, গৌরব বুঝাইলে একটি পদার্থেও বহুবচনের প্রয়োগ হয়। এই গৌরবে বহুবচন লৌকিক প্রয়োগেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব উপরবমন্ত্রে তন্ত্রতা হইবে না। ইতি ১৯শ উপরবমন্ত্রভেদাধিকরণ।

হবিষ্কৃদধ্রিগুপুরোনুবাক্যামনোতস্যাবৃত্তিঃ কালভেদাৎ স্যাৎ ॥ ৫৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "হবিষ্কৃৎ-অধ্রিগু-পুরোনুবাক্যা-মনোতস্য"—হবিষ্কৃদাবাহনমন্ত্র, অধ্রিগুপ্রৈষ মন্ত্র, পুরোনুবাক্যা এবং মনোতামন্ত্র এই গুলির, "আবৃত্তিঃ স্যাৎ"—একাধিকবার প্রয়োগ হইবে, "কালভেদাৎ" —যে হেতু, কালভেদ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে, কালিক ঐক্য থাকিলে অদৃষ্টার্থক মন্ত্রের তন্ত্রতা হইবে। এক্ষণে তাহারই প্রত্যুদাহরণ বলিতেছেন। অথবা ইহা স্বতন্ত্রই একটি অধিকরণ স্বতন্ত্র একটি বিষয় লইয়া প্রবৃত্তহইতেছে। জ্যোতিষ্টোমে প্রত্যেক সবনে পৃথক্ পৃথক্ সবনীয় পুরোডাশ আছে; আর সেই সময়ে হবিষ্কৃদাহ্বান করিতে হয়। হবিষ্কৃদাহ্বানের মন্ত্র আছে। সবনত্রয়গত যে তিনবার হবিষ্কৃদাহ্বান আছে, তাহাতে ঐ মন্ত্রটির কি তন্ত্রতা হইবে? অথবা ভেদ হইবে? ইহাই সংশয়। এইরূপ, ক্রতুসম্বন্ধীয় পশু এবং প্রাজাপত্য পশু ইহাদের কৃত্য একসঙ্গে আরম্ভ করা হয়। পশুর সম্বন্ধে অধ্রিগুপ্রৈষ আছে। এ স্থলে ঐ দ্বিবিধ পশুর যে অধ্রিগুপ্রৈষ তাহারও কি তন্ত্রতা হইবে? অথবা ভেদ হইবে? ইহাই সংশয়। এইরূপ, দুইটি কৃষ্ণগ্রীব পশুর সম্বন্ধে যে পুরোনুবাক্যা এবং মনোতামন্ত্র আছে তাহারও কি তন্ত্রতা হইবে? অথবা তাহার ভেদ হইবে? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ঐ যে হবিষ্কৃদাহ্বান মন্ত্র, অধ্রিগুপ্রৈষ, পুরোনুবাক্যা এবং মনোতামন্ত্র ঐ গুলির তন্ত্রতা হইবে। কারণ, এ স্থলে তন্ত্রতা হইলে তবেই ঐ গুলির যে সহোপক্রম (এক সঙ্গে আরম্ভ) করিবার বিধি আছে তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে প্রত্যেকটির কালিক ভেদ রহিয়াছে বলিয়া তন্ত্রতা হইবে না, কিন্তু ভেদই হইবে। যে হেতু, সবনত্রয়ের পুরোডাশের কাল যে ভিন্ন ভিন্ন তাহা সুপ্রসিদ্ধ। আবার ক্রতুর পশুর আলম্ভ হয় প্রাতঃকালে আর প্রাজাপত্য পশুর আলম্ভ মধ্যাহ্নে ব্রহ্মসামকালে। এইরূপ দুইটি কৃষ্ণগ্রীবের মধ্যস্থলে

সৌম্য (সোমদৈবত্য) পশুর অনুষ্ঠান আছে বলিয়া তাহারও কাল ভিন্ন ভিন্ন। কাজেই মন্ত্রগুলি অদৃষ্টার্থক হইলেও যাহাদের জন্য মন্ত্র, সেই কৃত্যগুলির কালিক ঐক্য না থাকায় এখানে তন্ত্রতা হইতে পারিবে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

অধ্রিগোশ্চ বিপর্য্যাসাৎ ॥ ৫৬ ॥

অক্ষরার্থ। "অধ্রিগোঃ চ বিপর্য্যাসাৎ"—অধ্রিগুর অনুষ্ঠানের বিপর্য্যাস হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে যদি তন্ত্রতা স্বীকার করা হয় তাহা হইলে অধ্রিগুপ্রৈষে অন্য প্রকার দোষও উপস্থিত হয়—অধ্রিগুপ্রৈষে বিপর্য্যাস অর্থাৎ বিহিত ক্রমের ওলোট্ পালোট্ হইয়া পড়ে, কাজেই এখানে তন্ত্রতা হইতে পারে না।

করিষ্যদ্বচনাৎ ॥ ৫৭ ॥

অক্ষরার্থ। "করিষ্যদ্বচনাৎ"—করিষ্যদ্বচন অর্থাৎ উচ্চারণের অব্যবহিত উত্তর ক্ষণে অনুষ্ঠান করিবার বচন (যাহাকে প্রৈষ বলা হয় তাহা) রহিয়াছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। আরও, যদি তন্ত্রতা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অধ্রিগুপ্রৈষে প্রাতঃসবনকালে যে "আরভধ্বম্" বলা হইল তাহা সমনন্তরকালভাবী কর্ম্মেরই মাত্র আরম্ভ বুঝাইবে। আর তাহার পর অধ্রিগুপ্রৈষনিরপেক্ষ বহু কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় বলিয়া মাধ্যন্দিন সবনাদিতে পুনরায় সেই প্রাতঃসবনীয় অধ্রিগুপ্রৈষের কার্য্যকারিতা থাকে না। কাজেই তন্ত্রতা স্বীকার করিলে প্রৈষের সহিত বিরোধ হয়। যে হেতু, প্রৈষ হইতেছে উচ্চারণের অব্যবহিত উত্তরক্ষণে অনুষ্ঠান করিবার বচন। কিন্তু এখানে প্রৈষের বহুকাল পরেই অনুষ্ঠান হইতেছে, অতএব এ স্থলে তন্ত্রতা হইবে না। ইতি ২০শ হবিষ্কৃদাদি মন্ত্রভেদাধিকরণ।

ইতি একাদশ অধ্যায়ের চতুর্থপাদ।

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্‌যোগেন্দ্রনাথশর্ম্ম-শ্রীচরণান্তেবাসি-
শ্রীমৎক্ষেত্রমোহনবিদ্যারত্নাত্মজশ্রীভূতনাথশর্ম্মকৃত-
মীমাংসা-ভাষ্যভাবার্থানুবাদে একাদশ অধ্যায়।

অথ দ্বাদশাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ

তন্ত্রিসমবায়ে চোদনাতঃ সমানানামৈকতন্ত্র্যমতুল্যেষু তু ভেদঃ স্যাদ্ বিধিপ্রক্রমতাদর্থ্যাৎ শ্রুতিকাল-নির্দ্দেশাৎ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তন্ত্রিসমবায়ে"—তন্ত্রিগণের সমবায় হইলে অর্থাৎ যাহাদের অঙ্গকলাপ পরস্পর সাধারণ সেই সমস্ত পদার্থের দেশ, কাল এবং কর্ত্তা যদি এক হয় তাহা হইলে, "চোদনাতঃ সমানানাম্ ঐকতন্ত্র্যং"—একই বিধি দ্বারা যে গুলি বিহিত সেই সমস্ত কর্ম্মের (যেমন আগ্নেয়াদিকর্ম্মের) একতন্ত্রতা হইবে, "অতুল্যেষু তু"—কিন্তু যে গুলি অতুল্য অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বিধির দ্বারা বিহিত সেই সমস্ত কর্ম্মের, "ভেদঃ স্যাৎ"—ভেদ হইবে অর্থাৎ তন্ত্রতা হইবে না, "বিধিপ্রক্রমতাদর্থ্যাৎ"—অঙ্গসকলের অনুষ্ঠানরূপ যে বিধি. তাহার যে প্রক্রম অর্থাৎ উপক্রম বা আরম্ভ তাহার ঐ প্রয়োজন বলিয়া, "শ্রুতিকালনির্দ্দেশাৎ"—যে হেতু, শ্রুতি দ্বারা প্রয়োগারম্ভের যে কালভেদ-তাহার নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্ব অধ্যায়ে তন্ত্রতার বিচার করা হইয়াছে। এক্ষণে এই দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রসঙ্গের বিচার করা হইবে। যাহা অন্যের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠীয়মান হইয়া তাহার এবং তাহা ছাড়া অন্যেরও উপকার সাধন করে তাহার নাম প্রসঙ্গ। যেমন পথের ধারে যদি কাহারও বাড়ী থাকে সেই বাড়ীর প্রয়োজনে রাত্রিকালে দেউড়ীতে প্রদীপ রাখা হইলেও তাহা দ্বারা বাড়ীটার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় এবং পথটিও আলোকিত হয় এবং তাহা পথপ্রদর্শনরূপ পথিকের উপকার সাধন করে।

অগ্নীষোমীয় পশুর জন্য প্রযাজের অনুষ্ঠান করিতে হয়; আবার সেই পশুযাগে পুরোডাশও প্রস্তুত করিতে হয়। প্রকৃতি যাগে পুরোডাশের জন্য প্রযাজ অনুষ্ঠেয়।

সুতরাং এই যে পশুপুরোডাশ ইহার জন্তও প্রযাজ কর্ত্তব্য। এক্ষণে সংশয় হইতেছে এই যে, পশুর জন্ত যে প্রযাজের অনুষ্ঠান করা হয় তাহা কি ঐ দেহলীদীপন্তায়ে পশুপুরোডাশেরও উপকার সাধন করিবে? অথবা সেই পশুপুরোডাশের জন্ত স্বতন্ত্রভাবে প্রযাজের অনুষ্ঠান করিতে হইবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "তন্ত্রিসমবায়ে" ইত্যাদি। আগ্নেয়াদিরূপ যে সমস্ত কর্ম্মের দেশ, কাল এবং কর্ত্তা অভিন্ন সেই গুলি একই বিধি দ্বারা বিহিত বলিয়া তাহাদের অঙ্গকলাপের তন্ত্রতা হয়। কিন্তু যে সমস্ত কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন বিধি দ্বারা বিহিত সে গুলির দেশ, কাল ও কর্ত্তার ঐক্য থাকিলেও তন্ত্রতা হইবে না। কারণ, সে গুলি পৃথক্ পৃথক্ অপূর্ব্ব দ্বারা প্রযুক্ত বলিয়া সে গুলির আকাঙ্ক্ষাও পৃথক্ পৃথক্ই হইয়া থাকে। অতএব এস্থলে অগ্নীষোমীয় পশুর জন্ত যে প্রযাজের অনুষ্ঠান হয় তাহা পশুপুরোডাশের উপকার সাধন করিবে না, কিন্তু তজ্জন্য পৃথগ্‌ভাবে প্রযাজের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কারণ, "শ্রুতিকালনির্দ্দেশাৎ"—এ স্থলে অগ্নীষোমীয় প্রণয়নের পর পশুবিষয়ক অনুষ্ঠানের কাল এবং বপাপ্রচারের পর পুরোডাশবিষয়ক অনুষ্ঠানের কাল, এই ভাবে কালিক ভেদ শ্রুতি দ্বারা বোধিত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

গুণকালবিকারাচ্চ তন্ত্রভেদঃ স্যাৎ ॥ ২ ॥

অক্ষরার্থ। "গুণকালবিকারাৎ চ"—গুণ এবং কালের বিকার (ভেদ) আছে বলিয়া, "তন্ত্রভেদঃ স্যাৎ"—তন্ত্রের ভেদ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পাশুক এবং পৌরোডাশিক অঙ্গ সকল যে পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠেয়, তাহার আরও কারণ এই যে, ইহাদের উভয়ের প্রযাজ এবং অনুযাজের সংখ্যারূপ গুণগত ভেদ আছে। যে হেতু, পাশুক প্রযাজ ও অনুযাজের সংখ্যা এগারটি কিন্তু পৌরোডাশিক প্রযাজানুযাজের সংখ্যা পাঁচটি। এইরূপ, পশুর জীবিতকালে পাশুক প্রযাজ কিন্তু পৌরাডাশিক প্রযাজের কাল হইতেছে মারিত পশুর বপাহোমের পর। এইরূপ একস্থলের অনুযাজে পৃষদাজ্য দ্রব্য কিন্তু অন্যস্থলে কেবলমাত্র আজ্যই দ্রব্য। অতএব এ স্থলে তন্ত্রভেদ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

তন্ত্রমধ্যে বিধানাদ্ বা মুখ্যতন্ত্রেণ সিদ্ধিঃ স্যাৎ তন্ত্রার্থস্যাবিশিষ্টত্বাৎ ॥ ৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "তন্ত্রমধ্যে বিধানাৎ"—পাশুকতন্ত্রমধ্যে পুরোডাশের বিধান আছে বলিয়া, "মুখ্যতন্ত্রেণ সিদ্ধিঃ

স্যাৎ”—মুখ্যতন্ত্র অর্থাৎ পশুবিষয়ক অনুষ্ঠানের দ্বারা পুরোডাশেরও উপকার সিদ্ধ হইবে, “তন্ত্রার্থস্য অবিশিষ্টত্বাৎ”—যে হেতু, তন্ত্ররূপ অঙ্গের যে অর্থ (প্রয়োজন) তাহা উভয়েরই অবিশিষ্ট (অভিন্ন)।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রাসাদে আলো দিলে তাহা যেমন সন্নিহিত রাজমার্গকেও আলোকিত করিয়া তাহার উপকার করে, সেইরূপ এ স্থলে পশুর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত প্রযাজাদির দ্বারা পশুপুরোডাশেরও উপকার সাধিত হইবে। কারণ, এই যে পুরোডাশ ইহা পাশুক তন্ত্রমধ্যেই বিহিত; আর এই যে প্রযাজাদি অঙ্গ ইহার উপকারসাধনতা পশু এবং পশুপুরোডাশ উভয়ের পক্ষেই তুল্য। কাজেই পুরোডাশ পাশুকানুষ্ঠানের সন্নিহিত বলিয়া তাহা পশুর জন্য অনুষ্ঠিত হইলেও উক্ত দীপন্যায়ে পুরোডাশেরও উপকার সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহা নিবারণ করা যায় না। ইতি সিদ্ধান্ত।

বিকারাচ্চ ন ভেদঃ স্যাদর্থস্যাবিকৃতত্বাৎ ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। “বিকারাৎ চ”—বিকার হইতে কিন্তু, “ন ভেদঃ স্যাৎ”—ভেদ হইবে না, “অর্থস্য অবিকৃতত্বাৎ”—যে হেতু, অঙ্গজনিত উপকাররূপ যে অর্থ তাহার কোনও বিকার (পরিবর্ত্তন) হয় না।

ভাষ্যভাবার্থ। দ্বিতীয় সূত্রে পূর্ব্ববাদী যে গুণকাল কৃত বিকারের আপত্তি দেখাইয়াছেন তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, প্রযাজগুলি সংখ্যায় পাঁচই হউক, আর এগারই হউক, সে গুলি দর্শপূর্ণমাসেরই বিকৃতি এবং সে গুলি প্রযাজ ছাড়া অন্য কিছু নহে।

একেষাং চাশক্যত্বাৎ ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ। “একেষাং”—কতকগুলি বিষয়ের পৃথক্ অনুষ্ঠান, “অশক্যত্বাৎ চ”—অসম্ভব বলিয়াও (প্রযাজাদির ভেদ হইবে না।)

ভাষ্যভাবার্থ। পুরোডাশের প্রযাজাদিগুলি যে প্রসঙ্গসিদ্ধ হইবে তাহার আরও কারণ এই যে, যে অতিদেশবলে পুরোডাশে প্রযাজাদির প্রাপ্তি হইতেছিল সেই অতিদেশবলেই তাহাতে বেদি এবং অগ্নিবিহরণেরও প্রাপ্তি হইয়া

থাকে। কিন্তু পুরোডাশের জন্য স্বতন্ত্র বেদি এবং অগ্নিবিহরণ অসম্ভব ; কারণ, তাহা হইলে উহা স্বতন্ত্র কর্ম্ম হইয়া পড়ে। এ কারণে তথায় বেদি এবং অগ্নিবিহরণও প্রসঙ্গসিদ্ধ হয়। আর বেদি এবং অগ্নিবিহরণের যদি প্রাসঙ্গিকতা সিদ্ধ হয়, তবে প্রযাজাদির প্রাসঙ্গিকতার আপত্তি করিবার কারণ কি? অতএব পশুপুরোডাশে প্রযাজাদি প্রসঙ্গবলে সিদ্ধ হইবে।

একাগ্নিবচ্চ দর্শনম্ ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। "একাগ্নিবৎ দর্শনং চ"—পশুযাগ এবং পুরোডাশ যাগের অগ্নির যে একতা (অভেদ) তদ্বিষয়ক শ্রুতিও দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন, এখানে অতিদেশবলে স্বতন্ত্র বেদি এবং অগ্নির প্রাপ্তি হইবে তদুত্তরে বক্তব্য "মধ্যেঽগ্নেরাজ্যাহুতীর্জুহোতি পুরোডাশাহুতীঃ পশ্বাহুতীশ্চ" এই শ্রুতিবাক্যে একই অগ্নিতে পশু এবং পুরোডাশের আহুতি প্রদান করিবার বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া এখানে বেদি ও অগ্নিবিহরণের ভেদ হইতে পারে না। সুতরাং প্রযাজাদিরও ভেদ হইবে না। ইতি ১ম পশুপুরোডাশাধিকরণ।

জৈমিনেঃ পরতন্ত্রত্বাপত্তেঃ স্বতন্ত্রপ্রতিষেধঃ স্যাৎ ॥ ৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "জৈমিনেঃ"—আচার্য্য জৈমিনির মতে (আজ্যভাগদ্বয় কর্ত্তব্য), "পরতন্ত্রত্বাপত্তেঃ"—পরতন্ত্রের প্রাপ্তি হইলে, "স্বতন্ত্রপ্রতিষেধঃ স্যাৎ—প্রতিষেধ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ পশুযাগে আজ্যভাগদ্বয় নাই, কিন্তু তাহা পুরোডাশযাগে বিহিত আছে। সুতরাং পশু-পুরোডাশ যাগে আজ্যভাগদ্বয় কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এখানে অতিদেশ দুর্ব্বল বলিয়া অতিদেশবলে প্রাপ্ত যে আজ্যভাগদ্বয় তাহার লোপ হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে অতিদেশের বাধক কিছুই নাই বলিয়া অতিদেশবলে প্রাপ্ত যে আজ্যভাগদ্বয় তাহার লোপ হইতে পারে না। অতএব দেবদত্ত নামক ব্যক্তি যজ্ঞদত্তের সহিত তাহার রথে চড়িয়া যাইলে দেবদত্তের রথটিমাত্রই যেমন অনাবশ্যক

হয় কিন্তু তাই বলিয়া তাহার বসনভূষণের নিবৃত্তি হয় না, এ স্থলেও সেইরূপ পুরোডাশের প্রযাজাদি পাশুক প্রযাজাদির সহিত প্রসঙ্গতঃ সিদ্ধ হয় বলিয়া পুরোডাশের প্রযাজাদির নিবৃত্তি হইলেও আজ্যভাগদ্বয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে না। যে হেতু, প্রসঙ্গসিদ্ধি দ্বারা কেবল প্রয়োগ বচনেরই বাধা হয় কিন্তু সমগ্র অতিদেশ শাস্ত্রের বাধা হয় না। ইতি ২য় পশুপুরোডাশে আজ্যভাগাধিকরণ।

নানার্থত্বাৎ সোমে দর্শপূর্ণমাসপ্রকৃতীনাং বেদিকর্ম্ম স্যাৎ ॥ ৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "নানার্থত্বাৎ"—ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়া, "সোমে"—সোমযাগে, "দর্শপূর্ণমাস প্রকৃতীনাং" দর্শপূর্ণমাস প্রকৃতীয় কর্ম্মেরও, "বেদিকর্ম্ম স্যাৎ"—স্বতন্ত্র বেদি কর্ত্তব্য হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সোমযাগে যে সমস্ত দর্শপূর্ণমাসপ্রকৃতিক কর্ম্ম আছে, সে গুলির জন্য পৃথক্ বেদি কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন সোমযাগীয় ইতিকর্ত্তব্যতা এবং ইষ্টিযাগীয় ইতিকর্ত্তব্যতা যখন ভিন্ন ভিন্ন তখন যে সমস্ত কর্ম্ম দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি অথচ সে গুলি সোমযাগে কর্ত্তব্য, সে গুলির জন্য বেদি স্বতন্ত্রই হইবে, এখানে বেদির প্রসঙ্গসিদ্ধি হইতে পারে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অকর্ম্ম বা কৃতদূষা স্যাৎ ॥ ৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অকর্ম্ম"—এখানে পৃথক্ বেদি কর্ত্তব্য হইবে না, "কৃতদূষা স্যাৎ"—যে হেতু, তাহাতে ক্রিয়াটি দূষণস্বরূপ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে ইষ্টিযাগীয় কর্ম্মের জন্য স্বতন্ত্র বেদি কর্ত্তব্য হইবে না। যে হেতু, তাহা করিলে সৌমিক বেদিটি দূষিত হইবে। কারণ, সৌমিক বেদিতেই যখন ইষ্টিযাগীয় কর্ম্মগুলি সম্পাদিত হইতে পারে এবং তাহা তথায় হওয়াই উচিত, তখন ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠান বৈগুণ্যকারক। যে হেতু স্থানাভাববশতঃই স্বতন্ত্র বেদি করা হইয়া থাকে। অতএব ঐষ্টিক বেদি এখানে প্রসঙ্গসিদ্ধ। ইতি ৩য় সোমে বেদির অভেদাধিকরণ।

পাত্রেষু চ প্রসঙ্গঃ স্যাদ্ধোমার্থত্বাৎ ॥ ১০ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পাত্রেষু"—পাত্রসকলে, "চ"—অধিকরণান্তর-সূচক, "প্রসঙ্গঃ স্যাৎ"—প্রসঙ্গসিদ্ধি হইবে, "হোমার্থত্বাৎ"—যে হেতু, সেগুলি হোমের জন্য।

ভাষ্যভাবার্থ। সোমযাগে যে সমস্ত গ্রহচমসাদি আছে তাহা দ্বারাই কি সবনীয় চরু এবং পুরোডাশের হোম কর্ত্তব্য? অথবা ভিন্ন পাত্রে তাহার হোম করণীয়? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে গ্রহচমসাদি দ্বারাই চরুহোম বা পুরোডাশ হোম সম্পাদিত হইতে পারে বলিয়া হোমপাত্রেরও প্রসঙ্গসিদ্ধি হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন্যায্যানি বা প্রযুক্তত্বাদপ্রযুক্তে প্রসঙ্গঃ স্যাৎ ॥ ১১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "ন্যায্যানি"—ন্যায়প্রাপ্ত অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসযাগীয় পাত্র সকলই হোমার্থ হইবে, "প্রযুক্তত্বাৎ"—যে হেতু, সেইগুলিই আজ্যপ্রভৃতি দ্বারা প্রযুক্ত হইয়াছে, "অপ্রযুক্তে প্রসঙ্গঃ স্যাৎ"—যে গুলি অপ্রযুক্ত সেই গুলিরই প্রসঙ্গ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এখানে পাত্রগুলির প্রসঙ্গ হইবে না, কিন্তু জুহূ প্রভৃতি পাত্রের দ্বারাই চরু বা পুরোডাশ হোম করিতে হইবে। কারণ জুহূ প্রভৃতি গুলি যজ্ঞে পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্ত রহিয়াছে। যদি সে গুলি প্রাপ্ত না থাকিত তাহা হইলে প্রসঙ্গ হইতে পারিত। ইতি ৪র্থ দার্শিকপাত্রাধিকরণ।

শামিত্রে চ পশুপুরোডাশো ন স্যাদিতরস্য প্রযুক্তত্বাৎ ॥ ১২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "শামিত্রে"—শামিত্রনামক অগ্নিতে, "চ"—অধিকরণান্তরসূচক, "পশুপুরোডাশঃ ন স্যাৎ"—পশুপুরোডাশ হইবে না, "ইতরস্য প্রযুক্তত্বাৎ"—যে হেতু, অপরটি প্রযুক্ত রহিয়াছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পশুপুরোডাশ শামিত্র অগ্নিতে পাক করা হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, অগ্নীষোমীয়াদি পশু যখন শামিত্র বহ্নিতে পাক করা হয় তখন ঐ পশুপুরোডাশ পশুতন্ত্রমধ্যপাতী বলিয়া উহাও তথায় পাক করা হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রকৃতিযাগে, গার্হপত্য অগ্নিতেই পুরোডাশ পাক করা হয়। আর সেই গার্হপত্য অগ্নি সোমযাগেতেও প্রযুক্ত হয়। সুতরাং এ স্থলেও সেই গার্হপত্য অগ্নি প্রাপ্ত রহিয়াছে বলিয়া সেই গার্হপত্য অগ্নিতেই পশুপুরোডাশ পাক করিতে হইবে, তাহা না হইলে বৈগুণ্য ঘটিবে। ইতি ৫ম শামিত্রে পশুপুরোডাশাধিকরণ।

শ্রপণং চাগ্নিহোত্রস্য শালামুখীয়ে ন স্যাৎ প্রাজহিতস্য বিদ্যমানত্বাৎ ॥ ১৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "চ"—অধিকরণান্তরসূচক, "অগ্নিহোত্রস্য শ্রপণং" —অগ্নিহোত্রের পাক, "শালামুখীয়ে ন স্যাৎ"—শালামুখীয় বহ্নিতে হইবে না, "প্রাজহিতস্য বিদ্যমানত্বাৎ"—যে হেতু, প্রাজহিত বহ্নি বিদ্যমান রহিয়াছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। কৌণ্ডপায়িনাময়ন নামক যাগে যে অগ্নিহোত্র সেই অগ্নিহোত্রীয় দ্রব্যের যে শ্রপণ (পাক) তাহা কি শালামুখীয় বহ্নিতে কর্ত্তব্য ? অথবা তাহা 'প্রাজহিত' বহ্নিতে করণীয় ? ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, উহা শালামুখীয় বহ্নিতেই কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রাজহিত বহ্নি যখন এখানে পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে, আর তাহাই যখন মুখ্য গার্হপত্য অগ্নি, তখন প্রাজহিত বহ্নিতেই ঐ শ্রপণ করা উচিত; যে হেতু, গার্হপত্য অগ্নিতেই শ্রপণ করা হইয়া থাকে। 'প্রাজহিত' মুখ্য গার্হপত্য অগ্নিরই নামান্তর। আর 'আহবনীয়' অগ্নিই যজ্ঞবিশেষে অবস্থাবিশেষে গার্হপত্যের কাজ করে বলিয়া তাহাকেও পরম্পরা অতিদেশে 'শালামুখীয়' বলা হয়। ইতি ৬ষ্ঠ প্রাজহিতে শ্রপণাধিকরণ।

হবির্ধানে নির্ব্বপণার্থং সাধয়েতাং প্রযুক্তত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "হবির্ধানে"—হবির্ধানশকটদ্বয়, "নির্ব্বপণার্থং

সাধয়েতাম্"—নির্ব্বপণের কার্য্য সম্পাদন করিবে, "প্রযুক্তত্বাৎ"—যে হেতু তাহা প্রবুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। জ্যোতিষ্টোমে 'হবির্ধান' নামক দুইটি শকটের প্রবর্ত্তন হইলে তদনন্তর পুরোডাশাদির জন্য নির্ব্বাপ করিতে হয়, আর তাহা শকটেই করিতে হয়। তাহা কি ঐ পূর্ব্বসিদ্ধ হবির্ধান শকটে কর্ত্তব্য, সুতরাং এখানে শকটের প্রসঙ্গ হইবে? অথবা তজ্জন্য অন্য একটি শকট আবশ্যক, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে ঐ যে পূর্ব্বসিদ্ধ হবির্ধান শকটদ্বয় উহা প্রসঙ্গতঃ নির্ব্বপণরূপ কার্য্যও সম্পাদন করিবে। কারণ, "প্রযুক্তত্বাৎ"—উহা যখন প্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বসিদ্ধ, তখন এখানে অন্যশকট অনাবশ্যক। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অসিদ্ধির্বাঽন্যদেশত্বাৎ প্রধানবৈগুণ্যাদবৈগুণ্যে প্রসঙ্গঃ স্যাৎ ॥ ১৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "অসিদ্ধিঃ"—হবির্ধান শকটে নির্ব্বাপের সিদ্ধি হইবে না "অন্যদেশত্বাৎ"—যে হেতু, তাহা অন্য স্থানে থাকে বলিয়া তাহাতে, "প্রধানবৈগুণ্যাৎ"—প্রধান কর্ম্মের বৈগুণ্য ঘটিয়া থকে, "অবৈগুণ্যে"—যদি বৈগুণ্য না ঘটে তাহা হইলে, "প্রসঙ্গঃ স্যাৎ"—প্রসঙ্গ হইতে পারিবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, হবির্ধানশকটদ্বয়ে নির্ব্বাপ করা চলিবে না, কিন্তু অন্য একটি শকটেই নির্ব্বাপ করিতে হইবে, কারণ, ঐ হবির্ধানশকটে নির্ব্বাপ করিলে প্রধান কর্ম্মের বৈগুণ্য ঘটিবে। যে হেতু, ঐ যে হবির্ধান শকটদ্বয়, উহা সোমার্থ; উহা থাকে হবির্ধানমণ্ডপে, আর তথায় উহা মন্ত্রপূর্ব্বক নিয়তভাবেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, উহাকে স্থানান্তরিত করিলে ঐ নিয়মের ভঙ্গ হয় বলিয়া তাহাতে বৈগুণ্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু নির্ব্বাপের স্থান হইতেছে গার্হপত্য অগ্নির পশ্চাদ্‌ভাগ। সুতরাং ঐ হবির্ধান শকটে নির্ব্বাপ করিতে হইলে উহাকে গার্হপত্য অগ্নির পশ্চাদ্‌ভাগে সরাইয়া আনিতে হয়। ইহাতে সোমসম্বন্ধীয় যে ক্রিয়া, যাহা প্রধান কর্ম্ম তাহার বৈগুণ্য ঘটিয়া থাকে। কাজেই ঐ হবির্ধান শকটে নির্ব্বাপ করা চলে না। সুতরাং এখানে শকটের প্রসঙ্গ হইতে

পারে না। তবে যেখানে এতাদৃশ স্থলে প্রধান কর্ম্মের কোন বৈগুণ্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তথায় প্রসঙ্গ হইতে পারে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অনসাঞ্চ দর্শনাৎ ॥ ১৬ ॥

অক্ষরার্থ। "অনসাং দর্শনাৎ চ"—অনের (শকটের) বহুত্ব দৃষ্ট হয় বলিয়াও (অন্য শকটেই নির্ব্বাপ কর্ত্তব্য)।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐ হবির্দ্ধান শকট দুইটি ছাড়া অন্য শকটেই যে নির্ব্বাপ কর্ত্তব্য তাহার আরও কারণ এই যে, "অনাংসি প্রবর্ত্তয়ন্তি" এই শ্রুতিবাক্যে অনের (শকটের) বহুত্ব বোধিত হইয়াছে। আর, দুইটির অধিক না হইলে বহু হয় না। কাজেই এখানে ঐ দুইটি শকট ছাড়া অন্য একটি শকট থাকে। আর তাহা বর্ত্তমান থাকিতে হবির্দ্ধান শকট গ্রহণ করিয়া বৈগুণ্য ঘটান অনুচিত। অতএব এখানে শকটের প্রসঙ্গ হইবে না। ইতি ৭ম হবির্দ্ধান শকটে নির্ব্বাপাধিকরণ।

তদ্যুক্তং চ কালভেদাৎ ॥ ১৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তদ্যুক্তং"—দীক্ষাযুক্ত (জাগরণ পৃথক্ কর্ত্তব্য), "চ"—অধিকরণান্তরসূচক, "কালভেদাৎ"—যে হেতু, কালের ভেদ রহিয়াছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সোমযাগের দীক্ষাদিবসে রাত্রিজাগরণ করিতে হয়, দর্শপূর্ণমাসের ঔপবসথ্য দিনেও রাত্রিজাগরণ বিহিত। ইহা সোমযাগের প্রায়ণীয় ইষ্টিতে অতিদিষ্ট হয়। সুতরাং সোমযাগে একটা রাত্রিজাগরণের দ্বারা অপরটাও কি প্রসঙ্গতঃ সিদ্ধ হইবে অথবা তথায় পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে রাত্রিজাগরণ কর্ত্তব্য হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, দর্শপূর্ণমাসীয় ঔপবসথ্যদিবসীয় জাগরণটি যে অতিদেশবলে সোমযাগের প্রায়ণীয়দিবসে প্রাপ্ত হয় সেটি দীক্ষা-জাগরণের দ্বারা প্রসঙ্গতঃ সিদ্ধ হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ঐ যে প্রায়ণীয়দিবসীয় জাগরণ উহা যজ্ঞোপকরণ রক্ষার্থ বলিয়া এবং দীক্ষাজাগরণের কাল স্বতন্ত্র বলিয়া এ স্থলে প্রসঙ্গ হইবে না, কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ জাগরণ কর্ত্তব্য হইবে। ইতি ৯ম দীক্ষাজাগরণভেদাধিকরণ।

মন্ত্রাশ্চ সন্নিপাতিত্বাৎ ॥ ১৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "মন্ত্রাঃ চ"—মন্ত্রসকলও ঐরূপ পৃথক্ প্রয়োজ্য হইবে, "সন্নিপাতিত্বাৎ"—যে হেতু, মন্ত্র অর্থস্মারণ দ্বারা সন্নিপত্যোপকারক হইতেছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। বরুণপ্রঘাসনামক যাগে অধ্বর্য্যু এবং প্রতিপ্রস্থাতার জন্য পৃথক্ পৃথক্ বিহার আছে। সেই দুইটি বিহারে যে নির্ব্বাপণ, আজ্যগ্রহণ, প্রোক্ষণ প্রভৃতির জন্য মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্রগুলি কি অধ্বর্য্যু এবং প্রতিপ্রস্থাতার মধ্যে যে কেহ একজন পাঠ করিলেই চলিবে অথবা তাহা প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ পাঠ করিতে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, মন্ত্র যখন অর্থস্মারণদ্বারা উপকারক, তখন উহা যে কেহ একজন পাঠ করিলেই সেই অর্থস্মৃতি সম্পাদিত হয় বলিয়া উহা একজন পাঠ করিলেই চলিবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, মন্ত্রে "নির্ব্বপামি" এই প্রকার উত্তমপুরুষবোধক প্রয়োগ রহিয়াছে বলিয়া অন্য ব্যক্তি পাঠ করিলে সে অর্থের স্মৃতি জন্মে না। কাজেই উহা প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ পাঠ করিতে হইবে। ইতি ১০ম বিহারভেদে মন্ত্রভেদাধিকরণ।

ধারণার্থত্বাৎ সোমেঽগ্ন্যন্বাধানং ন বিদ্যতে ॥ ১৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ধারণার্থত্বাৎ"—ধারণার্থ বলিয়া "সোমে"—সোমযাগীয় দীক্ষণীয়াদিতে, "অগ্ন্যন্বাধানং ন বিদ্যতে"—অগ্নির অন্বাধান নাই। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সোমযাগে যে দীক্ষণীয়াদি ইষ্টি আছে, তাহাতে অতিদেশতঃ প্রাপ্ত অগ্ন্যন্বাধান কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, উহা কর্ত্তব্য ; কারণ, তাহা না হইলে অতিদেশের বাধ হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে অগ্ন্যন্বাধান কর্ত্তব্য নহে। কারণ, অগ্নিধারণের জন্যই অগ্ন্যন্বাধান। সোমযাগে দীক্ষণীয়ার পূর্ব্ব হইতেই বিহার সিদ্ধ থাকে।, কাজেই পূর্ব্ব হইতেই অগ্নি সিদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া পুনরায় অগ্নির অন্বাধান অনাবশ্যক। অতএব এ স্থলে দীক্ষণীয়াতে অগ্নি প্রসঙ্গসিদ্ধ হইবে। ইতি ১১শ সোমে দীক্ষণীয়াদিতে অগ্ন্যন্বাধানাভাবাধিকরণ।

তথা ব্রতমুপেতত্বাৎ ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তথা ব্রতম্"—ব্রতও ঐরূপ পৃথক্ কর্ত্তব্য নহে, "উপেতত্বাৎ"—যে হেতু, তাহা পূর্ব্ব হইতেই গৃহীত রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সোমযাগে সত্যকথন, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির সঙ্কল্পরূপ ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। সোমযাগে যে দীক্ষণীয়া ইষ্টি আছে তাহাতেও ঐ প্রকার সত্যকথনের এবং ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্কল্পরূপ ব্রত গ্রহণ পৃথক্ কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, দীক্ষণীয়াতেও ঐ ব্রত পৃথক্ কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সোমযাগে দীক্ষণীয়ার পূর্ব্ব হইতেই ঐ প্রকার ব্রত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া দীক্ষণীয়াতে পুনরায় ব্রত গ্রহণ হইতে পারে না। অতএব ব্রত এখানে প্রসঙ্গসিদ্ধ।

বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥ ২১ ॥

অক্ষরার্থ। "বিপ্রতিষেধাৎ চ"—বিরোধ হয় বলিয়াও (পৃথক্ ব্রত অকর্ত্তব্য)।

ভাষ্যভাবার্থ। সোমযাগে দীক্ষণীয়ার পূর্ব্ব হইতেই উক্ত ব্রত গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু দীক্ষণীয়া ইষ্টিতে "ব্রতঞ্চরিষ্যামি" এই মন্ত্র পড়িয়া ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে কিন্তু বিরোধ হয়। কারণ মন্ত্রে "ব্রত আচরণ করিব" এই প্রকার ভবিষ্যৎকালের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। অথচ ব্রত পূর্ব্ব হইতেই গৃহীত হইয়াছে। এ কারণেও দীক্ষণীয়াতে পুনরায় ব্রত গ্রহণ হইতে পারে না।

সত্যবদিতি চেৎ ॥ ২২ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "সত্যবৎ"—সত্যকথনের সঙ্কল্পের ন্যায় পুনরুক্তি দোষের নহে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, সত্যকথন স্মৃতিবচনের দ্বারা বিহিত এবং তাহা উপনয়নকাল হইতে নিয়মতঃ প্রাপ্ত। তথাপি তাহা যেমন সোমযাগে পুনর্ব্বার উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ সোমে ব্রত গ্রহণ পূর্ব্ব হইতে সিদ্ধ হইলেও দীক্ষণীয়ায় তাহা পুনরায় কর্ত্তব্য হইবে। অতএব এখানে ব্রতগ্রহণের প্রসঙ্গ হইবে না। ইতি আশঙ্কা।

ন সংযোগপৃথক্ত্বাৎ ॥ ২৩ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা সঙ্গত নহে, "সংযোগ-পৃথক্ত্বাৎ"—যে হেতু, সংযোগের অর্থাৎ সম্বন্ধের পার্থক্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, স্মার্ত্ত যে সত্যকথনবিধি, তাহা পুরুষার্থবোধক; আর সোমযাগের যে সত্যকথনবিধি তাহা ক্রত্বর্থ। কাজেই সেখানে পুরুষার্থ এবং ক্রত্বর্থরূপ সম্বন্ধের পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়া বিধিদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। কিন্তু এখানে সোমযাগের যে ব্রতগ্রহণ, তাহা ক্রত্বর্থক এবং দীক্ষণীয়ার যে ব্রতগ্রহণ তাহাও ক্রত্বর্থক। কাজেই পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে দীক্ষণীয়ায় ব্রতগ্রহণ কর্ত্তব্য নহে কিন্তু তাহার প্রসঙ্গই হইবে। ইতি ১২শ দীক্ষণীয়াদিতে ব্রতগ্রহণাভাবাধিকরণ।

গ্রহণার্থঞ্চ পূর্ব্বমিষ্টেস্তদর্থত্বাৎ ॥ ২৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "গ্রহণার্থং চ"—দেবতাপরিগ্রহার্থ হইলেও, "পূর্ব্বম্" —পূর্ব্বকৃত অন্বাধানের প্রসঙ্গ হইবে, "ইষ্টেঃ তদর্থত্বাৎ"—যে হেতু, দীক্ষণীয়া ইষ্টিও তদর্থ অর্থাৎ দেবতাপরিগ্রহার্থ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বে একাদশ অধিকরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, সোমযাগীয় অন্বাধান প্রসঙ্গক্রমে ইষ্টিযাগীয় কার্য্যও সম্পাদন করে। এক্ষণে উহাতে পুনরায় সংশয় এই যে, দেবতাপরিগ্রহের জন্য যে অগ্ন্যন্বাধান, তাহা কি স্বতন্ত্র কর্ত্তব্য হইবে অথবা তাহারও প্রসঙ্গ হইবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, দেবতাপরিগ্রহার্থ যে অন্বাধান, তাহা স্বতন্ত্রভাবে কর্ত্তব্য হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ইহারও প্রসঙ্গ হইবে। কারণ, ইহাতেও দেবতাপরিগ্রহ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

শেষবদিতি চেন্ন বৈশ্বদেবো দেবো হি ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। "শেষবৎ"—ঐষ্টিক অন্বাধান কেবল শেষযুক্ত অর্থাৎ অঙ্গদেবতাযুক্ত, "ইতি চেৎ ন"—ইহা যদি বলা হয় তাহা সঙ্গত হইবে না, "হি"—যে হেতু, "বৈশ্বদেবঃ দেবঃ"—তাহাতে বিশ্বদেব দেবতা রহিয়াছেন।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, ঐ যে দীক্ষণীয়া ইষ্টির অন্বাধান উহাতে কেবল অঙ্গদেবতারই পরিগ্রহ হয়। কাজেই অপর দেবতার পরিগ্রহের জন্য স্বতন্ত্রভাবে অন্বাধান কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ঐষ্টিক অন্বাধানে বিশ্বদেবের পরিগ্রহ হয় বলিয়া, আর বিশ্বদেব বলিতে সমস্ত দেবতাই অভিহিত হয় বলিয়া উহা দ্বারাই প্রধান দেবতারও পরিগ্রহ হইয়াছে। কাজেই দেবতাপরিগ্রহার্থও স্বতন্ত্র অন্বাধান কর্ত্তব্য নহে। অতএব দেবতা পরিগ্রহের জন্য যে অন্বাধান তাহারও প্রসঙ্গ হইবে।

স্যাদ্ ব্যপদেশাৎ ॥ ২৬ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যাৎ"—স্বতন্ত্র অন্বাধান হইবে, "ব্যপদেশাৎ"—যে হেতু, ব্যপদেশ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, দেবতাপরিগ্রহের জন্য স্বতন্ত্র অন্বাধান করিতে হইবে। কারণ, ঐষ্টিক অন্বাধানে বিশ্বদেবের পরিগ্রহ থাকিলেও তদ্দারা সকল দেবতার প্রাপ্তি হয় না, কিন্তু উহাতে তত্র উল্লিখিত কতিপয় দেবতারই গ্রহণ হইয়া থাকে। যে হেতু, 'বিশ্বদেব' শব্দ গণদেবতাবোধক; উহা দ্বারা বসু, রুদ্র, সাধ্যগণ প্রভৃতি কতিপয় বিশিষ্ট দেবতাই বোধিত হয় মাত্র। কিন্তু সেখানে আবশ্যক যে প্রধান দেবতা তাহাব প্রাপ্তি হইবে কিরূপে? ইতি আশঙ্কা।

ন গুণার্থত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, "গুণার্থত্বাৎ"—যে হেতু, উহা প্রশংসার্থক।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহারে বলিতেছেন, এ স্থলে 'বিশ্বদেব' শব্দ বৃহস্পতির স্তত্যর্থক বলিয়া উহা গণদেবতাবোধক নহে। উহা দ্বারা যে বৃহস্পতির প্রশংসা করা হইয়াছে তাহা এইরূপ,—অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগুলি কেবলমাত্র বসু প্রভৃতি কতকগুলি দেবতার সহিত মিলিত থাকেন, কিন্তু বৃহস্পতির এমনই গৌরব যে, তাঁহার সহিত 'বিশ্বদেব' অর্থাৎ সকল দেবতাই পরিবৃত হইয়া থাকেন। এ স্থলে এইরূপ স্তুতি (প্রশংসা)

ন সংযোগপৃথক্ত্বাৎ ॥ ২৩ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা সঙ্গত নহে, "সংযোগ-পৃথক্ত্বাৎ"—যে হেতু, সংযোগের অর্থাৎ সম্বন্ধের পার্থক্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, স্মার্ত্ত যে সত্যকথনবিধি, তাহা পুরুষার্থবোধক; আর সোমযাগের যে সত্যকথনবিধি তাহা ক্রত্বর্থ। কাজেই সেখানে পুরুষার্থ এবং ক্রত্বর্থরূপ সম্বন্ধের পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়া বিধিদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। কিন্তু এখানে সোমযাগের যে ব্রতগ্রহণ, তাহা ক্রত্বর্থক এবং দীক্ষণীয়ার যে ব্রতগ্রহণ তাহাও ক্রত্বর্থক। কাজেই পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে দীক্ষণীয়ায় ব্রতগ্রহণ কর্ত্তব্য নহে কিন্তু তাহার প্রসঙ্গই হইবে। ইতি ১২শ দীক্ষণীয়াদিতে ব্রতগ্রহণাভাবাধিকরণ।

গ্রহণার্থঞ্চ পূর্ব্বমিষ্টেস্তদর্থত্বাৎ ॥ ২৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "গ্রহণার্থং চ"—দেবতাপরিগ্রহার্থ হইলেও, "পূর্ব্বম্" —পূর্ব্বকৃত অন্বাধানের প্রসঙ্গ হইবে, "ইষ্টেঃ তদর্থত্বাৎ"—যে হেতু, দীক্ষণীয়া ইষ্টিও তদর্থ অর্থাৎ দেবতাপরিগ্রহার্থ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বে একাদশ অধিকরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, সোমযাগীয় অন্বাধান প্রসঙ্গক্রমে ইষ্টিযাগীয় কার্য্যও সম্পাদন করে। এক্ষণে উহাতে পুনরায় সংশয় এই যে, দেবতাপরিগ্রহের জন্য যে অগ্ন্যন্বাধান, তাহা কি স্বতন্ত্র কর্ত্তব্য হইবে অথবা তাহারও প্রসঙ্গ হইবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, দেবতাপরিগ্রহার্থ যে অন্বাধান, তাহা স্বতন্ত্রভাবে কর্ত্তব্য হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ইহারও প্রসঙ্গ হইবে। কারণ, ইহাতেও দেবতাপরিগ্রহ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

শেষবদিতি চেন্ন বৈশ্বদেবো দেবো হি ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। "শেষবৎ"—ঐষ্টিক অন্বাধান কেবল শেষযুক্ত অর্থাৎ অঙ্গদেবতাযুক্ত, "ইতি চেৎ ন"—ইহা যদি বলা হয় তাহা সঙ্গত হইবে না, "হি"—যে হেতু, "বৈশ্বদেবঃ দেবঃ"—তাহাতে বিশ্বদেব দেবতা রহিয়াছেন।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, ঐ যে দীক্ষণীয়া ইষ্টির অগ্ন্যাধান উহাতে কেবল অঙ্গদেবতারই পরিগ্রহ হয়। কাজেই অপর দেবতার পরিগ্রহের জন্ত স্বতন্ত্রভাবে অগ্ন্যাধান কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ঐষ্টিক অগ্ন্যাধানে বিশ্বদেবের পরিগ্রহ হয় বলিয়া, আর বিশ্বদেব বলিতে সমস্ত দেবতাই অভিহিত হয় বলিয়া উহা দ্বারাই প্রধান দেবতারও পরিগ্রহ হইয়াছে। কাজেই দেবতাপরিগ্রহার্থও স্বতন্ত্র অগ্ন্যাধান কর্ত্তব্য নহে। অতএব দেবতা পরিগ্রহের জন্ত যে অগ্ন্যাধান তাহারও প্রসঙ্গ হইবে।

স্যাদ্ ব্যপদেশাৎ ॥ ২৬ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "স্যাৎ"—স্বতন্ত্র অগ্ন্যাধান হইবে, "ব্যপদেশাৎ" —যে হেতু, ব্যপদেশ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, দেবতাপরিগ্রহের জন্ত স্বতন্ত্র অগ্ন্যাধান করিতে হইবে। কারণ, ঐষ্টিক অগ্ন্যাধানে বিশ্বদেবের পরিগ্রহ থাকিলেও তদ্দারা সকল দেবতার প্রাপ্তি হয় না, কিন্তু উহাতে তত্র উল্লিখিত কতিপয় দেবতারই গ্রহণ হইয়া থাকে। যে হেতু, 'বিশ্বদেব' শব্দ গণদেবতাবোধক; উহা দ্বারা বসু, রুদ্র, সাধ্যগণ প্রভৃতি কতিপয় বিশিষ্ট দেবতাই বোধিত হয় মাত্র। কিন্তু সেখানে আবশ্যক যে প্রধান দেবতা তাহাব প্রাপ্তি হইবে কিরূপে? ইতি আশঙ্কা।

ন গুণার্থত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে, "গুণার্থত্বাৎ"—যে হেতু, উহা প্রশংসার্থক।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহারে বলিতেছেন, এ স্থলে 'বিশ্বদেব' শব্দ বৃহস্পতির স্তুত্যর্থক বলিয়া উহা গণদেবতাবোধক নহে। উহা দ্বারা যে বৃহস্পতির প্রশংসা করা হইয়াছে তাহা এইরূপ,—অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগুলি কেবলমাত্র বসু প্রভৃতি কতকগুলি দেবতার সহিত মিলিত থাকেন, কিন্তু বৃহস্পতির এমনই গৌরব যে, তাঁহার সহিত 'বিশ্বদেব' অর্থাৎ সকল দেবতাই পরিবৃত হইয়া থাকেন। এ স্থলে এইরূপ স্তুতি (প্রশংসা)

বুঝাইতেছে বলিয়া 'বিশ্বদেব' শব্দের দ্বারা সকল দেবতারই পরিগ্রহ হয়। কাজেই বিশ্বদেব বলিতে এখানে গণদেবতা বুঝাইলে উক্তপ্রকার প্রশংসা বোধিত হয় না বলিয়া উহা এখানে গণদেবতার বোধক নহে ; কিন্তু উহা 'সকল দেবতা' এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। অতএব দেবতাপরিগ্রহের জন্য স্বতন্ত্র অগ্ন্যাধান অনাবশ্যক, যে হেতু, তাহা এখানে বিশ্বদেব শব্দের দ্বারা প্রসঙ্গতই সিদ্ধ হয়। ইতি ১৩শ দেবতাপরিগ্রহাধিকরণ।

সন্নহনঞ্চ বৃত্তত্বাৎ ॥ ২৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সন্নহনং চ"—পত্নীসন্নহনও (পৃথক্ কর্ত্তব্য নহে), "বৃত্তত্বাৎ"—যে হেতু তাহা হইয়া গিয়াছে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সোমযাগের প্রায়ণীয়াদিতে পত্নীসন্নহন কর্ম্ম কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাসযাগ হইতে উহা যখন প্রায়ণীয়াদিতে অতিদেশ বলে প্রাপ্ত হয়, তখন উহা তথায় কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রায়ণীয়ার পূর্ব্বে দীক্ষাকালে পত্নীসন্নহন অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া তদ্দারাই উহা প্রায়ণীয়াদিতে প্রসঙ্গসিদ্ধ হইবে। অতএব প্রায়ণীয়াদিতে পত্নীসন্নহন পৃথক্ কর্ত্তব্য নহে। ইতি ১৪শ পত্নীসন্নহনাধিকরণ।

অন্যবিধানাদারণ্যভোজনং ন স্যাদুভয়ং হি বৃত্ত্যর্থম্ ॥ ২৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অন্যবিধানাৎ"—অন্য ভক্ষ্যের বিধান আছে বলিয়া "আরণ্যভোজনং ন স্যাৎ"—সোমযাগে আরণ্যভোজন কর্ত্তব্য নহে, "হি"—যে হেতু, "উভয়ং বৃত্ত্যর্থম্"—দুইটিই অর্থাৎ দুই প্রকার ভোজনই বৃত্তির জন্য অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাস যাগে "আরণ্যানশ্নাতি" এই শ্রুতি-বাক্যে আরণ্যভোজন (আরণ্য শস্য খাইয়া এক দিন যাপন) করিবার বিধান আছে। সোমযাগের প্রায়ণীয়াদিতে তাহা কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, অতিদেশবিধির মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য সোমযাগেও

আরণ্যভোজন কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সোমযাগে "পয়োব্রতং ব্রাহ্মণস্য" ইত্যাদি বচনে অন্ন ভক্ষণের বিধান আছে বলিয়া এ স্থলে আর অন্ন ভোজন কর্ত্তব্য নহে। কারণ, এই যে ভোজন, ইহা জীবনধারণের জন্য। সুতরাং একপ্রকার ভক্ষ্যের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইলে অন্য ভক্ষ্য অনাবশ্যক। অতএব এখানে ভোজনেরও প্রসঙ্গ হইবে। ইতি ১৫শ আরণ্যভোজনাধিকরণ।

শেষভক্ষাস্তথেতি চেন্নান্যার্থত্বাৎ ॥ ৩০ ॥ (সিং)

অক্ষরার্থ। "শেষভক্ষাঃ তথা"—শেষভক্ষণও সেইরূপ কর্ত্তব্য হইবে না, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয় তাহা হইলে, "ন"—তাহা সঙ্গত হইবে না, "অন্যার্থত্বাৎ"—যে হেতু, তাহার অন্য প্রয়োজন আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সোমসম্বন্ধীয় প্রায়ণীয়াদিতে ইড়া-প্রাশিত্রাদি শেষ ভক্ষণ করিতে হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পূর্ব্বন্যায়ে তাহা কর্ত্তব্য হইবে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রতিপত্তি-সাধন করা শেষভক্ষের প্রয়োজন বলিয়া এ স্থলে তাহার প্রসঙ্গ হইবে না, কিন্তু ইড়া প্রভৃতি শেষ ভক্ষণ করিতে হইবে। ইতি ১৬শ শেষভক্ষাধিকরণ।

ভৃতত্বাচ্চ পরিক্রয়ঃ ॥ ৩১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ভৃতত্বাৎ"—পূর্ব্ব হইতে ভৃত (পরিক্রীত) হইয়াছে বলিয়া, "চ"—অধিকরণান্তরসূচক, "পরিক্রয়ঃ"—পরিক্রয় (কর্ত্তব্য নহে)।

ভাষ্যভাবার্থ। দর্শপূর্ণমাসে অন্বাহার্য্য (যজ্ঞীয় অন্ন) দ্বারা ঋত্বিক্ পরিক্রয় করা হয়। সোমযাগে দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতিভূত যে দীক্ষণীয়াদি আছে, তাহাতে ঐ পরিক্রয় কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এ স্থলেও অন্বাহার্য্যের দ্বারা পরিক্রয় কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সোমযাগের যে দক্ষিণা তদ্দারাই ঋত্বিগ্‌গণ ভৃত (পরিক্রীত) হন বলিয়া দীক্ষণীয়াদির পরিক্রয়ও উহা দ্বারাই প্রসঙ্গ সিদ্ধ হইবে। অতএব তজ্জন্য স্বতন্ত্র পরিক্রয় কর্ত্তব্য নহে। ইতি সিদ্ধান্ত।

শেষভক্ষাস্তথেতি চেৎ ॥ ৩২ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "শেষভক্ষাঃ তথা"—শেষভক্ষও ঐরূপ হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, শেষভক্ষও তাহা হইলে লোপ পাইবে না কেন? সোমে ইষ্টিযাগীয় ইড়া-প্রাশিত্রাদি ভক্ষণও তাহা হইলে লোপ পাউক? ইতি আশঙ্কা।

ন কর্ম্মসংযোগাৎ ॥ ॥ ৩৩ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—উক্ত আশঙ্কা সঙ্গত নহে, "কর্ম্মসংযোগাৎ" —যে হেতু, কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ আছে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ইড়া-প্রাশিত্রাদি শেষভক্ষ লোপ পাইবে না। কারণ, প্রথম কথা ঐ গুলি প্রতিপত্তি কর্ম। দ্বিতীয় কথা—ঐ শেষভক্ষণে ঋত্বিগ্‌গণের দেহে বলাধান হয়, এবং তাহার ফলে তাঁহারা কর্ম্মে পটু থাকেন। কাজেই শেষভক্ষের লোপ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে অন্বাহার্য্য আনত্যর্থক বলিয়া এবং সেই আনতি সোমীয় দক্ষিণার দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া তাহা প্রসঙ্গসিদ্ধ হইবে। ইতি ১৭শ পরিক্রয়াধিকরণ।

প্রবৃত্তবরণাৎ প্রতিতন্ত্রং বরণং হোতুঃ ক্রিয়েত ॥৩৪॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রবৃত্তবরণাৎ"—কর্ম্মে প্রবৃত্তির অনন্তর বরণ করা হয় বলিয়া, "প্রতিতন্ত্রং"—প্রত্যেকটি কর্ম্মে, "হোতুঃ বরণং ক্রিয়েত"—হোতার বরণ কর্ত্তব্য হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সোমযাগে বরণ আছে এবং দর্শপূর্ণমাসযাগেও বরণ আছে। সুতরাং সোমযাগীয় দীক্ষণীয়াদি ইষ্টিযাগে দর্শপূর্ণমাসবিধি হইতে অতিদেশতঃ প্রাপ্ত বরণ কি পৃথক্‌ভাবে কর্ত্তব্য নহে অথবা তাহা পৃথক্‌ভাবে কর্ত্তব্য, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, অন্বাহার্য্যের ন্যায় বরণও যখন আনত্যর্থক তখন উহাও এখানে পৃথক্ কর্ত্তব্য নহে। ইহার

উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, দীক্ষণীয়াদিতে বরণ পৃথগ্ ভাবে কর্ত্তব্য। কারণ, ইষ্টিযাগীয় এই যে বরণ, ইহা আনত্যর্থক নহে, কিন্তু উহা অদৃষ্টার্থক। যেহেতু, হোতা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পর এই বরণ করা হয়। আর যে ব্যক্তি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার তখন আর আনতির অপেক্ষা নাই, কারণ কেহ আনত না হইলে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। ইতি সিদ্ধান্ত।

ব্রহ্মাপীতি চেৎ ॥ ৩৫ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "ব্রহ্মা অপি"—ব্রহ্মাও বরণীয়, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, হোতার একবার বরণ হইলেও পুনরায় যদি বরণ করা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মা নামক যে ঋত্বিক্, তাঁহাকেও ত ইষ্টিযাগে পুনর্ব্বার বরণ করা উচিত? ইতি আশঙ্কা।

ন প্রাঙ্ নিয়মাৎ তদর্থং হি ॥ ৩৬ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না ব্রহ্মাবরণ কর্ত্তব্য নহে, "প্রাক্ নিয়মাৎ"—বরণরূপ নিয়মের পূর্ব্বে, (ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ নাই), "হি"—যে হেতু, "তদর্থং"—কর্ম্মের জন্য (ব্রহ্মাবরণ হয়)।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার পরিহারার্থে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ব্রহ্মাবরণ দ্বিতীয়বার কর্ত্তব্য নহে। কারণ, হোতা যেমন বরণের পূর্ব্বেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন ব্রহ্মার কর্ম্ম সেরূপ নহে। যে হেতু, বরণের পূর্ব্বে ঋত্বিকের ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ নাই, কিন্তু বরণ করিয়াই তাঁহাকে ব্রহ্মা করা হয়। কাজেই তাঁহার বরণ ঐ কর্ম্মের (ব্রহ্মকর্ম্মের) জন্য বলিয়া বরণের পর ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া ব্রহ্মার যে বরণ তাহা অদৃষ্টার্থক নহে, কিন্তু তাহা আনত্যর্থক। ইতি আশঙ্কানিরাস।

নির্দ্দিষ্টস্যেতি চেৎ ॥ ৩৭ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "নির্দ্দিষ্টস্য"—নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের জন্য বরণের পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্মা কর্ম্মে আনত হন, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কা করিতেছেন, সিদ্ধান্তী যে বলিয়াছেন, হোতার ন্যায় ব্রহ্মা বরণের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হন না, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, দর্শপূর্ণমাসে অমাবস্যার পূর্ব্বদিনে যে বেদিকরণ নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ বিহিত আছে, ব্রহ্মাকে সেই বেদিপরিগ্রহের অনুমতি দিতে হয়; আর এই অনুমতিও একটি অঙ্গ কর্ম্ম। সুতরাং ব্রহ্মা যখন বরণের পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন তখন হোতৃবরণের ন্যায় ব্রহ্মবরণও অদৃষ্টার্থক। আর তাহাই যদি হয়, তবে হোতার ন্যায় ব্রহ্মাকেও সোমযাগে দ্বিতীয়বার বরণ করা না হইবে কেন? ইতি আশঙ্কা।

নাশ্রুতত্বাৎ ॥ ৩৮ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না তাহা ঠিক নহে, "অশ্রুতত্বাৎ"—যে হেতু বেদিপরিগ্রহ অশ্রুত।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার পরিহারার্থে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অমাবস্যার পূর্ব্বদিনে বেদিকরণই শ্রৌত কিন্তু বেদিপরিগ্রহ শ্রুত্যুপদিষ্ট নহে। কাজেই ভাবী ব্রহ্মাকে তজ্জন্য যে অনুমতি দিতে হয় তাহাও শ্রুতিবোধিত নহে। অতএব তাহা অঙ্গকর্ম্ম নহে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি অমূলক। আর যদিই বা উহা অঙ্গকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা হইলেও ঐ অঙ্গকর্ম্মের যাহা মুখ্য কর্ম্ম তদনুরোধে ব্রহ্মবরণেরও অপকর্ষ হইবে; যে হেতু, অঙ্গকর্ম্মের দেশ এবং কাল প্রধান কর্ম্মের অনুগামীই হইয়া থাকে। কাজেই তথায় ব্রহ্মার বরণ পূর্ব্ব হইতেই হয় বলিয়া পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি ভিত্তিহীন। ইতি আশঙ্কানিরাস।

হোতুস্তথেতি চেৎ ॥ ৩৯ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "হোতুঃ তথা"—হোতারও (বরণ) ঐরূপ হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, বরণের পূর্ব্বে ব্রহ্মার যদি কোন কর্ম্ম না থাকে, তাহা হইলে বরণের পূর্ব্বে হোতারও ঐরূপ কোন কর্ম্ম থাকিবে না। সুতরাং হোতৃবরণও কেবল অদৃষ্টার্থক নহে কিন্তু তাহা আনত্যর্থক। ইতি আশঙ্কা।

ন কর্ম্মসংযোগাৎ ॥ ৪০ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না তাহা ঠিক নহে, "কর্ম্মসংযোগাৎ"—যে হেতু, হোতার কর্ম্ম-সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, বরণের পূর্ব্বে "সামিধেনীরন্বাহ" ইত্যাদি বাক্যে হোতার পক্ষে সামিধেনী পাঠ বিহিত হইয়াছে। কাজেই হোতা প্রধান কর্ম্মের অঙ্গভূত ঐ কর্ম্মে আগে থেকেই প্রবৃত্ত হন বলিয়া তাঁহাকে যে বরণ করা হয় তাহা প্রবৃত্তিসম্পাদনের জন্য নহে; অতএব হোতার প্রথম বরণটি আনত্যর্থক নহে কিন্তু অদৃষ্টার্থক, কাজেই দ্বিতীয়বারও ঐ অদৃষ্টার্থকতার জন্য কেবলমাত্র হোতৃবরণই করণীয়, কিন্তু ব্রহ্মা আর বরণীয় নহেন। ইতি ১৮শ হোতৃবরণাধিকরণ।

যজ্ঞোৎপত্ত্যুপদেশে নিষ্ঠিতকর্ম্মপ্রয়োগভেদাৎ প্রতিতন্ত্রং ক্রিয়েত ॥ ৪১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "যজ্ঞোৎপত্ত্যুপদেশে"—কোন যজ্ঞের উৎপত্তি-বিধিস্থলে কোন বিষয়ের উপদেশ (বিধি) সর্ব্বসাধারণভাবে থাকিলে, "নিষ্ঠিতকর্ম্মপ্রয়োগভেদাৎ"—নিষ্ঠিত অর্থাৎ সমাপিত যে কর্ম্ম তাহা হইতে প্রয়োগের (অনুষ্ঠানের) ভেদ থাকায়, "প্রতিতন্ত্রং ক্রিয়েত"—প্রত্যেক কর্ম্মে পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "যদাতিথ্যায়াং বর্হিস্তদুপসদাং তদগ্নীষোমীয়স্য" এই বাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে একই বর্হিঃ (কুশ) আতিথ্যা ইষ্টি উপসৎ এবং অগ্নীষোমীয় যাগে ব্যবহার করিতে হইবে। ঐ কুশে প্রোক্ষণাদি সংস্কার আছে। ঐ প্রোক্ষণ আতিথ্যা ইষ্টিতে করা হইলেও তাহা কি উপসৎ এবং অগ্নীষোমীয় যাগে পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য অথবা আতিথ্যায় অনুষ্ঠিত প্রোক্ষণ প্রসঙ্গতঃ পরবর্ত্তী দুইটি যাগেও উপকার সাধন করিবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে আতিথ্যা, উপসৎ এবং অগ্নীষোমীয়তে বর্হির ঐ প্রোক্ষণ পৃথক্ পৃথক্ই কর্ত্তব্য। কারণ, এখানে দর্শযাগের ন্যায় এককালীনতা নাই বলিয়া

তন্ত্রতা হইতে পারে না ; এবং উপসৎ ও অগ্নীষোমীয়রূপ ঐ পরবর্ত্তী কর্ম্ম দুইটি আতিথ্যা ইষ্টির মধ্যে পঠিতও হয় নাই। অতএব এখানে তন্ত্র কিংবা প্রসঙ্গের কোন হেতুই নাই। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন বা কৃতত্বাত্তদুপদেশো হি ॥ ৪২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "ন"—না তাহা হইবে না, "কৃতত্বাৎ"—যে হেতু, প্রোক্ষণরূপ সংস্কার করা হইয়াছে, "হি"—যে হেতু "তদুপদেশঃ—বর্হির উদ্দেশেই সংস্কার উপদিষ্ট। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, উক্ত প্রত্যেকটি যাগের জন্য বর্হির প্রোক্ষণাদি সংস্কার পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য হইবে না। কারণ, এখানে প্রধান যে যাগ তদুদ্দেশে সংস্কার বিহিত নয় যে প্রধানের আবৃত্তিতে গুণের আবৃত্তি হইবে। কিন্তু এখানে বর্হিরূপ গুণের উদ্দেশেই সংস্কার বিহিত। আর তাহা একবার অনুষ্ঠিত হইলেই সেই বর্হিঃ সকল কর্ম্মের জন্যই সংস্কৃত হইয়া থাকে। অতএব এখানে উপসৎ এবং অগ্নীষোমীয়ে বর্হির সংস্কার প্রসঙ্গসিদ্ধ হইবে। ইতি ১৯শ বর্হিঃপ্রোক্ষণাধিকরণ।

দেশপৃথক্ত্বান্মন্ত্রোঽভ্যাবর্ত্ততে ॥ ৪৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দেশপৃথক্ত্বাৎ"—দেশের (স্থানের) পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়া, "মন্ত্রঃ অভ্যাবর্ত্ততে"—মন্ত্রের আবৃত্তি হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বাধিকরণে উল্লিখিত ঐ যে বর্হিঃ উহার আস্তরণ করিবার জন্য মন্ত্র আছে। উপসৎ এবং অগ্নীষোমীয় যাগের আস্তরণকালেও সেই মন্ত্র পাঠ্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, আতিথ্যায় ঐ বর্হির যে প্রোক্ষণ তাহা যেমন উপসৎ ও অগ্নীষোমীয়েতেও প্রসঙ্গতঃ উপকার সাধন করে এই স্তরণমন্ত্রও সেইরূপ ঐ পরবর্ত্তী কর্ম্মদ্বয়ে প্রসঙ্গতঃ উপকার সম্পাদন করিবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—আতিথ্যা, উপসৎ এবং অগ্নীষোমীয় এই তিনটি কর্ম্মের স্তরণদেশ পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া এখানে মন্ত্রের প্রসঙ্গ হইবে না, কিন্তু তাহা প্রত্যেকটি কর্ম্মে স্তরণের জন্য পৃথক্ পৃথক্ পাঠ করিতে হইবে। ইতি ২০শ স্তরণমন্ত্রের অপ্রসঙ্গাধিকরণ।

সন্নহনহরণে তথেতি চেৎ ॥ ৪৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সন্নহনহরণে"—সন্নহন এবং হরণের জন্যও, "তথা"—ঐ ভাবেই (মন্ত্র পৃথক্ পৃথক্ পাঠ্য), "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বের দুইটি অধিকরণে উল্লিখিত ঐ কুশ যখন সন্নহন (গুচ্ছাকারে বন্ধন) এবং হরণ (কর্ম্মস্থলে নয়ন) করা হয় অর্থাৎ লইয়া যাওয়া হয় তখন তজ্জন্য মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। আতিথ্যাতে উহা কর্ত্তব্য। উপসৎ এবং অগ্নীষোমীয়ে ঐ মন্ত্র পৃথক্ পৃথক্ পাঠ্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে সন্নহন এবং হরণের জন্য ঐ মন্ত্র উপসৎ এবং অগ্নীষোমীয়ে পৃথক্ পৃথক্ পাঠ করাই উচিত। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

নান্যার্থত্বাৎ ॥ ৪৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না তাহা ঠিক নহে, "অন্যার্থত্বাৎ"—যে হেতু, তাহার অর্থ (উদ্দেশ্য) অন্যরূপ হইতেছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে মন্ত্র পৃথক্ পৃথক্ পাঠ করিতে হইবে না। কারণ, ঐ মন্ত্র আতিথ্যা ইষ্টির উদ্দেশ্যে বিহিত নহে। কিন্তু যে স্থলের মৃত্তিকায় ঐ কুশ জন্মিয়াছে তথায় উহা ছেদন করিয়া সন্নহন অর্থাৎ গুচ্ছাকারে বন্ধন এবং তথা হইতে হরণ অর্থাৎ বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্যই ঐ মন্ত্র। আর তাহা আতিথ্যা ইষ্টিকালে পাঠ করিলেই মন্ত্রের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া উপসৎ এবং অগ্নীষোমীয়ে পুনরায় ঐ মন্ত্র পাঠ করা অনাবশ্যক। ইতি ২১শ সন্নহনহরণমন্ত্রাধিকরণ।

ইতি দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম পাদ।

অথ দ্বাদশাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

বিহারো লৌকিকানামর্থং সাধয়েৎ প্রভুত্বাৎ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বিহারঃ"—গার্হপত্যাদি ত্রিবিধ অগ্নি, "লৌকিকানাম্ অর্থং সাধয়েৎ"—লৌকিক কর্ম্ম সকলেরও প্রয়োজন সম্পাদন করিবে, "প্রভুত্বাৎ"— যে হেতু, তাহা করিতে উহা সমর্থ।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপাদে অন্তস্ত্রমধ্যপতিত কর্ম্মের প্রসঙ্গ বিচার করা হইয়াছে, এক্ষণে দ্বিতীয়পাদে, যে সমস্ত কর্ম্ম অন্তস্ত্রমধ্যপতিত নয় প্রধানতঃ সেই গুলিরই প্রসঙ্গ সম্বন্ধে বিচার করা হইবে। শ্রৌত ক্রিয়াকলাপ বিহারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। গার্হপত্যাগ্নি, দক্ষিণাগ্নি এবং আহবনীয়াগ্নি এই ত্রিবিধ অগ্নিকে ত্রেতা বলা হয়; ইহারই অপর নাম বিহার। বিহারে বৈদিক কর্ম্মের ন্যায় লৌকিক কর্ম্মও প্রসঙ্গক্রমে সম্পাদিত হইতে পারে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ঐ বিহারে লৌকিক দহন পচনাদি কর্ম্মও সম্পাদিত হইতে পারে। কারণ, হোমাদির ন্যায় দহন এবং অন্নপাকাদি কর্ম্মের পক্ষেও ঐ অগ্নিত্রয় উপযুক্ত। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

মাংসপাকপ্রতিষেধশ্চ তদ্বৎ ॥ ২ ॥

অক্ষরার্থ। "মাংসপাকপ্রতিষেধঃ চ"—মাংসপাকের নিষেধও, "তদ্বৎ"—ঐরূপ অর্থের বোধক।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "মাংসং ন পচেয়ুঃ। তস্মিন্ যৎ পচেয়ুঃ ক্রব্যাদং কুর্য্যুঃ।" অর্থাৎ "তাহাতে মাংস পাক করিবে না, তাহাতে যদি মাংস পাক করা হয় তাহা হইলে উহাকে 'ক্রব্যাদি' করা হইবে" এই বাক্যে ঐ বিহারে যে মাংস পাক নিষেধ করা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে উহাতে লৌকিক কর্ম্মও করা যাইতে পারে। কারণ, ইহা ঐ বিহারে যাগীয় মাংস পাকের নিষেধ নহে; যে হেতু, তাহা শামিত্র নামক বহ্নিতে পাক করা হয়। অতএব উহাতে লৌকিক অপরাপর দ্রব্য যেমন দহন বা পচন হয় সেই সেইরূপ মাংসপাক পাছে কেহ করে এই জন্য উক্ত শ্রুতিতে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

নির্দ্দেশাদ্ বা বৈদিকানাং স্যাৎ ॥ ৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "নির্দ্দেশাৎ"—শ্রুতির নির্দ্দেশ (উপদেশ) অনুসারে, "বৈদিকানাং স্যাৎ"—বৈদিক কর্ম্ম সকলেরই প্রয়োজন সম্পাদিত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, শ্রুতিমধ্যে "যদাহবনীয়ে জুহোতি" অর্থাৎ আহবনীয় অগ্নিতে হোম করিবে, ইত্যাদি বাক্যে গার্হপত্যাগ্নি, দক্ষিণাগ্নি এবং আবহনীয়াগ্নি, এই তিনেরই প্রয়োজন, অর্থাৎ কোন্‌টায় কি কর্ত্তব্য তাহা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আছে বলিয়া ঐ বিহারে লৌকিক কর্ম্ম সম্পাদিত হইতে পারিবে না, কিন্তু উহাতে কেবলমাত্র বৈদিক কর্ম্মের প্রয়োজনই সাধিত হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

সতি চৌপাসনস্য দর্শনাৎ ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। "সতি চ"—বিহার থাকিলেও, "ঔপাসনস্য দর্শনাৎ"—ঔপাসন বহ্নি দৃষ্ট হয় বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। বিহারে যে লৌকিক কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয় তাহার আরও কারণ এই যে, রাজসূয় যজ্ঞে বিহার অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ অগ্নি থাকা সত্ত্বেও লৌকিক কর্ম্ম করিবার জন্য 'ঔপাসন' অগ্নির কথা বলা হইয়াছে। বিহারে যদি লৌকিক কর্ম্মও করা যায় তাহা হইলে উক্ত স্থলে লৌকিক কর্ম্মের জন্য ঔপাসন অগ্নির উল্লেখ নিরর্থক।

অভাবদর্শনাচ্চ ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ। "অভাবদর্শনাৎ চ"—(বিহারে মাংসপাকের) অভাব দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে মাংসপাক নিষেধের দৃষ্টান্ত দিয়া আপত্তি দিয়াছেন তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, ঐ বচনে ঐ বিহারে বৃথামাংসের—অযজ্ঞীয়মাংসের পাক নিষিদ্ধ হইয়াছে।

মাংসপাকো বিহিতপ্রতিষেধঃ স্যাদাহুতিসংযোগাৎ ॥ ৬ ॥

অক্ষরার্থ। "মাংসপাকঃ"—মাংসপাকবিষয়ক নিষেধশাস্ত্র, "বিহিতপ্রতিষেধঃ স্যাৎ"—বিহিতেরই নিষেধ হইবে, "আহুতি-সংযোগাৎ"—যে হেতু (ঐ শ্রুতিবাক্যের শেষে) আহুতির সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী প্রকারান্তরে উক্ত মাংসপাকপ্রতিষেধবিষয়ক আপত্তির পরিহারে বলিতেছেন "মাংসপাকঃ" ইত্যাদি। শাস্ত্রের অন্য বচনে আহবনীয় অগ্নিতে বপাশ্রবণ বিহিত হইয়াছে। আর পূর্ব্বপক্ষবাদী যে মাংসপাক প্রতিষেধ বিষয়ক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা দ্বারা ঐ বিধিবিহিত মাংসপাকেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে। কারণ, "ন হি তস্মিন্নগ্নৌ মাংসং পচতি জুহোতি" এই বাক্যশেষে আহুতির সম্বন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে। আর আহুতি সাধারণতঃ আহবনীয় অগ্নিতেই হইয়া থাকে। কাজেই ইহা দ্বারা বিহারে যে লৌকিক পাকাদি করা যায়, এমন অর্থ সমর্থিত হইতে পারে না।

বাক্যশেষো বা দক্ষিণস্মিন্নারভ্যবিধানস্য ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। "বা"—অথবা, "দক্ষিণস্মিন্"—দক্ষিণাগ্নিতে, "অনারভ্যবিধানস্য"—অনারভ্যবিধির, "বাক্যশেষঃ"—বাক্যশেষ।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী প্রকারান্তরে পরিহার বলিতেছেন "বাক্য-শেষো বা" ইত্যাদি। যজ্ঞকালে যজমানপত্নীর ভক্ষ্য দক্ষিণাগ্নিতে পাক করিবার বিধি আছে। যদি তৎকালে পত্নীর কোন রোগাদি হয় এবং তজ্জন্য মাংস পথ্য করা আবশ্যক হয় তাহা হইলে মাংসও যজমানপত্নীর ভক্ষ্য বলিয়া ঐ বিধানানুসারে দক্ষিণাগ্নিতেই তাহা পাক করিবার প্রসঙ্গ উঠে। এ কারণে শ্রুতি উপদেশ দিতেছেন দক্ষিণাগ্নিতে তাদৃশ মাংস পাক করিবে না। এ স্থলে নঞ্ ঐ বিধিবাক্যের শেষ বলিয়া পর্য্যুদাসার্থক। সুতরাং উহার অর্থ—দক্ষিণাগ্নিতে যজমানপত্নীর জন্য মাংসভিন্ন অন্য অন্ন পাক করিবে। অতএব উহা দ্বারা বিহারে লৌকিক কর্ম্মের নিষেধ হইতেছে না। সুতরাং বিহারে লৌকিক কর্ম্মের প্রসঙ্গ হইতে পারিবে না। ইতি ১ম বিহারে লৌকিক কার্য্যপ্রতিষেধাধিকরণ।

সবনীয়ে ছিদ্রাপিধানার্থত্বাৎ পশুপুরোডাশো ন স্যাদন্যেষামেবমর্থত্বাৎ ॥ ৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সবনীয়ে"—সবনীয়পশুর পক্ষে, "ছিদ্রাপিধানার্থত্বাৎ"—ছিদ্রাপিধান করা পুরোডাশের প্রয়োজন বলিয়া, "পশুপুরোডাশঃ ন স্যাৎ"—পশুপুরোডাশ হইবে না, "অন্যেষাম্ এবমর্থত্বাৎ"—যে হেতু, অন্য সবনীয় পুরোডাশগুলিরও ইহাই অর্থাৎ ছিদ্রাপিধানই অর্থ (প্রয়োজন)।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নীষোমীয় পশুসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান করিতে হইলে পুরোডাশ পাক করিতে হয়। সবনীয় পশুর জন্য ঐ পশুপুরোডাশ কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, পশুর দেহ হইতে বপা নিষ্কাসিত করিয়া লইলে সেই স্থানটিতে ছিদ্র হওয়ায় তাহা রিক্ত হইয়া পড়ে। পশুপুরোডাশ হইতেছে ঐ ছিদ্রের অপিধানের জন্য—চাপা দিয়া ঐ রিক্ততা পূরণ করিবার জন্য। আবার সবনীয় যাগের জন্য পুরোডাশ করিতেই হয়। সুতরাং সেই সবনীয় যাগের পুরোডাশের দ্বারাই যখন সবনীয় পশুর পুরোডাশের প্রয়োজনও প্রসঙ্গতঃ সিদ্ধ হইয়া যায় তখন সবনীয় পশুর জন্য পুরোডাশ আর স্বতন্ত্র ভাবে কর্ত্তব্য নহে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ক্রিয়া বা দেবতার্থত্বাৎ ॥ ৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "ক্রিয়া"—সবনীয়পশুসম্বন্ধীয় পুরোডাশেরও ক্রিয়া (কর্ত্তব্যতা) হইবে, "দেবতার্থত্বাৎ"—যে হেতু, উহা দেবতাসংস্কারের জন্যই করা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে সবনীয় পুরোডাশের দ্বারা সবনীয় পশুসম্বন্ধীয় পুরোডাশের প্রয়োজন প্রসঙ্গতঃ সিদ্ধ হইবে না। কারণ, ঐ পুরোডাশ যাগের জন্য করা হয়। আর তাহার ফলে যাগে উদ্দিশ্যমান দেবতার সংস্কার হইয়া থাকে। সুতরাং উহা না করিলে বৈগুণ্য ঘটিবে। পূর্ব্ববাদী যে পশুপুরোডাশকে ছিদ্রাপিধানার্থক বলিয়াছেন তাহা ঠিক নহে; কারণ, ঐ যে ছিদ্রাপিধানবিষয়ক শ্রুতিবাক্য, উহা ঐ পশুপুরোডাশের প্রশংসার জন্য বলিয়া উহা অর্থবাদ মাত্র। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ১০ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পশুপুরোডাশ যে স্বতন্ত্র ভাবে কর্ত্তব্য, তাহা "বপয়া প্রাতঃসবনে পুরোডাশেন মাধ্যন্দিনে অঙ্গৈস্তৃতীয়সবনে" অর্থাৎ প্রাতঃসবনে বপা দ্বারা, মাধ্যন্দিনসবনে পুরোডাশের দ্বারা এবং তৃতীয় সবনে পশুর অঙ্গের দ্বারা যাগ কর্ত্তব্য, এই শ্রুতিবচনের জ্ঞাপকতা হইতেও সিদ্ধ হয়। কারণ, এখানে পশুযাগ-সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিয়া যে পুরোডাশের কথা বলা হইয়াছে, পশুপুরোডাশ স্বতন্ত্রভাবে অনুষ্ঠেয় না হইলে ইহা সঙ্গত হইবে। অতএব পশুপুরোডাশে প্রসঙ্গ হইবে না। ইতি ২য় পশুপুরোডাশাধিকরণ।

হবিষ্কৃৎ সবনীয়েষু ন স্যাৎ প্রকৃতৌ যদি সর্ব্বার্থা পশুং প্রত্যাহূতা সা কুর্য্যাদ্বিদ্যমানত্বাৎ ॥ ১১ ॥

অক্ষরার্থ। "হবিষ্কৃৎ"—হবিষ্কৃদাহ্বান, "সবনীয়েষু ন স্যাৎ"—সবনীয় পুরোডাশাদিতে কর্ত্তব্য হইবে না, "প্রকৃতৌ"—প্রকৃতিযাগে, "যদি সর্ব্বার্থা"—হবিষ্কৃদাহ্বান যদি সকল প্রয়োজনের জন্য হয় তাহা হইলে, "পশুং প্রতি আহূতা"—পশুযাগের জন্য আহূতা হইলেই, "সা" —সেই হবিষ্কৃৎ যজমানপত্নী, "কুর্য্যাৎ"—পুরোডাশের প্রয়োজনও সাধন করিবে, "বিদ্যমানত্বাৎ"—যে হেতু, সে তখনও যজ্ঞস্থলে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সবনীয় পুরোডাশে হবিষ্কৃদাহ্বান কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, উহা কর্ত্তব্য। কারণ, প্রকৃতিযাগে পুরোডাশের জন্য "হবিষ্কৃদেহি" এই বলিয়া হবিষ্কৃদাহ্বান করা হয়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সবনীয় পুরোডাশের জন্য আর পৃথগ্‌ভাবে হবিষ্কৃদাহ্বান কর্ত্তব্য হইবে না; কারণ, তৎপূর্ব্বেই পশুযাগের জন্য হবিষ্কৃদাহ্বান করা হইয়াছে। আর প্রকৃতিযাগেও হবিষ্কৃৎ আহূত হইয়া যজ্ঞস্থলে পত্নীসংযাজপর্য্যন্ত অবস্থান করে বলিয়া এখানেও সবনীয় পুরোডাশকালে হবিষ্কৃৎ তথায় বর্ত্তমানই রহিয়াছে। কাজেই আহ্বানের পূর্ব্ব হইতেই সে সকল প্রয়োজন সম্পাদন করিতে পারে। অতএব

পশুযাগের জন্ত যে হবিষ্কৃদাহ্বান, তাহাই এ স্থলে প্রসঙ্গতঃ সবনীয় পুরোডাশেরও উপকার সাধন করিবে। যদি বলা হয়, পশুযাগে হবিষ্কৃদাহ্বান নাই, সুতরাং তাহা এখানে প্রসঙ্গসিদ্ধ হইবে কিরূপে? তদুত্তরে বক্তব্য, ইহা 'কৃত্বাচিন্তা' বুঝিতে হইবে! ইতি ৩য় সবনীয় পুরোডাশে হবিষ্কৃদাহ্বানাভাবাধিকরণ।

পশৌ তু সংস্কৃতে (সংশৃতে) বিধানাৎ তার্ত্তীয়সবনিকেষু স্যাৎ সৌম্যাশ্বিনয়োশ্চাপবৃক্তার্থত্বাৎ ॥ ১২ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—প্রত্যবস্থানে (অধিকরণান্তরসূচক), "পশৌ সংস্কৃতে (সংশৃতে) বিধানাৎ"—পশু সম্যক্ শৃত হইলে অর্থাৎ পাক করা হইলে তদনন্তর বিহিত বলিয়া. "তার্ত্তীয়সবনিকেষু"—তৃতীয় সবনের পুরোডাশ সকলের, "সৌম্যাশ্বিনয়োঃ চ"—এবং সৌম্য (সোমদৈবত্য) ও আশ্বিন (অশ্বিদৈবত্য) চরুতে, "স্যাৎ"—হবিষ্কৃৎ-আহ্বান পৃথক্ কর্ত্তব্য হইবে, "অপবৃক্তার্থত্বাৎ"—যে হেতু, পূর্ব্বের কর্ম্মে হবিষ্কৃতের প্রয়োজন অপবৃক্ত (সমাপ্ত) হইয়া গিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। তৃতীয় সবনে পশুপুরোডাশ, সৌম্য (সোমদৈবত্য) চরু এবং আশ্বিন (অশ্বিদৈবত্য) চরু বিহিত আছে। তজ্জন্য হবিষ্কৃৎ-আহ্বান স্বতন্ত্র ভাবে কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে পৃথগ্‌ভাবে হবিষ্কৃৎ আহ্বান কর্ত্তব্য। কারণ, হবিঃসম্পাদন করাই হবিষ্কৃতের কার্য্য। পাশুক হবিঃ পশু পাক করা হইলে সম্পন্ন হইয়া যায় বলিয়া তখন হবিষ্কৃৎ অর্থাৎ যজমানপত্নী যজ্ঞস্থল হইতে চলিয়া যায়। কাজেই তাহার পরে পুনরায় যে সৌম্য চরুপ্রভৃতি সম্পাদন করিতে হয়, সে জন্ত হবিষ্কৃৎকে পুনর্ব্বার ডাকা আবশ্যক। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

যোগাদ্ বা যজ্ঞায় তদ্বিমোকে বিসর্গঃ স্যাৎ ॥ ১৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "যজ্ঞায় যোগাৎ"—যজ্ঞে নিযুক্ত থাকে বলিয়া, "তদ্বিমোকে"—সেই যজ্ঞ থেকে বিমুক্ত হইলে তবে, "বিসর্গঃ স্যাৎ"—বিসর্গ হইবে অর্থাৎ ছাড় পাইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পশু পাক হইলেই যে হবিষ্কৃৎ যজমানপত্নী ছাড় পাইবে তাহা নহে। কিন্তু তাহাকে পত্নীসংযাজনামক কর্ম্ম পর্য্যন্ত যজ্ঞস্থলে থাকিতে হয়। যে হেতু, সেই ভাবেই "কস্ত্বা যুনক্তি" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তাহাকে যজ্ঞকর্ম্মে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত করা হয়। আর সেই যজ্ঞ হইতে মুক্তি পাইলে তবে সে ছাড় পায়। কাজেই সৌম্যচরু প্রভৃতির অনুষ্ঠানের সময় হবিষ্কৃৎ তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া পুনরায় আর হবিষ্কৃৎ-আহ্বান স্বতন্ত্র ভাবে কর্ত্তব্য হইবে না, কিন্তু তাহা পূর্ব্ব আহ্বানের দ্বারাই প্রসঙ্গসিদ্ধ হইবে। ইতি ৪র্থ তৃতীয়সবনে হবিষ্কৃদাহ্বানের অপুনরাবৃত্ত্যধিকরণ।

নিশিযজ্ঞে প্রাকৃতস্যাপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ প্রত্যক্ষশিষ্টত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "নিশিযজ্ঞে"—নিশিযজ্ঞে—"প্রাকৃতস্য অপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ"—প্রকৃতিভূত দর্শযাগের ধর্ম্মের প্রবৃত্তি হইবে না, "প্রত্যক্ষ-শিষ্টত্বাৎ"—যে হেতু, উহা প্রত্যক্ষবচনে স্বতন্ত্র ভাবে বিহিত হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "অমাবস্যায়াং নিশি যজেত" এই বাক্যে 'নিশিযজ্ঞ' বিহিত হইয়াছে। দর্শযাগীয় অঙ্গের যে তন্ত্র (অনুষ্ঠান) তাহা এই যজ্ঞে প্রসঙ্গতঃ উপকার সাধন করিবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, দর্শযাগীয় কর্ম্মের যে তন্ত্র অর্থাৎ অনুষ্ঠান তাহার মধ্যে এই 'নিশিযজ্ঞ' বিহিত হয় নাই। পরন্তু উহা কাম্যেষ্টিকাণ্ডে স্বতন্ত্রভাবেই প্রত্যক্ষ শ্রুতিবচনের দ্বারা বিহিত হইয়াছে। কাজেই দর্শযাগীয় কর্ম্মের তন্ত্রের দ্বারা ইহার প্রসঙ্গ হইতে পারে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

কালবাক্যভেদাচ্চ তন্ত্রভেদঃ স্যাৎ ॥ ১৫ ॥

অক্ষরার্থ। "কালবাক্যভেদাৎ চ"—কাল এবং বাক্যের ভেদ আছে বলিয়াও, "তন্ত্রভেদঃ স্যাৎ"—উভয়ের তন্ত্রের (অনুষ্ঠানের) ভেদ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন, "কালবাক্য" ইত্যাদি। দর্শযাগ এবং নিশিযজ্ঞ উভয়ের কালভেদ এবং বিধায়ক বাক্যেরও ভেদ রহিয়াছে বলিয়া উভয়ের অনুষ্ঠানও ভিন্ন প্রকার। কারণ, দর্শযাগের কাল দিবা আর নিশিযাগের কাল অর্দ্ধরাত্র। উভয়ের বিধায়ক বাক্যও ভিন্ন ভিন্ন।

বেদ্যুদ্ধননব্রতং বিপ্রতিষেধাৎ তদেব স্যাৎ ॥ ১৬ ॥

অক্ষরার্থ। "বেদ্যুদ্ধননব্রতং"—বেদির উদ্ধনন এবং ব্রত, "তদেব স্যাৎ"—তাহাই হইবে, "বিপ্রতিষেধাৎ"—যে হেতু, তাহা না হইলে বিপ্রতিষেধ (বিরোধ) হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, যদিও দর্শযাগ ও নিশি-যজ্ঞ উভয়ের তন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন, তথাপি দর্শযাগীয় যে বেদির উদ্ধনন এবং ব্রত সে দুইটি নিশিযজ্ঞে প্রসঙ্গসিদ্ধ হইবে। কেন না, তাহা না হইলে একই অমা-বস্যায় দুইটি কর্ত্তব্য বলিয়া প্রত্যেকের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বেদি উদ্ধনন এবং ব্রত করিতে গেলে বিরোধ হইয়া পড়ে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

তন্ত্রমধ্যে বিধানাদ্ বা তত্তন্ত্রা সবনীয়বৎ ॥ ১৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "তন্ত্রমধ্যে বিধানাৎ"—দর্শতন্ত্রমধ্যে বিহিত হইয়াছে বলিয়া, "তত্তন্ত্রা"—নিশিযজ্ঞরূপ ইষ্টি দর্শ-তন্ত্রই হইবে, "সবনীয়বৎ"—সবনীয়ের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, দর্শযাগ এবং নিশিযজ্ঞ দুইটিই অমাবস্যায় বিহিত বলিয়া এবং দর্শযাগ প্রথমে দিবাভাগে প্রারব্ধ হয় বলিয়া নিশিযজ্ঞ ঐ দর্শযাগেরই তন্ত্রমধ্যে পড়িবে। কাজেই সবনীয় পুরোডাশ যেমন পশুযাগ হইতে পৃথক্ হইলেও উহা তৎসন্নিধানে পঠিত বলিয়া পশুযাগীয় হবিষ্কৃদাহ্বান উহাতে প্রসঙ্গসিদ্ধ হয়, সেইরূপ নিশিযজ্ঞ দর্শযাগের সন্নিধানে উপদিষ্ট হওয়ায় উহা দর্শযাগের তন্ত্রমধ্যেই পড়িবে। কাজেই দর্শযাগের অঙ্গ নিশিযজ্ঞে প্রসঙ্গসিদ্ধ হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত

বৈগুণ্যাদিধ্মাবর্হির্ন সাধয়েদগ্ন্যন্বাধানং চ যদি দেবতার্থম্ ॥ ১৮ ॥

অক্ষরার্থ। "বৈগুণ্যাৎ"—বৈগুণ্য ঘটে বলিয়া, "ইধ্মাবর্হিঃ"—ইধ্মাবর্হি, "ন সাধয়েৎ"—প্রসঙ্গতঃ সিদ্ধ হইবে না, "অগ্ন্যন্বাধানং চ"—এবং অগ্নির অন্বাধানও, (প্রসঙ্গ সিদ্ধ হইবে না), "যদি দেবতার্থম্"—দেবতাপরিগ্রহার্থত্ব পক্ষে।

ভাষ্যভাবার্থ। কোন্ কোন্ পদার্থগুলির প্রসঙ্গসিদ্ধি হইবে না, তাহাই বলিতেছেন "বৈগুণ্যাৎ" ইত্যাদি। দেবতাপরিগ্রহণার্থত্বপক্ষে নিশিযজ্ঞীয় ইধ্মাবর্হিঃ এবং অগ্ন্যাধান প্রসঙ্গসিদ্ধ হইবে না। কারণ, তাহাতে বৈগুণ্য ঘটে। ইতি ৫ম নিশিযজ্ঞে অমাবস্যাতন্ত্রপ্রয়োগাধিকরণ।

আরম্ভণীয়া বিকৃতৌ ন স্যাৎ প্রকৃতিকালমধ্যত্বাৎ কৃতা পুনস্তদর্থেন ॥ ১৯ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "আরম্ভণীয়া বিকৃতৌ ন স্যাৎ"—আরম্ভণীয়া ইষ্টি বিকৃতিযাগে কর্ত্তব্য হইবে না, "প্রকৃতিকালমধ্যত্বাৎ"—প্রকৃতিযাগের কালের মধ্যে পড়ে বলিয়া, "কৃতা পুনঃ তদর্থেন"—যে হেতু, পূর্ব্বেই যাবজ্জীবিক প্রয়োগের জন্য করা হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। আরম্ভণীয়া ইষ্টি যে প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাসযাগে প্রথমে (প্রারম্ভে) করা হয়, তাহা বিকৃতিভূত ইষ্টিযাগে প্রসঙ্গসিদ্ধ হইবে কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, যাবজ্জীবিক যে দর্শপূর্ণমাস যাগ তাহা যাবজ্জীবন চলিতে থাকে বলিয়া এবং তাহার প্রারম্ভে আরম্ভণীয়া ইষ্টি তদর্থে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া ইষ্টিযাগের বিকৃতি যে সমস্ত সৌর্য্য যাগাদি আছে, তাহাতে আর পৃথগ্ভাবে আরম্ভণীয়া কর্ত্তব্য হইবে না। কারণ, ঐ সমস্ত যাগগুলি ঐ যাবজ্জীবিক প্রয়োগের মধ্যে পড়ে বলিয়া তদর্থে কৃত যে আরম্ভণীয়া তাহা ঐ সমস্ত সৌর্য্যযাগাদিতেও প্রসঙ্গসিদ্ধ হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সকৃদারম্ভসংযোগাৎ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যভাবার্থ। নবম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ৩৫ সূত্র (২য় খণ্ড ৬৩১ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য। বিশেষ এই যে, সেখানে এই সূত্রটি সিদ্ধান্তদ্যোতক; এখানে তাহাই পূর্ব্বপক্ষীর যুক্তিস্বরূপে উপন্যস্ত। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

স্যাদ্ বা কালস্যাশেষভূতত্বাৎ ॥ ২১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "স্যাৎ"—হইবে অর্থাৎ আরম্ভণীয়া ইষ্টি পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য হইবে, "কালস্য অশেষভূতত্বাৎ" —যে হেতু, যাবজ্জীবশ্রুতিবোধিত কাল এখানে প্রয়োগের অঙ্গ নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, আরম্ভণীয়া ইষ্টি বিকৃতি যাগেও কর্ত্তব্য হইবে। কারণ, যাবজ্জীবনরূপ যে কাল তাহা প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাস যাগের প্রয়োগের (অনুষ্ঠানের) অঙ্গ নহে, কিন্তু তাহা তৎকর্ত্তা যজমানের ধর্ম্ম, ইহা পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদের প্রথম অধিকরণে ২য় সূত্রে নিরূপিত হইয়াছে। সুতরাং একই প্রয়োগের কালমধ্যে পড়িতেছে না বলিয়া সৌর্য্যাদি বিকৃতিযাগে আরম্ভণীয়া ইষ্টি প্রসঙ্গসিদ্ধ হইবে না। অতএব তাহা পৃথক্ কর্ত্তব্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

আরম্ভবিভাগাচ্চ ॥ ২২ ॥

অক্ষরার্থ। "আরম্ভবিভাগাৎ চ"—আরম্ভের বিভাগ (পার্থক্য) আছে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। আরম্ভণীয়া ইষ্টি যে প্রসঙ্গসিদ্ধ হইবে না, তাহার আরও কারণ এই যে, ঐ আরম্ভণীয়া ইষ্টি প্রয়োগের অঙ্গ নহে কিন্তু উহা ক্রত্বর্থ—ক্রতুর অঙ্গ। আর দর্শপূর্ণমাস ক্রতুর আরম্ভ এবং সৌর্য্যাদি যাগের আরম্ভ পৃথক্ পৃথক্ই হইতেছে। কাজেই এখানে আরম্ভণীয়া পৃথগ্‌ভাবেই কর্ত্তব্য। ইতি ৬ষ্ঠ বিকৃতিযাগ সকলেও আরম্ভণীয়ার অনুষ্ঠানাধিকরণ।

বিপ্রতিষিদ্ধধর্ম্মাণাং সমবায়ে ভূয়সাং স্যাৎ সধর্ম্মকত্বম্ ॥ ২৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বিপ্রতিষিদ্ধধর্ম্মাণাং সমবায়ে"—পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মসকলের একত্র সমাবেশ অর্থাৎ অনুষ্ঠেয়তা হইলে, "ভূয়সাং"—অধিকসংখ্যকের, "সধর্ম্মকত্বং স্যাৎ"—সধর্ম্মকত্ব হইবে অর্থাৎ অধিক সংখ্যকেরই ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পঞ্চদশরাত্র যাগের প্রথম দিবসে অগ্নিষ্টুৎ যাগ করিতে হয়। এই যে বিকৃতিভূত অগ্নিষ্টুৎ একাহরূপ অগ্নিষ্টুৎ ইহার প্রকৃতি। সেই প্রকৃতিভূত অগ্নিষ্টুৎ যাগের উপসৎকালে সুব্রহ্মণ্যাহ্বানের জন্য আগ্নেয়ী ঋক্ বিহিত হইয়াছে। সুতরাং এই সুব্রহ্মণ্যাহ্বানার্থ আগ্নেয়ী ঋক্‌টি পঞ্চদশরাত্রের প্রথমদিবসের কৃত্য যে বিকৃতিভূত অগ্নিষ্টুৎ যাগ তাহাতে অতিদেশবলে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর অবশিষ্ট চৌদ্দটি দিনের সুব্রহ্মণ্যাহ্বানের জন্য ঐন্দ্রী ঋক্ অতিদেশ-বলে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উপসৎকালীন যে সুব্রহ্মণ্যাহ্বান অহর্গণে তাহার তন্ত্রতা হয়, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সুতরাং এই পনর দিনের সুব্রহ্মণ্যা-হ্বানের জন্য কি আগ্নেয়ী ঋক্ গ্রাহ্য অথবা ইহার জন্য ঐন্দ্রী ঋক্ গ্রহণীয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, আগ্নেয়ী ঋক্ অসঞ্জাতবিরোধিরূপে প্রথমে উপস্থিত বলিয়া বেদোপক্রমাধিকরণের (অধ্যায় ৩ পাদ ৩ অধিকরণ ১ সূত্র ১—৮) নিয়মানুসারে এ স্থলে আগ্নেয়ী ঋক্‌ই গ্রহণীয়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে আগ্নেয়ী ঋক্ এক দিনের ধর্ম্ম কিন্তু ঐন্দ্রী ঋক্ চৌদ্দ দিনের ধর্ম্ম। সুতরাং একের অনুরোধে বহুর উপেক্ষা করা সঙ্গত হয় না। কাজেই এখানে বহুর অনুরোধে ঐন্দ্রী ঋক্‌ই কর্ত্তব্য। আর তাহা দ্বারাই আগ্নেয়ীর কার্য্যও প্রসঙ্গতঃ সিদ্ধ হইবে। যে হেতু, ঐন্দ্রী ঋক্ বহু দিনের ধর্ম্ম; আর একদিনের চেয়ে বহুদিনের ধর্ম্ম অনুসরণ করায় বহু দিন যদি সগুণ হয় তাহা হইলে গুণাধিক্যে ফলেরও আধিক্য হইবে। অতএব এ স্থলে একত্ব ও বহুত্বের মধ্যে বিরোধ হওয়ায় সংখ্যারূপপদার্থের অসঞ্জাতবিরোধিত্ব প্রাবল্যের হেতু হইবে না। ইতি ৭ম অনেকগুলি প্রধানের ধর্ম্মের সহিত একটি প্রধানের ধর্ম্মের বিরোধ হইলে বহুর ধর্ম্মের অনুষ্ঠেয়তাধিকরণ। *

---

* বার্ত্তিককার এখানে এই সুব্রহ্মণ্যার উদাহরণটি গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু অন্য দৃষ্টান্ত লইয়া অধিকরণ রচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এ স্থলে আগ্নেয়ী

মুখ্যং বা পূর্ব্বচোদনাল্লোকবৎ ॥ ২৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "মুখ্যং"—প্রথমোপস্থিতটিই প্রবল হইবে, "বা"—অধিকরণান্তরসূচক, "পূর্ব্বচোদনাৎ"—প্রথমে পঠিত হইয়াছে বলিয়া, "লোকবৎ"—লৌকিক দৃষ্টান্তের ন্যায়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "আগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ", "সরস্বতীযাজন্ত যজেৎ" এই দুইটি বাক্যে যথাক্রমে আগ্নাবৈষ্ণব এবং সারস্বত যাগ বিহিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'আগ্নাবৈষ্ণব' যাগটি ঐন্দ্রাগ্নযাগের বিকৃতি এবং "সারস্বত" যাগটি উপাংশুযাজের বিকৃতি। সুতরাং ইহাদের কল্প এবং মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু ইহাদের আজ্যভাগদ্বয়ে তন্ত্রতা আছে। অতএব এখানে আজ্যভাগদ্বয়ে কোন্ কল্প এবং কোন্ মন্ত্র গ্রহণীয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায় এখানে যখন অল্পত্ব এবং ভূয়স্ত্ব নাই তখন নিয়ামক না থাকায় দুইটিরই বিকল্প হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এখানে উভয়ের ধর্ম্ম সমসংখ্যক বলিয়া প্রথমপঠিত যে আগ্নাবৈষ্ণব যাগ তাহারই কল্প অনুসরণীয়। কারণ, তাহা প্রথমোপস্থিত অথচ অসঞ্জাতবিরোধী। অতএব বেদোপক্রমাধিকরণের নিয়মে এখানে আগ্নাবৈষ্ণব যাগের নিয়মানুসারে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আর তাহা প্রসঙ্গতঃ সারস্বতেরও উপকারসাধন করিবে।

তথা চান্যার্থদর্শনম্ ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ, "অন্যার্থদর্শনং চ"—অন্যার্থদর্শনও রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। এখানে যে মুখ্যকল্প অর্থাৎ যাহা প্রথমোপস্থিত তাহারই কল্প গ্রহণীয় তাহা "অধ্বরস্যেব পূর্ব্বম্" অর্থাৎ যজ্ঞে যেমন প্রথমাগতের গ্রাহ্যতা হয় এবং "যথা বৈ পূর্ব্বাবসায়িনো জঘন্যাবসায়িনং নোন্নীয়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতির অন্যার্থদর্শন হইতেও নিরূপিত হয়। ইতি ৮ম তুল্যসংখ্যকের বিরোধস্থলে মুখ্যধর্ম্মের গ্রাহ্যতাধিকরণ।

এবং ঐন্দ্রী ঋকের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োজন সাধিত হয় বলিয়া ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ভাষ্যকার মাত্র ন্যায়ব্যুৎপাদনের জন্য অনুদাহরণকেও যথাকথঞ্চিৎ উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

অঙ্গগুণবিরোধে চ তাদর্থ্যাৎ ॥ ২৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অঙ্গগুণবিরোধে"—প্রধান এবং তদীয় অঙ্গের মধ্যে বিরোধ হইলে, "চ"—অধিকরণান্তরসূচক, "তাদর্থ্যাৎ"—(প্রধানের অনুরোধই আদরণীয়) যে হেতু, অঙ্গ প্রধানেরই জন্য।

ভাষ্যভাবার্থ। সোমযাগ পর্ব্বদিনে কর্ত্তব্য ; আবার সোমযাগের যে দীক্ষণীয়া ইষ্টি তাহাও পর্ব্বদিনেই করণীয়। অথচ উভয়ের মধ্যে দিনগত ব্যবধানও থাকে। সুতরাং সোমযাগের অনুরোধে দীক্ষণীয়া কি পর্ব্বের পূর্ব্বদিনে কর্ত্তব্য অথবা দীক্ষণীয়ার অনুরোধে সোমযাগ পর্ব্বের পরদিনে অনুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, দীক্ষণীয়া মুখ্য অর্থাৎ প্রথমাগত বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে তাহাই পর্ব্বদিনে কর্ত্তব্য আর সোমযাগ পশ্চাদুপস্থিত বলিয়া পরদিনে তাহার উৎকর্ষ হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, দীক্ষণীয়া সোমযাগের অঙ্গ। আর প্রধানকে সদ্গুণ করাই অঙ্গের প্রয়োজন। সুতরাং অঙ্গ এবং প্রধানের বিরোধে প্রধানের সম্মানই অধিক। কাজেই সোমযাগ পর্ব্বে অনুষ্ঠেয় আর তৎপূর্ব্বদিনে দীক্ষণীয়ার অপকর্ষই কর্ত্তব্য। অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাকে পর্ব্ব বলা হয়। ইতি ৯ম অঙ্গগুণ-বিরোধে প্রধানের প্রাবল্যাধিকরণ।

পরিধির্দ্ব্যর্থত্বাদুভয়ধর্ম্মা স্যাৎ ॥ ২৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "পরিধিঃ"—পরিধি, "দ্ব্যর্থত্বাৎ"—দুই প্রকার প্রয়োজনযুক্ত বলিয়া, "উভয়ধর্ম্মা স্যাৎ"—দুই প্রকার ধর্ম্মযুক্ত হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। কোন কোন যজ্ঞে পরিধিতে পশুবন্ধন বিহিত হইয়াছে। যে তিনখানি কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা অগ্নিকে ত্রিভুজাকারে বেষ্টিত করিয়া রাখা হয় তাহার নাম পরিধি। ঐ পরিধিতে যূপধর্ম্ম কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পরিধি যখন উভয় প্রয়োজন সাধন করিতেছে, তখন উহাতে পরিধির ধর্ম্ম মার্জ্জনাদি এবং যূপের ধর্ম্ম প্রোক্ষণাদি দুই প্রকার ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। ইতি ১০ম পরিধিতে উভয়ধর্ম্মানুষ্ঠানাধিকরণ।

যৌপ্যস্তু বিরোধে স্যান্মুখ্যানন্তর্য্যাৎ ॥ ২৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "যৌপ্যঃ"—যূপের ধর্ম্ম, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "বিরোধে"—বিরোধ হইলে, "স্যাৎ"—কর্ত্তব্য হইবে, "মুখ্যানন্তর্য্যাৎ"—প্রধানের অব্যবহিত হইতেছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বাধিকরণে বলা হইয়াছে যে, পরিধিতে যূপ এবং পরিধি উভয়েরই ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। পরিধি এবং যূপের যে ধর্ম্মগুলি বিরোধী ধর্ম্ম সে গুলির পক্ষে কোন্‌টির অনুসরণীয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, বিরোধস্থলে যূপের ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। কারণ যূপ হইতেছে যাগের অন্তরঙ্গ আর পরিধি হইতেছে বহিরঙ্গ। যে হেতু, পশু হইতেছে যাগের নিষ্পাদক বলিয়া মুখ্য আর যূপে সেই মুখ্যপশু বন্ধন করা হয় বলিয়া মুখ্যের সহিত যূপের আনন্তর্য্য রহিয়াছে। পক্ষান্তরে পরিধি বহিরঙ্গ; যে হেতু, হবির্ব্যরূপে যাগের নিষ্পাদক পশু; সেই হবির অঙ্গ অগ্নি এবং সেই অগ্নির অঙ্গ পরিধি। অতএব পরিধি যাগ হইতে অনেক দূরে পড়িতেছে বলিয়া বহিরঙ্গ। আর অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গের মধ্যে অন্তরঙ্গই প্রবল। অতএব এতাদৃশ স্থলে যূপের ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ইতরো বা তস্য তত্র বিধানাৎ ॥ ২৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "ইতরঃ"—অপরটি অর্থাৎ পরিধির ধর্ম্মটি কর্ত্তব্য হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "তস্য"—সেই পশুনিয়োজনটি, "তত্র"—সেই পরিধিতে, "বিধানাৎ"—বিহিত হইয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পরিধিতে পশুনিয়োজনরূপ যূপকর্ম্মটি বিহিত হইয়াছে। পরিধি হইতেছে ত্বক্‌সহিত বৃক্ষাংশ। তাহাতে যূপের ধর্ম্ম তক্ষণাদি (চাঁচা ছোলা) করিলে পরিধিত্ব লোপ পায়। আর তাহা হইলে তাহাতে পশুনিয়োজন করিলে পরিধিতে পশুনিয়োজন হয় না, সুতরাং শাস্ত্রার্থও অনুষ্ঠিত হয় না। এই সমস্ত কারণে যূপের তক্ষণ প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম্ম পরিধির বিরোধী পরিধিতে সে গুলি অনুষ্ঠেয় হইবে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

উভয়োশ্চাঙ্গসংযোগঃ ॥ ৩০ ॥

অক্ষরার্থ। "উভয়োঃ"—উভয়েরই, "চ"—যে হেতু, "অঙ্গ-সংযোগঃ"—অঙ্গের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ ন্যায়ের কথা বলিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, এ স্থলে যূপ এবং পরিধি দুইটিই বাগীয় অঙ্গের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত; কোনটিই প্রধানের প্রত্যাসন্ন নহে। আর প্রধানের প্রত্যাসন্ন না হইলে অন্তরঙ্গত্ব থাকে না; সুতরাং তাহার প্রাবল্যও হয় না। অতএব পরিধির ধর্ম্মই কর্ত্তব্য। ইতি ১১শ পরিধি-অধিকরণ।

পশুসবনীয়েষু বিকল্পঃ স্যাদ্ বৈকৃতশ্চেতুভয়োর-শ্রুতিভূতত্বাৎ ॥ ৩১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "পশুসবনীয়েষু"—সবনীয় পশু এবং সবনীয় পুরোডাশে, "বিকল্পঃ স্যাৎ"—প্রসঙ্গের বিকল্প হইবে, "চেৎ"—যদি, "বৈকৃতঃ"—সবনীয় পশু বৈকৃত হয়, "উভয়োঃ অশ্রুতিভূতত্বাৎ"—(সবনীয় পশু এবং সবনীয় পুরোডাশ) দুইটিই অপ্রত্যক্ষ শ্রুতির বিষয় হইতেছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। মাধ্যন্দিন সবনের পুরোডাশ যে প্রসঙ্গী তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রাতঃসবনের যে পশু এবং পুরোডাশ ইহাদের মধ্যে কে তন্ত্রী এবং কে প্রসঙ্গী, ইহাই সংশয়। যাহার তন্ত্রমধ্যে (অনুষ্ঠানপরিপাটীর মধ্যে) অন্য অর্থ পতিত হয় তাহাকে বলা হয় তন্ত্রী এবং সেই অন্য অর্থটি হয় প্রসঙ্গী। সুতরাং যাহার আরম্ভ প্রথমে হয় তাহা তন্ত্রী হইয়া থাকে, আর পশ্চাদারব্ধটি সেই পূর্ব্বারব্ধের মধ্যে পড়ে বলিয়া তাহা হইয়া যায় প্রসঙ্গী। এ স্থলে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, সবনীয় পশু অগ্নীষোমীয় পশুর বিকৃতি এবং প্রাতঃসবনীয় পুরোডাশও ইষ্টিযাগের বিকৃতি; সুতরাং দুইটিই এস্থলে অপ্রত্যক্ষ শ্রুত অর্থাৎ অতিদেশবলে প্রাপ্ত। অতএব কোন্‌টির আরম্ভ প্রথমে হইয়াছে তাহা নিরূপিত হয় না বলিয়া এ স্থলে তন্ত্রিত্ব এবং প্রসঙ্গিত্বের বিকল্প হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

পাশুকং বা তস্য বৈশেষিকাম্নানাৎ তদনর্থকং বিকল্পে স্যাৎ ॥ ৩২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "পাশুকং"—পাশুক তন্ত্রই পুরোডাশে প্রসঙ্গ সিদ্ধ হইবে, "তস্য বৈশেষিকাম্নানাৎ"—যে হেতু, তাহারই বিশেষত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, "বিকল্পে"—বিকল্প হইলে, "তৎ অনর্থকং স্যাৎ"—তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে সবনীয় পশুসম্বন্ধীয় তন্ত্রই সবনীয় পুরোডাশে প্রসঙ্গসিদ্ধ হইবে। সুতরাং এখানে সবনীয় পশু তন্ত্রী এবং পুরোডাশ প্রসঙ্গী হইবে। কারণ, তাহা না হইলে সবনীয় পশুর মৈত্রাবরুণ-প্রৈষমন্ত্রে সূক্তবাকমধ্যে যে বিশেষত্ব বোধিত হইয়াছে, তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে। ইতি সিদ্ধান্ত।

পশোশ্চ বিপ্রকর্ষস্তন্ত্রমধ্যে বিধানাৎ ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরার্থ। "পশোঃ"—পশুর, "চ"—আরও "তন্ত্রমধ্যে বিধানাৎ (বিধানং)"—তন্ত্রমধ্যে (পুরোডাশের) বিধান হইবে, "বিপ্রকর্ষঃ (বিপ্রকর্ষাৎ)"—যে হেতু. পশুর বিপ্রকর্ষ অর্থাৎ কালত্রয়ব্যাপিত্ব রহিয়াছে; [এস্থলে "বিপ্রকর্ষঃ" এবং "বিধানাৎ" এই দুইটি পদের বিভক্তির বিপরিণাম (পরিবর্ত্তন) করিয়া অর্থ করিতে হইবে।]

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে পশুই যে তন্ত্রী তাহার আরও কারণ এই যে, সবনীয় পশু প্রাতরাদি কালত্রয়ব্যাপী ; কিন্তু সবনীয় পুরোডাশ তাদৃশ নহে ; পুরোডাশ স্বীয় সবনেরই ব্যাপক নহে, যে হেতু, তৎপূর্ব্বে তাহার কৃত্য সমাপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং তাহা সবনত্রয়ব্যাপী পশুর ব্যাপক হইবে কিরূপে ? অতএব যাহা ব্যাপক তাহাই তন্ত্রী হয় বলিয়া এ স্থলে পশুই তন্ত্রী হইবে। ইতি ১২শ সবনীয় পুরোডাশাধিকরণ।

অপূর্ব্বং চ প্রকৃতৌ সমানতন্ত্রা
চেদনিত্যত্বাদনর্থকং হি স্যাৎ ॥ ৩৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "চ"—অধিকরণান্তরসূচক, "অপূর্ব্বং"—অপূর্ব্ব অর্থাৎ কাম্য এবং নৈমিত্তিক কর্ম্ম, "প্রকৃতৌ"—প্রকৃতিযাগের সহিত, "সমানতন্ত্রা চেৎ"—যদি সমানতন্ত্র হয় তাহা হইলে, "অনিত্যত্বাৎ"—অনিত্য বলিয়া, "অনর্থকং হি স্যাৎ"—যে হেতু, অনর্থক হইয়া পড়ে (অতএব প্রকৃতি তাহারই তন্ত্র অনুসরণ করিবে অর্থাৎ প্রকৃতি প্রসঙ্গ-সিদ্ধ হইবে)। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। প্রকৃতি এবং বিকৃতি যখন সমানতন্ত্রা হয়, তখন প্রকৃতির তন্ত্রই কি কর্ত্তব্য অথবা বিকৃতির তন্ত্র অনুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয়। যদিও প্রকৃতি এবং বিকৃতির সমানতন্ত্রতা নাই, তথাপি এইরূপ ধরিয়া লওয়া গেল যে, উভয়ের সমানতন্ত্রতা আছে; অতএব ইহা 'কৃত্বাচিন্তা'। যেমন নিত্যেষ্টি যাগ এবং কাম্যেষ্টি যাগ উভয়ই পর্ব্বে অনুষ্ঠেয়। যে যে স্থলে উভয়ের বিরোধ থাকে তথায় যাহা তন্ত্রী তাহার ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, প্রকৃতিযাগ নিত্য বলিয়া এবং তাহাতে সমগ্র অঙ্গের উপদেশ আছে বলিয়া তাহাই তন্ত্রী। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, বিকৃতিযাগ কাম্য; এবং কামনা পুরুষকে দ্রুততর প্রবৃত্ত করাইয়া থাকে। কাজেই বিকৃতি যাগ কামনাবিশিষ্ট হওয়ায় বিকৃতি যাগই প্রবল। আরও, নিত্যকর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম তাহাকে বাধা দিয়াই প্রবৃত্ত হয়, অন্যথা তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে। অতএব নৈমিত্তিক কাম্য যে বিকৃতি যাগ তাহাই তন্ত্রী হইবে। ইতি ১৩শ সমানতন্ত্র-প্রকৃতির মধ্যে বিকৃতিতন্ত্রতাধিকরণ।

অধিকশ্চ গুণঃ সাধারণেঽবিরোধাৎ
কাংস্যভোজিবদমুখ্যেঽপি ॥ ৩৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "অধিকঃ গুণঃ"—অধিক গুণটি (অনুসরণীয়), "চ"—অধিকরণান্তরসূচক, "সাধারণে"—সাধারণ হইলে, "অবিরোধাৎ"—বিরোধ

না থাকায়, "কাংস্তভোজিবৎ"—কাংসভোজীর স্থায়, "অমুখ্যে অপি"—সেই অধিকগুণযুক্ত পদার্থটি অমুখ্য (অপ্রধান) হইলেও। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। আগ্রয়ণেষ্টিতে বৈশ্বদেব যাগের পর্ব্বগত স্থাবা-পৃথিব্য যাগের নিয়ম অনুসারে ঐন্দ্রাগ্ন, বৈশ্বদেব, স্থাবাপৃথিব্য প্রভৃতি যাগ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ঐন্দ্রাগ্ন এবং বৈশ্বদেবযাগে স্বীয় প্রকৃতি হইতে শুদ্ধ বর্হিঃ অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয়; কারণ, ঐ প্রকৃতির মধ্যে বর্হির কোন বৈশিষ্ট্য উপদিষ্ট হয় নাই। আর স্থাবাপৃথিব্য যাগে স্বীয় প্রকৃতি হইতে প্রস্থনবর্হিঃ অতিদেশ-বলে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যে হেতু, তথায় প্রস্থনত্ববিশিষ্ট বর্হিরই উপদেশ আছে। প্রস্থন অর্থ পুষ্পিত অথবা ছিন্ন মূলদেশ হইতে পুনরুদ্গত। এই আগ্রয়ণেষ্টিতে ঐন্দ্রাগ্নাদির তন্ত্র অনুসারে কি প্রস্থন অথবা অপ্রস্থন যে কোন বর্হিঃ আদেয় অথবা স্থাবাপৃথিবী অনুসারে কেবল প্রস্থনবর্হিই গ্রহণীয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, অনিয়ত অর্থাৎ প্রস্থন ও অপ্রস্থন যে কোন বর্হি এখানে উপা-দেয়। কারণ, উহা ঐন্দ্রাগ্ন এবং বৈশ্বদেবরূপ অনেক (একাধিক) যাগের ধর্ম্ম, অথচ ঐ দুইটি যাগ প্রথম প্রাপ্ত। এই দুই কারণে ঐ দুইটি যাগেরই প্রাবল্য। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সত্য বটে, ঐ দুইটি যাগ প্রবল, তথাপি প্রস্থনত্ববিশিষ্ট বর্হিঃ গ্রহণ করিলে যখন উহাদের সহিত কোন বিরোধ হয় না অথচ ইহাতে অন্ত একটি যাগের বৈগুণ্য পরিহৃত হয় তখন 'কাংস্তভোজিস্তায়ে' প্রস্থনবর্হিই উপাদেয়। যেমন, শিষ্যের কাংস্তপাত্রে ভোজন করিবার ব্রত আছে, কিন্তু গুরুর তাহা নাই। শিষ্যকে গুরুর উচ্ছিষ্ট পাত্রে ভোজন করিতে হইবে। গুরু যদি অন্ত পাত্রে ভোজন করেন, তাহা হইলে সেই পাত্রে শিষ্য ভোজন করিলে তাহার ব্রতলোপ হইয়া পড়ে। এ কারণে শিষ্য অপ্রধান হইলেও তাহার ব্রতভঙ্গ রহিত করিবার জন্ত যেমন গুরুও কাংস্তপাত্রেই ভোজন করেন, কারণ, ইহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি নাই অথচ শিষ্যের উপকার হয়, এ স্থলেও সেইরূপ স্থাবাপৃথিব্য যাগের অনুরোধে প্রস্থনবর্হিই গ্রহণীয়। ইতি ১৪শ আগ্রয়ণে প্রস্থনবর্হিরই গ্রহণাধিকরণ।

তৎপ্রবৃত্ত্যা তু তন্ত্রস্থ নিয়মঃ স্যাদ্যথা পাশুকং
সূক্তবাকেন ॥ ৩৬ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তৎপ্রবৃত্ত্যা"—সেই প্রস্থনবর্হির প্রবৃত্তি (গ্রহণ) হইলে, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "তন্ত্রস্ত নিয়মঃ স্যাৎ"—তন্ত্রের নিয়মিত

হইবে অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিব্যই তন্ত্রী হইবে, "যথা"—যেমন, "পাশুকং সূক্ত-বাকেন"—সূক্তবাক অনুসারে পাশুক অনুষ্ঠান তন্ত্রী হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। আগ্রয়ণেষ্টিতে যদি প্রস্তুনবর্হিঃ গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে দ্যাবাপৃথিব্য যাগ কি তন্ত্রী হইবে অথবা অন্য দুইটি তন্ত্রী হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে দ্যাবাপৃথিব্যযাগের ধর্ম্ম যে প্রস্তুন-বর্হিঃ তাহা যখন গ্রহণ করা হইতেছে তখন পূর্ব্বতম (পূর্ব্বোক্ত ১২শ) অধিকরণের নিয়ম অনুসারে দ্যাবাপৃথিব্যই তন্ত্রী হইবে। কারণ, তথায় সূক্তবাকের বৈশিষ্ট্যবশতঃই পাশুক অনুষ্ঠানকে তন্ত্রী বলা হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

ন বাঽবিরোধাৎ ॥ ৩৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "ন"—না তাহা হইবে না, "অবিরোধাৎ"—যে হেতু কোন বিরোধ নাই।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রস্তুনত্বের সহিত ঐন্দ্রাগ্নাদির যখন কোন বিরোধ নাই তখন উহা যে কেবল দ্যাবাপৃথিব্যযাগের ধর্ম্ম তাহা বলা যায় না। সুতরাং কেবল দ্যাবাপৃথিব্যই তন্ত্রী নহে। কিন্তু অনিয়মে ঐন্দ্রাগ্ন ও বৈশ্বদেব এবং দ্যাবাপৃথিব্য উভয়েই তন্ত্রী। ইতি সিদ্ধান্ত।

অশাস্ত্রলক্ষণত্বাচ্চ ॥ ৩৮ ॥

অক্ষরার্থ। "অশাস্ত্রলক্ষণত্বাৎ চ"—প্রত্যক্ষশাস্ত্রবোধিত নহে বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে সূক্তবাকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, সেই বৈশিষ্ট্যযুক্ত সূক্তবাক তথায় বিকৃতিভূত সবনীয় পশুতে প্রত্যক্ষশাস্ত্রের দ্বারা বিহিত। কাজেই তাহা অতিদিষ্টধর্ম্মা পুরোডাশ হইতে প্রবল। পক্ষান্তরে এখানে প্রস্তুনত্ব অতিদেশবলে প্রাপ্ত। কাজেই প্রস্তুনত্ব এবং অপ্রস্তুনত্ব উভয়েই তুল্যবল। অতএব প্রাবল্য না থাকায় কেবল দ্যাব্যাপৃথিব্যই যে তন্ত্রী তাহা নহে, কিন্তু অনিয়মে উভয়েই তন্ত্রী। ইতি ১৫ দ্যাবাপৃথিব্যাদি সবগুলিরই তন্ত্রিতাধিকরণ।

ইতি দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ।

অথ দ্বাদশাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ

বিশ্বজিতি বৎসত্বঙ্নামধেয়াদিতরথা তন্ত্রভূয়স্ত্বাদহতং স্যাৎ ॥ ১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "বিশ্বজিতি"—বিশ্বজিৎনামক দিবসে, "বৎসত্বক্" —বৎসত্বক্ পরিধেয়, "নামধেয়াৎ"—নামধেয় অনুসারে, "ইতরথা"— তাহা না হইলে, "তন্ত্রভূয়স্ত্বাৎ"—দিবসাধিক্যবশতঃ তদনুসারে, "অহতং স্যাৎ"—অহত বস্ত্র পরিধান করিতে হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। এই পাদে প্রসঙ্গের অপবাদ আলোচিত হইবে—কোন্ কোন্ স্থলে প্রসঙ্গ হয় না তাহাই প্রধানতঃ বিচারিত হইবে। অষ্টরাত্র অহীন যাগ আছে। তাহার প্রথম দিবসের নাম বিশ্বজিৎ; মাঝের ছয় দিন অভিপ্লব বড়হ নামক; আর শেষ দিনটি অভিজিৎসংজ্ঞক। ঐ যে বিশ্বজিৎসংজ্ঞক প্রথম দিবসীয় যাগ উহাতে স্বীয় প্রকৃতি বিশ্বজিৎ যাগ হইতে নামাতিদেশবলে বৎসত্বক্ পরিধেয়রূপে প্রাপ্ত হয়। আর অভিপ্লব বড়হনামক মাঝের ছয় দিনে জ্যোতিষ্টোম হইতে অতিদেশবলে অহত বস্ত্র পরিধেয়রূপে প্রাপ্ত হয়। আর অন্তিম যে অভিজিৎসংজ্ঞক দিবস্ তাহাতেও অহতবাস অতিদিষ্ট। এইরূপে অষ্টরাত্র যাগে বৎসত্বক্ এবং অহত বস্ত্র উভয়েরই প্রাপ্তি হইতেছে। সুতরাং ইহাদের কি বিকল্প হইবে অথবা সমুচ্চয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে এক জন পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ইহাদের বিকল্প হইবে, কারণ, ইহাদের উভয়ের একার্থতা রহিয়াছে—উভয়ের দ্বারা একই প্রয়োজন নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। অন্য এক পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, অহত বস্ত্র বহুদিনের ধর্ম্ম বলিয়া তাহারই প্রাবল্য, অতএব তাহাই এ স্থলে গ্রহণীয়। ইহার উত্তরে চরম পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, যদি এ স্থলে নামধেয় অনুসারে অতিদেশ প্রাপ্তি না হইত তাহা হইলে অধিকসংখ্যক দিনের যাহা ধর্ম্ম সেই অহতবস্ত্রদ্বয়ের প্রাবল্য হইতে পারিত। কিন্তু এখানে 'বিশ্বজিৎ' দিবসে নামধেয় অনুসারে বৎসত্বক্ প্রাপ্ত হইতেছে। আর নামধেয়বশতঃ যে অতিদেশ তাহা

দ্রুততরপ্রবৃত্তির হেতু বলিয়া প্রবল। সুতরাং তদনুসারে এখানে বৎসত্বকই গ্রহণীয়। আর তাহা দ্বারাই অহতবস্ত্রের প্রয়োজন প্রসঙ্গসিদ্ধ হইবে। এ স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠপাদের ১৮শ সূত্রের ন্যায় (১ম খণ্ড ৫৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এখানেও সূত্রান্তথাকরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষীর মত ভাষ্যমধ্যে উক্ত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অবিরোধো বা উপরিবাসো হি বৎসত্বক্ ॥ ২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "অবিরোধঃ"—বিরোধ নাই বলিয়া (সমুচ্চয় হইবে), "হি"—যে হেতু, "বৎসত্বক্ উপরিবাসঃ" —বৎসত্বক্ উপরিবস্ত্র (উত্তরীয়) হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অহতবস্ত্র নিম্নদেশের আবরণ এবং বৎসত্বক্ ঊর্দ্ধ দেশের আবরণ করিলে উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ হয় না। কাজেই এ স্থলে উভয়ের সমুচ্চয় হইবে ; যে হেতু, ইহাতে উভয়ের প্রতিই অনুগ্রহ হইয়া থাকে। ইতি ১ম অষ্টরাত্রে অহতবস্ত্র ও বৎসত্বকের সমুচ্চয়াধিকরণ।

অনুনির্ব্বাপ্যেষু ভূয়স্ত্বেন তন্ত্রনিয়মঃ স্যাৎ (স্বিষ্টকৃদ্দর্শনাচ্চ) ॥ ৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অনুনির্ব্বাপ্যেষু"—অনুনির্ব্বাপ্য হবির্দ্রব্য সকলে, "ভূয়স্ত্বেন"—আধিক্য অনুসারে, "তন্ত্রনিয়মঃ স্যাৎ"—তন্ত্রের নিয়ম হইবে, ["স্বিষ্টকৃদ্দর্শনাৎ চ"—স্বিষ্টকৃদ্‌বিষয়ক বিধি দৃষ্ট হয় বলিয়াও।]

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অগ্নিচিৎপ্রকরণে "অগ্নীষোমীয়স্য পশুপুরোডাশমনু দেবসুবাং হবীংষি নির্ব্বপতি" এই বচনে পশুপুরোডাশের পর অষ্ট সংখ্যক অনুনির্ব্বাপ্য হবিঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। এ স্থলে কি অনুনির্ব্বাপ্য হবিঃ তন্ত্রী অথবা পুরোডাশই তন্ত্রী, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, অনুনির্ব্বাপ্য হবির্দ্রব্যগুলি যখন বহুসংখ্যক, তখন ঐ গুলিই প্রবল। অতএব আধিক্য অনুসারে ঐ অনুনির্ব্বাপ্য হবির্দ্রব্যই তন্ত্রী হইবে, বিশেষতঃ এই গুলির সহিত স্বিষ্টকৃৎশব্দে স্বিষ্টকৃতের উল্লেখ রহিয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

আগন্তুকত্বাদ্ বা স্বধর্ম্মা স্যাচ্ছ্রুতিবিশেষাদিতরস্য চ মুখ্যত্বাৎ ॥ ৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "আগন্তুকত্বাৎ"—অনুনির্ব্বাপ্যগুলি আগন্তুক অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাবী বলিয়া, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "স্বধর্ম্মা স্যাৎ"—পুরোডাশ স্বধর্ম্মা অর্থাৎ তন্ত্রী হইবে, "শ্রুতিবিশেষাৎ"—বিশেষ শ্রুতিবচন অনুসারে, "ইতরস্য চ মুখ্যত্বাৎ"—পুরোডাশের মুখ্যতা রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে পুরোডাশই তন্ত্রী হইবে, কারণ, তাহা প্রথমাবদ্ধ বলিয়া মুখ্য সুতরাং প্রবল, আর অনুনির্ব্বাপ্যগুলি আগন্তুক অর্থাৎ তৎপশ্চাদ্ভাবী বলিয়া দুর্ব্বল। ইহা শ্রুতিবচনের "পশুপুরোডাশমনু নির্ব্বপতি" অর্থাৎ "পুরোডাশের পশ্চাৎ নির্ব্বাপ্য হইবে" এই বিশেষত্বের দ্বারা বোধিত হইয়াছে। ইতি সিদ্ধান্ত।

স্বস্থানত্বাচ্চ ॥ ৫ ॥

অক্ষরার্থ। "স্বস্থানত্বাৎ চ"—পুরোডাশ স্বস্থানবর্ত্তী বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। পুরোডাশ যদি তন্ত্রী হয়, তাহা হইলে বপাপ্রচারের পর পুরোডাশের যে স্থান সেই স্থানেই তাহার অঙ্গগুলিও অনুষ্ঠিত হয়, কারণ, অঙ্গগুলি প্রধানের দেশে (স্থানে) অনুষ্ঠেয়। আর তাহা হইলে শ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু অনুনির্ব্বাপ্য হবিগুলি যদি তন্ত্রী হয়, তাহা হইলে অনুনির্ব্বাপ্যের অঙ্গগুলি তাঁথায় অনুষ্ঠেয় হইয়া পড়ে, আর পুরোডাশের অঙ্গগুলি দূরে সরিয়া পড়ে। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে। অতএব পুরোডাশই তন্ত্রী।

স্বিষ্টকৃচ্ছ্রবণান্নেতি চেৎ ॥ ৬ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "স্বিষ্টকৃৎ-শ্রবণাৎ"—স্বিষ্টকৃতের উল্লেখ থাকায়, "ন"—পুরোডাশ তন্ত্রী নহে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, অনুনির্ব্বাপ্যের সহিত স্বিষ্টকৃতের উল্লেখ আছে বলিয়া পুরোডাশ তন্ত্রী হইবে না। অতএব অনুনির্ব্বাপ্য হবির্দ্রব্যই তন্ত্রী। ইতি আশঙ্কা।

বিকারঃ পবমানবৎ ॥ ৭ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "বিকারঃ"—গুণস্বরূপ, "পবমানবৎ"—পবমান শব্দের স্থায়।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহারার্থে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "অগ্নয়ে পবমানায় নির্ব্বপতি" এই বাক্যে যেমন 'পবমান' শব্দের দ্বারা নির্ব্বাপেরই বিশেষত্ব বোধিত হইয়াছে, সেই রূপ এ স্থলেও স্বিষ্টকৃৎ শব্দটি অনুনির্ব্বাপ্যের দেবতার মাত্র বিশেষণ হইতেছে বলিয়া উহা দ্বারা অনুনির্ব্বাপ্যের তন্ত্রিত্ব সাধিত হয় না। ইতি আশঙ্কানিরাস।

অবিকারো বা প্রকৃতিবচ্চোদনাং প্রতি ভাবাচ্চ ॥ ৮ ॥

অক্ষরার্থ। "অবিকারঃ"—বিকার হইবে না, "বা"—অথবা, "প্রকৃতিবৎ"—প্রকৃতির স্থায়, "চোদনাং প্রতি"—বিধির প্রতি, "ভাবাৎ চ"—সিদ্ধশব্দের দ্বারা অনুবাদ করা হইয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বে যে ভাবে পরিহার বলা হইল, তাহাতে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। এ কারণে প্রকারান্তরে পরিহার বলিতেছেন "অবিকারো বা" ইত্যাদি। অথবা এ স্থলে স্বিষ্টকৃৎশব্দের দ্বারা বিশেষিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে না, কিন্তু বিশেষণরহিতভাবেই প্রয়োগ করিতে হইবে। তবে যে বিধিবাক্যে স্বিষ্টকৃৎ-শব্দের উল্লেখ তাহা বিধ্যুদ্দেশসমর্পক বুঝিতে হইবে। "শরময়ং বর্হির্ভবতি" এ স্থলে 'শর' যেমন কুশের কার্য্যসাধক বলিয়া উহা তৎস্থানাপন্ন, সুতরাং শরের দ্বারা কুশের কার্য্য সম্পাদন করিবে, ইহাই বাক্যার্থ, সেইরূপ এখানেও উক্ত হবিষ্কৃৎ দেবতাগুলির দ্বারা স্বিষ্টকৃতের কার্য্য সম্পাদন করিবে, ইহাই স্বিষ্টকৃৎশব্দের দ্বারা বোধিত হইয়াছে। অতএব এ স্থলে পুরোডাশ তন্ত্রী এবং অনুনির্ব্বাপ্যগুলি প্রসঙ্গী। ইতি ২য় অনুনির্ব্বাপ্যাধিকরণ।

এককর্ম্মণি শিষ্টত্বাদ্ গুণানাং সর্ব্বকর্ম্ম স্যাৎ ॥ ৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "এককর্ম্মণি"—একই কর্ম্মের (উদ্দেশে), "শিষ্টত্বাৎ"—উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, "গুণানাং"—অনেকগুলি গুণের, "সর্ব্বকর্ম্ম-স্যাৎ"—সবগুলিই অনুষ্ঠেয়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে "ঋজুমাঘারয়তি, সন্ততমাঘারয়তি, উর্দ্ধমাঘারয়তি" এই বচনে আঘারে ঋজুতা, সন্ততা (অবিচ্ছিন্ন-ধারা) এবং উর্দ্ধতা উপদিষ্ট হইয়াছে। এই তিনটিরই কার্য্য (প্রয়োজন) এক; সুতরাং ইহাদের বিকল্প হইবে কি সমুচ্চয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ইহাদের একার্থতা রহিয়াছে বলিয়া বিকল্প হইবে,কারণ,এইগুলি একই আঘার সম্পাদন করে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে ঋজুত্বাদির সমুচ্চয় হইবে, যে হেতু, একার্থক নহে বলিয়া ইহাদের দৃষ্টার্থতা নাই, কিন্তু এইগুলি অদৃষ্টার্থক। অথচ ইহাদের মধ্যে বিরোধ নাই। ইতি ৩য় আঘারে ঋজুত্বাদির সমুচ্চয়াধিকরণ।

একার্থাস্তু বিকল্পেরন্ সমুচ্চয়ে হ্যাবৃত্তিঃ প্রধানস্য ॥ ১০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "একার্থাঃ"—যাহারা একই প্রয়োজন সম্পাদন করে তাদৃশ পদার্থগুলির,"বিকল্পেরন্"—বিকল্প হইবে,"হি"—যে হেতু,"সমুচ্চয়ে —সমুচ্চয় হইলে, "আবৃত্তিঃ প্রধানস্য"—প্রধানের আবৃত্তি হইয়া পড়ে।

ভাষ্যভাবার্থ। যে সমস্ত একাধিক দ্রব্য একই প্রয়োজন সম্পাদন করে, যেমন সব ব্রীহি ও যব পুরোডাশার্থক, খদির ও পলাশ উভয়ই যূপার্থক, বৃহৎসাম ও রথন্তর সাম দুইটিই স্তোত্রার্থক ইত্যাদি, সে গুলির কি সমুচ্চয় হইবে অথবা বিকল্প হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্ত-মুখে অধিকরণ আরম্ভ করিয়া ইহাদের সমুচ্চয় স্বীকার করিলে প্রধানের আবৃত্তি করিতে হয়; যেমন, যবের দ্বারা একটি পুরোডাশ এবং ব্রীহির দ্বারা একটি পুরোডাশ হয়; এই রূপ খদিরের দ্বারা একটি যূপ এবং পলাশের দ্বারা অপর একটি যূপ করিতে হয়। আর তাহাতে যে কোন একটি পুরোডাশ এবং যূপ নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে; অন্যথা পুরোডাশের আহুতি এবং যূপে পশুনিয়োজনাদি একাধিক বার করিতে হয়, অথচ তাহা অশাস্ত্রীয়, এ কারণে এ স্থলে সমুচ্চয় হইবে না, কিন্তু বিকল্পই হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

অভ্যস্যেতার্থবত্ত্বাদিতি চেৎ ॥ ১১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "অভ্যস্যেত"—প্রধানের আবৃত্তি হইবে, "অর্থবত্ত্বাৎ"—যে হেতু, তাহাতে অদৃষ্টজনকতারূপ সার্থক্য থাকিবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, সমুচ্চয় স্বীকার করিলে যদি প্রধানের আবৃত্তি হয় তাহাতে ক্ষতি কি? তাহা অদৃষ্টের জনক হইবে, তাহাতে ফলের আধিক্য ঘটিবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

নাশ্রুতিত্বাৎ। সতি চাভ্যাসশাস্ত্রত্বাৎ। বিকল্পবচ্চ দর্শয়তি। কালান্তরেঽর্থবত্ত্বং স্যাৎ ॥ ১২॥

অক্ষরার্থ। "ন"—না অভ্যাস হইবে না, "অশ্রুতিত্বাৎ"—যে হেতু, তাহা শ্রুতিবোধিত নহে। "চ"—আর, "সতি"—অভ্যাসের শাস্ত্র থাকিলে, "অভ্যাসশাস্ত্রত্বাৎ"—অভ্যাস শাস্ত্রবোধিত। "বিকল্পবৎ" —বিকল্পযুক্তরূপে, "দর্শয়তি চ"—শ্রুতি স্বয়ং দেখাইয়া দিতেছেন। "কালান্তরে"—অন্য প্রয়োগে (অনুষ্ঠানে), "অর্থবত্ত্বং স্যাৎ"—সার্থক্য থাকে।

ভাষ্যভাবার্থ। ভাষ্যমধ্যে "ন অশ্রুতিত্বাৎ" ইত্যাদি "অর্থবত্ত্বং স্যাৎ" ইত্যন্ত অংশের একসঙ্গে ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে চারিটি সূত্র পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে অভ্যাসের কথা বলিয়াছেন তাহা সঙ্গত নহে, কারণ, বিনা শাস্ত্রোপদেশে অভ্যাস অনর্থক। যেখানে অভ্যাস আবশ্যক সেখানে শাস্ত্রমধ্যেই তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। যেমন, "গোসবে উভে কুর্য্যাৎ", "উভে বৃহদ্রথন্তরে কুর্য্যাৎ" অর্থাৎ গোসবযজ্ঞে দুইটিই কর্ত্তব্য। বৃহৎ এবং রথন্তর দুইটি সামই কর্ত্তব্য। এতাদৃশস্থলে শাস্ত্রপ্রামাণ্যে অভ্যাস স্বীকার করা চলে। আরও, শ্রুতিমধ্যে বাজপেয় প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "বৈল্বো বা খাদিরো বা পালাশো বাঽন্যেষাং যজ্ঞক্রতূনাং যূপা ভবন্তি অথৈতস্য খাদির এব কার্য্যঃ"। অর্থাৎ "অপরাপর যজ্ঞে বিল্ববৃক্ষেরই হউক, খদির বৃক্ষেরই হউক কিংবা পলাশ বৃক্ষেরই হউক, ইহাদের যে কোন বৃক্ষের যূপ হইলেই চলিবে, কিন্তু এই যজ্ঞে (বাজপেয়ে) যূপ খদিরবৃক্ষেরই হইবে"—এই শ্রুতিবচনে যজ্ঞান্তরে যূপের বিকল্পই দেখান হইয়াছে। যদি বলা হয়, বিকল্প হইলে একটির অপ্রামাণ্য হইবে, তদুত্তরে বক্তব্য, একটি প্রয়োগে ব্রীহি বা পলাশ বা রথন্তর গৃহীত হইয়াছে বলিয়া যে অন্য প্রয়োগেও তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন যজমান (যাগকর্ত্তা) ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগে কেহ বা ব্রীহি দ্বারা কেহ বা যবের দ্বারা পুরোডাশ করিবে।

কেহ বা খাদিরের, কেহ বা পলাশের যূপ করিবেই। কেহ বা বৃহৎ, কেহ বা রথন্তর গান করিবেই। সুতরাং যেটি এক স্থলে অগৃহীত হইবে প্রয়োগান্তরে সেটি গৃহীত হইবে, এই ভাবে তাহাদের সার্থকতা থাকিবে। অতএব ব্রীহিযবাদির বিকল্পই হইবে। ইতি ৪র্থ বিকল্পাধিকরণ।

প্রায়শ্চিত্তেষু চৈকার্থ্যান্নিষ্পন্নেনাভিসংযোগস্তস্মাৎ
সর্ব্বস্য নির্ঘাতঃ ॥ ১৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রায়শ্চিত্তেষু"—একাধিক প্রায়শ্চিত্তস্থলে, "চ"—অধিকরণান্তরসূচক, "ঐকার্থ্যাৎ"—যে হেতু, একার্থতা রহিয়াছে, "নিষ্পন্নেন অভিসংযোগঃ"—নিষ্পন্ন নিমিত্তের সহিত সম্বন্ধবশতঃ, "তস্মাৎ"—সেই একটির অনুষ্ঠান হইতে, "সর্ব্বস্য নির্ঘাতঃ"—সবগুলি নিমিত্তের ক্ষয় হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। অনবধানতাবশতঃ কর্ম্মানুষ্ঠানের বৈগুণ্য ঘটিলে একই কর্ম্মের জন্য যেখানে একাধিক প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে, সেখানে কি সে গুলির সমুচ্চয় হইবে অথবা বিকল্প হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, সমুচ্চয় হইবে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এতাদৃশ স্থলে বিকল্প হইবে। কারণ, এরূপ স্থলে প্রত্যেকটি প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বাক্যের দ্বারা অন্যনিরপেক্ষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং একটি প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে সবগুলি দোষের ক্ষয় হইবে। ইহার উদাহরণ যেমন, "যদ্ ঋকৃতো যজ্ঞ আর্ত্তিমিয়াৎ ভূঃ স্বাহেতি গার্হপত্যে জুহুয়াৎ" ইত্যাদি বচনে যজ্ঞে ঋক্, যজুঃ বা সাম জন্য অনুষ্ঠানের বৈগুণ্য সমাধানের জন্য গার্হপত্য অগ্নিতে "ভূঃ স্বাহা" এই বলিয়া, দক্ষিণাগ্নিতে "ভুবঃ স্বাহা" এই বলিয়া এবং আহবনীয় অগ্নিতে "স্বঃ স্বাহা" এই বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম বিহিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের বিকল্প হইবে। এইরূপ যাবজ্জীবিক দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের লঙ্ঘন করিলে "বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্ব্বপেৎ" এই বলিয়া একটি এবং "অগ্নয়ে পথিকৃতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ" এই বলিয়া অপর একটি প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। অত্র বিচারিত নিয়ম অনুসারে ইহাদের যে কোন একটির অনুষ্ঠান করিলেই চলিবে।

সমুচ্চয়স্ত্বদোষার্থঃ ॥ ১৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সমুচ্চয়ঃ"—সমুচ্চয় হইবে, "তু"—কিন্তু, "অদোষার্থঃ"—দোষ না থাকার জন্য।

ভাষ্যভাবার্থ। পক্ষান্তরে যেখানে কোন বৈগুণ্যরূপ দোষ নাই, কিন্তু কেবল ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে সেখানে একাধিক প্রায়শ্চিত্তের সমুচ্চয়ই হইবে। যেমন, "ভিন্নে জুহোতি", "স্কন্নে জুহোতি" এই দুইটি বিভিন্ন বাক্যে যজ্ঞপাত্রের ভেদনের জন্য প্রায়শ্চিত্তহোম এবং হোমকালে আজ্যস্কন্দনের জন্যও প্রায়শ্চিত্তহোম পৃথক্ পৃথক্ উপদিষ্ট হইয়াছে। এখানে দুইটিই অনুষ্ঠেয়। ভাষ্যানুসারে এখানে দুইটি সূত্রে একটি অধিকরণ হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রদীপিকা ও ন্যায়মালায় এখানে দুইটি সূত্রে দুইটি অধিকরণ দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মতেও পরবর্ত্তী অধিকরণটি পূর্ব্বাধিকরণের অপবাদমাত্র। ইতি ৫ম প্রায়শ্চিত্তাধিকরণ।

মন্ত্রাণাং কর্ম্মসংযোগাৎ স্বধর্ম্মেণ প্রয়োগঃ স্যাদ্ ধর্ম্মস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ ॥ ১৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "কর্ম্মযোগাৎ"—কর্ম্মে প্রয়োগ হইলে, "মন্ত্রাণাং স্বধর্ম্মেণ প্রয়োগঃ স্যাৎ"—স্বাধ্যায়কালে মন্ত্র সকলের নিজ নিজ যে বিশেষ ধর্ম্ম থাকে সেইগুলি সহকারে প্রয়োগ হইবে, "ধর্ম্মস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ"—যে হেতু, সেই সেই ধর্ম্ম মন্ত্রপ্রয়োগের নিমিত্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। স্বাধ্যায় গ্রহণকালে মন্ত্রসকলের কতকগুলি ধর্ম্ম থাকে। যেমন, "পর্ব্বণি নাধ্যেতব্যম্" অর্থাৎ পর্ব্ব (অষ্টমী, অমাবস্যাদি) কালে অনধ্যেয়তা ইত্যাদি। যজ্ঞাদি কর্ম্মে মন্ত্রগুলির যখন প্রয়োগ করা হয় তখন ঐ অনধ্যেয়তা প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি অনুসরণীয় কি না, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, যজ্ঞকালেও ঐ ধর্ম্মগুলি আদরণীয়। কারণ, ধর্ম্মগুলি মন্ত্রপ্রয়োগের জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে। কাজেই সেই ধর্ম্মগুলি উপেক্ষিত হইলে মন্ত্র সকল প্রযুজ্যমান হইলেও অনর্থকই হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

বিদ্যাং প্রতি বিধানাদ্ বা সর্ব্বকারণং প্রয়োগঃ স্যাৎ কর্ম্মার্থত্বাৎ প্রয়োগস্য ॥ ১৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বিদ্যাং প্রতি বিধানাৎ"—ঐ ধর্ম্মগুলি বিদ্যা-গ্রহণের জন্য বিহিত হইয়াছে বলিয়া, "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "সর্ব্বকারণং প্রয়োগঃ স্যাৎ"—প্রয়োগ অর্থাৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান সকল কারণ লইয়াই হইবে অর্থাৎ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বকই হইবে, "কর্ম্মার্থত্বাৎ প্রয়োগস্য"—যে হেতু, কর্ম্মের জন্য মন্ত্রের প্রয়োগ।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পর্ব্বকালে অনধ্যেয়তা হইতেছে বিদ্যাগ্রহণের ধর্ম্ম। কাজেই মন্ত্র সকল গুরুর নিকটে যখন আয়ত্ত করা হয়, তখন তাহা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয় সে জন্য ঐ ধর্ম্মগুলি পালনীয়। সুতরাং উহার প্রয়োজন অন্য। কিন্তু কর্ম্মে যে মন্ত্র পাঠ তাহা প্রয়োগবিধি দ্বারা পরিগৃহীত; কর্ম্মের পূর্ণতা করা তাহার ফল। কাজেই বিদ্যাগ্রহণের ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান মধ্যে আদরণীয় নহে; কারণ, তাহা হইলে কর্ম্মটির মধ্যে বৈগুণ্য ঘটিবে। ইতি ৬ষ্ঠ কর্ম্মকালে অনধ্যায়েও মন্ত্রপ্রয়োগাধিকরণ।

ভাষাস্বরোপদেশাদৈরবৎ প্রবচনপ্রতিষেধঃ স্যাৎ ॥ ১৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ভাষাস্বরোপদেশাৎ"—ভাষিকস্বরের উপদেশ থাকিলে, "ঐরবৎ"—'ঐর' প্রয়োগের ন্যায়, "প্রবচনপ্রতিষেধঃ স্যাৎ"—প্রবচনের নিবৃত্তি হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। কর্ম্মকালে মন্ত্রসকলে কি 'ভাষিক' স্বরের প্রয়োগ করিতে হইবে অথবা প্রবচনকালে (স্বাধ্যায় গ্রহণকালে) যে মন্ত্র যে স্বর সহকারে গৃহীত হইয়াছে, সেই মন্ত্র সেই স্বরেই প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, 'ভাষিক' স্বর ব্রাহ্মণভাগে উপদিষ্ট। আর ব্রাহ্মণই কর্ম্মের বিধায়ক। কাজেই মন্ত্রসকল প্রবচনকালে অন্য স্বর সহকারে অধীত হইলেও

ব্রাহ্মণোক্ত যে ভাবিকস্বর তাহাই কর্ম্মমধ্যে প্রয়োগ করা উচিত। যেমন মন্ত্রমধ্যে "গিরা" পদ থাকিলেও তৎস্থানে "ইরা" পাঠ করিয়া প্রয়োগ করা হয়। ইহা নবম অধ্যায়ের প্রথম পাদের সপ্তদশ অধিকরণে ৫০-৫৪ সূত্রে বিচারিত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

মন্ত্রোপদেশো বা ন ভাষিকস্য প্রায়াপত্তের্ভাষিক-
শ্রুতিঃ ॥ ১৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "মন্ত্রোপদেশঃ"—ব্রাহ্মণে মন্ত্রের উপদেশ হইতেছে, "প্রায়াপত্তেঃ"—অধ্যয়নে সৌকর্য্যের জন্য, "ভাষিকশ্রুতিঃ"—ভাষিকস্বরের উল্লেখ।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, মন্ত্র সকল যখন কর্ম্মে পঠিত হইবে তখন ব্রাহ্মণগ্রন্থে সেগুলির স্বরের যে ভিন্নতা আছে তাহা আদরণীয় হইবে না, কিন্তু সেগুলি স্বাধ্যায়কালে যে স্বরে গৃহীত হইয়াছিল. সেই স্বরেই প্রয়োগ করিতে হইবে। কারণ, তাহাই মন্ত্রের যথার্থ স্বর। আর ব্রাহ্মণমধ্যে মন্ত্রের উল্লেখ করিয়া সেই সেই কর্ম্মে সেই সেই মন্ত্রের পাঠ্যতামাত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। যদি তাহা দ্বারা ভাষিক স্বরেরও বিধি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়িবে। তবে যে ব্রাহ্মণগ্রন্থে অন্য স্বরে সেগুলি পঠিত হয় তাহার কারণ অন্য। গায়কগণ যেমন গেয় বস্তুর মধ্যে গানের নিয়মানুসারে গানাতিরিক্ত অন্য যে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করে, সেগুলি গেয়ের অন্তর্গত না হইলে পাছে গেয় বস্তুর স্বরসন্তানের বিচ্ছেদ ঘটে (ভঙ্গ হয়) এ জন্য সেগুলিকেও গেয় বস্তুর স্বরসংযুক্ত করিয়াই উচ্চারণ করে সেইরূপ ব্রাহ্মণগ্রন্থ ভাষিক স্বরেই অধ্যেয় বলিয়া পাছে অন্য স্বরের মিশ্রণে সেই স্বর-সন্তানের বিচ্ছেদ ঘটে এ কারণে মন্ত্রগুলিকেও সেই ভাষিকস্বরযুক্ত করিয়া পাঠ করিতে হয়। এজন্য ভাষিকস্বর মন্ত্রগুলির স্বীয় স্বর নহে। অতএব কর্ম্মকালে ভাষিক স্বর প্রয়োগ করা চলিবে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

বিকারঃ কারণাগ্রহণে ॥ ১৯ ॥

অক্ষরার্থ। "বিকারঃ"—'গিরা' পদের বিকার হইবে, "কারণা-গ্রহণে"—কারণের অগ্রহণ হেতু।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে 'ইরা' শব্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা এখানে খাটে না। কারণ, এখানে ভাষিকস্বরে বিধি স্বীকার করিলে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে; কিন্তু ঐ 'ইরা' শব্দের প্রয়োগে সে সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বাক্যভেদরূপ কারণ না থাকায় সেখানে "ঐরং কৃত্বা উদ্গেয়ম্" এই বিধি অনুসারে 'গিরা' পদের বিকার করিয়া প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু এখানে ভাষিক-স্বরের প্রয়োগ করিলে বাক্যভেদ হয় বলিয়া তাহা স্বীকার করা যায় না। ইতি ৭ম কর্ম্মমধ্যে প্রাবচন স্বরে মন্ত্রপাঠাধিকরণ।

তন্ন্যায়ত্বাদদৃষ্টেঽপ্যেবম্ ॥ ২০ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তন্ন্যায়ত্বাৎ"—ঐ নিয়ম অনুসারে, "অদৃষ্টে অপি"—মন্ত্রকাণ্ডে অপঠিত যে মন্ত্র তাহাতেও, "এবম্"—ঐরূপ হইবে অর্থাৎ ভাষিকস্বর প্রয়োক্তব্য হইবে না।

ভাষ্যভাবার্থ। যে সমস্ত মন্ত্র কেবল ব্রাহ্মণমধ্যেই পঠিত হয় কিন্তু মন্ত্রকাণ্ডে পঠিত হয় নাই সেগুলি কোন্ স্বরে পাঠ করা হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, পূর্ব্বের নিয়ম অনুসারে সেগুলিতেও ব্রাহ্মণোক্ত ভাষিকস্বর প্রয়োগ করা চলিবে না। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

তদুৎপত্তের্বা প্রবচনলক্ষণত্বাৎ ॥ ২১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তদুৎপত্তেঃ"—সেই ব্রাহ্মণমধ্যেই তাদৃশ মন্ত্রের উৎপত্তি (পাঠ)" বলিয়া (ব্রাহ্মণীয় ভাষিকস্বরেই তাহা পঠনীয়), "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "প্রবচনলক্ষণত্বাৎ"—যে হেতু, প্রবচনই মন্ত্রের লক্ষণ। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এতাদৃশ মন্ত্র ব্রাহ্মণোক্ত ভাষিকস্বরেই পঠনীয়। কারণ, ঐ প্রকার মন্ত্র কেবল ব্রাহ্মণমধ্যেই পঠিত বলিয়া ব্রাহ্মণীয় স্বরই তাহার নিজস্ব। প্রবচনকালে অর্থাৎ স্বাধ্যায়কালে ঐ সকল মন্ত্র ভাষিকস্বরেই গৃহীত হয় কিন্তু অন্য কোন স্বরে তাহা অধীত হয় না। আর স্বাধ্যায়ই মন্ত্রের স্বরের জ্ঞাপক। কাজেই তথায় অন্য স্বরে প্রয়োগ করা যায় না। ইতি ৮ম ব্রাহ্মণমধ্যে পঠিত মন্ত্রসকলের ভাষিকস্বরতাধিকরণ।

মন্ত্রাণাং করণার্থত্বান্মন্ত্রান্তেন কর্ম্মাদিসন্নিপাতঃ স্যাৎ সর্ব্বস্য বচনার্থত্বাৎ ॥ ২২ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "মন্ত্রাণাং করণার্থত্বাৎ"—কর্ম্মমধ্যে মন্ত্রসকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের জন্য বলিয়া, "মন্ত্রান্তেন"—মন্ত্রের অন্তের সহিত অর্থাৎ সমগ্র মন্ত্র পঠিত হইলে, "কর্ম্মাদিসন্নিপাতঃ স্যাৎ"—কর্ম্মের আদির সন্নিপাত হইবে অর্থাৎ সেই মন্ত্র যে কর্ম্মে বিনিযুক্ত, সেই কর্ম্মের প্রারম্ভ হইবে, "সর্ব্বস্য বচনার্থত্বাৎ"—যে হেতু, বিনিয়োগ বচনের দ্বারা সমগ্র মন্ত্রটিরই স্মরণার্থতা বোধিত হয়। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। অনুষ্ঠেয় পদার্থের স্মারক যে সমস্ত মন্ত্র, সেগুলি কি যে কোন সময়ে পাঠ করিয়া কিংবা সেগুলি পাঠ করিতে করিতে সেই সেই পদার্থের অনুষ্ঠান হইবে অথবা সমগ্র মন্ত্রটি পঠিত হইলে তদনন্তর সেই কর্ম্মের আরম্ভ হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এ সম্বন্ধে যখন নিয়মের কোন কারণ নাই তখন যে কোন সময়ে মন্ত্র পাঠ করিলেই চলিবে। সুতরাং কর্ম্ম করিয়া মন্ত্র পাঠ করিলেও চলিবে কিংবা মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে কর্ম্ম করিলেও শাস্ত্রার্থ অনুষ্ঠিত হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, সমগ্র মন্ত্রটি পাঠ করিয়া তদনন্তর অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কারণ, অনুষ্ঠেয় বিষয়টির স্মৃতি জন্মাইয়া দেওয়া মন্ত্রের প্রয়োজন। মন্ত্রটি সমগ্র পঠিত না হইলে সেই স্মারকতা পরিপূর্ণভাবে সিদ্ধ হয় না। কাজেই মন্ত্রপাঠের পূর্ব্বে অনুষ্ঠান করা চলে না। এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অনুষ্ঠান করিলেও সে উদ্দেশ্য সফল হয় না। কিংবা সমগ্র মন্ত্রটি পাঠ করিয়া বিলম্ব করিলেও সেই স্মৃতি থাকে না। অতএব সমগ্র মন্ত্রটি পাঠ করিবার অব্যবহিত পরেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। ইতি ৯ম মন্ত্রপাঠের অনন্তরই পদার্থানুষ্ঠানাধিকরণ।

সন্ততবচনাদ্ধারায়ামাদিসংযোগঃ ॥ ২৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "সন্ততবচনাৎ"—'সন্তত' এইরূপ বচন (উল্লেখ) আছে বলিয়া, "ধারায়াম্"—বসুধারাতে, "আদিসংযোগঃ"—কর্ম্মের আদিতে মন্ত্রের সম্বন্ধ হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অগ্নিচয়নপ্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "সন্ততাং বসোর্ধারাং জুহোতি" অর্থাৎ সন্তত বসুধারার হোম করিবে। সন্তত অর্থ অবিচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে। এ স্থলে কি কর্ম্মের আদিতে মন্ত্রের প্রয়োগ হইবে অথবা কর্ম্মের অন্তে তাহা প্রয়োজ্য হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে কর্ম্মের আদিতে মন্ত্রের প্রয়োগ হইবে; কারণ, শ্রুতিমধ্যে যখন 'সন্তত' বলিয়া উল্লেখ আছে তখন কর্ম্মাদিতে মন্ত্র প্রযুক্ত না হইলে ঐ সান্তত্য থাকে না। যে হেতু, মন্ত্র এবং কর্ম্মের সহত্বই হইতেছে অবিচ্ছিন্নত্বরূপ সান্তত্য। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

কর্ম্মসন্তানো বা নানা কর্ম্মত্বাদিতরস্যাশক্যত্বাৎ ॥ ২৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "কর্ম্মসন্তানঃ"—কর্ম্মগুলিরই সন্তান অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নত্ব বিবক্ষিত, "নানা কর্ম্মত্বাৎ"—কারণ, কর্ম্মগুলি নানা অর্থাৎ অনেক, "ইতরস্য অশক্যত্বাৎ"—যে হেতু, অপরটি অর্থাৎ মন্ত্র এবং কর্ম্মের যে সন্তান (অবিচ্ছিন্নত্ব) তাহা রক্ষা করা অসম্ভব। ইতি সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলেও মন্ত্রান্তে কর্ম্মাদির সন্নিপাত হইবে। কারণ, মন্ত্রের সহিত কর্ম্মের সাহিত্য এখানে বক্তব্য নহে এবং মন্ত্রের দ্বারা কর্ম্মের সন্তানও (দীর্ঘীভাবও) সম্ভব নহে। কিন্তু এখানে "দ্বাদশ দ্বাদশানি জুহোতি", এই বাক্যে যে বারটি 'দ্বাদশ' হোম বিহিত হইয়াছে সেই দ্বাদশটি 'দ্বাদশ' হোমরূপ কর্ম্মগুলির অবিচ্ছিন্নত্বই এখানে বোধিত হইয়াছে। "বাজশ্চ মে" ইত্যাদি দ্বাদশটি মন্ত্রবাক্যের দ্বারা সম্পাদ্য যে হোম তাহার নাম 'দ্বাদশ হোম'। ইতি ১০ম বসুধারাধিকরণ।

আঘারে চ দীর্ঘধারত্বাৎ ॥ ২৫ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "আঘারে চ"—আঘারেও (মন্ত্রান্তে কর্ম্মাদি সন্নিপাত হইবে), "দীর্ঘধারত্বাৎ"—যে হেতু, দীর্ঘধারা বক্তব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "সন্ততমাঘারায়তি" অর্থাৎ সন্তত আঘার করিবে। এখানে কি কর্ম্ম ও মন্ত্রের

সাহিত্য বিবক্ষিত অথবা এখানেও মন্ত্রান্তে কর্ম্মাদিসন্নিপাত হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এখানে যখন অনেক কর্ম্ম নাই, তখন পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায় কর্ম্মগুলির সান্তত্য এখানে সম্ভব নহে। কাজেই মন্ত্র ও কর্ম্মের সাহিত্য হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এখানেও কর্ম্মের সান্তত্য রহিয়াছে; আঘারের দীর্ঘধারত্বই সেই সান্তত্য—আঘারটির ধারা দীর্ঘ হইবে, ইহাই আঘার-কর্ম্মের সান্তত্য। অতএব এখানেও কোন বাধক না থাকায় মন্ত্রান্তে কর্ম্মাদিসন্নিপাত হইবে। ইতি ১১শ আঘারেও মন্ত্রান্তে কর্ম্মাদিসন্নিপাতাধিকরণ।

মন্ত্রাণাং সন্নিপাতিত্বাদেকার্থানাং বিকল্পঃ স্যাৎ ॥ ২৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "মন্ত্রাণাং সান্নিপাতিত্বাৎ"—মন্ত্র সকল সন্নিপাতী অর্থাৎ স্মরণ দ্বারা সন্নিপত্যোপকারক বলিয়া, "একার্থানাং বিকল্পঃ স্যাৎ" —একার্থ মন্ত্রসকলের বিকল্প হইবে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। যেখানে একই কর্ম্মের জন্য একাধিক মন্ত্র উপদিষ্ট আছে, যেমন পুরোডাশ বিভাগ করিবার জন্য "পূষা বাং বিভজতু, "ভগো বাং বিভজতু" ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র পঠিত আছে তথায় মন্ত্রগুলির বিকল্প হইবে, অর্থাৎ একটি পাঠ করিয়া কার্য্য করিলেই শাস্ত্রার্থ অনুষ্ঠিত হইবে। যে হেতু, এইগুলি করণমন্ত্র; আর করণমন্ত্রগুলির অন্তেই কর্ম্মাদিসন্নিপাত হয়। একটি মন্ত্রের অন্তেই সেই কর্ম্মাদিসন্নিপাত সম্ভব। কাজেই অন্য মন্ত্রগুলি নিরর্থক। আরও মন্ত্র সকল অনুষ্ঠেয়ার্থস্মারণ দ্বারা কর্ম্মের সন্নিপত্যোপকারক। আর একটি মন্ত্রের দ্বারাই সেই স্মারণরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। অতএব অপরগুলি পাঠ করা অনর্থক। ইতি ১২শ এককার্য্য মন্ত্রগুলির বিকল্পাধিকরণ।

সংখ্যাবিহিতেষু সমুচ্চয়োঽসন্নিপাতিত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সংখ্যাবিহিতেষু"—সংখ্যার সহিত বিহিত মন্ত্র-সকলে, "সমুচ্চয়ঃ"—সমুচ্চয় হইবে, "অসন্নিপাতিত্বাৎ"—যে হেতু, সবগুলি মন্ত্রের কর্ম্মাদি সন্নিপাত সম্ভব নহে। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অগ্নিচয়ন প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "চতুর্ভিরভ্রিমাদত্তে। দ্বাভ্যাং খনতি। ষড্ভিরাহরতি" অর্থাৎ চারিটি মন্ত্র পড়িয়া অভ্রি (কাষ্ঠ কুদ্দাল) গ্রহণ করিবে, দুইটি মন্ত্র পড়িয়া খনন করিবে এবং ছয়টি মন্ত্র পড়িয়া মৃত্তিকা আহরণ করিবে। এ স্থলে কি চারিটি প্রভৃতি মন্ত্রের বিকল্প হইবে অথবা সমুচ্চয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্ববাদী বলেন, পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে বিকল্প হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে যথাক্রমে চারি সংখ্যা, দুই সংখ্যা এবং ছয় সংখ্যা যখন শাস্ত্রবিহিত তখন ঐ সমস্ত কর্ম্মে যথাক্রমে সংখ্যাগুলি রক্ষণীয় বলিয়া অভ্রিগ্রহণে চারিটি মন্ত্রের সমুচ্চয় হইবে। খনন প্রভৃতিতেও এইরূপ সমুচ্চয় হইবে। ইতি ১৩শ মন্ত্রসমুচ্চয়াধিকরণ।

ব্রাহ্মণবিহিতেষু চ সংখ্যাবৎ সর্ব্বেষামুপদিষ্ট-
ত্বাৎ ॥ ২৮ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "ব্রাহ্মণবিহিতেষু চ"—ব্রাহ্মণবিহিত মন্ত্রসকলেও (সমুচ্চয় হইবে), "সংখ্যাবৎ"—পূর্ব্বোক্ত সংখ্যার ন্যায়, "সর্ব্বেষাম্ উপদিষ্টত্বাৎ"—যে হেতু, সবগুলিই উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। যে স্থলে একই কর্ম্মের জন্য একাধিক মন্ত্র ব্রাহ্মণ-মধ্যে সংখ্যা নির্দ্দেশ না করিয়াই বিহিত হইয়াছে তথায় সেই একাধিক মন্ত্রের সমুচ্চয় হইবে কি বিকল্প হইবে, ইহাই সংশয়। যেমন, পুরোডাশ প্রথনের জন্য ব্রাহ্মণমধ্যে "উরু প্রথস্বেতি পুরোডাশং প্রথয়তি" এবং "উরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাম্ ইতি পুরোডাশং প্রথয়তি" এই দুইটি বাক্যে দুইটি মন্ত্র নিরপেক্ষ ভাবে বিহিত হইয়াছে, এস্থলে কি দুইটি মন্ত্রের সমুচ্চয় হইবে অথবা বিকল্প হইবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এ স্থলে যদিও মন্ত্রের লিঙ্গের দ্বারাই মন্ত্রের বিনিয়োগ সিদ্ধ হয় তথাপি যখন ব্রাহ্মণে মন্ত্রের বিনিয়োগ উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন পূর্ব্বাধিকরণের সংখ্যার ন্যায় এখানেও মন্ত্রের সমুচ্চয়বিধানেই ব্রাহ্মণবাক্যের তাৎপর্য্য, অন্যথা উহা অনুবাদ হইয়া পড়ে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

যাজ্যাবষট্‌কারয়োশ্চ সমুচ্চয়দর্শনং তদ্বৎ ॥ ২৯ ॥

অক্ষরার্থ। "যাজ্যাবষট্‌কারয়োঃ"—যাজ্যা এবং বষট্‌কারের, "সমুচ্চয়দর্শনং চ"—যে সমুচ্চয় দৃষ্ট হয় তাহাও, "তদ্বৎ"—ঐরূপ অর্থের জ্ঞাপক।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে যে ব্রাহ্মণোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের সমুচ্চয় হইবে, তাহা যাজ্যা ও বষট্‌কারের সমুচ্চয় দর্শন হইতেও সিদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণে "যাজ্যয়া অধি বষট্ করোতি" এই বাক্যে যাজ্যা ও বষট্‌কারের সমুচ্চয় বিহিত হইয়াছে। মন্ত্রদ্বয়ের সমুচ্চয় হইলেই ইহা সম্ভব হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

বিকল্পো বা সমুচ্চয়স্যাশ্রুতিত্বাৎ ॥ ৩০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "বিকল্পঃ"—এস্থলে বিকল্প হইবে, "সমুচ্চয়স্য অশ্রুতিত্বাৎ"—যে হেতু, সমুচ্চয় শ্রুতিবোধিত নহে।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে সমুচ্চয় হইবে না, কিন্তু "মন্ত্রাণাং সন্নিপাতিত্বাৎ" ইত্যাদি ২৬শ সূত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে এখানেও বিকল্পই হইবে। কারণ, পূর্ব্বের সংখ্যার ন্যায় এখানে মন্ত্রদ্বয়ের সমুচ্চয় শ্রুতিবোধিত নহে। যে হেতু, মন্ত্র দুইটি পরস্পর নিরপেক্ষভাবেই এখানে বিহিত হইয়াছে, কিন্তু সংখ্যাযুক্তভাবে দুইটি মন্ত্র বিহিত হয় নাই। ইতি সিদ্ধান্ত।

গুণার্থত্বাদুপদেশস্য ॥ ৩১ ॥

অক্ষরার্থ। "উপদেশস্য গুণার্থত্বাৎ"—ব্রাহ্মণমধ্যে যে উল্লেখ, তাহা অর্থবাদ।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি বলা হয়, লিঙ্গের দ্বারাই যদি এখানে বিনিয়োগ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণমধ্যে উহার পুনরায় উল্লেখ কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, "গুণার্থত্বাৎ"—উহা অর্থবাদমাত্র।

বষট্‌কারে নানার্থত্বাৎ সমুচ্চয়ঃ ॥ ৩২ ॥

অক্ষরার্থ। "বষট্‌কারে"—যাজ্যা এবং বষট্‌কারে, "নানার্থত্বাৎ"—ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন বলিয়া, "সমুচ্চয়ঃ"—সমুচ্চয় হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী ২৯শ সূত্রে সমুচ্চয়ের জ্ঞাপক দৃষ্টান্ত-রূপে যে যাজ্যা এবং বষট্‌কারের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, তথায় যাজ্যা এবং বষট্‌কারের প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন। যে হেতু, বষট্‌কার প্রদানার্থ এবং যাজ্যা দেবতার আবাহনার্থ। পক্ষান্তরে এখানে দুইটি মন্ত্রের প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন নহে, কিন্তু অভিন্ন। কাজেই সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে এখানে সমুচ্চয় হইতে পারে না। অতএব বিকল্প হইবে। ইতি ১৪শ ব্রাহ্মণবিহিত মন্ত্রের বিকল্পাধিকরণ।

হৌত্রাস্তু বিকল্প্যেরন্নেকার্থত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "হৌত্রাঃ"—হোতার পাঠ্য মন্ত্রসকল, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "বিকল্প্যেরন্"—বিকল্পিত হইবে, "একার্থত্বাৎ"—একার্থতা অর্থাৎ একই প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। যূপোচ্ছ্রয়ণকালে অধ্বর্য্যু "উদ্দিবং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করেন। তদনন্তর সেই অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক প্রেষিত হইয়া হোতা নামক ঋত্বিক্‌কে "উচ্ছ্রয়স্ব" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যূপ পরিব্যাণের জন্যও অধ্বর্য্যু এবং হোতার ঐ ভাবে মন্ত্রপাঠের বিধি আছে। এ স্থলে হোতার পাঠ্য যে মন্ত্র, অধ্বর্য্যুর পাঠ্য মন্ত্রের সহিত তাহার বিকল্প হইবে কি সমুচ্চয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, এখানে দুই জনের পাঠ্য দুইটি মন্ত্রের একার্থতা রহিয়াছে বলিয়া হোতৃপাঠ্য মন্ত্রের বিকল্প হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সমুচ্চয়ো বা ক্রিয়মাণানুবাদিত্বাৎ ॥ ৩৪ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সমুচ্চয়ঃ"—সমুচ্চয় হইবে, "বা"—পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবর্ত্তক, "ক্রিয়মাণানুবাদিত্বাৎ"—যেহেতু, উহা অধ্বর্য্যু দ্বারা ক্রিয়মাণ কর্ম্মের অনুবাদী।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে হোতৃপাঠ্য মন্ত্রের সমুচ্চয় হইবে। কারণ, উহা অধ্বর্য্যুর দ্বারা ক্রিয়মাণ যে পদার্থ তাহারই অনু-বাদী। ক্রিয়মাণ কর্ম্মের স্মরণের অবিচ্ছেদের জন্যই হোতৃকর্ত্তৃক উহা স্বতন্ত্র

ভাবে পঠিত হয়। কাজেই প্রয়োজন বিভিন্ন হওয়ায় এখানে একার্থতা নাই, কিন্তু নানার্থতাই রহিয়াছে। অতএব পূর্ব্বন্যায় এখানে খাটিতেছে না বলিয়া উভয়ের পাঠ্য মন্ত্রের সমুচ্চয় হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

সমুচ্চয়ঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩৫ ॥

অক্ষরার্থ। "সমুচ্চয়ং দর্শয়তি চ"—স্বয়ং শ্রুতিই ইহার সমুচ্চয় দেখাইয়া দিতেছেন।

ভাষ্যভাবার্থ। এ স্থলে যে সমুচ্চয় হইবে তাহা "ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমাম্" ইত্যাদি শ্রুতিবচনের জ্ঞাপকতা হইতে নিরূপিত হয়। কারণ, অনেক মন্ত্রের সমুচ্চয় হইলে তবেই 'প্রথম', 'উত্তম' (চরম) এইরূপ প্রয়োগ করা চলে। অতএব সমুচ্চয় হইবে। ইতি ১৫শ হৌত্রমন্ত্রের সমুচ্চয়াধিকরণ।

ইতি দ্বাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ।

অথ দ্বাদশাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ

জপাশ্চাকর্ম্মযুক্তাঃ স্তুত্যাশীরভিধানাশ্চ যাজমানেষু সমুচ্চয়ঃ স্যাদাশীঃপৃথক্ত্বাৎ ॥ ১ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "যাজমানেষু"—যজমানপাঠ্য মন্ত্রসকলের মধ্যে, "অকর্ম্মযুক্তাঃ"—যে মন্ত্রগুলি কোন কর্ম্মে করণরূপে সমবেত নহে তাদৃশ, "জপাঃ"—জপার্থ মন্ত্রসকল, "চ"—অধিকরণান্তরসূচক, "স্তুত্যাশীরভিধানাঃ চ"—এবং স্তুতি, আশীঃ ও অভিধানার্থ মন্ত্রসকল, "সমুচ্চয়ঃ স্যাৎ"—সমুচ্চিত হইবে, "আশীঃপৃথক্ত্বাৎ"—যে হেতু, আশীঃ প্রভৃতি হইতে যে অদৃষ্ট জন্মিবে তাহার পার্থক্য রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপাদের শেষ অংশে অস্পষ্টলিঙ্গক বিকল্প এবং সমুচ্চয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে এই চতুর্থ পাদে স্পষ্টলিঙ্গক বিকল্প ও সমুচ্চয়ের চিন্তা করা হইবে। সোমযাগে দীক্ষিত ব্যক্তির যে বাঙ্‌নিয়মন (মৌন অবলম্বন) করিবার বিধি আছে, তৎপূর্ব্বে তাহার জপ্য (জপরূপে পাঠ্য) কতকগুলি মন্ত্র আছে। তাহা, "সারস্বতীমনূচ্য বাগ্‌যন্তব্যা" অর্থাৎ সারস্বতী ঋক্ পাঠ করিয়া বাগ্‌যত হইবে, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বিহিত হইয়াছে। এইরূপ, স্তুতি, আশীঃ এবং অভিধানার্থক মন্ত্রও বিহিত হইয়াছে। যে মন্ত্রের অর্থবোধ আবশ্যক নাই কিন্তু কেবল পাঠই প্রয়োজন, তাদৃশ মন্ত্রের তাদৃশ ভাবে (অর্থবোধ অবিবক্ষিত করিয়া) যে পাঠ তাহার নাম জপ। যে মন্ত্র অর্থবোধপূর্ব্বক কাহারও গুণকীর্ত্তনরূপে পাঠ করা হয় তাহা স্তুতি। যে মন্ত্র কোন প্রার্থনার জন্য (প্রাপ্যবস্তুনির্দ্দেশপূর্ব্বক) পাঠ করা হয় তাহা আশীঃ। আর যে মন্ত্রে গুণবিশিষ্ট গুণীর উল্লেখ করা হয়, তাহা অভিধান। যদ্যপি স্তুতিমন্ত্রেও গুণবিশিষ্ট গুণীর উল্লেখ করা হয়, তথাপি স্তুতিতে গুণের প্রাধান্য এবং অভিধানে গুণীর প্রাধান্য থাকে বলিয়া উভয়ের সাঙ্কর্য্য হয় না। এই সমস্ত মন্ত্র কোনও কর্ম্মের করণ নহে। কাজেই অনুষ্ঠেয় বিষয়ের স্মৃতি-উৎপাদন ইহাদের প্রয়োজন নয়, কিন্তু কেবলমাত্র পাঠই এগুলির প্রয়োজন। যজমানপাঠ্য এই সমস্ত জপ, স্তুতি, আশীঃ এবং অভিধানার্থ মন্ত্রের কি বিকল্প হইবে অথবা সমুচ্চয়

হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এ স্থলে সবগুলিরই মাত্র অনুবচন অর্থাৎ পাঠই যখন আবশ্যক, তখন এগুলির সমুচ্চয়ের কোনও কারণ নাই। অতএব এগুলির অনুবচনার্থতারূপ একার্থতা রহিয়াছে বলিয়া বিকল্প হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে অদৃষ্ট উৎপাদনই যখন প্রয়োজন আর জপ, স্তুতি, আশীঃ এবং অভিধানার্থ মন্ত্রের পরস্পর যখন ভেদ রহিয়াছে তখন ঐ গুলির অনুবচনের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অদৃষ্ট উৎপন্ন হইবে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন অদৃষ্টের জন্য ঐ গুলির সবকয়টিই পাঠ্য। ইতি সিদ্ধান্ত।

সমুচ্চয়ঞ্চ দর্শয়তি ॥ ২ ॥

অক্ষরার্থ। "সমুচ্চয়ং দর্শয়তি চ"—শ্রুতিই উহাদের সমুচ্চয় দেখাইয়া দিতেছেন।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐগুলির যে সমুচ্চয় হইবে তাহা "ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমাম্" এই শ্রুতিবচন হইতেও সিদ্ধ হয়। কারণ, সমুচ্চয় না হইলে অনেক হয় না; আর অনেক না হইলে প্রথমত্ব ও উত্তমত্ব (চরমত্ব) হইতে পারে না। অতএব সমুচ্চয় হইবে। ইতি ১ম জপসমুচ্চয়াধিকরণ।

যাজ্যানুবাক্যাসু তু বিকল্পঃ স্যাদ্দেবতোপ-লক্ষণার্থত্বাৎ ॥ ৩ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "যাজ্যানুবাক্যাসু"—যাজ্যা এবং অনুবাক্যা সকলে, "তু"—প্রত্যুদাহরণার্থক, "বিকল্পঃ স্যাৎ"—বিকল্প হইবে, "দেবতোপলক্ষণার্থত্বাৎ"—যে হেতু, দেবতার স্মৃতি উহাদের প্রয়োজন।

ভাষ্যভাবার্থ। ঐন্দ্রবার্হস্পত্যকর্ম্মে দুই জোড়া যাজ্যা ও অনুবাক্যা আছে। তাহাদের সমুচ্চয় হইবে কি বিকল্প হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পূর্ব্বাধিকরণোক্ত বিষয়ের ন্যায় উহাদেরও সমুচ্চয় হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে দুই জোড়া যাজ্যানুবাক্যারই দেবতা-স্মরণ রূপ একই দৃষ্টার্থতা রহিয়াছে বলিয়া একার্থত্বনিবন্ধন ইহাদের বিকল্প হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ৪ ॥

অক্ষরার্থ। "লিঙ্গদর্শনাৎ চ"—লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বেদবচন দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

ভাষ্যভাবার্থ। "ক্রতুর্বৈ দেবানাং যাজ্যানুবাক্যে একয়া প্রত্যা-গচ্ছতি গময়ত্যন্যয়া" ইত্যাদি শ্রুতির জ্ঞাপকতা হইতেও ইহাদের বিকল্প সিদ্ধ হয়। ইতি ২য় দ্বিবিধ যাজ্যানুবাক্যার বিকল্পাধিকরণ।

ক্রয়েষু তু বিকল্পঃ স্যাদেকার্থত্বাৎ ॥ ৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "ক্রয়েষু বিকল্পঃ স্যাৎ" —সোমক্রয়ে বিকল্প হইবে, "একার্থত্বাৎ"—একার্থতা রহিয়াছে বলিয়া।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে "অজয়া ক্রীণাতি। হিরণ্যেন ক্রীণাতি। বাসসা ক্রীণাতি" অর্থাৎ "অজা দ্বারা সোম ক্রয় করিবে, বস্ত্রের দ্বারা ক্রয় করিবে, হিরণ্যের দ্বারা ক্রয় করিবে" ইত্যাদি স্থলে সোমক্রয়ের দ্রব্য উপদিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে অজা, বস্ত্র এবং হিরণ্য প্রভৃতি দ্রব্যের বিকল্প হইবে কি সমুচ্চয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, সোমক্রয়ে অজা, বস্ত্র এবং হিরণ্যের বিকল্প হইবে। কারণ, এইগুলির প্রত্যেকটিই নিরপেক্ষ ভাবে সোমক্রয়ের সাধনরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

সমুচ্চয়ো বা প্রয়োগে দ্রব্যসমবায়াৎ ॥ ৬ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "সমুচ্চয়ঃ"—সোমক্রয়ে সকল দ্রব্যগুলির সমুচ্চয় হইবে, "প্রয়োগে দ্রব্যসমবায়াৎ"—যেহেতু, প্রয়োগে অর্থাৎ সোমক্রয়রূপ ব্যাপারে সকল দ্রব্যগুলির সাধনরূপে সমবায় আবশ্যক।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে বিকল্প হইবে না, কিন্তু সমুচ্চই হইবে। কারণ, বিক্রেতা বিক্রেয় দ্রব্যের অধিক মূল্য পাইলে সহজেই

বিক্রয় করিতে স্বীকার করে। বিশেষতঃ ঐ ক্রয়সাধন দ্রব্যগুলির মধ্যে অশ্বশফাদি এমন কতকগুলি দ্রব্য আছে—যেগুলি পাইলে বিক্রেতার কোনই লাভ বোধ হয় না। আর তাহা না হইলে সে বিক্রয় করিতেও স্বীকৃত হইবে না। ইতি সিদ্ধান্ত।

সমুচ্চয়ং চ দর্শয়তি ॥ ৭ ॥

অক্ষরার্থ। "সমুচ্চয়ং দর্শয়তি চ"—স্বয়ং শ্রুতিই উহাদের সমুচ্চয় দেখাইয়া দিতেছেন।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতি বলিতেছেন, "দশভিঃ ক্রীণাতি দশাক্ষরা বিরাট্ বিরাজমেব প্রাপ্নোতি" অর্থাৎ দশটি দ্রব্য দিয়া ক্রয় করিবে, কারণ, বিরাট্ ছন্দঃ দশাক্ষর; তাহাতে বিরাটকেই পাওয়া হইবে—। এই অর্থবাদের জ্ঞাপকতা হইতেও ক্রয়সাধন দ্রব্যগুলির সমুচ্চয় বোধিত হয়। ইতি ৩য় সোমক্রয়দ্রব্য-সমুচ্চয়াধিকরণ।

সংস্কারে চ তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ৮ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "সংস্কারে চ"—উপযজন সংস্কারেও (সমুচ্চয় হইবে), "তৎপ্রধানত্বাৎ"—যেহেতু, যাহার সংস্কার হইবে সেই দ্রব্যই এখানে প্রধান। সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অগ্নীষোমীয় পশুর প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "গুদেনোপযজতি" অর্থাৎ পশুর অঙ্গের পায়ু অংশটির দ্বারা যাগ করিবে। পশ্বেকাদিনীতে অনেক পশু। সেগুলির পক্ষেও উহা অতিদেশবলে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তথায় ঐ গুদোপযজনে একাদশটি পশুর পায়ুর বিকল্প হইবে কি সমুচ্চয় হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, "গুদেন"এস্থলের তৃতীয়া শ্রুতিবলে উহা অর্থকর্ম্ম বলিয়া ঐগুলির বিকল্প হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, উহা অর্থকর্ম্ম নহে, কিন্তু উহা সংস্কার কর্ম্ম; যেহেতু, ঐ পায়ু-অঙ্গগুলির প্রতিপত্তিরূপ সংস্কার আবশ্যক। আর সংস্কারকর্ম্মে সংস্কার্য্য দ্রব্যই প্রধান। আর প্রধানের অনুরোধে সংস্কারের আবৃত্তি কর্ত্তব্য। অতএব গুদোপযজন যাগে পায়ুদ্রব্যগুলির সমুচ্চয়ই হইবে। ইতি ৪র্থ উপযজনাদি প্রতিপত্তি কর্ম্মগুলির সমুচ্চয়াধিকরণ।

সংখ্যাসু তু বিকল্পঃ স্যাচ্ছ্রুতিবিপ্রতিষেধাৎ ॥ ৯ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "তু"—প্রত্যুদাহরণমূলক অধিকরণান্তরসূচক, "সংখ্যাসু বিকল্পঃ স্যাৎ"—নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার স্থলে বিকল্প হইবে, "শ্রুতি-বিপ্রতিষেধাৎ"—যেহেতু, তাহা না হইলে শ্রুতিবিরোধ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে অগ্ন্যাধান প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "একা দেয়া ষড়্দেয়া দ্বাদশ দেয়াঃ" অর্থাৎ "একটি ধেনু দক্ষিণা দেয়। ছয়টি ধেনু দক্ষিণা দেয়। দ্বাদশটি ধেনু দক্ষিণা দেয়।" এ স্থলে, এক, ছয় এবং দ্বাদশটি ধেনুর সমুচ্চয় হইবে কি বিকল্প হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, পূর্ব্বতর অধিকরণের নিয়ম অনুসারে এখানে সমুচ্চয় হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে শ্রুতিমধ্যে এক, ছয় এবং দ্বাদশটি ধেনু দক্ষিণারূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যদি উহাদের সমুচ্চয় হয় তাহা হইলে উনিশটি ধেনু দক্ষিণা হয়। আর তাহা শ্রুতি-উল্লিখিত এক, ছয় এবং দ্বাদশ সংখ্যার কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত নহে। কাজেই সমুচ্চয় স্বীকার করিলে এখানে শ্রুত্যর্থের সহিত বিরোধ হয়। অতএব এখানে বিকল্পই হইবে। ইতি ৫ম আধানে দক্ষিণাসংখ্যাবিকল্পাধিকরণ।

দ্রব্যবিকারান্তু পূর্ব্ববদর্থকর্ম্ম স্যাৎ তথা বিকল্পেন নিয়মঃ প্রধানত্বাৎ ॥ ১০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্রব্যবিকারাৎ"—জাঘনী নামক দ্রব্যের বিকার অর্থাৎ প্রকৃতি যাগ হইতে বিলক্ষণ যে নিয়ম সেই নিয়ম বিধি স্থলে, "তু"—অধিকরণান্তরসূচক, "পূর্ব্ববৎ"—পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায় অথবা স্বীয় প্রকৃতিযাগের ন্যায়, "অর্থকর্ম্ম স্যাৎ"—অর্থকর্ম্ম হইবে, "তথা"—সেইভাবে, "বিকল্পেন"—বিকল্পের প্রাপ্তি হইলে, "নিয়মঃ"—নিয়মার্থ হইবে, "প্রধানত্বাৎ"—যে হেতু, উহা প্রধান কর্ম্ম।

ভাষ্যভাবার্থ। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে, "জাঘন্যা পত্নীঃ সংযাজয়ন্তি" অর্থাৎ "জাঘনী দ্বারা (পশুর লাঙ্গুল দ্বারা) পত্নীসংযাজ

করিবে"। একাদশিন প্রভৃতি পশুযাগেও উহা অতিদেশ বলে প্রাপ্ত হয়। পশুগণে ঐ জাঘনীর সমুচ্চয় হইবে কি বিকল্প হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে সিদ্ধান্তমুখে অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন, এস্থলে জাঘনীর সমুচ্চয় হইবে না, কিন্তু বিকল্পই হইবে। কারণ, এই যে পত্নীসংযাজ ইহা প্রতিপত্তিকর্ম্ম নহে, কিন্তু ইহা অর্থকর্ম্ম। ইহা যদি প্রতিপত্তি কর্ম্ম হইত তাহা হইলে প্রতিপাদ্য (প্রতিপত্তির যোগ্য) ঐ জাঘনীগুলির অনুরোধে কর্ম্মের আবৃত্তি সুতরাং সমুচ্চয় হইতে পারিত। কিন্তু ইহা প্রতিপত্তিকর্ম্ম নহে, ইহা অর্থকর্ম্ম। যেহেতু, প্রকৃতিভূত যাগে পত্নীসংযাজ অর্থকর্ম্মরূপে বিহিত। আর প্রকৃতিযাগে আজ্যের সহিত জাঘনীর বিকল্প আছে। তদনুসারে এখানেও আজ্যের সহিত বিকল্পই প্রাপ্ত হয়। একারণে এই বিকৃতিমধ্যে জাঘনী নিয়মিত করিবার জন্য এস্থলে "জাঘন্যা পত্নীঃ সংযাজয়ন্তি" এই বাক্যে পুনর্ব্বার জাঘনীর বিধান করা হইয়াছে। অতএব এস্থলে পত্নীসংযাজ কর্ম্মই প্রধান এবং জাঘনী তাহার গুণভূত বলিয়া এবং একটী মাত্র জাঘনীর দ্বারাই সেই পত্নীসংযাজ নিষ্পন্ন হইতে পারে বলিয়া জাঘনীর সমুচ্চয় হইবে না, কিন্তু বিকল্পই হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

দ্রব্যত্বেঽপি সমুচ্চয়ো দ্রব্যস্য কর্ম্মনিষ্পত্তেঃ প্রতিপশু কর্ম্মভেদাদেবং সতি যথাপ্রকৃতি ॥ ১১ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "দ্রব্যত্বে অপি"—যদিও জাঘনী ক্রিয়ার প্রতি গুণভূত দ্রব্য তথাপি, "সমুচ্চয়ঃ"—জাঘনীর সমুচ্চয় হইবে, "দ্রব্যস্য কর্ম্মনিষ্পত্তেঃ"—যে হেতু, পশুবিশসনরূপ কর্ম্ম হইতে জাঘনীরূপ দ্রব্যের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, "প্রতিপশু কর্ম্মভেদাৎ"—আর প্রত্যেকটি পশুর জন্য ঐ বিশসন কর্ম্মেরও ভেদ রহিয়াছে (যে হেতু, প্রত্যেকটি পশুকে আলাদা আলাদা বিশসন করিতে হয়), "এবং সতি"—এরূপ হইলে, "যথাপ্রকৃতি"—প্রকৃতি যাগের ন্যায় অশেষ (সব কয়টি) জাঘনীর দ্বারা অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলতেছেন, যদিও জাঘনী এখানে গুণভূত তথাপি তাহার সমুচ্চয়ই হইবে। কারণ, বিশসন

ক্রিয়া দ্বারা জাঘনী নিষ্পন্ন হয়। যাহা ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন হয় তাহা প্রয়োজন-সাপেক্ষ। পত্নীসংযাজই এখানে সেই প্রয়োজন। আর প্রত্যেকটি পশুর জন্ত বিশসন ক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া প্রত্যেকটি জাঘনী পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াদ্বারাই নিষ্পন্ন। সুতরাং প্রত্যেকটি জাঘনীই প্রয়োজনসাপেক্ষ। কাজেই সবগুলি জাঘনী যদি পত্নীসংযাজ কর্ম্মে বিনিযুক্ত হয়, তবেই তাহাদের প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ প্রকৃতিযাগে যখন অশেষ জাঘনীই অর্থাৎ জাঘনীস্বরূপে জাঘনী পত্নীসংযাজে বিনিযুক্ত হয়, তখন সমুচ্চয় স্বীকার করিলে তবেই প্রকৃতিযাগের অনুরূপতা থাকে। অতএব পশুগণে জাঘনীর সমুচ্চয় হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

কপালেঽপি তথেতি চেৎ ॥ ১২ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "কপালে অপি"—কপালেও, "তথা"—ঐরূপ সমুচ্চয় হইবে, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উপরে শঙ্কা উত্থাপন করিয়া কোন বাদী বলিতেছেন, জাঘনীর যদি সমুচ্চয় হয় তাহা হইলে যেখানে বহু কপাল আছে তথায় সবগুলি কপালের দ্বারাই তুষোপবাপ করা উচিত; সুতরাং কপালেরও সমুচ্চয় হওয়াই উচিত। কিন্তু তাহা হয় না, যেহেতু, একটি কপালেই তুষোপবাপ করা হইয়া থাকে। সুতরাং জাঘনী এবং কপালের একরূপতা থাকা সত্ত্বেও পার্থক্যের কারণ কি? ইতি পূর্ব্বপক্ষে আশঙ্কা।

ন কর্ম্মণঃ পরার্থত্বাৎ ॥ ১৩ ॥ (আঃ নিঃ)

অক্ষরার্থ। "ন"—না কপালের সমুচ্চয় হইবে না, "কর্ম্মণঃ পরার্থত্বাৎ"—যেহেতু, বিশসন বা তুষোপবাপ দুইটি কর্ম্মেরই অন্তপ্রকার প্রয়োজন।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত আশঙ্কার নিরাসার্থে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এস্থলে বিশসনক্রিয়া এবং তুষোপবাপ ক্রিয়া দুইটির প্রয়োজন ভিন্ন প্রকার। তুষোপবাপের প্রয়োজন পুরোডাশশ্রপণ। একটি মাত্র কপালে তুষোপবাপ করিলেও সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় এবং তাহাতেই শাস্ত্রার্থ অনুষ্ঠিত হয়। আর আহুতির জন্ত আবশ্যক যে হৃদয়াদি অঙ্গ তাহা নিষ্পাদন করাই বিশসনের প্রয়োজন, কিন্তু জাঘনীনিষ্পাদন-

তাহার প্রয়োজন নহে। যেহেতু জাঘনী এস্থলে অন্নুনিষ্পাদী। কাজেই বিশসন-ক্রিয়ার ভেদ হেতু যে জাঘনীর সমুচ্চয় হইবে তাহা হইতে পারে না। অতএব জাঘনীর বিকল্পই হইবে। ইতি আশঙ্কানিরাস

প্রতিপত্তিস্তু শেষত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "প্রতিপত্তিঃ"—উহা প্রতিপত্তিকর্ম্ম, "তু"—পক্ষ-পরিবর্ত্তনসূচক, "শেষত্বাৎ"—যেহেতু, উহা শেষদ্রব্য।

ভাষ্যভাবার্থ। অপর এক পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, সিদ্ধান্তী স্বীকার করেন যে, জাঘনী হৃদয়াদির অন্নুনিষ্পন্ন। আর হৃদয়াদিই প্রকৃত হবির্দ্রব্য। তাহা যদি হয়, তবে জাঘনীকে শেষদ্রব্যই বলিতেই হয়। আর সব কয়টি শেষদ্রব্যই সমভাবে প্রতিপত্তিসাপেক্ষ। সুতরাং পূর্ব্বতর অধিকরণের নিয়ম অনুসারে জাঘনীর সমুচ্চয়ই হওয়া উচিত। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

শৃতেঽপি পূর্ব্ববৎ স্যাৎ ॥ ১৫ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "শৃতে অপি"—শৃত চরু প্রভৃতিতেও,—"পূর্ব্ববৎ স্যাৎ"—পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ ঐ জাঘনীর ন্যায় প্রতিপত্তি কর্ম্ম হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী উক্ত নিয়মের অতিদেশ করিয়া বলিতেছেন, প্রদর্শিত যুক্তি দ্বারা জাঘনীর প্রতিপত্তিকর্ম্মতা যখন সিদ্ধ হইল, তখন তদনুসারে অভ্যুদয়েষ্টির যে "শৃতে চরুং দধংশ্চরুম্" ইত্যাদি বাক্যবোধিত কর্ম্ম তাহাও প্রতিপত্তিকর্ম্মই হইবে, যে হেতু সেখানেও ঐ দ্রব্যগুলি জাঘনীর ন্যায় অন্নুনিষ্পাদী। (অভ্যুদয়েষ্টির বিবরণ ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চমপাদের প্রথম অধিকরণে দ্রষ্টব্য)। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

বিকল্পে ত্বর্থকর্ম্ম নিয়মপ্রধানত্বাচ্ছেষে চ কর্ম্মকার্য্যসমবায়াৎ তস্মাত্তেনার্থকর্ম্ম স্যাৎ ॥ ১৬ ॥

অক্ষরার্থ। "বিকল্পে"—বিকল্প রহিয়াছে বলিয়া, "তু"—পূর্ব্ব-পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থক, "অর্থকর্ম্ম স্যাৎ"—অর্থকর্ম্ম হইবে, "নিয়মপ্রধানত্বাৎ"—যে হেতু, নিয়মই প্রধান অর্থাৎ জাঘনীর নিয়মবিধান করাই শাস্ত্রের

তাৎপর্য্য, "চ"—এবং, "শেষে"—বিনিযুক্ত দ্রব্যের যে অবশিষ্ট অংশ তাহাতে, "কর্ম্মকার্য্যসমবায়াৎ"—কর্ম্মের কার্য্য যে প্রতিপত্তিরূপ সংস্কার তাহা সমবেত হয় বলিয়া, "তস্মাৎ"—সে কারণে, "তেন"—সেই জাঘনী দ্রব্য কিংবা পূর্ব্বোক্ত সমিধ্ ও ঘৃতের দ্বারা যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা, "অর্থকর্ম্ম স্যাৎ"—অর্থকর্ম্ম হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বের দুইটি সূত্রে যে শঙ্কা উত্থাপন করা হইয়াছিল সিদ্ধান্তী তাহার পরিহার বলিতেছেন "বিকল্পে" ইত্যাদি এস্থলে পত্নগণে জাঘনী দ্বারা যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা প্রতিপত্তিকর্ম্ম হইতে পারে না। কারণ, প্রকৃতি যাগে জাঘনী দ্বারা অনুষ্ঠেয় পত্নীসংযাজ যে অর্থকর্ম্ম তাহা পূর্ব্বপক্ষবাদীও স্বীকার করেন। কিন্তু তথায় আজ্যের সহিত জাঘনীর বিকল্প আছে। এজন্য এখানে পুনর্ব্বার যে জাঘনীর বিধান তাহা নিয়মার্থক। সুতরাং ইহা দ্বারা প্রকৃতি যাগীয় আজ্যেরই নিবৃত্তি হইবে, ইহাতেই এইস্থলের পুনর্বিধান চরিতার্থ হইয়া যায়; কিন্তু ইহা দ্বারা জাঘনীসাধ্য কর্ম্মের যে অর্থকর্ম্মতা তাহা নিবৃত্ত হইবার কারণ কি? সুতরাং প্রকৃতযাগের ন্যায় এস্থলেও যে জাঘনীসাধ্য কর্ম্ম তাহা অর্থকর্ম্মই থাকিয়া যায়। আর তাহা হইলে জাঘনীর প্রতিপত্তিরূপ সংস্কার এখানে অপেক্ষিত নহে বলিয়া জাঘনীর সমুচ্চয় হইবে না। এতএব জাঘনীর বিকল্পই হইবে। আর পূর্ব্বপক্ষবাদী এই দৃষ্টান্তে অভ্যুদয়েষ্টির "শৃতে" অর্থাৎ দধিঘৃতাদিতেও যে প্রতিপত্তির অতিদেশ করিয়াছেন তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, যে দ্রব্য কোন কর্ম্মে বিনিযুক্ত হইয়া অবশিষ্ট থাকে তাহারই প্রতিপত্তি করা আবশ্যক হয়। এখানে "শৃত" অর্থাৎ দধি ও ঘৃত ইতঃপূর্ব্বে কোন কর্ম্মে বিনিযুক্ত হয় নাই বলিয়া প্রথমেই তাহার প্রতিপত্তির কথা উঠিতে পারে না। কিন্তু, কান প্রধানকর্ম্মে ঐ গুলির বিনিয়োগেরই আকাঙ্ক্ষা হয়। আর তাহা হইলে দধিঘৃতসাধ্য কর্ম্মও অর্থকর্ম্ম হইয়া পড়ে। অতএব "শৃতে" অর্থাৎ অভ্যুদয়েষ্টির দধি ঘৃতাদি সাধ্য কর্ম্মও অর্থকর্ম্মই বটে। ইতি ৬ষ্ঠ জাঘনীবিকল্পাধিকরণ

উখায়াং কাম্যনিত্যসমুচ্চয়ো নিয়োগে কামদর্শনাৎ ॥ ১৭ ॥ (পূঃ)

অক্ষরার্থ। "উখায়াং"—উখ্য অগ্নিতে, "কাম্যনিত্যসমুচ্চয়ঃ" —কাম্য এবং নিত্য অগ্নির সমুচ্চয় হইবে, "নিয়োগে কামদর্শনাৎ"—যে

হেতু, নিয়োগে অর্থাৎ অগ্নির অবধানে অর্থাৎ আধারে স্থাপনের জন্য কামনার (ফলের) উল্লেখ রহিয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। অগ্নিচয়ন কর্ম্মে উখা নির্ম্মাণ করিয়া সেই উখাতে অগ্নি ধারণ করিবার বিধি আছে। ইহাকে 'উখ্য' অগ্নি বলা হয়। ইহা নিত্য অগ্নি। ঐ প্রকরণেই অপর একটি অগ্নির বিষয় শ্রুতি বলিতেছেন "বৃক্ষাগ্রাজ্জ্বলতো ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্যাহৃত্যাবদধ্যাৎ" অর্থাৎ "ব্রহ্মবর্চ্চসমকামী ব্যক্তি দাবাগ্নিতে প্রজ্বলিত বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে অগ্নি আহরণ করিয়া অবধান (স্থাপন) করিবে।" ইহা কাম্য অগ্নি। এস্থলে ঐ নিত্য এবং কাম্য অগ্নি দুইটির কি সমুময় হইবে অথবা ঐ কাম্য অগ্নির দ্বারা নিত্য অগ্নির বাধ হইবে, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্ব-পক্ষবাদী বলিতেছেন, এস্থলে উভয়ের সমুচ্চয় হইবে। কারণ, এস্থলে ব্রহ্মবর্চ্চ-সাদিরূপ কামনার উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া উভয়ের প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন। নিত্য অগ্নিতে হোম করিতে হয়, তাহাই উহার প্রয়োজন, আর কাম্য অগ্নি ধারণ করিতে হয়—উহার ফল ব্রহ্মবর্চ্চসাদি। অতএব হোমের জন্য নিত্য অগ্নিও আবশ্যক; আর ব্রহ্মবর্চ্চসাদি ফলের জন্য ত যথোক্ত বহ্নি স্বতন্ত্রভাবেই ধারণীয়। কাজেই উভয়ের সমুচ্চয়ই হইবে। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।

অসতি চাসংস্কৃতেষু কর্ম্ম স্যাৎ ॥ ১৮ ॥

অক্ষরার্থ। "অসতি"—সমুচ্চয় না হইলে, "চ"—যেহেতু, "অসংস্কৃতেষু"—অসংস্কৃত অগ্নিতে, "কর্ম্ম স্যাৎ"—হোমাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে।

ভাষ্যভাবার্থ। এস্থলে যে সমুচ্চয়ই হইবে তাহার কারণ, সমুচ্চয় স্বীকার না করিলে ঐ অসংস্কৃত কাম্য অগ্নিতেই হোমাদি কর্ম্ম করিতে হয়। যে হেতু, কাম্য অগ্নি আধানাদি দ্বারা সংস্কৃত নহে। অথচ আধানসংস্কৃত অগ্নিতেই হোমাদি করা বিধিবিহিত।

তস্য চ দেবতার্থত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

অক্ষরার্থ। "তস্য চ দেবতার্থত্বাৎ"—সেই যে আধান তাহা দেবতোদ্দেশে হোমের জন্য আবশ্যক।

ভাষ্যভাবার্থ। যদি কেহ বলেন, ঐ কাম্য অগ্নি আধানসংস্কৃত না হইলেও তাহাতে হোম করা চলিবে, তদুত্তরে বক্তব্য, আধান দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া সেই অগ্নিতে সকল দেবতার জন্য যাহাতে হোম করা যায় এই কারণেই আধান করা হয়। এস্থলে তাহার অন্যথা করিলে তাহা বৈধ হইবে কেন? কাজেই হোমের জন্য নিত্য অগ্নিও আবশ্যক। আর কাম্য অগ্নি ত রহিয়াছেই। সুতরাং ইহাতে অগ্নিদ্বয়ের সমুচ্চয়ই হয়। ইতি পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

বিকারো বা (নিত্যস্যাগ্নেঃ কাম্যেন) তদুক্ত-হেতুঃ ॥ ২০ ॥ (সিঃ)

অক্ষরার্থ। "বা"—পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, "(কাম্যেন নিত্যস্য অগ্নেঃ) বিকারঃ"—কাম্য অগ্নি দ্বারা নিত্য অগ্নির বিকার অর্থাৎ বাধ হইবে, "তদুক্তহেতুঃ"—তাহার হেতু বলা হইয়াছে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে কাম্য অগ্নি দ্বারা নিত্য অগ্নির বাধই হইবে। ইহার হেতু পূর্ব্বে (তৃতীয় অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ পাদে ১০ম সূত্রে) বলা হইয়াছে। আর সেই যে কাম্য অগ্নি তাহাতেই হোমাদি কর্ম্ম হইবে। ইতি সিদ্ধান্ত।

বচনাদসংস্কৃতেষু কর্ম্ম স্যাৎ ॥ ২১ ॥

অক্ষরার্থ। "বচনাৎ" বচন বলে, "অসংস্কৃতেষু কর্ম্ম স্যাৎ"—অসংস্কৃত অগ্নিতেই কর্ম্ম হইবে।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছেন, সমুচ্চয় না হইলে অসংস্কৃত অগ্নিতেই হোমাদি কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা অকিঞ্চিৎকর। কারণ, "পদে জুহোতি" ইত্যাদি বচনবলে যেমন অগ্নি ভিন্ন অন্য স্থলেও অর্থাৎ গোপদাঙ্কিত ভূমিতেও হোম করা হয়, সেইরূপ বিশেষ বচনবলে অসংস্কৃত অগ্নিতেও হোমাদি করিলে তাহা অবৈধ হইবে না।

সংসর্গে চাপি দোষঃ স্যাৎ ॥ ২২ ॥

অক্ষরার্থ। "অপি চ"—আরও, "সংসর্গে দোষঃ স্যাৎ"—অগ্নিদ্বয়ের পরস্পর সংসর্গ হইলে দোষ হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এ স্থলে যে সমুচ্চয় হইতে পারে না তাহার আরও কারণ, এই যে কাম্য অগ্নি নিত্য অগ্নির সহিত ইহার সংসর্গ হইলে তাহা দোষাবহ হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য 'শুচি' নামক অগ্নির উদ্দেশ্যে অষ্টাকপালনির্ব্বাপ রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এবং এস্থলে উভয়ের সমুচ্চয় হইলে সংসর্গও হইবে। অতএব সংসর্গে দোষশ্রুতি রহিয়াছে বলিয়াও এস্থলে কাম্য ও নিত্য অগ্নির সমুচ্চয় হইতে পারিবে না।

বচনাদিতি চেৎ ॥ ২৩ ॥ (আঃ)

অক্ষরার্থ। "বচনাৎ"—বচন রহিয়াছে বলিয়া উহা দোষাবহ হইবে না, "ইতি চেৎ"—ইহা যদি বলা হয়।

ভাষ্যভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, সমুচ্চয় পক্ষে অগ্নিদ্বয়ের সংসর্গ হইলেও তাহা দোষাবহ হইবে না, যেহেতু, এই সংসর্গ শাস্ত্র-বচনসিদ্ধ। আর যাহা শাস্ত্রবিহিত তাহাতে দোষ হইতে পারে না। ইতি আশঙ্কা।

তথেতরস্মিন্ ॥ ২৪ ॥ (আঃ।নিঃ)

অক্ষরার্থ। "তথা"—সেইরূপ হইবে, "ইতরস্মিন্"—অসমু-চ্চয়পক্ষে।

ভাষ্যভাবার্থ। উক্ত শঙ্কার পরিহারকল্পে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, অসংস্কৃত অগ্নিতে হোমাদি করিলে দোষ হয়, এই বিবেচনাতেই পূর্ব্বপক্ষবাদী এস্থলে কাম্য ও নিত্যের সমুচ্চয় স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর মতে যেমন কাম্য ও নিত্য অগ্নির সংসর্গ বাচনিক বলিয়া দোষাবহ নহে, আমাদের মতেও তেমনি অসংস্কৃত বহ্নিতে যে হোম তাহাও এখানে বাচনিক বলিয়া দোষাবহ নহে। অধিকন্তু এপক্ষে অগ্নিদ্বয়ের সংসর্গ হইবারও সম্ভাবনা না থাকায় অপর দোষটিও হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার দোষশূন্য বলিয়া সিদ্ধান্তীর পক্ষই অধিক যুক্তিসঙ্গত। ইতি আশঙ্কানিরাস।

উৎসর্গেঽপি পরিগ্রহঃ কর্ম্মণঃ কৃতত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

অক্ষরার্থ। "উৎসর্গে অপি"—সংস্কৃত নিত্য অগ্নির উৎসর্গ অর্থাৎ পরিত্যাগ করা হইলেও, "পরিগ্রহঃ"—দেবতার